তবাকাত-ই-আকবরী

খাজা নিযামউদ্দীন আহমদ

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

তবাকাত্-ই-আকবরী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

খাজা নিযামউদ্দীন আহ্‌মদ

তবাকাত্-ই-আকবরী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

www.alimaanfoundation.com

আহমদ ফজলুর রহমান
অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৮৫
[অক্টোবর, ১৯৭৮]

বা/এ/৯৭৪
পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ
(পাঠ্যপুস্তক বিভাগের সৌজন্যে)
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বী
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আবু আব্বাস
বিপাশা মুদ্রণ
৪৮, হৃষিকেশ দাস রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ
রফিকুন্নবী

মূল্য : চল্লিশ টাকা।

THE TABAQAT-I-AKBARI (Part-II) : Khawaja Nizamuddin Ahmad. Translated by Ahmad Fazlur Rahman, published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. First Edition : October, 1978. Price : Taka : 40.00 only.

www.alimaanfoundation.com

সূচীপত্র

যহিরউদ্দীন বাবর	...	...	১
হযরত খান-ই-সইদ-মুহম্মদ হুমায়ুন শাহ		...	৩৮
আবুল ফতেহ জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবর	...	...	৯৭
প্রথম ইলাহী বৎসর	...		৯৮
দ্বিতীয় ,, ,,	...	...	১০৩
তৃতীয় ,, ,,			১০৬
চতুর্থ ,, ,,	...	...	১০৯
পঞ্চম ,, ,,	...	...	১১০
ষষ্ঠ ,, ,,	...	...	১১৮
সপ্তম ,, ,,	...	...	১২২
অষ্টম ,, ,,	...	...	১২৫
নবম ,, ,,	...	...	১৩৩
দশম ,, ,,	...	...	১৪২
একাদশ ,, ,,	...	...	১৫৬
দ্বাদশ ,, ,,	...		১৬৩
ত্রয়োদশ ,, ,,	..	...	১৭৫
চতুর্দশ ,, ,,	...		১৭৮
পঞ্চদশ ,, ,,	...	...	১৮১
ষোড়শ ,, ,,		...	১৮৭
সপ্তদশ ,, ,,	...	...	১৯০
অষ্টাদশ ,, ,,	...	...	২১০
ঊনবিংশ ,, ,,	...	...	২৪২
বিংশ ,, ,,	...	...	২৬৮
একবিংশ ,, ,,			২৮৯
দ্বাবিংশ ,, ,,		...	২৯১

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

ত্রয়োবিংশ ইলাহী বৎসর	...	...	৩০৪
চতুর্বিংশ ,, ,,	...	...	৩১৬
পঞ্চবিংশ ,, ,,	...	...	৩২১
ষড়বিংশ ,, ,,	...	...	৩২৯
সপ্তবিংশ ,, ,,	...	...	৩৪৪
অষ্টাবিংশ ,, ,,	...	...	৩৫৪
ঊনত্রিংশ ,, ,,	...	...	৩৫৭
ত্রিংশ ,, ,,	...	...	৩৯১
একত্রিংশ ,, ,,	...	...	৩৯৩
দ্বাত্রিংশ ,, ,,	...	...	৪০৩
ত্রয়োত্রিংশ ,, ,,	...	...	৪১০
চতুস্ত্রিংশ ,, ,,	...	...	৪১২
পঞ্চত্রিংশ ,, ,,	...	...	৪১৮
ষট্‌ত্রিংশ ,, ,,	...	...	৪২১
সপ্তত্রিংশ ,, ,,	...	...	৪২৫
অষ্টাত্রিংশ ,, ,,	...	...	৪৩৩

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

তবাকাত্-ই-আকবরী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

যহির উদ্দীন বাবর

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, বেহেশতের অধিবাসী সম্রাট যহিরুদ্দীন বাবর বাদশা ঘাযীর পিতা উমর শেখ, পিতা সুলতান আবু সইদ মির্যা, তাহার পিতা মির্যা সুলতান মুহম্মদ, তাহার পিতা মির্যা মিরন শাহ, তাহার পিতা আমীর তাইমুর গুরগান, আল্লাহ যেন তাহাদের কবর পবিত্র করেন, আর আল্লাহ যেন বেহেশতকে তাহাদের বাসস্থান করেন, ভ্রমণের বিবরণ।

যেহেতু এই বিবরণী বিশেষ করিয়া হিন্দুস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে লিখিত, মারওয়ারুন্নাহার, এবং খুরাসান এবং অন্যান্য স্থানে সম্রাটের যে বিপদসমূহ ঘটিয়াছিল সেই সবের বিবরণ সম্বন্ধে পাঠককে আকবরনামা নামীয় ইতিহাসখানি দেখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে; এই পুস্তকটি রচনা করিয়াছেন সর্বগুণান্বিত, সর্বসত্য ও আল্লাহর জ্ঞান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, সম্রাটের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ, সর্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত শেখ আবুল ফযল; আর তাছাড়া ওয়াকিয়াত বাবরী ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থও পাঠ করা যাইতে পারে; এবং আমাদের বিষয় শুরু করা যাইতে পারে। আর এই চিরস্থায়ী বংশের ইতিহাসে সম্রাট বাবর বাদশাহ যেহেতু সর্বদাই ফির্দৌস মকানী(বেহেশতবাসী) নামে পরিচিত, এই ইতিহাস গ্রন্থেও তাহাকে এই নামেই অভিহিত করা হইবে।

সকলে অবগত হউক যে যখন দৌলত খান এবং ঘাযী খান এবং সুলতান ইব্রাহীমের অন্যান্য আমীরগণ যখন আলম খান লোদীর মারফতে সম্রাট বাবর বাদশাহের সৌভাগ্যশালী ও বিজয়ী পদক্ষেপ ভারতের দিকে ক্ষেপনের জন্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন প্রেরণ করেন, তখন সম্রাট আলম খানের সহিত কতিপয় সুবিখ্যাত আমীরকে প্রেরণ করেন, যাহাতে তাহারা তাহার পূর্বেই হিন্দুস্তানের সীমান্তে গমন করিতে পারেন এবং যাহাতে তাহারা যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন তাহাই করিতে পারেন। তাহারা অতি দ্রুতগতিতে গমন করেন এবং শিয়ালকোট এবং লাহোর ও তাহার অধীনস্থ স্থানসমূহ অধিকার করেন এবং প্রকৃত অবস্থার একটি বিবরণ প্রেরণ করেন। আর সম্রাট আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাহার পরিচালনায় শান্তির আধার কাবুল হইতে যাত্রা করিলেন এবং প্রথম দিন ইয়াকুবপুর শহরের উপকণ্ঠে তাহার বিজয়ী শিবির স্থাপন করিলেন।[১]

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে "ইয়াকুবপুর শহরের দুর্গের সন্নিকটে।" অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এই ভ্রমণের বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণ দান করেন নাই। বদাওনী বলেন, বাবর বাদশা পর পর নির্মিত

www.alimaanfoundation.com

তিনি অল্প দূরত্ব অতিক্রম করিতেই কয়েকদিন অতিবাহিত করিতে সংকল্প করিলেন এবং প্রতি পর্যায়ে দুই একদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং শাহযাদা হুমায়ুন মির্যার যিনি বদাসান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের সেনাবাহিনীকে আনয়নের জন্য কাবুলে রহিয়া গিয়াছিলেন, আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং সৌভাগ্যশালী শাহযাদা সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ আগমন করিয়া তাহার সহিত যোগদান করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। আর এক অনুকূল দৈব ঘটনা ঘটে, যে এই একই দিনে, খাজা কালান বেগ, যিনি রাজকীয় ক্ষমতার একটি সুদৃঢ় খুঁটিস্বরূপ ছিলেন, ঘযনী হইতে আগমন করিয়া বাদশাহের পদচুম্বন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

যখন আর বিলম্ব করিবার কোন প্রয়োজন রহিল না, মহান সম্রাট ভ্রমণপথের বাকী পর্যায়গুলি দ্রুত অতিক্রম করিলেন এবং সিন্ধু নদীর তীরে উপনীত হইলেন, ইহা নিলাব নদী নামে সুবিখ্যাত; আর তথায় দিল্লীর পতাকা উত্তোলন করিলেন। এই পর্যায়ে এক নির্দেশ জারি করা হইল যে মহা-বক্সীগণ (বেতনদানকারী) সেনাবাহিনী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং অশ্বারোহী এবং পদাতিকের সংখ্যার বিবরণ পেশ করিবেন। সৈন্য, এবং ব্যবসায়ী এবং পদস্থ লোক ও সাধারণ লোক এবং বেসামরিক ও সামরিক লোকসহ সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল দশ সহস্র।[১]

কবিতা

সিংহের কোন সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয় না, বিশেষ যখন
তিনি হরিণ শিকারের মনস্থ করিয়াছেন।
সূর্য, সৈন্যদল বা স্বগোত্রীয় লোক ছাড়াই পৃথিবী জয় করে
যখন পূর্ব দিগন্ত হইতে ইহা তাহার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরে।

এই সময়ে ভারতে অবস্থিত আমীরগণের (অর্থাৎ বাবরের যেসব আমীরগণকে অগ্রে প্রেরণ করা হইয়াছিল) নিকট হইতে সংবাদ আসে যে হতভাগ্য দৌলত খান এবং দুষ্ট প্রকৃতির গাযী খান আনুগত্য ও বশ্যতার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং তাহা অতিক্রম করিয়া এবং তাহাদের অঙ্গীকার ও চুক্তিসমূহ ভঙ্গ করিয়া আফঘান এবং

পথ চলিয়া সিন্ধু নদীর তীরে পৌঁছেন। তুযুক-ই-বাবরীর মতে ইহাই শেষ এবং সাফল্যজনক অভিযান। ইহা আরম্ভ হয় আ: হি: ৯৩২ সনের ১লা সফর শুক্রবার (১৭ই নভেম্বর ১৫২৫ খ্রী:), আর ২৬ তারিখে সেনাবাহিনী সিন্ধু নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে।

১. তুযুক-ই-বাবরীর মতে মোট সংখ্যা, ছোট বড়, ভাল মন্দ, ভৃত্য ও অন্যান্য মিলিয়া ছিল ১২০০০।

www.alimaanfoundation.com

পার্বত্য লোকদের মধ্য হইতে প্রায় ত্রিশ সহস্র[১] সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে ; আর তাহারা কালানুর অধিকার করিয়াছে এবং লাহোরে অবস্থিত আমীরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। যখন এই সংবাদের প্রকৃত মর্ম বিশ্ববিজয়ীয় বুদ্ধিমত্তার পাতায় মুদ্রিত হইল তখন গোমেন আলী তওয়াজীকে[২] নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তিনি অতি দ্রুত বিজয়ী পতাকার আগমন সংবাদ লাহোরে অবস্থিত আমীরগণের নিকট বহন করেন এবং বিজয়ী সম্রাটের আগমন পর্যন্ত তাহারা যেন দুর্গ হইতে নির্গত না হয় এবং যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। অতঃপর অতি দ্রুত গতিতে বিজয়ী বাহিনী নিলাব নদী অতিক্রম করে এবং কাজকোটের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয় আর তাহার মহত্ত্বের তরী অতি ত্বরায় কাজকোট নদী অতিক্রম করার পর সিদ্ধান্ত করা হয় যে সেনাবাহিনী শিয়ালকোটের সীমান্ত সংলগ্ন পর্বতের প্রান্ত ধরিয়া গমন করিবে। খাকারগণের বাসভূমি গ্রামগুলির সন্নিকটস্থ স্থানে মহান সেনাবাহিনীর শিবির স্থাপন করা হয়, তাহার পর হইতে ইহা অতি দ্রুত গতিতে পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয় ; আর রাজকীয় পতাকা পর পর পাঁচ পর্যায়ে জুদি পর্বতের[৩] সন্নিকটে উপনীত হয় এবং বালনাথ নামক স্থানে তাহাদের সৌভাগ্যশালী ছায়া বিস্তার করে। পরদিন তাহারা ঐ স্থান হইতে পতাকা উত্তোলন করিল এবং যাত্রা আরম্ভ করিল এবং বিহাত (ঝিলাম) নদী অতিক্রম করিল।

ঐ স্থানে সম্রাটকে সংবাদ দেওয়া হয় যে আমীর খসরো কোকিলতাশ, যিনি শিয়ালকোটের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন, বিশ্বাসভঙ্গকারী ঘাযী খানের আগমনে পলায়ন করিয়াছেন ; এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত আমীর ওয়ালী ফযলের[৪] সঙ্গে গগনচুম্বী সিংহাসনের ছায়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদের এই

---

১. তুযুক-ই-বাবরীতে আছে ৩০,০০০ বা ৪০,০০০ লোক।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে তাহার নামটি বিভিন্নরূপ লেখা আছে যেমন মৌমিন আলী তওয়াচী, মোমেন আলী তওয়াজী, মৌমিন আলী কুরজি এবং মৌমিন আলী নওয়াহী। অন্য কোন ইতিহাসে এই নামটি নাই। তুযুক-ই-বাবরীর মতে সৈয়দ তুফান এবং সৈয়দ লচিমকে প্রত্যেককে অতিরিক্ত অশ্বসহ, লাহোরে গমনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

৩. কর্নেল রেভার্টি মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ-এর অনুবাদের এক ব্যাখ্যায় জুদ পর্বতসমূহ সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন, "কোহ-ই-জুদ (রেনেলের মানচিত্রের কোহি জেহোন্দ) লবণ পর্বতশ্রেণীরই অংশ (অক্ষাংশ ৩২°, দ্রাঘিমাংশ ৭১°)। বাবর বলেন যে জুদ এবং জুনজুহা উপজাতিগুলি একই পূর্বপুরুষের বংশধর, আর তাহারাই এই জেলার এবং সিন্ধু এবং বহরার সকল উপজাতিসমূহের মধ্যে প্রধান।" সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে জুদি ; কিন্তু তুযুক-ই-বাবরী এবং অন্যান্য ইতিহাসগুলিতেই আছে জুদ। বালনাথ সম্বন্ধে, তুযুক-ই-বাবরীতে আছে, "বলিনাথ যুগির পর্বতের নীচে জুদের পর্বত।

৪. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। তাহার বা আমীর খুসরো কোকিলতাশ কাহারও নাম অন্য কোন ইতিহাসে উল্লেখ নাই। কিন্তু তুযুক-ই-বাবরীতে তাহাদের পলায়নের উল্লেখ আছে, সে স্থানে বাবর বলিয়াছেন, "আমার লোকেরা যখন শিয়ালকোট হইতে বুভুক্ষু, উলঙ্গ ও শোচনীয় অবস্থায় আমার শিবিরে আগমন করিতেছিল, পথিমধ্যে তাহারা আক্রান্ত হয় (জাট ও গুজ্জারগণ দ্বারা)।

www.alimaanfoundation.com

দোষের জন্য তাহারা সম্রাটের বিরাগভাজন হইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্রাটের অন্তর্নিহিত দয়াশীলতা তাহাদের অন্যায়ের পাতার উপর দিয়া ক্ষমার কলম চলিল। এই সময়ে তথ্যজ্ঞ অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকগণ সংবাদ আনে যে হতভাগ্য ঘাযী খান এবং দুর্ভাগা দৌলত খান সম্রাটের তারকার উদিত হইবার সংবাদ পাইয়া তাহাদের সেনাবাহিনীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছে এবং চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হত্যা ও রক্তপাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ বিজয়ী ও সুবিখ্যাত আমীরগণের[1] প্রতি ফরমান জারি করিয়া তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা সম্রাটের বাহিনীর সহিত মিলিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত না হন; আর বিজয়ী বাহিনী চন্দ্রভাগা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে।

ইহার পর আঃ হিজরী ৯৩২ সনে (১৫২৫ খ্রীঃ) বহলোলপুর শহরটি সম্রাটের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেহেতু ঐ শহরটি চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্তী এক উচ্চ স্থানে অবস্থিত ছিল, নিয়তির মত শক্তি সম্পন্ন এক ফরমান জারি করা হয় যে, ঐ স্থানে একটি সুবিস্তৃত দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে, যাহা শিয়ালকোটের চেয়ে উত্তম হইবে কারণ শিয়ালকোটে এইরূপ একটি নদী নিকটবর্তী থাকা সত্ত্বেও লোকে পুকুরের পানি পান করে আর শিয়ালকোটের অধিবাসীগণকে যেন এই স্থানে অপসারণ করা হয়। অতঃপর বাবর ঐ সৌভাগ্যবান অঞ্চলে অবসর বিনোদন এবং আরাম-আয়েশে দুই তিন দিন অতিবাহিত করেন। তথা হইতে আমীরগণের নিকট দ্রুতগামী সংবাদবাহক প্রেরণ করা হয় এবং তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তাহারা শত্রুদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া সেইগুলি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন।

এই সময়ে একজন ব্যবসায়ী ন্যায়পরায়ণতার আধারের পদ চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে এবং সংবাদ আনে যে আলম খানের[2] সহিত সুলতান ইব্রাহীমের এক সংঘর্ষ হইয়াছে; আর ইহার ফলাফল এই হইয়াছে যে উভয় পক্ষই পরাজিত হইয়াছে। ইহা এইরূপে ঘটে যে আলম খান লোদী আমীরগণের সঙ্গে যখন সম্রাটের দরবার ত্যাগ করেন এবং ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তাহারা অতিদ্রুত[3] লাহোরে আগমন করেন এবং তথায় কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন; আর একদল আফঘানের নিকট হইতে তিনি যে মিথ্যা সংবাদ শুনেন তাহার ফলে তিনি অত্যন্ত জোর দিয়া যে সব বাদশাহী আমীরগণকে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে আমীরগণ ও খানগণ।

২. তুযুক-ই-বাবরীর অনুবাদে ইহার নাম লিখা হইয়াছে আলাঈ খান।

৩ তুযুক-ই-বাবরী বলে যে, তিনি অত্যধিক গরম সত্ত্বেও অতিদ্রুত পথ চলিয়া অগ্রসর হন এবং তাঁহার সঙ্গীগণের প্রতি কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া প্রতিদিন দুই পর্যায় পথ অতিক্রম করিয়া যান।

www.alimaanfoundation.com

দাবী করেন যে, "যেহেতু আল্লাহ্র প্রতিচ্ছায়া মহান সম্রাট আপনাদিগকে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে ইসকান্দর[১] এবং ইব্রাহীমের রাজ্যগুলি অধিকার করিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন এবং ঘাযী খান আমার নিকট শান্তির প্রস্তাব করিয়াছেন ইহা ন্যায়সঙ্গত হইবে যে আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হইয়া এই শান্তির প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন এবং দিল্লী ও আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইবেন।" জ্ঞানী ও সুবিবেচক আমীরগণ যাহারা ঐ সব লোকের প্রতারণা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন, এই প্রস্তাবের প্রতি সম্মতির কর্ণ প্রদান করিলেন না এবং জবাব দিলেন ঐ গাযীখান একজন বড় প্রতারক এবং তাহার কথা ও কার্যে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। শুধু তাহার নিকট হইতে কিছু মোলায়েম কথা এবং খোশামোদের ফলে এই স্থান ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করিতে গমন করা একেবারেই সুবিবেচনার কাজ হইবে না। তিনি যদি তাহার ভ্রাতা হাজী খানকে বাদশাহের দরবারে প্রেরণ করেন অথবা প্রতিভূ স্বরূপ তাহাকে বাদশাহের কর্মচারী এবং শুভাকাঙ্খীদের হস্তে সমর্পণ করেন, তবে তাহারা তাহার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।" আহাম্মক আলম খান বলিলেন, "সম্রাট আপনাদের আমার নির্দেশ পালন করিয়া কাজ করিতে হুকুম দিয়াছেন, আমাকে আপনাদের কথা মত চলিবার নির্দেশ দেন নাই।" যদিও তিনি ইহা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন কিন্তু আমীরগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না।

এই সময়ে ঘাযী খানের পুত্র শির খান আলম খানের নিকট আগমন করিলেন। এবং তাহার পিতার সহিত মিত্রতার ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন। আলম খান[২] এবং দিলাওয়ার খান[৩], যিনি সম্রাটের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হইবার ফলে ঘাযী খান কর্তৃক বহুদিন কারারুদ্ধ হইয়া থাকেন, এই সময় পলায়ন করিলেন এবং লাহোর আগমন করিলেন এবং খান জাহানের পুত্র মাহমুদ খানের, যিনি সম্রাটের শুভাকাঙ্ক্ষীদের দলভুক্ত ছিলেন,

---

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ইসকান্দর বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইসকান্দর বলা হইয়াছে সিকান্দর লোদীকে।

২. এই স্থানে পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠ সন্দেহজনক মনে হয়। আলম খান অবশ্যই পলায়ন করেন নাই। সম্পূর্ণ পংক্তিটির রচনা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন আলম খান, দিলাওয়ার খান এবং মাহমুদ খান সম্রাটের সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া ঘাযী খানের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তুযুক-ই-বাবরীতে এইরূপই আছে। ঐ পুস্তকে মাহমুদ খানকে মাহমুদ খান খান জাহান রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাদের উপর লাহোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

৩. বাবরের দলভুক্ত হইবার ফলে তাহার পিতা দৌলত খান এবং ঘাযী খান তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং নিজেদিগকে সম্রাটের বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন এবং ঘাযী খানের সহিত যোগদান করেন এবং সকলে একযোগে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। তাহারা আরও কতিপয় আমীরের সঙ্গে যোগদান করিলেন যেমন ইসমাইল খান জিলওয়ানী এবং অন্যান্যগণ যাহারা সুলতান ইব্রাহীম সম্বন্ধে হতাশ হইয়া দিল্লীর সন্নিকটে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার দৃঢ় সংকল্পের পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাহারা যখন ইন্দরী[১] পৌঁছিলেন তখন ঐ শহরের গভর্ণর তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। তাহাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা চল্লিশ সহস্রের[২] কাছাকাছি পৌঁছিল। তাহারা সকলে একযোগে সম্পূর্ণ একমত হইয়া দিল্লী অবরোধ করিলেন। সুলতান ইব্রাহীম এই ভয়াবহ সংবাদ শুনিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আলম খান এবং তাহার দলীয় লোকগণ যখন সুলতান ইব্রাহীমের দৃঢ় সংকল্পের কথা অবগত হইবার পর, তাহারা দিল্লীর উপকণ্ঠ হইতে তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; আর নিজেদের মধ্যে স্থির করিলেন যে যেহেতু আফঘান উপজাতিদের নিজেদের খ্যাতির প্রতি প্রভূত আকর্ষণ আছে আর তাহাদের প্রভু ও উপকারীকে ত্যাগ করিয়া আসা এবং যুদ্ধের সময় শত্রুর সঙ্গে যোগদান করা তাহাদের পক্ষে কলঙ্কজনক এবং নিন্দনীয় ব্যাপার হইবে, ইহা সুস্পষ্ট যে যদি যুদ্ধ দিনের বেলা সংঘটিত হয়, সফলতার প্রেয়সী তাহার মুখমণ্ডল হইতে আনুগত্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবেন না[৩] এবং লজ্জার হস্ত তাহাদের গোপন বন্ধুদের পোশাকের প্রান্ত আকড়াইয়া রাখিবে এবং তাহাদের কেহই তাহার যশঃ হানির ভয়ে তাহাদের সহিত যোগদান করিতে আসিবে না। ফলে তাহাদের পক্ষে ইহাই সুবিবেচনার কাজ হইবে যে সফলতার লাল আভা অস্তমিত হইবার পর যখন রাত্রির আবরণ ভাল ও মন্দের মুখ ঢাকিয়া দিবে তখন তাহারা সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনীর উপর এক নৈশ আক্রমণ করিবে; এবং এইরূপে তাহাদের গোপন বন্ধুদের তাহাদের সহিত যোগদানের

১. লাহোর হইতে দিল্লী গমনের পথে অবস্থিত একটি শহর।

২. তুযুক-ই-বাবরী বলে যে এই সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ হইতে চল্লিশ সহস্র। বদাওনী অতি সংক্ষেপে বলেন যে আলম খান বাবরের নির্দেশে দিল্লী অভিমুখে গমন করেন এবং সুলতান ইব্রাহীমের মোকাবিলা হইয়া তাহার উপর এক নৈশ আক্রমণ করেন ইত্যাদি। কিন্তু তাবাকত-ই-আকবরীর মতে আলম খান বাবরের অফিসারদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন।

৩. আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে। মোট কথা হইল যে সুলতান ইব্রাহীমের সেনাদলে আলম খানের যে সব গোপন বন্ধু ছিলেন তাহারা লজ্জার খাতিরে দিনের বেলা তাহার সহিত যোগদান করিতে পারিবে না বিধায় নৈশ আক্রমণ করা স্থির হয়, যাহাতে রাত্রির অন্ধকারে তাহারা অনায়াসে দল পরিবর্তন করিয়া ফেলিতে পারে।

www.alimaanfoundation.com

সুযোগ দিবে এবং তৎপর তাহাদের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবে। সংক্ষেপে, তাহারা তাহাদের শিবিরে অশ্বারোহণ করিলেন[১], ইহা ছিল সুলতান ইব্রাহীমের শিবির হইতে ছয় কারো দূরে অবস্থিত, এই উদ্দেশ্যে যে তাহারা এক নৈশ আক্রমণ চালাইবে এবং রাত্রির শেষ দিকে তাহাদের এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা হইল ; আর তাহারা সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনীর সম্পূর্ণটা বিশৃঙ্খল করিয়া দিল। জালাল খান এবং অন্যান্য কতিপয় আমীর যাহারা আলম খানের সহিত যোগদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহার সহিত যোগদান করিলেন। সুলতান ইব্রাহীম তাহার স্বগোত্রীয় কতিপয় লোকসহ তাহার মঞ্চে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন এবং সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে হস্ত প্রসারিত করিলেন না বা পলায়নের জন্য এক পা অগ্রসর হইলেন না। আলম খানের অনুবর্তীগণ নিজেদের শক্তিতে এবং শত্রুর পরাজয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, আর লুটতরাজ ও শত্রুর সম্পদ ও সম্পত্তি লাভের লোভে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং যখন ভোর বেলা অন্ধকারের অবগুণ্ঠন অপসারিত হয় তখন তাহার সঙ্গে সামান্য কয়েকজন লোকের বেশী থাকে না। সুলতান ইব্রাহীম শত্রুদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া তাহার সঙ্গে যে একদল লোক ছিল, তাহাদের সহ আলম খানকে আক্রমণ করিলেন, আর তাহাদের সম্মুখে একটি হস্তী রাখিলেন। আর প্রথম আক্রমণেই তাহাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। আলম খানের লোকেরা লুটতরাজ করিতে ব্যস্ত ছিল, তাহারা যে যেখানে ছিল সেই স্থান হইতেই তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। সম্মিলিত আমীরগণ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। আলম খান দোয়াবে আগমন করিয়া লাহোরের পথ ধরিলেন। তিনি যখন সরহিন্দে পৌঁছিলেন তখন তিনি বাদশাহের বিজয়ী পতাকার শিয়ালকোটের সন্নিকটে আগমন এবং মিলওয়াত[২] দুর্গ অধিকার করিবার সংবাদ পাইলেন, আর এই অন্যায়-কারী ও তাহার সঙ্গীগণ হতাশা ও শঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন ; আর তাহারা সকলেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিলেন। দিলাওয়ার খান[৩] যিনি সম্রাটের শুভাকাঙ্ক্ষী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যিনি শত্রুপক্ষের বল প্রয়োগের ফলে এবং বিচারবুদ্ধির

---

১. তুযুক-ই-বাবরীর মতে তাহারা দুপুর বেলা তাহাদের অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং রাত্রির দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকেন, সম্মুখে বা পিছনে কোন দিকেই অগ্রসর না হইয়া একভাবে স্থির হইয়া অবস্থান করেন।

২. দুনের একটি দুর্গ, ইহা মালোত নামেও পরিচিত।

৩. তুযুক-ই-বাবরী বলে "দিলাওয়ার খান যিনি সর্বদা আমার স্বার্থের অনুকূল ছিলেন এবং আমার জন্য যাহাকে দু'তিন বা চার মাস কারাগারে কাটাইতে হইয়াছিল, অন্যান্যদের নিকট হইতে আলাদা হইয়া সুলতানপুর এবং কোচি হইয়া আগমন করেন এবং মিলওয়াত শহরটি বিজয়ের তিন বা চার দিন পর ঐ শহরের সন্নিকটে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়।"

www.alimaanfoundation.com

ভুলেই কেবল আলম খানের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, মহান পতাকার আগমন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং বাদশাহের দরজা চুম্বনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন এবং সামান্য কতিপয় সঙ্গীসহ অবিরাম পথ চলিয়া ঐ সৌভাগ্য লাভ করেন; আর শত্রুর সঙ্গে তাহার বাহ্যিক যোগদানের কৈফিয়ৎ শুনিয়া আল্লাহর প্রতিচ্ছায়া তাহার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করেন। আলম খান[১] হাজী খানকে সঙ্গে করিয়া কিনজুটা দুর্গে আশ্রয় প্রার্থনা করেন; ইহা ছিল মিলওয়াতের অন্তর্গত এক-পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত অতি উচ্চ দুর্গ। ঘটনাক্রমে ভকিল-উস-সলতানাত নিযামুদ্দীন আলী খলিফা বাদশাহের সেনাবাহিনী হইতে হাজরা ও আফঘানদের[২] এক ক্ষুদ্র দল-সহ নিজেকে বাদশাহের সেনাবাহিনী হইতে আলাদা হইয়া পড়েন এবং পর্বতের পাদদেশে ঘোরাফিরা করিতেছিলেন। তাহারা যখন ঐ দুর্গটির সন্নিকটে পৌঁছেন, তখন তাহারা তাহাদের উচ্চাভিলাসের ফাঁস ইহার উচ্চতার চূড়ায় বন্ধন করে এবং বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা যুদ্ধের জন্য তাহাদের হস্ত প্রসারিত করে, ফলে অবরুদ্ধগণ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় এবং দুর্গটি দখল আসিবার উপক্রম হয়। যেহেতু যুদ্ধটি দিনের শেষ দিকে হইতেছিল, অবরুদ্ধগণের জীবনের সম্মুখে রাত্রির অবগুণ্ঠন আসিয়া উপস্থিত হয় আর আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য তাহার মুখ প্রদর্শন করে না। আর আলম খান[৩] যুদ্ধ হইতে তাহার মুখ ফিরাইয়া একদল অবসন্ন অনুচরসহ এক দিক দিয়া সহস্র বিপদের মুখে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং হতবুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহাদের পদ স্থাপন

---

১. তুযুক-ই-বাবরী বলে "আলীম খান এবং হাজী খান শতক্রু নদী অতিক্রম করিয়া অবশেষে কিনকুতা পৌঁছেন, ইহা দুন এবং সমতল ভূমির মধ্যবর্তী একটি পার্বত্য দুর্গ, এবং নিজেদের ইহাতে নিক্ষেপ করে।"

২. বাবর দলপতির নাম উল্লেখ করেন নাই, শুধু লিখিয়াছেন, "আফঘান ও হাযারাদের লইয়া গঠিত আমার একদল সৈন্য ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাহাদের অবরোধ করে।"

৩. পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, মুঘল বংশের ইতিহাসের সূচনা হইতে আমাদের গ্রন্থকার অত্যন্ত আলংকারিক এবং রূপক ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পূর্বের অংশে কিন্তু তিনি সহজ সরল ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। বাবর তাহার তুযুক-ই-বাবরীতে ঘটনার সোজা বিবরণ দিয়াছেন, পূর্ব পৃষ্ঠার চতুর্থ ব্যাখ্যার শেষ পংক্তির পর তিনি লিখিয়াছেন, "আর দুর্গটি শক্তিশালী হইলেও তাহা প্রায় দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রি আসিয়া পড়ায় আর তাহা করা গেল না। এই আমীরগণ অতঃপর হত্যা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের কতিপয় অশ্ব প্রবেশপথে পড়িয়া থাকায় তাহারা বাহির হইতে পারিলেন না। তাহাদের সহিত যে কতিপয় হস্তী ছিল সেগুলিকে সম্মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হয় এবং এইগুলি কতিপয় অশ্বকে পদদলিত করিয়া নিহত করে…" তাহারা এক অন্ধকার রাত্রিতে পদব্রজে দুর্গটি ত্যাগ করে এবং অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করিয়া গাযী খানের সহিত মিলিত হয় কিন্তু তাহার নিকট হইতে বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা না পাইয়া বাবরের নিকট গমন করেন এবং তাহার প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন।

www.alimaanfoundation.com

করিয়া এবং তাহাদের মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খলতার মরুভূমিতে রাখিয়া উঠানামা করিতে থাকে। পরদিন তাহারা পলায়নের কোন পথ দেখিতে পায় না এবং নিরাপত্তারও কোন উপায় করিতে পারে না, একমাত্র পথ থাকে বিশ্ব-রক্ষাকারী বাদশাহের আশ্রয়, প্রার্থনা করা, যাহারা হতাশার জঙ্গলে নিপতিত হইয়াছে তাহাদের নিরাপত্তার উহাই একমাত্র স্থান এবং যাহারা পাপ ও অন্যায়ের মরুভূমিতে বিচরণ করিতেছে ঐ স্থানই তাহাদের জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা আছে। ফলে অনন্যোপায় হইয়া, সম্রাটের অন্তর্নিহিত দয়ার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তাহারা তাহার পদতলের ধূলায় তাহাদের বিনীত মুখ স্থাপন করেন। যে সময় তিনি (আলম খান) ফির্দৌস মকানী সম্রাটের নিকট উপস্থিত হন তখন তাহার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তিনি তাহাকে একটি উচ্চ মর্যাদার পোশাক উপহার দেন এবং তাহার অলৌকিক কথার মুখ হইতে কোন তিরস্কার নিঃসৃত করেন না। তাহার পবিত্র সভায় আগমনের সময় সকলে দণ্ডায়মান হয়এবং পরে পুনরায় সভা পুনর্বিন্যাস করা হয়।

এই সময়ে লাহোরে অবস্থিত মহা আমীরগণকে তলবের জন্য ফরমান দিয়া যে দূত গমন করিয়াছিল, সে তাহাদের বিজয়ী শিবিরের সন্নিকটে উপনীত হইবার সংবাদ বহন করিয়া আনে। পরদিন বিজয়ী পতাকাসমূহ পুরসরুর শহরে গমন করে। মীর মুহম্মদ আলী জং জং[১] এবং রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক খাজা হুসেন একদল সাহসী যোদ্ধাসহ সম্রাটের রেকাব চুম্বনের সৌভাগ্যে অন্যান্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। নির্দেশ অনুযায়ী একদল লোক ঘাযী খানের নিকট তাহার অবস্থা জানিতে গমন করেন। ঘাযী খান তখন লাহোরের পথে ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তৃতীয়[২] দিনে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিল এবং সম্রাটকে সংবাদ দিল যে শত্রুগণ সম্রাটের সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া দ্রুতগতিতে পলায়ন করিয়াছে।

শ্লোক

অনু সূর্যের সহিত সংগ্রাম করিতে চাহে না
অথবা চড়াই পাখী কখনও বাজ পাখীর সঙ্গে যুদ্ধ
করিতে থাবা উত্তোলন করে না।

---

১. তুযুক-ই-বাবরীতেও অনুরূপ বর্ণনা আছে, তবে তাহাতে মুহম্মদ আলী জং জং এর নামের পূর্বে মীর বাদ দেওয়া হইয়াছে যার অনুবাদক এক ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, এই আমীরগণকে একদল সৈন্যসহ পাঞ্জাব রক্ষার জন্য রাখিয়া আসা হয়।

২. তুযুক-ই-বাবরী বলে যে বুজকাকে তাহার দলসহ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয় ; আর তাহারা প্রায় রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে (একই দিনের) এক সংবাদ দেয় যে শত্রুগণ শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

তাহারা ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল কারণ তাহারা মহান বিশ্ববিজয়ীর আগমন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। এই সংবাদ পাইয়া মহান সম্রাট ঐ দুর্ভাগাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে অতি দ্রুত অবিরাম পথ চলিয়া অগ্রসর হন এবং কালানুরের[১] উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থানে মহান সুলতানগণ, মুহম্মদ সুলতান মির্যা এবং আদীল সুলতান সকল আমীরসহ লাহোর হইতে আসিয়া পৌঁছেন এবং কর প্রদানের পর তাহাদের পদ এবং মর্যাদা অনুযায়ী দয়া এবং অনুগ্রহ দ্বারা সৌভাগ্যবান হন। পরদিন তাহারা কালানুর হইতে যাত্রা করেন এবং যে ফরমান অবশ্যই পালন করিতে হয়, সে ফরমান জারী করিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যে আমীর মুহম্মদী[২] কোকিলতাশ এবং আমীর আহমদী বরওয়ানজী এবং আমীর কুতলক কদম, এবং আমীর ওয়ালী খাজিন এবং অধিকাংশ আমীর বড় একদল সৈন্যসহ পলাতকগণের পশ্চাদ্ধাবন করিবেন এবং মিলওয়াত দুর্গের সন্নিকটস্থ স্থানসমূহ এমন ভাবে পাহারা দিবেন যেন কেহই উহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে না পারে অথবা ইহাতে রক্ষিত ধনরত্ন এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র না হারায়। এই সব সাবধানতা অবলম্বনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ঘাযী খানকে গ্রেপ্তার করা।

পরদিন সম্রাট মিলওয়াত দুর্গের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন[৩]; এবং মহান আমীরগণকে নির্দেশ দান করেন যেন এমনভাবে দুর্গটি অবরোধ করেন যাহাতে শত্রুগণ চরম শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়। পরবর্তী দিনটিতে ইসমাইল খান, পিতা আলী খান তাহার পিতা দৌলত খান বাহির হইয়া আসেন এবং সংবাদ দেন যে ঘাযী খান এই দুর্গে নাই, আর তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে মনে হইল যেন দৌলত খান এবং আলী খান এবং বিদ্রোহী দলটির সকলেই ইহাতে আছে। সম্রাট অনুগ্রহ প্রদর্শন ও শান্তি দানের মিশ্রিত অঙ্গীকার এবং ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাকে দুর্গে ফেরৎ পাঠান। দৃঢ়তা সহকারে তিনি নির্দেশ দেন কামানগুলি দুর্গের নিকটতর করিবার জন্য। বিজয়ী বাহিনীর বীরত্বের জন্য শত্রুগণ কোন কর্ম পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং তাহারা যে স্থানে আছে তথায়ও থাকিতে না পারিয়া দৌলত খান অত্যন্ত

১. কালানুর ইরাবতী ও বিতস্তার মধ্যবর্তী স্থানে গুরুদাসপুর শহর হইতে ১৭মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

২. বাবর তুযুক-ই-বাবরীতে বলেন "কালানুর হইতে ভোর হইবার পূর্বে যাত্রা করিয়া আমরা পথিমধ্যে আবিষ্কার করিলাম যে ঘাযী খান এবং পলাতকগণ বেশী দূরে নাই তেমন লক্ষণ দেখা যায়। মুহম্মদী এবং আহামদী এবং আমার দেহরক্ষী কতিপয় বেগগন সহ, যাহাদের আমি অল্প দিন পূর্বে কাবুলে বেগ পদমর্যাদায় উন্নীত করিয়াছি, কোথাও না থামিয়া পলাতকগণের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করিলাম।

৩. মিলওয়াত দুর্গ বিজয় সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে, ইহা দেখা যায় তাহার বিপরীত।

www.alimaanfoundation.com

বিনীতভাবে এবং ভীত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং তাহাকে সম্রাটের দয়া প্রদর্শন করা হইল এবং তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হইল। নির্দেশ অনুযায়ী তাহাকে তাহার কাছ হইতে দুইটি তরবারি ঝুলান অবস্থায়[১] তাহাকে সাধারণ দরবার কক্ষে আনয়ন করা হইল। তিনি নিকটে আসিলে তরবারিগুলি অপসারণের হুকুম দেওয়া হয়, যাহাতে যেরূপভাবে অভিবাদন করা উচিত সেরূপে তিনি তাহা করিতে সক্ষম হন।[২] সম্রাট কোন দুর্বল লোকের প্রতি তাহার মহা সহৃদয়তার ফলে তাহাকে তাহার নিকটের স্থান নির্দেশ করেন এবং তাহার পাপের উপর দিয়া ক্ষমার কলম চালনা করেন।

কবিতা

মহানুভব পাপীর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাহা দয়া
বন্ধুদের প্রতি মহান ব্যক্তিগণ সর্বদা একমাত্র অনুগ্রহই প্রদর্শন করে।

এক ফরমান জারি করা হয় যে দৌলত খান এবং তাহার সন্তানগণ এবং পরিবার পরিজনকে আশ্রয় দান করা হইবে, কিন্তু তাহার সকল সম্পত্তি হিসাব করিয়া বুঝিয়া নেওয়া হইবে এবং সেইগুলি বিজয়ী শিবিরের সৈন্যদের মধ্যে বিলি করা হইবে; আর তাহার সন্তানগণ ও পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য এবং পাহারা দিবার জন্য বিচারক খাজা মীর মিরানকে নিযুক্ত করা হইল। দুর্গটি যখন ফির্দৌস মকানী সম্রাটের দখলে আসিল তখন আলী খান[৩] আগমন করিলেন এবং সম্রাটকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন

---

১. এই সম্বন্ধে বাবর স্বয়ং তুযুক-ই-বাবরীতে বলেন; "ফলে আমি তাহার (দৌলত খানের) সংকল্প অনুমোদন করিতে এবং তাহাকে বাহির করিয়া আনিতে খাজা মীর মিরানকে প্রেরণ করিলাম…… বৃদ্ধ লোকটির অযোগ্যতা এবং বোকামী প্রকাশ করিবার জন্য আমি নির্দেশ দিলাম যে দৌলত খান আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য যে দুইটি তরবারি তাহার পার্শ্বে ঝুলাইয়াছিলেন সেই তরবারি দুইটিই তাহার গলায় ঝুলান অবস্থায় যেন তাহাকে আমার নিকট হাজির করা হয়।"

২. তুযুক-ই-বাবরী এবং ফিরিশতার মতে তাহাকে বসিবার অনুমতি দিবার পূর্বে তাহাকে অভিবাদন করিতে বাধ্য করা হয়। বাবরের নির্দেশে কোন একজন তাহার পা ঠেলিয়া দেয় এবং তাহাকে নীচু হইতে বাধ্য করে।

৩. ফিরিশতার মতে দুর্গটি খালি করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল; এই গ্রন্থের লেখক যেরূপ নির্বিঘ্নে ইহা খালি করা হইয়াছিল বলিয়া বিবরণ দিয়াছেন, ফিরিশতা তাহা সমর্থন করেন না। দৌলত খানের পরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তবাকাতের লেখক গাযী খানের গ্রন্থাগারের কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ফিরিশতা এবং তুযুক-ই-বাবরী হইতে জানা যায় যে গাযী খানের নিকট মূল্যবান গ্রন্থাগার ছিল। বাবর বলেন, আমি গাযী খানের গ্রন্থাগার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এবং ইহাতে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়াছি।"

www.alimaanfoundation.com

এবং কর বা ভেটরূপে বেশ কিছু পরিমাণ সোনার মোহর আনয়ন করিলেন। প্রায় দিনের শেষ দিকে তাহাদের স্ত্রীগণ এবং পরিবারের অন্যান্য লোকদের সংগ্রহ করিয়া তিনি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অশ্বারোহীগণ কিছু দূরে থাকিয়া লোকজনকে বিতাড়িত করিয়া দিল এবং তাহাদের সকলকে খাজা মীর মিরানের গৃহে নিয়া গিয়া তাহাদিগকে তাহার নিকট সোপর্দ করিল।

পরদিন সম্রাট দুর্গটি পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিয়া আমীর সুলতান জুনেইদ বিরলাস, এবং আমীর মুহম্মদী কোকিলতাশ এবং আমীর আহমদী বরওয়ানজী, এবং আমীর আবদুল আজীজ এবং আমীর মুহম্মদ আলী জং জং এবং আমীর কুতলক কদম এবং অন্যান্য কতিপয় আমীরকে দুর্গের ধনরত্ন এবং সম্পদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রাখিয়া যান। যেহেতু এক্ষণে ইহা জানা গেল যে ঘাযী খান এই দুর্গে নাই, রাজকীয় পতাকা তাহার সন্ধানে বাহির হইল, দৌলত খান, এবং আলী খান এবং ইসমাইল খান এবং ঐ অবিশ্বাসী দলের অন্যান্যগণকে কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল এবং তাহাদিগকে মিলওয়াত এবং বহেরা দুর্গে কঠোর পাহারায় রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইল; এই দুর্গ দুইটিই ছিল ঐ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দুর্গ। পথিমধ্যে দৌলত খান ইন্তেকাল করেন।[১] ইহার পর ফির্দৌস মকানী সম্রাট ঘাযী খানকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এবং তাহার অন্যায় কার্যাবলীর জন্য তাহার শাস্তি বিধান করিবার জন্য যাত্রা আরম্ভ করেন এবং এক বন্ধুর দেশ অতিক্রম করিয়া দুন উপত্যকায় তাহার মহা-শিবির স্থাপন করেন; দুন শিবালিক পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত একটি সুউচ্চ পর্বত। এই স্থানে তিনি একদল সৈন্যসহ তারদী বেগকে[২] আলাদা করিয়া তাহাকে পাহাড়-জঙ্গল অনুসন্ধান করিয়া বিপথগামী ঘাযী খানকে বন্দী করিবার নির্দেশ দান করেন; কিন্তু যেহেতু ঐ হতভাগ্য লোকটি তাহার জীবনের ভয়ে ভীত হইয়া জনশূন্য এবং পার্বত্য দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন তাই তাহাকে বন্দী করা গেল না।[৩]

---

১. এই অংশটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। তাদের যদি মিলওয়াত দুর্গে বন্দী করা হইবে তবে কোথায় নিয়া যাওয়া হইতেছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহারা মিলওয়াত দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তথায় অবরোধ করিয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়।

২, বাবর বলেন যে তিনি বরবিন দেও মহিরতকে সহ তারাদিকাকে ঘাযী খানকে গ্রেফতার করিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করেন।

৩. ফিরিশতার মতে তাহাকে পশ্চাদ্ধাবন করা হয় এবং তাহাকে নাজেহাল করা হয় এবং কোথাও বিশ্রাম নিতে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তিনি পলায়ন করিতে সক্ষম হন এবং সুলতান ইব্রাহীম লোদীর সঙ্গে যোগদান করেন।

www.alimaanfoundation.com

সম্রাট দুর্গ হইতে এক বা দুই পর্যায় পথ অতিক্রম করিবার পর শাহ্ ইমামুদ্দীন সিরাজী বিজয়ী সিংহাসনের পাদদেশে আগমন করিলেন এবং সুলতান ইব্রাহীমের আমীর ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অন্যতম দুর্মুশ খান,[১] এবং মৌলানা মুহম্মদ মযহবের পক্ষ হইতে দরখাস্ত পেশ করিয়া তাহাকে আগমনের জন্য প্ররোচিত করা হয় এবং দূর হইতে তাহাদের সমর্থন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। সম্রাট শাহ্ ইমামুদ্দীনের একজন সংবাদবাহকের[২] নিকট একটা রাজকীয় অনুকূল নির্দেশ দিয়া তাহাকে তাহাদের নিকট ফেরৎ পাঠান। এই পর্যায়ে তিনি কিছু পরিমাণ অর্থ এবং নানাবিধ জিনিসপত্র আমীর বাকি শাখাওয়ালের, যাহাকে দিবালপুরের কর্তৃত্ব দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছিল, সঙ্গে বলখের ফকির, দরবেশ এবং ছাত্রদের জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি তাহার পুত্র ও আত্মীয়-পরিজন, এবং অন্যান্য যাহারা তাহার জন্য কাবুলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহাদের জন্য বিবিধ সুখাদ্য এবং মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অর্থ উপহার প্রেরণ করেন। এই সব পর্যায় হইতেই তিনি অগ্রবর্তী অনুসন্ধানকারী এবং বিজয়ী বাহিনীর যোদ্ধাগণকে পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রেরণ করেন যাহারা বহু দুর্গ ও অন্যান্য স্থান অধিকার করে এবং বিজয়ী শিবিরে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে।

ঐ স্থান হইতে বিজয়ী শিবির দুই পর্যায়ে[৩] সরহিন্দের সন্নিকটে উপনীত হয়; সরহিন্দ হইতে বিজয়ী বাহিনী দুই পর্যায়ে সনুর[৪] শহরে আগমন করে এবং ঘাঘর নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে। ঐ স্থান হইতে যাত্রা করিবার সময় সামানার এবং সুনামের সন্নিকটে বিজয়ী পতাকা উত্তোলন করা হয়, তখন অগ্রবর্তী অনুসন্ধানী দল সংবাদ দেয় যে সুলতান ইব্রাহীম সম্রাটের আগমন সংবাদ লাভ করিয়া দিল্লীর সন্নিকট

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দুর্মুশ খান দেওয়া আছে অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে পেশ খান, আর একটিতে আছে উরস খান।

২. শাহ্ ইমামুদ্দীন স্বয়ং বাবরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন কিম্বা শুধু সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সঠিক বুঝা যায় না। ফিরিশতা বলেন যে মৌলানা মুহাম্মদ মযহব এবং সুলতান ইব্রাহীমের খান-ই-খানান শাহ্ ইমামউদ্দীনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বলেন নাই যে বাবর তাহাকে বা তাহার সংবাদাহককে কি করিলেন।

৩. বাবর দুন হইতে বিভিন্ন পর্যায়ের নাম দিয়াছেন, প্রথম রূপার, যেখানে অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল, এবং অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল; আর বহু ক্ষুধার্ত ও অনাহারক্লিষ্ট হিন্দুস্তানী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তৎপর কারিস (করনুর, জয়) সরহিন্দের বিপরীত স্থান।

৪. এক বা দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি বানুর দেওয়া আছে। বাবর বলেন যে তিনি "বানুর এবং সনুর এর স্রোতস্বিনীর তীরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন……তাহারা ইহাকে বলে কাগরের নদী।" এই কাগর বা ঘাঘর নদী সম্ভবতঃ আম্বলার নিকট দিয়া প্রবাহিত গাগর নদী এবং ইহা বিকানীরের মরুভূমি ছাড়াইয়া গিয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

হইতে আলম খানের পরাজয়ের পর যেখানে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, তথা হইতে অগ্রসর নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সলোমনের ন্যায় এক সুবিজ্ঞ ফরমান জারি করা হইল যে আমীর কিতেহ[১] বেগ সুলতান ইব্রাহীমের শিবিরের সন্নিকটে গমন করিবেন এবং ঐ বাহিনীর অবস্থা সম্বন্ধে তাহার পক্ষে যতদূর সম্ভব খবরাখবর সংগ্রহ করিবেন এবং অতিক্রত প্রত্যাবর্তন করিবেন। অনুরূপভাবে মৌমিন আলী আতকাকে সুলতান ইব্রাহীমের অধীনস্থ হামিদ খান খাসা-খাইলের, যিনি হিসার ফিরোযায় এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার সেনাবাহিনী পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। এইরূপে প্রেরিত উভয় লোকই আম্বালা শহরে[২] শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে এবং পথঘাটের অবস্থা এবং শত্রুর অবস্থা এবং তাহাদের অগ্রগতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দেয়। এই পর্যায়ে বাবন আফঘান, যিনি তাহার ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের পর তাহার আনুগত্যে ফিরিয়া আসেন এবং নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়, সম্রাটের আসন চুম্বনের সম্মান লাভ দ্বারা সুখী করা হয়।

বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের মনে যখন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে হামিদ খান হিসার ফিরোযা হইতে দুই তিন পর্যায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে শাহযাদা হুমায়ুন মির্যা তাহার দৃঢ় সংকল্পের রাশ তাহার বিরুদ্ধে পরিচালনা করিবেন; আর আমীর খাজা কলান বেগ[৩] এবং আমীর সুলতান মুহম্মদ দুলদী, এবং আমীর ওয়ালী খাযিন, এবং আমীর আবদুল আজীজ, এবং আমীর মুহম্মদ আলী জং জং এবং আমীর শাহ মনসুর বিরলাস, এবং আমীর মুহিব আলী পিতা মীর খলিফা এবং অন্যান্য সুনিপুণ ও সাহসী যোদ্ধাগণ ক্ষমতাবান শাহযাদার বিজয়ী রেকাবের অনুসরণ করিবেন। তাহারা অনবরত চলিয়া দূরত্ব অতিক্রম করিলেন এবং তাহারা

---

১. সুলতান ইব্রাহীম লোদীর সেনাবাহিনী পর্যবেক্ষণের জন্য কিত্তেহ বেগকে প্রেরণের এই পুস্তকের বিবরণে তুযুক-ই-বাবরী, বদাওনী ও ফিরিশতার সঙ্গে মিল আছে। আর হামিদ খানের বাহিনী পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে এই পুস্তকের বিবরনের সঙ্গে বাবরের বিবরণের মিল আছে কিন্তু বদাওনী ও ফিরিশতা মৌমিন আতকার প্রেরণের কোন উল্লেখ করেন নাই এবং বলেন যে শাহযাদা হুমায়ুনকে কতিপয় আমীরসহ হামিদ খানের বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়, এবং তিনি তাহাকে পরাজিত করেন। প্রকৃতপক্ষে মৌমিন আতকার প্রত্যাবর্তনের পর শাহযাদাকে প্রেরণ করা হয়।

২. বাবর বলেন যে, তিনি প্রথম জুমাদার ১৩ তারিখ রবিবার দিন আম্বালা হইতে যাত্রা করেন এবং একটা পুকুরের ধারে থামিয়াছিলেন, যখন ঐ একই দিনে কিত্তেহ বেগ এবং মৌমিন আতকা প্রত্যাবর্তন করেন।

৩. তুযুক-ই-বাবরীতে এই নামগুলি দেওয়া আছে। বদাওনী খাজা কলান বেগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন অন্যান্য খ্যাতনামা আমীরগণ। ফিরিশতা এই পুস্তকে দেওয়া চারিটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং অন্যান্যদের পরিবর্তে জান বেগ, এবং খুসরু বেগ এবং হিন্দু বেগের নাম দিয়াছেন। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতেও নামের পার্থক্য দেখা যায়।

www.alimaanfoundation.com

যখন শত্রুবাহিনীর সন্নিকটে আগমন করিলেন, তখন দুইশত[১] বাছাই করা এবং অভিজ্ঞ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা এক অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনী প্রস্তুত করিয়া অগ্রে প্রেরণ করা হইল।

শাহযাদার সেনাবাহিনীর প্রথম বিচ্ছিন্ন দল যাহা শত্রু সৈন্যদলের সহিত মোকাবিলা করে, তাহা শেষোক্ত বাহিনীর অগ্রবর্তী রক্ষী দলের সঙ্গে লিপ্ত যুদ্ধে হয় এবং তাহাদের হত্যা করিতে আরম্ভ করে যতক্ষণ না শাহযাদার প্রধান বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয় আর শত্রুবাহিনীও যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হয় এবং উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়[২] এবং তখন সহসা অপরাজেয় বাহিনীর উপর বিজয়ের মলয় সমীরণ প্রবাহিত হয় আর আফঘানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং প্রায় দুইশত অপদস্থ লোককে বন্দী করা হয় আর অন্যান্যরা নিহত হয়।

কবিতা

শত্রুর সেনাবাহিনী শক্তিশালী হইলেও
সম্রাটের পতাকার ঝড়ো হাওয়া তাহাদের উড়াইয়া নিয়া যায়।

বিজয়ের সংবাদসহ যে পত্র প্রেরণ করা হয় তাহার মিরক মঘুল যে শিবিরে বিজয়ী শাহযাদা (তাহার পিতার নিকট হইতে) বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তথায় বহন করিয়া আনেন আর আনেন প্রকাণ্ড আকারের আটটি হস্তী এবং আফঘান বাহিনীর বন্দীগণকে এবং যুদ্ধে নিহত আফঘান প্রধানগণের শির, এবং সম্রাটের পদ-চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করেন। সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী বন্দীগণকে[৩] উস্তাদ আলী কুলি খানের কামান ও বন্দুকের লক্ষ্যস্থল হইবার জন্য তাহার নিকট সমর্পণ করা হয়। হিসার ফিরোযা সরকার এবং ইহার অধীনস্থ স্থানসমূহ, যাহার রাজস্বের পরিমাণ এক কোটি, তৎপর আর এক কোটি নগদ[৪], মহান শাহযাদাকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়।

---

১. বাবর যুদ্ধের এক বিবরণ দিয়াছেন, তাহা মোটামুটি এই পুস্তকের বিবরণের অনুরূপ, তবে তাহাতে অলংকারিক ভাষা কম ব্যবহার করা হইয়াছে। বদাওনী ও ফিরিশতা কোন বিশদ বিবরণ দেন নাই।

২. বাবর কিন্তু বলিয়াছেন যে যেইমাত্র হুমায়ুনের প্রধান বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই শত্রুগণ পলায়ন করে।

৩. বাবর ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে তিনি উস্তাদ আলী কুলি এবং বন্দুকচীগণকে বন্দীদের গুলী করিবার নির্দেশ দান করেন।

৪. বাবর ঠিক ইহাই বলিয়াছেন। বদাওনী হিসার ফিরোযার রাজস্ব বলিয়াছেন দুই কোটি। বাবর বলেন যে ইহাই ছিল হুমায়ুনের প্রথম অভিযান এবং প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা, আর ইহা একটি শুভলক্ষণ, তবে তিনি ইহা বলেন নাই যে এইজন্যই হিসার ফিরোযা তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

www.alimaanfoundation.com

ইহার পর অপরাজেয় বাহিনী শাহাবাদের পর দুই পর্যায় পথ অতিক্রম করিল এবং যমুনা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিল। এই সময় একের পর এক সুলতান ইব্রাহীমের এক শক্তিশালী বাহিনীসহ যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইবার সংবাদ আসিতে থাকে ; আর সম্রাটের বাহিনী যখন শাহাবাদ হইতে দুই পর্যায় পথ অগ্রসর হয় তখন খাজা কলান বেগের একজন অনুচর হায়দর কুলি, যিনি নির্দেশ অনুযায়ী সংবাদ গ্রহণের জন্য গমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সম্রাটের নিকট নিবেদন করিলেন যে দাউদ খান[১] এবং সুলতান ইব্রাহীমের অন্যান্য আমীরদের একটি দল পাঁচ বা ছয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ যমুনা নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং সুলতান ইব্রাহীমের সেনাবাহিনীর তিন বা চার ক্রোশ অগ্রবর্তী হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ সৈন্যদলকে ধ্বংস করিবার জন্য সৈয়দ মাহদী খাজা[২] এবং মুহম্মদ সুলতান মির্যা এবং আদিল সুলতান এবং সুলতান জুনেইদ বিরলাস এবং শাহ মীর হুসেন এবং আমীর কুতলক কদম এবং আমীর ইউনুস আলী এবং আমীর আবদুল্লাহ কিতাবদার এবং আমীর মুহম্মদী বরওয়ানজী এবং আমীর কিত্তেহ বেগকে নিযুক্ত করা হয়। এই[৩] সাহসী যোদ্ধাগণ যমুনা অতিক্রম করিলেন, এবং সহসা শত্রুর উপর নিপতিত হন এবং শেষোক্তগণ তাহাদের সাধ্যমত তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে এবং বীরত্বের এবং কর্মতৎপরতার এবং অধ্যবসায়ের কোন ত্রুটি করে নাই, কিন্তু এক মুহূর্তে সম্রাটের বাহিনীর সিংহ-হৃদয় বীরগণ তাহাদিগকে নিজেদের সম্মুখে তাড়াইয়া নেয় এবং তাহাদের বহু সংখ্যককে হত্যা করে।

---

১. বাবর বলেন যে, দাউদ খান এবং হাইতিম খানকে ৬০০০ বা ৭০০০ লোকসহ যমুনা অতিক্রম করিবার জন্য প্রেরণ করা হয় এবং ইব্রাহীমের সেনাবাহিনীর তিন বা চার ক্রোশ অগ্রবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করে। বদাওনীর বিবরণও এই গ্রন্থের অনুরূপ। ফিরিশতা কিন্তু দাউদ খানের অধীনস্থ সেনাহিনীর সংখ্যা ২৭০০০ বলেন।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামগুলির পার্থক্য দেখা যায়। বাবর বলেন যে, তিনি আমীর তয়মুর সুলতানকে, সুলতান জুনেইদের অধীনস্থ সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের বাহিনীসহ এবং ইউনুস আলীর অধীনস্থ মধ্যভাগের এক অংশসহ......। বদাওনী সবগুলি নাম উল্লেখ করেন নাই তবে তাহার বিবরণ এই গ্রন্থের বিবরণের সঙ্গে মোটামুটি মিল আছে। ফিরিশতা বাবরের অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন।

৩. বাবরের বিবরণ এইরূপ : পরদিন সকালে ফজরের নামাজের সময় তাহারা শত্রুদের খুব নিকটে পৌঁছিল, শত্রু সৈন্যগণ নিজেদের কোনরূপে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাদের মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু আমাদের সৈন্যগণ আসিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুগণ পলায়ন করিল, আর পায়ে পায়ে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইল এবং ইব্রাহীমের শিবিরের সীমানা পর্যন্ত সমস্ত পথে তাহাদিগকে হত্যা করা হইল। এই সেনাদল দাউদ খানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং সেনাপতিদের একজনকে সত্তর বা আশিজন লোক এবং ছয় বা আটটি হস্তীসহ বন্দী করে এবং ইহাদের সকলকেই তাহারা শিবিরে নিয়া আসে এবং সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বহু সংখ্যক বন্দীকে শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চার করিবার জন্য হত্যা করা হয়। বদাওনী সাধারণ বিবরণ দিয়াছেন। ফিরিশতার মতে খুব প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং হাইতিম যুদ্ধে নিহত হয়।

www.alimaanfoundation.com

কবিতা

ভাগ্য যখন রাজার সহায় হয়, আর উন্নতি তাহাকে পদ প্রদর্শন করে।
তখন যুদ্ধের দিনে বিজয় তাহার সৈন্যদের ক্রীতদাস হয়।

তাহাদের বহু সংখ্যককে বন্দী করা হয় আর সৈন্যগণ তাহাদের রক্ত পিপাসায় তাহাদিগকে প্রবল বেগে পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহাদিগকে পলায়নে বাধ্য করে। যে অল্প সংখ্যক লোক সহস্র কৌশল প্রয়োগ করিয়া প্রাণ নিয়া পলায়ন করে এবং সুলতান ইব্রাহীমের শিবিরে আশ্রয় নেয় এবং তথায় পরম বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোলের সৃষ্টি করে। সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনীর কতিপয় নেতা এবং একদল অন্যান্য বন্দী এবং দশটি হস্তী বিজয়ী সিংহাসনের পদতলে আনয়ন করে। সম্রাটের শাস্তিদানের ক্ষমতা কার্যকরী করিবার জন্য এবং প্রতিশোধের আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য বন্দীগণের ফাঁসি দিবার জন্য এক ফরমান জারি করেন।

আর সেনাবাহিনী যখন এই অবস্থান হইতে যাত্রা করে ডান এবং বাম এবং মধ্য ভাগ, যে নির্দেশ সর্বদা অবশ্য পালনীয়, সেই নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে সন্নিবেশ করা হয় এবং সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়; আর আল্লাহতায়ালার প্রতিচ্ছায়ায় সঠিক পথ নির্দেশকারী বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হয় যে সম্পূর্ণ বাহিনার জন্য কামানবাহী শকটের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এক দিনের মধ্যে এইগুলির আটশতটি প্রস্তুত করা হয়। উস্তাদ আলী কুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তুর্কী গোলন্দাজ বাহিনীর ন্যায়, কামানবাহী শকটগুলিকে পরস্পরের সহিত শিকল এবং মোচড়াইয়া পাকান কাচা গরুর চামড়ার ফিতা দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হইবে; আর প্রতি জোড়া কামানবাহী শকটের মধ্যে ছয় বা সাতটি বস্তা (মাটি ভর্তি করিয়া) রাখিতে হইবে; যাহাতে বন্দুকচীগণ যুদ্ধের দিনে কামানবাহী শকট এবং এই (মাটির) বস্তাগুলির আড়ালে আত্মরক্ষা করিয়া বন্দুক ছুড়িতে পারে। সেনাবাহিনী প্রতি পর্যায়ে এইসব জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে এবং এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পূর্ণ করিতে পাঁচ বা ছয় দিন অতিবাহিত হয়।

ইহার পর সম্রাটের সকল শুভাকাঙ্খী এই অল্প সংখ্যক লোকের ঐ রূপ বিরাট বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার পরিকল্পনা করিতে গিয়া তাহাদের মনের পাতায় এবং "আল্লাহর বিধানে অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যকের উপরে বিজয়ী হয়" এই করুণাময় লেখাটির মর্ম মুদ্রিত করে; আর ইহা স্থির[১] হয় যে তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া

১. বাবর বলেন যে তিনি এক সমর-সভা আহ্বান করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে পানিপথ শহরটি ইহার ইমারতসমূহ সহ সেনাবাহিনীর পার্শ্বে রক্ষা ব্যবস্থা স্বরূপ থাকিবে আর ইহার

www.alimaanfoundation.com

পানিপথ শহরটিকে তাহাদের পশ্চাতে রাখিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিবে ; আর কামান-বাহী শকটগুলিকে তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিবেন ; আর সেইগুলিকে সৈন্যদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় পরিণত করিবেন ; আর শেষোক্তগণ, অশ্বারোহী এবং পদাতিক উভয়ে ইহাদের পিছন হইতে তাহাদের তীর এবং বন্দুক দ্বারা যুদ্ধ করিবে। দুই প্রান্তের বাহিনী হইতে অন্যান্য অশ্বারোহীগণ শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া আসিবে ; আর যদি শেষোক্তগণ তাহাদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তবে তাহারা কামানবাহী শকটগুলির পিছনে আশ্রয় নিবে। জমাদিউল আখির মাসের শেষ দিনে (৩০ তারিখে) পানিপথ শহরে শত্রুদের সেনাবাহিনীর ছয় ক্রোশ দূরে সেনাবাহিনীর শুভাগমন ঘটে। সুলতান ইব্রাহীমের সেনাবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ[১] অশ্বারোহী এবং এক সহস্র হস্তী আর সম্রাটের সেনাবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় পনের হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক। যে সময় সেনাবাহিনী পানিপথে অপেক্ষা করিতেছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল[২] শত্রুর শিবিরের প্রান্তে গমন করিত এবং বড় বড় শত্রু সৈন্য-দলের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিত।

কবিতা

যে রাজার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়
তবে সারা পৃথিবী দুষ্ট-শত্রুতে পূর্ণ হইলেও ভয়ের কিছু নাই
আল্লাহর বিজয় তাহার বুকে বর্ম পরাইয়া দেয়
তাহার দয়া তাহার মাথায় শিরস্ত্রাণ স্বরূপ হয়।

সম্মুখভাগে থাকিবে তুরা বা ফাঁকা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (মাটির বস্তা পর পর রাখিয়া নির্মিত) এবং কামান আর বন্দুকচী এবং পদাতিকগণ কামান ও তুরার পিছনে অবস্থান করিবে। বদাওনী এই গ্রন্থের অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। ফিরিশতা এইসব ব্যবস্থার কোন উল্লেখ করেন নাই।

১. এই সংখ্যাগুলি খুব সম্ভব আনুমানিক মাত্র, যদিও এইগুলি এমনভাবে দেওয়া হইয়াছে যেন মনে হয় সঠিক সংখ্যাই এইরূপ ছিল। আর বাবরের সংখ্যা আনুমানিক দেওয়া হইয়াছে। বাবর সুলতান ইব্রাহীমের সৈন্যসংখ্যা এইরূপই লিখিয়াছেন, তবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে এই সংখ্যাগুলি অনুমান মাত্র। তিনি তাহার নিজের সৈন্যসংখ্যা উল্লেখ করেন নাই। বদাওনী দুই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এই গ্রন্থে উল্লেখিত সংখ্যাই দিয়াছেন। ফিরিশতা বলেন যে সুলতান ইব্রাহীমের সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ লোকের এবং সহস্র হস্তীর কম ছিল না আর বাবরের সৈন্য-সংখ্যা ১২০০০-এর অধিক ছিল না।

২. বাবর কিন্তু ইহা সমর্থন করেন না। তিনি এই সম্বন্ধে শুধু বলেন, "যে সাত বা আট দিন আমরা পানিপথে অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই কয়দিন আমার লোকদের এক অতি ক্ষুদ্র দল তাহাদের শিবিরের খুব নিকটে গিয়া এবং তাহাদের অতি অধিক সংখ্যক সৈন্যদের প্রতি তীর ছুঁড়িয়া আসিত।" ফলে মনে হয় তবাকাতের এইরূপ বিবরণ যে তাহারা শত্রু সৈন্যদের বৃহত্তর দলের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তাহাদের পরাজিত করিত তাহা কিছুটা অতিরঞ্জিত। ফিরিশতা এইসব আক্রমণের কোন উল্লেখ করেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

একের পর এক তাহারা বিজয়ী শিবিরে তাহারা তাহাদের জিনের ধনুকে ঝুলাইয়া শত্রুদের শির নিয়া আসিতে থাকে। সম্রাটের বাহিনী তাহাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সত্ত্বেও শত্রু সৈন্যগণের কোনরূপ গতিবিধি পরিলক্ষিত হইল না আর তাহারা এমন কিছুই করিল না, যাহা দ্বারা মনে হইত যে, তাহারা হয় অগ্রসর হইবে অথবা পশ্চাদ্ধাবন করিবে।

অবশেষে কতিপয় হিন্দুস্তানী আমীর যাহারা সম্রাটের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহারা এই অকর্মণ্য অবস্থার অবসান করিবার জন্য এক নৈশ আক্রমণ পরিচালনা করিবার পরামর্শ দিলেন আর এই প্রস্তাব বিশ্বের শোভাবর্ধক বুদ্ধিমত্তার অনুমোদন লাভ করিল। ফলে শুভ ফরমান অনুযায়ী মাহদী খাজা[১] এবং মুহম্মদ সুলায়মান মির্যা এবং আদিল সুলতান এবং খুসরো বেগ কোকিলতাশ এবং শাহ্ আমীর হুসেন এবং আমীর সুলতান জুনেইদ বিরলাস এবং আমীর মুহীব আলী খলিফা এবং আমীর ওয়ালী খাযীন এবং আমীর মুহম্মদ বক্সী এবং জান বেগ এবং আমীর করা কুজী, পাঁচ বা ছয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ সুলতান ইব্রাহীমের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইল। ঘটনাক্রমে তাহারা ভোরের দিকে তথায় পৌঁছে এবং সৈন্যদের সম্মুখীন হইয়া সাহসের সহিত যুদ্ধ করে: আর তাহাদের কয়েকজন শত্রু শিবিরের বহির্ভাগে প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করে এবং অসংখ্য লোককে শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া দেয়, আর তাহারা সকলেই নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে এবং সম্রাটের বাহিনীর কোন লোক কোনরূপ আহত হয় নাই, অথবা শত্রুগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে নাই, তাহারা দৃঢ়ভাবে ও অধ্যবসায়ের সহিত জীবন দান করিয়াছিল।

---

১. পরবর্তী পংক্তিগুলিতে এক সম্পূর্ণ ব্যর্থ আক্রমণের ব্যাপারকে হাল্কা করিয়া দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বাবর স্বয়ং বলেন যে, এই দলটি ঠিকমত সন্নিবেশ করা হয় নাই……বিশৃঙ্খলার সহিত তাহারা অগ্রসর হয় এবং ঠিকমত অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই। ভোর হইয়া গেলেও তাহারা শত্রু শিবিরের সন্নিকটে ঘোরাফিরা করিতে লাগিল, যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটিয়া উঠিল, আর তখন শত্রুগণ তাহাদের দিকে নাকাড়া বাজাইল, তাহাদের হস্তীসমূহ প্রস্তুত করিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। যদিও আমাদের লোকেরা কোনরূপ সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই, তবু তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের সময় অসংখ্য লোক তাহাদের পিছু ধাওয়া করিলেও তাহারা নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইল এবং আমাদের একটি লোকও ক্ষয় হইল না। তবে মুহম্মদ আলী জং জং একটি তীর দ্বারা আহত হইলেন, কিন্তু তাহা মারাত্মক হয় নাই। ফিরিশতা এই সম্বন্ধে বলেন, "আর পাঁচ সহস্র লোক এক নৈশ আক্রমণ করিতে বাদশা ইব্রাহীমের শিবিরে গমন করে কিন্তু যেহেতু শত্রুগণ ইহা টের পাইয়া গেল, তাহারা কোন কিছু না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিল।

www.alimaanfoundation.com

সংক্ষেপে[১] পূর্ববর্ণিত বৎসরের সম্মানীয় রজব মাসের ৮ তারিখ শুক্রবারে[২] (১৮ই এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রীঃ), আজরাইলের হস্ত সুলতান ইব্রাহীমের প্রাণের ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে তাহার সেনাবাহিনীসহ সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করে। সফলতা ছিল সম্রাটের বাহিনীর মুঠার মধ্যে এবং তাহারা সাহসের ক্ষেত্রে কঠিন দেয়ালের ন্যায় ইস্পাতের পোশাক পরিধান করিয়া এবং বিজয় অলংকারে সুশোভিত হইয়া দৃঢ়তার সহিত শত্রুর মোকাবিলা করিল। এবং ইহার বিজয় পতাকা উত্তোলন করিল। সলোমনের ন্যায় সম্রাট স্বয়ং দেহের মধ্যে আত্মার ন্যায় মধ্যভাগে অবস্থান করিলেন এবং কেন্দ্র বাহিনী এবং ডান ও বাম পার্শ্বের বাহিনীকে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধ ও হত্যা করার জন্য প্রস্তুত রহিলেন। উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং পরস্পরের প্রতি বৈরীতার চক্ষু নিয়া দৃষ্টিপাত করিল, নিয়তির ন্যায় শক্তিশালী এক ফরমান জারি[৩] করা হইল যে বাম পার্শ্বের বাহিনী হইতে আমীর করা কুজী এবং আমীর শেখ আলী এবং আমীর খান আবু মুহম্মদ নেযা বায এবং শেখ জমান, আর সমস্ত মুঘল বাহিনীসহ ওয়ালী কিযিল এবং বাবা কুশকাহ নিজেদের দুই দলে ভাগ করিয়া শত্রুর

---

১. আমাদের এই গ্রন্থের গ্রন্থকার, বা বদাওনী অথবা ফিরিশতা কেহই ব্যর্থ নৈশ আক্রমণ এবং পানিপথের মধ্যবর্তীকালের ঘটনাসমূহের কোন উল্লেখ করেন নাই। বাবর কিন্তু বলেন যে তিনি যে সেনাবাহিনী নৈশ আক্রমণ করিতে গমন করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে নিরাপদে ফেরত আনিবার জন্য হুমায়ুনের সেনাদলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; আর তিনি স্বয়ং শত্রুর মোকাবিলা করিবার জন্য বাকী সৈন্যদের সন্নিবেশ করেন। কিন্তু শত্রুরা অগ্রসর হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে ঐ রাত্রিতে মিথ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং চরম বিশৃঙ্খলা এবং হতাশা দেখা দিয়াছিল।

২. বদাওনী এই একই তারিখ দিয়াছেন; কিন্তু ফিরিশতা লিখিয়াছেন ১০ই রজব। ফিরিশতার দেওয়া তারিখ ঠিক নয়। সেনাবাহিনী পানিপথের সন্নিকটে উপস্থিত হয় বৃহস্পতিবার, ৩০শে জুমাদিউল আখির এবং তাহার পরের শুক্রবার, যে দিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহা ৮ই তারিখ হয়, ১০ নয়।

৩. এই সম্বন্ধে বাবর সুস্পষ্টরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই দুই দল তুলুঘমা বা দুই প্রান্তবর্তী দল গঠন করিবে এবং তাহাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইল যে যদি শত্রুগণ যথেষ্ট নিকটে আসিয়া পড়ে তবে তাহারা ঘুরিয়া গিয়া শত্রুর পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিবে। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বিভিন্ন আমীরের নাম দেওয়া হইয়াছে। বাবর শুধু করা কুযী এবং ওয়ালী কিযিলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ইহারা যথাক্রমে বাম ও ডান পার্শ্বের বাহিনীর আমীরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদাওনীর মতে বাম পার্শ্বের বাহিনী ছিল আমীর করা কুরচি (সম্ভবতঃ করা কুযী হইবে—তুযুক-ই-বাবরীতে তাহার নাম করা কুযী দেওয়া হইয়াছে) এবং আমীর শেখ আলী এবং আরও কতিপয় আমীরের অধীনে এবং ডান পার্শ্বের বাহিনী ছিল ওয়ালী কিযিল এবং বাবা কুশকার অধীনে। ফিরিশতা বলেন যে ডান প্রান্তীয় বাহিনীতে অধিনায়ক ছিলেন কাসিম বেগ আর বাম প্রান্তীয় বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন আলী বাহাদুর।

www.alimaanfoundation.com

পিছন দিক হইতে যুদ্ধ করিবে।[১] সম্মুখ ভাগে ডান ও বাম পার্শ্বের বাহিনীর অধিকার সমস্ত আমীর আর বিশেষ বাহিনীর মধ্যে যাহার আমীর মুহম্মদী কোকিলতাশ এবং আমীর ইউনুস আলী এবং আমীর শাহ মনসুর বিরলাস এবং আমীর আহমদী বরওয়ানজী এবং আমীর আবদুল্লা কিতাবদার যুদ্ধে লিপ্ত হইবে। শত্রুগণ অগ্রসর হইয়া যখন ডান পার্শ্বের বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করিল আমীর আবদুল আজীজকে, যাহাকে সংরক্ষিত বাহিনীর কর্তৃত্বে রাখা হইয়াছিল, তাহার সাহায্যার্থে গমনের নির্দেশ দেওয়া হইল, ঐ যুদ্ধের বিস্তৃত প্রান্তরে ভ্রমণকারী ঐ সিংহ-হৃদয় লোকেরা যখন যুদ্ধ করিবার অনুমতি লাভ করিল, তখন তাহারা তাহাদের দ্রুতগামী অশ্বগুলিকে সম্মুখ হইতে পিছনে এবং ডানে ও বামে ছুটাইতে লাগিল যেন রক্ত পানকারী তীরের ন্যায় ইহারা শত্রুদের এমন অবস্থা করিল যেন মনে হইল তাহাদের পাখা গজাইয়াছে ; আর মনে হইল যেন পাখার ন্যায় তাহাদের আত্মাও পরলোকে পলায়ন করিবে ; কিন্তু যেহেতু তাহাদের ডানা ও পালকগুলিকে তরবারীর দ্বিমুখী কাচি দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা তাহাদের পলায়নের পথ বন্ধ করা হইয়াছে। আর ইহাদের মধ্যে উশৃঙ্খলগণের মস্তিষ্ক ভারী মুশল দ্বারা নরম করিয়া দেওয়া হইয়াছে আর শত্রু বাহিনীর মরণের হাট ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।[২]

কবিতা

যুদ্ধের প্রান্তরে এত রক্তের স্রোত বহিয়া গেল
তাহা যেন বন্যার মত, তাহারা লোককে ভাসাইয়া নিল
ঐ স্থান হইতে ভোর বেলা যে মৃদুমন্দ বাতাস বহিয়া আসিতেছিল
তাহা সকলের মাথায় হৃদয়ের রক্তের গন্ধ বহন করিয়া আনিল।

---

১. এই অংশটির মর্ম সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। বাবর বলেন যে ডান পার্শ্ব বাহিনী ছিল হুমায়ুন ও অন্যান্যের অধীন, বাম পার্শ্ব বাহিনী ছিল মুহম্মদ সুলতান মির্যার অধীন আর মধ্য বাহিনীর ডান দিকের বাহিনী ছিল চিন তায়মুর সুলতান ও অন্যান্যের অধীনে আর মধ্য বাহিনীর বাম দিকের বাহিনী ছিল কলিফা ও অন্যান্যের অধীন। অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব করিতেছিলেন খুসরো গোকুলতাশ ; আর সংরক্ষিত বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন আবদুল আযীয। উপরোক্ত বাহিনীগুলি ছাড়াও ছিল দুইটি প্রান্তীয় বাহিনী।

২. এই স্থানে এবং ইহার পরবর্তী কয়েক লাইনে লেখক বহু আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করিলেও প্রকৃত যুদ্ধের কোন বিবরণ দেন নাই। বদাওনীও অনুরূপভাবে গালভরা কথা লিখিয়াছেন এবং এই একই কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধের বিশেষ কোন বিবরণ দেন নাই। এই যুদ্ধের সবচেয়ে ভাল বিবরণ দিয়াছেন স্বয়ং সম্রাট বাবর তাঁহার তুযুক-ই-বাবরী পুস্তকে।

www.alimaanfoundation.com

অবশেষে আল্লাহর অপার করুণায় এবং চিরন্তন অনুগ্রহের সাহায্যে দুষ্কর্মকারী ও দুর্ভাগা শত্রুগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তাহাদের বেশীর ভাগই নিহত হইল আর অল্প সংখ্যক যাহারা আহত হইল বা অর্ধমৃত হইয়া রহিল তাহারা বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া কাক শকুনের খাদ্যে পরিণত হইল। সুলতান ইব্রাহীম অজ্ঞাত লোক রূপে রক্তক্ষয়ী তরবারী দ্বারা প্রান্তরে (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাহার কতিপয় পার্শ্বচরসহ নিহত হইলেন। শেষ পর্যন্ত যখন তাহার পরিচয় পাওয়া গেল তখন তাহার শির রাজ রাজাদের আশ্রয়দানকারী সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। সুলতান ইব্রাহীমের নিকটের এক স্থানে পাঁচ বা ছয় সহস্র সৈন্য নিহত হইল আর এই যুদ্ধে সর্বমোট কয়েক সহস্র[১] লোক মৃত্যুর সরবত পান করিল। তাহার প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায়ের জিহ্বায় সম্রাট এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন যে মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের এই বিজয় দান করিয়াছেন তাহাকে শত ধন্যবাদ। আর আল্লাহতায়ালা প্রশংসার পতাকা উত্তোলন করিলেন।[২] আর ঐ একই দিনে এই বিষয় ঘোষণা করিয়া শহর ও প্রদেশসমূহে পত্র প্রেরণ করা হইল এবং সেনাবাহিনী রাজধানী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইল আর সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী শহর রাজসিক আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; শুক্রবারে মহত্ব ও সাম্রাজ্যের জন্য জুম্মার নামাজে ইমামের মঞ্চ ও জামে মসজিদে সৌভাগ্যশালী যোগাযোগের কর্তা[৩] মহান ও সুবিখ্যাত সম্রাটের নাম উচ্চারিত হইল।

এইবার এক শুভসূচক ফরমান জারি করা হইল যে পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর শাহযাদা মুহম্মদ হুমায়ুন মির্যা[৪] এবং আমীর খাজা কলান এবং আমীর মুহম্মদ

---

১. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেই আছে কয়েক সহস্র। বদাওনীও নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা উল্লেখ করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন, নিহতগণ গাদায় গাদায় পড়িয়াছিল। ফিরিশতা নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সতর্ক অনুসন্ধানকারীদের মতে ঐ দিনে যুদ্ধের সময় অথবা পশ্চাদ্ধাবনের সময় ১৬০০০ আফগান মৃত্যুর শরবত পান করে। বাবর বলেন, আমাদের হিসাব মত যুদ্ধক্ষেত্রের নিহতদের মোট সংখ্যা হইবে ১৫০০০ বা ১৬০০০ লোক।

২. কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে আছে 'আল্লাহতায়ালার প্রশংসা', আর অন্যান্যগুলিতে আছে পবিত্র বা ধর্মীয় যুদ্ধ।

৩. 'সাহেব কুরানী' এই উপাধিটি সাধারণ তায়মুরের বেলাতেই প্রয়োগ করা হয় কিন্তু এইস্থানে বাবরের বেলায়ও প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৪. বাবর বলেন যে তিনি অতি দ্রুত আগ্রার অভিমুখে গমনের জন্য হুমায়ুনকে নির্দেশ দিলেন; আর মাহদী খাজাকে তেমনি দ্রুতগতিতে দিল্লী গমনের জন্য যাত্রা করিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাহার নিজের ভ্রমণেরও বিবরণ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তিনি নিযামের (নিযামুদ্দীন

www.alimaanfoundation.com

কোকিলতাশ এবং আমীর ইউনুস আলি এবং আমীর শাহ্ মনস্থর বিরলাস এবং অন্যান্য কতিপয় আমীর অবিরাম পথ চলিয়া অতি দ্রুতগতিতে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইবেন এবং ঐ শহরটি অধিকার করিবেন এবং তাহাতে রক্ষিত কোষাগারসমূহ রক্ষা করিবেন যাহাতে আমীর ওমরাহ্ বা সাধারণ লোক কেহই তাহা আত্মসাৎ করিতে না পারে। সম্রাট নিজেও তাহাদের অনুসরণ করিয়া আগ্রাভিমুখে তাহার সংকল্পের রাশ পরিবর্তন করিলেন এবং ঐ শহরে অতি জাঁকজমকের সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। তাহার সার্বভৌমত্বের তল্পীধারী অনুচরদের প্রত্যেককেই প্রয়োজনানুসারে তিনি একটি উপযুক্ত আবাসস্থল বরাদ্দ করিলেন এবং তাহার দয়াশীল ও সমুদ্রের ন্যায় মহানুভব হস্ত মুক্ত করিয়া অকাতরে মনি মুক্তা উপহার দিলেন এবং দান করিলেন[১] পৃথিবীর অধিবাসীগণের শাহযাদা মুহম্মদ হুমায়ুন মির্যাকে দিলেন বিশ লক্ষ আর প্রত্যেক আমীরকে তাহাদের পদমর্যাদার মান অনুযায়ী দশ লক্ষ এবং আট লক্ষ এবং পাঁচ লক্ষ উপহার দিলেন।

কবিতা

যুদ্ধক্ষেত্রে যে তাহার জীবন উৎসর্গ করে
তাহাকে দয়াশীলতার সহিত তোমার স্বর্ণ প্রদান কর;
যদি অতি সাহস ও বীর হৃদয়ের মানুষও থাকে
যদি তোমার আনুগত্য যত্ন না পায় তবে তাহারাও যুদ্ধ করিবে না।

আর সকল সাহসী যোদ্ধা, এবং ভৃত্য এবং অনুচরগণ সকলেই যে সব অর্থ ও

আউলিয়া) স্মৃতিসৌধ জিয়ারত করিয়াছেন এবং খাজা কুতবুদ্দীনের কবর এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের কবর ও প্রাসাদ এবং সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির কবর, প্রাসাদ ও তাহার মিনার, শামস জলাশয়, রাজকীয় জলাশয়, সুলতান বহলোলের এবং সুলতান সিকান্দরের কবর ও উদ্যানসমূহ প্রদক্ষিণ করেন এবং তৎপর তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একটি নৌকায় আরোহণ করেন এবং আরক পান করেন।

১. আর কোন ঐতিহাসিক এই পুস্তকের ন্যায় এত বিশদভাবে উপহার ও দানের তালিকা দান করেন নাই, তবে ফিরিশতাও ইহাদের একটি তালিকা দিয়াছেন কিন্তু তাহা এই পুস্তকের তালিকা হইতে ভিন্ন; তাহার মতে হুমায়ুন পান ৩,৫০,০০০ টাকা এবং বন্ধ দরজাসহ একটি কোষাগার, আর মুহম্মদ সুলতান মির্যা লাভ করেন ৪ কবাস এবং একটি কোমরবন্ধ এবং একটি মণিমুক্তা খচিত তরবারি এবং দুই লক্ষ টাকা। আর কোন অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হয় নাই। ফিরিশতার মতে কাবুল শহরের প্রতিটি অধিবাসীকে এক শাহরুখি করিয়া উপহার দেওয়া হয়, এই পুস্তকে বর্ণিত সমস্ত দেশ এবং খোস্ত ও বদাখশানের অধিবাসীগণকে নয়।

www.alimaanfoundation.com

ধনরত্ন ধৃত হইল তাহা হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিল। সেনাবাহিনীর প্রতিটি প্রধান ব্যক্তি, সৈয়দ, এবং শেখ এবং ছাত্র, সকল অনুচর এবং ব্যবসায়ী[১] এবং বাজারের দোকানদার, এবং উচ্চ নীচ সকলেই প্রচুর বরাদ্দ এবং পূর্ণ অংশ লাভ করিল। পবিত্র হারেমের মহিলাগণকে উপহার বরাদ্দ হইল চমৎকার জহরত, এবং দুষ্প্রাপ্য পোশাক পরিচ্ছদ এবং মূল্যবান মনি মুক্তা, লাল এবং সাদা উভয় প্রকারের। আর দরবারের সকল সঙ্গীতজ্ঞ এবং গায়ককে এবং যাহারা আগ্রহের সহিত রাজকীয় অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতেছিল তাহাদের জন্য সমরকন্দ, এবং খুরাসান এবং ইরাক এবং কাশঘর দান সামগ্রী প্রেরণ করা হইল। কাবুল, খোস্ত এবং বদাখ্শানের সকল অধিবাসী, যাহারা তাহাদের দয়াশীলতা এবং পবিত্রতার জন্য বিখ্যাত ছিল, প্রত্যেক পুরুষ ও নারী এক শাহরুখি পুরস্কার লাভ করিল। এইসব উপহার বহন করিয়া নেওয়ার জন্য এবং বিতরণ করিবার জন্য বিশ্বাসী লোকদের নিযুক্ত করা হইল। সলোমনের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের দরিদ্র অনুচরদের মধ্যে উপস্থিত বা অনুপস্থিত এমন একজনও রহিল না যে হিন্দুস্তানের লুণ্ঠিত সম্পদের এক অংশ লাভ না করিল।

যেহেতু (সম্রাটের মহান এবং পবিত্র মন সম্পূর্ণরূপে শহরের অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতি সাধন আর দুর্গের দখলকারী লোকদের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন ফলে চতুর্দিকে উৎসাহব্যঞ্জক ফরমান প্রেরণ করা হইল; কিন্তু তাহাদের বাধ্যতা এবং বন্ধুত্বের একান্ত অভাববশতঃ হতভাগ্য ভারতবাসীগণ এত উশৃঙ্খল ও অসদ্ভাবপূর্ণ ছিল যে তাহারা আনুগত্য প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিল এবং বন-জঙ্গল এবং পাহাড়-পর্বতে পলায়ন করিয়া ধ্বংসের পথ অনুসরণ করিতে লাগিল; আর যাহারা দুর্গগুলি দখল করিতেছিল, তাহাদের স্বচ্ছলতার দরজা বন্ধ করিয়া সেইগুলিকে সুরক্ষিত করিবার জিনিসপত্র যোগাড় করিতে লাগিল; আর এক মাত্র দিল্লী এবং আগ্রার দুর্গদ্বয় ছাড়া যেগুলি মহান রাজকীয় পদক্ষেপ দ্বারা জয় করা হইয়াছিল, আর সকল দুর্গেরই চরম শত্রুতা প্রদর্শনের ভিত্তি ছিল অতি সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়। কাসিম সম্বলী দখল করিতেন সম্বল দুর্গ। নিযাম খানের ছিল বিয়ানা; হাসান খান মেওয়াটী[২] মেওয়াত প্রদেশের আলওয়ার সুরক্ষিত করেন; আর তাতার খান সারঙ্গ ঘানি সুরক্ষিত করেন গোয়ালিয়র দুর্গ; হুসেন খান লোহানী রাপ্রী দুর্গ

---

১. ফিরিশ্তা এই সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে শুধু যে সব ব্যবসায়ী সম্রাটের শিবিরের অনুগমন করিয়াছিল তাহারাই এইসব উপহার লাভ করিয়াছিল।

২. বাবর তাহার নাম দিয়াছেন রাজা হাসান খান এবং বলিয়াছেন যে ঐ কাফের এইসব বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহগুলির প্রধান উদ্যোক্তা ও উত্তেজনা দানকারী।

www.alimaanfoundation.com

আর কুতব খান ইতাওয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন; আলম খানের[১] ছিল কাল্পী। কান্যকুব্জ শহর এবং গঙ্গা নদীর ঐ দিকের সমস্ত শহরই বিদ্রোহী আফঘানদের দখলে ছিল, যাহারা সুলতান ইব্রাহীমের আমলেও তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিত না আর যাহারা রাজকীয় মহত্বের সূর্য উদিত হইবার আর আফঘান পতাকা অবনমিত হইবার পরেও আরও অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া নিয়াছে এবং বাহাদুর খানের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছে এবং তাহাকে সুলতান মুহম্মদ উপাধি দান করিয়াছেন আর নাসির খান লোহানী এবং মারুফ ফরমুলি আর আফঘান নেতাদের অন্যান্য অনেকে তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছে; আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করা এমন এক প্রথায় পরিণত হয় যে মরঘুব নামে সুলতান ইব্রাহীমের এক ক্রীতদাস আগ্রার বিশ কারো মাত্র দূরে অবস্থিত মহাওয়ান শহর সুরক্ষিত করে এবং তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিতে অস্বীকার করে।

ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে ঐ বৎসর ভারতে উষ্ণতা[২] এত অধিক ছিল দেশের অসংখ্য লোক ইহার ফলে ইন্তেকাল করে। ইহার ফলে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবি সম্রাট তাহার অপরাজেয় বাহিনীকে ঐ শান্তির শহর আগ্রাতে কিছুকাল বিশ্রামরত ও আরামে রাজকীয় অনুগ্রহের ছত্রছায়ায় রাখিয়া দেন। যখন আবহাওয়ার উষ্ণতার নিষ্ঠুরতা কমিয়া যায় আর উষ্ণ সাইমুমের ন্যায় প্রবাহ পরিবর্তিত হইয়া মৌসুমী বায়ুর মৃদুমন্দ হাওয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয় আর এই আত্মা-শান্তকারী মলয় সমীরণের

---

১. এই পুস্তকে দেওয়া নামগুলি ছাড়া অন্যান্য যেসব লোক দুর্গ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বাবর মুহম্মদ যয়তুন, ধোলপুর অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরিশতা বলেন যে আলী খান ফরমুলি ছিলেন মেওয়াতে। তিনি হাসান খান বা আলওয়ালের রাজা হাসান খানের কোন উল্লেখ করেন নাই।

২. বাবরের বেগগণ, তিনি তাহাদিগকে এই নামেই অভিহিত করিতেন, এই অত্যধিক উষ্ণতার জন্য হতাশ হইয়া পড়ে এবং হিন্দুস্থানে থাকিতে আপত্তি করে। বাবর কিন্তু এত পরিশ্রম ও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তিনি যে রাজ্য জয় করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তিনি বেগদের বলিলেন যে তাহাদের মধ্যে যে থাকিতে চায় না, সে ফিরিয়া যাইতে পারে। তাহারা কিন্তু সকলেই থাকিতে সম্মত হয়, শুধু কলান বেগ সম্মত হয় না, ফলে তাহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। যেহেতু তাহার অনুচরের সংখ্যা ছিল প্রচুর সেইজন্য বাবর কাবুলে ও অন্যান্য স্থানে যে উপহার প্রেরণ করেন সেইগুলি তাহার কর্তৃত্বাধীনে প্রেরণ করা হয়। বদাওনী এই অত্যধিক উষ্ণতার কোন উল্লেখই করেন নাই। ফিরিশতা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবরণ দিয়া বলেন যে যেহেতু বাবর খাজা কলান বেগের প্রচেষ্টায় বহু জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত জন হিন্দুস্থানে নানারূপ অসুখে ভুগিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অসুবিধায় পতিত হইয়াছিলেন, বাবর তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন, এবং কাবুল ও ঘযনীর শাসনভার তাহার উপর সমর্পণ করেন। ফিরিশতা আরও বলেন যে আফঘান আমীরগণ যখন দেখিলেন যে বাবর, তাইমুরের ন্যায় ফিরিয়া যাইতেছেন না, কিন্তু ভারতে থাকিয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছেন, তখন তাহারা তাহার ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করাই সমীচিন মনে করেন।

www.alimaanfoundation.com

অর্ধেক যখন প্রবাহিত হইয়া যায়, তখন খ্যাতনামা আমীরগণ রাজ্য, শহর ও দুর্গ জয়ের জন্য দিগ্বিদিকে গমন করে এবং সামান্য মনোযোগেই তাহাদের নিকট সফলতার দরওয়াজা উন্মুক্ত হইয়া যায়। রাজকীয় শাসনের প্রতিনিধিগণের মাথার উপরে আল্লাহর করুণার পতাকা এমনভাবে উত্তোলিত হয় যে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল এবং নিরাশ ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের সকলে এবং আর যাহারা সকল আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের হৃদয় নৈরাশ্যে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকেই দানশীলতা বা আশার প্রাচুর্যের এবং ক্ষমা ও মহত্বের ছত্রছায়ার অধীনে আনয়ন করা হয়। যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের বহু সংখ্যককে পুনরায় রাজকীয় নিরাপত্তার ছায়ায় আনা হয়। আর ফিরোয খান এবং সারঙ্গ খান, এবং মুস্তফা ফরমুলির ভ্রাতা শেখ বায়েযিদ এবং শেখ হাবিব[১] এবং অন্যান্য আফঘান আমীরগণ তাহাদের আনুগত্যের মুখ, গগনচুম্বী উচ্চতর দরবারের দরজায় স্থাপন করেন আর তাহাদিগকে বৃত্তি ও জায়গীর দান দ্বারা সম্মানিত করা হয়। শেখ ঘুরান[২], দোয়াবের সকল তূণবাহী এবং তীরন্দাজগণসহ সকল সততা আন্তরিকতার সহিত দ্রুত পবিত্র দরবারে আগমন করেন আর তাহার আন্তরিকতা স্বীকৃত হইবার ফলে তিনি একজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী আমীররূপে খ্যাতি লাভ করে।

যখন (সম্রাটের) মহান মন পরিপূর্ণ কোষাগারসমূহ হইতে পুরস্কার বিতরণের কাজ হইতে মুক্ত হয়, তখন পরগণাগুলি এবং উর্বরা সরকারগুলি বিলি বরাদ্দ করিবার দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তাহারা সদ্য লব্ধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রদেশ এক একজন খ্যাতনামা সুলতান এবং সাফল্যলাভকারী আমীরগণকে প্রদান করা হয়। সম্বল[৩] প্রদেশ মহান শাহযাদা মুহম্মদ হুমায়ুন মির্যার জমিদারীরূপে তাহাকে

---

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন শেখ হাবিল, এবং শেখ জিথ, এবং শেখ ওয়াজিহ ইত্যাদি। অন্য কোন ইতিহাস গ্রন্থে তাহার নাম পাওয়া যায় না, তবে ফিরিশতা উল্লেখিত কাজী হাবিব তিনিও হইতে পারেন।

২. বদাওনীর মতে তিনি ছিলেন ভারতীয় লোকদের একজন আমীর এবং তাহাদের একজন অতি নিপুণ লোক, কারণ তিনি ছিলেন সঙ্গীতে অতুলনীয়। ফিরিশতা তাহার নাম লিখিয়াছেন শেখ ঘুরান এবং বলেন যে তিনিই সর্বপ্রথম দুই বা তিন সহস্র লোকসহ দোয়াব হইতে আগ্রা আগমন করেন এবং বাবরের চাকুরী গ্রহণ করেন।

৩. সম্বল সম্বন্ধে এই বিবরণের কোন সমর্থন তুযুক-ই-বাবরীতে পাওয়া যায় না। বদাওনী বলেন যে সম্বল হুমায়ুনকে প্রদান করা হয় এবং আমীরগণ কাসিম সম্বলীকে বন্দী করিয়া বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। ফিরিশতা বলেন যে বাবন আফঘান সম্বল অবরোধ করেন। কাসিম সম্বলী বাবরের নিকট আবেদন পেশ করেন এবং তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং বাবনের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। শেষোক্ত জনের বিরুদ্ধে মুহম্মদী কোকিলতাশকে প্রেরণ করা হয় আর সে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। কাসিম সম্বল মুহম্মদী কোকিলতাশের নিকট সমর্পণ করেন এবং বাবরের দলভুক্ত হন; এবং সম্বল হুমায়ুনকে প্রদান করা হয়। এই গ্রন্থের লেখক এই সম্বন্ধে আর বিশদ ও সঙ্গতিপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

বরাদ্দ করা হয়। এই সময়ে কাসিম সম্বলীর নিকট হইতে একটি আবেদনের দরখাস্ত সকল লোকের আশ্রয়স্থল দরবারে আসে এই মর্মে যে দুষ্কৃতিকারী[১] বাবন, যে সম্রাটের শিবির হইতে পলায়ন করিয়া গিয়াছে, এবং সম্বলের সন্নিকটস্থ অঞ্চলে গমন করিয়াছে, সে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে এবং ঐ দুর্গটি অবরোধ করিয়াছে। এক রাজকীয় ফরমান জারি করা হয় যে আমীর কিস্তাহ বেগ এবং মুল্লা কাসিম, বাবা কুশকাহর এর ভ্রাতা, মুঘল ও তাহার ভ্রাতাগণ এবং মৌলানা আফাক এবং শেখ খুরান দোয়াবের তূণ বহনকারীগণসহ এবং আমীর হিন্দু বেগ অবিরাম পথ চলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। ফরমান অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমীরগণ গঙ্গা অতিক্রম করিতে অগ্রসর হয়, যখন মালিক কাসিম তাহার ভ্রাতাগণসহ অপরাজেয় বাহিনীর অন্যান্যদের পূর্বে দ্রুতগতিতে গমন করেন এবং মাত্র দেড়শত অনুচরসহ ফজরের নামাজের সময় সম্বল উপস্থিত হয়; আর বাবনও একদল লোক সংগ্রহ করিয়া তাহার মোকাবিলা করে। মালিক কাসিম কোন রূপ কালক্ষেপণ না করিয়া বা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে শত্রুগণকে তাহার সম্মুখে তাড়াইয়া নিয়া যান, এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং মহা হত্যালীলা সংঘটিত করিয়া এবং কতিপয় হস্তী এবং অশ্ব এবং অন্যান্য সম্পত্তি হস্তগত করেন। পরদিন ভোরবেলা যখন অন্যান্য আমীরগণ সম্বলে আসিয়া পেঁীছেন তখন কাসিম সম্বলী অবরোধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া দ্রুত গমন করিয়া আমীরগণের সঙ্গে যোগদান করে এবং কৃতজ্ঞতা এবং আনুগত্যের শয্যা পাতিয়া দেয়, কিন্তু দুর্গটি সমর্পণ দিনের পর দিন বিলম্ব করিতে থাকে। প্রতিদিনই একটি নূতন ওজর উপস্থিত করিতে থাকে। আমীরগণ কি পন্থা অবলম্বন করিলেন সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন একদিন শেখ খুরান কাসিমকে আমীরগণের সভায় আনয়ন করেন, আর সেই সময় অপরাজেয় বাহিনীর সৈন্যগণ সহসা দুর্গে প্রবেশ করে এবং কাসিমকে তাহার পরিবার পরিজনসহ সলো নের সিংহাসনের ন্যায় মহান সিংহাসনের পদমূলে প্রেরণ করে।

প্রায় একই সময়ে বিয়ানা অধিকার করিবার জন্য একবাহিনী সৈন্য প্রেরণ করা হয় এবং তথায় অবস্থিত নিযাম খান[২] তাহার দুর্গ সমর্পণ করিবার নির্দেশ মানিয়া লইতে বিলম্ব করিতে থাকে এবং এমন অনুরোধ করে যাহা তাহার অবস্থা ও পদমর্যাদা বিচার করিয়া গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এই সময়েই হিন্দুস্তানের সর্বাপেক্ষা

---

১. প্রকৃত যে বিশেষণটি প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার মর্ম হইল বেআইনী বা নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণকারী; ইহা একটি গালাগালির বিশেষণ।

২. এই স্থানে অর্থ সুস্পষ্ট নয়। মূলগ্রন্থে এইরূপই লেখা আছে।

www.alimaanfoundation.com

ক্ষমতাশালী রাজা রানা সাংকা[১] তাহার নিজ রাজ্য হইতে বহির্গত হয় এবং কন্দার[২] দুর্গ অবরোধ করে; এই দুর্গটি মকনের পুত্র হাসান অধিকার করিতেছিল, এবং বিশৃঙ্খলা এবং গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে থাকে আর বিদ্রোহ ও শত্রুতার ভিত্তি স্থাপন করে। অল্প কালের মধ্যেই মকনের পুত্র হাসান কতিপয় শর্তাধীনে দুর্গটি সমর্পণ করিয়া দেয়। এই সময়ে বাবর নির্দেশ দান করেন যে আমীর সুলতান জুনেইদ বিরলাস এবং আদিল সুলতান এবং আমীর মুহম্মদী কোকিলতাশ এবং আমীর শাহ মনসুর বিরলাস এবং খ্যাতনামা সুলতান এবং মালিকগণের একটি বড় দল, যাহারা মুহম্মদ জয়তুনির নিকট হইতে ধোলপুর দুর্গটি অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহা আমীর সুলতান জুনায়েদ বিরলাসের অধীনে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, নিযাম খানকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবেন, নিযাম খান তখন বিয়ানা দুর্গ অধিকার করিতেছিলেন এবং দুর্গটি অধিকার করিতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইবেন এবং নিযাম খানের ক্ষমতা সম্পুর্ণরূপে বিনাশ করিবেন।

শক্তিশালী বাহিনীর গন্তব্য স্থল নির্দিষ্ট হইবার পর সুবিজ্ঞ আমীরগণকে খলিফাদের ন্যায় সিংহাসনের পাদমূলে সমবেত হইতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহারা সমবেত হইলে তথ্য বিনিময় ও সলা পরামর্শের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, আর এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে যেহেতু লোহানী বিদ্রোহীগণ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কান্যকুব্জ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উপক্রম করিয়াছে; আর রানা সাংকা কন্দার দুর্গ অধিকার করিবার পর অপর দিক হইতে উশৃঙ্খলতা ও শত্রুতা প্রদর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছে, আর যে বর্ষাকাল এই পর্যন্ত সৈন্যদের অভিযান বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখনই সঠিক এবং উপযুক্ত সময় যখন সৈন্যগণ উপরোক্ত দুই দিকের একদিকে অভিযান করিতে গমন করিবে। যেহেতু রানা সাংকার সৈন্যদের সংখ্যা অজ্ঞাত রাখিয়াছে আর তাহার ক্ষমতা যাহা পরবর্তীকালে জানা গিয়াছিল, তাহা দুরে অবস্থিত, সভায় উপস্থিত আমীরগণ নিবেদন করিলেন যে রাণা সাংকা এই প্রদেশ হইতে দুরে রহিয়াছে আর তাহার নিকটে আগমনের তেমন কোন সম্ভাবনা নাই। যে লোহানীগণ খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে

---

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম বিভিন্নরূপ লেখা আছে যেমন রানু সংকা, রানা সাংকা, এবং রানা সঙ্কা। তিনি ছিলেন উদয়পুরের শাসনকর্তা এবং তিনি মালবের কিছু অংশ দখল করিয়া তাহার রাজ্যসীমা বর্ধিত করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্যগুলিকে তাহার প্রতি নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার প্রকৃত নাম ছিল রানা সংগ্রাম সিংহ।

২. তুযুক-ই-বাবরীতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে কণ্ডার। ইহা ছিল রনথম্বোরের কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত একটি পার্বত্য দুর্গ। বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন খন্ধার। ফিরিশতা ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

তাহাদের দমন করিবার ব্যবস্থাই প্রথম খাতে নিতে হইবে। সম্রাট আমীরগণের অভিমত অনুমোদন করিলেন আর ইহা স্থির হইল যে সম্রাট স্বয়ং পূর্ব দিকে গমন করিবেন এবং তথায় অবস্থিত শত্রুদের ধ্বংস করিবেন। এই সময়ে মহান শাহযাদা মুহম্মদ হুমায়ুন মির্যা নিবেদন করিলেন যে যদি সম্রাটের বিশ্ব-বিজয়ী জ্ঞান এই কর্তব্যটি তাহার উপর ন্যস্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে তিনি আশা করেন যে রাজকীয় ক্ষমতার সেনাবাহিনীর শক্তির দ্বারা, আল্লাহর প্রতিচ্ছবি সম্রাটের অনুপস্থিত সাহায্যই এই শত্রুদের বিনাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এই অনুরোধ সম্রাটের দরবেশ মনের পূর্ণ অনুমোদন লাভ করিল এবং স্থির হইল যে ধোলপুর বিজয়ের জন্য যে আমীরগণকে মনোনীত করা হইয়াছিল তাহারা সাফল্য অর্জনকারী শাহযাদার রেকাব অনুসরণ করিয়া পূর্ব দিকে গমন করিবেন। সৈয়দ মেহদী এবং খাজা মুহম্মদ এবং মুহম্মদ সুলতান মির্যা, যাহাদিগকে ইতাওয়া বিজয়ের জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল তাহাদিগকেও মহান শাহযাদাকে অনুসরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। শাহযাদা আগ্রার অন্তর্গত জালেসরে এই আমীরগণকে সংগ্রহ করেন এবং পূর্ব উল্লেখিত সুলতানগণের[১] একত্র সমাবেশের জন্য তথায় কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া তিনি পূর্ব অভিমুখে যাত্রা করেন; এবং এই সকল প্রদেশ ও শহরসমূহ জয় করিয়া বিলাসের আবাসস্থল জৌনপুরে শিবির স্থাপন করেন।

এই সময়ে রাণা সাংকা[২] শক্তি সংগ্রহ করিয়া হাসান খান মেওয়াতি এবং ঐ

---

১. বদাওনী এই অভিযানের কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি বলেন যে বাবর যখন রানা সাংকার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন তখন তিনি হুমায়ুনকে জৌনপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য পত্র লিখেন। তিনি কিন্তু বলেন নাই কখন এবং কেন হুমায়ুন জৌনপুর গমন করিয়াছিলেন। ফিরিশতাও এই অভিযান সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেন নাই, কিন্তু তিনি বলেন যে হুমায়ুন জৌনপুরে আফগানদের পরাজিত করিয়া আগ্রা প্রত্যাবর্তন করেন।

২. বাবর বলেন যে রানা সাংকার সহিত হাসান খান মেওয়াতী যোগদান করেন। বদাওনী বলেন যে রানা সাংকা এবং হাসান খান মেওয়াতী সুলতান সিকান্দর লোদীর এক পুত্রকে সিংহাসনে বসান, এবং তাহাকে সুলতান মাহমুদ উপাধি দান করেন এবং ফতেপুর, যাহাকে সিক্রি বলা হয়, অগ্রসর হন। ফিরিশতা আরও বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে রানা সাংকার প্রায় এক লক্ষ রাজপুত সৈন্য ছিল এবং সুলতান ইব্রাহীম লোদীর বহু আমীর তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, আর সুলতান সিকান্দর লোদীর পুত্র মাহমুদ খান দুই সহস্র অশ্বারোহী সহ তাহার নিকট গমন করেন আর মারওয়ারের রাজা, এবং রাজা বরম দেও, এবং রাজা নরসিংহ দাস এবং মেদিনী রায়, চন্দেরীর রাজা এবং দাউদ সিংহ-এর পুত্র রাওল দাস এবং দঙ্গারপুরের রাজা এবং রায় চন্দ্রভান এবং মানিক চান্দ চৌহান এবং রায় দিলীপ ৫০,০০০ বা ৬০,০০০ অশ্বারোহী সহ তাহার অধীনে আগমন করেন আর হাসান খান মেওয়াতী ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাহার সঙ্গে যোগদান করেন; ফলে তাহারা প্রায় দুই লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যসহ (বাবরের শাসন হইতে) ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হয়।

www.alimaanfoundation.com

দেশের অন্যান্য দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় রাজকীয় সীমান্ত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। বিয়ানার শাসনকর্তা নিযাম খান তাহার দুষ্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া সম্রাটের দরবারে দরখাস্ত প্রেরণ করেন। যেহেতু তিনি একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী রূপে পরিচিত ছিলেন, আর যেহেতু তিনি যে রানা সাংকার নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই এই তথ্য জানা ছিল, তাই হাদিস বিশারদ মীর সৈয়দ রফিউদ্দীন সাফ্ভী[১] যিনি ঐ যুগের একজন সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং রাজকীয় দরবারের ভৃত্যগণের নিকট বিয়ানা দুর্গ সমর্পণ করিতে তাহাকে প্ররোচিত করিয়া তাহাকে সম্রাটের পদ চুম্বনের সৌভাগ্য দান করিতে আনয়ন করেন এবং তাহার প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। এই সময়ে তাতার খান সারঙ্গ খানি যিনি গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিতেছিলেন দেখিতে পান যে রানা সাংকা কন্দার দুর্গ অধিকার করিয়াছেন এবং বিয়ানার উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন আর গোয়ালিয়রের কতিপয় রায় এবং রাজা এবং জমিদার এবং কতিপয় মুসলমান একত্র মিলিত হইয়াছে এবং গোয়ালিয়র বিজয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে, তিনি তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা এবং গণ্ডগোল দ্বারা বিচলিত হন এবং গোয়ালিয়র হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়া, পৃথিবীর সকল লোকের আশ্রয়স্থল সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। সম্রাট খাকান, খাজা রহিম দাদকে একদল খুরাসানী ও ভারতীয় সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া এবং শেখ তুনকতার[২]কে তাহার চমৎকার কার্যাবলীর জন্য পদোন্নতি করিয়া তাহাকে খাজা রহিম দাদের সঙ্গে দেন এবং উভয়কে গোয়ালিয়রের শাসনভার গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন আর তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ও তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে মৌলানা আফাককে এবং শেখ ঘুরানকে নিযুক্ত করেন। তাহারা যখন গোয়ালিয়রে পেঁৗছেন তখন তাতার খানের মতের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং তিনি বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন। এই সময়ে শেখ মুহম্মদ ঘাউস[৩], যাহার সম্বন্ধে

১. তুযুক-ই-বাবরীতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে সৈয়দ রফি। বদাওনী বলেন যে তিনি সুলতান সিকান্দর লোদীর রাজত্ব কালে ভারতে আগমন করেন।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। আর কোন ঐতিহাসিক তাহার নাম উল্লেখ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাবর বলেন যে তিনি একজন বকরাহ লোক ও লাহোরীসহ রহিম দাদকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বদাওনী বলেন যে খাজা রহিম দাদ এবং শেখ ঘুরানকে অন্যান্য একদল লোকসহ গোয়ালিয়রে প্রেরণ করা হয়।

৩. বদাওনী বলেন যে শেখ মুহম্মদ ঘাউসের পরিচালনায় বাবরের সৈন্যগণ গোয়ালিয়রে প্রবেশ করেন। শেখ মুহম্মদ ঘাউস তাহার সময়ে অতুলনীয় ছিলেন এবং দাওয়াত-উল-আসমা বিজ্ঞানের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোনরূপ সুনিপুণ কৌশলে তাহাদিগকে গোয়ালিয়রে নিয়া যান। ফিরিশতা বলেন যে শেখ মুহম্মদ ঘাউস একজন দরবেশ ছিলেন আর তাহার বহু শিষ্য ছিল, আর

www.alimaanfoundation.com

এই পুস্তকের অন্যত্র কিছু বিবরণ দেওয়া আছে, সম্রাটের একজন দলীয় লোক এবং শুভাকাঙ্খী হইয়া রাজকীয় বাহিনীকে সংবাদ দেন যে, যদি তাহারা কোনরূপ কৌশল করিয়া অপরাজেয় বাহিনীর কতিপয় সৈন্যকে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে পারে এবং এইরূপে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে তবে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে। উপরোল্লিখিত শেখ যেহেতু আল্লাহর মহান নাম সমূহের উদ্ভাবনের বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাই মনে হয় যে এই দুর্গ জয়ের ব্যাপারেও তিনি অবশ্যই আল্লাহর কোন একটি নামের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ; আর ইহা সুস্পষ্ট যে তাহার মোনাজাতের তীর গৃহীত হইবার পর্যায়ে পৌঁছে · সে যাহা হউক, দূরদর্শী বুদ্ধিমত্তার কৌশলে এবং দৈনিক ক্রমবৃদ্ধিমান রাজকীয় সৌভাগ্যের ফলে অথবা ঐ পবিত্রমনা দরবেশের মোনাজাতের ফলে, আমীরগণ যখন তাতার খানের নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে খ্যাতনামা বাহিনীর আগমনের উদ্দেশ্য হইল কাফিরগণের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমন করা, দুর্গ অধিকার করা নয় আর যেহেতু কাফিরগণ কর্তৃক এক নৈশ আক্রমণের ভয় আছে, তাহাদের মনে হইতেছে যে যদি তাহাদের একটি বড় দল, না হইলে অন্ততঃ তাহাদের অল্প কয়েকজন দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে, আর বাকী অংশ দুর্গের আশ্রয়ে ইহার বাহিরে থাকিতে পারে, যাহাতে যখন যুদ্ধের সময় আসিবে তখন তাহারা সকলে একত্র হইতে পারে এবং দুর্গ হইতে বাহির হইয়া বিধর্মীদের অগ্নিশিখা নির্বাপিত করিতে সক্ষম হয়। তাতার খান বহু অনুনয়-বিনয়ের পর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং খাজা রহিম দাদকে অল্প সংখ্যক লোকসহ দুর্গে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেয়। শেষোক্ত জন দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুর্গের প্রবেশপথে কতিপয় লোক রাখিয়া যান, আর তাহারা রাত্রিকালে সুযোগ বুঝিয়া তাহা খুলিয়া দেয়, ফলে যাহারা দুর্গের বাহিরে ছিল তাহারা অতি সহজে এবং অনায়াসে দুর্গে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, আর তাহারা রাত্রির মধ্যে দরওয়াজা খুলিয়া সম্পূর্ণ বাহিনীকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া নেয়, যাহার ফলে তাতার খান দুর্গ সমর্পণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ে এবং ইহা তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া নেওয়া হয়, তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তখন আর কিছু যায় আসে না। ফলে তিনি ইহা খাজা রহিম দাদের নিকট

তিনি দুর্গে ছিলেন : তিনি রহিম দাদের নিকট এক লোক পাঠাইয়া সংবাদ দেন যে যদি তিনি কোনরূপ কৌশল করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে পারেন তবে তাতার খানকে সরাইয়া নেওয়া খুব সহজসাধ্য হইবে। বাবর কিন্তু শেখ মুহম্মদ ঘাউসের কোন উল্লেখ করেন নাই, তিনি বলেন যে রহিম দাদ তাতার খানকে জানায় যে তিনি কাফিরদের ভয়ে বাহিরে থাকিতে ভরসা পাইতেছেন না এবং বহু অনুরোধের পর তাহাকে সামান্য কতিপয় অনুচর সহ দুর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি হাতী দরওয়াজা দিয়া তাহার সকল সৈন্যকে ভিতরে প্রবেশ করাইতে সক্ষম হন।

www.alimaanfoundation.com

সমর্পণ করেন আর শক্তির আধার দুর্গের আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং দৈনিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জাঁকজমক ও স্বাচ্ছন্দের নিকট নিরাপত্তা ভিক্ষা করে।

মুহম্মদ নয়তুনও সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন হইয়া ধোলপুর দুর্গ সমর্পণ করিয়া দেয় এবং ফেরেশতাদের আবাসস্থল বা নীড়ের প্রবেশ দ্বার চুম্বন করিবার উচ্চ সম্মান লাভ করেন।

কবিতা

পৃথিবী-শাসকের নিয়তির চাকচিক্যে এই পৃথিবী
বেহেশতের প্রান্তরের আর তার উদ্যানের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে
সর্বদিক হতে তাহার নিকট কেবল জয়ের বার্তা আসিতে থাকে
সর্বত্র হৃদয় কেবল শান্তির স্বর শুনিতে পায়।

সংক্ষেপে যখন রানা সাংকা বিয়ানার সীমান্তের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রাজকীয় সাম্রাজ্যের এলাকার দিকে তাহার হস্ত প্রসারিত করে এবং তাহার অনধিকার প্রবেশের অত্যাচার আর তাহার সেনাবাহিনীর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সম্রাট বাবর এক ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীসহ আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাহার অপরাজেয় বাহিনীর অন্যান্যদের বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়া দিয়াছিলেন। মহান শাহযাদা মুহম্মদ হুমায়ুন মির্যাকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ হইতে তলব করিয়া আনিবার জন্য অবশ্য পালনীয় হুকুম জারি করা হয়, আর নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তিনি কতিপয় নির্দিষ্ট আমীর ও সরদার সহ যেন তিনি রাজধানী জৌনপুর ত্যাগ করিয়া আসেন আর তিনি স্বয়ং যেন কাল বিলম্ব না করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। শাহযাদা তখন পূর্বাঞ্চলের শত্রুদের জয় করিয়া জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন তখন এই সৌভাগ্যশালী ফরমান তাহার সেনাবাহিনীর নিকট পোঁছে আর তিনি প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হন। এই সময়ে তাহার নিকট সংবাদ পোঁছে যে নাসির খান[১] গঙ্গা অতিক্রম করিবার পর ঘাযীপুর হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

---

১. নাসির খান লোহানীকে আক্রমণের বিবরণটি সুস্পষ্ট নয়। তুযুক-ই-বাবরীতে বাবর বলেন যে, "হুমায়ুন পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল এবং জৌনপুর অধিকার করিয়া নাসির খানকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে ঘাযীপুরে গমন করে।" জাঁহাঙ্গীর এইস্থানে যোগ করে, "সে (নাসির খান) তাহার আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া গঙ্গা অতিক্রম করে, আর ইহার ফলে হুমায়ুন ঘাযীপুর হইতে খয়রাবাদ গমন করেন।" বদাওনী বলেন, মহান শাহযাদা হরন্দ ও বিহার প্রদেশটি নাসির খান লোহানীর কবল হইতে মুক্ত করেন।"

www.alimaanfoundation.com

মহান শাহযাদা তাহার দৃঢ় সংকল্পের রাশ ঐ দিকে ফিরাইলেন এবং নাসির খানকে ঘাযীপুর হইতে পলায়ন না দিয়া তাহাকে গুরুতর শাস্তি দিলেন আর খয়রাবাদ ও বিহার লুটতরাজ ও বিধ্বস্ত করিয়া তাহার বিজয় পতাকা জৌনপুরের অভিমুখে নিয়া গেলেন। রাজকীয় নির্দেশ অনুযায়ী অতঃপর তিনি খাজা আমীর শাহ্ হাসান এবং আমীর সুলতান জুনেইদ বিরলাসকে জৌনপুরের শাসনভার অর্পণ করিলেন এবং পবিত্র দরবারের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু আফঘানদের মধ্যে প্রভূত ক্ষমতাশালী নেতা, কাল্পীর গভর্ণর আলম খানের[১] সহিত বিরোধ সন্ধি করিয়া বা যুদ্ধ করিয়া মিটানো প্রয়োজন এবং সুবিবেচনার কাজ হইবে বুঝিয়া মহান শাহযাদা তাহার অপরাজেয় বাহিনী কাল্পী অভিমুখে পরিচালনা করিলেন এবং তাহার সেনাবাহিনীর অত্যাচারের ভীতি আলম খানকে রাজকীয় দরবারের ভৃত্যদের দলভুক্ত করিয়া দেয় এবং মহান সম্রাটের খেদমত করিবার জন্য তিনি শাহযাদার বিজয়ী রেকাবের অনুসরণ করেন এবং তথায় গমনের পর নানাবিধ রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত হন। এই একই দিনে মর্যাদা ও মহত্বের আদর্শ খাজা দোস্ত খাউন্দ কাবুল হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রানা সাংকার ধ্বংসের জন্য অপরাজেয় বাহিনীর সংখ্যা কত হওয়া প্রয়োজন যখন তাহা আলোচনা হইতেছিল তখন নির্দেশ দেওয়া হয় যে গোলন্দাজ বাহিনীকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিতে হইবে এবং তাহা যে চক্ষুর চাহনী সব কিছুকেই স্বর্ণে পরিণত করে, তাহার পর্যবেক্ষণে আনয়ন করিতে হইবে। উস্তাদ আলী কুলি ইহা এমনভাবে সন্নিবেশিত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন যে তিনি মহা অনুগ্রহ লাভ করিলেন। পরদিন আগ্রা শহরের সন্নিকটে রানা সাংকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মঞ্চ তৈরী করা হইল। এই পর্যায়ে কাফেরদের সেনাবাহিনীর অসংখ্যতার সংবাদ পর পর আসিতে লাগিল; আর জানা গেল যে ঐ শয়তান কয়েকটি পিপি-লিকা এবং পঙ্গপালের চেয়েও অধিক সংখ্যার এক সেনাবাহিনী লইয়া বিয়ানার নিকটে আগমন করিয়াছেন। এই পর্যায়ে সৈন্য সমাবেশের জন্য অপেক্ষা করা হইল এবং সাযাওয়াল (অফিসার) নিযুক্ত করা হইল, যাহাতে তাহারা সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে এবং ছয় দিকেই অভিযানের ঢাক ও সিঙ্গা বাজাইতে পারে: আর নাকাড়া ও সিঙ্গার প্রচণ্ড আওয়াজ আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিছু পথ অতিক্রম করিবার পর সৈনাবাহিনী মন্দাকর শহরের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিল। পরদিন সুবিজ্ঞ আমীর-গণের পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমানে ফতেপুর নামে সুবিখ্যাত কোন সিক্রির উপকণ্ঠে রাজকীয় শিবির স্থাপন করা হয় এবং অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক দল নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে

১. বাবরের তুযুক-ই-বাবরীতে কাল্পী অথবা আলম খানের কোন উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

তাহারা সংবাদ আনিল যে শত্রুগণ বসাওয়ার শহরে আগমন করিয়াছে। এই একই রূপে তাহারা শত্রু বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে আগমনের সঠিক সংবাদ আনিতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজেয় বাহিনীর সন্নিকটে আসিয়া তাহারা দুই বা তিন কোশ দূরবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করিল।

মহান সম্রাট এইবার মহা ক্ষমতাশালী আমীরগণকে একত্র তলব করিলেন আর ডাকিলেন দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত সকল লোককে এবং প্রকৃতপক্ষে বহু সাধারণ লোককে আহ্বান করিলেন এবং এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। অধিকাংশের মতামত এইরূপ হইল যে কতিপয় দুর্গ সুরক্ষিত[১] করিতে হইবে আর সম্রাট স্বয়ং সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশসহ গমন করিবেন এবং তথায় কোন অলৌকিক প্রভাবের অপেক্ষা করিবেন। সাম্রাজ্য বিজয়ী সম্রাট সকলের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বেশ খানিক্ষণ বিলম্ব করিবার পর তাহার মুক্তা ছড়ান জিহ্বায় কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন;[২] "পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন দিকে অবস্থানরত ইসলামের বাদশাহগণ কি বলিবে আর আমাকে তাহারা কিরূপে স্মরণ রাখিবে। আর পৃথিবীর অধিবাসীদের মন্দ বাক্য এবং উপহাস এবং তিরস্কারের ব্যাপার ছাড়িয়া দিলেও কাল পুনরুত্থানের প্রান্তরে মৃতের পুনরুজ্জীবিত হইবার দিনের মৃতের পক্ষাবলম্বনকারীর নিকট আমি কৈফিয়ত দেব, যে আমি ইসলামের একজন বাদশাহ হিসাবে কেন এই রাজ্য ছাড়িয়া দিলাম আর কেন এই বিরাট একদল লোককে পরিত্যাগ করিলাম যাহারা আমার সহিত একই ধর্মের অংশীদার এবং যাহারা আমাকে এক রাজ্যের অধিপতি করিয়াছে তাহাদের আমি নিহত হইতে

---

১. আর অবশ্যই এইগুলিতে শক্তিশালী বাহিনী রাখিতে হইবে। বদাওনী বলেন "আগ্রা দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া এবং তাহা একদল লোকের দায়িত্বে রাখিয়া :" আর ফিরিশতা বলেন "সুবিখ্যাত দুর্গগুলিকে বিশ্বাসী লোকদের হস্তে সমর্পণ করিয়া," বাবর স্বয়ং পাশ্চাত্যে গমন করিবেন। বাবর কিন্তু এই বিশেষ উপদেশটির কোন উল্লেখ করেন নাই, তবে তিনি বলেন যে ছোট বড় সকলের মধ্যে একটা সাধারণ আতঙ্ক ও হতাশা বিরাজ করিতেছিল। তখন একটি লোকও ছিল না যে একটিও পুরুষোচিত কথা উচ্চারণ করিতেছিল অথবা এমন কোন লোক ছিল না কোন পুরুষোচিত মতামত ব্যক্ত করিয়াছে; তবে তিনি যোগ করেন যে এই অভিযানের সর্বক্ষণে খলিফা (নিযামুদ্দীন আলী) নিজেকে অতি চমৎকারভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

২. বদাওনী ও ফিরিশতা উভয়েই সম্রাটের বক্তৃতার মর্ম লিখিয়াছেন। এবং ইহা যে কবিতায় শেষ হয় তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তুযুক-ই-বাবরীতে বাবর তাহার নিজের কথায় বলিয়াছেন, "আমীর ও সৈনিকগণ; এই পৃথিবীতে আগত প্রতিটি লোকই একদিন বিনাশপ্রাপ্ত হইবে……কুখ্যাত হইয়া বাঁচিবার চাইতে সম্মানসহ মৃত্যুবরণ অনেক বেশী ভাল……তবে আসুন আমরা সকলে একযোগে আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়া প্রতিজ্ঞা করি যে আমাদের মধ্যে একজনও এই যুদ্ধ হইতে মুখ ফিরাইব না, অথবা যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড হইতে আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ত্যাগ করিব না।

www.alimaanfoundation.com

কেন দিলাম : আর আমি আজ এইরূপ একদল কাফেরের সম্মুখ হইতে কোন জেহাদ না করিয়াই আর মহানবীর আইনের বিধানানুযায়ী প্রয়োজনীয় সামান্যতম কৈফিয়ত ছাড়াই আমি পলায়ন করিব ; আর এই দেশের অধিবাসীগণকে কাফেরের হাতের নিপীড়ন সহ্য করিয়া রাখিয়া যাইব । হায় এই উপযুক্ত সময় যখন আমাদিগকে শহীদ হইবার জন্য আত্মাহুতি দিতে হইবে ।" আর তিনি "জিহাদ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন ।

কবিতা

একদিন এই জীবন অবশ্যই দেহ ছাড়িয়া যাইবে,
ইহা সম্মানের সহিত যাওয়াই মঙ্গলজনক
পৃথিবীর সমাপ্তি ইহাই, আর কোন কিছু নয়
যে মৃত্যুর পর মানুষ শুধু একটা নাম রাখিয়া যায় ।

এই সব প্রাণ-উদ্দীপক শব্দের প্রভাবে প্রতিটি হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্জলিত হইল ; আর প্রত্যেকেই তাহাদের মুখ খুলিয়া বলিল, "আমরা শুনিয়াছি এবং আমরা আপনার কথাই মানিব ।" আর বলিল, "হে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধ্রুবতারা, আপনার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি । আপনি যাহা নির্দেশ দিবেন, আমরা তাহাই পালন করিব । অবশেষে তাহারা সকলে একমনে কাজ করিবার জন্য নিজেদের আবদ্ধ করিবার জন্য পবিত্র পুস্তকটিকে তাহাদের সম্মুখে আনয়ন করিল এবং পাক গ্রন্থে শপথ করিয়া পরস্পরের প্রতি অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করিল । আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহাদের মধ্য ও ডান ও বাম পার্শ্বের বাহিনী সুংঘবদ্ধ করিল এবং পুনঃ পুনঃ মোনাজাতে বিজয় লাভে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আল্লাহর পথে এক জেহাদের দিকে পা বাড়াইল । বীরত্বের ক্ষেত্রের সিংহাসন আর সাহসিকতার ক্ষেত্রের বীরগণ এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত যুদ্ধ করিল যে ইহা সংগ্রাম না হইয়া তাহাদের আনন্দোৎসব হইয়া উঠিল ।[১] বিশেষ করিয়া

১. এই গ্রন্থে প্রকৃত যুদ্ধ এবং তাহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর তেমন কোন বিবরণ দেওয়া হয় নাই । তুযুক-ই-বাবরীতে কিন্তু যুদ্ধের পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির একটি বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে । আর প্রকৃত যুদ্ধটি সম্বন্ধে বাবর স্বয়ং নিজে কিছু না লিখিয়া তাহার মুন্সি শেখ যইনের বিজয় ঘোষণা করিয়া যে সরকারী বার্তা প্রেরণ করা হয় তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন । বদাওনী যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা বাবরের বাহিনীর বিভিন্ন অংশে কে কে অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন তাহাদের একটি তালিকা দিয়াছেন । আর বলিয়াছেন যে রানা সাংকা স্বয়ং চরম বাধা-বিপত্তির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হয় ।

www.alimaanfoundation.com

মর্যাদাবান শাহযাদা মুহম্মদ হুমায়ুন মির্যা পুনঃ পুনঃ অভাবনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া কাফের বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন আর মহান ও পবিত্র আল্লাহর অনুগ্রহে আশ্চর্যরূপ কার্যসমূহ সম্পন্ন করিলেন এবং ইসলামের আশ্রয়স্থল বাদশাহের জন্য বিজয় অর্জন করিলেন আর কাফেরগণকে বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। ইহা সুনিশ্চিত যে এক অদৃশ্য শক্তি ইসলামের বাহিনীকে সহায়তা করিয়াছিল। এই যুদ্ধে বিপথগামী হাসান খান মেওয়াতী[১] যিনি কাফেরদের নেতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন তাহার মুখমণ্ডলে এক তীর বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেলেন আর তাহার নিজস্ব যে ত্রিশ সহস্র সৈন্য ঐ স্থানে তাহার সঙ্গে ছিল তাহারা, তিনি যেস্থানে পতিত হইলেন সেই স্থানেই তাহাকে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

অলৌকিক সাহায্যের দ্বারা লব্ধ এই বিজয় লাভের পর আল্লাহর প্রতিচ্ছায়া সম্রাট শোকরিয়া আদায় করিতে তাহার মস্তক অবনত করিয়া এক জেহাদের পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং এই বিজয় ঘোষণা করিয়া তাহার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সর্বদিকে সরকারী বার্তা প্রেরণ করিলেন; আর তাহার মহান হৃদয় হিন্দুস্থান দেশটি জয় করা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে শংকামুক্ত হইয়া, তিনি দিনের পর দিন নিজেকে শাসনকার্য সুবিন্যস্ত করিবার চেষ্টায় মনোসংযোগ করিলেন; এবং যে সব কাঁটা ঝোপ ও পরগাছা মানুষ বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে বিলোপ করিয়া দেশটিকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

আর আঃ হিজরা ৯৩৭ সনের (১৫৩০ খ্রীঃ) তারিখে[২] ধর্ম রক্ষাকারী বাবর বাদশাহের সৌভাগ্যশালী দেহ এক রোগে আক্রান্ত হয় আর উপরিল্লিখিত বৎসরের

---

১. হাসান খান মেওয়াতীর ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যাহা সঠিক বলিয়া মনে হইয়াছে, সেই পাঠটিই এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বদাওনী বলেন যে হাসান খান মেওয়াতীর কপালে একটি তীর বিদ্ধ হয় আর লোকেরা তাহাকে একটি কূপে নিক্ষেপ করে এবং আরও যোগ করে যে তিনি দোজখের কূপে নিপতিত হইলেন। তিনি আরও বলেন যে, বহুদিন পরে ৯৫৯ আঃ হিঃ (১৫৫২ খ্রীঃ) সনে একজন মেওয়াতী মেওয়াটে এক বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নিজেকে হাসান খান রূপে পরিচয় দেয়। ফিরিশতা বলেন যে হাসান খান মেওয়াতী এক বন্দুকের গুলীতে নিহত হয়। আহমদ ইয়াদগার তাহার তারিখ-ই-সালাতিন আফঘানাতে হাসান খানের মৃত্যু সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিবরণ দিয়াছেন।

২. এই তারিখটি কোন পাণ্ডুলিপিতেই দেওয়া নাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে বাবর পুনঃ পুনঃ রোগে আক্রান্ত হয় এবং কোন একটি তারিখ দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। রানা সাংকার সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয় আঃ হিঃ ৯৩৩ সনের (২০শে মার্চ ১৫২৬ খ্রীঃ) ১৩ই জমাদিউল আখির মাসে। ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই তারিখ হইতে ৯৩৭ আঃ হিঃ সনে বাবরের মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের কোন ঘটনার বিবরণ গ্রন্থের লেখক বা বদাওনী উভয়ের কেহই দেয় নাই। তুযুক-ই-বাবরী এবং

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

জমাদিউল আউয়াল মাসের ৫ তারিখে এই পৃথিবীর বাধা-বিপত্তির গৃহ হইতে পবিত্র জগতে গমন করেন। এই বিশ্ব-বিজয়ী সম্রাটের রাজত্বকাল আটত্রিশ বৎসরের অধিক কাল বিস্তৃত হয়। ইহার মধ্যে তিনি ভারতে রাজত্ব করেন পাঁচ বৎসর। তাহার রাজত্ব শুরু হয় যখন তাহার বয়স বার বৎসর মাত্র, আর তিনি তাহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় এই পৃথিবী ত্যাগ করেন।

কবিতা

আকাশের অত্যাচার ছাড়া আর কোন কলাকৌশল নাই
ইহার কাজ হইল প্রতি মুহূর্তে ইহা একটি হৃদয়ের রক্ত ঝরায়।
টিউলিপ ফুলে ইহা কখনও মর্যাদার মুকুট দান করে না
যতক্ষণ না তাহা কোন মুকুটধারী রাজার মাথা পদদলিত করে;
এই আরামের ইমারত মনে হয় কত ঠাণ্ডা আর কত অন্ধকার
তুমি যখন তোমার গৃহ উষ্ণ কর, তখন ইহা বলে উঠিয়া আস;
আকাশের বর্বরতা ছাড়া আর কোন কাজ নাই
এই ধর্মহীনের মধ্যে ধর্মের কোন স্থান নাই।

ফিরিশতা হইতে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে বাবর ৯৩৩ আঃ হিঃ সনে মেওয়াত গমন করেন, ছয় মাস আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় ব্যয় করেন এবং তৎপর আঃ হিঃ ৯৩৪ সনে চন্দেরী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তাহা জয় করেন, আর তিনি কান্যকুব্জে আফগানদের বিরুদ্ধেও এক যুদ্ধ করেন কিন্তু ইহাতে তেমন সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হন নাই; এবং তৎপর তিনি আঃ হিঃ ৯৩৫ গোয়ালিয়র গমন করেন আর তৎপর বিহার অগ্রসর হন এবং তৎপর আগ্রা প্রত্যাবর্তন করেন। আঃ হিঃ ৯৩৬ সনের ৩রা মহরম মাসে সহসা তুযুক লেখার সমাপ্তি ঘটে।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে হুমায়ুনের যে মারাত্মক পীড়া হয়, যাহা বাবরের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ রূপে পরিগণিত হয় সে সম্বন্ধে তবাকাতে বা বদাওনী বা ফিরিশতা কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই। যেভাবে বাবর হুমায়ুনের জীবন রক্ষা করিতে তাহার নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন, তাহার বিবরণ এলফিনস্টোনের ইতিহাসে বিবৃত করা আছে। তিনি কোন সূত্র উল্লেখ করেন নাই, তবে বাবরের জীবন-স্মৃতির শেষ পরিশিষ্টে এই ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে। ঐ স্থানেও কোন সূত্রের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। আকবরনামাতে এক বিবরণ দেওয়া আছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে ঐ যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত দরবেশ মীর আবু বাকা বাবরের নিকট প্রস্তাব করেন যে চিকিৎসকগণ যখন রোগমুক্তির আশা ত্যাগ করে, তখন প্রতিকার হইল একজনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিসটি দান করা এবং আল্লাহর নিকট রোগমুক্তি কামনা করা। ইহাতে বাবর বলিলেন, "হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিস তো আমি নিজেই। আমার চেয়ে ভাল তাহার আর কোন জিনিস নাই। আমি তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিব। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যেন তাহা গ্রহণ করেন।" তাহার মন্ত্রীগণ তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু

www.alimaanfoundation.com

পৃথিবীর আশ্রয়স্থল এই বাদশাহের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাহার অদ্ভুত কার্যাবলী। ইহাদের মধ্যে একটি হইল এই যে তিনি মোজা পায়ে নিয়া তিনি এক দুর্গে প্রাকারের গম্বুজে লাফাইতে লাফাইতে দৌড়াইতে পারিতেন আর কখনও কখন তিনি দুইজন লোক তাহার বাহুর নীচে লইয়া এক গম্বুজ হইতে অন্য গম্বুজে লম্ফ দিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি হস্তলিখনের এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে খত-ই-বাবরী। তিনি এই পদ্ধতিতে নিজের হাতে লেখা এক খণ্ড কোরান মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ফারসী ও তুর্কী ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, আর তিনি বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি তুর্কী কবিতায় বাগ্মিতা এবং হানাফী মতের আইন সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, আর ইহার নাম দিয়াছিলেন 'মুবিন', আর ছন্দ প্রকরণ সম্বন্ধে তাহার পুস্তকসমূহ সুবিখ্যাত। তিনি তুর্কী ভাষায় তাহার জীবনের ঘটনাবলী লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার বাগ্মিতার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

বাবর শাহ ঘাযীর পুত্র হযরত খান-ই-সইদ মুহম্মদ হুমায়ুন শাহ[১]

আগ্রাতে সম্রাট বাবর যখন এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ত্যাগ করিয়া তাহার স্থায়ী আবাসস্থল বেহেশতে গমন করিলেন, তখন এই ইতিহাসের লেখক মুহম্মদ মুকিম হারাভী ভূতপূর্ব সম্রাটের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং অন্দরমহলের দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন আমীর নিজামুদ্দীন আলী খলিফা এবং সাংসারিক কার্য সম্পাদনের সময় এমন কতিপয় ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার

তিনি সংকল্পে অটল রহিলেন এবং তাহার পাঠাগারে গমন করিয়া এই উপলক্ষে উপযুক্ত অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া তিনি তিনবার মহান জাহানবাসী জিন্নত আশিয়ানীর চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার মোনাজাত যখন আল্লাহ মঞ্জুর করিলেন, আল্লাহর করুণার অন্ত নাই, তিনি অদ্ভুত প্রভাব অনুভব করিতে লাগিলেন এবং চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ''আমরা ইহা দূর করিয়াছি, আমরা ইহা দূর করিয়াছি।"

১. তাহার সম্পূর্ণ নাম ছিল নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ুন, কিন্তু সাধারণতঃ তাহাকে বলা হইল, "জান্নাত আশিয়ানী।"

www.alimaanfoundation.com

ফলে তরুণ শাহযাদা হুমায়ুনকে তিনি সন্দেহ ও ভয় করিতেন আর সেইজন্য তাহার সিংহাসনারোহণের পক্ষপাতি ছিলেন না। আর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিংহাসনের পক্ষপাতি না হইয়া তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিও সদ্ভাব পোষণ করিতেন না। ভূতপূর্ব সম্রাটের জামাতা মাহদী খাজা ছিলেন একজন দয়ালু ও সদাশয় তরুণ। তাহার সহিত মীর খলিফার অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই সংবাদ অনেকের নিকটই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বহু আমীর ওমরাহ মাহদী খাজার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। তিনি এই ধারণার বশবর্তী হইয়া রাজকীয় হাবভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন।

একদিন মাহদী খাজা যখন তাহার মঞ্চে অবস্থান করিতেছিলেন তখন মীর খলিফা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মীর খলিফা ও এই গ্রন্থাকারের পিতা মুহম্মদ মুকিম এই দুইজনই শুধু তখন খাজার নিকট উপস্থিত ছিলেন। মীর আসন গ্রহণ করিবার একটুক্ষণ পরেই রোগকাতর ভূতপূর্ব সম্রাট তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পরও মাহদী খাজা তাহার মঞ্চে দণ্ডায়মান রহিলেন আর এই গ্রন্থাকারের পিতাও উপযুক্ত সম্মান সহকারে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মাহদীকে একজন সন্দেহমত স্বভাবের লোকরূপে গণ্য করা হইত। এবং আমার পিতার উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া মীর খলিফা চলিয়া গেলে তিনি তাহার দাড়ি চাপড়াইয়া নিজে নিজে স্বগতোক্তি করিলেন, "আল্লাহর মেহেরবানী হইলে আমি তাহার চামড়া তুলিয়া ফেলিব।" এই কথা বলিয়া ফেলামাত্রই তিনি আমার পিতার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাহার কানে ধরিয়া বলিলেন, "হে আজিম, লালজিহ্বা তাহার সুক্ষাগ্র বিনা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে না।" আমার পিতা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি ত্বরায় মীর খলিফার নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, "মুহম্মদ হুমায়ুন মির্যা ও তাহার ভ্রাতাদের ন্যায় বিচক্ষণ শাহযাদাগণ বর্তমান থাকিতে আপনি আনুগত্যের প্রতি চক্ষু বন্ধ করিয়াছেন এবং সার্বভৌমত্ব অন্য বংশে হস্তান্তরিত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন; এই সবের এইরূপ পরিণতিই ঘটিবে।" অতঃপর তিনি মাহদী খাজা যাহা বলিয়াছে তাহার নিকট তাহা নিবেদন করিলেন। মীর খলিফা তৎক্ষণাৎ শাহযাদা হুমায়ুনকে আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং তিনি সম্রাটের নাম করিয়া মাহদী খাজার নিকট এক অফিসার রাত্রির আহারে প্রেরণ করিয়া তাহাকে তাহার গৃহে গমনের নির্দেশ দিলেন। খাজা যখন বসিতেছিলেন ঠিক তখনই অফিসারগণ দ্রুত তাহার নিকট গমন করিলেন এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই তাহাকে তাহার গৃহে প্রেরণ করিলেন। মীর খলিফা অতঃপর ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন যে কোন লোক যেন মাহদী খাজার

www.alimaanfoundation.com

সহিত সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ স্থাপন না করে আর তিনি যেন দরবারে আগমন না করেন।

সম্রাট বাবরের ইন্তেকালের পর শাহযাদা হুমায়ুন সম্বল হইতে আগমন করিয়া আঃ হিঃ ৯৩৭ সনের ৯ই জুমাদাল আউয়াল[১] (২৯শে জানুয়ারী ১৫৩০ খ্রীঃ) আমীর নিযামুদ্দীন আলী খলিফার সহায়তায় আগ্রার সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার সিংহাসনারোহণের তারিখটি 'খায়রুল মুলুক' এই শব্দটিতে নিহিত আছে। অফিসারগণ তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিলেন আর সেনাপতিগণ ও আমীর ওমরাহগণের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করা হইল। ভূতপূর্ব সম্রাটের অধীনে যে সব মনসব ও পদে নিযুক্ত ছিলেন তাহাদিগকে সেই সেই মনসব পদে পুনর্মোদন করা হইল এবং রাজকীয় অনুগ্রহ সকলকেই সুখী ও সন্তুষ্ট করিল। ঐ দিনই মির্যা হিন্দাল বাদাখশান হইতে আগমন করিলেন এবং অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত সমাদৃত হইলেন। ভূতপূর্ব রাজাদের দুইটি অর্থ-ভাণ্ডার (দো-খাজানা) দান দ্বারা তাহাকে পরিতুষ্ট করা হইল এবং যেহেতু স্বর্ণ অর্থ-ভাণ্ডার (কিশতি) দ্বারা বণ্টন করা হইল, তারিখটি 'কিশতি ধরে' এই শব্দটিতে নিহিত পাওয়া যাইবে। অতঃপর ভূভাগ বণ্টিত হইল। মির্যা হিন্দাল জায়গীররূপে মেওয়াত জেলা লাভ করেন।[২] পাঞ্জাব, কাবুল ও কান্দাহার মির্যা কামরানকে জায়গীররূপে দেওয়া হয়। মির্যা আসকারীকে দেওয়া হয় সম্বল।[৩] আমীরদের প্রত্যেকেরই জায়গীর বৃদ্ধি করা হয়।

রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া সম্রাট কালিঞ্জর গমন করেন এবং তথাকার রাজা আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং সম্রাটের একজন সমর্থকে পরিণত হন[৪] ঐ সময়ে সুলতান সিকান্দর লোদীর পুত্র সুলতান মাহমুদ, বাবন বায়াজিদ ও আফঘান আমীরদের সহযোগিতায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং জৌনপুর ও ইহার অধীনস্থ স্থানসমূহ দখল করিলেন। হুমায়ুন তখন তাহাকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সফলতা লাভ করিয়া বিজয়ীরূপে আগ্রা প্রত্যাবর্তন করিলেন।[৫] তথায় তিনি একটি মহোৎসব সম্পন্ন করেন এবং সকল আমীর ও সেনাপতিকে পোশাক ও আরবী অশ্ব দ্বারা সম্মানিত করেন। কথিত আছে যে ঐ ভোজ

---

১. ৯১৬ হিঃ ৪ঠা যিলকাদা (৬ই ফেব্রুয়ারী ১৫১১ খ্রীঃ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন—আকবরনামা।

২. আবুল ফজল বলেন "আলওয়ার", উভয়টি প্রায় একই স্থান বুঝায়।

৩. "আর মির্যা সুলেমানকে দিলেন বাদাখশান"—আকবরনামা।

৪. বদাওনীর মতে তিনি কালিঞ্জর (মুসখযর) জয় করেন।

৫. "সুলতান জুনায়েদ বিরলাসকে জৌনপুরের শাসনকর্তারূপে রাখিয়া যান"—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

উৎসবে ১২,০০০ লোক পোশাক লাভ করে আর তন্মধ্যে ২,০০০ লোক সোনার ব্রোকেড ও গিল্টির বোতামওয়ালা বহির্বাস উপহার পায়।

সুলতান হুসেন মির্যা ভূতপূর্ব সম্রাটের সময়ে বালখ্ হইতে আগমন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার পুত্র বদিউজ্জামান মির্যার পুত্র মুহম্মদ যমান মির্যা এই সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু তাহাকে বন্দী করা হয় এবং বিদ্রোহীদের সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে বায়ানা দুর্গে ইয়াদগার তঘাই এর আয়ত্ত্বাধীনে আটক রাখা হয়। তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিবার এক নির্দেশ জারি করা হয় কিন্তু ইয়াদগার বেগের ভৃত্যগণ অস্ত্রোপচারের পরিণাম হইতে তাহার চক্ষুর মণিগুলি রক্ষা করে। অল্পকাল পরেই তিনি তথা হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন এবং গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায় এই সময়েই মুহম্মদ সুলতান মির্যা তাহার দুই পুত্র উলুগ মির্যা ও শাহ মির্যা সহ কান্যকুব্জে গমন করেন এবং তথায় বিদ্রোহ করেন। সম্রাট গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের নিকট দূতসহ লোক প্রেরণ করিয়া মুহম্মদ যমান মির্যাকে তাহার নিকট সমর্পণের দাবী জানান, ইহাতে তিনি ঔদ্ধত্য সহকারে অস্বীকার করেন এবং বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের লক্ষণ প্রদর্শন করেন। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি গুজরাটে অভিযান করিয়া সুলতান বাহাদুরকে শায়েস্তা করিবার সংকল্প করেন। তিনি গোয়ালিয়র গমন করেন এবং তথায় প্রমোদ ভ্রমণ ও শিকারে দুইমাস কাল অতিবাহিত করেন।

এই সময়ে সুলতান বাহাদুর গুজরাট ও মালবের বাহিনীসহ অভিযান করিয়া চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন এবং রাজা শাঙ্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। তিনি তাহার একজন প্রধান আমীর ও অত্যন্ত সাহসী অফিসার তাতার খান লোদীকে বায়ানা দুর্গ ও তাহার অধীনস্থ স্থানসমূহ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। দুর্গটি জয় করিয়া তিনি আগ্রা আক্রমণের উদ্যোগ করিলে সম্রাট তাহার বিরুদ্ধে শাহযাদা হিন্দালকে প্রেরণ করেন। শাহযাদার আগমন সংবাদ পাইয়া তাতার খানের বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। যে ৩০০ শত লোক তাহার সহিত রহিল তাহাদের লইয়া তিনি শাহযাদার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং শাহযাদার নিজস্ব সেনাবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন এবং তিনি স্বয়ং এবং তাহার প্রত্যেকটি লোক নিহত হয়। অতঃপর বায়ানা ও তাহার অধীনস্থ স্থানসমূহ সম্রাটের আয়ত্বে আসে। সুলতান বাহাদুর যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সম্রাট তাহার

---

১. ৯৪১ হিঃ জুমাদাল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

শত্রুকে আরও শাস্তি দিবার মানসে আগ্রা হইতে অভিযান করেন[১] আর এই সময়ে সুলতান বাহাদুর দ্বিতীয়বার চিতোর অবরোধ করেন।

সুলতান বাহাদুর সম্রাটের অভিযানের সংবাদ পাইয়া এক সমর-সভা আহ্বান করেন। তাহার অফিসারদের অবরোধ উত্তোলন করিবার পরামর্শ দিলেন কিন্তু তাহার প্রধান আমীর সদর খান মন্তব্য করিলেন যে তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে আর এই যুদ্ধরত অবস্থায় কোন সার্বভৌম মুসলমান রাজা যদি তাহাদের আক্রমণ করে তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরই সাহায্য করিবেন আর শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এই জন্য মুসলমানগণ তাহাকে ধিক্কার দিবে। ফলে তিনি অবরোধ চালাইয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন এবং সম্রাট যে তাহাদের আক্রমণ করিবেন ইহা বিশ্বাস করিলেন না। সম্রাট যখন মালব অতিক্রম করিয়া সারঙ্গপুরে পৌঁছিলেন। তখন তাহাকে এই সংবাদ দেওয়া হইল; ফলে তিনি ওথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন সুলতান বাহাদুর তাহার সুবিধামত চিতোর অবরোধ চালাইতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বলপূর্বক তাহা দখল করিলেন ও প্রচুর দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করিলেন। এই বিজয় উপলক্ষে তিনি এক মহা ভোজ দিলেন এবং তাহার সৈন্যদের মধ্যে বিজিত দ্রব্যসম্ভার বণ্টন করিলেন। অতঃপর তিনি সম্রাটের বাহিনীর মুখোমুখী হইলেন।

সম্রাট যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং মালবের অধীনস্থ মন্দিসোরে[২] উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। তখন সবেমাত্র শিবির স্থাপন করা হইয়াছে, আর তখনই সৈয়দ আলী খান ও খোরাসান খান, যাহারা সুলতান বাহাদুরের অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন, সম্রাটের বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইলেন এবং পশ্চাদপসরণ করিয়া তাহাদের প্রধান বাহিনীর উপর নিপতিত হইলেন। গুজরাটের বাহিনী অত্যন্ত হতোদ্যম হইয়া পড়িল আর সুলতান এক সমর-সভা আহ্বান করিলেন। সদর খান পরদিন ভোরে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিলেন কারণ চিতোর বিজয়ের ফলে সৈন্যগণ উৎফুল্ল আছে, এবং তাহাদের চক্ষু তখনও মুঘলদের দর্শনে ঝলসাইয়া যায় নাই। গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক রুমি খান[৩] এইরূপ সম্মুখ যুদ্ধে আপত্তি করিলেন কারণ কামান (তোপ) ও ক্ষেপণাস্ত্র (তুফাহ) বিশেষ কোন কাজে আসিবে না (প্রান্তরের যুদ্ধে)। তাহাদের অত্যন্ত শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী ছিল এবং একমাত্র রোমের সম্রাট ছাড়া আর

১. পূর্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২. একটি বিশাল দিঘীর পাড়ে—আকবরনামা।

৩. কনস্টান্টিনোপোলের একজন তুর্কী: ইউরোপীয় তুর্কীয় অধিবাসী নয় এরূপ গোলন্দাজদেরও অনেক সময় এই উপাধি দেওয়া হয়।

www.alimaanfoundation.com

কেহ তাহাদের সমকক্ষ ছিল না। ফলে তিনি পরিখা খনন করিয়া সুরক্ষিত অবস্থায় দৈনিক যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিলেন। মুঘলগণ অগ্রসর হইলে তাহাদের উপর কামান ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হইবে এবং ফলে তাহাদের প্রচুর লোকক্ষয় হইবে। সুলতান বাহাদুর এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং তাহার শিবিরের চতুর্দিকে পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন।

দুই মাস ধরিয়া উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিল। প্রায়ই দিনের বেলা যশ লাভেচ্ছু সাহসী লোকেরা দুঃসাহসিক কার্যের আশায় বহির্গত হইতেন; কিন্তু মুঘল সৈন্যগণ কদাচিত কামান ও ক্ষেপণাস্ত্রের আওতার মধ্যে আসিত। অতঃপর সম্রাট শত্রুদের অবস্থানের চতুর্দিকে তাহার সৈন্যগণকে স্থাপন করিলেন; যাহাতে তাহার শস্য, পশুর খাদ্য ও জ্বালানী সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ সৈন্য সন্নিবেশের ফলে শত্রু শিবিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; শস্য সংগ্রহ করা গেল না, চতুর্দিকে ঘাস শেষ হইয়া গেল আর অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত গুজরাটিগণ তীরের ভয়ে শিবির হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না। অশ্ব ও অন্যান্য পশু এবং বহুলোক খাদ্যাভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইল এবং সেনাবাহিনী পদাতিকে পরিণত হইল। সুলতান বাহাদুর যখন বুঝিতে পারিলেন এইরূপে আর অধিকদিন অপেক্ষা করিলে তিনি বন্দী হইবেন, তখন তিনি তাহার মঞ্চের পেছন দিক দিয়া তাহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত পাঁচজন অনুচরসহ মন্দ অভিমুখে পলায়ন করিলেন, ইহাদের একজন ছিলেন বুরহানপুরের গভর্ণর এবং আর একজন ছিলেন মালবের গভর্ণর কাদির শাহ। তাহার লোকেরা যখন তাহার পলায়নের সংবাদ পাইল তখন তাহারাও পলায়ন করিল। এই ঘটনার তারিখ 'খল্লি বাহাদুর' এই শব্দে নিহিত আছে।

তাহার শত্রুর পলায়ন সংবাদ সম্রাটের গোচরে আনা হইলে তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। সদর খান একদল লোকসহ মন্দু অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তাহাকে সম্মুখে পাইয়া সম্রাট তাহাকে সুলতান বাহাদুর মনে করিয়া আক্রমণ করিলেন। তাহার সহিত ৩০০০ হাজারের অধিক লোক ছিল না, কারণ বাকী সবই লুণ্ঠনে নিয়োজিত ছিল। গুজরাটিদের অনেকেই নিহত হইল। সম্রাট দ্রুত মন্দুতে গমন করিলেন এবং সুলতান বাহাদুরকে দুর্গে অবরোধ করিলেন। কিছুদিন অবরোধ চলিবার পর এক রাত্রে সম্রাটের বাহিনীর একটি দল দেওয়াল ডিঙ্গাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। যখন শোরগোল উঠিল তখন সুলতান আহমদ নিদ্রিত ছিলেন। চারিদিকে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং গুজরাটি-গণ পলায়ন করিল। সুলতান বাহাদুর পাঁচ কি ছয়জন অশ্বারোহীসহ গুজরাট অভিমুখে

www.alimaanfoundation.com

পলায়ন করিলেন আর সদর খান ও সুলতান আলম (লোদী) মন্দুর সুঙ্গদ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। পরদিন তাহারা বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে সম্রাটের সম্মুখে হাজির করা হইল, তাহাদের উভয়েই আহত হইয়াছিলেন। সদর খানকে কারারুদ্ধ করা হইল[১] আর সুলতান আলমের পা কাটিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

তিন দিন পর সম্রাট দুর্গ ত্যাগ করেন এবং গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করেন। চাম্পানীর[২] দুর্গে সুলতান বাহাদুরের প্রচুর ধনরত্ন ও বহু জহরত ছিল আর এইগুলি তিনি তাহার সঙ্গে করিয়া আহমদাবাদে নিয়া যান। সম্রাট যখন চাম্পানীর ত্যাগ করিয়া আহমদাবাদের দিকে অগ্রসর হন, সুলতান বাহাদুর পুনরায় পলায়ন করেন এবং কামবায়াত (কাম্বে) অভিমুখে গমন করেন। আহমদাবাদ শহর মুঘল বাহিনীর হস্তগত হয় এবং তাহারা ইহা লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করে। সম্রাট পুনরায় দ্রুতগতিতে সুলতান বাহাদুরের পশ্চাদ্ধাবন করেন। শেষোক্ত জন যখন কাম্বে পৌঁছিলেন তখন তিনি দ্রুত তাহার পরিশ্রান্ত অশ্বটি বদলাইয়া সতেজ অশ্ব নেন এবং ত্বরায় (দিউ) বন্দরে[৩] গমন করেন। যে দিন পলাতক কাম্বে ত্যাগ করেন সেইদিন বৈকালেই সম্রাট কাম্বে পৌঁছেন।[৪] পরদিন একজন লোক[৫] বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আগমন করিয়া সংবাদ দেয় যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের লোকেরা সেই রাত্রেই পশ্চাদ্ধাবন-কারীদের উপর নৈশ আক্রমণ পরিচালনা করিবে। সে কি উদ্দেশ্যে এই সংবাদ দিতেছে সম্রাট তাহাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। সে জবাব দেয় যে তাহার পুত্র বিজয়ীদের হস্তে বন্দী আছে আর সে আশা করিতেছে যে যদি সম্রাট সাফল্য লাভ করে তবে সে তাহাকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইতে পারে। সম্রাট অত্যন্ত সাবধানতার সহিত রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রায় ভোরের দিকে ৫,০০০ বা ৬,০০০ পদাতিক রাজকীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ করে।[৬] সৈন্যগণ সতর্ক ছিল, তাহারা শিবির হইতে বাহির হইয়া বাহিরে সমবেত হইল। শিবিরে যাহা কিছু ছিল তাহা লুণ্ঠিত হইল। যখন ভোর

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে, অপরটিতে নাই। অপর দিকে আবুল ফজল বলেন যে তাহাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করা হয়। সুলতান আলম বিদ্রোহ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল ফলে তাহার পা ছেদন করিয়া তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। দুর্গটি সমর্পণ করিবার পূর্বে অনেক আলাপ আলোচনা চালান হয় এবং দুর্গাভ্যন্তরের লোকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়—আকবরনামা।

২. চাম্পানীর পরিত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি শহরটিতে আগুন ধরাইয়া দেন—আকবরনামা।

৩. পূর্বেই একশত যুদ্ধ জাহাজ জ্বালাইয়া দেন—আকবরনামা।

৪. এবং সমুদ্র তীরে শিবির স্থাপন করেন—আকবরনামা।

৫. আবুল ফজলের মতে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক—আকবরনামা।

৬. ''ভিল ও গোয়ারগণ''—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

হইল মুঘলগণ চতুর্দিক হইতে গুজরাটিদের উপর নিপতিত হইল এবং তাহাদের বহু সংখ্যক তরবারি দ্বারা হত্যা করিল।[১] থাট্টার ভূতপূর্ব শাসনকর্তা জাম সিরাজ আরঘুণগণ দ্বারা পরাজিত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন। সুলতান বাহাদুরের নিকট তিনি তাহার কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। শেষোক্ত জন পরাজিত হইয়া জাম সম্রাটের হস্তে বন্দী হন। এই আক্রমণের রাত্রিতে তাহার রক্ষীগণ তিনি পলায়ন করিতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। সুঙ্গাদ দুর্গে আত্মসমর্পণকারী সদর খান গুজরাটিকেও এই রাত্রিতে হত্যা করা হয়।

পরদিন সম্রাট চাম্পানীর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং দুর্গটি অবরোধ করেন। দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ ইখতিয়ার খান বাধা দানের জন্য প্রস্তুত হন। একদিন সম্রাট দুর্গের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে অনেকগুলি লোক বন হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে আর তাহারা তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া পুনরায় বনে প্রবেশ করে। তিনি একদল সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করেন এবং তাহারা ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিকে ধরিয়া ফেলে। তখন জানা গেল যে (পার্শ্ববর্তী) জমিদারের সাহায্যে ইহারা দুর্গে শস্য ও মাখন সরবরাহ করিয়াছে। এই স্থানে (যেখানে তাহারা রসদ সরবরাহ করিয়াছে) দুর্গটি অত্যন্ত উচ্চ[২] খাড়া ও বিপদজনক। কিন্তু সম্রাটের মনে হয় যে যখন এই স্থান দিয়া রসদ সরবরাহ করা হইয়াছে তখন তিনিও এই স্থানে প্রবেশদ্বার পাইতে পারেন। তিনি সাবধানতার সহিত স্থানটি পরিদর্শন করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

তখন তাহার মনে হইল যে এই স্থান দুর্গটি অত্যন্ত সুদৃঢ় বিধায় সম্ভবতঃ আভ্যন্তরীণ সৈন্যরা ইহাকে বেশ নিরাপদ মনে করিয়াছে আর ইহা পাহারা দেওয়ায় তেমন যত্নবান হয় নাই। তিনি অনেকগুলি লোহার বড় পেরেক তৈরী করাইলেন। দিনের বেলা তিনি চতুর্দিক হইতে দুর্গটি আক্রমণ করিলেন এবং রাত্রিবেলা তিনি ৬০০ লোক সহ ঐ স্থানটিতে গমন করিলেন। তাহারা (পাহাড়ের খাড়াই ঢালু স্থানে) ডানে ও বামে শক্ত করিয়া পেরেকগুলি পুতিয়া দিল এবং ইহাদের সাহায্যে উঠিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। দুর্গাভ্যন্তরের সৈন্যগণ দুর্গের এই অংশ সম্বন্ধে নিরাপদ বোধ করায় তাহাদের প্রবেশ লক্ষ্য করিল না। যখন উনচল্লিশ জন লোক উপরে উঠিল, যাহাদের

১. শাহ বাহাদুরের দুইজন আমীর মালিক আহমদ লাদ ও রুকন দাউদ এই আক্রমণে পরিচালনা করেন। ইহাদের কোলিয়াধার ও কোলি গোয়ারদের উপর অত্যন্ত প্রভাব ছিল। এই আক্রমণে ক্রুদ্ধ হইয়া হুমায়ুন কাম্বে লুণ্ঠন করিবার ও অগ্নিসংযোগ করিবার নির্দেশ দেন—আকবরনামা।

২. "উচ্চতায় ষাট বা সত্তর গজ"—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

শেষ ব্যক্তি ছিলেন বৈরাম খান—সম্রাটও তখন দৃঢ়তার সহিত আরোহণ করিলেন।[১] ভোর হওয়া পর্যন্ত ৩০০ লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। তথায় তাহারা দুর্গের লোকদের জন্য শস্য, মাখন, ও অন্যান্য রসদ প্রচুর মজুদ দেখিতে পাইল। ভোর হওয়া মাত্রই অবরোধকারী বাহিনী দুর্গের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। সম্রাট ও তাহার দলবল তখন রণহুংকারসহ দুর্গে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাহারা প্রবেশদ্বারে পৌঁছিয়া তাহা খুলিয়া দিল এবং আক্রমণকারীদের ভিতরে প্রবেশ করাইল। এইরূপে এই শক্তিশালী দুর্গটি জয় করা হইল। ইখতিয়ার খান মুলিয়ার সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিলেন। দুর্গের সৈন্যদের বিপুল সংখ্যক হত্যা করা হইল। তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদের অনেকেই দুর্গের দেওয়াল হইতে নিজেদের নিক্ষেপ করিয়া আত্মহত্যা করিল।

অতঃপর ইখতিয়ার খান সুরক্ষিত দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল। গুজরাটিদের মধ্যে তাহার যথেষ্ট পদমর্যাদা ছিল এবং সম্রাট তাহাকে সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে তাহার একজন ব্যক্তিগত অনুচর করিয়া লইলেন।[২] গুজরাটের রাজাদের যে কোষাগার বহু বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা বিজয়ীদের হস্তগত হইল। সৈন্যদের মধ্যে মাথাপিছু হারে স্বর্ণ বণ্টন করা হইল। গুজরাটের রাজাদের সঞ্চিত, রোম, ইউরোপ, চীন ও পৃথিবীর সমস্ত স্থানের দ্রব্যসম্ভার বিজয়ীদের হস্তগত হইল। প্রচুর স্বর্ণ ও অন্যান্য জিনিসপত্র সৈন্যদের হস্তগত হইল যে ঐ বৎসর গুজরাটে কেহই রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করিল না।

দেশের কৃষকগণ সুলতান বাহাদুরের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল যে যেহেতু বহু জেলা মুঘল প্রতিনিধিগণ এখনও দখল করে নাই যদি তিনি তাহাদের রক্ষার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন তবে তাহারাই উপযুক্ত রাজস্ব আদায় করিতে পারিবে। তদনুযায়ী সুলতান বাহাদুর সাহস ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ ইমাদুল মুলক নামে তাহার এক ক্রীতদাসকে প্রেরণ করিলেন। ইমাদুল মুলক সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিনি আহমদাবাদ পৌঁছা পর্যন্ত জমিদারের এত প্রচুর সংখ্যক সৈন্য তাহার সহিত যোগদান করিল যে তাহার সৈন্যসংখ্যা অশ্বারোহী ও পদাতিকে

১. আকবরনামাতে আছে যে উনচল্লিশ জন যখন উপরে উঠিয়া গেল তখন হুমায়ুন উঠিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু বৈরাম খান তাহাকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিল যে উপরটা আগে পরিষ্কার হউক, অতঃপর বৈরাম খান উঠিয়া গেলেন এবং হুমায়ুন তাহার পরে উঠিলেন, ফলে তিনি হইলেন একচল্লিশতম লোক।

২. ইখতিয়ার খান ছিলেন নরিয়াদের কাজীদের বংশধর এবং তিনি ছিলেন একজন প্রগাঢ় জ্ঞানী ও প্রভূত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞরূপে তাহার খ্যাতি ছিল আর তিনি একজন দক্ষ জ্যামিতিবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। কবিরূপেও তাহার কিছু সুনাম ছিল—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

৫০,০০০ দাঁড়াইল।[১] তিনি আহমদাবাদের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া রাজস্ব আদায় আরম্ভ করিলেন। চাম্পানীরের পতনের পর যখন সম্রাটের নিকট এই ঘটনার সংবাদ পৌঁছে তিনি গুজরাট লুণ্ঠনের সংগৃহীত স্বর্ণ তাহার সৈন্যদের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিলি করেন, অতঃপর তিনি চাম্পানীর দুর্গ তারাদি বেগের অধীনে দিয়া আহমদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। মির্যা আশকারী, মির্যা ইয়াদগার নাসির, এবং মীর হিন্দু বেগকে অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয় এবং তাহারা একদিনের পথ অগ্রে গমন করেন। আহমদাবাদের বার ক্রোশ দূরবর্তী মাহমুদাবাদের সন্নিকটে[২] ইমাদুল মুলক মির্যা আশকারীকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। উভয় পক্ষে বহুলোক নিহত হয়।

এই গ্রন্থের লেখকের পিতা তখন মির্যা আশকারীর উযির ছিলেন এবং তিনি তাহার নিকট শুনিতে পান যে দুপুরবেলা যখন অসহ্য গরম পড়িয়াছিল সেই সময় গুজরাটিগণ দ্রুত আহমদাবাদ হইতে বাহির হইয়া আসে। মির্যা ইয়াদগার নাসির মির্যা আশকারীর ডান পাশে আধ ক্রোশ দূরে গমন করেন আর মির্যা হিন্দু বেগ তাহার বাম পাশে সমান দূরত্বে অবস্থান করেন। গুজরাটিগণ এত দ্রুত আগমন করে যে মির্যা সৈন্য সন্নিবেশের জন্য কোন সময় পান না। ফলে তিনি তাহার একদল লোক সহ এক কাঁটা ঝোপে আশ্রয় নেন এবং তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন। মির্যাদের এইরূপ অবস্থানের প্রতি দৃকপাত না করিয়া গুজরাটিগণ লুণ্ঠনের সন্ধানে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং প্রচুর জিনিসপত্র সংগ্রহ করে মির্যা ইয়াদগার নাসির ও মির্যা হিন্দু বেগ তাহাদের সৈন্যদের সহ শ্রেণীবদ্ধভাবে আগমন করেন এবং গুজরাটিগণ পলায়ন করে। এই সময় মির্যা আশকারী কাঁটা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আহমদাবাদ পর্যন্ত গুজরাটিদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই যুদ্ধে ২,০০০ লোকেরও অধিক নিহত হয়।

ইহার পর সম্রাট আহমদাবাদ ও তাহার অধীনস্থ স্থানসমূহ মির্যা আশকারীকে,[৩] নাহরওয়ালা পতন মির্যা ইয়াদাগার নাসিরকে আর ব্রোচ মির্যা হিন্দু বেগকে[৪] জায়গীররূপে দান করেন। তারাদি বেগ পান চাম্পানীর আর কাসীম হুসেন লাভ করে বরোদা। খানজাহান শিরাজী ও অন্যান্য আমীরগণও জায়গীর

---

১. জুনাগড়ের মুজাহিদ খান ১২,০০০ অশ্বারোহীসহ তাহার সহিত যোগদান করেন—আকবরনামা।

২. "নরিয়াদ ও মাহমুদাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে"—আকবরনামা।

৩. "মির্যা আশকারীর লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এই শহরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই"—আকবরনামা।

৪. হিন্দু বেগের অধীনে এক বিরাট বাহিনী রাখিয়া আসা হয়, ইহা দ্বারা যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তিনি সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থির হয়। কাসিম হুসেন ব্রোচ লাভ করেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

লাভ করেন। এইসব সাফল্য লাভের পর সম্রাট বুরহানপুর গমন করেন এবং তথা হইতে মন্দু গমন করেন।

ইহার কিছুকাল পর সুলতান বাহাদুরের একজন আমীর সুরাটের নিকটস্থ নৌসারির সন্নিকটে একটি স্থান সুরক্ষিত করেন এবং সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তিনি নৌসারি অধিকার করেন এবং সুরাটের রুমি খানের [১] সহিত খান জাহান শিরাজীর যোগাযোগ করিয়া তাহারা ব্রোচের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কাসিম হুসেন তাহাদের প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া চাম্পানীরে পলায়ন করেন। অতঃপর গুজরাটিগণ বিদ্রোহ করিয়া চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

এক রাত্রিতে মির্যা আশকারী এক উৎসবে প্রচুর মদ্য পান করেন এবং জিহ্বা অসংযত করিয়া বলিয়া উঠেন, "আমি একজন সুলতান, আল্লাহর ছায়া।" কাসিম খানের বৈমাত্রেয় ভাই ঘযনফর ছিলেন তাহার একজন সঙ্গী, নীচু স্বরে বলিলেন, "আমি তাহাই ; কিন্তু নিজের জন্য নয়।", উৎসবকারীগণ মৃদু হাস্য করিল এবং মির্যা তাহারা কি জন্য হাসিতেছে বুঝিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং ঘযনফরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পলায়ন করেন[২] এবং সুলতান বাহাদুরের নিকট গিয় তাহার সহিত যোগদান করেন এবং তাহাকে আহমদাবাদ আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেন আর বলেন যে তিনি মুঘলদের সমস্ত পরিকল্পনা অবগত আছেন. তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, শুধু একটা ছুতা খুঁজিতেছে। তিনি তাহাকে মির্যাকে বন্দী করিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার পরামর্শ দেন ; এবং যদি মুঘলগণ প্রকৃতপক্ষে কোন বাধা দান করে তবে তিনি শাস্তি গ্রহণ করিতে সম্মত হন। সুরাটের[৩] জমিদারগণের সহায়তায় সুলতান বাহাদুর একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং আহমদাবাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন !

ঠিক এই সময়েই আমীর হিন্দু বেগ মির্যা আশকারীকে পরামর্শ দেন যেন তিনি তাহার নিজ নামে খোৎবা পাঠ করান আর মুদ্রা প্রচলন করেন এবং তাহার স্বাধীনতার দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন, যাহাতে সৈন্যগণ (পুরস্কার লাভের) আশায় তাহার প্রতি

---

১. সাধারণতঃ ওসমানী তুর্কীদের এই উপাধি দেওয়া হইত, ইঞ্জিনিয়ার ও গোলন্দাজরূপে তাহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, কিন্তু ইহা শুধু তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই রুমি খান আর সুলতান বাহাদুরের মন্দুতে পরাজয়ের পর যে রুমি খান খুদাবন্দ খান তাহাকে ছাড়িয়া যান এবং হুমায়ুনের পক্ষে চুনার দুর্গের অবরোধ পরিচালনা করেন তাহারা এক ব্যক্তি নয়—আকবরনামা।

২. ৩০০ অশ্বারোহীসহ—আকবরনামা।

৩. সুরাঠ কাথিওয়ারের একটি বিভাগ, ইহা সুরাট শহর হইতে ভিন্ন। যদিও নাম দুইটি অনেকটা একই রকম।

www.alimaanfoundation.com

আনুগত্য প্রকাশ করিবে। মির্যা আসকারী এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। বহু আলাপ আলোচনা ও চিন্তা ভাবনার পর স্থির হয় যে মির্যা আসকারী, মির্যা ইয়াদগার নাসির, আমীর হিন্দু বেগ ও অন্যান্য কতিপয় আমীর আহমদাবাদ ত্যাগ করিবে এবং সরগঞ্জের বিপরীত দিকে আসাওয়ালের[১] পশ্চাতে শিবির স্থাপন করিবে। সুলতান বাহাদুরও সরগঞ্জে[২] আগমন করিলেন এবং তাহার শত্রুদের সম্মুখীন হইলেন। ঘটনাক্রমে মির্যার শিবির হইতে একটি কামানের গোলা ছুটিয়া আসিয়া সুলতান বাহাদুরের তাঁবু ফেলিয়া দিল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন এবং শাস্তি দিবার জন্য ঘযনফরকে তাহার নিকটে আসিবার জন্য তলব করেন। ঘযনফর বলেন যে, আপাততঃ যেন তাহাকে শাস্তি দেওয়া স্থগিত রাখিয়া সুলতান তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করেন, কারণ তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে মির্যা আসকারী ঐ রাত্রিতেই পশ্চাদপসরণের সংকল্প করিয়াছেন। যখন রাত্রি আসিলে মির্যা আসকারী আমীরদের সমর্থন লাভ করিয়া চাম্পানীরের অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন, সমস্ত অকেজো সম্ভার পেছনে ফেলিয়া যান। তাহারা দশ ক্রোশ দূরে থামে এবং সুলতান বাহাদুর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের নিকটে আসে। মির্যা আসকারী ও আমীরগণ অশ্বারোহণ করিয়া যুদ্ধের ভান করে এবং তৎপর চলিয়া যায়।

তাহারা চাম্পানীরে পৌঁছিলে তারদি বেগ তাহাদের প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করে এবং নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া হুমায়ুনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে যে মির্যা আসকারীর মতলব সুবিধার নয় এবং তিনি আগ্রা অভিযান করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং তথায় নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করিলেন। কিন্তু মির্যা আসকারী আহমদাবাদ হইতে পশ্চাদপসরণ করিবার পূর্বেই সংবাদ লেখক ও প্রেরকগণ হিন্দু বেগ মির্যাকে রাজমুকুট ধারণ করিবার যে প্রস্তাব করেন এবং যাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অসম্মতি প্রকাশ করেন তাহা সম্রাটের গোচরে আনিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে সংবাদ দিল যে তাহার মতলব বিশেষ সুবিধার নয়। সম্রাট তখন দ্রুত মন্দু হইতে আগ্রা যাত্রা করেন এবং পথে মির্যা আসকারী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আনুপূর্বিক ঘটনা তাহার নিকট বর্ণনা করেন। তারদি বেগের আত্মসমর্পণের ফলে সুলতান বাহাদুর চাম্পানীর দুর্গ দখল করেন।

এই বৎসরের শুরুতে শাহ তাহমাসপ সাম মির্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কান্দাহার অভিযান করেন এবং কালান বেগ দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া লাহোর যাত্রা করেন।

---

১. আহমদাবাদের উপকণ্ঠে।
২. চিতোরের সন্নিকটে—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

কথিত আছে যে কালান বেগ তাহার নিজের জন্য অতি মনোরম একটি চৈনিক গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন আর তিনি যখন পলায়ন করেন তখন ইহা চমৎকার গালিচা ও কারুকাজ করা সুন্দর পাত্র দ্বারা শোভিত ছিল। ইহাতে শাহ অত্যন্ত প্রীত হন। তাহার আমীরদের নিকট কান্দাহারের ভার দিয়া শাহ ইরাকে গমন করেন। ইহার পর মির্যা কামরান লাহোর হইতে কান্দাহারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তুর্কোমানগণ তাহাকে বাধা দানে অসমর্থ হইয়া স্থানটি ত্যাগ করেন এবং ইরাক গমন করেন। ফলে কান্দাহার পুনরায় তাহার হস্তগত হয়।

সম্রাট হুমায়ুন এক বৎসর কাল আগ্রা অবস্থান করেন এবং আরাম-আয়েশ করেন। সুলতান বাহাদুর যখন পরাজিত হন তখন তিনি মুহম্মদ যমান মির্যাকে হিন্দে প্রেরণ করেন যাহাতে তাহার সম্বন্ধে আর কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয় এবং মির্যা কামরান যখন কান্দাহার অভিযান করেন যমান মির্যা তখন লাহোর অবরোধ করেন কিন্তু সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া তিনি পুনরায় গুজরাট প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

সম্রাট যখন গুজরাট ও মালবে যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত সেই সময়ে শের খান আফঘান বিহার ও জৌনপুর প্রদেশদ্বয় এবং চুনার দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার ক্ষমতা ও সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তাহার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য সম্রাট ৯৪২ হিঃ ১৪ই সফর (১২ই আগস্ট ১৫৩৫ খ্রীঃ) তারিখে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি যখন চুনার দুর্গের[২] সম্মুখে তাহার শিবির স্থাপন করেন, তখন রুমি খান যিনি সুলতান বাহাদুরের চাকুরী ত্যাগ করিয়া সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন[৩], এই দুর্গ অধিকার করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই স্থানটি দখল করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাই করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তিনি লাভ করেন এবং তাহাকে সকল প্রকার সাহায্য দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। রুমি খান দুর্গটি প্রদক্ষিণ করেন এবং দেখিতে পান যে স্থানটির মাটির সহিত সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি অংশ অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য। ফলে তিনি নদীর দিকে মনোযোগ দেন এবং একটি প্রকাণ্ড নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একটি মঞ্চ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।[৪] মঞ্চটি নির্মাণ শেষ হইলে তিনি দেখিতে

---

১. আবুল ফজলের মতে তিনি সিন্ধু দেশে গমন করেন কিন্তু শাহ বেগ আরঘুনের পুত্র শাহ হুসেন তাহাকে বাধা দেয় এবং তথা হইতে বিতাড়িত করে। অতঃপর তিনি কামরানের অনুপস্থিতিতে লাহোর গমন করিয়া তাহা অবরোধ করেন কিন্তু কামরান প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তথা হইতে পলায়ন করেন এবং আর কোন অবলম্বন না দেখিয়া পুনরায় গুজরাট প্রত্যাবর্তন করেন।

২. ইহা তখন শের শাহের পুত্র কুতব খানের কর্তৃত্বাধীনে ছিল।

৩. 'মন্দুতে সুলতান বাহাদুরের পরাজয়ের পর'—আকবরনামা।

৪. আবুল ফজল এই মঞ্চটিকে বলিয়াছেন সাবাত।

www.alimaanfoundation.com

পান যে নৌকাটি ইহা বহন করিতে পারিবে না, ফলে তিনি ইহার উভয় দিকে আর একটি করিয়া নৌকা সংযোগ করেন। এইগুলি জোড়া দিয়াও মঞ্চটি বহন করিবার উপযুক্ত হইল না। তখন অপর একটি নৌকার সাহায্য লওয়া হইল এবং তখন মঞ্চটি বহনের উপযুক্ত হওয়ায় ইহাকে দুর্গটির অতি সন্নিকটে নেওয়া হয় এবং স্থানটি অধিকার করা হয়। দুর্গের অফিসারগণ যখন বুঝিতে পারেন যে দুর্গটি আর রক্ষা করা যাইবে না তখন তাহারা রাত্রিকালে নৌকাযোগে পলায়ন করেন। রুমি খান[১] প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। দুর্গের গোলন্দাজগণকে সম্রাটের নির্দেশে বিকলাঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।[২] এই সময়ে শের খান আফঘান বাংলাদেশের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন[৩], এবং তিনি যুদ্ধে আহত হইয়া পলায়ন করেন ও সম্রাট হুমায়ুনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর সম্রাট বাংলাদেশের অভিমুখে অগ্রসর হন। শের খান তাহার পুত্র[৪] জালাল খান ও খাওয়াস খানকে বাংলাদেশে প্রবেশের পথে অবস্থিত গরহী রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই গরহী একটি শক্তিশালী স্থান।[৫] ইহার একদিকে সুউচ্চ পর্বত ও বিশাল দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর অপর দিকে ইহার নিকট দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইতেছে। স্থানটি বাংলা ও বিহারের মধ্যে অবস্থিত। সম্রাট গরহীর বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর বেগ মুঘলকে প্রেরণ করেন।

হিন্দাল মির্যা সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করেন এবং পরে তাহাকে মুহম্মদ সুলতান মির্যা, উলুধ মির্যা ও শাহ মির্যার বিরুদ্ধে আগ্রা অভিমুখে প্রেরণ করা হয় কারণ তাহারা সম্রাটের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিলেন। মুহম্মদ যমান মির্যা যখন দেখিলেন যে গুজরাটে তিনি কোন সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছেন না তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সম্রাটের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন[৬]।

---

১. তাহাকে দুর্গটির গভর্ণর নিযুক্ত করা হয় কিন্তু কয়েক দিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। আবুল ফজল বলেন যে তাহার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। বেগ মিরক তাহার স্থলে চুনারের গভর্ণর নিযুক্ত হন—আকবরনামা।

২. আবুল ফজল বলেন যে ২,০০০ লোক আত্মসমর্পণ করে এবং হুমায়ুন তাহাদের আশ্রয় দান করেন কিন্তু মুইদ বেগ নামে তাহার এক পরিচারক সম্রাটের নির্দেশের নাম করিয়া তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলে যদিও তিনি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই পাণ্ডুলিপিতে আছে বা হুকুম অর্থাৎ নির্দেশে, কিন্তু এরস্কাইন বলেন যে সম্ভবতঃ ইহা 'বে-হুকুম' বিনা হুকুমে হইবে।

৩. সৈয়দ মাহমুদ শাহ। আবুল ফজল তাহাকে বলেন নাসির শাহ, কিন্তু তিনি তখন মৃত।

৪. মূল গ্রন্থে এইরূপই আছে, কিন্তু খাওয়াস খান শের শাহের পুত্র ছিলেন না।

৫. 'বাংলার প্রবেশদ্বার'—আকবরনামা। ইহা মানচিত্রে দেওয়া তেরিয়া গড়হী বা তিলিয়া গাঢ়ী।

৬. আবুল ফজলের মতে এই বিদ্রোহ সম্রাটের চুনার অভিযানের পূর্বেই সংঘটিত হয় আর তাহার চুনার গমনের সময়ই মুহম্মদ যমান সম্রাটের সহিত যোগদান করেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

জাহাঙ্গীর বেগ যখন গরহী পৌঁছিলেন এবং তিনি যখন (গিরিপথ দিয়া) অবতরণ করিতেছিলেন, সেই সময় শের খানের পুত্র জালাল খান[১] ও খাওয়াস খান অগ্রসর হইয়া জাহাঙ্গীর বেগকে পরাজিত করেন। জাহাঙ্গীর বেগ আহত হন এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাটের সহিত মিলিত হন। সম্রাট তখন স্বয়ং গরহীর প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হন। আর বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া জালাল খান ও খাওয়াস খান পলায়ন করেন। অতঃপর সম্রাট গরহী ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশের অভিমুখে অগ্রসর হন। শের খান তাহাকে বাধা দিতে অসমর্থ হন, ফলে তিনি ঝাড়খণ্ড[২] হইয়া রোহটাস গমন করেন। সম্রাট তিন মাসকাল বাংলাদেশে অবস্থান করেন[৩] এবং গৌড় শহরটির নাম পরিবর্তন করিয়া জান্নাতাবাদ রাখেন।

৯৪৩ হিঃ সনে (১৫৩৬ খ্রীঃ) আগ্রায় উশৃঙ্খল পরামর্শদাতাগণ মির্যা হিন্দালকে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য উত্তেজিত করে[৪]। তিনি এই কালের একজন সুবিখ্যাত শেখ ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শেখ বহলোলকে[৫] হত্যা করেন। সম্রাট তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। আফঘানদের সহিত তাহার যোগাযোগ আছে এই অভিযোগ দিয়া তাহাকে হত্যা করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের নেতাগণ মির্যা হিন্দাল ও সম্রাটের মধ্যের ব্যবধান বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহা করান। এইবার মির্যা হিন্দালের নামে খোৎবা পাঠ করানো হয়। সম্রাট যখন এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইলেন তখন তিনি জাহাঙ্গীর বেগকে ৫,০০০ বাছাই করা লোক অধিক দিয়া বাংলাদেশের ভার দেন এবং আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই সময় বদিউয্‌যমান মির্যার পুত্র মুহম্মদ যমান মির্যা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া গুজরাট হইতে আগমন করেন এবং সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তিনি তাহাকে

---

১. তিনটি পাণ্ডুলিপিতেই "জালাল খান" ছিল, কিন্তু ইহাদের দুইটিতে তাহার স্থলে কুতব খান বসান হইয়াছে।

২. আকবরনামাতে এই নামটি 'চাহার খণ্ড' দেওয়া আছে। এই সময়েই শের খান রোহটাস অধিকার করেন। আবুল ফজলের মতে "রাজা চিন্তামন ব্রাহ্মণ এই দুর্গটির অধিপতি ছিলেন।"

৩. আকবরনামা বলে যে হুমায়ুন বাংলার আবহাওয়া অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং তাহার সেনাদলের কথা বিস্মৃত হইয়া তথায় আরাম-আয়েশে ও অসংযত জীবনযাত্রায় কাল ক্ষেপণ করেন।

৪. তাহার সমর্থনকারীগণ বলিলেন, "আপনি যদি আপনার নিজ নামে খোৎবা পাঠ করান, আমরা বিশ্বস্ততার সহিত আপনার সেবা করিব ও আপনাকে সমর্থন করিব; আর না হইলে আমরা মির্যা কামরানের নিকট গমন করিব এবং তথায় আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে।"—আকবরনামা।

৫. আবুল ফজল তাহার নাম লিখেছেন "শেখ ফুল" এবং বলেছেন যে হুমায়ুন বিশেষভাবে তাহাকে বাংলাদেশ হইতে প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি মির্যা হিন্দালের প্রতি তাহার প্রভাব প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহের পরিকল্পনা হইতে বিরত রাখিতে পারেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

ক্ষমা করেন এবং কোনরূপ তিরস্কার করেন না। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ও বাংলাদেশের অনুপযুক্ত আবহাওয়া সৈন্যদের অশ্বসমূহ বিনষ্ট করিয়া দিল এবং সম্রাটের বাহিনী প্রায় রসদশূন্য অবস্থায় চৌসা আসিয়া পৌঁছিল। জৌনপুর ও চুনারে যে সব আমীরকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারা আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শের খান সম্রাটের বাহিনীর দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া আসিয়া নিজেকে সম্রাটের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং উভয় সেনাদল তিন মাসকাল পরস্পরের মুখোমুখি হইয়া অপেক্ষা করিল।

মির্যা কামরান যখন কান্দাহার হইতে লাহোর প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং মির্যা হিন্দালের বিদ্রোহ, সম্রাটের অসুবিধা ও শের খানের ক্ষমতা বৃদ্ধির সংবাদ পাইলেন তখন তিনি আগ্রা হস্তগত করিবার পরিকল্পনা করেন। মির্যা হিন্দাল দিল্লী অভিযান করেন এবং তথায় ফখর আলী ও মির্যা ইয়াদগার নাসির[১] নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ করেন এবং মির্যা হিন্দাল সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও শহরটি অধিকার করিতে সক্ষম হন না। ফলে মির্যা কামরান যখন দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন বাধ্য হইয়া মির্যা হিন্দাল তাহার সহিত যোগ দিলেন।[২] ফখর আলী দুর্গের ওপরে আসিলেন এবং মির্যা কামরানকে দেখিয়া বলিলেন যে মির্যা ইয়াদগার নাসির দিল্লী সমর্পণ করিবেন না, সুতরাং তাহার পক্ষে সর্বোত্তম পন্থা হইবে আগ্রা গমন করা এবং তিনি যদি ঐ শহরটির দখল লাভ করিতে পারেন তবে দিল্লীও তাহার নিকট সমর্পণ করা হইবে। ফলে মির্যা কামরান আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তিনি যখন ঐ শহরের নিকটবর্তী হইলেন তখন মির্যা হিন্দাল তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া আলোয়ার অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

চৌসাতে সম্রাট মির্যা হিন্দালের বিদ্রোহ ও মির্যা কামরানের দিল্লী আগমনের সংবাদ পাইলেন এবং ইহাতে তাহার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাইল। শের খান এই সময় সম্রাটের নিকট তাহার মুর্শিদ বলিয়া কথিত শেখ জলিল নামে এক দরবেশকে প্রেরণ করিয়া শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তিনি বাংলাদেশ ছাড়া আর সমস্ত অধিকৃত স্থানই ছাড়িয়া দিতে ও তিনি শান্তি রক্ষা করিয়া চলিবেন বলিয়া কোরান লইয়া শপথ করিতে আর সম্রাটের নামে মুদ্রা প্রচলন ও খোৎবা পাঠ করাইবার প্রস্তাব করিলেন।

---

১. হিন্দালের কার্যকলাপের সংবাদ পাইয়া মির্যা ইয়াদগার নাসির কাল্পী ত্যাগ করেন এবং দ্রুতগতিতে গোয়ালিয়র হইয়া দিল্লী পৌঁছেন ও শহরটিকে অবরোধের জন্য প্রস্তুত করেন—আকবরনামা।

২. আকবরনামা বলে যে কামরান সোনপাত পৌঁছিলে হিন্দাল দ্রুত আগ্রা গমন করে এবং কামরান তথায় গমন করিলে তিনি আলওয়ারে চলিয়া যান।

www.alimaanfoundation.com

এই প্রস্তাবগুলিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করা হইল। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে অতর্কিতভাবে শের খান সম্রাটের বাহিনীকে আক্রমণ করিল এবং ইহা সন্নিবেশ করিবার পূর্বেই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দিল।[১] আক্রমণ করিবার পূর্বে আফঘানগণ সেতুটি অধিকার করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাহারা নৌকা করিয়া নদীতে আসিল এবং রাজকীয় বাহিনীর যে কোন লোককে তাহারা নদী অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিতে দেখিলে তাহাকেই বর্শা দ্বারা হত্যা করিল। মুহম্মদ যমান মির্যা ডুবিয়া মরিলেন। সম্রাট তাহার অশ্বসহ পানিতে ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং প্রায় ডুবিয়া যাইতে বসিয়াছিলেন; কিন্তু একজন পানি বাহকের সাহায্যে তিনি নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হন এবং আগ্রা অভিমুখে গমন করেন।

মির্যা কামরান ইহার পূর্বেই আগ্রা পৌঁছিয়াছিলেন। মির্যা হিন্দাল নিরাপদে আলোয়ারে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাট নদী অতিক্রম করিবার পর অল্প কতিপয় অশ্বারোহী সহ[২] যাহার মধ্যে এই গ্রন্থকারের পিতাও ছিলেন, তিনি আগ্রা পৌঁছেন। মির্যা কামরান সম্রাটের আগমনের পূর্বে এই সম্বন্ধে কোন সংবাদই পান নাই। শেষোক্তটি তৎক্ষণাৎ তাহার ভ্রাতার মঞ্চে গমন করেন এবং পরস্পরকে দেখিয়া উভয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া ওঠে। হিন্দাল মির্যা তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা লাভ করেন এবং তৎপর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুহম্মদ সুলতান মির্যা ও তাহার পুত্রগণ বহুদিন হইতে বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন, তাহারাও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিলেন। পরামর্শ চলিল। মির্যা কামরান লাহোর প্রত্যাগমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন এবং তাহার অসীম প্রত্যাশা প্রকাশ করিলেন। সম্রাট তাহার সকল অসাধারণ প্রস্তাবই মানিয়া লইলেন। খাজা কালান বেগ মির্যা কামরানের প্রত্যাবর্তনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ছয় মাস ধরিয়া এই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলিল। ইত্যবসরে মির্যা কামরান অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাহাকে বুঝাইয়া বিশ্বাস করাইলেন যে তাহার এই অসুখ সম্রাটের নির্দেশে তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিবারই পরিণতি। ফলে অসুস্থ হইলেও খাজা কালান বেগকে আগে পাঠাইয়া দিয়া তিনি লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি তাহার ভ্রাতার

---

১. হুমায়ুন যখন অশ্বে আরোহণ করেন তখন তিনি বাবা জালাইর ও ভারদি বেগ কুচ বেগকে সম্রাজ্ঞী হাজী বেগমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দেন। তাহারা তাহার তাঁবুর প্রবেশ-দ্বারে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দেন। তাহাকে রক্ষা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে গিয়া মীর পাহলোয়ান বদক্ষী ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি প্রাণ দেন এবং তিনি আফঘানদের হস্তে বন্দী হন—আকবরনামা।

২. মির্যা আসকারীও তাহার সঙ্গে ছিলেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

সাহায্যার্থে তাহার যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য আগ্রা রাখিয়া যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও সিকান্দরের অধীনে মাত্র ২,০০০ সৈন্য আগ্রাতে রাখিয়া তিনি তাহার সমস্ত বাহিনী লইয়া যান। মির্যা হায়দার দোখলাত কাশ্মিরী[১] কামরানের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট থাকিয়া যান এবং সমাদরে গৃহীত হন। কামরান তাহার সঙ্গে আগ্রারও বহু সৈন্য লইয়া যান।

ভ্রাতাদের মধ্যে কলহের সুযোগে সাহস সঞ্চয় করিয়া শের খান গঙ্গা নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হন এবং নদীর অপর পাড়ে কাল্পী ও ইতাওয়ার বিরুদ্ধে এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন। কাসিম হুসেন সুলতান উযবেক, ইয়াদগার নাসির মির্যা ও সিকান্দর সুলতান সহ কাল্পীর উপকণ্ঠে আফঘানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শের খানের যে পুত্র এই বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন তাহারা তাহাকে হত্যা করে এবং তাহার বাহিনীর বহু সৈন্যও নিহত করে আর তাহারা তাহার মাথাটি আগ্রাতে উপঢৌকন প্রেরণ করে। অতঃপর সম্রাট শের খানের বিরুদ্ধে গঙ্গাতীরের অভিমুখে অগ্রসর হন এবং কান্যকুব্জের নদী অতিক্রম করেন। এক মাসকাল তিনি শত্রুর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করেন। তাহার সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০০,০০০ অশ্বারোহী আর আফঘানদের সৈন্যসংখ্যা ৫০,০০০ অধিক ছিল না। এই সন্ধিক্ষণে মুহম্মদ সুলতান মির্যা ও তাহার পুত্রগণ পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করিলেন এবং বিনা কারণেই রাজকীয় বাহিনী হইতে পলায়ন করিলেন। মির্যা কামরান সাহায্যের জন্য সৈন্যদের রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারাও লাহোরে চলিয়া গেল। এইরূপে বিশ্বাসঘাতকতাই প্রচলিত রীতিতে পরিণত হইলে বহু সৈন্য চলিয়া যায় এবং হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ষাকাল আসিলে দেখা গেল যেস্থানে সৈন্যরা শিবির স্থাপন করিয়াছে তাহা পানিতে ভাসিয়া যায় ; ফলে কোন উঁচু স্থানে গমনের সিদ্ধান্ত করা হইল। যখন এই স্থান পরিবর্তন চলিতেছিল সেই সময়ই শের খান যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এই বৎসর ১০ই মহরম [৯৪৭ হিঃ, ১৭ই মে ১৫৪০ খ্রীঃ] যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হতাশ হইয়া পড়ায় বহু সৈন্য যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করে। সামান্য সংখ্যক সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্য যুদ্ধ করে কিন্তু পরাজিত হইলে সমস্ত বাহিনী পলায়ন করে। গঙ্গা নদীতে হুমায়ুন তাহার অশ্ব হইতে আলাদা হইয়া যায় এবং শামসুদ্দীন মুহম্মদ ঘযনভী তাহাকে পানি হইতে উদ্ধার করে, তিনি পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে খান-ই-আযম উপাধি লাভ করেন। শের খান যখন তাহার পলায়নের সংবাদ পান তখন তিনি দুঃখিত হন

১. সম্রাটের তিরস্কারের ফলে মির্যা হায়দার কামরানের সহিত গমন করা হইতে বিরত থাকেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

এবং আফসোস করেন, "আমি আশা করিয়াছিলাম যে তিনি নিহত হইবেন, কিন্তু তিনি পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।" সম্রাট আগ্রায় পলায়ন করেন ; আর শত্রু-গণ যখন ঐ শহরের সন্নিকটে আগমন করে তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া লাহোর গমন করিলেন। রবিউল আউয়ালের শুরুতে সমস্ত চাঘতাই সুলতান ও আমীরগণ লাহোরে সমবেত হয় ; কিন্তু মির্যা মুহম্মদ সুলতান ও তাহার পুত্রগণ লাহোরে আগমন করিলেও তাহারা তথা হইতে মুলতানে পলায়ন করেন। মির্যা হিন্দাল ও মির্যা ইয়াদগার নাসির বকর ও টাট্টা[১] গমনই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন আর মির্যা কামরান যে মুহূর্তে দলটি ভাঙ্গিয়া যায় তখনই কাবুল চলিয়া যাইবার সংকল্প করেন।

সম্রাটের নিকট ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে তাহার ভ্রাতা ও আমীরগণকে কোন একটি সমঝোতায় আনয়ন করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ফলে তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। অনেক সলাপরামর্শের পর মির্যা হায়দার বেগকে[২] চাকুরী করিতে সম্মত এইরূপ একদল লোকসহ কাশ্মীরে প্রেরণ করা হয় এবং খাজা কালান বেগকে তাহাকে অনুসরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। মির্যা যখন নৌশহর পৌঁছে আর কালান বেগ শিয়ালকোট পর্যন্ত যায় তখন সম্রাটের নিকট সংবাদ পৌঁছে যে শের খান সুলতানপুরে [বিয়াহ] নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে আছে। সম্রাট তখন লাহোর নদী অতিক্রম করে। মির্যা কামরান[৩] যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করা হয় তাহা মানিয়া চলিবার অঙ্গীকার করিয়া ও চুক্তি করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবার পর তখন সম্রাটের সহিত বহরা গমনই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করে। খাজা কালান বেগ যখন এই পশ্চাদপসরণের সংবাদ পান তখন তিনি দ্রুত শিয়ালকোট হইতে আগমন করেন এবং সম্রাটের শিবিরে যোগ দেন। মির্যা হায়দার যখন কাশ্মীর পৌঁছেন তখন তিনি দেখিতে পান যে লোকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। তাহাদের একদল তাহার নিকট আগমন করিল ও তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং তাহাদের মাধ্যমে বিনাযুদ্ধে কাশ্মীর তাহার হস্তগত হইল। ২২ই রজব তিনি নৌশহর শহরে কাশ্মীরের রাজা হইলেন, যাহার বিবরণ তবাকাত-ই কাশ্মীর এ-বিশদভাবে দেওয়া আছে।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'নগরকোট।'

২. তিনি পরামর্শ দেন যে শাহযাদাগণের উচিত সিরহিন্দ ও সারঙ্গ-এর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলটি সুরক্ষিত করা, আর তিনি এই সময়ে কাশ্মীর অধিকার করিবেন, আর তিনি দুই মাসের মধ্যেই ইহা করিতে পারিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন—আকবরনামা।

৩. আবুল ফজল দাবী করেন যে তিনি শের খানের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করেন যে যদি তাহাকে পাঞ্জাবে শাসনকর্তারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবে তিনি তাহাকে সমর্থন করিবেন।

www.alimaanfoundation.com

বহরায় মির্যা কামরান ও মির্যা আসকারী হুমায়ুনের নিকট হইতে আলাদা হইয়া যান এবং খাজা কালান বেগকে সঙ্গে লইয়া কাবুল গমন করেন। মির্যা হিন্দাল ও মির্যা ইয়াদগার নাসির তখনও তাহার সহিত ছিলেন কিন্তু কিছুকাল পথ চলিবার পর তাহাদের মধ্যে মতভেদ হয়। বিশ দিন ধরিয়া তাহারা নিজেদের গরহাজির রাখে কিন্তু নানারূপ অসুবিধায় পড়িয়া মীর আবুল বকার উপদেশে তাহারা পুনরায় আগমন করে এবং তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। সিন্ধু নদীর তীরে শিবিরে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর নদী অতিক্রম করিবার জন্য নৌকা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। বক্ষুই লঙ্গাহ্ অতঃপর শস্য বোঝাই অনেকগুলি নৌকাসহ উপস্থিত হয় এবং তাহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সেনা-বাহিনী নদী অতিক্রম করে এবং বাখার অভিমুখে গমন করে কিন্তু লুহরী শহরে (লোহরী) অপেক্ষা করে। অতঃপর মির্যা আসকারী সিন্ধু অতিক্রম করে এবং পাতর শহরে গমন করে কারণ তথায় সেনাবাহিনীর চাহিদা সহজে মিটান যায়। বাখার এর সন্নিকটস্থ লুহরী[1] হইতে পাতরের দূরত্ব পঞ্চাশ ক্রোশ। মীর তাহির হুসেন সদরকে থাট্টার শাসনকর্তা শাহ হুসেন আরঘুনের নিকট দূত প্রেরণ করা হয়; আর সম্রাটের একজন সভাসদ সমন্দর বেগকে একটি অশ্ব ও একটি পোশাকসহ তাহার সঙ্গে পাঠানো হয়। তাহারা যে সংবাদ বহন করিয়া নিল তাহার সারমর্ম হইল এই যে সম্রাট বাধ্য হইয়া থাট্টায় আগমন করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য গুজরাট পুনরুদ্ধার করা। শাহকে আনিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গুজরাট বিজয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল। শাহ আরঘুন বন্ধুত্বসূচক সংবাদ প্রেরণ করিয়া ছয় মাসকাল কাটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে বাখারের নিকট অবস্থান করিয়া কোনই লাভ হইবে না, তবে শিবির যদি থাট্টার নিকটে হয় তবে অনেক সুবিধা হইবে, কারণ তাহাদের আলাপ আলোচনায় পাঁচ ছয় মাস সময় লাগিয়া যাইতে পারে। যদি সম্রাট নিকটে আসিয়া অবস্থান করেন তবে যাহা ভাল মনে করা হইবে তাহাই করা যাইবে।[2] বাখারে শস্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলে সম্রাট পাতর গমন করিলেন, ঐ স্থানে মির্যা হিন্দাল অবস্থান করিতেছিলেন আর তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন যে মির্যা হিন্দাল কান্দাহার গমনের সংকল্প করিয়াছে। এই বৎসরেই সম্রাট যখন মির্যা হিন্দালের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখনই তিনি সম্রাট আকবরের মাতা মরিয়ম-ই-মকানী

---

১. লোহরী বা রোরী বাখারের বিপরীতদিকে সিন্ধুর পূর্ব তীরে অবস্থিত।

২. শাহ হুসেন প্রস্তাব করেন যে হুমায়ুন থাট্টা ও রান-এর মধ্যবর্তী চাপকান স্থানটি দখল করুন, তাহাতে গুজরাট বিজয়ের পথ সুগম হইবে। এই প্রচেষ্টায় তিনি তাহাকে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

হামিদা বানু বেগমকে বিবাহ করেন এবং হিন্দালের শিবিরে অনেকগুলি দিন সুখ ভোগ ও আনন্দ উৎসবে অতিবাহিত করেন। সম্রাট তখন তাহাকে কান্দাহারে গমন করিতে নিষেধ করেন এবং তাহাকে লুহরী গমনের নির্দেশ দেন।

কান্দাহারের গভর্ণর করাচা খান মির্যা হিন্দালের নিকট পত্র লিখিয়া তাহাকে তথায় আমন্ত্রণ করেন এবং মির্যা তথায় গমন করেন। হুমায়ুন যখন এই সংবাদ পান তখন ভ্রাতাদের মধ্যে একতার অভাবে অত্যন্ত বেদনাবোধ করেন। মির্যা ইয়াদগার নাসির শিবিরের দুই মাইল নিম্নে তাহার শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন আর উভয় শিবিরের মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত ছিল। এইক্ষণে তিনিও কান্দাহার গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সম্রাটকে এই সংবাদ জানান হইলে তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কান্দাহার গমনে নিষেধ করিবার জন্য মীর আবুল বকাকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন।[১] ফিরিবার সময় যখন তিনি নদী অতিক্রম করিতেছিলেন তখন বাখার দুর্গ হইতে একদল লোক বাহির হইয়া আসে এবং অসংখ্য তীর বর্ষণ করিয়া তাহার নৌকা আক্রমণ করে। ইহাদের একটি তীরকে ভেদ করিয়া যায় এবং তিনি ইন্তেকাল করেন; তাহার মৃত্যুতে সম্রাট অত্যন্ত শোকাভিভূত হন। তাহার মৃত্যুর তারিখ ৯৪৮ হিঃ, 'শুরুর-ই কাইনাত' এই শব্দের মধ্যে নিহিত আছে।

ইহার পর মির্যা ইয়াদগার নাসির নদী অতিক্রম করিলেন ও সম্রাটের শিবিরে দেখা করিতে গেলেন। অনেক সলাপরামর্শের পর স্থির হইল যে মির্যাকে বাখারে রাখিয়া যাওয়া হইবে আর সম্রাট থাট্টা জয় করিতে গমন করিবেন। কিন্তু মির্যা আপোষের ও বন্ধুত্বের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন না। সম্রাট যখন থাট্টা অভিযান করিতে যাত্রা করিলেন[২] তখন বিরাট একদল সৈন্য তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাখার-এ রহিয়া গেল। মির্যা ইয়াদগার নাসির বাখারে অবস্থান করিলেন এবং তাহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, কারন ঐ বৎসরে বাখারের কৃষকদের উপর কোন নৈসর্গিক বা পার্থিব দুর্যোগ সংঘটিত হয় নাই।[৩] সম্রাট নৌকাযোগে শিহওয়ান দুর্গের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।[৪] নৌকার একদল সৈন্য দুর্গের নিকটে

---

১. মির্যার সহিত এক চুক্তি হয় যে হিন্দুস্তান পুনরুদ্ধার করা হইলে ইহার এক-তৃতীয়াংশ তাহাকে দেওয়া হইবে আর তাছাড়া বাবর কর্তৃক মির্যার মাতাকে দেওয়া ঘযনী, চর্খ, ও লোহগরও তাহাকে দেওয়া হইবে—আকবরনামা।

২. ১লা জমাদিউল আখির—আকবরনামা।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে 'নাই' শব্দটি নাই আর এরস্কাইন এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী 'কারণ' শব্দটি হইতে মনে হয় যে এখানে 'নাই' বসিবে।

৪. 'সিয়াহওয়ান' ও 'সিয়াহান' এই দুইরূপও লেখা আছে।

www.alimaanfoundation.com

আসিয়া মাটিতে অবতরণ করিল এবং দুর্গ হইতে নির্গত একদল লোককে আক্রমণ করিয়া পুনরায় ভিতরে যাইতে বাধ্য করিল।

বিজয়ীগণ ফিরিয়া আসিল এবং নিবেদন করিল যে দুর্গটি জয় করা সহজ ব্যাপার হইবে, ফলে সম্রাট নদী অতিক্রম করিলেন এবং দুর্গটি অবরোধ করিলেন।[১] কিন্তু তাহার আগমনের পূর্বেই শাহ্ হুসেনের কর্মচারীদের একটি দল ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইহার শক্তি বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। শাহ্ হুসেন যখন ইহার অবরোধের সংবাদ পাইলেন তখন তিনি নৌকাযোগে সম্রাটের শিবিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার শস্য সরবরাহ বন্ধ করিবার কাজে নিয়োজিত হইলেন। ফলে ভয়ানক অভাব দেখা দেয় এবং বহু লোক (শুধুমাত্র) পশুর গোশত খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। অবরোধ প্রায় সাত মাস ধরিয়া চলিল কিন্তু দুর্গ অধিকার করা গেল না, ফলে বাখারে মির্যা ইয়াদগার নাসিরের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে দুর্গ অধিকার করা তাহার আক্রমণের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ যদি অবরোধকারী বাহিনী শাহ্ হুসেনকে আক্রমণ করিতে গেলে, দুর্গরক্ষী বাহিনী অনায়াসে রসদ সংগ্রহ করিয়া লইবে এবং ফলে রক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইবে। লবণ ও শস্যের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে রাজকীয় বাহিনীর অধিক দিন দুর্গের পাদদেশে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিবে; কিন্তু যদি মির্যা ইয়াদগার শাহ্ হুসেনকে আক্রমণ করেন, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার অবস্থান রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। মির্যা ইয়াদগার তাহার বাহিনীর একাংশ প্রেরণ করিলেন কিন্তু এই সৈন্য বৃদ্ধিতে বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। পুনরায় মির্যা ইয়াদগারকে আহ্বানের জন্য সংবাদবাহক প্রেরণ করা হইল এবং সম্রাটের মীর-ই-মাল আবদুল গফুরের উপর এই কাজের ভার পড়িল। আবদুল গফুর মির্যা ইয়াদগারের নিকট গমন করিলেন এবং রাজকীয় বাহিনীর দুর্দশার কথা ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু মির্যা ও তাহার অফিসারগণ তাহারা যেখানে আছেন সেখানেই অবস্থান করিয়া বাখার বিজয় সম্পূর্ণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

শাহ্ হুসেনও মির্যা ইয়াদগার নাসিরের নিকট তাহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার শিবিরের নিকটবর্তী হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি মির্যার আধিপত্য স্বীকার করিবেন, তাহার নিকট তাহার কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তাহার নামে খোৎবা পাঠ করাইবেন।[২] এইসব প্রস্তাবে উৎফুল্ল হইয়া মির্যা শাহ্ হুসেন

---

১. ১৭ই রজব তিনি সিহওয়ান পৌঁছেন—আকবরনামা।

২. তিনি বলিলেন যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন আর তাহার কোন পুত্র নাই, আর তিনি তাহার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবেন তাহার ধনরত্ন তাহার জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবেন এবং তাহাকে গুজরাট বিজয়ে সাহায্য করিবেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

দ্বারা প্রতারিত হইলেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিজেকে মির্যা ইয়াদগারের নিকট হইতে নিরাপদ করিয়া এবং হুমায়ুনের বাহিনীর দুর্দশা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া শাহ্ হুসেন রাজকীয় শিবিরের অধিকতর নিকটবর্তী হইলেন এবং যে সব নৌকা সেনাবাহিনীর জন্য রসদ বহন করিতেছিল সেইগুলি হস্তগত করিলেন। সিহ্ওয়ানের অবরোধ চালাইতে অসমর্থ হইয়া সম্রাটকে বাখারে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইতে হয়।[১] তিনি যখন মির্যা ইয়াদগার নাসিরের নিকটবর্তী হইলেন তখন নদী অতিক্রম করিবার জন্য তাহার নিকট নৌকা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং মির্যা থাট্টার লোকদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিলেন রাত্রিতে আসিয়া নৌকাগুলি সরাইয়া নিবার জন্য। নৌকার অভাবে সম্রাট কয়েকদিন অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে বাখারের দুইজন জমিদার তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং (তাহাদের তত্ত্বাবধানে) কতিপয় নিমজ্জিত নৌকা উত্তোলন করা হইল। অতঃপর হুমায়ুন নদী অতিক্রম করিলেন। মির্যা ইয়াদগার নাসির যখন নদী অতিক্রমণের সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই দ্রুত শাহ্ হুসেনের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন; এবং শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকায় থাট্টা হইতে আগত বিরাট একদল সৈন্য অবতরণ করিলে মির্যা তাহাদের উপর নিপতিত হন এবং বহু লোক নিহত ও বন্দী করেন এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধের পর শাহ্ হুসেন থাট্টা প্রত্যাবর্তন করেন আর মির্যা ইয়াদগার নাসির অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার শত্রুদের মস্তিষ্ক উপহার দেন। আর একবার হুমায়ুন তাহাকে ক্ষমা করেন এবং পূর্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন না।

শাহ্ হুসেন এইবার মির্যা ইয়াদগার নাসিরের নিকট পত্র লিখিলেন এবং পুনরায় তাহাকে নিজের দলে ভিড়াইলেন। শাহ্ তাহাকে অনুরোধ করিলেন যেন তিনি যে দুইজন জমিদার সম্রাটের জন্য নৌকা সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের ধরিয়া দেন। ইহারা এই দাবীর কথা জানিতে পারিয়া হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মির্যা ইয়াদগার হুমায়ুনের নিকট একজন সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়া নিবেদন করেন যে বাখারে তাহার জায়গীরের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে এই দুই জমিদারের সহিত তাহার কিছু ব্যাপার আছে এবং অনুরোধ করেন যেন তাহাদিগকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সম্রাট নির্দেশ দেন যে এই লোকগুলির সঙ্গে যেন বেশ কিছু সংখ্যক লোক যায় এবং কাজ শেষ হইলে তাহাদের পুনরায় লইয়া আসে। যে মুহূর্তে

১. তিনি ১৭ই যিলকাজা তাহার পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

মির্যা ইয়াদগার নাসির তাহাদের দেখিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি বলপূর্বক সম্রাটের লোকদের নিকট হইতে তাহাদের ছিনাইয়া নেন ও তাহাদিগকে শাহ্ হুসেনের নিকট প্রেরণ করেন। এইরূপে আর একবার তিনি সম্রাটের প্রতি তাহার বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন এবং আর কখনও আপোষ করিতে চান নাই।

হুমায়ুনের বাহিনীর সৈন্যগণ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া একজন দুইজন করিয়া তাহার বাহিনী ত্যাগ করিয়া মির্যা ইয়াদগার নাসিরের বাহিনীতে চলিয়া যাইতে লাগিল। মুনিম খান[১] এবং তাহার ভ্রাতা পলায়নের চিন্তা করিতেছিলেন। তাহাদের এই ইচ্ছার কথা হুমায়ুনের গোচরে আনা হইলে তিনি তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দেন। মির্যা ইয়াদগার নাসির তাহার কুখ্যাতির এই চূড়ান্ত পর্যায়ে হুমায়ুনকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন এবং শেষোক্ত জন তাহার গতিবিধির সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মির্যা ইয়াদগারের একজন অতি বিশ্বস্ত লোক হাসিম বেগ এইসব কার্যাবলীর কথা অবগত হইয়া তাহাকে বিরত করেন এবং ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। হুমায়ুনের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে আর অধিক বিলম্ব করিলে তাহার সকল লোকই মির্যা ইয়াদগার নাসিরের নিকট চলিয়া যাইবে এবং মির্যার নীচতা হইতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। এইরূপ চরম অবস্থায় তিনি হিন্দুস্তানে তাহার বিশ্বস্ত জমিদারদের অন্যতম মাল দেওয়ের নিকট গমনের সিদ্ধান্ত করেন, মাল দেওই এই সময় ক্ষমতা ও সৈন্যসংখ্যায় হিন্দুস্তানের সকল জমিদারকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। এই মাল দেও তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ও হিন্দুস্তান অধিকারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া বাখারে তাহার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন।

তদনুযায়ী হুমায়ুন জয়সলমীর হইয়া মাল দেও এর দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[২] জয়সলমীরের শাসনকর্তা নির্লজ্জভাবে শত্রুতা করিতে শুরু করেন। তিনি সম্রাটের ক্ষুদ্র বাহিনীকে পথে আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু ইহারা পরাজিত হয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিতাড়িত হয়। হুমায়ুনেরও বহু লোক আহত হয়। তিনি সাধ্যমত দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া মাল দেও-এর দেশে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি

১. ইনিই আকবরের সময় খান খানান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

২. ৯৪৯ হিঃ ২১ই মহররম তিনি উচের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তথা হইতে ১৮ই রবিউল আউয়াল যাত্রা করিয়া তিনি দিওয়াওয়াল ও ওয়াসিলপুর হইয়া তিনি বিকানীরের দিকে গমন করেন এবং ১৭ই রবিউস আখির তথায় পৌঁছেন। তথা হইতে তিনি জৌনপুরের ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী পাহলুনী নামক স্থানে পৌঁছেন এবং পরে আরও তিন দিনের পথ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জুকির পুকুরে পৌঁছেন---আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

[শামসুদ্দীন মুহম্মদ] আতকা খানকে যোধপুরে মাল দেও-এর নিকট প্রেরণ করেন। এই সময় তিনি কয়েক দিনের জন্য অপেক্ষা করেন।

[কান্দাহার, ঘযনী, ও কাবুলে মির্যা হিন্দাল, কামরান ও আসকারীর কার্যাবলী]

হুমায়ুন মাল দেও-এর রাজ্যসীমায় আতকা খানের আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মাল দেও যখন সম্রাটের দুর্বলতার সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়েন কারণ তিনি জানিতেন যে শের খানকে বাধা দিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য তাহার নাই। আর শের খান মাল দেও-এর নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে অনেক আশা ভরসা দিয়াছেন; আর শেষোক্ত জন চরম বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করিয়া অঙ্গীকার করেন যে সম্ভব হইলে তিনি হুমায়ুনকে বন্দী করিবেন এবং তাহাকে তাহার শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিবেন। নাগোর ও তাহার অধীনস্থ স্থানসমূহ শের খানের অধিকারে গিয়াছে, ফলে তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন যে শেষে শের খান না হুমায়ুনের বিরুদ্ধে তাহার রাজ্যে বিশাল এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করে। সম্রাটকে অনবহিত মাল দেও তাহার দূত আতকা খানকে আটকাইয়া রাখেন এবং তাহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন না। কিন্তু আতকা খান মাল দেবের মনের ভাব বুঝিতে পারেন এবং অনুমতি না লইয়াই চলিয়া আসেন।

সম্রাটের একজন লাইব্রেরীয়ান তাহার পরাজয়ের সময় পলায়ন করিয়া মাল দেও এর নিকট গমন করেন। তিনি এই সময় সম্রাটকে পত্র লিখিয়া সংবাদ দেন যে মাল দেও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বদ্ধপরিকর এবং তাহাকে যত দ্রুত সম্ভব তাহার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইবার পরামর্শ দেন। আতকা খানও দৃঢ়তার সহিত এই ব্যাপারে মত ব্যক্ত করে। ফলে হুমায়ুন তৎক্ষণাৎ অমরকোট চলিয়া যান। দুইজন হিন্দু তাহার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করিবার জন্য আগমন করিয়াছিল। তাহারা সম্রাটের লোকের হস্তে ধৃত হয় এবং তাহাদের সম্রাটের সম্মুখে হাজির করা হয়। তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে ইহাদের একজনকে ফাঁসির দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্যাপারের সঠিক সংবাদ অবগত হওয়া যায়। বন্দী দুইজন ছুটিয়া যায় এবং দুইজন পার্শ্ববর্তী লোকের নিকট হইতে একটা চাকু ও একটা ছোরা ছিনাইয়া লইয়া পুরুষ, স্ত্রী ও অশ্বে মিলিয়া সতেরটি জীবন্ত প্রাণী হত্যা করে। অতঃপর তাহাদিগকে পুনরায় ধরিয়া হত্যা করা হয়। নিহত পশুদের মধ্যে সম্রাটের নিজের অশ্বটিও ছিল। যেহেতু তাহার আরোহণের জন্য আর কোন অশ্ব ছিল না, তাহার অশ্ব পালকগণ তারদি বেগের নিকট হইতে কতিপয় অশ্ব ও উট সংগ্রহের চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়া

www.alimaanfoundation.com

স্বীয় হীনমন্যতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর সম্রাট একটি উটে আরোহণ করেন। নাদিম কোকা পায়ে হাটিয়া পথ চলিতেছিলেন। আর তাহার মাতা অশ্বে তাহার আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন ; কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে সম্রাট উটে আরোহণ করিয়াছেন তখনতিনি তাহার মাতাকে উট অশ্ব হইতে নামাইয়া অশ্বটি সম্রাটকে উপহার দিলেন আর তিনি যে উটে চড়িয়াছিলেন তাহা তাহার মাতাকে চড়িতে দিলেন।

পথটি ছিল আলগা বালুর উপর দিয়া আর পানি পাওয়া যাইতেছিল না। সেনা-বাহিনী অত্যন্ত অসুবিধার মধ্য দিয়া পথ চলিতেছিল আর প্রতি মুহূর্তে মালদেও-এর আগমন সংবাদ আসিতেছিল। সম্রাট মুনিম খানকে নির্দেশ দিলেন একদল সৈন্য লইয়া পেছন দিকে থাকিয়া সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে পথ চলিতে এবং যদি শত্রু আগমন করে তবে যেন তাহার সহিত যুদ্ধ করে। যখন রাত্রি হইল ঐ বাহিনী পথ হারাইয়া ফেলিল আর ভোর বেলায় শত্রুর বাহিনী দৃষ্টিপথে আসিল। শেখ আলী বেগ, দরবেশ কোকা ও আরও কতিপয় লোক সংখ্যায় মোট বাইশ জন লোক পেছনে ছিল। বাকি জলাইয়ের পুত্র দরবেশ বেগও এই দলে ছিলেন। তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। তাহারা তখন এক সংকীর্ণ গিরিপথ হইতে বাহির হইতেছিল। শেখ আলী তাহার প্রথম তীরটি দিয়াই শত্রুদের সেনাপতিকে নিহত করিলেন এবং তাহার ক্ষুদ্র দল যে তীরগুলি নিক্ষেপ করিল তাহার প্রত্যেকটি শত্রুবাহিনীর কোন না কোন খ্যাতনামা লোককে আহত করিল। ইহা সহ্য করিবার না পারিয়া শত্রু পশ্চাৎ ফিরিল এবং তাহার বিপুল বাহিনী এইরূপ এক মুষ্টিমেয় বাহিনীর সম্মুখে পলায়ন করিল। পলায়নের সময় তাহাদের বহু লোক নিহত হইল আর তাহাদের বহু উট বিজয়ীদের হস্তগত হইল। এই বিজয়ের সংবাদ যখন সম্রাটের নিকট পৌঁছিল তিনি ত্বরায় প্রকাশ্যে তাহার শোকরিয়া আদায় করিলেন।

সামান্য পানিওয়ালা একটি কুয়ার পার্শ্বে সেনাদল শিবির স্থাপন করিলেন এবং যে দল রাত্রিবেলা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহারা আসিয়া মিলিত হইল। ইহা আনন্দ প্রকাশের আরও একটি কারণ হইল। পরদিন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করা হইল এবং তিনদিন ধরিয়া কোন পানি পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনে তাহারা একটি কুয়ায় পৌঁছিল ; বালতীটি যখন মাটির উপরে উঠিল, তখন ষাঢ় চালককে সংকেত দিবার জন্য একটি ঢাক বাজান হইল,[১] কারন কুয়াটি এত গভীর যে ডাকিলে সে শুনিতে পাইত না। অত্যধিক পিপাসার ফলে কিছু লোক নিজেদের সামলাইতে পারিল না। চার বা

১. বালতীটি একটি রশি দ্বারা কুয়ার উপরের একটি চাকার মাধ্যমে একটি ষাঁড়ে টানিত, আর রশিটি এত লম্বা ছিল যে ষাঁড় চালককে শুনাইবার জন্য ঢাক বাজাইতে হইত।

www.alimaanfoundation.com

পাঁচ জন নিজেদের বালতিতে নিক্ষেপ করিল, ফলে রশিটি ছিড়িয়া গেল এবং বালতিটি কুয়ায় পড়িয়া গেল। অসহ্য কষ্টে তাহারা চীৎকার করিতে ও শোক প্রকাশ করিতে লাগিল আর কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের কুয়ায় নিক্ষেপ করিল। এইরূপে তৃষ্ণায় বহু লোক ইন্তেকাল করিল। পরদিন যাত্রা পুনরারম্ভ করা হইল এবং সর্বাপেক্ষা উষ্ণতার সময় তাহারা একটি নদীতে পৌঁছিল। অশ্ব ও উটগুলি কয়েকদিন ধরিয়া কোন পানি পান করে নাই আর এখন তাহারা এত পানি পান করিল যে তাহাদের বহু সংখ্যক মরিয়া গেল।

অবশেষে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহারা অমরকোট পৌছিল, ইহা থাট্টা হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অমরকোটের রানা অর্থাৎ শাসনকর্তা[১] (হাকিম) সদয় প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তিনি অগ্রবর্তী হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। সেনাবাহিনী তাহাদের কষ্ট লাঘবের জন্য শহরে কয়েকদিন বিশ্রাম করিল এবং সম্রাটের কোষাগারে যাহা কিছু ছিল তিনি তাহা তাহার সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। তিনি বেশী সৈন্যসহ এখানে আগমন করেন নাই, ফলে তিনি তারদি বেগ ও অন্যান্যদের নিকট হইতে দানরূপে কিছু অর্থ আদায় করিলেন এবং মর্যদার সহিত তিনি রানা ও তাহার পুত্রদের স্বর্ণ; কোমরবন্দ ও ছোরা উপহার দেন। শাহ হুসেন আরঘুন রানার পিতাকে হত্যা করিয়াছিলন, তাই তখন রানা তাহার রাজ্য হইতে বেশ কিছু লোক সংগ্রহ করিলেন এবং সম্রাটের সহিত বাখারের দিকে গমন করিলেন। সম্রাটের নির্দেশে তাহার পরিবার তাহাদের আনুসঙ্গিক জিনিসপত্রসহ অমরকোটে রহিয়া গেল। মরিয়ম মকানীর ভ্রাতা খাজা মুয়াজ্জমকে তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য রাখিয়া যাওয়া হইল।

ভাগ্য এইবার একবারের জন্য একটি পুত্র সন্তান দিয়া সম্রাটের প্রতি তাহার ব্যবহার পরিবর্তন করিলেন এবং তদ্দ্বারা সময়ের পাতায় একটা অমলিন চিহ্ন আঁকিলেন। শিশুটির জন্ম হয় ৯৪৯ হিঃ ৫ই রজব (৫ই অক্টোবর ১৫৪২ খ্রীঃ)। অমরকোটের উপকণ্ঠে তারদি বেগ খান সম্রাটকে এই সংবাদ দেন এবং সম্রাট আধ্যাত্মিক নির্দেশে, যাহা পরে উপযুক্ত স্থানে বর্ণনা করা হইবে, শিশুটির নামকরণ করিলেন জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর।

অতঃপর তিনি বাখারে তাহার অভিযান অব্যাহত রাখেন, কিন্তু তিনি শিশু শাহযাদার নিরাপত্তা সম্বন্ধে জরুরী পত্রাদি লিখিলেন। জুন পরগণায় পৌঁছিয়া

১. তাহার নাম ছিল 'রানা পারসাদ'---আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

তিনি তথায় কিছুকাল অপেক্ষা করেন। তিনি তাহার পরিবার ও শাহ্যাদাকে আনয়নের জন্য প্রেরণ করেন এবং তৎপর পুত্রের মুখদর্শনে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি যখন জুনে অপেক্ষা করিতেছিলন তখন ঐ স্থানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে সংগৃহীত সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়; আর থাট্টার একটি পরগণায় শাহ হুসেন আরঘুনের সহিত এক যুদ্ধে তাহার সাহসী ও অকুতোভয় অফিসার শেখ আলী নিহত হয়। তাহার সৈন্যগণ একে একে তাহার শিবির ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। মুনিম খানও চলিয়া গেল। সম্রাট এই দেশে আর অধিক কাল অবস্থান করা সমীচীন হইবে না বুঝিতে প্যারিয়া কান্দাহার গমনের সিদ্ধান্ত করেন। এই সময়ে গুজরাট হইতে আগমন করিয়া বৈরাম খান[১] তাহার সহিত যোগদান করেন। তখন তিনি শাহ হুসেন আরঘুনের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নদী অতিক্রম করিবার জন্য নৌকা দিতে বলেন, এবং শাহ্ তাহার এই সিদ্ধান্তে আনন্দিত হইয়া তাহাকে ত্রিশটি নৌকা ও ৩০০ উট প্রেরণ করেন। সম্রাট তখন নদী অতিক্রম করেন ও কান্দাহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

---

১. খ্যাতনামা বৈরাম খান এই সম্রাটের ও পরবর্তী সম্রাটের রাজত্বকালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আর ভারত পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে তাহার অবদান অসামান্য। বৈরাম খান একজন কারা কুইনলু শাখার তুর্কী। তিনি বাদাখশানে জন্মগ্রহণ ও বলখে শিক্ষালাভ করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হুমায়ুনের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেন এবং কান্যকুব্জের দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই সর্বনাশের পর তিনি সম্বলের লখনোর শহরের রাজা মিত্র সেনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। শের শাহ তাহাকে সমর্পণের দাবী জানান এবং রাজা অস্বীকার করিতে ভীত হইয়া তাহাকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। শের শাহের মালব গমনের পথে তাহাকে তাহার নিকট হাজির করা হয় এবং শের শাহ তাহাকে এমন সহৃদয়তা ও সম্মান প্রদর্শন করেন যাহাতে শের শাহের তাহাকে দলে আনিবার ইচ্ছা বুঝা যায়। কিন্তু শাহের প্রচেষ্টা সফল হইল না, এবং বরহামপুরে বৈরাম খান পলায়ন করিতে সক্ষম হন, আর তাহার সঙ্গে যান গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব গভর্ণর আবুল কাসিম। শের শাহের অনুচরদের একদল তাহাদের ধরিয়া ফেলে এবং আবুল কাসিমকে তাহার মর্যাদাপূর্ণ চেহারা দেখিয়া তাহারা বৈরাম খান বলিয়া ভুল করে ও তাহাকে বন্দী করে। বৈরাম তখন পুরুষোচিতভাবে আগাইয়া আসিয়া নিজের পরিচয় দেন। আবুল কাসিম তখন তাহার বন্ধুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগে বলিয়া উঠে, "এ আমার ভৃত্য, সে আমার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দাও।" ফলে বৈরাম খান রক্ষা পান এবং তিনি গুজরাটের সুলতান মাহমুদের গমন করেন এবং তিনি তাহাকে রাখিতে চান; কিন্তু খান হজ্জে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। বাহ্যতঃ এই উদ্দেশ্যে তিনি সুরাট গমন করেন এবং তথা হইতে কাথিয়াওয়ার গমন করেন ও পূর্ববর্ণিত স্থানে হুমায়ুনের সহিত যোগ দেন। আবুল কাসিমকে শের শাহের নিকট নিয়া যাওয়া হয় কিন্তু তাহার বন্ধুত্বানুরাগের মূল্য দিবার মত মহত্ব তাহার ছিল না, তিনি তাহার মৃত্যুদণ্ড দেন। আবুল ফজলের মতে শের শাহ পরে তাহার সহিত বৈরাম খানের আলাপের কথা বলেন এবং তাহা হইতে তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি তাহাকে দলে ভিড়াইতে পারিবেন না। কবিরূপেও বৈরাম খানের কিছু খ্যাতি ছিল আর বদাওনী তাহার কিছু লেখা উদ্ধৃতও করিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

শাহ হুসেন, মির্যা আসকারী ও মির্যা কামরানের নিকট একজন লোক প্রেরণ করিয়া সম্রাটের কান্দাহার গমনের সিদ্ধান্তের সংবাদ দেন, আর প্রত্যুত্তরে তাহারা তাহাকে সম্রাটের গমনে বাধা দিতে ও তাহাকে বন্দী করিতে বলেন। সম্রাট যখন শাল ও মস্তান[১] পৌঁছেন তখন বিশ্বাসঘাতক মির্যা আসকারী দ্রুত কান্দাহার হইতে যাত্রা করেন এবং তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য হাওয়ালী[২] উযবেককে প্রেরণ করেন। এই লোকটি সম্রাটের দয়া লাভ করিয়াছিল। তিনি মির্যা আসকারীর নিকট হইতে একটি শক্তিশালী অশ্ব নেন এবং স্বয়ং সম্রাটের শিবিরে চলিয়া আসেন। তিনি যখন পেঁীছিলেন তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বৈরাম খানের তাঁবুতে গমন করেন এবং তাহাকে মির্যা আসকারীর অভিযান ও সম্রাটের বিরুদ্ধে তাহার পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত করেন। বৈরাম খান তৎক্ষণাৎ সম্রাটের নিকট গমন করেন এবং তাঁবুর পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি তাহাকে মির্যা আসকারীর আগমনের সংবাদ দেন। সম্রাট বলেন, "কান্দাহার ও কাবুলের কি এমন মূল্য আছে যে আমি আমার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতাদের সহিত যুদ্ধ করিব?" অতঃপর তিনি তাহার অশ্বে আরোহণ করেন এবং খাজা-ই-মুয়াজ্জম ও বৈরাম খানকে প্রেরণ করেন সম্রাজ্ঞীকে আনয়নের জন্য। তাহারা দ্রুত এই কাজে গমন করেন এবং তাহাকে ও শিশু শাহযাদাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করেন। সম্রাটের দলে তখন অতি অল্প সংখ্যক অশ্ব ছিল, ফলে তারদি বেগকে একটি অশ্ব দিতে বলা হয়: পুনরায় তিনি অশিষ্টভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন আর নিজেও তিনি তাহার প্রভুর অনুগামী হন না।

সম্রাট ইরাকে গমনের সংকল্প করেন এবং ঐ দিকে রওয়ানা হন, তিনি সম্রাজ্ঞীকে এবং সামান্য কয়েকজন অনুচরকে রক্ষীরূপে সঙ্গে নেন। শিশু শাহযাদার বয়স তখন মাত্র এক বৎসর এবং আবহাওয়া তখন অত্যন্ত উষ্ণ ছিল, ফলে তাহাকে রাখিয়া যাওয়া হয়। ইহার অল্প পরেই মির্যা আসকারী শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তখন তাহাকে জানান হয় যে সম্রাট একদল লোক শিবির রক্ষার জন্য রাখিয়া নিরাপদে চলিয়া গিয়াছেন। পরদিন তাহার স্বভাবানুযায়ী চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া তিনি সম্রাটের দরবার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং আতকা খান শিশু শাহযাদাকে তাহার নিকট সমর্পণ করেন। মির্যার নির্দেশে তারদি বেগকে বন্দী করা হয় এবং তাঁবু তল্লাসী করিয়া সম্রাটের সমস্ত জিনিসপত্র আটক করিবার জন্য অফিসার প্রেরণ করা হয়।

---

১. মস্তং।
২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে "দেওয়ানী"। আকবরনামাতে আছে "জিনি" আর এরস্কাইন লিখিয়াছেন "চুলি।"

www.alimaanfoundation.com

অতঃপর তিনি শাহযাদাকে কান্দাহারে নিয়া যান এবং তথায় তাহার নিজের স্ত্রী সুলতান বেগমের নিকট তাহাকে অর্পণ করেন এবং তিনি তাহাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পালন করেন।

সম্রাটের সঙ্গে বাইশজন লোক ছিলেন, তন্মধ্যে বৈরাম খান, খাজা মুয়াজ্জম, বাবা দোস্ত বক্সী, খাজা খাযী, হায়দর মুহম্মদ আখতার বেগী, মির্যা কুলি বেগ, শেখ ইউসুফ, ইব্রাহীম আইশাক আকাশী, ও হাসান আলী বেগ আইশাক আকাশী। তাহারা কোন পথে যাইবেন তাহা ঠিক না করিয়াই যাত্রা করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিন বা চার জন বেলুচির সহিত তাহাদের দেখা হয় আর তাহারা তাহাদিগকে পথের নির্দেশ দেয় এবং তাহারা অতি কষ্টে বাবা হাজীর দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ স্থানে যে তুর্কীগণ ছিল তাহারা তাহাদের যে সব রসদ ছিল তাহা তাহাদের দেন। মাহমুদের পুত্র খাজা জালালুদ্দীনকে মির্যা আসকারী ঐ জেলার রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনিও আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাহাকে অশ্ব, উট, খচ্চর ও তাহার নিকট অন্যান্য যে সব জিনিস ছিল সে সব উপহার দেন। পরদিন মির্যা আসকারীর নিকট হইতে পলাতক হাজী মুহম্মদ কুকি আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার ভ্রাতাদের শত্রুতামূলক কার্যকলাপের ফলে এই স্থানগুলি তাহার পক্ষে নিরাপদ না হওয়ায় সম্রাট খুরাসান ও ইরাকের দিকে অগ্রসর হন। সিস্তান প্রবেশ করিলে, শাহ তাহমাসপের অধীনস্থ ঐ প্রদেশের গভর্ণর আহমদ সুলতান শামলু তাহাকে পরম সহানুভূতির সহিত অভ্যর্থনা করেন। তিনি সিস্তানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং আহমদ সুলতান শামলু তাহাকে সর্বপ্রকার আতিথ্য ও মনোযোগ প্রদর্শন করেন, তিনি তাহার নিজের মহিলাগণকে সম্রাজ্ঞীর পরিচর্যার জন্য প্রেরণ করেন। আহমদ তাহাকে সর্ব প্রকারের রসদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারও সরবরাহ করেন এবং নিজেকে তাহার ক্রীতদাসদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন। এই সবই সম্রাট বিনয়ের সহিত গ্রহণ করেন এবং পরে তাহাকে উপহার দান করেন।

একটা সলাপরামর্শ হইবার পর আহমদ সুলতান সম্রাটকে তাবাস কিলকী হইয়া ইরাকে গমনের পরামর্শ দিলেন, কারণ ঐ পথটাই নিকটতম আর তিনি স্বয়ং পথে তাহার অনুগামী হইবার প্রস্তাব করিলেন। সম্রাট জবাব দিলেন যে তিনি হিরাত শহরের বহু প্রশংসা শুনিয়াছেন এবং ঐ পথ দিয়া গমনই তাহার পক্ষে অধিকতর মনোরম হইবে। সুতরাং সম্রাট আহমদ সুলতানকে সঙ্গে লইয়া ইরাকের পথে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে শাহ তাহমাসপের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মুহম্মদ মির্যা হিরাতের গভর্ণর ছিলেন আর মুহম্মদ খান শরফুদ্দীন উলঘী তাকলু ছিলেন তরুণ

www.alimaanfoundation.com

শাহযাদার আতালিক বা শিক্ষক। তাহারা যখন সম্রাটের নিকটে আগমনের সংবাদ পাইলেন তখন তাহারা তাকলুর একজন আমীর আলী সুলতানকে প্রেরণ করেন সম্রাটকে উপযুক্ত সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়নের জন্য। তিনি হিরাত ভূখণ্ডের সীমান্তে সম্রাটের সহিত মিলিত হন এবং সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান সহকারে তাহাকে শহরে আনয়ন করেন। শাহযাদা তখন তাহার সমস্ত অফিসার ও অনুচরদের সহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গমন করেন এবং তাহার সম্মান প্রদর্শনের কোন কিছুই বাদ দেন না। মুহম্মদ খানকে সম্রাটের সহিত পরিচিত হইবার সম্মান দেওয়া হয়।

সম্রাট তাহার দলবলসহ হিরাতে অপেক্ষা করিলেন। মুহম্মদ খান তাহাকে পরম আতিথেয়তা প্রদর্শন করিলেন এবং সম্রাট তাহার অভ্যর্থনায় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সবকিছুই তিনি লাভ করিলেন এবং শাহ তাহমাসপের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত তাহার কোন কিছুরই অভাব রহিল না। হিরাতের সবগুলি প্রাসাদ ও উদ্যান দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর আর সম্রাট সেগুলি দর্শন করিলেন, অতঃপর তিনি মেশেদ ও তুসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মেশেদের গভর্ণর শাহ আলী সুলতান ইসতাজলুও সম্রাটকে সম্মান ও আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন এবং শাহ তাহমাসপের নির্দেশে পথিমধ্যে সকল গভর্ণর তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাই সরবরাহ করিলেন। শাহের নির্দেশে বহু আমীর ও প্রখ্যাত ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এবং ব্যবস্থা করা হইল যে দামাঘান হইতে শাহের শিবির পর্যন্ত এই আমীরদের একজন প্রতিদিনের আতিথেয়তার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। রাজকীয় শিবির হইতে রসদ সরবরাহ করা হইল এবং সম্রাট কাযউইন পেঁৗছা পর্যন্ত প্রতিদিন ভোজে আপ্যায়িত হইলেন। শাহের শিবির বিলাক-সুরলিকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, এবং শাহকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সম্রাট বৈরাম খানকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তিনি সম্রাটকে তাহার আগমনের জন্য অভিনন্দন করিয়া লিখা এক পত্রসহ প্রত্যাবর্তন করিলেন। সম্রাট তাহার যাত্রা অব্যাহত রাখিলেন এবং প্রত্যেক স্থানেই তিনি লোকদের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বিলাকে-সুরলিক পেঁৗছিলেন এবং শাহ তাহমাসপের সহিত তাহার এক সাক্ষাৎকার ঘটিল, তিনি তাহাকে আপ্যায়ন করিলেন এবং অতিথি ও গৃহকর্তার উপযুক্ত সর্বপ্রকার সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করিলেন।

কথোপকথনের সময় শাহ সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহার পরাজয়ের কারণ কি এবং তিনি জবাব দেন যে ইহার কারণ তাহার ভ্রাতাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও

www.alimaanfoundation.com

বিশ্বাসঘাতকতা। শাহের ভ্রাতা বাহরাম মির্যা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হন[১] এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তিনি শাহকে পরামর্শ দেন যেন রাত্রির মধ্যে সম্রাটকে হত্যা করিয়া ফেলেন। কিন্তু শাহ তাহার ভগ্নী সুলতানমকে[২] অত্যন্ত সমীহ করিতেন আর তিনি রাষ্ট্রের সর্ব ব্যাপারেই প্রভুত প্রভাব প্রয়োগ করিতেন, তিনি সম্রাটকে রক্ষা ও সাহায্য করিবার জন্য তাহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেন। শাহের দেওয়ান কাজী জাহান কাযউইনী এবং তাহার চিকিৎসক হাকিম নুরুদ্দিন মুহম্মদ, যাহারা তাহার অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন, তাহারাও সম্রাটের প্রতি তাহাদের সৌজন্য প্রকাশে কোনরূপ কার্পণ্য করিলেন না। হাকিম প্রকাশ্যে ও অন্তরালে সম্রাটের স্বার্থ রক্ষার কোন সুযোগই নষ্ট করিলেন না। একদিন শাহ সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একদল আমীর ও ওমরাহসহ তীর ধনুক নিয়া শিকার করিতে গেলেন। বাহরাম মির্যার আবুল কাসিম খুলাফার প্রতি এক পুরাতন আক্রোশ থাকায় তিনি কোন প্রাণী-বধের ছুতা করিয়া একটি তীর দ্বারা সম্মুখে বিদ্ধ করেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাহ তাহমাসপ সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের সম্মতি দিয়া তাহার যাত্রার সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেন এবং তিনি তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র শাহ মুরাদকে ১০,০০০ সৈন্যসহ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। হুমায়ুন তারিজ ও আরদবিল গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং শাহ এই সব স্থানগুলির গভর্ণরদের নিকট ফরমান জারি করিয়া নির্দেশ দেন যেন তাহাকে সর্বপ্রকার সম্মান ও মনোযোগ প্রদর্শন করা হয়। ঐ স্থানগুলি পরিভ্রমণ করিয়া সম্রাট কান্দাহারের অভিমুখে ফিরেন এবং পবিত্র মেশেদ দর্শন করিতে গমন করেন। তিনি তাহার সহিত কাযিলবাস (পারসিক) শাহযাদাকে আনয়ন করেন আর শাহযাদার শিক্ষক বদাঘ খান ছিলেন তাহার সেনাবাহিনীর সেনাপতি। তাহারা যখন গরমশির দুর্গে পেঁীছেন তাহারা গরমশির ভূভাগ দখল করিয়া নেন। কান্দাহারে আগমন করিবার পর বিরাট এক দল সৈন্য দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া তাহাদের সাধ্যমত বাধা দান করে কিন্তু পরাজিত হয়। অতঃপর কাযিলবাস বাহিনী কান্দাহারের দৃষ্টিসীমায় শিবির স্থাপন করে। পাঁচদিন পরে সম্রাট আগমন করেন এবং তখন ইহাকে অবরোধ করা হয়। অবরোধ তিনমাস ধরিয়া চলে এবং প্রতিদিন যুদ্ধ চলিতে থাকে আর তাহাতে উভয় পক্ষের বহু লোক নিহত হয়।

---

১. এখানে একটি গল্প দেওয়া আছে। ইহার অল্প পরেই বাহরাম মির্যা শাহের ওজু করিবার জন্য একটি বল ও একটি বদনা দেন এবং তিনি হুমায়ুনের দিকে ফিরিয়া বলেন, "আপনার উচিত ছিল আপনার ভ্রাতাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা।" হুমায়ুন এই মন্তব্যের সমর্থন করিলে বাহরাম রুষ্ট হন।

২. অথবা সুলতান খানম।

www.alimaanfoundation.com

বৈরাম খান তখন কামরান মির্যার নিকট দৌত্য লইয়া কাবুলে গমন করেন। পথে একদল হাজারার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় কিন্তু তিনি তাহাদের পরাজিত করেন ও কাবুল গমন করেন। তথায় তিনি মির্যা কামরানের সহিত সাক্ষাৎ করেন আর তিনি মির্যা হিন্দাল, খান মির্যার পুত্র মির্যা সুলায়মান, এবং মির্যা ইয়াদগার নাসিরের সহিতও সাক্ষাৎ করেন। শেষোক্ত জন দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাখার হইতে আগমন করিয়াছিলেন। মির্যা কামরান সম্ভবপর হইলে শান্তির শর্ত স্থির করিবার জন্য বৈরাম খানের সহিত মাহদ আলী খানযাদা-ই-বেগমকে কান্দাহার প্রেরণ করেন। তাহারা যখন কান্দাহার পৌঁছেন এবং সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখনও মির্যা আসকারী যুদ্ধ করিবার সংকল্প ত্যাগ করেন নাই (এবং বাধা দিতেছিলেন।)

অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় পারসিক সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়ে এবং প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিতে থাকে। তাহারা ভাবিয়াছিল যে হুমায়ুন কান্দাহারের নিকটস্থ হইলে চাখতাই উপজাতি তাহাকে সমর্থন করিতে আসিবে। কিন্তু অনেকদিন অতিবাহিত হইলেও যখন কেহই তাহার সাহায্যে আসিল না এবং যখন মির্যা আসকারীর সাহায্যার্থে. মির্যা কামরানের আগমনের সংবাদ প্রচারিত হইল তখন পারসিকগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। ঘটনার সুখকর পরিবর্তনের ফলে মির্যা কামরান আগমন করিলেন না আর মির্যা হুসেন খান ও মুনিম খানের ভ্রাতা ফজাইল বেগ তাহাকে ত্যাগ করিয়া সম্রাটের দলে যোগদান করিলেন। তুর্কোমানগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং কয়েকদিন পর মুহম্মদ সুলতান মির্যা, উলুঘ বেগ মির্যা কাসিম হুসেন সুলতান ও শের আফগান বেগ আসিয়া পড়িল। ইহাতে পারসিকগণও উৎসাহিত হইল। দুর্গে কারারুদ্ধ মুইদ বেগ কৌশলে পলায়ন করিল এবং একটা রশি দ্বারা দেওয়াল হইতে অবতরণ করিল। সম্রাট তাহাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন। করাচা খানের ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল হাসানের নেতৃত্বে একদল লোক এবং মীর বেগের পুত্র মুনাওয়ার বেগ দুর্গ হইতে পলায়ন করিল। মির্যা আসকারী তখন ভীত হইয়া পড়িল এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিল। সম্রাট অত্যন্ত সদয় হইয়া তাহাকে সুবিধা দান করিল। অতঃপর তিনি পারসিক সৈন্যাধ্যক্ষগণকে একত্র সমাবেশ করিয়া তাহাদের বুঝাইয়া সম্মত করিলেন যে তিন দিন পর্যন্ত তাহারা ঐ স্থানের অসংখ্য চাখতাই পরিবারগুলির কাহারও কোন ক্ষতি করিবে না। এই প্রতিশ্রুতির ফলে ঐ স্থানের দুর্গ রক্ষী বাহিনী পরদিন তাহাদের স্ত্রী পরিবারসহ বাহির হইয়া আসিল। মির্যা আসকারীও বাহির হইয়া আসিল এবং লজ্জিতভাবে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু তিনি তাহাকে এতটুকু তিরস্কারও করিলেন না। চাখতাই

www.alimaanfoundation.com

প্রধানগণকে তাহাদের তরবারি গলায় বাঁধিয়া ও গলবস্ত্র হস্তে লইয়া নিজেদের সম্রাটের নিকট হাজির করিবার অনুমতি লাভ করিল এবং তাহাদের ক্ষমা করা হইল।

পারসিকদের সহিত চুক্তি হইয়াছিল যে কান্দাহার যখনই অধিকৃত হইবে তখনই তাহা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং এখন সম্রাট তাহাদিগকে ইহার দখল দিলেন যদিও তখন আর কোন স্থান তাহার দখলে ছিল না বদাখ খান ও শাহ তাহমাসপের পুত্র মির্যা মুরাদকে দুর্গাভ্যন্তরে নেওয়া হইল এবং স্থানটি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পারসিক নেতাগণের অধিকাংশ ইরাকে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং একমাত্র বদাঘ খান, আবুল ফতেহ স্থলতান আফসার ও স্থফি ওয়ালী স্থলতান শামলু ছাড়া আর কেহই মির্যা মুরাদের সাথে রহিল না।

যখন শীতকাল আসিল তখন চাখতাই লোকদের কোন আশ্রয়স্থল না থাকায় সম্রাট কান্দাহারে বদাখ খানের নিকট একজন লোক প্রেরণ করিয়া শীতের তীব্রতার বিরুদ্ধে আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু তিনি মনুষ্যত্বহীন হইয়া এই সংকটের উপযুক্ত জবাব দিলেন না। ফলে চাখতাইগণ অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইল। কান্দাহার হইতে নির্গত আবদুল্লাহ খান ও জামিল বেগ এই সময় কাবুলে পলায়ন করিলেন। মির্যা আসকারীও স্থযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিলেন; কিন্তু একদল লোক তাহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরিত হইল এবং তাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিল। সম্রাট তখন তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। চাখতাই উপজাতির (উলুঘ) প্রধানগণ পরামর্শ সভায় বসিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে এইরূপ প্রয়োজনের ফলে কান্দাহার দুর্গ পারসিকদের নিকট হইতে দখল করিয়া লইতে হইবে এবং কাবুল ও বদাখশান জয়ের পর পুনরায় তাহা তাহাদের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইবে। এক অদ্ভুত যোগাযোগে শাহ তাহমাসপের পুত্র মির্যা মুরাদ ঐ দিনই ইন্তেকাল করিলেন। ফলে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং এক শক্তিশালী দল এই কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত হয়। বাবা কশকার পুত্র হাজী মুহম্মদ খান সর্বপ্রথম তাহার দুইজন ভৃত্যসহ দুর্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়। তুর্কোমানগণ সন্দেহ করিয়া আসিতেছিল যে সম্রাট সম্ভবতঃ ঐ স্থানটি দখল করিতে চাহিতেছে তাই কিছুদিন পূর্ব হইতে চাখতাই-গণকে শহরে প্রবেশ করিতে দিত না। এই সময় পশুর খাদ্য বোঝাই কয়েকটি উট শহরে প্রবেশ করিতেছিল এবং এই স্থযোগ গ্রহণ করিয়া হাজী মুহম্মদ শহরের প্রবেশ পথের দিকে গমন করেন। রক্ষীগণ প্রবেশদ্বারের চতুর্দিকে সমবেত হয় এবং তাহাকে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করে। অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত তিনি তরবারি মুক্ত করেন এবং তাহাদের আক্রমণ করেন। আর তাহারা তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া পলায়ন করে। তখন অপর এক দল তাহার সাহায্যে আগমন করে।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

তাহারা দুর্গে প্রবেশ করে এবং পারসিকগণ পরাজিত হয়। হুমায়ুন তাহার অশ্বে আরোহণ করেন ও শহরে গমন করেন। বদাঘ খান অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সম্রাটের নিকট গমন করেন এবং বিদায় লইয়া ইরাকে গমনের জন্য যাত্রা করেন। এইরূপে চাখতাইগণ কান্দাহার অধিকার করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করে।

ইহার পর হুমায়ুন কাবুল বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন এবং বৈরাম খানকে কান্দাহারের কর্তৃত্বে রাখিয়া যান। মির্যা ইয়াদগার নাসির ও মির্যা হিন্দাল একযোগে এক পরিকল্পনা করিয়া মির্যা কামরানের পক্ষ ত্যাগ করেন। তাহাদের গমন পথে হাযারা উপজাতির দ্বারা বিশেষভাবে পর্যুদস্ত হইয়া তাহারা সম্রাটের সহিত যোগদান করেন এবং তাহার সহিত কাবুল গমন করেন। (যে স্থান দিয়া সম্রাট গমন করিতেছিলেন) ঐ স্থানের প্রধান জামিল বেগও সম্রাটের নিকট আগমন করেন এবং সাহায্য করিতে চাহেন। মির্যা কামরান তাহার সুসজ্জিত বাহিনীসহ যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন কিন্তু প্রতি রাত্রেই দলে দলে লোক তাহার দল ত্যাগ করিতে থাকে এবং হুমায়ুনের সহিত যোগদান করে। অতঃপর সম্রাট তাহার শিবির সরাইয়া কামরানের শিবিরের আধ ক্রোশ দূরে পৌঁছেন। ঐ রাত্রিতে বহু লোক কামরানের শিবির ত্যাগ করিয়া সম্রাটের নিকট আগমন করে। মির্যা কামরান আতঙ্কিত হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষার জন্য একদল শেখকে প্রেরণ করেন। সম্রাট তাহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হন এই শর্তে যে তিনি স্বয়ং আগমন করিবেন ও আনুগত্য প্রকাশ করিবেন। কামরান ইহাতে সম্মত না হইয়া পলায়ন করে এবং কাবুল দুর্গে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহার সমস্ত বাহিনী সম্রাটের দলে যোগ দেয়। ঐ রাত্রিতেই কামরান কাবুল ত্যাগ করেন এবং জিন হিসার হইয়া ঘযনী পলায়ন করেন। অতঃপর সম্রাট কাবুল প্রবেশ করেন এবং অধিবাসীগণ আনন্দের আতিশয্যে সমস্ত শহরটি আলোকমালায় সজ্জিত করে। তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করিলে মহান সাম্রাজ্ঞী শিশু শাহাযাদা জালালুদ্দীন আকবরকে তাহার পিতার সম্মুখে আনয়ন করেন। ইহা দর্শনে সম্রাটের হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয় এবং তিনি এই পুনর্মিলনের জন্য শোকরিয়া আদায় করেন। এই বিজয় ৯৫৩ হিঃ ১০ই রমযান সম্পন্ন হয়, এই সময় শাহযাদার বয়স ছিল চার বৎসর দুই মাস পাঁচ দিন। কেহ কেহ এই ঘটনা ৯৫২ হিঃ সালে সংঘটিত হইয়াছিল বলে,[১] তবে আল্লাহই জানেন কোন্‌টা সত্যি।

ইহার পর কান্দাহারে অবস্থিত বাহিনীটিকে আনয়নের জন্য একজন লোক প্রেরণ করা হয়। মির্যা ইয়াদগার নাসির সাম্রাজ্ঞী মরিয়াম মকানী বেগমের সঙ্গে কাবুলে

১. আকবরনামাতে তারিখ দেওয়া আছে "১২ই রমযান ৯৫২ হিঃ।"

www.alimaanfoundation.com

আগমন করেন। তখন মহা উৎসব সম্পন্ন করা হয় আর তরুণ শাহযাদার খৎনা করান হয়। ঐ বৎসরের বাকী সময়টা সম্রাট কাবুলে আরাম-আয়েশে কাটান। কামরান খান ঘযনী পৌঁছিলেন তখন তাহাকে শহরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না, ফলে তিনি হাযারা চলিয়া গেলেন। যমিনদাওয়ারের শাসনভার গ্রহণের জন্য মির্যা উলুঘ বেগকে প্রেরণ করা হইল আর কামরান ঐ দেশে থাকা অসম্ভব দেখিয়া বাখারে শাহ হুসেন আরঘুনের নিকট গমন করিলেন, তিনি তাহার নিকট স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিলেন।

পর বৎসর হুমায়ুন বদাখশান অভিযান করিলেন কারণ খান মির্যার পুত্র মির্যা সুলায়মান আসিয়া আনুগত্য প্রকাশের জন্য তলব করা হইলেও তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। ফলে বদাখশান অভিযানের সিদ্ধান্ত করা হয়। মির্যা ইয়াদগার নাসির শত্রুতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং আর একবার পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে সম্রাটকে অবহিত করা হইলে সম্রাট তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দেন এবং কয়েক দিন পরে সম্রাটের নির্দেশে মুহম্মদ কাসিম তাহাকে হত্যা করে।[১] সম্রাট হিন্দুকোহ (হিন্দুকুশ)-এর পাদদেশ দিয়া গমন করিয়া তিগিরানে[২] শিবির স্থাপন করিলেন। মির্যা সুলায়মান বদাখশানের বাহিনীসমূহে সমবেত করিয়া যুদ্ধ করিলেন কিন্তু প্রথম আক্রমণেই তিনি পরাজিত হন এবং দূরদশ্‌তের কোহিস্তানে পলায়ন করিলেন। অতঃপর সম্রাট তালিকান কিশাম গমন করিলেন, কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দিনে দিনে তাহার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে; ফলে প্রত্যেকেই শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং তিনি যে জীবিত আছেন সে সম্বন্ধে তাহার ঘনিষ্ঠ অনুচরগণ ব্যতীত আর কেহই নিঃসন্দেহ ছিল না। সেনাবাহিনীতে আতঙ্ক দেখা দেয় আর করাচা খান মির্যা আসকারীকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থাপন করেন। বদাখশানের লোকেরা পুনরায় শত্রুতা আরম্ভ করে। দুই মাস পরে সম্রাট আরোগ্য লাভ করিলেন এবং তাহার রোগমুক্তির সংবাদ চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। অতঃপর রাজকীয় শিবির জাফর দুর্গের[৩] সন্নিকটে স্থানান্তরিত

---

১. মিঃ এরস্কাইন বলেন যে ন্যায়সঙ্গত বিচার করিয়া যাহাতে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হয় ও তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শহর গিরান—'নগরগর'। আবুল ফজল ইহাকে বলিয়াছেন "তির গিরান"—অন্দারবের একটি গ্রাম।

৩. তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘান বলে, "সেনাবাহিনী যাফর দেশ ও দুর্গে গমনের জন্য যাত্রা করে কিন্তু যাফর দুর্গ ও কিশামের মধ্যবর্তী স্থানে সম্রাট অসুস্থ হইয়া পড়েন।"

www.alimaanfoundation.com

করা হয়। এই সময়ে সম্রাজ্ঞী মরিয়াম মকানীর ভ্রাতা খাজা মুয়াযযম, খাজা রশিদীকে হত্যা করেন; তিনি ইরাক হইতে সম্রাটের দলভুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং পরে কাবুলে পলায়ন করিয়াছিলেন আর তথায় নির্দেশলাভ করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল।

বাখারে মির্যা কামরান হুমায়ুনের বদাখশান অভিযানের নিশ্চয়তা লাভ করিয়া তাহার চতুর্দিকে এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ঘোরবন্দ হইয়া দ্রুতগতিতে কাবুল যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একদল ব্যবসায়ীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি প্রচুর সংখ্যক অশ্ব সংগ্রহ করেন[১], ফলে তিনি তাহার প্রত্যেকটি লোককে একটি করিয়া অতিরিক্ত অশ্ব সরবরাহ করেন। তিনি যখন ঘযনী পেঁ ৗছেন তখন কতিপয় লোক তাহাকে দুর্গাভ্যন্তরে আনয়ন করেন এবং ঐ স্থানের গভর্ণর যাহিদ বেগকে তাহার এক অসতর্ক মুহূর্তে হত্যা করা হয়।[২] মির্যার নির্দেশে কাবুল গমনের পথে পাহারা নিয়োগ করা হয় যাহাতে তথায় কোন সংবাদ না পৌঁছিতে পারে। অতঃপর তিনি পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় সহকারে দ্রুতগতিতে কাবুল গমন করেন। মুহম্মদ কুলি তুঘাই, ও ফযাইল বেগ এবং কাবুলে তাহাদের অধীনস্থ সেনাবাহিনী যখন সংবাদ পাইল যে কামরান শহরে প্রবেশ করিয়াছে তখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। মুহম্মদ খান তাহার স্নানাগারে থাকা অবস্থায় বন্দী হন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করা হয়। দুর্গে প্রবেশ করিয়া কামরান ফযাইল বেগ ও মিহতার ভকিলকে বন্দী করেন ও তাহাদের চক্ষু উৎপাটিত করাইয়া দেন। তিনি সম্রাটের মহিলাদের ও শিশু শাহযাদাকে পাহারা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন।

সম্রাট কিলা যাফরে কাবুল পতনের সংবাদ পান। বদাখশান ও কুন্দুজের শাসন-ভার মির্যা হিন্দালকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে মির্যা সুলায়মানের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং অতঃপর হুমায়ুন কাবুল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে কামরান তাহার সাধ্যমত সৈন্য সংগ্রহ করেন। তাহার সহিত যোগদানকারী শের আফগান এবং তাহার একজন অফিসার শের আলী যুহাক ও ঘোরবন্দ গমন করেন এবং রাস্তা-ঘাট দখল করেন। হুমায়ুন যুহাক উপত্যকায় নদী অতিক্রম করেন এবং শের আলীকে তাহার সম্মুখ হইতে বিতাড়িত করেন। শের আলী তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী বাধা দানের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অতঃপর হুমায়ুন নিরাপদে শাকি অতিক্রম করেন; কিন্তু তাহার দিহ-আফখানান (কাবুলের উপকণ্ঠের একটি স্থান) পেঁৗছা পর্যন্ত শের আলী

১. এইগুলি বলপূর্বক ছিনাইয়া নেওয়া হয়—আকবরনামা।

২. আবুল ফজলের মতে তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

পুনরায় পেছন দিক হইতে তাহাকে উত্যক্ত করিতে থাকে। পরদিন শের আফগান কামরানের সমস্ত সৈন্যসহ সহসা দুর্গ হইতে নির্গত হয় এবং ইযুর্ত জালাতে একটি প্রচণ্ড সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। সম্রাটের অগ্রবর্তী বাহিনী প্রতিহত হয়, কিন্তু মির্যা হিন্দাল, করাচা খান ও হাজী মুহম্মদ খানের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত শত্রুগণ পরাজিত হয়। শের আফগান বেগকে বন্দী করা হয় এবং তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করা হইলে আমীরদের প্রচেষ্টায় তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই দিনে কামরানের বহু লোক নিহত হয় এবং যাহারা প্রাণে বাঁচিল তাহারা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইল। অসম সাহসী শের আলী প্রতিদিন দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বলিষ্ঠতার সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকে। একবার শের আলী ও হাজী মুহম্মদ খান পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং হাজী আহত হন।

এই সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে প্রচুর অশ্বসহ একটি কাফেলা চারি গারান[১] আগমন করিয়াছে এবং কামরান যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যের এক বাহিনী সঙ্গে দিয়া অশ্বগুলি শহরে আনয়নের জন্য শের আলীকে প্রেরণ করেন। হুমায়ুন এই গতিবিধির সংবাদ রাখিতেন, এবং তিনি শহরের অধিকতর নিকটে আসিয়া প্রবেশ ও নির্গমনের সকল পথ বন্ধ করিয়া দেন। শের আলী যখন তাহার অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি শহরে প্রবেশের কোন উপায় দেখিতে পান না। তখন কামরান দুর্গ হইতে সহসা নির্গত হইয়া শের আলীর জন্য একটি পথ পরিষ্কার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু অবরোধকারীগণ এই সহসা নির্গমনের সংবাদ রাখিতেন এবং সেনাদল যখন বাহির হইয়া আসে তখন তাহারা কামান ও বন্দুকের দ্বারা অভ্যর্থিত হয় এবং ভিতরে প্রবেশে বাধ্য হয়। কামরানের দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর বাকি সালিহ, ও জালালুদ্দীন বেগ তাহার দল ত্যাগ করেন এবং সম্রাটের সাথে যোগদান করেন। শের আলী তখন শহরের প্রবেশের সব আশা ত্যাগ করেন। কামরান কাপুরুষোচিতভাবে দুর্গ প্রাকারের যে স্থানে কামান ও বন্দুকের গোলাগুলি সবচেয়ে অধিক পতিত হইতেছে তথায় শিশু শাহাযাদা আকবরকে স্থাপনের নির্দেশ দেন। কিন্তু মাহম আনকা শিশুটিকে তাহার বুকে আকড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে শত্রুর দিকে (অর্থাৎ দুর্গের দিকে রাখেন। এইরূপে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করেন। দুর্গ রক্ষী বাহিনীর এক অংশ বাহির হইয়া সকলে একদিকে চলিয়া যায়। হুমায়ুন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য লোক প্রেরণ করেন, তাহারা ইহাদের অনেককে হত্যা করে আর অনেককে বন্দী করে। কামরান নিরাশ হইয়া পড়ে, আর চতুর্দিক হইতে লোকজন সম্রাটকে সাহায্য করিতে আগমন করে।

১. কাবুলের উত্তরে ঘোরবন্দ উপত্যকার প্রবেশ পথে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

মির্যা সুলায়মান বদাখশান হইতে সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করে, মির্যা উলুঘ বেগ কান্দাহার হইতে আগমন করেন, এবং কান্দাহার হইতে সৈন্য সাহায্যরূপে কাসিম হুসেন সুলতান সরম তুখার একদল লোক আনয়ন করেন।

মির্যা কামরান তখন শান্তির প্রস্তাব করেন এবং সম্রাট তাহা মঞ্জুর করেন এই শর্তে যে তিনি স্বয়ং আগমন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তিনি ইহা করিতে ভয় পাইলেন এবং পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। চাখতাই উপজাতির প্রধানগণের মনে হইল যে কামরানের বন্দী হওয়া তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে, ফলে তাহারা তাহাকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে দুই এক দিনের মধ্যেই হুমায়ুন দুর্গ আক্রমণ করিবেন আর তাহাকে ঐ স্থানে আর অপেক্ষা না করিতে পরামর্শ দিলেন। কামরান নামুস বেগ ও করাচা খান বেগের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন, ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নামুস বেগের তিনটি শিশু সন্তানকে হত্যা করিয়া তাহাদের দেহ শহরের দেওয়াল হইতে নীচে নিক্ষেপ করেন—অতি নিষ্ঠুর কাজ,—ইহাতে শহরের ভিতরের ও বাহিরের লোকের ঘৃণার উদ্রেক করে। তিনি করাচা খানের পুত্র সরদার বেগকেও প্রাচীরের শীর্ষে বাঁধিয়া রাখেন। হুমায়ুন করাচা খানকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন, আর খান দুর্গের অত্যন্ত নিকটে গমন করেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে যদি তাহার পুত্রকে হত্যা করা হয় তবে শহর দখল করা হইলে মির্যা কামরান ও মির্যা আসকারী উভয়কেই হত্যা করা হইবে। সব দিকেই হতাশ হইয়া কামরান খাজা খিযরের দিকে দেওয়ালে একটি গর্ত করেন এবং নগ্নপদে আমীরদের (বাহিরের যাহারা তাহার পলায়নের পক্ষপাতি ছিলেন) নির্দেশিত স্থানে বাহির হইয়া আসেন। হুমায়ুন হাজী মুহম্মদ খানকে তাহার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করেন, এবং প্রায় তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, আর এই সময় কামরান তুর্কী ভাষায় চীৎকার করিয়া বলেন, "আমি তোমার পিতা বাবা কাশাকাকে হত্যা করিয়াছি।" হাজী মুহম্মদ সর্বদাই ঝগড়া করিতে প্রস্তুত থাকিতেন, কিন্তু তিনি যখন ইহা শুনিলেন তখন প্রত্যাবর্তন করিলেন। মহান শাহযাদা আকবর এইবার তাহার পিতার নিকট আগমন করিলেন এবং তাহাকে সর্বপ্রকার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। দীন দরিদ্রকে প্রচুর দয়া প্রদর্শন করা হইল।

নিঃসহায় ও দুঃস্থ অবস্থায় কামরানের পলায়নের পর তিনি কাবুল পর্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। তথায় একদল হাযারার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় আর তাহারা তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিল, কিন্তু হাযারাদের একজন তাহাকে চিনিতে পারিল এবং তাহাদের দম্পতিকে এই সংবাদ জানাইল এবং সে তাহাকে যুহাক ও বাসিয়ানে

www.alimaanfoundation.com

নিয়া গেলেন, তথায় শের আলী ও তাহার অনুচরগণ তখনও এক ক্ষুদ্র সেনাদলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। ঐ স্থানে তিনি এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন এবং প্রায় ১৫০ অশ্বারোহী তাহার সহিত যোগ দিল। অতঃপর তিনি ঘোরি গমন করিলেন আর তথায় ঘোরির গভর্ণর মির্যা বেগ বিরলাস ১৬০ জন অশ্বারোহী ও ১১,০০০ পদাতিকসহ তাহাকে বাধা দিলেন কিন্তু পরাজিত হইলেন। বিজিতের অশ্ব ও গাধাগুলি বিজয়ীর হস্তগত হইল। কিছু শক্তি সংগ্রহ করিয়া তিনি বলখে গমন করিলেন এবং তথাকার শাসনকর্তা পীর মুহম্মদ খানের সহিত তাহার এক সাক্ষাৎকার ঘটিল। পীর মুহম্মদ তাহার ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া কামরানের সাহায্যার্থ বদাখশান গমন করিলেন। ঘোরি ও বকলান মির্যা কামরানের হস্তগত হয় এবং বহু সৈন্য তাহার পতাকাতলে সমবেত হয়। কামরান সুলায়মান মির্যা ও ইব্রাহীম মির্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন আর যেহেতু তাহাকে বাধা দিবার মত ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, ফলে তাহারা তালিকান হইতে কোলাব চলিয়া যান। এইরূপে কামরান বদাখশানের বহু অংশে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

করাচা খান ও অন্যান্য কতিপয় আমীর এই সময় অত্যন্ত কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল, এখন তাহারা হুমায়ুনের নিকট কতকগুলি অসম্ভব পদক্ষেপের প্রস্তাব করিলেন। একটি হইল উজির খাজা ঘাযিকে ফাঁসী দিয়া খাজা কাসিমকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা। এই প্রস্তাবে সম্রাট অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইলেন এবং তিনি তাহাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অসম্মত হন। অতঃপর আমীরগণ নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং প্রাতঃরাশের সময়ে তাহাদের অশ্বে আরোহণ করিয়া খাজা রিওয়াজে অবস্থিত রাজকীয় মেষপাল তাড়াইয়া লইয়া বদাখশানের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। ভোর হইলে সৈন্য সমাবেশ করিয়া সম্রাট তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীগণ অতি দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া ঘোরবন্দ পৌঁছেন এবং সেতু অতিক্রম করিবার পর তাহা বিনষ্ট করিয়া দেন। সম্রাটের এক অগ্রবর্তী বাহিনী তাহাদের দলের এক অংশের সাক্ষাৎ পায় এবং শাস্তি বিধান করে। রাত্রি-কালে হুমায়ুন কাবুল প্রত্যাবর্তন করে ও বদাখশানে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ষড়যন্ত্রকারীগণ হুমায়ুনের গতিবিধির সংবাদ প্রেরণের জন্য তমর আলীকে পাঞ্জশির রাখিয়া কামরানের নিকট গমন করেন। সম্রাট বদাখশান গমনের সিদ্ধান্ত করিয়া মির্যা সুলায়মান, মির্যা ইব্রাহীম ও মির্যা হিন্দালের নিকট ফরমান প্রেরণ করেন। মির্যা ইব্রাহীম পারিয়ান[১] দুর্গের পথে পাঞ্জশির আগমন করেন এবং তমর আলী

১. কাবুলের উত্তরে পাঞ্জশির উপত্যকায়।

www.alimaanfoundation.com

শখানীর সংবাদ পাইয়া তিনি তাহার দিকে গমন করেন ও তাহাকে হত্যা করেন। তিনি কাবুলের কারাপথে সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই সময়ে শের আলীর অনুরোধে মির্যা কামরান তাহাকে মির্যা হিন্দালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন কিন্তু হিন্দালের কতিপয় লোকের হস্তে তিনি বন্দী হন। মির্যা হিন্দাল সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং বন্দী শের আলীকে তাহার সঙ্গে নিয়া যান। সম্রাট তাহার সদাশয়তার ফলে শের আলীকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন ও তাহাকে ঘোরি স্থানটি দান করেন। কামরান করাচা খান ও তাহার কাবুলের সহযোগীগণকে কিশামে রাখিয়া স্বয়ং তালিকান গমন করেন। ইহার ফলে সম্রাট মির্যা হিন্দাল ও হাজী মুহম্মদ কোকিকে আগেভাগে বিশ্রামে প্রেরণ করেন। করাচা খান তখন লোক পাঠাইয়া কামরানকে সংবাদ দেন যে মির্যা হিন্দাল এক ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতেছে আর হুমায়ুন অনেক দূরে আছে আর তিনি যদি ত্বরায় আসিতে পারেন তবে তিনি সম্ভবতঃ হিন্দালকে পরাজিত করিতে পারেন এবং ইহা দ্বারা হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সংঘর্ষকে সহজতর ব্যাপারে পরিণত করিতে পারেন। করাচা যত দ্রুত হিসামে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি যখন তালিকান নদীতে পৌঁছেন এবং নদী অতিক্রম করা মাত্র তিনি মির্যা হিন্দালকে দেখিতে পান। প্রথম আক্রমণে হিন্দালের বাহিনী পরাজিত হয় এবং তাহাদের সমস্ত আসবাবপত্র হারায়। সম্রাট তখন তাহার সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হইলেন এবং নদী অতিক্রমের স্থান সন্ধান করিতে লাগিলেন। নদী অতিক্রম করিয়া তাহার অগ্রবর্তী বাহিনী কামরানের পশ্চাৎ রক্ষী দলের সাক্ষাৎ হইল এবং শাইঘাস খাজা খিযর ও ইসমাইল দুলদিকে বন্দী করিল এবং তাহাদের সম্রাটের নিকট আনয়ন করিল। মির্যা কামরান এই অগ্রবর্তী বাহিনীকে প্রতিহত করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাহারা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইতেছিলেন তখন তিনি সম্রাটের পতাকাসমূহ দর্শন করিলেন এবং তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না বুঝিতে পারিয়া তিনি তালিকান পশ্চাদপসরণ করিলেন, তাহার সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও নিজের আসবাবপত্র সব ফেলিয়া গেলেন। পরদিন তালি-কান অবরোধ করা হইল এবং মির্যা সুলায়মান আসিয়া হুমায়ুনের সহিত যোগদান করিলেন। কামরান তখন উযবেকদের নিকট সাহায্য চাহিলেন এবং যখন দেখিলেন যে তাহাদের নিকট হইতে তিনি কিছুই আশা করিতে পারেন না তখন তিনি অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং সম্রাটের নিকটে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যেন তাহাকে মক্কা চলিয়া যাইতে দেওয়া হয়। হুমায়ুন সহৃদয়তার সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন এই শর্তে যে তিনি বিদ্রোহী আমীরগণকে রাজকীয় দরবারে প্রেরণ করিবেন। কামরান বাবুস বেগের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন কিন্তু অন্যান্য আমীরদের পাঠাইয়া

www.alimaanfoundation.com

দিলেন, আর তাহারা লজ্জিতভাবে নত মস্তকে সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।[১] সম্রাট দ্বিতীয়বারের জন্য তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

মির্যা কামরান দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং এক পরসন্দ দূরে গমন করিলেন; কিন্তু তিনি যখন হুমায়ুনের অধিকতর ক্ষমতা হইতে আর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশের সংকল্প করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাট যখনই এই সংবাদ পাইলেন তখনই তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন এবং তাহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা করিবার জন্য মির্যাদের[২] প্রেরণ করিলেন। তাহাদের যখন দেখা হইল তখন তিনি কামরানের প্রতি পরম দয়াশীলতা প্রদর্শন করিলেন এবং তিনি পুনরায় রাজকীয় চিহ্নসমূহ লাভ করিলেন। তিন দিন তাহারা একত্র কাটাইলেন এবং ভোজ ও আনন্দোৎসব চলিল। কয়েকদিন গত হইলে পর কোলাব[৩] দেশটি ইকতারূপে কামরানকে দেন।[৪] মির্যা সুলায়মান ও মির্যা ইব্রাহীম কিশামে রইলেন। অতঃপর রাজকীয় শিবির কাবুলে প্রত্যাবর্তন করে এবং তথায় ইহা শীতকালীন আবাসে আশ্রয় নেয় আর এক অফিসারদের সেনাবাহিনীর সাজসরঞ্জামের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এক নির্দেশ দেওয়া হয়।

বৎসরের শেষ দিকে হুমায়ুন বলখ অভিযানের উদ্দেশ্যে কাবুল ত্যাগ করিলেন এবং কোলাব হইতে মির্যা কামরান ও মির্যা আসকারীকে তলব করিবার জন্য একজন লোক প্রেরণ করা হইল। সম্রাট বদাখশান পৌঁছিলে মির্যা ইব্রাহীম ও মির্যা হিন্দাল সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং মির্যা সুলায়মানের পরামর্শে মির্যা ইব্রাহীমকে কিশামে রাখিয়া যাওয়া হয়। মির্যা কামরান ও মির্যা আসকারী আর একবার তাহাদের বৈরীতা প্রদর্শন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশের জন্য আগমন করিলেন না। হুমায়ুন আয়বক দুর্গ অধিকার করিলেন এবং বলখের গভর্ণর পীর মুহম্মদ খানের আতালিক[৫] তাহার কতিপয় প্রধান আমীরসহ দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন আর হুমায়ুন তাহা অবরোধ করেন। উযবেকগণ চরম দুরবস্থায় পতিত হইয়া স্বইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে থাকে।

---

১. করাচা খান ইহাদের মধ্যে ছিলেন এবং তাহার গলায় একটা তরবারি ঝুলাইয়া হাজির হয়।—আকবরনামা।

২. হিন্দাল ও আসকারী।

৩. "খুতলান" সাধারণত কোলাব নামে পরিচিত—আকবরনামা। ইহা আমুদরিয়ার অপর দিকে দরওয়াজ ও শুঘনানের মধ্যে অবস্থিত।

৪. আসকারীকে তাহার সহিত গমনের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তিনি করাতিজিন জেলাটি জায়গীর লাভ করেন—আকবরনামা।

৫. 'খাজা মাক' আতালিক ছিলেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

কামরানের বিদ্রোহের ফলে, সম্রাট বলখে ব্যস্ত থাকিবার সময় তিনি কাবুল অভিযান করিতে পারিবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য এক সমর-সভা বসে। হুমায়ুন তাহার মত ব্যক্ত করেন যে যেহেতু বলখ অভিযান আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সম্পন্ন করা উচিত ; সুতরাং অভিযান অব্যাহত রাখা হয়। কিন্তু কামরানের অনুপস্থিতিতে অনেকেই নিরুৎসাহ হইয়া উঠে। সেনাবাহিনী যখন বলখের নিকটে আসিল এবং একট অবস্থান গ্রহণের আয়োজন করে তখন শাহ মুহম্মদ উযবেক তিনশত অশ্বারোহীসহ উপস্থিত হয়। তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয় এবং এক তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুহম্মদ কাসিম খান ফৌজির ভ্রাতা কাবুলি এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং একজন উযবেক প্রধানকে বন্দী করা হয়। পরদিন পীর মুহম্মদ খান শহর হইতে বাহির হন (এবং তাহার সহিত আসিয়া যোগদান করে) আবদুল আজীজ খান পিতা আবিদ খান এবং হিসসারের[১] সুলতান তাহার সাহায্যে আগমন করে।

দ্বিপ্রহরের পর উভয় বাহিনী পরস্পরের সন্নিকটে আসে ও এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুমায়ুন সম্পূর্ণ সুসজ্জিত ছিলেন এবং মির্যা সুলায়মান, মির্যা হিন্দাল ও হাজী মুহম্মদ সুলতানসহ শত্রুদের অগ্রবর্তী বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং ইহাকে শহরের দিকে হটাইয়া দেন। পীর মুহম্মদ খান ও তাহার লোকদেরও প্রতিহত করিয়া বলখে বিতাড়িত করা হয়। সূর্যাস্তের সময় যে সব চাখতাই সৈন্য শহরের নিকট পর্যন্ত গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসে। চাখতাই প্রধানদের অনেকেরই স্ত্রী ও পরিবার কাবুলে ছিল এবং মির্যা কামরান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে নাই বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। যে দিন বলখের পতনের সম্ভাবনা ছিল তাহার পুর্ব রাত্রে তাহারা একত্র সমবেত হয় এবং সম্রাটের নিকট তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করে যে বলখের নদী অতিক্রম করা সমীচিন হইবে না, তাহাদের উচিত হইবে দররা গযের দিকে পশ্চাদাপসরণ করিয়া সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা ; অতঃপর অল্পকাল পরেই বলখের দুর্গ রক্ষীবাহিনী আত্মসমর্পণ করিবে। তাহারা এত জোর দিয়া তাহাদের মত ব্যক্ত করেন যে হুমায়ুন পশ্চাদপসরণ করেন। দররা গয কাবুল গমনের পথে পড়ে ; ফলে শত্রুমিত্র সকলেই মন্ত্রণা সভায় কি ঘটিয়াছে তাহা না জানিবার জন্য ধারণা করে যে কাবুলে প্রত্যাবর্তনই উদ্দেশ্য। উযবেকগণ ইহাতে সাহসী হইয়া উঠে এবং পশ্চাদ্ধাবন করে। মির্যা সুলায়মান ও সিল-বাহক হুসেন কুলি সুলতান পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে "সালাতিন-ই-হিসসার" অর্থাৎ হিসসারের সুলতানগণ।

www.alimaanfoundation.com

উযবেকদের অগ্রবর্তী বাহিনীর সহিত এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পরাজিত হয় এবং ইহার পর যে সব প্রধান কাবুল গমনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন তাহারা তথায় চলিয়া গেলেন। প্রত্যেকেই তাহার ইচ্ছামত পথে গমন করিলেন। সকল শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গেল। শত্রুদের এক সহস্র লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্রাট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং শত্রুদের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিকে তাহার বর্শা দ্বারা আহত করিয়া অশ্ব হইতে ফেলিয়া দেন; আর স্বীয় বাহুবলে তিনি এই বিশৃঙ্খল অবস্থা কাটিয়া পথ করিয়া নেন। মির্যা হিন্দাল, তারদি বেগ, মুনিম খান ও অন্যান্য আমীরদের একদল যুদ্ধ করিয়া নিজেদের রক্ষা করে। এই যুদ্ধে শাহ বিদাঘ খান ও তোলক খান কুচিন অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন।

হুমায়ুন নিরাপদে কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন এবং বৎসরের বাকী সময়টা তথায় অবস্থান করেন। মির্যা কামরান কোলাবে অবস্থান করেন এবং তাহার প্রতি বিরূপ চাকর আলী বেগ কোলাবী এক বিশাল বাহিনী লইয়া কোলাব আক্রমণ করেন। কামরান মির্যা আসকারীকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন কিন্তু আসকারী পরাজিত হন; আর দ্বিতীয়বার প্রেরিত হইলে তিনি পুনরায় বিফল হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। এইখানে মির্যা সুলায়মান ও মির্যা ইব্রাহীম কিশাম ও কুন্দুয হইতে কামরানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন আর তাহাদের প্রতিরোধ করিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য তাহার না থাকায় তিনি রোস্টাকে পশ্চাদপসরণ করেন। পথিমধ্যে একদল উযবেক তাহার উপর নিপতিত হয় এবং তাহার সাজ-সরঞ্জামের এক বিরাট অংশ ছিনাইয়া নেয়। এই-রূপ সংকটাবস্থায় কামরান যোহাক ও বামিয়ান হইয়া হাযারা গমনের সংকল্প করেন। হুমায়ুনকে এই সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি যোহাক ও বামিয়ান দেশটি রক্ষা করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। করাচা খান, কাসিম হুসেন সুলতান ও অন্যান্য কতিপয় বিশ্বাসঘাতক আমীর কামরানের নিকট একজন সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়া তাহাকে যোহাকের পথে গমনের উপদেশ দেন এবং যুদ্ধের দিনে তাহার সহিত যোগদান করিবার অঙ্গীকার করেন। মির্যা কামরান দৃষ্টিসীমায় আগমন করিলে করাচা খান ও তাহার সঙ্গীগণ কলঙ্কের কাদা মস্তকে লিখিয়া হুমায়ুনের দলত্যাগ করেন। এই লোকগুলি যোগদান করায় কামরান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। হুমায়ুনের সৈন্যসংখ্যা কম হইলেও তাহারা সাহসের সহিত আক্রমণ প্রতিহত করে এবং এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধে। এই যুদ্ধে পীর মুহম্মদ আখতা বেগী ও মির্যা কুলির পুত্র আহমদ নিহত হয়। সম্রাট স্বয়ং আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি তাহার মাথার উপরে তরবারির আঘাতে আহত হন; কিন্তু তিনি তাহার আক্রমণকারীগণকে তাহার বর্শা দ্বারা দূরে সরাইয়া রাখেন এবং যুদ্ধ হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান। অতঃপর তিনি যোহাক ও

www.alimaanfoundation.com

বামিয়ানের দিকে অগ্রসর হন এবং এই একই পথে গমনরত একদল পলাতক তাহার সাথে মিলিত হয়।

এইক্ষণে আর একবারের মত মির্যা কামরান কাবুলের অধিকার লাভ করেন। হুমায়ুন হাজী মুহম্মদ ও একদল অনুচরসহ বদাখশান অভিমুখে গমন করেন। শাহ বিদাঘ, তোলক কুচিন ও মজনুন কাকশাল ও দশজনের একটি দল কাবুলের দিকে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়, কিন্তু এই সম্পূর্ণ দলটির মধ্যে মাত্র একজন, তোলক কুচিন সম্রাটের নিকট ফিরিয়া আসে। তাহার অনুচরগণের বিশ্বাসঘাতকতায় হতবুদ্ধি হইয়া তিনি আন্দরাবে গমন করেন এবং তথায় শিবির স্থাপন করেন। এই স্থানে সুলায়মান মির্যা, ইব্রাহিম মির্যা ও মির্যা হিন্দাল তাহাদের বাহিনীসহ তাহার সহিত আসিয়া যোগদান করেন। চল্লিশ দিন পরে হুমায়ুন কাবুলের দিকে অভিযান করেন। পার্বত্য অঞ্চলে মির্যা কামরান, করাচা খান ও কাবুলের বাহিনী তাহার সম্মুখীন হয়।[১] উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখে সন্নিবেশ করা হয়। এই স্থানে খাজা আবদুস সামাদ মনসুর কামরানের দলত্যাগ করিয়া হুমায়ুনের সহিত যোগদান করেন এবং তিনি তাহাকে মর্যাদার সহিত গ্রহণ করেন। কামরান পরাজিত হন ও মন্দ্রদের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। বিশ্বাসঘাতক করাচা খানকে বন্দী করা হয় এবং তাহাকে যখন হুমায়ুনের নিকট নিয়া যাওয়া হইতেছিল সেই সময় কম্বর আলী সহারী তাহার ভ্রাতাকে খানের নির্দেশে কান্দাহারে হত্যা করিবার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাহাকে হত্যা করে। এই যুদ্ধে মির্যা আসকারী সম্রাটের লোকের হাতে ধৃত হন।

সম্রাট তখন কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় এক বৎসর কাল শান্তিতে কাটান। পুনরায় একদল সৈন্য যুদ্ধ করিবার আগ্রহে দলত্যাগ করিয়া কামরানের নিকট গমন করে এবং তিনি তাহার চতুর্দিকে প্রায় ১৫,০০০ অশ্বারোহী সংগ্রহ করেন। হাজী মুহম্মদ খান অনুমতি না লইয়াই ঘযনীন চলিয়া যান ; ফলে হুমায়ুনকে বাধ্য হইয়া লামঘানের দিকে অভিযান করিতে হয় ও কামরানের কার্যে বাধা দিতে হয়। অতঃপর মুহমন্দের আফঘানগণ, দাউদযাই উপজাতি ও লামঘানের প্রধানগণের যোগাযোগে কামরান সিন্ধু অভিমুখে গমন করেন। হুমায়ুন কিছুকাল লামঘানে অবস্থান করিয়া শিকার করেন এবং তৎপর কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন। আফঘানদের সহায়তায় কামরান পুনরায় অগ্রসর হন এবং আর একবারের মত হুমায়ুন তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর

১. হুমায়ুন আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধানতঃ কামরানের উপর করাচা খানের প্রভাবে তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

হন। হুমায়ুন কান্দাহারের গভর্ণর বৈরাম খানকে নির্দেশ প্রেরণ করেন যে কোন প্রকারেই হউক তিনি যেন ঘযনীন গমন করেন এবং হাজী মুহম্মদ খানকে বন্দী করেন। হাজী মির্যা কামরানকে সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহাকে ঘযনীন আগমন করিয়া দেশটি অধিকার করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন কারণ তিনি তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ইহার ফলে কামরান পেশোয়ার হইতে বাঙ্গাস ও গুরদেব হইয়া ঘযনীন অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি তথায় পৌঁছিবার পূর্বেই বৈরাম খান শহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মুহম্মদকে বাধ্য হইয়া তাহার নিকট গমন করিতে হয়। বৈরাম খান ও হাজী একত্রে কাবুল গমন করেন এবং কামরান পথিমধ্যে এই সংবাদ পাইয়া পেশোয়ারে প্রত্যাবর্তন করেন।

হুমায়ুন লামখান হইতে কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু তাহার আগমনের কয়েক দিন পূর্বেই হাজী মুহম্মদ পলায়ন করিতে সমর্থ হয় এবং পুনরায় ঘযনীন গমন করেন। অন্যান্য কতিপয় আমীরসহ বৈরাম খানকে পুনরায় তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি যখন তাহাকে ফিরাইয়া আনেন, হাজী ক্ষমা লাভ করে। খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদের নির্দেশে মির্যা আসকারীকে বদাখশান নিয়া যাওয়া হয় এবং মির্যা সুলায়মানের অধীনে সমর্পণ করা হয় : যাহাতে তিনি তাহাকে বলখে প্রেরণ করিতে পারেন।[১] এবং তদনুযায়ী সুলায়মান তাহাকে তথায় প্রেরণ করেন। এই পরিভ্রমণের সময় রোম দেশে আসকারীর দিন শেষ হয়।

আফঘানগণ মির্যা কামরানকে তাহাদের মধ্যে রাখে এবং নিজেদের সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত রাখে, ফলে হুমায়ুনকে বাধ্য হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। এই অভিযানের সময় হাজী মুহম্মদের বহু অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাহার ভ্রাতাসহ তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। আফঘানদের সহায়তায় মির্যা কামরান হুমায়ুনের শিবিরে এক নৈশ আক্রমণ করে এবং যুদ্ধে মির্যা হিন্দাল নিহত হয়। তাহার ইন্তেকালের তারিখ "শাহাদাত আশ বা তলব শুদ" এই শব্দগুলিতে নিহিত আছে। কামরানের আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। হিন্দালের পরিবার ও অনুচরগণকে তরুণ শাহযাদা আকবরসহ ঘযনীনে প্রেরণ করা হয় এবং ঘযনীন ও তাহার অধীনস্থ স্থানসমূহ তাহাদিগকে ইকতারূপে দেওয়া হয়।

হুমায়ুন যখন আফঘানদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান অব্যাহত রাখে তখন তাহারা আর কামরানকে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়। ফলে সম্বলহীন হইয়া তিনি

---

১. ইহা দেশান্তর দানের শামিল। অমাগকারী দামেস্ক ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে আঃ হিঃ ৯৬৫ সনে (১৫৫৮ খ্রীঃ) ইন্তেকাল করেন।

www.alimaanfoundation.com

হিন্দুস্থানে পলায়ন করেন এবং [সুলতান] সলিম শাহ আফঘানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার সমস্ত লোক ও অনুচরদের হয়রানি করেন এবং তৎপর হুমায়ুন কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। সেনাবাহিনী কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর ইহা বাঙ্গাস ও গুর-দেবের পথে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই সব অঞ্চলের বিদ্রোহীগণের সকলেই শাস্তি লাভ করে। হুমায়ুন দিনকোট ও নিলাবের মধ্যবর্তী স্থানে সিন্ধু অতিক্রম করে (৫ই সফর, ৯৬২ আঃ হিঃ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৫৫৪ খ্রীঃ)।

মির্যা কামরান হিন্দুস্তানের সলিম শাহ হাকিমের নিকট হইতে অপ্রীতিকর ব্যব-হার লাভের ফলে তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া শিয়ালকোটের পর্বতে আশ্রয় নেন; তথা হইতে মহা উগুমের সহিত তিনি নিজেকে সুলতান আদম ঘখরের নিকট নিয়া যান। ইহার ফলে সুলতান আদম তাহাকে বন্দী করেন এবং হুমায়ুনকে চিঠি লিখিয়া সংবাদ দেন। এই প্রস্তাব হুমায়ুন সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং মুনিম খানকে প্রেরণ করিয়া বন্দীকে সমর্পণের দাবী জানান। সুলতান আদম কামরানকে সমর্পণ করেন এবং পরহালা নামক স্থানে তাহাকে হুমায়ুনের সম্মুখে হাজির করা হয়। সম্রাট তাহার স্বাভাবিক মহত্বে কামরানের অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু অফিসারগণ ও চাঘতাই উপজাতির প্রধানগণ, যাহারা কামরানের বিরুদ্ধাচরণের ফলে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছে, তাহারা সকলে একমত হইয়া হুমায়ুনের নিকট গমন করেন এবং বলেন যে মির্যা কামরানের বিনাশের উপরই চাঘতাই উপজাতিসমূহের ও লোকদের নিরাপত্তা নির্ভর করে, কারণ তাহারা বারবার তাহার বিরুদ্ধতার ফল ভোগ করিয়াছে। কাম-রানকে অন্ধ করিয়া দিতে সম্মত হওয়া ছাড়া হুমায়ুনের কোন গত্যন্তর রহিল না। আলী দোস্ত বারবেগী, সৈয়দ মুহম্মদ বিকনা ও ঘুলাম আলী শাস আঙ্গুশত ছয় অঙ্গুলী সম্পন্ন) একটি অস্ত্র চিকিৎসকের ছুরি দ্বারা মির্যা কামরানের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। এই ঘটনার তারিখ পূর্বাহ্নেই কিছুটা আঁচ করা গিয়াছিল। পরবর্তীকালে মির্যা কামরান হজ্জ করিতে যাওয়ার জন্য অনুমতি লাভ করেন এবং ভ্রমণের জন্য তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে তাহার সবই লাভ করিয়া তিনি যাত্রা করেন। তিনি মক্কায় পৌঁছেন এবং তথায় ইন্তেকাল করেন।[১]

হুমায়ুন রোহাটস দুর্গের পাদদেশে পৌঁছিয়া কাশ্মীর বিজয়ের সংকল্প করেন। তাহার নিকট নিবেদন করা হয় যে বিরানা নামীয় এক জমিদারের পার্বত্য অঞ্চলে এমন শক্তিশালী একটি দুর্গ আছে যে সুলতানদের কেহই তাহা দখল করিতে পারে নাই এবং

১. চার বৎসর পরে, আঃ হিঃ ৯৬৮ সনে (৫ই অক্টোবর, ১৫৫৭ খ্রীঃ)।

www.alimaanfoundation.com

সম্ভবতঃ তিনি কাশ্মীর গমনের পথটি সুরক্ষিত করিয়া তাহার তথায় গমনে বাধা দিতে পারেন, যাহাতে তাহা জয় করা দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু এই সব আপত্তিতে হুমায়ুনের সিদ্ধান্তের নড়চড় হইল না এবং তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। ঐসময়ে সংবাদ আসিল যে [সুলতান] কলিম খান আফঘান হিন্দুস্তান হইতে পাঞ্জাবে আগমন করিতেছে এবং ইহাতে সেনাবাহিনীর মধ্যে মহা অসন্তোষের সঞ্চার করে। যখন যাত্রার সময় উপস্থিত হইল তখন যে সব আমীর কাশ্মীর অভিযানের বিপক্ষে ছিলেন তাহারা সহসা কাবুলে চলিয়া গেলেন। সম্রাট যখন আবিষ্কার করিলেন যে কেহই কাশ্মীর অভিযানের পক্ষপাতি নয়, তখন তিনি কাবুল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। সিন্ধু অতিক্রম করিয়া তিনি বিক্রাম পেশোয়ার) দুর্গটি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দান করেন আর যেহেতু তাহার লোকেরা উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিল, কার্যটি অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইল। সিকান্দর খান উযবেককে এই দুর্গের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। হুমায়ুন কাবুল পৌঁছিলে শাহযাদা আকবর ঘযনীন যাত্রা করেন এবং খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদ ও একদল আমীর তাহার অনুচররূপে তথায় গমন করেন।

কিছুকাল পর ভারত হইতে [সুলতান] কলিম খানের মৃত্যু ও আফঘানদের মধ্যে আত্মকলহের সংবাদ আসে। কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক সম্রাটকে জানায় যে বৈরাম খান শত্রুতা করিবার অভিসন্ধি করিতেছে, ফলে হুমায়ুন সসৈন্যে কান্দাহার গমন করিলেন [ইহা বহুদিন হইতে বৈরাম খান শাসন করিতেছিলেন]; শেষোক্ত জন উপযুক্ত সম্মান সহকারে হুমায়ুনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য আগমন করিলেন এবং বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সর্বপ্রকার নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন। হুমায়ুন প্রত্যাবর্তন করিয়া মুনিম খানকে কান্দাহারে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মুনিম খান প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন যে হিন্দুস্তানে অভিযান করিবার সংকল্প করা হইয়াছে। এই সময় যদি প্রধান লোক-গুলিকে ক্ষুন্ন ও বিতৃষ্ণ করা হয় তবে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। হিন্দুস্তান বিজয়ের পর তৎকালীন সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলে কান্দাহারের শাসন কর্তৃত্বে বৈরাম খানকেই স্থায়ী করা হইল আলী এবং যমিনদাওয়ার[১] দেওয়া হইল আলী কুলি খান সিসতানীর ভ্রাতা বাহাদুর খানকে। তৎপর রাজকীয় শিবির কাবুলে প্রত্যাবর্তনে করিল এবং সেনাবাহিনীকে ভারত অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নিযুক্ত কর' হইল।

একদিন যখন হুমায়ুন অশ্বে চড়িয়া ঘুরিতেছিলেন ও শিকার করিতেছিলেন তখন তিনি মন্তব্য করেন যে যেহেতু তাহার মন ভারত অভিযান সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করিতেছে

---

১. ইহা তারদি বেগের নিকট হইতে নিয়া নেওয়া হয়।

www.alimaanfoundation.com

তিনি প্রথমে যে তিনটি লোকের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিবেন এবং সেইগুলিকে ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে গণ্য করিবেন। প্রথমে যে লোকটির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় সে জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে তাহার নাম দৌলত খাজা। কিছু দূর গিয়া তাহারা অপর এক গ্রামবাসীর সাক্ষাৎ পায়, এবং সে বলে যে তাহার নাম মুরাদ খাজা। ইহার পর সম্রাট মন্তব্য করেন যে তৃতীয় লোকটির নাম যদি সা'দত খাজা হয় তবে কি চমৎকারই না হয়। সামান্য কিছু দূরে তাহারা তৃতীয় লোকটির সাক্ষাৎ পায় এবং তাহার নাম সত্য সত্যই দেখা গেল সা'দত খাজা।[১] রাজার অনুচরদের সকলেই অত্যন্ত অবাক হইয়া গেলেন এবং এই ফলাফলে অত্যন্ত প্রীত হইলেন আর হিন্দুস্তানে বিজয় লাভ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইলেন।[২]

৯৬১ হিঃ যিলহিজ্জা মাসে (নভেম্বর ১৫৫৩ খ্রীঃ) সম্রাট তাহার যাত্রা আরম্ভ করেন। সেনাবাহিনী যখন পেশোয়ারে শিবির স্থাপন করে তখন বৈরাম খান নির্দেশমত কান্দাহার হইতে আগমন করেন, এবং রাজকীয় পতাকাসমূহ সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া যায়। বৈরাম খান, খিজর খাজা খান, তার্দি বেগ খান, সিকান্দার সুলতান ও অন্যান্য কতিপয় আমীর অগ্রে চলিতে থাকেন। রোহটাসের গভর্ণর তাতার খান কাসি দুর্গটি শক্তিশালী করা সত্ত্বেও কোন বাঁধা দান না করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু আদম ঘখর যদিও চাকুরী করিতে বাধ্য ছিল তবু সেনাবাহিনীতে যোগদান করিল না। হুমায়ুন লাহোর অভিমুখে তাহার যাত্রা অব্যাহত রাখিলেন এবং ঐ শহরের আফঘানগণ যখন তাহার বাহিনীর নিকটবর্তী হওয়া সম্বন্ধে অবহিত হইল তখন তাহারা পলায়ন করিল। তিনি বিনাবাধায় লাহোর প্রবেশ করিলেন[৩] এবং তৎপর অগ্রবর্তী বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ আমীরগণকে জালন্ধর ও সিরহিন্দে প্রেরণ করিলেন। পাঞ্জাব, সিরহিন্দ ও হিসসার জেলাসমূহ কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই চাঘতাই বাহিনীর হস্তগত হইল।

শাহবায খান ও নাসির খান আফঘানের নেতৃত্বে একদল আফঘান দিবালপুরে সমবেত হইল, সম্রাট মীর আবুল মা আলী ও আলী কুলি সিস্তানীকে[৪] তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য প্রেরণ করেন। আফঘানগণ পরাজিত হয় আর তাহাদের সাজ-সরঞ্জাম তাহার, স্ত্রী পরিবার বিজয়ীদের শিকারে পরিণত হয়।

১. এই তিনটি নাম দ্বারা উন্নতি, ইচ্ছা, সাফল্য বুঝায়।

২. খোন্দামীর এই একই গল্প বলিয়াছেন।

৩. ২রা রবিউস সানি '৯৬২ হিঃ' ২৩ই ফেব্রুয়ারী ১৫৫৫ খ্রীঃ।

৪. আকবরের রাজত্বকালের খান-যমান। পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে সিসতানী লিখিয়াছে কিন্তু ইহা 'শায়বানী' হইবে।

www.alimaanfoundation.com

দিল্লীর অধিপতি সিকান্দর আফঘান সিরহিন্দে অগ্রবর্তী বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য তাতার খান ও হাসরাত খানের অধীনে ৩০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। চাঘতাই বাহিনী সমূহ জালন্ধর সমবেত হয় এবং শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা অত্যধিক ও তাহাদের সৈন্যসংখ্যা সামান্য হওয়া সত্ত্বেও তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। তাহারা অগ্রসর হইয়া শতদ্রু অতিক্রম করে। দিনের শেষ দিকে আফঘানগণ তাহাদের এই অতিক্রম করা সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। শত্রুদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও চাঘতাই প্রধানগণ যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হয় এবং সূর্যাস্তের সময় এক ভীষণ সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। আফঘানগণ তাহাদের তীরন্দাজদের দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করে কিন্তু অন্ধকার হইয়া আসিতে থাকায় তীর মুঘলদের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু আফঘানগণ গোলাবর্ষণে (আতশী) অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া এক নিকটবর্তী গ্রামে আশ্রয় নেয়। যেহেতু হিন্দুস্তানের গ্রামের অধিকাংশ গৃহই খড়ের নির্মিত, ফলে এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং ইহার ফলে যুদ্ধক্ষেত্র আলোকিত হইয়া উঠিলে (মুঘল) তীরন্দাজগণ নির্গত হয় এবং প্রজ্বলিত গ্রামের আলোকে মনের সুখে তাহাদের অস্ত্রগুলি ব্যবহার করে। আগুনের আভায় শত্রুগণ তাহাদের তীরের জন্য চমৎকার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয় আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পলায়ন করে। একটি মহাবিজয় লাভ করা হইল এবং হস্তী ও প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী বিজয়ীদের হস্তগত হইল। এই বিজয়ের সংবাদ লাহোর পৌঁছিলে সম্রাট অত্যন্ত উৎফুল্ল হন এবং তাহার সেনাপতিগণ অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ইহার ফলে সমস্ত পাঞ্জাব, সিরহিন্দ, হিসসার ফিরোযাহ তাহার অধিকারে আসে এবং দিল্লীর অধীনস্থ কতিপয় স্থানও মুঘলদের হস্তগত হয়।

এই পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া (সুলতান) সিকান্দর আফঘান প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৮০,০০০ অশ্বারোহী ও হস্তী এবং গোলন্দাজসহ অগ্রসর হন। তিনি সিরহিন্দে আগমন করেন এবং তথায় পরিখা খনন করিয়া তাহার শিবির সুরক্ষিত করেন। চাঘতাই সেনাপতিগণ সিরহিন্দের রক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করে এবং প্রতিরোধ প্রদর্শনের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া তাহারা হুমায়ুনের নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পত্র প্রেরণ করে। ইহার ফলে তিনি শাহযাদা আকবরকে সিরহিন্দ অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং তিনি নিকটবর্তী হইলে সেনাপতিগণ আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সৈন্যগণকে এমনভাবে সন্নিবেশ করা হয় যেন শত্রুগণ তাহাদের অনেক অধিক সংখ্যক বলিয়া মনে করে অথচ শত্রুদের সংখ্যা ছিল মুঘলদের চতুর্গুণ। কয়েকদিন ধরিয়া উভয় বাহিনীর দুঃসাহসীগণ পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে এবং তাহাদের সাহসিকতা প্রদর্শন করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহযাদা আকবরের অগ্রবর্তী বাহিনীর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

www.alimaanfoundation.com

বৈরাম খান খান খানানের অধীনে দ্বিতীয় একটি বাহিনী থাকে একদিকে এবং অপর দিকে থাকে ইসকান্দার খান, আবদুল্লাহ খান উযবেক, শাহ আবুল মা 'আলী', আলী কুলি খান ও বাহাদুর খানের অধীনে তৃতীয় একটি বাহিনী। অতঃপর তাহারা শত্রুদের আক্রমণ করে। সংঘর্ষে প্রত্যেকটি আমীরই অসম সাহসিকতা ও সংকল্পের চরম দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। সংখ্যায় ১০০০০০ আফঘান সাহসিকতায় নিকৃষ্টতর হওয়ার ফলে পরাজিত হইল এবং সুলতান) সিকান্দর পলায়ন করিলেন। বিজয়ীগণ শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহাদের বহু লোককে হত্যা করিল ; আর বিপুল মালপত্র হস্তগত করিয়া বিজয়ীর বেশে সম্রাটের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে ও তাহাকে ধন্যবাদ দিতে আগমন করিল। তাহার নির্দেশে এই বিজয়ের এক ঘোষণাপত্র লিখা হয় যাহাতে এই বিজয়ের সম্মান দেওয়া হয় শাহযাদা আকবরকে এবং ইহা চতুর্দিকে প্রেরণ করা হয়।

অতঃপর সিকান্দর খান উযবেককে দিল্লী প্রেরণ করা হয় এবং রাজকীয় শিবির সামানাতে স্থানান্তরিত করা হয়। দিল্লীতে একদল আফঘান অতি দ্রুত পলায়ন করে আর সিকান্দর উযবেক শহরে প্রবেশ করে ও তাহা অধিকার করে। সুলতান সিকান্দর শিবালিক পর্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন, ফলে তাহাকে বাধা দিবার জন্য মীর আবুল মা'আলীকে লাহোরে প্রেরণ করা হয়। রমযান মাসে সম্রাট দিল্লী প্রবেশ করেন এবং পুনরায় হিন্দুস্তান ভূখণ্ডে তাহার নামে খোৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করা হয়। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রধানগণকে পরম সদাশয়তার সহিত পুরস্কৃত করা হয় এবং প্রত্যেককেই একটি প্রদেশের শাসনকর্তা করা হয়। এই বৎসরের বাকী সময়টা আরাম আয়েসে ও উপভোগে কাটান হয়।

[সুলতান] সিকান্দরকে বাধা দিবার জন্য আবুল মা'আলীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে সব আমীরকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তিনি তাহাদের সহিত অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করিতেন, আর তাহাদের ভূখণ্ডের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন ও তাহাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিতেন। ফলে সিকান্দরের দিনে দিনে শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা সম্রাটের গোচরে আসে, ফলে তিনি বৈরাম খানকে শাহযাদা আকবরের আতালিক বা অভিভাবকরূপে প্রেরণ করিলেন সিকান্দরের কার্যাবলীর যবনিকা টানিবার জন্য। শাহ আবুল মা'আলীকে হিসার ফিরোযা গমনের নির্দেশ দেওয়া হইল।

এই সময়ে কম্বর দিওয়ানা নামে এক লোক দোয়াব ও সম্বলে তাহার চতুর্দিকে একদল লোক সংগ্রহ করিলেন এবং বিয়ানা অধিকার করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিলেন।

www.alimaanfoundation.com

উশৃঙ্খল ও দুঃসাহসী লোকেরা চতুর্দিক হইতে আসিয়া তাহার চারিপাশে জড়ো হইল। আলী কুলি খান সিস্তানীকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল, তখন ঐ লোক বদাওনের দুর্গে নিজেকে আবদ্ধ করিল। কিছুদিনের মধ্যেই আলী কুলি দুর্গটি অধিকার করিলেন, কম্বর দিওয়ানাকে বন্দী করিলেন ও তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মস্তক সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু এইক্ষণে সর্বাপেক্ষা অসাধারণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। ৮ই রবিউল আউয়াল[১] সূর্যাস্তের সময় সম্রাট গ্রন্থাগারের ছাদে উঠিলেন এবং তথায় অল্পক্ষণ কক্ষে দণ্ডায়মান থাকিলেন। তিনি যখন নামিতেছিলেন, মুয়াযিযন উচ্চস্বরে নামাজের আহ্বান ঘোষণা করিল, আর তিনি ভক্তিসহকারে দ্বিতীয় সিড়িটিতে বসিয়া পড়িলেন। তিনি যখন পুনরায় উঠিতে গেলেন তখন তার পা পিছলাইয়া গেল এবং তিনি সিড়ি হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গের পরিচারকগণ অত্যন্ত মর্মাহত হইল এবং অজ্ঞান অবস্থায় সম্রাটকে প্রাসাদে বহন করিয়া নেওয়া হইল। অল্পকাল পরেই তিনি জ্ঞান লাভ করিলেন ও কথা বলিলেন। রাজকীয় চিকিৎসকগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। পরদিন তাহার অবস্থা খারাপের দিকে গেল এবং তিনি চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গেলেন। শাহযাদা আকবরকে আনয়নের জন্য শেখ জুলিকে পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হইল। ৯৫৩ হিঃ ১১ই রবিউল আউয়াল (২৪ই জানুয়ারী ১৫৫৬ খ্রীঃ সূর্যাস্তের সময় তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া বেহেশতে চলিয়া গেলেন। তাহার ইন্তেকালের তারিখ "হুমায়ুন বাদশাহ আযবাম উফতাদ" এই পংক্তিটিতে নিহিত আছে।[২]

তিনি পঁচিশ বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহার বয়স ছিল এক পঞ্চাশ বৎসর। তাহার ফেরেশতার ন্যায় চরিত্রে সর্বপ্রকার মানবিক গুণ ছিল আর সাহস ও বীরত্বে তিনি তদানীন্তন সকল শাহযাদাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিলেন। হিন্দুস্তানের সমস্ত ঐশ্বর্য ও তাহার দায়শীলতা রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; তিনি ভাল কবিতা লিখিতেন এবং তদানীন্তন সকল পণ্ডিত, মহান ও গুণী ব্যক্তিগণ তাহার সাহচর্য লাভ করিতেন এবং তাহার সঙ্গে রাত্রি যাপন করিতেন। তাহার অভ্যর্থনা সভাগুলিতে অত্যন্ত শালীনতা বজায় রাখা হইত এবং সকল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা অতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা হইত। তাহার রাজত্বকালে দক্ষ ও গুণী লোকের প্রতি করুণার কিরণ বর্ষিত হইত।

---

১. তারিখ-ই-ই সালাতিন-ই-আফঘান তারিখ দিয়াছেন ৭ই যিলহিজ্জা, ৯৬৫ হিঃ।

২. আবুল ফজল মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহাতে তাহার মৃত্যুকাল প্রকৃত সময়ের এক বৎসর আগে বুঝায়—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

তাহার মহানুভবতা এমন ছিল যে তিনি বারবার মির্যা কামরান ও চাঘতাই আমীরদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, যখন তাহাদের বন্দী করা হইয়াছে এবং তাহার আয়ত্তাধীনে রাখা হইয়াছে। তাহার ওজু সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে সজাগ থাকিতেন এবং ইহা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত কখনও আল্লাহর নাম তাহার জিহ্বা দিয়া নির্গত হইতে দিতেন না। একদিন তিনি সদর বা প্রধান বিচারক মীর আবদুল হাইকে আবদাল নামে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তিনি যখন ওজু করিয়া সারিলেন তখন তিনি মার্জনা চাহিলেন এবং বলিলেন যে যেহেতু 'হাই' সর্বশক্তিমানের নাম, তিনি পবিত্র না হইয়া ঐ নামটি উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। তাহার মধ্যে সর্বপ্রকার দর্শনীয় ও চিন্তনীয় গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। আল্লাহতায়ালা যেন তাহার মঙ্গল করেন।

সম্রাটের অসুস্থতার সময় যে শেখ জুলিকে পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তিনি কালনোরে শাহযাদা আকবরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি সম্রাটের অসুস্থতার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইহার অল্প পরেই তাহার ইন্তেকালের সংবাদ আসিল। উপযুক্তরূপ শোকানুষ্ঠান পালনের পর শাহযাদার সাথে যে আমীরগণ ছিলেন তাহারা বৈরাম খানের নেতৃত্বে শাহযাদার উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ফলে ২রা রবিউসসানি তিনি কালানোরে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সুলতান মুহম্মদ আদালী

হিমু ছিলেন মেওয়াতের রেওয়ারী শহরের একজন দোকানদার (বখলে)। পরবর্তীকালে তিনি হাট বাজারের তত্ত্বাবধায়ক ও সেনাবাহিনীর প্রধান পরিচালক ছিলেন, আর এখন তিনি আরও উচ্চপদ লাভ করিলেন এবং আদালীর একজন প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন।

আদালী একদিন গোয়ালিয়র দুর্গে দরবার করিতেছিলেন আর তাহাতে খ্যাত-নামা আমীরগণ উপস্থিত ছিলেন। জায়গীরের বিলিব্যবস্থা চলিতেছিল এবং আদালী নির্দেশ দিলেন যে শাহ্ মুহম্মদ ফরমুলির কান্নৌজ তাহার নিকট হইতে নিয়া তাহা সরমস্ত খান সররাণীকে দেওয়া হইবে। ইহা যখন ঘোষণা করা হয় তখন শাহ মুহম্মদের পুত্র তরুণ ও সাহসী সিকান্দর খান তীব্রভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, "অবস্থা এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে তাহারা আমাদের জায়গীর আমাদের নিকট হইতে নিয়া তাহা এই সররাণী কুকুর বিক্রেতাদের দেওয়া হইতেছে।" তাহার পিতা শাহ মুহম্মদ অসুস্থ ছিলেন, তবে তিনি তাহার পুত্রকে এইরূপ অশিষ্ট ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু পুত্রটি জবাব দিল, "শের খান শের

www.alimaanfoundation.com

শাহ) একবার আপনাকে একটা লোহার খাঁচায় পুরিয়াছিল এবং আপনার জীবন-নাশের আয়োজন করিতেছিল, কিন্তু সলিম খান আপনার পক্ষে সুপারিশ করেন এবং আপনাকে ঐ বিপদ হইতে রক্ষা করেন। এখন এই সুর কুচক্রীগণ আপনাকে ধ্বংস করিবার সংকল্প করিয়াছে আপনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই লোকগুলি আপনাকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না, আর আমরাই বা কেন এই অপমান সহ্য করিব?" ইহার ফলে অতি দীর্ঘ ও বলবান সরমস্ত খান সবরাণী উপহাসচ্ছলে তাহার হস্ত সিকান্দরের স্কন্ধে রাখিলেন এবং বলিলেন, "ওহে বালক! এই সবের অর্থ কি?" তাহার উদ্দেশ্য ছিল তাহাকে বন্দী করিবেন। কিন্তু সিকান্দর তাহার উদ্দেশ্য আন্দাজ করিতে পারিয়া একটি ছোরা বাহির করিলেন এবং সরমস্ত খানের স্কন্ধে এমন আঘাত করিলেন যে তিনি মৃত অবস্থায় তাহার পদতলে পড়িয়া গেলেন। অতঃপর তিনি আরও কতিপয় লোককে আহত ও নিহত করিলেন। এই পরিবেশের মধ্যে আদালী উঠিয়া দৌড়াইয়া মহিলাদের কক্ষে আশ্রয় লইলেন। সিকান্দর তাহার পিছনে ছুটিলেন কিন্তু আদালী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলো এবং অতিকষ্টে রক্ষা পাইলেন। আদালীর যে সব আত্মীয় তথায় উপস্থিত ছিলেন তাহারা সিকান্দর যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে সেজন্য তরবারী উন্মোচন করিলেন, আর তিনি পাগলের মত ছুটিয়া যেখানে গেলেন সেখানেই নিহত ও আহত করিলেন। এক কি দুই ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ অবস্থা চলিল, অবশেষে আদালীর ভগ্নিপতি ইব্রাহীম খান সুর তাহার তরবারি উন্মোচন করিলেন এবং সিকান্দরকে আহত করিলেন। অন্যান্যরা তখন তাহার উপর নিপতিত হইল ও তাহাকে হত্যা করিল। দৌলত খান লোহানী তাহার তরবারির এক আঘাতে শাহ ফরমুলিকেও হত্যা করিলেন।

যে দিন এই দুর্ঘটনা ঘটে সেইদিনই মুহম্মদ ফরমুলি যখন আদালীর সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেছিলেন তখন সুলায়মান কররানী ও ইমাদ কররানীর ভ্রাতা তাজ খান কররানী যখন সম্রাটের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোয়ালিয়র দুর্গ হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন তাহার সহিত দেখা হয়। তাহারা উভয়ে পরস্পরের অবস্থা-বলীর সংবাদ নিলেন এবং তাজ খান বলিলেন, "আমি এই বিবাদের ক্ষেত্র (ম' অরিকা) হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার সঙ্গে চল, কারণ এই স্থানে সব কিছুরই পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।" মুহম্মদ ফরমুলি ইহাতে সম্মত হন নাই, তিনি আদালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, তখন উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটে।

তাজ খান যখন গোয়ালিয়র হইতে পলায়ন করেন তখন তিনি বাংলার বিরুদ্ধে মতলব আটেন। আদালী প্রথমে তাহাকে ধরিবার জন্য এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ

করেন এবং পরে স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। শত্রু বাহিনীদ্বয় আগ্রা হইতে চল্লিশ ক্রোশ ও কান্যকুব্জ হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছত্রা-মৌ নামক স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং তাজ খান পরাজিত হন। তিনি চুনারে পলায়ন করেন এবং পথিমধ্যে তিনি আদালীর কতিপয় কোষাগার দখল করেন এবং তাহাদের সম্পদ দ্বারা নিজেকে অর্থশালী করেন। তিনি সংখ্যায় একশত হস্তীর দল (হলকা) হস্তগত করেন এবং তাহার ভ্রাতা ইমাদ সুলায়মান এবং খাজা ইলিয়াসের সহিত যোগদান করিতে গমন করেন, ইহারা গঙ্গাতীরে ও খাবাসপুর তাণ্ডায় কয়েকটি জেলা দখল করিতেছিলেন। খোলাখুলি যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং আদালী গোয়ালিয়র হইতে তাহার বাহিনী গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন এবং তথায় তাহারা প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। একদিন হিমু আদালীকে বলিলেন যে তিনি যদি তাহাকে একদল (হলকা) হাতী দেন তবে তিনি নদী অতিক্রম করিয়া কিরাণী বিদ্রোহীর সাহস হরণ করিবেন। আদালী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং হিমু বিদ্রোহীদের পরাজিত করিলেন।

ঘাযী খান সুরের পুত্র ইব্রাহীম খান আদালীর ভগ্নিকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তিনি শের খানের (শের শাহ) একজন চাচাতো ভাই ছিলেন। তাহার স্ত্রী জানিতে পারিলেন যে আদালী তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছে, ফলে তিনি চুনার হইতে পলায়ন করিলেন এবং তাহার পিতা ঘাযী খানের নিকট গমন করিলেন। ঘাযী খান ছিলেন বয়ানা ও হিন্দুনের শাসনকর্তা। আদালী ইসা খান নিয়াযীকে তাহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিলেন এবং কাল্পীর নিকটে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর তাহাতে ইসা খান পরাজিত হন। অতঃপর ইব্রাহীম দিল্লী গমন করেন এবং নিজ নামে খোৎবা পাঠ করান। পরে তিনি আগ্রা ও অন্যান্য কতিপয় জেলা অধিকার করেন। আদালী তাহার এই বিজয়ের কথা শুনিয়া ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। যমুনায় পৌঁছিয়া ইব্রাহীম খান আদালীর নিকট একজন লোক প্রেরণ করিয়া অঙ্গীকার করেন যে, যদি আদালী রায় হুসেন জালওয়ানী, বাহাদুর খান সারওয়ানী, যাহাকে আযম হুমায়ুন বলা হয়, ও অন্যান্য কতিপয় বিখ্যাত আমীর, যাহাদের নিরাপত্তার আশ্বাসের উপর তিনি নির্ভর করিতে পারেন; তাহাদের তাহার নিকট প্রেরণ করেন তবে তিনি আসিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিবেন। তদনুযায়ী এই আমীরদের প্রেরণ করা হইল। কিন্তু ইব্রাহীম তাহাদের সকলকেই তাহার দলে ভিড়াইয়া ফেলিলেন এবং তৎপর আদালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, আর আদালী কোন সাহায্যের আশা না থাকায় চুনারে প্রত্যাবর্তন করেন। ইব্রাহীম খান এইবার ইব্রাহীম শাহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজকীয় প্রতীকসমূহ গ্রহণ করিলেন।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

প্রায় এই সময়েই শের খানের (শের শাহের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ খান যিনি আদালীর অপর ভগ্নিকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পাঞ্জাবের একজন জায়গীরদার ছিলেন, সলিম খানের (শাহ) সময়ের প্রধান প্রধান আমীর অন্যতম তাতার খান কানসী, হায়বত খান ও নসিব খানের সমর্থন লাভ করেন। এইরূপ সমর্থন লাভ করিয়া তিনি 'সুলতান সিকান্দর' উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাহার বাহিনী ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীদ্বয় আগ্রা হইতে দশ ক্রোশ দুরবর্তী কররা গ্রামে মুখোমুখি হইল। সিকান্দরের সৈন্যসংখ্যা ১০,০০০ বেশী ছিল না, কিন্তু ইব্রাহীমের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০০ লোক ছিল, যাহাদের তিনি ভেলভেটের তাঁবু, পতাকা ও নাকাড়া দিয়াছিলেন। সিকান্দর পাঞ্জাব প্রদেশটি পাইবার শর্তে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন। ইব্রাহীম তাহার মহাশক্তি ও সৈন্য-সংখ্যার বিপুলতার গর্বে সিকান্দরের শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং তাহার সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য সন্নিবেশ করিলেন। শেষ পর্যন্ত সিকান্দর বিজয়ী হইলেন এবং ইব্রাহীম সম্বলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর সিকান্দর আগ্রা ও দিল্লীর অধিপতি হইলেন।

এইক্ষণে সংবাদ আসিল যে সম্রাট হুমায়ুন কাবুল হইতে হিন্দুস্তানে অভিযান করিয়াছেন এবং লাহোর অধিকার করিয়াছেন; ফলে সিকান্দর তাহার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং ঐ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ইব্রাহীমও সম্বলে এক নূতন বাহিনী সংগঠন করিলেন এবং কাল্পী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আদালী তখন তাহার উজির ও বখাল হিমুকে এক বিশাল বাহিনী ও ৫০০ যোদ্ধা হস্তী গোলন্দাজসহ আগ্রা ও দিল্লীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হিমু যখন কাল্পী পৌঁছিলেন তখন প্রথমে ইব্রাহীমকে শায়েস্তা করিবার সংকল্প করিলেন এবং দ্রুত তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর ইহাতে হিমু জয়লাভ করে এবং ইব্রাহীম বয়ানাতে তাহার পিতার নিকট পলায়ন করে। হিমু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বয়ানা অবরোধ করে এবং তিন মাসকাল এই অবরোধ অব্যাহত থাকে।

বাংলার শাসনকর্তা সিকান্দর খান এই সময় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে এবং ঐ দেশের সেনাবাহিনীসহ জৌনপুর, কাল্পী ও আগ্রার বিরুদ্ধে অভিযান করে। ফলে আদালী হিমুকে তলব করে এবং তিনি বয়ানার অবরোধ উত্তোলন করে। তিনি যখন আগ্রার ছয় ক্রোশ দুরবর্তী মন্দাকর গ্রামে পৌঁছেন, তখন ইব্রাহীম আসিয়া তাহার পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করে কিন্তু তিনি পরাজিত হন এবং পুনরায় তাহার পিতার নিকট পলায়ন করেন। তথা হইতে তিনি ভাঠ দেশে গমন করেন এবং রাজার বিরুদ্ধে

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

যুদ্ধ করেন, রাজা রামচান্দ তাহাকে বন্দী করেন। কিন্তু রাজা তাহাকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন ও তাহাকে সিংহাসনে বসায় এবং ভৃত্যের ন্যায় তাহার সেবা করে। এই স্থানে ইব্রাহীম কিছুকাল অবস্থান করে, অবশেষে রাইসিনের নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী মিয়ানাস[1] উপজাতিগণ, যাহাদের সহিত মালবের শাসনকর্তা বায বাহাদুরের শত্রুতা ছিল, ইব্রাহীমকে তাহাদের শাসনকর্তা হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাহারা বায বাহাদুরের বিরুদ্ধে তাহাদের সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল এবং ইব্রাহীম তাহাদের সহিত যোগদান করে। গড়হার রানী দুর্গাবতী তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার নিজের দেশ হইতে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু বায বাহাদুর এই সংবাদ পাইয়া রানীর নিকট কতিপয় লোক প্রেরণ করিয়া তাহাকে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিতে প্ররোচিত করিলেন। ইহার ফলে ইব্রাহীম ঐ স্থানে আর অধিককাল অপেক্ষা করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন না। ফলে তিনি বঙ্গ রাজ্যের অধীনস্থ উড়িষ্যা দেশে গমন করিলেন। তিনি ৯৭৫ হিঃ (১৫৬৭-৮ সাল) পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন, আর ঐ সময় সুলায়মান কররানী উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। শপথ গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিবার ফলে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি সুলায়মানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে সুলায়মান তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করেন।

বিজয়ী হিমু তাহার গতি অব্যাহত রাখে এবং আদালীর সহিত মিলিত হয়। তাহারা আগ্রা হইতে পনর ক্রোশ দূরবর্তী চপ্পর-ঘাটা গ্রামে মুহম্মদ খান গৌরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং মুহম্মদ নিহত হয়। এইরূপে বিজয়ী হইয়া আদালী চুনার গমন করিলেন এবং হিমুকে হুমায়ুনের অগ্রগতি প্রতিহত করিবার জন্য আগ্রা ও দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। সিকান্দর খান উযবেক[2], কিয়া খান গঙ্গ[3] ও অন্যান্য আমীরগণ যাহারা আগ্রায় ছিলেন, তাহারা শহরটি পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহার সম্মুখ হইতে দিল্লী অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিলেন। ইসা খান দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন কিন্তু তারাদি বেগ খান কর্তৃক পানিপথে বাধাপ্রাপ্ত ও পরাজিত হন এবং রাজকীয় অফিসারগণ তাহাকে হত্যা করে। মুহম্মদ খান গৌরিয়ার পুত্র খিযর খান যখন সুলতান বাহাদুর নাম ধারণ করিয়া নিজ নামে খোৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করে তখনও আদালী

---

১. একটি আফগান উপজাতি।

২. সিকান্দর খান উযবেক রাজাদের বংশধর ছিলেন এবং আকবরের রাজত্বকালে একজন খ্যাতিসম্পন্ন লোকে উন্নীত হইয়াছিলেন।

৩. আকবরের রাজত্বকালে কিয়া খান উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে প্রায়ই তাহার নাম পাওয়া যাইবে।

www.alimaanfoundation.com

চুনারে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি আদালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাহাকে হত্যা করেন। এইরূপে আফঘান শাসনের অবসান ঘটে এবং হিন্দ সম্রাটের আধিপত্য আসে। আদালী প্রায় তিন বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সম্রাট জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবরের রাজত্বকাল[১]

ইলাহী বৎসর ; বা আকবরের রাজত্বকাল *	হিজরী সন		খ্রীস্টাব্দ
১। ২৭ রবিউল আখির	৯৬৩	১০ বা ১১ই মার্চ	১৫৫৬
২। ৯ জুমাদাল আউয়াল	৯৬৪	,,	১৫৫৭
৩। ২০ ,, ,,	৯৬৫	,,	১৫৫৮
৪। ২ জুমাদাল আখির	৯৬৬	,,	১৫৫৯
৫। ১৬ ,, ,,	৯৬৭	,,	১৫৬০
৬। ২৪ ,, ,,	৯৬৮	,,	১৫৬১
৭। ৫ রজব	৯৬৯	,,	১৫৬২
৮। ১৫ ,,	৯৭০	,,	১৫৬৩
৯। ২৭ ,,	৯৭১	,,	১৫৬৪
১০। ৮ শাবান	৯৭২	,,	১৫৬৫
১১। ১৮ ,,	৯৭৩	,,	১৫৬৬
১২। ২৯ ,,	৯৭৪	,,	১৫৬৭
১৩। ১১ রমজান	৯৭৫	,,	১৫৬৮
১৪। ২২ ,,	৯৭৬	,,	১৫৬৯
১৫। ২ ,,	৯৭৭	,,	১৫৭০
১৬। ১৪ ,,	৯৭৮	,,	১৫৭১
১৭। ২৫ ,,	৯৭৯	,,	১৫৭২
১৮। ৬ যিলকাজা	৯৮০	,,	১৫৭৩
১৯। ১৭ ,, ,,	৯৮১	,,	১৫৭৪
২০। ২৭ ,, ,,	৯৮২	,,	১৫৭৫
২১। ৯ যিলহিজ্জা	৯৮৩	,,	১৫৭৬
২২। ২০ ,, ,,	৯৮৪	,,	১৫৭৭

১. সাধারণতঃ তাঁহাকে বলা হইত খলিফা ইলাহী।

www.alimaanfoundation.com

২৩।	২	মহরম	৯৮৬	১০ বা ১১ই মার্চ	১৫৭৮
২৪।	১২	,,	৯৮৭	,,	১৫৭৯
২৫।	২৪	,,	৯৮৮	,,	১৫৮০
২৬।	৫	সফর	৯৮৯	,,	১৫৮১
২৭।	১৫	,,	৯৯০	,,	১৫৮২
২৮।	২৮	,,	৯৯১	,,	১৫৮৩
২৯।	৮	রবিউল আউয়াল	৯৯২	,,	১৫৮৪
৩০।	১৯	,, ,,	৯৯৩	,,	১৫৮৫
৩১।	২৯	,, ,,	৯৯৪	,,	১৫৮৬
৩২।	১১	রবিউস সানী	৯৯৫	,,	১৫৮৭
৩৩।	২২	,, ,,	৯৯৬	,,	১৫৮৮
৩৪।	৪	জুমাদাল আউয়াল	৯৯৭	,,	১৫৮৯
৩৫।	১৪	,, ,,	৯৯৮	,,	১৫৯০
৩৬।	২৪	,, ,,	৯৯৯	,,	১৫৯১
৩৭।	৫	জুমাদাল আখির	১০০০	,,	১৫৯২
৩৮।	১৭	,, ,,	১০০১	,,	১৫৯৩
৩৯।	২৮	,, ,,	১০০২	,,	১৫৯৪
৪০।	৯	রজব	১০০৩	,,	১৫৯৫
৪১।	২০	,,	১০০৪	,,	১৫৯৬
৪২।	২	শাবান	১০০৫	,,	১৫৯৭
৪৩।	১৩	,,	১০০৬	,,	১৫৯৮
৪৪।	২৩	,,	১০০৭	,,	১৫৯৯
৪৫।	৪	রমজান	১০০৮	,,	১৬০০
৪৬।	১৫	,,	১০০৯	,,	১৬০১
৪৭।	২৬	,,	১০১০	,,	১৬০২
৪৮।	৬	শাওয়াল	১০১১	,,	১৬০৩
৪৯।	১৭	,,	১০১২	,,	১৬০৪
৫০।	২৮	,,	১০১৩	,,	১৬০৫

*এই তালিকাটি ৪৬ বৎসর পর্যন্ত আবুল ফজলের আকবরনামা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যদিও ইহাই সর্বাপেক্ষা সঠিক তালিকা, তবু ইহাতে সামান্য ভুল পরিলক্ষিত হয় যেমন ৫ম বর্ষ শুরু হয় ১৩ই জুমাদাল আখির, ১৬ই নয়।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

আবুল ফতেহ জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবর, বাদশাহ গাজী

শেখ আবুল ফজল তাহার 'আকবরনামা' নামীয় মহাগ্রন্থে আল্লাহর প্রতিনিধির জন্মের দিন হইতে ইলাহী সম্বৎসরের আটত্রিশ সাল এবং হিজরা সাল ১০০২ (১৫৯৩-৯৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনা সম্পূর্ণরূপে ও পারিপার্শ্বিকতাসহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের এই অধম কর্মচারী নিযামুদ্দীন আহমদ মুতসদ্দি যে সব রাজা হিন্দুস্তানে সার্বভৌমত্বের পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে, ফলে তাহার পক্ষে ইহা একান্ত অপরিহার্য যে তিনি সম্রাটের জীবনের সকল ঘটনার ইতিহাস লিখিবেন। এই বিষয়বস্তুর বিরাটত্ব সম্ভবত তাহার মনকে এই কাজ সম্পন্ন করিবার দক্ষতায় উদ্বুদ্ধ করিবে। এই মহান সম্রাটের ইতিহাসই সকল গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ, যাহার ফলে বর্তমান গ্রন্থের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু যেহেতু হিন্দুস্তানের সুলতানের একটি ইতিহাস রচনা আমি আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি, তাই মনে হয় এই মহান সম্রাটের সৌভাগ্যশালী শাসনকালের বর্ণনা দ্বারা আমার গ্রন্থকে সুশোভিত করা বিধেয়।

ইহা অবশ্যই মনে আছে যে ভূতপূর্ব সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালের ইতিহাসে আমাদের বর্ণনা এমন স্থানে পৌঁছিয়াছিল যেখানে শাহযাদা আকবরকে বৈরাম খান খান খানানের সহিত শিবালিক পর্বতে সিকান্দর আফঘানকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি তখন লাহোরের অধীনস্থ স্থান কালানোর পরগণায় পৌঁছিলেন, তাহার পিতা সম্রাটের ইন্তেকালের বিষাদময় সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিল এবং তাহাকে গভীর শোকাভিভূত করিল। প্রধান সেনাপতি বৈরাম খান আমীর ও অফিসারদের সম্মতিক্রমে মহান শাহাযাদাকে কালানোরে ৯৬৩ হিঃ ২রা রবিউস সানী[১] শুক্রবার দিন দুপুর বেলা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ও অনুষ্ঠানে সিংহাসনে বসান এবং হিন্দুস্তানের সর্বত্র মর্যাদা ও অনুগ্রহের পত্র প্রেরণ করা হয়।

---

১. পাণ্ডুলিপিতে আছে রবিউল আউয়াল, কিন্তু ইহা অন্যান্য গ্রন্থকারের প্রদত্ত তারিখের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইহা রবিউস সানী হইবে।

৭—(২য়)

www.alimaanfoundation.com

প্রথম ইলাহী বৎসর

ইলাহী একটি প্রকৃত সৌর বৎসর। ইহা নওরোজ[১] হইতে আরম্ভ হয়। এই সৌভাগ্যসূচক সম্বৎসরের প্রথম বৎসরটি হিঃ ৯৬৩ সনের ২৭ই রবিউল আখির সোমবার (১০ই মার্চ ১৫৫৬ খ্রীঃ) হইতে আরম্ভ হয়।

রাজত্বের প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে ছিল শাহ আবুল মা' আলীর বিদ্রোহ। এই তরুণ লোকটি ছিলেন তুরমুযের সৈয়দদের বংশধর এবং তাহার সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব সম্রাটের তাহার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল, ইহাতে তাহার অহমিকা বৃদ্ধি পায় ফলে উদ্ভট কল্পনা তাহার মনে আধিপত্য লাভ করে এবং তাহার ব্যবহারে অসৌজন্যতা দৃষ্ট হয়। খান খানান তাহাকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন; কিন্তু তরুণ সম্রাট দয়ালু স্বভাবের ছিলেন এবং তাহার রাজত্বের শুরুতেই তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ সপ্রমাণ হইবার পূর্বেই সৈয়দদের এক বংশধরকে ফাঁসি দিয়া কলঙ্কিত করিবেন ইহা তাহার মনঃপুত হইল না। ফলে তিনি তাহাকে পাহলওয়ান কল-গয কোতোলওয়ালের আয়ত্তাধীনে দিলেন এবং তাহাকে লাহোর প্রেরণ করিলেন। আবুল মা'আলী বন্দী দশা হইতে পলায়ন করিলেন[২] এবং পাহলওয়ান তাহার গলদের লজ্জায় আত্মহত্যা করিলেন।

যতদিন সিকান্দর আফঘান মাঠে ছিল, সম্রাটের অফিসারগণ ততদিন পলাতককে গ্রেপ্তারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা তাহাদের সমস্ত নিয়মিত বাহিনী সিকান্দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সম্রাটের বাহিনী শিবালিক পর্বতের নিকটে আফঘানদের সম্মুখীন হইল এবং এক বিজয় লাভ করিল, যাহা সম্রাটের নিকট হইতে প্রশংসাসূচক অভিনন্দন লাভ করিল।[৩] সিকান্দর পর্বতমালায় ও জঙ্গলে আশ্রয় লইল আর সম্রাটের বাহিনী তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে ও গ্রেপ্তার করিতে ছয় মাসকাল ধরিয়া চেষ্টা করিল। নগরকোটের রাজা, রাজা রামচান্দ[৪] পার্বত্য অঞ্চলের রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি আসিয়া তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে সম্রাট এই অঞ্চল ত্যাগ করিলেন এবং জালন্দর গমন করিলেন এবং তথায় পাঁচ মাস অবস্থান করিলেন।

---

১. এই সম্বৎসরে পারসিক সৌর মাসগুলি ব্যবহার করা হয়।

২. তিনি গখরদের দেশে পলায়ন করেন এবং তথায় এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি কাশ্মীর আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হন। গখর দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি দিপালপুরে লুকাইয়া থাকেন, কিন্তু ধরা পড়েন এবং বিয়ানা দুর্গে কারারুদ্ধ হন।

৩. সম্রাট দমহরি পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন আর বৈরাম খান সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধ তিন মাসকাল স্থায়ী হয়—আকবরনামা।

৪. আবুল ফজল ও ফিরিশতা তাহার নাম লিখিয়াছেন ধরম চান্দ, বদাওনী লিখিয়াছেন 'রাম চান্দ'।

www.alimaanfoundation.com

হুমায়ুনের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন আমীরদের অন্যতম এবং ঐ নৃপতির চোখে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তারদি বেগ খান যে সপ্তাহে সম্রাট ইন্তেকাল করেন ঐ সপ্তাহেই সম্রাট আকবরের নামে দিল্লীতে খোৎবা পাঠ করান। তিনি উজির ও মীর মুন্সি এবং মীর-ই আরয ও মীর-ই-মাল খাজা সুলতান আলীর সাহায্যে দিল্লী, মেওয়াট ও অন্যান্য যে সব পরগণা সম্প্রতি সম্রাটের অধিকারে আসিয়াছে ব্যাপারসমূহ আয়ত্তাধীনে রাখেন। তিনি শাহযাদা কামরানের পুত্র মির্যা আবুল কাসিমের সহিত ভুতপূর্ব সম্রাটের জিনিসপত্র ও যোদ্ধা হাতীসমূহ তাহার উত্তরাধিকারী সম্রাট আকবরের নিকট প্রেরণ করে।

হুমায়ুন যখন হিন্দুস্তানে অভিযান করেন তখন তিনি কাবুল ও ঘযনীর শাসনভার তাহার একজন প্রধান আমীর মুন্সি খানের হস্তে অর্পণ করেন এবং তাহাকে তাহার পুত্র মির্যা মুহম্মদ হাকিমের আতালিক বা অভিভাবক নিযুক্ত করেন। তিনি তাহার মহিলা-গণকেও তথায় রাখিয়া আসেন। কান্দাহার শহর ও ইহার অধীনস্থ স্থানসমূহ ছিল বৈরাম খান, খান খানানের জায়গীর। সম্রাটের দয়াশীলতায় বদাখশানের শাসনভার দেওয়া হয় মির্যা সুলায়মানকে, পিতা খান মির্যা, তাহার পিতা সুলতান মাহমুদ, তাহার পিতা মির্যা সুলতান আবু সইদ গুরগান। হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদ মির্যা সুলায়-মানের নিকট পৌঁছিলে উচ্চাভিলাষের পরিকল্পনা তাহাকে পাইয়া বসে এবং তিনি তাহার পুত্র মির্যা ইব্রাহীমের সহিত কাবুলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাহা অব-রোধ করেন। মুন্সি খান সমস্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহা সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহার পত্র পৌঁছিবার পূর্বেই আকবর মুহম্মদ কুলি বির-লাস ও অন্যান্য কতিপয় আমীরকে কাবুলে রাখিয়া আসা মহিলাদের আনয়নের জন্য তথায় প্রেরণ করেন। যখন কাবুল অবরোধের সংবাদ আসিল তখন একটা জরুরী ফরমান জারী করিয়া ঐ আমীরগণকে অতিদ্রুত কাবুল গমন করিয়া অবরোধ উত্তো-লনের নির্দেশ দেওয়া হইল। এই আমীরগণ যখন নিলাব (সিন্ধু) অতিক্রম করিলেন, তখন মির্যা সুলায়মান দেখিলেন যে তিনি শত্রুতামূলক পন্থায় কোন কিছু সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, তখন তিনি তাহার বিশ্বস্ত আমীরদের একজনকে এবং তদানীন্তন পবিত্র লোকদের অন্যতম কাযী খানকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া মুনিম খানকে সংবাদ দেন যে, যদি তাহার নাম খোৎবায় পাঠ করা হয় তবে তিনি ঐ স্থান হইতে প্রত্যাখ্যান করিবেন। মুনিম খান জানিতেন যে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের ফলে দুর্গরক্ষী বাহিনী দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে, ফলে তিনি সম্মত হইলেন যে মির্যা সুলায়মানের নাম সম্রাটের উপাধিগুলির (খাইল-ই-আলকাব) তালিকায় উল্লেখ করা হইবে। মির্যা

www.alimaanfoundation.com

সুলায়মানকে যখন এই সুবিধাদানের সংবাদ দেওয়া হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ বদাখশানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

সম্রাটের সিংহাসনারোহণের অল্প পরেই আলী কুলি খান[১] খান যমান উপাধি লাভ করেন এবং সুলতান মুহম্মদ আদালীর একজন আমীর শাদী খান আফঘানকে শায়েস্তা করিবার জন্য সম্বল অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি যখন বহরের তীরে পৌঁছিলেন তখন ২,০০০ বা ৩,০০০ অশ্বারোহীর একটি দল নদী অতিক্রম করিয়া শত্রুর সন্ধান করিতে প্রেরণ করিলেন। এই সেনাদলটি অসতর্কভাবে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করিয়া নদী অতিক্রম করে এবং শাদী খান তাহার সুযোগ বুঝিয়া সহসা তাহাদের উপর নিপতিত হন। খান যমানের বহু লোক নিহত হয়, আর বহু লোক নদীতে ডুবিয়া যায়। খান যখন এই ঘটনার সংবাদ পাইলেন তখন তিনি তাহার সঙ্গীয় আমীরদের সহিত পরামর্শ করিলেন, যখন এই দুর্ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তখন নদী অতিক্রম করা সমীচিন হইবে কিনা। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে তারদী খান[২] ও দিল্লীতে অবস্থিত অন্যান্য আমীরদের নিকট হইতে পত্র আসিল যে মুহম্মদ খান আদালীর ভকিল হিমু এক বিশাল বাহিনী ও বহু হস্তী লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা যেন অতিদ্রুত তাহাদের বাহিনী সহ উপস্থিত হন। খান যমান ও অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাসী ও সুবিবেচক আমীরগণ তৎক্ষণাৎ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাহাদের আগমনের পুর্বেই তারদী বেগ খান পরাজিত হইয়া যান। এই ঘটনা সুলতান আদালীর রাজত্বকালের ঘটনাসমূহের মধ্যে নিহিত হইয়াছে এবং এইখানে তাহার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নাই।

হিমু যখন আগ্রার সন্নিকটে উপস্থিত হন, তখন ঐ শহরের গভর্ণর, সিকান্দর খান উযবেক বাধ্য হইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন এবং তারদী বেগ খানের সহিত যোগদান করেন। আবদুল্লা উযবেক, লাল সুলতান বদক্ষী, আলী-কুলি আন্দরাবি, মিরক খান কোলাবী, হায়দার মুহম্মদ আখতাবেগী ও মির্যা কুলি বেগ খান সমবেত হন মৌলানা পীর মুহম্মদ শিরওয়ানীও বৈরাম খান হইতে সংবাদ নিয়া তারদী বেগ খানের নিকট আগমন করেন। তাহাদের সকলেই তাহাদের সঙ্গে সৈন্য আনয়ন করেন। হিমু দিল্লীর নিকটস্থ হইতে থাকিলে খ্যাতনামা আমীরগণ তাহাদের সেনাবাহিনী শহরের বাহিরে নিয়া যায় এবং শত্রুর দৃষ্টিসীমার মধ্যে মাঠে সন্নিবেশ করে। সিকান্দর খান, আবদুল্লাহ খান উযবেক ও লাল সুলতান বদক্ষী ডান পার্শ্বে ছিলেন এবং তাহাদের

১. আলী কুলি খান ছিলেন একজন উযবেক, তিনি হুমায়ুনের গোঁড়া সমর্থক হায়দার সুলতান শায়বানীর পুত্র।

২. আকবর তাহাকে দিল্লীর গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

প্রতিপক্ষ সৈন্যদের পরাজিত করেন। তৎপর হিমু তাহার যে অতিরিক্ত সৈন্য ছিল তাহাদের দ্বারা ও কতিপয় ভয়ঙ্কর হস্তী দ্বারা মুঘলদের উপর আক্রমণ করেন এবং তারদী বেগ খান এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া পশ্চাদপসরণ করেন। যদিও হিমু এইরূপে তাহার কৌশল ও চাতুরী দ্বারা তারদী বেগ খানকে পরাজিত করিলেও তিনি তাহার পশ্চাদ্ধাবনের কথা চিন্তা করেন নাই। শত্রুর সৈন্যের যে অংশটা পরাজিত হইয়াছিল তাহারা নিজেদের দক্ষতা দেখিয়া অবাক হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে এবং তখন জানিতে পারে যে, তারদী বেগ খান পরাজিত হইয়াছেন এবং পলায়ন করিয়াছেন। অতঃপর হিমু দিল্লী অধিকার করেন এবং তারদী বেগ খান ও অন্যান্য আমীরগণ সম্রাটের নিকট গমন করেন। খান যমান সিরহিন্দ শহরে তাহাদের সহিত মিলিত হন।

সম্রাট ও তাহার অনুসারীগণ সুলতান সিকান্দরের প্রচেষ্টা বানচাল করিবার জন্য জালন্ধরে ব্যস্ত ছিলেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিলে তিনি মুঘল সুলতানদের এক বংশধর ও সম্রাটের ফুফু গুলবদন বেগমের স্বামী খাজা খিযর খানকে সুলতান সিকান্দরকে প্রতিহত করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন; আর তিনি স্বয়ং দিল্লী অভিযান করিলেন। তিনি সিরহিন্দ শহরে পৌঁছিলে পরাজিত আমীরগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের পরিচালক খান খানান তারদী বেগ খানকে ধ্বংস করা সমীচিন বলিয়া মনে করিলেন। ফলে তিনি তাহাকে তাহার নিজের তাঁবুতে তলব করিলেন[১] এবং তাহার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।[২] তিনি খাজা সুলতান আলী এবং তারদী খানের মীর মুন্সি ও খঞ্জর বেগকেও বন্দী করিলেন। যখন রাজকীয় শিবির স্থাপন করা হইল, তখন আলী কুলি খান এবং অগ্রবর্তী বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করা হয় এবং সম্রাট শত্রুর সহিত মোকাবেলা করিবার জন্য গমন করেন।

হিমু দিল্লীতে তাহার সাফল্যে অত্যধিক গর্বিত হইয়া উঠেন এবং স্বয়ং রাজা বিক্রমজিত উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তাহার অধীনে এক শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ

---

১. যে শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইল "তলবিদ", কিন্তু আবুল ফযল বলেন যে ইহা বন্ধুত্বপূর্ণ আমন্ত্রণ ছিল।

২. তারদী বেগ খান ও বৈরাম খানের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কলহ ছিল। বদাওনী বলেন যে তারদী বেগ খানকে ফাঁসি দিবার জন্য বৈরাম খান সম্রাটের নিকট হইতে কোন রকমের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। আবুল ফযল ও ফিরিশতা কিন্তু দেখান যে এই কার্যের যথার্থতা সপ্রমাণে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। ফিরিশতা বলেন যে "তদানীন্তন কালের সর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ রাখেন তাহাদের নিকট হইতে তিনি জানিতে পারেন যে যদি ঐ সময় উদাহরণস্বরূপ তারদী বেগ খানকে ফাঁসি দেওয়া না হইত তবে সে সময় মুঘল সেনাবাহিনীর অবস্থাও ঐ বিদেশীদের মনোভাব এরূপ ছিল যে শের শাহের সময়ের ঘটনাবলীর পুনরুক্তি ঘটিত।"

www.alimaanfoundation.com

করেন এবং তাহার পনর শত যোদ্ধা হস্তী ছিল।[১] এইগুলিসহ তিনি দ্রুত রাজকীয় বাহিনীর মোকাবিলা করিতে যান। তিনি তাহার গোলন্দাজ বাহিনী[২] আগেভাগেই পাঠাইয়া দেন এবং সম্রাটের একদল সৈন্য যাহারা অগ্রভাগে ছিল, পানিপথের এই গোলন্দাজ বাহিনীর সাক্ষাৎ পায় এবং তরবারির মুখে তাহা দখল করিয়া নেয়। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া হিমু অত্যন্ত হতাশ হন। কিন্তু তিনি তাহার অফিসারদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রত্যেককে একটি করিয়া হস্তী দেন যাহাতে আরোহণ করিয়া তাহারা তাহাদের আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারে। তিনি স্বয়ং হাওয়া নামে এক হস্তীতে আরোহণ করিলেন এবং কুঞ্চিত ভ্রু লইয়া তাহার রাজকীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করিতে গমন করেন।

৯৬৪ হিঃ [২রা] মহরম মাসে শুক্রবার সকালে (৫ই নভেম্বর ১৫৫৬ খ্রীঃ অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীর নিকট হইতে তাহার অভিযানের সংবাদ আসে এবং সেনাপতিগণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তাহাদের সৈন্য সন্নিবেশ করে। হুসেন কুলী বেগ এবং ও অন্যান্য সাহসী অফিসারগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের প্রতিপক্ষদের পরাজিত করেন। অতঃপর হিমু তাহার হস্তীবাহিনীসহ অগ্রসর হন এবং এত তীব্রতার সহিত সম্রাটের বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করে যে বাম পার্শ্বটি বিচলিত হইয়া উঠে।[৩] কিন্তু সাহসী তীরন্দাজদের প্রচেষ্টায় এবং দৃঢ়তা সহকারে বর্শা ও তরবারি চালনার ফলে দৃঢ়তা ফিরিয়া আসে হিমু অতঃপর তাহার বাহিনী অপসারণ করিয়া মধ্যভাগের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে, যাহা খান যমানের পরিচালনাধীনে ছিল। তিনি তাহার সব হস্তী খানের লোকদের বিরুদ্ধে চালনা করেন আর তাহারা অসংখ্য তীর দ্বারা তাহাকে অভ্যর্থনা করে। একটি তীর হিমুর চক্ষু ভেদ করিয়া যায় এবং তাহার মাথার পিছন দিক দিয়া বাহির হয়। যাহারা তাহার অধীনে যুদ্ধ করিতেছিল তাহার এই অবস্থা দেখিয়া তাহাদের হাত অবশ হইয়া আসিল আর তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। সম্রাটের বাহিনী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং বহু লোককে নিহত করিল।

---

১. আলফী এই সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া "প্রায় তিন সহস্র, যে সংখ্যা বহু বহু বৎসর ধরিয়া ভারতে একত্র সংগৃহীত হয় নাই।" এবং আরও যোগ করে যে এক সহস্রেরও অধিক ধৃত হয়। আবুল ফযল ও বদাওনী বলেন যে ১,৫০০টি হস্তগত হয়।"

২. যাহা তুরস্ক হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

৩. আবুল ফযলের মতে হিমু তাহার বাহিনী তিনভাগে ভাগ করিয়াছিল। তিনি স্বয়ং মধ্য ভাগ পরিচালনা করেন, ইহাতে ৫০০টি হস্তী ও ১২০,০০০ আফগান ও রাজপুত অশ্বারোহী ছিল।

www.alimaanfoundation.com

যে হাতীতে হিমু আরোহণ করিয়াছিল, হিমু আহত হইয়া হাওদায় পড়িয়া গেলে ও তাহার মাহুত নিহত হইলে,[১] তাহা জঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়। ঘটনাক্রমে শাহ কুলি খান এই হাতীর মুখোমুখী হয় এবং তাহার মাহুতকে ইহাতে চড়াইয়া দেয়। তখন মাহুত দেখিতে পায় যে হাওদায় একজন লোক আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখে যে এই আহত লোকটি স্বয়ং হিমু। শাহ কুলি খান তাহার এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত অন্যান্য কতিপয় হস্তীসহ এই হস্তীটিকেও সম্রাটের সম্মুখে নিয়া যায়। অতঃপর বৈরাম খান খান খানান স্বহস্তে হিমুকে হত্যা করে।[২]

নির্দেশমত সিকান্দর খান উযবেক পলাতকগণকে দিল্লী পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহাদের বহু লোককে নরকে প্রেরণ করে। পরদিন সেনাবাহিনী পানিপথ হইতে যাত্রা করে এবং কোথাও না থামিয়া সোজা দিল্লী উপস্থিত হয়। শহরের সর্বমানের সকল অধিবাসী সম্রাটকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ও সম্মানে তাহাকে শহরে বরণ করিয়া নিবার জন্যে বাহির হইয়া আসে। তিনি তথায় এক মাস অবস্থান করেন। সংবাদ আসে যে হিমুর সকল সন্তান ও অধীনস্থগণ তাহার ধন-সম্পদ ও অন্যান্য জিনিস-পত্রসহ মেওয়াটে আছে; ফলে মৌলানা পীর মুহম্মদ শিরওয়ানীকে তথায় প্রেরণ করা হয়। তিনি সবগুলি লোককে গ্রেপ্তার করেন এবং তাহার কোষাগার ও মূল্যবান সম্পদ দখল করেন এবং এগুলিকে সিংহাসনের পদতলে উপস্থিত করেন।[৩]

রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় ৯৬৪ হিঃ ৩ই জুমাদাল আউয়াল মঙ্গলবার (১০ই মার্চ ১৫৫৭ খ্রীঃ)। সংবাদ আসে যে খিযর খান খাজা[৪] সিকান্দর আফঘান কর্তৃক পরাজিত

১. আবুল ফযল বলেন, যে হিমুর নিজের মাহুত প্রাণভয়ে তাহার প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে—আকবরনামা।

২. বদাওনী, আবুল ফযল ও ফৈযী সকলেই বলেন যে বৈরাম খান আকবরকে এই কাজে সম্মত করিতে সক্ষম না হইয়া স্বয়ং হিমুকে হত্যা করে। বদাওনী মতে বৈরাম বলেন, "ইহাই আপনার প্রথম যুদ্ধ, এই বিধর্মীদের উপর আপনার তরবারি পরীক্ষা করুন, কারণ ইহা একটি পুণ্য কাজ হইবে।" আকবর জবাব দেন, "সে এখন মৃত ব্যক্তির মত, আমি কি করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে পারি। তাহার যদি জ্ঞান ও শক্তি থাকিত, তবে আমি তাহাকে আঘাত করিতাম।" তৎপর সকলের সম্মুখে খান একজন ধর্মযোদ্ধা রূপে তাহার নিজের তরবারি দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করেন।"হিমুর মাথা কাবুলে আর তাহার দেহ দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়, প্রবেশদ্বারে প্রদর্শনের জন্য—আকবরনামা।

৩. আলফী যোগ করেন যে বহু আফঘান নিহত হয় আর মেওয়াট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪. লাহোরের গভর্ণর—আলফী।

www.alimaanfoundation.com

হইয়াছেন।[১] ফলে সম্রাট বিজয়ীকে বাধাদানের জন্য লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি জালন্ধর পৌঁছিলে সিকান্দর পুনরায় শিবালিক পর্বতে পশ্চাদপসরণ করে এবং রাজকীয় বাহিনী দিশাওয়া[২] এবং তথা হইতে দমহরি পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে, এইবার ইহা প্রকট হইয়া উঠে যে পলায়নই সিকান্দরের উদ্দেশ্য, তাহার যুদ্ধ করিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। একদল খ্যাতনামা আমীরকে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয় আর তাহারা দ্রুত পথ চলিয়া সিকান্দরের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তখন নিজেকে মানকোটের[৩] দুর্গে অবরুদ্ধ করে। রাজকীয় বাহিনী তাহার অনুসরণ করিয়া দুর্গটি অবরোধ করে। দিনে দিনে কামানগুলি আগাইয়া নেওয়া হয় এবং দুর্গ রক্ষীবাহিনীর উপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করা হয়।

এই সময়ে সম্রাটের মাতা মরিয়াম মকানী, অন্যান্য রাজকীয় মহিলাগণসহ কাবুল হইতে হিন্দুস্তানে আগমন করেন, আর ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। মুহম্মদ কুলি বিরলাস, শামসুদ্দীন মুহম্মদ খান আতকা এবং অন্যান্য যে সব খ্যাতনামা আমীরকে মির্যা সুলায়মানের বিরুদ্ধে কাবুলে মুনিম খানকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল, এই সময়ে তাহারাও তাহাদের প্রভুর খেদমত করিতে হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করে। মহিলাগণ যখন সম্রাটের শিবির হইতে একদিনের পথ দূরে ছিলেন তখন সম্রাট বৈরাম খানকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়া স্বয়ং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং এই পুনর্মিলন হইতে তাহার হৃদয় অত্যন্ত শান্তি লাভ করে।

দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর[৪] সিকান্দর আফঘান প্রবল চাপে পড়িয়া অনুরোধ করেন যেন কোন বিশ্বস্ত আমীরকে প্রেরণ করিলে তিনি সন্ধির শর্ত স্থির করিতে পারেন।[৫] সম্রাট এই কার্য সম্পাদনের জন্য আতকা খানকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি

---

১. লাহোর হইতে বিশ ক্রোশ দূরের চামিয়ারী গ্রামে—বদাওনী। আবুল ফযলের মতে ২,০০০ সৈন্যের একটি অগ্রগামী দল পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু তবু পাঞ্জাব হইতে যাহারা আসিল তাহাদের সকলেই সম্রাটকে জানাইল যে সিকান্দরকে দমন করিতে সাম্রাজ্যের সমস্ত সৈন্যের প্রয়োজন হইবে—আকবরনামা।

২. কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে "দিওয়াজা" বদাওনী বলেন 'দিলাওয়া ও দিহমিরি।' আর আকবরনামাতে আছে, দেহ্সুহা ও দমহরি।"

৩. ইহার পাঁচটি শক্তিশালী স্তম্ভ ছিল, সুলতান সলিম খান আফঘান যখন তিনি ক্ষখরদের সহিত যুদ্ধ করেন তখন ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

৪. প্রায় ছয় মাসকাল বদাওনী বলেন যে দুর্গে শস্য অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে এবং প্রতিদিন সৈন্য দুর্গ ছাড়িয়া যাইতে থাকে।

৫. আবুল ফযল ও ফৈযী বলেন যে আদালীর পরাজয় ও মৃত্যুর ফলেই প্রকৃতপক্ষে এই আত্মসমর্পণ সম্ভবপর হয়।

www.alimaanfoundation.com

যখন দুর্গে প্রবেশ করিলেন তখন সিকান্দর তাহার সহিত অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জকভাবে কথা বলিতে লাগিলেন এবং স্বীকার করিলেন তিনি অত্যন্ত উদ্ধত ও অহমিকাপূর্ণ হইয়াছিলেন আর তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাহার বাধা দিবার চেষ্টা বৃথা। তিনি অনুনয় করিয়া বলেন যেন তাহাকে বাংলাদেশে চলিয়া যাইতে দেওয়া হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্যে বিশ্বস্ত থাকিবেন আর প্রতিভূস্বরূপ তাহার পুত্রকে রাখিয়া যাইতে চান। আতকা খান ফিরিয়া আসিয়া এই প্রস্তাবসমূহ পীর মুহম্মদ খানের মাধ্যমে খান খানানকে জ্ঞাত করান এবং খান খানান এইগুলি সম্রাটকে জানাইলে তিনি সহৃদয়তার সহিত এইগুলি অনুমোদন করেন। তদনুযায়ী সিকান্দর ঘাযি খান শূরের সহিত তাহার পুত্র আবদুর রহমানকে প্রেরণ করেন এবং তাহাদের সহিত তিনি কতিপয় যোদ্ধাহস্তী ও নানাপ্রকার জিনিস করূরূপে প্রেরণ করেন। ফলে ৯৬৪ হিঃ ২৭ই রমযান দুর্গটি রাজকীয় বাহিনীর হস্তে সমর্পণ করা হয়।[১] ২রা শাওয়াল সেনাবাহিনী লাহোর প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করে। চার মাস চৌদ্দ দিন পর সেনাবাহিনী লাহোর হইতে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হয়।

একদিন সেনাবাহিনী যখন মানকোটে বিশ্রাম করিতেছিল সম্রাট ফতুহা ও বখশ, নামীয় দুইটি হস্তীকে তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য যুদ্ধ করিতে আনা হয়; আর জন্তুগুলি যখন পরস্পরকে চাপ দিতেছিল তখন ইহারা খান খানানের তাঁবুর অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া যায়। ঘটনাক্রমে এই সময় খান অসুস্থ ছিলেন এবং ফোঁড়া হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ জাগে যে সম্ভবতঃ সম্রাটের ভৃত্যগণ হস্তীগুলিকে ঐ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে এবং তাহার চতুষ্পার্শে যে সব লোক ছিল তাহারাও এই মনোভাবে ইন্ধন যোগায়। ফলে তিনি সম্রাটের নিকট একজন লোক প্রেরণ করিয়া জানিতে চাহেন যে তাহার শত্রুরা তাহার কি দোষের অভিযোগ করিয়াছে যাহার ফলে রাজকীয় রোষের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।[২] লাহোর পৌঁছিয়াও খান খানান ব্যাপারটা ভুলিতে পারিল না; এবং শামসুদ্দীন মুহম্মদ আতকাকে ডাকিয়া আনিয়া তিনি তাহাকে তাহার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিলেন যে সম্রাটের এই নির্দয় কাজ তাহার প্ররোচনায়ই সংঘটিত হইয়াছে। আতকা খান যখন এই অভিযোগ শুনিলেন তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ফলে তিনি তাহার পুত্রদের

১. সিকান্দর বিহার ও খরিদ জেলাদ্বয় জায়গীর লাভ করেন। দুই বৎসর পর তিনি ইন্তেকাল করেন —আকবরনামা।

২. আবুল ফযলের মতে বৈরাম মাহম আনকার মারফতে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। (আকবরনামা)। 'সম্রাট তাহাকে নিশ্চয়তা দান করেন যে ইহা দৈবাৎ ঘটিয়া যায়।"

www.alimaanfoundation.com

সকলকে সহ খান খানানের গৃহে গমন করিলেন এবং কোরান ছুঁইয়া শপথ করিলে পর তাহার সন্দেহ দূর হইল।[১]

চার মাস চৌদ্দ দিন পর সেনাবাহিনী লাহোর হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিল।[২] জালন্ধর পৌঁছিয়া অপেক্ষা করা হইল এবং খান খানানের সহিত সুলতান বেগমের বিবাহ দেওয়া হইল। ইনি ছিলেন ভূতপূর্ব সম্রাট হুমায়ুনের ভাগিনেয় মির্যা নূরুদ্দীনের কন্যা। সম্রাট হুমায়ুন তাহার জীবদ্দশায়ই তাহাকে খান খানানের নিকট বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং বর্তমানে সম্রাট আকবরের নির্দেশে এই বিবাহ সংঘটিত হইল। খান খানান এক অতি চমৎকার ভোজ দিলেন এবং তাহাতে সম্রাটকেও দাওয়াত দিলেন এবং সম্রাট অনুগ্রহ সহকারে তাহার উপস্থিতি দ্বারা উৎসবটিকে মহিমান্বিত করিলেন। এই উপলক্ষে খান অত্যন্ত দয়াশীল হইয়া উঠে। তৃতীয় ইলাহী বৎসরের শুরুতে সেনাবাহিনী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা পুনরারম্ভ করেন।

www.alimaanfoundation.com

রাজত্বের তৃতীয় বৎসর

এই বৎসরের শুরু হয় মঙ্গলবার, ২০শে জুমাদাল আউয়াল, ৯৬৫ হিঃ ১০ই মার্চ ১৫৫৮। এবং ২৫শে জুমাদাস সানী সম্রাট দিল্লী পৌঁছেন। অতঃপর তিনি তাহার প্রজাবৃন্দ ও সেনাবাহিনীর সম্বন্ধে মনোযোগী হন এবং তাহার মন্ত্রণায় ন্যায়পরায়ণতা ও দয়াশীলতা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। খান খানান রাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ ও আমীরদের সঙ্গে একযোগে সপ্তাহে দুইবার দিওয়ানখানায় সমবেত হইতেন এবং সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতেন।

এই বৎসর ভূতপূর্ব সম্রাটের একজন প্রধান আমীর খাজা কালান বেগের পুত্র মুসাহিব খানকে খান খানানের নির্দেশে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয় কারণ তিনি খানের প্রতি অত্যন্ত বৈরী ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই বৎসরে একদিন সম্রাট লখনা[৩] নামীয় একটা হাতীতে চড়িয়া বাহির হন, আর তিনি যখন যাইতেছিলেন সেই সময় এই জন্তুটি অপর একটি জন্তুর প্রতি ছুটিয়া যায়। ঘটনাক্রমে ইহা একটি গর্তে আসিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায় এবং সম্রাট

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই অংশটি নাই, কিন্তু ইহা আলফীর বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়।
২. ৯৬৫ হিঃ ১৫ই সফর—আকবরনামা।
৩. হিন্দীতে তাহারা ইহাকে বলে 'কওয়ানা'—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

তাহার আসন হইতে ছুটিয়া জন্তুটি ঘাড়ে পড়িয়া যান, কিন্তু তাহার পা জন্তুটির ঘাড়ে বাঁধা একটি রশিতে আটকাইয়া যায়। যে লোকটি তাহার পিছনে চড়িয়াছিল সে মাটিতে নামিয়া আসে, কিন্তু সম্রাট যতক্ষণ কতিপয় লোক আসিয়া রশি হইতে তাহার পা ছাড়াইয়া না দেওয়া পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকেন। হস্তীটি স্বীয় ক্ষমতাবলে নিজেকে উদ্ধার করিয়া আনে এবং পুনরায় ইহার উপর চড়িয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর ছয় মাস গত হইলে সম্রাট একটি নৌকায় আরোহণ করেন এবং আগ্রা আগমন করেন, তিনি তথায় পৌঁছেন ৯৬৬ হিঃ ১৭ই মুহররম মাসে (৩০শে অক্টোবর ১৫৫৮), তৃতীয় ইলাহী বৎসর।[১]

এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম ঘটনা হইল মৌলানা পীর মুহম্মদ শিরওয়ানী সম্পর্কে। পীর ছিলেন খান খানানের প্রধান কার্যনির্বাহক (উয়াকিল-ই-মুতলক,[২] এবং রাষ্ট্রের সকল কার্যাবলীই তাহার হাত দিয়া সম্পন্ন হইত। এই লোকের নিকটই আমীরগণ ও অফিসারগণকে তাহাদের আবেদন পেশ করিতে হইত এবং যে বহু উচ্চ নীচ, তাহার দরবারে হাজির হইতেন, তিনি কদাচিৎ তাহাদের আমল দিতেন। এখন তাহার মেজাজ এরূপ উদ্ধত ও বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠিল যে কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি তাহার গৃহ হইতে বাহিরেই আসিতেন না। খান খানান তাহাকে অসুস্থ মনে করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাহার ক্রীতদাস খান খানানের ইচ্ছা পীরকে জ্ঞাত করান পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইহাতে খান খানান অত্যন্ত রুষ্ট হন। পীর মুহম্মদ যখন এই ঘটনার সংবাদ পাইলেন তখন তিনি ছুটিয়া বাহির হইলেন এবং খান খানানের নিকট যথেষ্ট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। খান খানান তাহাকে বলিলেন কিভাবে ক্রীতদাসটি তাহাকে গৃহে ঢুকিতে দেয় নাই। পীর ওজর দিল যে ক্রীতদাসটি তাঁহাকে চিনে না। খান খানান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি করিয়া জানেন ক্রীতদাসটি কি ভাবিয়াছে। কিন্তু এই সব ঘটনা সত্ত্বেও খান খানান যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহার ভৃত্যগণকে তাহার পরিচর্যা করিতে দেওয়া হইল না, শুধুমাত্র মীর-ই-ফরাঘত তাহির মুহম্মদ সুলতান কোন রকমে তাহার প্রভুর দেখাশুনা করিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ

১. তিনি শহরের দুর্গটিতে বাস করিতে থাকেন, ইহাকে বলা হইত 'বাদল গড়'—আকবরনামা।

২. বদাওনী বলেন যে একদিন খান খানান ও পীর মুহম্মদ একত্র শিকারে গমন করিয়াছেন, এবং প্রথম জন ক্ষুধার্ত হওয়ায় পীর তাহাকে ও তাহার দলীয় লোকজনকে আহার প্রদান করেন। খান দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হন যে পীর মুহম্মদের শিকারের সাজ-সরঞ্জামের সহিত তেত্রিশ শত শরবতের পাত্র ও আটশত খাবারের বাসন ছিল।

www.alimaanfoundation.com

করিতে সক্ষম হইলেন। খান খানান খানিকক্ষণ বসিলেন; কিন্তু তিনি যখন বাহির হইয়া আসিলেন তখন তিনি পীর মুহম্মদের এই ব্যবহার সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন। কয়েক দিন পর তিনি খাজা আমিনুদ্দৌলা মাহমুদ, পরবর্তীকালে খাজা-ই জাহান, মীর আব-দুল্লা বকসী, খাজা মুহম্মদ হুসেন বকসী এবং তাঁহার অন্যান্য কতিপয় অনুচরকে পীর মুহম্মদ খানের নিকট প্রেরণ করিয়া এই সংবাদটি দিলেন; "পূর্বে তুমি ছিলে একজন দরিদ্র ছাত্র, দীনহীন বেশে কান্দাহার আগমন করিয়াছিলে; কিন্তু আমি তোমার মধ্যে কতিপয় সৎগুণের লক্ষণ দেখিয়াছিলাম এবং কতিপয় পুরাতন সেবার কথা মনে রাখিয়াছিলাম। ফলে আমি তোমাকে খান ও সুলতানের মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছি, কিন্তু তোমার স্বভাব এই মহা উন্নতি বহন করিতে পারিতেছে না এবং তোমার চরিত্রের দোষগুলি তোমাকে পাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং আমি কিছুকালের জন্য তোমাকে তোমার পদমর্যাদা হইতে বিচ্যুত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি, যাহাতে তুমি তোমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া পাইতে পার। তুমি অবশ্যই তোমার পতাকা, নাকাড়া ও সম্মানের অন্যান্য সকল চিহ্নসমূহ প্রত্যর্পণ করিবে।" ফলে মর্যাদার সকল প্রতীক তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে নিয়া যাওয়া হয় আর তিনি সাধারণ পীর মুহম্মদে পরিণত হন। ইহার কিছু দিন পর খান খানানের নির্দেশে তাহাকে বয়ানা দুর্গে নেওয়া হয় এবং তথা হইতে মক্কায় প্রেরণ করা হয়; তিনি গুজরাট গমন করেন এবং বৈরাম খানের পতন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া ঐ সময় দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন।

খান খানানের ভকিলের যে পদটি এইরূপে পীর মুহম্মদের নিকট হইতে নিয়া নেওয়া হয়, তাহা খানের অপর এক ভৃত্য হাজী মুহম্মদ সিসতানীকে দেওয়া হয়। এই সময়ে সদরাত-ই- মামালিকের (সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক) পদমর্যাদা দেওয়া হয় দিল্লীর শেখ জামাল কাম্বুর পুত্র শেখ গদাইকে। খান খানানের সুপারিশেই তাহাকে এই পদ দেওয়া হয় কারণ তাহার গুজরাটে নির্বাসন যাপনের সময় শেখ যে তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন তিনি তাহা মনে রাখিয়াছিলেন।[১] এইরূপে শেখকে যে সম্মানে ভূষিত করা হইল তাহার ফলে তিনি হিন্দুস্তান ও খুরাসানের সকল আমীরের উপর মর্যাদায় প্রাধান্য লাভ করিলেন। এই সময়েই ঐ মহাপুরুষের লক্ষণ-যুক্ত মীর আবদুল লতিফ কাযউইনী সম্রাটের শিক্ষক নিযুক্ত হন আর সম্রাট প্রায়ই তাহার সঙ্গে মরমী ভাষায় গজল পাঠ করিতেন।

গোয়ালিয়র দুর্গটি ইহার উচ্চতা ও শক্তির জন্য সুবিখ্যাত ছিল এবং ইহা সব সময়েই শক্তিশালী রাজাদের আবাসস্থল ছিল। সলিম খানের ইসলাম শাহ) পর

---

১. আবুল ফযলের মতে তিনি বৈরাম খানের উপর প্রভূত প্রভাব প্রয়োগ করিতেন আর এই নিয়োগের ফল অনিষ্টকর হয়— আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

সুলতান মুহম্মদ আদালী ইহা তাহার একজন ঘুলাম সুহাইলের কর্তৃত্বে স্থাপন করেন। আগ্রায় যখন আকবরের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন হাবিব আলী সুলতান, মকসুদ আলী কোর ও কিয়া খানকে দুর্গটি অধিকার করিতে প্রেরণ করা হয়। তাহারা কয়েকদিন ইহা অবরোধ করিয়া রাখেন এবং দুর্গ রক্ষী বাহিনী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে।[১]

রাজত্বের চতুর্থ বৎসর

এই বৎসর শুরু হয় ৯৬৬ হিঃ ২রা জুমাদাল আখির শুক্রবার (১০ই মার্চ ১৫৫৯ খ্রীঃ)। এই বৎসরে খান যমানকে শর্কী রাজাদের রাজধানী জৌনপুর, যাহা তখন আফঘানদের দখলে ছিল, তাহা অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। তদনুযায়ী তিনি এক বিরাট বাহিনীসহ তথায় অভিযান করেন এবং কতিপয় বড় বড় বিজয় লাভ করিয়া তিনি ঐ দেশটি অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই বৎসর হাবিব আলী খানকে রনথম্ভোর দুর্গের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। শের খান আফঘানের রাজত্বকালে এই দুর্গটি হাজী খান নামে তাহার একজন ঘুলামের অধীনে ছিল আর এই হাজী খান বর্তমানে এই দুর্গটি রায় সুর্জনের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়, আর রায় সুর্জন ছিলেন এই অঞ্চলের প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী রায় উদি সিংহের আত্মীয় আব খিশান)। তিনি প্রত্যেকটি পরগণাই তাহার অধীনে আনয়ন করেন এবং তাহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। হাবিব আলী তাহার সেনাবাহিনীসহ দুর্গটি অবরোধ করেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ বিধ্বস্ত করেন; অতঃপর আমীরগণ তাহাদের জায়গীরে চলিয়া যায়।

শেখ মুহম্মদ ঘাউস গুজরাট হইতে আগ্রা আগমন করেন; কিন্তু যেহেতু শেখের স্মৃতিকথা এই গ্রন্থে এই যুগের শেখদের স্মৃতিকথার সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে, এই স্থানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ৯৬৬ সালে শেখ তাহার শিষ্যগণ ও এক বিরাট দলসহ আগ্রা আগমন করেন এবং রাজকীয় অভ্যর্থনা দ্বারা সম্মানিত হন। কিন্তু তাহার ও শেখ গদাই-এর মধ্যে মনোমালিন্য ছিল এবং খান খানানের উপর শেখ গদাইর প্রভূত প্রভাব ছিল; ইহার ফলে শেখ মুহম্মদ খান খানান হইতে তিনি যেরূপ মনোযোগ পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন

১. রবিউল-আখির মাসে—আলফী।

www.alimaanfoundation.com

ছিলেন তাহা পাইলেন না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাহার বাসস্থান গোয়ালিয়রে চলিয়া যান এবং তথায় তাহার শেষ দিন পর্যন্ত অবস্থান করিয়া একজন শেখের কর্তব্য পালন করেন। সম্রাট তাহাকে এক ক্রোড় (তঙ্কা?) পেনশন দেন।

এই সময়ে যখন দরবার আগ্রাতে ছিল, খান যমানের ভ্রাতা বাহাদুর খান মালব বিজয়ের জন্য অভিযান করেন। ইহা পূর্বে খিলজী সুলতানদের অধিকারে ছিল কিন্তু ইহা শুজা খান আফঘানের পুত্র বায বাহাদুর অধিকার করিয়াছিল। তিনি যখন সিরি শহরে পৌঁছেন তখন বৈরাম খান সম্বন্ধে গণ্ডগোল শুরু হয় এবং খানের নির্দেশে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

রাজত্বের পঞ্চম বৎসর

এই বৎসরের শুরু হয় ৯৬৭ হিঃ ১৬ই জুমাদাল আখির, শনিবার (১০ই মার্চ ১৫৬০ খ্রীঃ)। সাম্রাজ্যের কার্যভার পরিচালনার সাধারণ দায়িত্ব ছিল বৈরাম খানের উপর ন্যস্ত; কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ কুচক্রী লোকের অভাব ছিল না যাহারা সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন হইবার চেষ্টা করিতেছিল তাহারা সম্রাটের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিবার জন্য কুৎসা গাহিবার কোন সুযোগ নষ্ট করিত না। এই সব লোকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আধম খান। তিনি মাহম আনকার[১] পুত্র হওয়ার ফলে অন্যান্য সভাসদদের

১. ফিরিশতা, বদাওনী ও অন্যান্য গ্রন্থে এই নামটি 'আতকা' রূপে ছাপা হইয়াছে, আতকা অর্থাৎ পিতা। ফিরিশতার ব্যাখ্যাটি কার্যকরী। তিনি বলেন যে, "একজন ধাত্রীর স্বামী ও তাহার পুরুষ আত্মীয়দের বলা হয় আতকা; কিন্তু ধাত্রীকে তুর্কী ভাষায় বলা হয় আনকা (অথবা কলিকাতার চাঘতাই অভিধানের উচ্চারণ অনুযায়ী আনাগাহ), দুধ ভাইকে বলা হয় 'কোকা' (অথবা একত্র যোগ করিয়া কোকালতাশ) আবুল ফযল যাহাকে লিখিয়াছেন (গাকলতাশ)। মাহম আনকা ছিলেন আকবরের ছোট বেলার ধাত্রী এবং তিনি "দোলনা হইতে তাহার সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত তাহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন।" আকবরনামাতে তাহার পদমর্যাদা ও যে প্রভাব প্রয়োগ করিতেন তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ছিলেন আকবরের আয়া এবং তিনি যখন বয়োপ্রাপ্ত হন তখন তিনি তাহার হারেমের প্রধান হন। তিনি তাহার উপর মহাপ্রভাব প্রয়োগ করিতেন এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনেও তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বৈরাম খানের পতনে তাহার ভূমিকা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে এবং ঐ ঘটনার পর তিনি, আবুল ফযলের মতে, প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার নির্দেশক ও প্রকৃত মন্ত্রীতে পরিণত হন। কে যে তাহার স্বামী ছিল তা পরিষ্কার বুঝা যায় না, তবে শাহাবুদ্দীন আহম্মদ খান তাহার আত্মীয় ছিলেন। তাহার পুত্র আযম খান সম্বন্ধে মিঃ ব্লুকম্যান লিখিয়াছেন যে "তাহার পিতার নাম অজ্ঞাত; সম্ভবতঃ তিনি একজন রাজকীয় জারজ সন্তান।" পিতৃত্বের ব্যাপারটা রহস্যাবৃত, কিন্তু মাহম আনকা সম্বন্ধে আবুল ফযল যে সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন করিয়াছেন তাহা এইরূপ কোন কিছুর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

www.alimaanfoundation.com

চেয়ে তাহার পদমর্যাদা উচ্চতর ছিল। তাহার মাতার সহিত একমত হইয়া তিনি প্রতিনিয়তই তাহার শত্রুতা প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু খান খানানের বিজ্ঞতা ও দক্ষতা এত সুস্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল যে আধমের দুষ্ট প্রকৃতির মন্তব্যসমূহ রাজকীয় সমর্থন লাভে সক্ষম হইত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৯৬৭ হিঃ ৮ই জুমাদাস সানী সম্রাট এক শিকার অভিযানে গমনের জন্য যমুনা নদী অতিক্রম করেন আর খান খানান সরকারের দায়িত্বে আগ্রা থাকিয়া যান। সম্রাট দিল্লীর অর্ধপথে সিকান্দর শহরে পৌঁছেন। এই সময়ে শাহাবুদ্দীন আহমদ খান নিশাপুরী দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন আর সম্রাটের মাতা মহান মরিয়াম মকানী ঐ শহরে ছিলেন। মাহম আনকা ছিলেন শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের আত্মীয়া,[১] তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে তিনি সর্বোত্তম যাহা করিতে পারেন তাহা হইল সম্রাটকে দিল্লী গমনে প্ররোচিত করা এবং তথায় গমনের পর শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের সহিত মিলিয়া কোন পন্থা গ্রহণ করিলে ভাল হইবে তাহা স্থির করিতে পারেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য তিনি সম্রাটের নিকট নিবেদন করেন যে মহান মরিয়াম মকানী দুর্বল অসুস্থ অবস্থায় আছেন এবং তাহাকে দেখিবার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ সম্রাটকে অত্যন্ত বিচলিত করিল এবং তিনি দিল্লী গমনের[২] সংকল্প করিলেন। শাহাবুদ্দীন পূর্ণ আড়ম্বরের সহিত সম্রাটকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগমন করিলেন এবং সাদরে গৃহীত হইলেন।

মাহম আনকা শাহবুদ্দীনের সহিত একমত হইয়া বৈরাম খানের বিরুদ্ধে সম্রাটের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিবার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন। এইরূপে তিনি ইঙ্গিত করিলেন যে যতক্ষণ বৈরাম খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহে সম্রাটের নিজের কোন ইচ্ছা কার্যকরী হইবে না।—আর সমস্ত ক্ষমতাই খানের হস্তে ন্যস্ত এবং সম্রাট তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন। অবশেষে তিনি বলিলেন যে খান খানান যখন জানিতে পারিলেন যে তিনিই (মাহম আনকা) সম্রাটের দিল্লী গমনের কারণ, তখন তিনি তাহার বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করিবেন আর তিনি তাহার বৈরীতার বিরুদ্ধে কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন যেন তাহাকে মক্কা গমনের অনুমতি দেওয়া হয় যাহাতে সম্রাটকে এইখানে ব্যক্তিগতভাবে শেষ করিবার বদলে তিনি ঐ পবিত্র শহরে সম্রাটের জন্য তাহার অবর্তমানে মোনাজাত করিতে পারেন। মাহম আনকার অধ্যবসায়পূর্ণ পরিচর্যা সম্রাটের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি তাহার সহিত বিচ্ছেদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন যে তিনি তাহার অপরাধ মার্জনা করিতে

---

১. এই লাইনটি একমাত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপিতে আছে।

২. "তিনি ২৮ই জুমাদাল আখির দিল্লী পৌঁছেন।"

www.alimaanfoundation.com

খান খানানকে অনুরোধ করিবেন এবং তিনি খানকে এইরূপ একটি সংবাদ প্রেরণ করিলেনঃ "আমি যেহেতু আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়াই এতদূর চলিয়া আসিয়াছি, আমার পরিচারকগণ আপনার সন্দেহভাজন হইয়াছে। এখন আপনি অবশ্যই তাহাদের সম্বন্ধে কোন কিছু মনে রাখিবেন না যাহাতে আপনি প্রশান্ত চিত্তে আমার সেবা করিয়া যাইতে পারেন।" শাহাবুদ্দীন আহমদ তাহার কার্যাবলীতে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। তিনি দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহের কর্তৃত্ব লাভের জন্য সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। আর সর্বদাই মাহম আনকার সহিত যোগাযোগে সম্রাটের অনুচরদের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে লাগিলেন।

সম্রাটের বার্তা প্রাপ্তির পর খান খানান গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত খাজা আমীনুদ্দিন মাহমুদ, হাজী মুহম্মদ সিসতানী এবং তরসুন বেগকে এই সংবাদটিসহ সম্রাটের নিকট শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রেরণ করিলেন, "আপনার এই ভৃত্যের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা তাহাকে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধেই কিছু করিতে দিবে না; কারণ যাহারা বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করে দয়া ও অনুগ্রহই তাহাদের প্রাপ্য, অন্য কিছু নহে।"

সম্রাটের কানে খান খানানের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর গল্প কাহিনী দেওয়া হইতেছিল, ফলে খানের বার্তা সম্রাটের অনুমোদন লাভ করিল না. এবং বার্তাবাহকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। খান খানানের প্রতি সম্রাটের অসন্তোষের খবর যখন প্রচার হইয়া পড়িল, তখন সকলেই তাহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং সম্রাটের দিকে চাহিয়া রহিল। যাহারা প্রথমেই সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিল তাহাদের মধ্যে ছিলেন কিয়া খান গঙ্গ। মাহম আনকা, শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের সহায়তায় যাহারা দরবারে আগমন করিল তাহাদের প্রত্যেককেই পদমর্যাদা ও উপযুক্ত জায়গীর দানের প্রলোভন দিয়া অনুপ্রাণীত করিলেন।

বহু দিন হইতে খান খানান পবিত্র স্থানসমূহে হজ করিতে গমনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি তখনও তাহার প্রতি অনুরক্ত আমীর ও খানদের তাহার এই পরিকল্পনার কথা জানাইলেন এবং তৎপর সম্রাটের চাকুরী ত্যাগ করিলেন। মালব হইতে ডাকিয়া আনিয়া বাহাদুর খানকে তিনি এই লোকগুলির সহিত প্রেরণ করিলেন এবং আগ্রা ত্যাগ করিয়া[১] পবিত্র স্থানসমূহে গমনের পথে নাগোর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

১. তিনি ১২ই রজব নাগোরের উদ্দেশ্যে আগ্রা ত্যাগ করেন এবং বিয়ানা পৌঁছিয়া তিনি শাহ আবুল মা'আলী ও মুহম্মদ আমিন দিওয়ানাকে মুক্ত করিয়া দেন এবং তাহাদের সম্রাটের নিকট গমনের নির্দেশ দেন। কিন্তু আবুল ফযল বলেন, যে তাহার এই উশৃঙ্খল লোকদের মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উস্কানী দেওয়া—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

বিয়ানা পৌঁছিয়া তিনি তথায় কারারুদ্ধ মুহম্মদ আমিন দিওয়ানাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। যে মুহূর্তে খান খানানের আগ্রা ত্যাগের সংবাদ পোঁছিল, তখনই শাহাবুদ্দীন আহমদ খান ও মাহম আনকা সম্রাটের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তিনি পাঞ্জাব আক্রমণের উদ্দেশ্যেই আগ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। সম্রাট তখন মীর আবদুল লতিফকে এই সংবাদ দিয়া খান খানানের নিকট প্রেরণ করেন যে: "যেহেতু আপনার সততা ও আনুগত্যের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল আমি রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজই আপনার দায়িত্বে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম এবং আমি শুধু আমার আরাম আয়াসের প্রতিই মনোযোগ দিয়াছিলাম। আমি এখন সাম্রাজ্যের শাসনভার আমার স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছি এবং আপনি অনেক দিন হইতে যে মক্কায় হজ করিতে গমনের বাসনা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন আপনার তাহা সম্পন্ন করিতে যাওয়াই বিধেয়। হিন্দুস্তানের পরগণাগুলি হইতে আপনাকে উপযুক্ত জায়গীর আপনার ভরণ-পোষণের জন্য বরাদ্দ করা হইবে, আপনার প্রতিনিধিগণ তাহার রাজস্ব আপনার নিকট প্রেরণ করিবে।"

মীর আবদুল লতিফ যখন খান খানানকে এই সংবাদটি দিলেন, তিনি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন এবং মীরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি নাগোর গমনের উদ্দেশ্যে মেওয়াট ত্যাগ করিলেন। তাহার সকল অনুচরের মধ্যে বর্তমানে শুধু ওয়ালী বেগ যুল কদর, তাহার পুত্রদ্বয় হুসেন কুলি বেগ ও ইসমাইল কুলি বেগ, যাহারা তাহার আত্মীয় ছিলেন, শাহ কুলি মাহরিম, তাহার ভাগিনেয় হুসেন খান ও তাহার জামাতা মাহদী কাসিম খান তাহার সঙ্গে রহিল। নাগোর পৌঁছিয়া তিনি তাহার পতাকা, নাকাড়া, ও পদমর্যাদার অন্যান্য প্রতীক হুসেন কুলি বেগের মারফতে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। সম্রাট দিল্লী ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাব অভি-মুখে গমন করিতেছিলেন।[১] তিনি যখন ঝাঝর পরগণায় পৌঁছেন তখন হুসেন কুলি বেগ তাহার সাক্ষাৎ লাভ করে। যে সব লোক উপস্থিত ছিল (বেগের সহিত) তাহাদের মধ্যে ছিল শাহ আবুল মা'আলী। তিনি অশ্বারোহণে থাকার ফলে সম্রাটকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হন এবং এই অপরাধীকে বন্দী করিবার নির্দেশ দেন এবং শাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট তাহাকে আটক রাখিবার জন্য সমর্পণ করেন। পতাকা ও পদমর্যাদার অন্যান্য প্রতীক প্রত্যর্পণে সম্রাট অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

পীর মুহম্মদ খান শিরওয়ানী, যাহাকে খান খানান দেশ হইতে বিতাড়িত

---

১. "নাগোর"—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

করিয়া মক্কা প্রেরণ করিয়াছিলেন, (সমুদ্রযাত্রার) উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় গুজরাট অবস্থান করিতেছিলেন। খান খানানের পদচ্যুতির সংবাদ পাইয়া তিনি অতি দ্রুত দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি অত্যন্ত মর্যাদার সহিত গৃহীত হইলেন এবং নাসিরুল মূলক উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইলেন আর একটি পতাকা ও নাকাড়া লাভ করিলেন। অতঃপর একদল সৈন্যসহ তাহাকে খান খানানকে দ্রুত মক্কা প্রেরণের জন্য পাঠান হইল এবং তদনুযায়ী তিনি তাহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সম্রাট দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর ফরমান জারি করিয়া মুনিম খানকে কাবুল হইতে তলব করা হইল।

যেহেতু গুজরাট গমনের পথে যৌনপুরের রাজা মালদেও বৈরাম খানকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মকভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, খান তাহার গতিবিধি বিলম্বিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত নাগোর হইতে বিকানীর অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ দেশের জমিদার রায় কল্যাণ মল ও তাহার পুত্র রায় সিং[১] তাহাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত অভ্যর্থনা করেন এবং তাহার সহিত আতিথেয়তাপূর্ণ ব্যবহার করেন। ঐ স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করিবার পর এবং ভ্রমণের ক্লান্তি হইতে বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি জানিতে পারিলেন যে পীর মুহম্মদ খানকে তাহার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে এবং ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও বিচলিত হন। কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক সুযোগ বুঝিয়া খান খানানের মনোভাবকে বিষাক্ত করিয়া তোলেন এবং তাহাকে বিদ্রোহাত্মক কাজে উত্তেজিত করেন এবং তিনি পাঞ্জাব অভিমুখে গমন করেন।

তিনি যখন শের মুহম্মদ দিওয়ানার জায়গীর তবরহিন্দে (সিরহিন্দ) পৌঁছেন, তাহার একজন পুরাতন ভৃত্য, যাহার প্রতি তিনি অত্যন্ত মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খান খানান তাহার পুত্র মির্যা খানকে (আবদুর রহমানকে) তথায় রাখিয়া যান। তিনি তখন তিন বৎসর বয়সে পড়িয়াছেন কিন্তু বর্তমানে তিনি খান খানান ও সিপাহসালার (প্রধান সেনাপতি) পদে উন্নীত হইয়াছেন। তিনি তাহার মহিলাগণকে এবং সম্পত্তিও তথায় রাখিয়া যান। ইহার পর শের মুহম্মদ তাহার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন এবং খান খানানের পরিবার পরিজনের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন। খান খানান যখন দিবালপুর পরগণায় তখন তিনি এই ঘটনাবলীর সংবাদ পান। তিনি তাহার দেওয়ান খাজা মুযাফফর আলীকে (পরবর্তীকালে যিনি মুযাফফর খান হইয়াছিলেন) দরবেশ মুহম্মদ উযবেককে সহ শের মুহম্মদকে তিরস্কার করিয়া ব্যাপারটার মীমাংসা করিবার জন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি

১. ইহারা বিকানীদের রাঠোর উপজাতির এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে প্রায়ই তাহাদের নাম দেখা যাইবে।

www.alimaanfoundation.com

মুযাফফর আলীকে বন্দী করেন এবং সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। এই সব ঘটনাবলীতে বিচলিত অবস্থায় খান জালন্ধরে গমন করে।

সম্রাটকে খান খানানের পাঞ্জাব গমনের সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি শামসুদ্দীন মুহম্মদ খান আতকা তাহার পুত্র ইউসুফ খান, শাহাবুদ্দীন আহম্মদ খানের এক আত্মীয় হুসেন খান ও একদল আমীরকে পাঞ্জাব প্রেরণ করেন। রাজকীয় বাহিনী যখন দগদার[১] শহরে পৌঁছে এবং তথা হইতে কোনা[২] পরগণার দিকে যাত্রা করে তখন তাহারা খান খানানকে কোণঠাসা করিয়া আনে এবং তিনি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করেন এবং রাজকীয় বাহিনীর মোকাবিলা করেন। এক ভয়ানক যুদ্ধ বাধে, যাহাতে উভয় পক্ষে প্রচুর লোকক্ষয় হয়[৩] এবং খান খানান পরাজিত হইয়া শিবালিক পর্বতশ্রেণীর দিকে পলায়ন করেন। ওয়ালী বেগ যুল-কদর ও তাহার পুত্র ইসমাইল কুলি বেগ (যিনি বর্তমান প্রধান আমীরগণের একজন) আহমদ বেগ, ইয়াকুব বেগ হামাদানী ও তাহার ভ্রাতাগণের সকলকে বন্দী করা হয় এবং প্রচুর দ্রব্যসম্ভার রাজকীয় বাহিনীর হস্তগত হয়। পঞ্চম ইলাহী বৎসরে অর্থাৎ ৯৬৭ হিঃ এই বিজয় ঘটে।

শামসুদ্দীন মুহম্মদ খান আতকা পাঞ্জাব অভিযান করিবার পর সম্রাট আবদুল মজিদ খান হারাভীকে [যাহাকে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল (সিলক-ই-উজারা) এবং আসফ খান[৪] উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল] দিল্লীর কর্তৃত্বে স্থাপন করিয়া ৯৬৭ হিঃ যিলকাজা স্বয়ং পাঞ্জাব অভিযান করে। তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ওয়ালী যুল-কদরের পুত্র হুসেন কুলি বেগকে আসফ খানের আয়ত্তাধীনে বন্দী করিয়া রাখেন এবং নির্দেশ দেন যেন তাহার সহিত সদয় ব্যবহার করা হয় আর তাহার কোন ক্ষতি না করা হয়। সম্রাট যখন জালন্ধরে পৌঁছেন মুকিম খান, যাহাকে কাবুল হইতে তলব করা হইয়াছিল, আসিয়া পৌঁছেন[৫] আর তাহার সঙ্গে আসে তারদী বেগ খানের ভাগিনেয় মুকিম খান ও অন্যান্য কতিপয় আমীর। মুনিম খানকে মন্ত্রীর

---

১. জালন্ধরের সন্নিকটে, শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যে অবস্থিত—আকবরনামা।

২. বদাওনী ইহাকে বলিয়াছেন 'কনুর'। আবুল ফজল বলিয়াছেন 'কোনপুর'। ফৈযী বলিয়াছেন, 'কোনাচুর', রাহেন পরগণার একটি গ্রাম।

৩. আবুল ফযল ও ফৈযীর মতে রাজকীয় বাহিনী প্রথমে প্রতিহত হয় এবং রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতিগণের পরম বীরত্ব প্রদর্শন ও চরম প্রচেষ্টার ফলে বিজয় সম্ভব হয়।

৪. আসফ ছিলেন সুলায়মানের উজির এবং তাহার বিজ্ঞতা প্রবচনে পরিণত হইয়াছিল।

৫. '১৫ই যিল কাজা'—আকবরনামা। মুকিম খান পরে শুজাত খান হয়। বদাওনী বলেন যে এই সাক্ষাৎকার লুধিয়ানাতে সংঘটিত হয়।

www.alimaanfoundation.com

পদমর্যাদায় (ওকালত) উন্নীত করা হয় এবং খান খানান উপাধি লাভ করেন, আর তাহার সঙ্গীয় আমীরগণ স্ব স্ব পদমর্যাদা অনুযায়ী অনুগ্রহ ও সম্মান লাভ করেন।

এই স্থানে আকবর শামসুদ্দীন মুহম্মদ খানের বিজয়ের সংবাদ পাইলেন। ঐ যুদ্ধে যাহারা বন্দী হইয়াছিলেন তাহাদিগকে ধৃত ও দীনহীন অবস্থায় সম্রাটের নিকট হাজির করা হয় এবং নিরাপদভাবে আটক রাখা হয়। তাহাদের একজন ওয়ালী বেগ গুরুতরভাবে জখম হইয়াছিলেন, তিনি কারাগারে ইন্তেকাল করিলেন। ফলে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তাহা দিল্লী প্রেরণ করা হয়। অতঃপর সম্রাট খান খানানের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শিবালিক[১] পর্বতের দিকে অগ্রসর হন। রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের[২] অধিকৃত শিবালিকের জেলা তালওয়ারার সন্নিকটে খান খানান আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদল দুঃসাহসী সৈন্য দ্রুত পার্বত্য অঞ্চলে গমন করে এবং স্থানটি ঘেরাও করিয়া প্রতিরোধকারীদের বহু লোককে হত্যা করে। এই যুদ্ধে সুলতান হুসেন জলাইর নিহত হন। তাহারা যখন তাহার মস্তিক খান খানানের সম্মুখে আনয়ন করেন ভাবাবেগে তিনি চীৎকার করিয়া উঠেন, "আমার এই জীবনটা এত মূল্যবান নয় যে আমার রক্ষার জন্য এইরূপ একটি লোক নিহত হইবে।" হতাশ ও উদ্বিগ্ন খান খানান তৎক্ষণাৎ তাহার একজন অনুচর জমান খানকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়া এইরূপ সংবাদ দেনঃ "আমি আমার কার্যাবলীর জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত, এইগুলি সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্বের মধ্যে ছিল না; কিন্তু আমি যদি সম্রাটের ক্ষমা দ্বারা অনুগৃহীত হই তবে আমি আমার অন্যায় কার্যাবলী মুছিয়া ফেলিব এবং আপনার নিকট নিজেকে হাজির করিব এবং আপনার ক্ষমা আশা করিব।"

এই বার্তা যখন সম্রাটের কানে পৌঁছান হয় তখন তিনি নির্দেশ দেন যে মৌলানা আবদুল্লা সুলতানপুরী, যিনি মখদুমুল মূলক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, দরবারের আরও বেশ কিছু অনুচরসহ খান খানানের নিকট গমন করিবেন এবং তাহাকে সম্রাটের সহৃদয়তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করিবেন।[৩] খান খানান যখন সম্রাটের তাঁবুর নিকটবর্তী হইলেন তখন সম্রাটের নির্দেশে আমীর ও খানদের সকলেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাহাকে সর্বপ্রকার

১. তিনি প্রথমে লাহোর গমন করেন, তথায় তিনি পৌঁছেন ২৬ই যিলহিজ্জা।—আকবরনামা।

২. আবুল ফযল বলেন: "তালওয়ারার রাজা গণেশ, তালওয়ারা শিবালিক পর্বতের মধ্যে একটি সুরক্ষিত স্থান। আর তাহার মতে রাজকীয় বাহিনীকে পার্বত্য অধিবাসীদের সহিত বেশ বড় রকমের যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল—আকবরনামা।

৩. বদাওনী বলেন যে মুনিম খান তাহাকে সম্রাটের নিকট নিয়া যান আর তিনি তাহার সমস্ত তাঁবু ও সকল অনুচর ভূতপূর্ব মন্ত্রীর সেবায় নিয়োজিত করেন।

www.alimaanfoundation.com

সম্মান প্রদর্শন করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করেন। সম্রাটের সম্মুখে হাজির হইয়া খান তাহার বিষণ্ন চেহারা আবেদনের ভূমিতে ন্যস্ত করে এবং তাহার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সম্রাট তাহাকে উপযুক্ত রাজকীয় মর্যাদায় গ্রহণ করেন এবং তাহাকে একটি চমৎকার সম্মানীয় পোশাক দান করেন। দুই দিন পর তিনি তাহাকে মক্কা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলিতে হজ করিতে যাওয়ার অনুমতি দান করেন।[১] অতঃপর রাজকীয় শিবির দিল্লী প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করে আর সম্রাট শিকারের উদ্দেশ্যে হিসারফিরোযা অভিমুখে গমন করেন।

খান খানান তাহার লোকজনসহ গুজরাটের পথে রওয়ানা হন। তিনি গুজরাটের পত্তন শহরে পৌঁছেন এবং তথায় কয়েকদিন বিশ্রাম করেন। ঐ সময় এই শহরটি ছিল মুসা খান লোদী পুলাদির শাসনাধীন। খান খানান শহরটি পরিদর্শনে গমন করেন এবং একদিন তিনি কোলাচী (হ্রদ) গমন করেন ইহা শহরের দৃষ্টি সীমার মধ্যে অবস্থিত এবং সহসনকের[২] জন্য বিখ্যাত। হিন্দী ভাষায় তাহারা ইহাকে বলে নরা। সহস্র মন্দিরের ন্যায় একটি রানামন্দ মন্দির ইহাকে খ্যাতনামা করে। এই স্থানটি দর্শন করিয়া তিনি নৌকাযোগে (হ্রদে) ভ্রমণে গমন করেন। তিনি যখন নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন তখন মুবারক খান লোহানী নামে একজন আফগান, যাহার পিতা মুঘলদের সহিত এক যুদ্ধে[৩] নিহত হইয়াছিল, প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাহার সহিত দেখা করিতে আসেন। তাহারা যখন করমর্দন করিতেছিল তখন সে তাহার ছোরা দ্বারা তাহাকে হত্যা করে।[৪] "মুহম্মদ বৈরাম" এই শব্দগুলিতে তাহার খুনের তারিখ নিহিত আছে। কতিপয় দুষ্কৃতিকারী অতঃপর মৃতের শিবির লুণ্ঠন করে মুহম্মদ আমিন দিওয়ানা ও বাবা জম্বুর অনেকগুলি খোজার সাহায্যে এই বিশৃঙ্খলা হইতে খান খানানের পুত্র মির্যা আবদুর রহিমকে[৫] উদ্ধার করেন। ঐ সময় তাহার বয়স ছিল মাত্র চার বৎসর, কিন্তু বর্তমানে তাহাকে খান খানানের উচ্চ পদে উন্নীত করা হইয়াছে। বালকটিকে তাহারা আহমদাবাদে নিয়া যায় এবং

---

১. বদাওনীর মতে সম্রাট তাহাকে অর্থ সাহায্য করেন এবং ছোট বড় সকল আমীর ও সভাসদগণ তাহাকে সহায়তা করেন, "এবং অর্থ ও দ্রব্য সাহায্য করে যাহাকে তুর্কীগণ বলে চগোষ।"

২. 'সহনস লং'—বদাওনী।

৩. খান খানানের নির্দেশে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল—বদাওনী।

৪. তাহার সঙ্গে ত্রিশ বা চল্লিশজন সঙ্গী ছিল। সে তাহার ছোরা দ্বারা খানকে পিছন দিকে আঘাত করে আর ইহার অগ্রভাগ তাহার বুক দিয়া বাহির হয় আর ঘাতকের একজন সঙ্গী তরবারি দ্বারা কাজটি সম্পূর্ণ করে—আলফী ও আকবরনামা।

৫. মুহম্মদ আমিন ও তাহার অনুচরদের সাহসিকতার ফলে তাহার মাতা ও পরিচারকগণও উদ্ধার পায়—আলফী।

www.alimaanfoundation.com

তথা হইতে তাহারা তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করে, এই আশায় যে তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন। সম্রাট শিশুটিকে পরম রাজকীয় অনুগ্রহে গ্রহণ করেন এবং তিনি যে সৎগুণসমূহ প্রদর্শন করেন তাহা এমনভাবে সম্রাটের মন জয় করিতে সক্ষম হয় যে তাহার উন্নতি হইতে হইতে তিনি খান খানান পদমর্যাদা লাভ করেন।

খান খানান (বৈরাম খান) যখন গুজরাট গমন করেন তখন সম্রাট শিকার করিবার উদ্দেশ্যে হিসার ফিরোযা অভিমুখে গমন করেন কিন্তু সেনাবাহিনীকে সোজা পথে দিল্লী প্রেরণ করা হয়। তিনি এক প্রকারের নেকড়ে বাঘ শিকার করিয়া, যেগুলিকে হিন্দীতে বলে চিতা, ৯৬৮ হিঃ ৪ঠা রবিউল আউয়াল (৯ই নভেম্বর ১৫৬০ খ্রীঃ) দিল্লীতে পেঁৗছেন এবং তথায় বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের জন্য স্বল্পকাল অবস্থান করেন। ২রা রবিউস-সানী তিনি নৌকাযোগে আগ্রার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ঐ মাসেরই ১২ তারিখে তথায় পেঁৗছেন।

www.alimaanfoundation.com

রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসর

এই বৎসরের শুরু হয় ৯৬৮ হিঃ ২৪শ জুমাদাল আখির (১০ই মার্চ, ১৫৬১ খ্রীঃ)। এই বৎসরে মুহম্মদ বাকি খানের বিবাহ সম্পন্ন হয়। সে মহিলার বংশ পরিচয় অপর এক স্থানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উৎসবটি অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন করা হয় এবং ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব ও ভোজ দেওয়া হয়।

শের খানের সময়ে মালব ছিল শুজাত খানের[১] অধীনে, আর তিনি ছিলেন তাহার নিজের বংশোদ্ভব (খাসা খাইল) এবং তাহার মৃত্যুর পর ইহা তাহার পুত্র বায বাহাদুরের অধিকারে আসে। এই সময় সম্রাট জানিতে পারেন যে, বায বাহাদুর নিজেকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় সমর্পণ করিয়াছে[২] এবং দেশের প্রতি কোনও মনোযোগ দিতেছেন না। ফলে অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকেরা দরিদ্র ও অসহায় লোকদের প্রতি উৎপীড়ন করিতেছে এবং কৃষক ও জনসাধারণ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাম্রাজ্যের সিংহাসনের মর্যাদা রক্ষার জন্য এই দেশটি ইহার আয়ত্তে আনয়ন প্রয়োজন হইয়া পড়িল যাহাতে তথায় শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়। ফলে আধম খান, পীর মুহম্মদ খান, সাদিক খান, কিয়া খান গঙ্গ, আবদুল্লা খান উযবেক, শাহ মুহম্মদ কান্দাহারী এবং অন্যান্য কতিপয় আমীরকে এই দেশটি জয় করিবার জন্য

---

১. তিনি সাধারণতঃ শুযাওয়াল খান' নামে পরিচিত ছিলেন, তবে বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন 'সযাওয়াল খান'।

২. আবুল ফযল তাহাকে মাতালও বলিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

মনোনিত করা হয়।[১] তদনুযায়ী তাহারা ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং তাহারা যখন ঐ দেশের সারঙ্গপুরের দশ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন, ঐ শহরে অবস্থানরত বায বাহাদুর তাহার অবহেলার স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন আর শহরের দুই ক্রোশ দূরে এক স্থানে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া তাহা সুরক্ষিত করেন।

সঙ্গীত ও হিন্দী গানের বিজ্ঞানে বায বাহাদুর ছিলেন তৎকালীন সময়ের নিপুণতম লোক। তিনি তাহার সময়ের এক বিরাট অংশ সঙ্গীত ও গায়কদের সাহচর্যে অতিবাহিত করিতেন। সম্রাটের বাহিনী যখন সারঙ্গপুর হইতে দশ ক্রোশ দূরে তখন আধম খান বায বাহাদুর তাহার সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে যে রক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করিয়াছিলেন তথায় এক অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তাহাকে তাহার এই রক্ষা ব্যবস্থার বাহিরে আনয়নের জন্য কয়েকবার প্ররোচনা দেওয়া হইল এবং তাহাকে ঘেরাও করিবার জন্য রাজকীয় বাহিনী একত্র সমবেত হইল। বায বাহাদুর তখন তাহার নিলিপ্ততা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহার সেনাদলের আফঘান আমীরগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং তাহারা পলায়ন করিল এবং তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া পলায়ন করিতে হইল।[২] তাহার প্রিয়তমা মহিষী রূপমতি যিনি কবিতা আবৃত্তি করিতেন, অন্যান্য কতিপয় স্ত্রী এবং তাহার সমস্ত সম্পদ রাজকীয় বাহিনীর হস্তগত হয়। পলাতকগণ যখন চলিয়া যাইতে থাকে তখন বায বাহাদুরের একজন খোজা একটি তরবারি দ্বারা রূপমতিকে আহত করে, যাহাতে তিনি অপর লোকের হাতে না পড়িতে পারেন; আর আধম খান যখন তাহাকে তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তলব করেন তখন তিনি বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

আধম খান সম্রাটের নিকট এই বিজয়ের এক বিবরণ লিখিয়া পাঠান। তিনি সব মহিলা, সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের রাখিয়া দেন, তবে সাদিক খানের তত্ত্বাবধানে কতিপয় হস্তী দরবারে প্রেরণ করেন। মহিলাদের ও অন্যান্য সম্পদ তিনি স্বয়ং রাখিয়া দেওয়াতে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি স্বয়ং মালব গমন প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করেন। ৯৬৮ হিঃ ২৯শে শাবান সম্রাট আগ্রা ত্যাগ করেন এবং মালব অভিমুখে অগ্রসর হন। মালবের মধ্যে শক্তি ও উচ্চতার জন্য সুবিখ্যাত গাগ্রুন দুর্গে যখন তিনি পৌঁছেন তখন তিনি তাহা আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ দ্রুত আত্মসমর্পণ করেন এবং কর প্রদান করেন। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত প্রীত হন এবং সারারাত অবিরাম পথ চলিয়া তিনি ভোর বেলা সারঙ্গপুরের উপকণ্ঠে

১. 'পাঁচ বা ছয় সহস্র সৈন্যসহ'—ফৈযী।

২. 'খান্দেশ ও বুরহানপুর অভিমুখে'—ফৈযী।

www.alimaanfoundation.com

আসিয়া উপস্থিত হন।[১] আধম খান গাগ্রুন অবরোধের উদ্দেশ্যে সারঙ্গপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন, ফলে তিনি ঐ স্থানের তিন ক্রোশ দূরে[২] সম্রাটের সাক্ষাৎ পান এবং সাদরে গৃহীত হন। অতঃপর তাহারা শহরে প্রবেশ করেন এবং আধম খানের বাসস্থান সম্রাটকে ছাড়িয়া দেন। আধম খান যখন তাহার লব্ধ সমস্ত সম্পদ একত্র করিয়া সেগুলিকে সম্রাটকে প্রদান করেন, তিনি কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া বিশ্রাম করেন ও আমোদ প্রমোদ করেন এবং তৎপর আগ্রা প্রত্যাবর্তন করেন।

ঐ স্থানে পীর মুহম্মদ খান ও অন্যান্য আমীরগণ যাহাদের মালবে জায়গীর ছিল, তাহারা সম্রাটকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাহাদিগকে পোশাক ও অশ্বাদি উপহার দিয়া সম্মানিত করা হয় এবং তৎপর তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে প্রেরণ করা হয়। সম্রাট যখন নারোয়ারের নিকটে পৌঁছেন তখন সহসা এক ভীষণ ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসে। সম্রাট ধীরে ধীরে জন্তুটির নিকটবর্তী হন এবং তরবারির এক আঘাতেই ইহাকে ধরাশায়ী করেন। তাহার কতিপয় অনুচর বাচ্চাগুলিকে তরবারি ও বর্শা দ্বারা বধ করে।

মীর মুন্সি মুহম্মদ আসগর তাহার হস্তলিখন ও রচনার সৌন্দর্যের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন, তাহাকে তখন মীর মুন্সি নিযুক্ত করা হইল এবং তিনি আশরাফ খান উপাধি লাভ করিলেন। ৯৬৮ সনের ২৯শে রমযান দরবার আগ্রায় পৌঁছে।

মুহম্মদ খান বাঙ্গালী ছিলেন সলিম খান আফঘানের একজন আমীর, তাহার পুত্রগণ যখন আফঘান আদালীকে হত্যা করে, তখন আদালীর পুত্র শের খান চুনার দুর্গে রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং জৌনপুর বিজয়ের চেষ্টায় একদল সৈন্যসহ তথায় অভিযান করেন। ইহার ফলে খান যমান সম্রাটের দরবারে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং ঐ অঞ্চলে যে সব আমীরের জায়গীর আছে তাহাদিগকে খান যমানের সাহায্য করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্রাটের নির্দেশে ইব্রাহীম খান উযবেক, মজনুন খান কাকশাল, শাহাম খান জলাইর, কামাল খান গখর, ও অন্যান্য অনেক আমীর কুলি খানের (খান যমান) সহিত যোগদান করেন।[৩] আফঘানগণ

---

১. ষোল দিনে এই পথ অতিক্রম করা হয়—ফৈযী।

২. যেহেতু সম্রাটের আগমন সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না, তিনি হতবুদ্ধি হইয়া যান এবং অবাক হইয়া ইহার কারণ বুঝিতে চেষ্টা করেন—আলফী। আবুল ফযলও বলেন যে সম্রাটের এই অতর্কিত আগমনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া যান, কারণ তিনি এত দ্রুত পথ চলেন যে মাহম আনকা কর্তৃক আধম খানকে সাবধান করিবার জন্য প্রেরিত সংবাদবাহকের পূর্বেই তথায় পৌছিয়া যান। আধম খান যে কি পরিস্থিতিতে তাহার ধৃত সম্পদ সম্রাটের নিকট সমর্পণ করেন এবং কিরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে বাধ্য হইয়া বায বাহাদুরের মহিলা, গায়িকা নর্তকীদের সম্রাটের নিকট সমর্পণ করিতে হয় তাহার বর্ণনা দিয়াছেন—আকবরনামা।

৩. শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০ অশ্বারোহী, ৫০,০০০ পদাতিক ও ৫০০ হস্তী। খান যমান উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন। শত্রুরা যখন নদী অতিক্রম

www.alimaanfoundation.com

নদী অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ করে কিন্তু খান যমান সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পলায়নে বাধ্য করে।

খান যমানের নানাবিধ কার্যাবলীতে তিনি বিদ্রোহের মতলব আঁটিতেছেন বলিয়া সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় বৎসরের শেষ দিকে সম্রাট শিকার করিতে করিতে ও আমোদ-প্রমোদ করিতে করিতে জৌনপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। কান্নী পৌঁছিয়া যখন শিবির স্থাপনের উদ্যোগ করা হয় তখন আবদুল্লাহ খান উযবেক, কান্নী তাহার জায়গীর বিধায় সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট নিবেদন করেন যে তিনি যদি তাহার গৃহে গমন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করেন তবে তিনি যারপরনাই বাধিত হইবেন। এই প্রস্তাব বিনয়ের সহিত গ্রহণ করা হয় এবং আবদুল্লা খান তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য সেবা করেন এবং তাহার উপহার প্রদান করেন এবং সম্রাট তাহাকে প্রশংসা দ্বারা সম্মানিত করেন

দরবার যখন কাররা পৌঁছে, তখন আলি কুলি খান, খান যমান ও তাহার ভ্রাতা বাহাদুর খান তাহাদের জায়গীর জৌনপুর হইতে অবিরাম পথ চলিয়া আসিয়া উপস্থিত হন, এবং তাহারা যখন গৃহীত হন তখন উপযুক্ত উপহার প্রদান করেন। তাহাদের আনুগত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা স্বীকৃত হইলে তাহারা পোশাক ও অশ্ব উপহার লাভ করে এবং তৎপর তাহাদের জায়গীরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ষষ্ঠ ইলাহী বৎসরের ১৭ই যিল হিজ্জা, অর্থাৎ ৯৬৮ হিঃ দরবার আগ্রা পৌঁছে।

শামসুদ্দীন মুহম্মদ আতকা[১] যিনি খান-ই-আযম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি এখন দরবারে আগমন করিলেন। তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করা হইল এবং রাষ্ট্রীয় কার্য-নির্বাহের দায়িত্ব তাহার উপর অর্পণ করা হয়।[২] প্রায় এই সময়েই সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী আধম খান মালব হইতে রাজধানীতে আগমন করেন এবং তাহাকে উপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়।

করে তখন তাহারা সম্মুখে সব হটাইয়া নিয়া যায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত জৌনপুরের পথে ঘাটে ও উপকণ্ঠে তাহার সৈন্যগণ নিহত হয়—আকবরনামা।

১. শামসুদ্দীন মুহম্মদ ছিলেন গযনীর অধিবাসী এবং তিনি শাহযাদা কামরানের অধীনে একজন সাধারণ সৈন্যরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনিই কান্যকুব্জের সর্বনাশা যুদ্ধের পর সম্রাট হুমায়ুনকে নদী অতিক্রম করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্রাটের নির্বাসনের সময়ে তিনি তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং তাহার স্ত্রী ছিলেন আকবরের একজন ধাত্রী। আকবরের পালক পিতা (আতকা) রূপে তিনি আতকা খান উপাধি লাভ করেন এবং তাহার পুত্রগণ ছিলেন সম্রাটের কোকা বা কোকালতাশ। তাহার বংশকে অনেক সময় আতকা-খাইল বলা হয়।

২. এই নিয়োগ মাহম আনকাকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করে কারণ তিনি তাহার উন্নততর বুদ্ধিমত্তা ও বহু সেবার জন্য নিজেকে চিরস্থায়ী মন্ত্রীরূপে গণ্য করিতেন। বাহ্যত মুনিম খানও মন্ত্রী ছিলেন ফলে এই নিয়োগে তিনিও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

৯৬৯ হিঃ ৮ই জুমাদাল আউয়াল সম্রাট কুতবুল আউলিয়া খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর দরগাহ জিয়ারতের জন্য রওয়ানা হন।[১] তিনি যখন সম্বর শহরে পৌঁছেন তখন ঐ দেশের একজন প্রধান রাজাদের অন্যতম রাজা বিহারী মল[২] তাহার পুত্র ভগবান দাসকে[৩] সহ অতি আনুগত্য ও মর্যাদার সহিত সম্রাটের সেবা করিতে আগমন করেন। তিনি অত্যন্ত সম্মান ও সমাদরের সহিত গৃহীত হন এবং তাহার কন্যা একজন সম্রান্ত মহিলা সম্রাট গ্রহণ করেন এবং তিনি দরবারের মহিলাগণের মধ্যে তাহার স্থান লাভ করেন। তথা হইতে তিনি আজমীর গমন করেন এবং তিনি ঐ মহান শহরের অধিবাসীদের বহু উপহার ও ভাতা প্রদান করেন। মির্যা শরফুদ্দীন হুসেন আজমীরে জায়গীর ভোগ করিতেন। তিনি তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিতে আসিলেন। ঐ প্রদেশের অন্যান্য অনেক আমীরের সহিত তাহাকেও আজমীরের বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত মির্থা[৪], বিজয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়। জয় মল ছিলেন এই দুর্গের অধিপতি।[৫] অতঃপর সম্রাট আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অবিরাম পথ চলিয়া তিনি এই একশত বিশ ক্রোশের পথ একদিন ও এক রাতে অতিক্রম করিলেন।[৬]

রাজত্বের সপ্তম বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় ৯৬৯ হিজরীর ৭ই রজব মঙ্গলবার (১০ই মার্চ ১৫৬২ খ্রীঃ)। এই বৎসরের শুরুতেই মির্যা শরফউদ্দীন হুসেন মির্থা দুর্গ অবরোধ করেন, তাহাকে সাহায্য করেন শাহ বিদাঘ খান ও তাহার পুত্র আবদুল মতলব খান, মুহম্মদ হুসেন

---

১. তিনি ছিলেন সিসতানের অধিবাসী এবং তাহাকে সনজরীও বলা হয়---আকবরনামা।

২. বিহারী মল ছিলেন একজন কাছওয়াহা এবং রাজপুত প্রধানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আকবরের সহিত যোগদান করেন। যেমন আমাদের এই পাণ্ডুলিপিতে আছে, তেমনি প্রায়শঃই তাহাকে বিহারী মল নামে অভিহিত করা হয়। আকবরের রাজত্বকালে তিনি ও তাহার পরিবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন এবং সম্রাটের পরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। তাহার চার ভ্রাতার নাম ছিল পুরণ, রূপসী, অসকরণ ও যগ মল। তাহার তিন পুত্র আকবরের চাকুরীতে যোগদান করিয়াছিল, ভগবান দাস, জগন্নাথ ও সলহাদী। প্রথম জন চাকুরীতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদান করেন এবং একবার সম্রাটের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। তিনি ভগবান ও ভগবন্ত দাস নামেও পরিচিত। শেষোক্ত জনের পুত্র মানসিংও কম খ্যাতি অর্জন করেন নাই, এবং সর্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন---আইন-ই-আকবরী।

৩. পাণ্ডুলিপিতে আছে 'গোবিন্দ দাস' কিন্তু বদাওনী লিখিয়াছেন ভগবান দাস আর ইহাই সঠিক।

৪. মির্থা বা মৈরথা, আজমীর হইতে চল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

৫. জয় মল ছিলেন রায় মাল দেও এর পক্ষে দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ---আকবরনামা।

৬. তারিখ-ই-আলফীতে আছে "তিন দিন" এর আবুল ফযল বলেন "তিন দিনের কম"।

www.alimaanfoundation.com

শেখ ও অন্যান্য কতিপয় আমীর। উভয় পক্ষই আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু অবশেষে ইহা স্থির হয় যে দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ তাহাদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র (কামচী) সহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবে এবং তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি ও জিনিসপত্র রাখিয়া যাইবে। বিজয়ী বাহিনী যখন দুর্গের দখল নিতে গেলেন জয়মল তাহার সৈন্যগণসহ বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু দেওদাস লজ্জা ও গর্বে দুর্গে অবস্থিত সম্পত্তিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন এবং তৎপর একদল রাজপুতসহ বাহির হইয়া আসিলেন এবং রাজকীয় বাহিনীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। মির্যা শরফউদ্দীন ও অন্যান্য আমীরগণ দেওদাসকে অনুসরণ করিলেন এবং তাহারা যখন তাহার নিকটবর্তী হইলেন, তখন তিনি ঘুরিয়া গিয়া তাহাদের আক্রমণ করেন। রাজকীয় বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয় এবং প্রায় ২০০ রাজপুত হত্যা করা হয়। দেওদাস স্বয়ং অশ্ব হইতে পড়িয়া যায় এবং তিনি যখন ভূমিতে শায়িত ঐ সময় তাহাকে কাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলা হয়।[১] অতঃপর মির্থা দুর্গ সম্রাটের বাহিনী অধিকার করে।

প্রায় এই সময়েই পীর মুহম্মদ খান[২], যিনি আধম খানের চলিয়া যাওয়ার পর মালবের শাসনকর্তা হন, ঐ প্রদেশের সেনাদের একত্র সমাবেশ করেন এবং আসির ও বুরহানপুর বিজয়ের জন্য অভিযান করেন। ঐ দেশের সমস্ত দুর্গের সেরা বিজাগড় দুর্গ তিনি অবরোধ করেন এবং অতর্কিত আক্রমণে তিনি তাহা দখল করেন এবং দুর্গরক্ষী সেনাদের সকলকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করেন।[৩] অতঃপর তিনি আসিরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইহা খান্দেশের একটি খ্যাতনামা স্থান। তিনি নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া বহু গ্রাম ও শহরে হত্যালীলা সংঘটন করেন ও ধ্বংস করেন এবং বুরহানপুরে আগমন করেন। ঐ শহরটিও তিনি অতর্কিত আক্রমণ করিয়া দখল করেন এবং এক সাধারণ হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেন। তিনি ঐ শহরের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ও সৈয়দকে তাহার সম্মুখে আনিয়া হত্যা করান। এখন আসির ও বুরহানপুরের গভর্ণরগণ এবং বায বাহাদুর যিনি মালব হইতে তাহার পলায়নের পর এই অঞ্চলে বাস করিতেন, একত্র যোগাযোগ করেন এবং দেশের সমস্ত জমিদারদের সাহায্যে তাহারা একদল সৈন্য সংগ্রহ করে এবং তাহা দ্বারা পীর মুহম্মদকে আক্রমণ করে। প্রতিরোধ করিতে অক্ষম

১. কেহ কেহ বলেন যে তিনি আহত হইয়াছিলেন কিন্তু পলায়ন করিতে সক্ষম হন এবং কয়েক বৎসর পর যোগীর বেশে পুনরায় আবির্ভূত হন। কেহ কেহ তাহাকে চিনিতে পারে, আর অন্যান্যরা তাহাকে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত তাহাদের এক ঝগড়ার সময়ে তিনি নিহত হন—তারিখ-ই-আলফী।

২. তাহার নির্ভিকতা ও সাহস তাহার সুবিবেচনার চেয়ে অধিক ছিল---আকবরনামা।

৩. ইহার পর তিনি সুলতানপুর গমন করেন এবং ইহাকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন---আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

হইয়া পীর মুহম্মদ মন্দু অভিমুখে পলায়ন করে এবং তিনি এবং তাহার সঙ্গীয় আমীর-গণের সকলেই নর্মদার তীরে আসিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। সহসা একটি উট আসিয়া তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন সেইটিকে কামড় দেয়। তখন তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন এবং ডুবিয়া যান; আর এইরূপে তাহার কৃতকর্মের শাস্তি লাভ করেন। অন্যান্য আমীরগণ মালবে পৌঁছিয়া দেখিতে পায় যে দেশটি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা সম্রাটের দরবার অভিমুখে গমন করে। বায বাহাদুর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, এবং সমগ্র মালব দেশ পুনরায় তাহার আয়ত্বে আনয়ন করেন। যে আমীরগণ বিনা আদেশে মালব ত্যাগ করিয়া দরবারে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদের কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তৎপর মুক্তি দেওয়া হয়।

এখন আবদুল্লা খান উযবেক মালব পুনরুদ্ধার করিবার নির্দেশ লাভ করেন এবং মুইযুদ্দীন আহ্‌মদ খান ফারানখুদী, ও অন্যান্য কতিপয় খানকে তাহাকে সাহায্য করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৯৬৯ হিজরী সনের (১৫৬২ খ্রীঃ) শেষ দিকে আবদুল্লা ও তাহার সাহায্যকারীগণ মালব প্রবেশ করেন এবং বায বাহাদুর তাহাদের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া পলায়ন করেন।[১] তাহার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয় এবং তাহারা পলাতকদের ধরিয়া ফেলিয়া তাহাদের বহু লোককে নিহত করে। বায বাহাদুর কিছুকালের জন্য মারওয়ারের[২] একজন প্রধান রাজা রানা উদি সিং এর নিকট আশ্রয় লাভ করেন এবং পরে তিনি গুজরাট গমন করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সম্রাটের দয়ার উপর নিজেকে সমর্পণ করেন এবং ভাগ্যের ভ্রূ-ভঙ্গি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।[৩] আবদুল্লা খান মন্দুতে থাকিয়া যান এবং অন্যান্য আমীরগণ তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করে। মুইয খান ঐ দেশে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া দরবারে প্রত্যাগমন করে।

ভূতপূর্ব সম্রাট আর পারস্যের শাহ্ তাহমাসপ স্ফির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। হুমায়ুনের ইন্তেকালের পর আকবর উত্তরাধিকার লাভ করিলে শাহ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ বেগকে, পিতা মাসুম বেগ, যাহাকে তিনি উম্মু উঘলী উপাধি দান করিয়াছিলেন, তাহার দুতরূপে মূল্যবান উপহারসহ প্রেরণ করেন। সৈয়দ বেগ যখন আগ্রার সন্নিকটবর্তী হন, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে

১. কম্বলমীরের পর্বতে গমন করেন---তারিখ-ই-আলফী।
২. "চিতোর ও উদিপুরে"---বদাওনী।
৩. কিছুকাল তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয় কিন্তু (মুক্তি দিবার অল্প পরেই) তিনি ইন্তেকাল করেন---বদাওনী। ফৈযী বলেন যে তাহাকে ২০০০ এর মনসব দেওয়া হইয়াছিল।

www.alimaanfoundation.com

উপযুক্ত সম্মান সহকারে শহরে আনয়নের জন্য বহু খানকে প্রেরণ করা হয়। তাহার জন্য শত লাখ তংকা বরাদ্ধ করা হয়। তিনি দুই মাসকাল আগ্রায় অবস্থান করেন এবং একটি অশ্ব ও পোশাক লাভ করিয়া হিন্দুস্তান হইতে উপহার সঙ্গে লইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

রাজত্বের অষ্টম বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় ৯৭০ হিজরীর ১৮ই রজব বুধবার (১ই মার্চ ১৫৬৩ খ্রীঃ)। এই বৎসরে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।[১] মাহম আনকার[২] পুত্র আধম খান কোকলতাশ তাহার সমকক্ষদের উন্নতি সহ্য করিতে পারিলেন না;[৩] যৌবনের ঔদ্ধত্যে ও সম্পদ ও পদমর্যাদার অহমিকায় তিনি শাহাবুদ্দীন আহমদ খান, মুনিম খান খান খানান ও অন্যান্য কতিপয় আমীরের প্ররোচনায় মাতিয়া উঠেন এবং প্রধানমন্ত্রী খানই আযমকে [শামসুদ্দীন মুহম্মদ আতকা], তাহার সরকারী অফিসে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় তাহাকে হত্যা করেন। অতঃপর সম্রাট তাহাকে যে অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি হারেমের প্রবেশ দ্বারে গিয়া দাঁড়ান। সম্রাট তরবারি হস্তে হারেম হইতে ছুটিয়া বাহির হন এবং আততায়ীর হাত পা বাঁধিয়া ফেলা হয় এবং তাহার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ছাদ হইতে নীচে নিক্ষেপ করা হয়।[৪] এই হত্যা-কাণ্ড সংঘটিত হয় ৯৭০ হিজরীর ১২ই রমযান রবিবার দিন। এই ষড়যন্ত্রে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলেই পলায়ন করেন এবং শাস্তির ভয়ে নিজেদের লুকাইয়া রাখেন। মুনিম খান ও মুহম্মদ কাসিম খান মীর-ই-বহর (নৌবহরের সেনা-পতি) যমুনা অতিক্রম করিয়া যান এবং যে সেতু দ্বারা তাহারা ইহা অতিক্রম করেন তাহা ধ্বংস করিয়া দেন। শাহাবুদ্দীন আহমদ খান নিশাপুরী নিজেকে লুকাইয়া

---

১. আবুল ফযল ও অন্যান্য লেখকদের অধিকাংশই এই ঘটনা আরও এক বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে বলেন।

২. ইনি ছিলেন তাহার কনিষ্ঠ পুত্র। মুহম্মদ বাকী খান ছিলেন তাহার ভ্রাতা।

৩. তারিখ আলফী বলে যে, বৈরাম খান তাহাকে সন্দেহ করিতেন এবং সর্বদা তাহার উপর নজর রাখিতেন, তাহার মৃত্যুতে তিনি উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

৪. বদাওনী এই হত্যাকাণ্ড ৯৬৯ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছে বলেন। তিনি বলেন যে, হতভাগ্য মন্ত্রীকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয়। আর তিনি আরও বলেন যে আততায়ীকে ছাদ হইতে নিক্ষেপ করার পরও যখন দেখা যায় যে তাহার মধ্যে ক্ষীণতম প্রাণের স্পন্দন রহিয়াছে তখন সম্রাটের নির্দেশে তাহাকে পুনরায় ছাদ হইতে নিক্ষেপ করা হয়। ফিরিশতাও এই বিবরণ সমর্থন করেন।

www.alimaanfoundation.com

রাখেন। সম্রাট নিহত মন্ত্রীর পুত্রগণের জন্য এবং মাহম আনকার জন্য প্রভূত সমবেদনা প্রদর্শন করেন; কিন্তু শেষোক্ত জন তাহার পুত্রের জন্য ক্রোধ ও শোকে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং চল্লিশ দিন পরেই ইন্তেকাল করেন।

পরদিন (হত্যাকাণ্ডের পর) আশরাফ খান, মীর মুন্সি মুনিম খান, শাহাবুদ্দীন আহমদ খান ও কাসিম খানকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিবার জন্য সম্রাটের নির্দেশ লাভ করেন। এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য মুনিম খান অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন, ফলে যদিও তিনি খান খানান উপাধিধারী এবং মন্ত্রী (ওকালত) ও অভিভাবকের (আতালিক) পদাধিকারী ছিলেন, তবুও তিনি সুযোগ পাইয়া রাত্রি বেলা আগ্রা ত্যাগ করেন এবং নৌবহরের সেনাপতি কাসিম খানসহ কাবুল অভিমুখে গমন করেন, কারণ ঐ সময় তাহার পুত্র আবদুল গনি খান তথায় বাস করিতেন। তাহারা যখন দোয়াবের সরুত পরগণায় মীর মাহমুদ মুন্সির জায়গীরে আগমন করেন, মুন্সির একজন অফিসার ঐ জেলার সিকদার কাসিম আলী সিসতানী তাহাদের দরবার হইতে পলায়ন করিবার সংবাদ পাইয়া স্থানীয় অধিবাসীদের একটি দল লইয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করেন। তৎপর তাহাদিগকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করা হয়, আর তিনি তাহাদের অপরাধের প্রতি চোখ ঠারিয়া তাহাদের স্ব স্ব পদে পুনপ্রতিষ্ঠিত করেন।

গখর দেশ বিজয়

গখরদের দেশ সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত; সিন্ধু নিলাব নামে খ্যাত। শিবালিক পর্বত হইতে কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই দেশটি আদি কাল হইতেই গখরদের অধিকারে আছে, যদি অন্যান্য উপজাতি যেমন খরি, জানুবা, জত্রিয়া, ভূকিয়াল ও জাঠগণ ঐ অঞ্চলে গখরদের অধীনে বসবাস করে. ভূতপূর্ব সম্রাট রাজত্বকালের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত এই উপজাতি এই গৌরবান্বিত বংশের প্রতি আনুগত্যে ছেদ পড়ে নাই, তাহারা তাহাদের বশ্যতা ও আনুগত্যে অবিচলিত রহিয়াছে। সারঙ্গ সুলতান তাহার সততা ও আনুগত্যের জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শের খান যখন হিন্দুস্তানের সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি গখরদের তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়নের জন্য চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করেন কিন্তু কোন ফল হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি বহু অসুবিধা ভোগের পর সারঙ্গ সুলতানকে বন্দী করিতে সক্ষম হন। তিনি সারঙ্গ সুলতানের চামড়া তুলিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেন আর তাহার প্রপু কামাল খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।

www.alimaanfoundation.com

সারঙ্গের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা আধম এই জাতির প্রধান হন। তিনিও সম্রাটের বংশের পক্ষ সমর্থন করেন এবং আফঘানদের বিরোধিতা করেন।

শের খান যখন ইন্তেকাল করেন এবং তাহার পুত্র সলিম খান সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন, তিনিও তাহার পিতার অনুকরণে গখর দেশের বিভিন্ন অংশ লুটতরাজ করেন ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন এবং তাহাদের ক্ষতি সাধন ও বিরক্তি উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। একবার যখন কতিপয় বন্দীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গোয়ালিয়রে আনয়ন করা হয়, তিনি তাহাদের কিয়ৎ পরিমাণ বারুদের সহিত এক ঘরে রাখিবার নির্দেশ দেন এবং তৎপর ঐ ঘরটিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রচলিত বিবরণ হইতে জানা যায় কি করিয়া এই বন্দীগুলি শূন্যে উত্থিত হয় এবং তাহাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। কামাল খান গৃহটির এককোণে বসিয়াছিলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি রক্ষা পান। সলিম খান যখন তাহার রক্ষা পাইবার সংবাদ পাইলেন তখন তিনি তাহাকে নেবার জন্য পাঠাইলেন এবং তাহাকে প্ররোচিত করিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করান ও পাঞ্জাবের গভর্ণরের সহযোগিতায় গখর দেশটি দখল করিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

পরবর্তীকালে হিন্দুস্তান যখন সম্রাটের ব শের অধিকারে আসে তখন কামাল খান তাহার পূর্ব-পুরুষদের উদাহরণ অনুসরণ করিয়া তাহার আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাহাকে রাজকীয় সম্মানে গ্রহণ করা হয় এবং হানসওয়া, ফতেহপুর, ও কাররা মানিক-পুর তিনি জায়গীর লাভ করেন। সলিম খানের পুত্র শের খান আলী কুলি খানকে আক্রমণ করিয়া এই জেলাগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করা পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করেন। কামাল খানকে তখন আলী কুলি খানের সহায়তা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তিনি এমন সাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন যে খুশী হইয়া তাহাকে বলা হয় যে তিনি যে কোন কিছু আবেদন করেন তাহাই রক্ষা করা হইবে। কামাল খান তাহার স্বদেশের প্রতি অনুরাগে নিবেদন করেন যে তাহাকে যেন তাহার পৈতৃক উত্তরাধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তদনুযায়ী এক ফরমান জারি করিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যে পূর্বে সুলতান সারঙ্গ যে ভূখণ্ড অধিকার করিতেন এবং বর্তমানে আধম খান গখর যাহা দখল করিতেছে, তাহার অর্ধেক কামাল খানকে দেওয়া হইবে আর অর্ধেক আধম খানের দখলে থাকিবে। এই অনুযায়ী পাঞ্জাবের আমীরগণ খান-ই-কলান[১] নামে পরিচিত মীর মুহম্মদ খান এবং কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খানের নিকট নির্দেশ দেওয়া হয় যে

---

১. ইনি ছিলেন আতকা খান, খান ই আযমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কুতবুদ্দীন ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইহারা আতকা খাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

যদি আধম খান এই ব্যবস্থা কার্যকরীকরণে কোন রূপ বাধা প্রদান করে তবে তাহারা যেন সমস্ত দেশটাই তাহার নিকট হইতে দখল করিয়া নেয় এবং তাহা কামাল খানকে প্রদান করে।

আমীরগণ যখন আধম খানকে ফরমানগুলির মর্ম অবগত করান তখন তিনি, তাহার পুত্র ও তাহার সেনাবাহিনী অসন্তুষ্ট হয় এবং নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করে না। একদল রাজকীয় বাহিনী দেশটি অধিকার করিবার জন্য তথায় অভিযান করে আর আধম খান ও তাহার পুত্র বাধা দান করেন। তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় কিন্তু গখরগণ পরাজিত হয় এবং আধম খান বন্দী হন। তাহার পুত্র পরাজিত বাহিনীসহ কাশ্মীর পলায়ন করে কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাকেও বন্দী করা হয়।[১] অতঃপর সমস্ত গখর দেশটি সম্রাটের অফিসারদের দখলে আসে এবং তাহারা ইহা কামাল খানকে অর্পণ করে। আমীরগণ আধম খান ও তাহার পুত্রকেও কামাল খানের আয়ত্তাধীনে সমর্পণ করে এবং তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করে। কামাল খান আধম খানের মৃত্যু পর্যন্ত তাহাকে নিজের নিকট রাখেন।

মুনিম বেগের ঘটনাবলী (কাবুলে)

মুনিম খান যখন সম্রাটের দরবারে আগমনের জন্য কাবুল ত্যাগ করেন তখন মুহম্মদ খান আখতা বেগীকে তথায় গভর্ণররূপে রাখিয়া আসা হয়, কিন্তু মুনিম খানের নিকট যখন তাহার দ্বারা কাবুলের লোকদের প্রতি উৎপীড়নের সংবাদ আসে তখন তিনি তাহাকে ঐ পদ হইতে অপসারণ করেন এবং তাহার পুত্র ঘনি খানকে তাহার স্থলে নিয়োগ করেন। ঘনি খানকে শাসনকার্যে সহায়তার জন্য তিনি তাহার ভ্রাতা ফযাইল বেগের পুত্র তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল ফতেহ বেগকে পাঠাইয়া দেন। কিছুকাল পরেই ঘনি খানের কার্যাবলীতে মাহ চোচক বেগম ও কাবুলের জনগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।[২] অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে ছিল এই বংশের একজন প্রাচীনতম কর্মচারী তোলক খান কুলচিনকে বন্দী করিয়া রাখা। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ হস্তক্ষেপ করে এবং তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়। অতঃপর তোলক খান তাহার জায়গীর মামা খাতুন গ্রামে গমন করিলেন এবং তাহার সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে বলখ হইতে একটি কাফেলা আগমন করে এবং তাহা কারিকারান গ্রামে অপেক্ষা করে আর ঘনি

---

১. পিতা পুত্র উভয়কেই কামাল খানের কর্তৃত্বাধীনে সমর্পণ করা হয়। পিতাকে আমরণ বন্দী করিয়া রাখা হয়; পুত্রকে হত্যা করা হয়—আকবরনামা।

২. "তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি ও ভদ্রতা জ্ঞানের অভাব ছিল"—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

খান দ্রুত ইহার সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করে। তোলক খান তাহার ভৃত্য ও অনুচরদের একত্র সমাবেশ করে এবং রাত্রিতে দ্রুত পথে চলিয়া ঘনি খানের উপর নিপতিত হয়[১] এবং তাহাকে বন্দী করে। শেষ পর্যন্ত কতিপয় লোক হস্তক্ষেপ করে এবং ঘনি খানকে মুক্ত করে। তাহারা তাহার নিকট হইতে চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকার আদায় করে যে তিনি আর কখনও তোলক খানের কোন ক্ষতি করিবে না, কিন্তু ঘনি খান কাবুল প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং এক শক্তিশালী বাহিনী লইয়া তোলক খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। তোলক খান কিন্তু তাহার গতি-বিধির সংবাদ রাখিতেন এবং তিনি পলায়ন করিয়া সম্রাটের দরবারে চলিয়া আসেন। ঘনি খান কিছু দূর পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ব্যর্থ হন এবং তৎপর কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার অল্প কিছুকাল পরে একদিন ঘনি খান খরমুজা বাগানে বেড়াইতে যান এবং মির্যা হাকিমের[২] মাতা [মাহ চোচক বেগম] শাহ ওয়ালী আতকা, মির্যা ফযাইল বেগ ও তাহার পুত্র আবুল ফতেহ বেগের সহিত যোগাযোগ করিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং দুর্গে প্রবেশ করিয়া ঘনি খানের বিরুদ্ধে দুর্গের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দেন। ঘনি খান প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন দেখিতে পান যে দুর্গের দরজা বন্ধ, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে লোকেরা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। কোন কিছু করিতে সক্ষম না হইয়া তিনি সম্রাটের দরবারে চলিয়া যান। ইহার পর শাহযাদার মাতা স্বহস্তে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি মির্যা ফযাইল বেগকে[৩], যাহাকে মির্যা কামরান অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, মন্ত্রীপদে (ওযারাত) নিয়োগ করেন এবং তাহার পুত্র আবুল ফতেহ বেগকে তাহার সহকারী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু জায়গীর ও গ্রামসমূহ বিতরণ করিবার সময় তিনি (আবুল ফতেহ) তাহার নিজের জন্য সর্বাপেক্ষা ভালগুলি রাখিয়া দেন এবং নিকৃষ্টতমগুলি দেন শাহযাদা ও তাহার অনুচরদের। শাহ ওয়ালী আতকা, আলী মুহম্মদ আসপ ও অন্যান্যগণ তাহার এই অন্যায় বিলিবণ্টন সহ্য করিতে পারিলেন না। শাহযাদার মাতার যোগাযোগে তাহাকে অপসারণের সংকল্প করে। এক রাত্রে আবুল ফতেহ মত্ত অবস্থায় তাহার গৃহের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং পড়িয়া যান। মিরণ বেগ ইহা দেখিতে

১. তিনি যখন মত্ত ও নিদ্রিত ছিলেন—আকবরনামা।

২. সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র, তৎকালে বয়স ছিল দশ বৎসর—বদাওনী।

৩. আবুল ফযল তাহাকে বলিয়াছেন, 'ফাযিল বেগ' এবং বলেন যে যদিও তিনি অন্ধ ছিলেন, তবু চতুরতা ও একগুঁয়েমিতে, তাহার সর্বশরীরই ছিল চক্ষু।" তিনি আরও বলেন যে, তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের গভর্ণররূপে কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিতেন।—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

পাইয়া তাহার তরবারি দ্বারা তাহার মস্তকে এক আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। তাহার পিতা ফযাইল বেগ হাযারার পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু শাহযাদার কতিপয় অনুচর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার মস্তক ছেদন করেন। শাহ ওয়ালী বেগ আতকা শাহযাদার মাতার অনুমোদন লাভ করিয়া কার্যভার গ্রহণ করেন এবং নিজেকে আদিল শাহ উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই সব ঘটনাবলীর সংবাদ যখন সম্রাটের কানে পৌঁছে, তখন তিনি মুনিম খানকে কাবুলের গভর্ণর ও বালক শাহযাদা মির্যা মুহম্মদের অভিভাবক (আতালিক) নিযুক্ত করেন। তিনি মুহম্মদ কুলি খান বিরলাস, শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের ভ্রাতা হুসেন খান, তাইমুর বেগ উযবেক ও অন্যান্য আরও কতিপয় আমীরকে তাহার সাহায্যার্থে নিযুক্ত করেন। ঐ সময়ে দশ বৎসর বয়সের বালক শাহযাদার মাতা তিনি যত সৈন্য পারিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া ও শাহাযাদাকে সঙ্গে নিয়া বলপ্রয়োগে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে জালালাবাদ গমন করেন। ইহা প্রাচীন কালে জুসাই নামে পরিচিত ছিল। তথায় তিনি মুনিম খানের আগমন অপেক্ষায় রহিলেন; মুনিম খান দ্রুত তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং প্রথম আক্রমণেই তাহার সেনাবাহিনীকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। ইহার পর তিনি দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন। বেগম কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শাহ আলী আতকা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে সন্দেহ করিয়া তিনি তাহাকে হত্যা করান এবং তাহার স্থলে হায়দার কাসিম সোহরাবকে মির্যার উকিল মনোনিত করা হয়।

মির্যা শরফউদ্দীন হুসেনের ঘটনাবলী

মির্যা শরফউদ্দীন হুসেন ছিলেন খাজা মুইনুদ্দীনের পুত্র, তিনি ছিলেন খাজা জাওইদ মাহমুদের পুত্র, তিনি ছিলেন খাজা আবদুল্লার পুত্র, আর তিনি ছিলেন খাজাদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ও নাসিরুদ্দীন আবদুল্লা আহরার এর পুত্র। মির্যা যখন দরবারে আগমন করেন, তখন তাহাকে আমিরুল উমরা পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং নাগোর জায়গীররূপে লাভ করেন। তথায় তিনি তাহার উদ্যমশীল কার্যাবলীর জন্য খ্যাতিলাভ করেন। তাহার পিতা তখন মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং যথোচিত রাজকীয় সম্বর্ধনা লাভ করিলেন। কিছুকাল পর মির্যা শরফ, ভাগ্যের নির্দেশে, কোন আপাতদৃশ্য কারণ বা যুক্তি ছাড়া, চক্রান্তকারী লোকের

www.alimaanfoundation.com

প্ররোচনা দ্বারা চালিত হইয়া নাগোর অভিমুখে পলায়ন করেন।[১] ওয়ালী বেগ যুল কদরের পুত্র ও ভূতপূর্ব খান খানান বৈরাম খানের একজন আত্মীয় হযরত হুসেন কুলি বেগ তাহার কার্যাবলীর জন্য আমীর পদে উন্নীত হইয়া এবং খান পদ দ্বারা মর্যাদাবান হইয়া বর্তমানে মির্যা শরফউদ্দীন হুসেনের জায়গীর লাভ করিলেন। কতিপয় প্রধান আমীর যেমন মুহম্মদ সাদিক, মুহম্মদ কুলি তুকবানি, মুযাফফর মুঘল ও মিরক বাহাদুরকে হুসেন কুলি বেগকে সাহায্য করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহাদের জন্য এই আদেশ হয় যেন তাহারা মির্যা শরফউদ্দীনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে বন্দী করে। তিনি যদি তাহার অন্যায় কার্যের জন্য অনুতপ্ত হয় তবে যেন তাহারা তাহাকে শান্ত করিয়া দরবারে আনয়ন করে; আর যদি তাহা না হয় তবে তাহারা যেন তাহার দুষ্কৃতির শাস্তি বিধানের সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হুসেন কুলি বেগ খানের আগমন সংবাদ মির্যা শরফউদ্দীনের নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহার বিশ্বস্ত অনুচর তারখান দিওয়ানাকে আজমীরে রাখিয়া জালোর অভিমুখে গমন করেন।[২] সম্রাটের বাহিনী আজমীর অবরোধ করে এবং দুই বা তিন দিন পর তারখান দিওয়ানা আত্মসমর্পণ করেন।[৩] আমীরগণ তখন শরফউদ্দীনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জালোর অভিমুখে গমন করেন।

ঘটনা এইরূপ ঘটে যে ঠিক যখন শরফউদ্দীন জালোর পৌঁছেন, তখনই শাহ আবুল মা'আলী মক্কা হইতে সম্রাটের দরবারে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এবং শরফ-উদ্দীনের সহিত এক সাক্ষাৎকারের পর তাহারা উভয়ে একত্রে এক বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে। আবুল মা'আলী হাযিপুরে অবস্থিত[৪] হুসেন কুলি খানের লোকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন এবং তাহাকে শেষ করিয়া তিনি কাবুল অগ্রসর হইবেন এবং মির্যা মুহম্মদ হাকিমকে হিন্দুস্তানে আনয়ন করিবেন। অপর দিকে শরফউদ্দীন বিদ্রোহ করিবার জন্য তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। আবুল মা'আলী শরফউদ্দীনের একদল লোকসহ অগ্রসর হন এবং যখন তিনি হাযিপুরের সন্নিকটে গমন করেন তখন জানিতে পারেন যে হুসেন কুলি খানের আত্মীয় আহমদ বেগ ও সিকান্দর বেগ তাহাকে বাধা দিবার জন্য আসিয়াছেন। ফলে তিনি নারনৌলের অভিমুখে গমন করেন এবং ঐ স্থানের দুর্গে পৌঁছিয়া শিকদার মীর ঘীসুকে বন্দী করেন এবং কোষাগারে যে

---

১. 'তাহার জায়গীর আজমীর ও নাগোর অভিমুখে'—আকবরনামা।

২. উভয় পাণ্ডুলিপিতে আছে 'নাগোর'. কিন্তু আবুল ফযল বলেন যে "জালোর অভিমুখে, যাহা তিনি নিজের আয়ত্বে নিয়াছিলেন", আর ইহাই মনে হয় সত্য—আকবরনামা।

৩. মির্যা দুর্গ ও সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তগত হয়—আকবরনামা।

৪. হুসেন কুলি তাহার স্ত্রীদের ও পরিবারকে তথায় রাখিয়া গিয়াছিলেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

অর্থ পাইলেন তাহা হস্তগত করেন এবং তাহার অনুচরদের মধ্যে ইহা বিলি করিয়া দেন।[১]

এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া হুসেন কুলি খান তাহার ভ্রাতা ইসমাইল কুলি খানকে মুহম্মদ সাদিক খানসহ আবুল মা'আলীর পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। হাযিপুর পেঁৗছিয়া যখন জানিতে পারেন যে আবুল মা'আলী নারনৌল গমন করিয়াছেন, তখন তাহারা আহমদ বেগ ও সিকান্দর বেগকে তাহাদের সঙ্গে নেন এবং তাহার পশ্চাদ্ধাবনে গমন করেন। আবুল মাআলীর ভ্রাতা খানযাদা [মুহম্মদ] যিনি শাহ লুন্দন নামেও পরিচিত ছিলেন, তাহার জায়গীর ত্যাগ করিয়া তাহার ভ্রাতার সহিত যোগদান করিতে যাইতেছিলেন; নারনৌলের বার ক্রোশ দূরে তাহাকে বাধা দেওয়া হয় ও বন্দী করা হয়। আবুল মাআলী নারনৌল হইতে পলায়ন করিয়া পাঞ্জাব অভিমুখে গমন করেন। আহমদ বেগ ও সিকান্দর বেগকে একদল সৈন্যসহ দ্রুত তাহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করা হয়। ইহাদের অধীনস্থ একদল লোক পূর্বে মির্যা শরফউদ্দীন হুসেনের অধীনে চাকুরী করিতেন আর এই লোকগুলি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যখনই আবুল মা'আলীকে আক্রমণ করা হইবে তখনই তাহারা তাহাদের দল ত্যাগ করিয়া আবুল মা'আলীর দলে যোগ দিবে। এই দলের একজন নাম দানা কুলি- সঙ্গোপনে চলিয়া যায় এবং আবুল মা'আলীকে এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত করেন। ইহা শুনিয়া তিনি নিজেকে পথিপার্শ্বের জঙ্গলে লুকাইয়া রাখেন এবং বেগ দুইজন আগমন করিলে তিনি অতর্কিতে তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়েন। ষড়যন্ত্রকারীগণ তখন তাহাদের তরবারি লইয়া নিজেদের সেনাপতিগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং অন্যান্য সৈন্যগণ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পলায়ন করে। আহমদ বেগ ও সিকান্দর বেগ প্রায় একাকীই হইয়া পড়েন। তাহারা অত্যন্ত পৌরুষের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের আক্রমণকারীদের অনেককেই হত্যা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়েই নিহত হন।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ যখন সম্রাটের নিকট পেঁৗছে তখন তিনি মথুরায় শিকার করিতেছিলেন। তিনি বিদাঘ খান, তাতার খান, রুমি খান ও অন্যান্যকে আবুল মা'আলীর অনুসরণের জন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি স্বয়ং রাজধানী (দারউলমুলক) দিল্লীতে গমন করেন।[২] এইবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দিব। শরফউদ্দীন যখন দরবার ত্যাগ করিয়া নাগোরে পলায়ন করেন, তখন কোকা ফুলাদ নামে তাহার

১. "আর শহরটি লুট করেন"—আকবরনামা।

২. তিনি ২৫শে জুমাদাল আউয়াল তথায় পৌছেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

এক ক্রীতদাস ছিল ; পূর্বে সে তাহার পিতার ক্রীতদাস ছিল, আর সে সর্বদা গোপনে সম্রাটের ক্ষতি করিবার জন্য তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই দুরাত্মা লোকটি সম্রাটের শিবিরে আগমন করে এবং প্রতিনিয়ত সুযোগের সন্ধান করিতে থাকে। সম্রাট যখন তাহার শিকার অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং দিল্লীর বাজার দিয়া গমনের সময় মাহম আনকার কলেজের[১] নিকটস্থ হন তখন এই রক্তপিপাসু লোকটি সম্রাটের প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করে ; কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে যিনি সম্রাটের নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, ইহা গুরুতররূপে আহত করিতে পারে নাই, শুধু চামড়া উঠাইয়া নেয়। সম্রাটের অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ এই রাজদ্রোহীর উপর নিপতিত হয় এবং তরবারি ও ছোরার আঘাতে তাহাকে নরকে প্রেরণ করে। সম্রাট তীরটি টানিয়া তুলিয়া ফেলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া প্রাসাদে গমন করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষতটি শুকাইয়া যায় এবং ৬ই জুমাদাস সানী তিনি তাহার রাজকীয় পাল্কীতে[২] আরোহণ করেন এবং আগ্রা অভিমুখে গমন করেন আর ঐ মাসের ১৫ তারিখে আঃ হিঃ ৯৭১ সালে অর্থাৎ রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তথায় পৌঁছেন।

রাজত্বের নবম বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় ৯৭১ হিজরীর ২৯ শে রজব বুধবার দিন (১৩ই মার্চ ১৫-৬৪ খ্রীঃ) আবুল মা'আলী যখন আহমদ বেগকে হত্যা করিলেন এবং দেখিলেন যে রাজকীয় বাহিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে তখন তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং সোজা পথগুলি ছাড়িয়া দিয়া তিনি কাবুল অভিমুখে পলায়ন করিলেন। কাবুলের সন্নিকটবর্তী হইয়া তিনি ভূতপূর্ব সম্রাটের প্রতি তাহার অনুরাগ ও আনুগত্যের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং তাহা মাহ চোচক বেগমের (সম্রাটের-বিধবা স্ত্রী) নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লোক প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে সম্মান সহকারে গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহও দিলেন। এইবার আবুল মা'আলী নিজেকে সম্মুখে নিয়া গেলেন এবং শাহযাদা মুহম্মদ হাকিমের গৃহস্বামীর কার্যাবলীর ভার গ্রহণ করিলেন।

তাহাদের প্রতি মাহ চোচক বেগমের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট একদল লোক যেমন করাচা খানের পুত্র শুকুন ও শাদমান এবং অন্যান্যরা আবুল মা'আলীর সহিত

---

১. তিনি ২৫শে জুমাদাল আউয়াল তথায় পৌছিলেন—আকবরনামা।

২. আবুল ফযল এই বিবরণ সমর্থন করেন এবং বলেন যে লোকটি কলেজের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল ; কিন্তু বদাওনী বলেন তীরটি কলেজের ছাদ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি স্বীকার করেন যে ক্ষতটি সামান্য ছিল, বেশী গভীর হয় নাই।

www.alimaanfoundation.com

যোগদান করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইলেন যে যতদিন বেগম জীবিত থাকিবেন ততদিন কার্যাবলী সুষ্ঠুরূপে চলিবে না। তিনি তাহাদের সহিত একমত হইলেন এবং হতভাগ্য মহিলাটিকে একটি ছোরা দ্বারা হত্যা করিলেন। অতঃপর তিনি বালক শাহযাদা মির্যা মুহম্মদ হাকিমকে নিজের আয়ত্তে আনিলেন এবং শাসনকার্যের কর্তৃত্ব হস্তগত করিলেন। তিনি মির্যার ভকিল হায়দার কাসিম কোহবারকে বন্দী করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। তিনি তাহার ভ্রাতা মুহম্মদ কাসিমকেও বন্দী করিলেন। ইহার ফলে তারদী মুহম্মদ খান, বাকি মুহম্মদ খান কাকশাল, হুসেন খান এবং ভূতপূর্ব বেগমের আরও কতিপয় অনুচর তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। আবদী সরমস্ত আবুল মা'আলীকে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পক্ষীয় লোকদের একদলকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তাহাদের ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। ষড়যন্ত্রকারীগণ যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গে প্রবেশ করিল আর আবুল মা'আলী তাহাদের উপর চাপ দিতে লাগিল। উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হইল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবুল মা'আলী তাহাদের দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইলেন এবং তাহারা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

কারাগারে বন্দী মুহম্মদ কাসিম মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইলেন এবং বদাখশানে মির্যা সুলায়মানের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাহাকে কাবুলের সকল ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবহিত করিলেন এবং তাহাকে ঐ শহরের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য প্ররোচিত করিলেন। মির্যা মুহম্মদ হাকিমও মির্যা সুলায়মানের নিকট একজন লোক প্রেরণ করিয়া তাহার সাহায্য চাহিলেন। মির্যা ঘটনাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া বদাখশানের সৈন্যদের একত্র সমাবেশ করিলেন এবং তাহার স্ত্রী খুররম বেগমের সম্মতিক্রমে কাবুলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অপর দিকে আবুল মা'আলীও কাবুলের সেনাদের একত্র সমাবেশ করিলেন এবং মির্যা মুহম্মদ হাকিমকে সঙ্গে লইয়া ঘোরবন্দ নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষ তাহাদের সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবুল মা'আলীর বাম পার্শ্বের কাবুল বাহিনী বদাখশান বাহিনীর দ্বারা পরাজিত হইল, এবং পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করে। তিনি কিছু সৈন্যসহ দ্রুত তাহাদের সাহায্যার্থে গমন করেন আর মির্যা মুহম্মদ হাকিমকে তাহার ভৃত্যদের কর্তৃত্বে রাখিয়া যান। এই লোকগুলি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া নদী অতিক্রম করিয়া যায় এবং মির্যা সুলায়মানের সহিত যোগদান করে। কাবুল বাহিনী যখন এই ঘটনার কথা জানিতে পারে তখন তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠে এবং প্রত্যেকটি লোক তাহার গৃহাভিমুখে পলায়ন করে।

www.alimaanfoundation.com

আবুল মা'আলী যখন তাহার দায়িত্ব হইতে প্রত্যাবর্তন করে তখন তিনি মির্যা হাকিম বা তাহার সৈন্যদের কোন চিহ্নও কোথাও দেখিতে পান না, ফলে তিনি পলায়ন করেন। বদাখশান বাহিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং চারিকারান গ্রামে তাহাকে ধরিয়া ফেলে। তাহাকে মির্যা সুলায়মানের সম্মুখে আনিয়া হাজির করা হয়, তিনি তাহার বিজয়ে উল্লসিত হইয়া মির্যা মুহম্মদ হাকিমকে সঙ্গে লইয়া কাবুল গমন করেন। তিন দিন পর তিনি আবুল মা'আলীকে তাহার হাতগুলি তাহার গলার পিছনে বাঁধিয়া মির্যা মুহম্মদ হাকিমের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি তাহার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাহাকে ফাঁসি দিবার নির্দেশ দেন। এই ঘটনা ঘটে ৯৭০ হিঃ ১৭ই রমযান রাত্রিতে। মির্যা সুলায়মান এই সময়ে বদাখশানে তাহার কন্যাকে আনয়নের জন্য প্রেরণ করেন এবং মির্যা মুহম্মদ হাকিমের সহিত তাহার বিবাহ দেন। তাহার বহু অনুচরকে কাবুলে জায়গীর প্রদান করিয়া এবং তাহার বিশ্বস্ত উম্মাইদ আলীকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করিয়া তিনি বদাখশান প্রত্যাবর্তন করেন।

এই বৎসরে খান খানান বৈরাম খানের একজন পুরাতন সঙ্গী খাজা মুযাফ্ফর আলী তরবতিকে রাজস্ব মন্ত্রী পদে (ওযারাত-ই-দিওয়ান-ই-আলী) উন্নীত হন এবং খান উপাধি লাভ করেন।[১]

চুনার দুর্গ অধিকার

ফট্টু নামে আদালীর এক ক্রীতদাস চুনার দুর্গটি অধিকার করিতেছিলেন। তিনি তখন ইহা সমর্পণ করিবার প্রস্তাব দিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন।[২] সম্রাট দুর্গের দখল লাভের জন্য শেখ মুহম্মদ ঘাউস ও আসফ খানকে প্রেরণ করিলেন। ইহার অধিকার লাভ করিবার পর হুসেন খান তুর্কোমানকে ইহার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। ইহার ফলে ঘাযী খান সুর যিনি পূর্বে আদালীর একজন আমীর ছিলেন, কিন্তু কিছুকালের জন্য সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন আসফ খান কাররার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে পলায়ন করেন এবং পান্না দেশে গমন করেন। তথায় তিনি কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহ করেন। আসফ খানকে যখন কাররায় প্রেরণ করা হয় তখন ঘাযী খান তাহার অনুচরগণকে তাহার বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন, কিন্তু যুদ্ধে

---

১. আবুল ফযল অষ্টম বর্ষের শুরুতে এই নিয়োগ করা হয় বলিয়া বলেন—আকবরনামা।

২. আবুল ফযল এই সমর্পণ রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে সংঘটিত হয় বলিয়া বলেন। সম্রাট কাররা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এই দুর্গ অবরোধের জন্য আকখানকে প্রেরণ করেন এবং ইহাতে ভীত হইয়া ফট্টু আত্মসমর্পণ করে---আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

আসফ খান কর্তৃক তিনি পরাজিত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। এইরূপে আসফ খান তাহার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

গড়হা কণ্টক দেশটি আসফ খানের নিকটে ছিল এবং তিনি ইহা দমন করিবার পরিকল্পনা করেন। ঐ দেশের প্রধান স্থান হইল চৌরাগড়। এই দেশটি ছিল বিস্তৃত, সত্তর হাজার সমৃদ্ধশালী গ্রাম সম্বলিত। এই সময় ইহার শাসনকর্তা ছিলেন একজন মহিলা, তাহার নাম দুর্গাবতী, আর তিনি ছিলেন পরমাসুন্দরী। আসফ খান যখন এই দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন তখন তিনি মনে করিলেন যে, ইহা জয় করা খুব সহজ কাজ হইবে, ফলে তিনি পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিকসহ ইহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।[১] রাণী তাহার সমস্ত সৈন্য একত্র করিলেন এবং ৭০০ হস্তী, ২০,০০০ অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিকসহ আক্রমণকারীকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল, ইহাতে উভয় পক্ষ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিল, কিন্তু ভাগ্যের নির্দেশে রাণীর গায়ে একটি তীর আসিয়া বিদ্ধ হইল এবং যাহাতে তিনি শত্রু হস্তে পতিত না হন সেজন্য তিনি তাহার হস্তীচালককে তাহাকে ছোরা দ্বারা হত্যা করিতে বাধ্য করেন।

এই বিজয়ের পর আসফ খান চৌরাগড়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাণীর পুত্র ঐ দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া তাহাকে বাধা দান করেন; কিন্তু নিহত হন, আর দুর্গটি দখল করা হয় এবং ইহার সমস্ত সম্পদ বিজয়ীদের হস্তগত হয়। আসফ খান এই বিজয় লাভের পর এবং প্রচুর সম্পদ লাভের ফলে পরম উল্লসিত হইয়া কাররা প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাহার শাসনভার গ্রহণ করেন।

সম্রাটের নারওয়ার গমন

৯৭১ হিঃ ১২ই যিলকাজা, যাহা রাজত্বের নবম বর্ষ, সম্রাট আগ্রা ত্যাগ করেন এবং হস্তী শিকারের উদ্দেশ্যে চম্বল নদী অভিমুখে রওয়ানা হন।[২] প্রচুর বৃষ্টিপাত ও প্লাবনের ফলে তাহাকে পনর দিন অপেক্ষা করিতে হয় এবং যখন তিনি নদী অতিক্রম

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে। একটিতে আছে পাঁচ সহস্র, আর অপর দুইটিতে আছে পঞ্চাশ হাজার। অন্যান্য বিবরণেও গরমিল দেখা যায়। দুইটি পাণ্ডুলিপিতে 'অসংখ্য' শব্দটি নাই, ফলে রাণীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় "২০,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক।" কিন্তু এইগুলি ৭০০ হস্তীর সম্বন্ধে একমত। ফিরিশতা আরও বলেন যে "১৫০০ অশ্বারোহী ও ৩০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক।"

২. আবুল ফযলের মতে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লার কার্যাবলী প্রতিরোধ করা।—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

করিতে সক্ষম হন তখন লখনা নামীয় তাহার একটি প্রিয় হস্তী ডুবিয়া যায়। তিনি যখন নারওয়ার শহরের সন্নিকটে উপস্থিত হন তখন তিনি শিবির স্থাপন করেন কারণ নিকটস্থ জঙ্গলে প্রচুর হস্তীর বাস ছিল। ঐ স্থানের নিকটবর্তী স্থানসমূহ হস্তীশূন্য করিবার পর তিনি মালব অভিমুখে অগ্রসর হন এবং রেওয়ারে[১] অপেক্ষা করেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে তাহাকে দুই দিন ঐ শহরের দৃষ্টিসীমায় অবস্থান করিতে হয়। তথা হইতে তিনি সারঙ্গপুর যাত্রা করেন কিন্তু পুনরায় প্রবল বৃষ্টিপাত ও প্লাবন তাহার গতিরোধ করে। তিনি সারঙ্গপুরের নিকটবর্তী হইলে ঐ স্থানের গভর্ণর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং কর দান করেন। পরদিন সম্রাট মন্দু অভিমুখে অগ্রসর হন।

আবদুল্লা খান উযবেক ছিলেন মন্দুর গভর্ণর এবং তাহার ও সম্রাটের মধ্যে কিছু মতবিরোধ হইয়াছিল, ফলে সম্রাটের আগমনে তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়েন এবং গুজরাট অভিমুখে পলায়ন করেন। সম্রাট যখন তাহার পলায়নের সংবাদ পান তখন তিনি তাহার একজন প্রধান আমীর মুকিম খানকে আবদুল্লা খানের নিকট প্রেরণ করেন তাহাকে বুঝাইতে ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে। যদিও মুকিম খান তাহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহার কথায় কোন ফল হইল না, কারণ আবদুল্লা খান ভাবিলেন যে খানের উদ্দেশ্য হইল কথাবার্তা বলিয়া ও গল্প শুনাইয়া তাহাকে বিলম্ব করিয়া দেওয়া, যাহাতে রাজকীয় বাহিনী আসিয়া পৌঁছিতে পারে এবং পথঘাটে পাহারা বসাইতে সক্ষম হয়। ফলে তিনি মুকিম খানকে ফেলিয়া পলায়ন করিলেন; আর খান প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহার অসাফল্যের বিবরণ দান করিলেন।

সম্রাটের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল এবং তিনি আবদুল্লার গতিরোধ করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। সম্রাট স্বয়ং অগ্রসর হইলেন এবং মন্দু পৌঁছিয়া সংবাদ পান যে তাহার অগ্রবর্তী বাহিনী আবদুল্লা খানের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে, ফলে তিনি অতিদ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন। আবদুল্লা যখন দেখিলেন যে তাহার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কতিপয় অনুচর নিহত হইয়াছে আর সম্রাট নিকটবর্তী হইয়াছেন তখন তিনি তাহার আসবাবপত্র ও সৈন্যদের ফেলিয়া দ্রুত পলায়ন করেন। সম্রাটের বাহিনী গুজ-রাটের আলী দেশ[২] পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহার স্ত্রীদের ও হস্তীগুলি হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি গুজরাটে চাঙ্গিস খানের নিকট গমন করেন। এই চাঙ্গিস খান ছিলেন গুজরাটের সুলতান মাহমুদের একজন ক্রীতদাস এবং তাহার ইন্তেকালের পর তিনি দেশের শাসনভার লাভ করেন। যে

১. নামটি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।
২. আলদেশ, বিস্তৃত অঞ্চল (মামলুকাত), মালবে অবস্থিত—তারিখ-ই-আলফী।

www.alimaanfoundation.com

রাজকীয় বাহিনী আবদুল্লা অশ্ব, হস্তী ও স্ত্রীদের হস্তগত করে তাহারা অতঃপর আলীতে প্রত্যাবর্তন করে এবং তথায় তাহারা সমাদরে গৃহীত হয়।

সম্রাটের বাহিনী অতঃপর চলিতে আরম্ভ করিল এবং ৯৭১ হিজরীর যিল হিজ্জার নবচন্দ্রের দিনে মন্দুতে পৌঁছিল। আশেপাশের জমিদারগণ তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিতে আসিলেন এবং সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। খান্দেশের নৃপতি মিরণ মুবারক শাহ দূত মারফত সম্রাটের নিকট একটি পত্র ও উপযুক্ত উপহার প্রেরণ করিলেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে পর দূতগণ প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি লাভ করিল এবং মিরণ মুবারক শাহের নিকট এক ফরমান প্রেরণ করিয়া তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইল যে তিনি তাহার কন্যাদের মধ্যে যাহাকে সম্রাটের পরিচর্যা করিবার যোগ্য মনে করেন তাহাকে যেন পাঠাইয়া দেন। দূতগণের সহিত ইতিমাদ খানকেও প্রেরণ করা হইল। মুবারক শাহ যখন এই সম্মানসূচক পত্র পাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন এবং তিনি উপযুক্ত লোকজন ও জিনিসপত্রসহ তাহার কন্যাকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং ইহা করিতে পারিয়া নিজেকে কৃতার্থ-মনে করিলেন। সম্রাট যখন মন্দুতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন বর্তমানে হিন্দিয়ায়[১] অবস্থিত আব্দুল্লা খানের কর্মচারী খান কুলি[২] এবং দাক্ষিণাত্যের একজন আমীর মুকাররব খান সম্রাটের নির্দেশ মান্য করিয়া তাহাদের অনুচরগণসহ আগমন করিলেন এবং সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। মুকিম খান এই অভিযানে বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, ফলে তিনি সুজা খান উপাধি লাভ করেন।

৯৭২ হিজরীর মহরম মাসে (আগস্ট, ১৫৬৪) সম্রাটের শিবির মন্দু হইতে অপসারিত হইল এবং নালচা[৩] শহরের দৃষ্টিসীমায় স্থাপিত হইল। কররা বাহাদুর খানকে মন্দুর গভর্ণর নিযুক্ত করা হইল এবং সম্রাটের অনুচরদের একদলকে নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা মন্দুতে থাকিয়া যান এবং কররা বাহাদুরের সঙ্গে ঐ প্রদেশে অবস্থান করিয়া উত্তমশীলতার সহিত সম্রাটের সেবা করেন। দুই-দিন পর শিবির আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করে এবং উজ্জয়িনী পৌঁছিয়া প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ইহা চারদিন তথায় অবস্থান করে। তথা হইতে চারদিন পথ চলিয়া ইহা সারঙ্গপুরে পৌঁছে এবং এক সপ্তাহ পর ইহা খেয়ার পরগণার শহরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে পৌঁছে। নিয়মিত পথ চলিয়া ইহা সিপ্রী আগমন করে। এই স্থানে সন্ধানী লোকেরা একটি হস্তীপালের, যাহাতে একটি মস্ত বড় হস্তী আছে, সংবাদ আনে। সম্রাটের ভৃত্যগণ ইহাদের

১. "মালবের সীমান্তে অবস্থিত" তারিখ-ই-আলফী। ইহা নর্মদার বাম তীরে অবস্থিত।
২. "খান আলী"—তারিখ-ই-আলফী
৩. মন্দু হইতে পাঁচ বা ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

খেদাইতে যায় এবং পালের সবগুলিকে ধরিয়া ফেলে। নারওয়ার ও গোয়ালিয়র হইয়া সম্রাট রা রবিউল আওয়াল আগ্রা পৌঁছেন। এই বৎসরে সম্রাটের যমজ সন্তান হয়, ইহাদের একজনের নাম রাখা হয় হাসান ও অপর জনের নাম রাখা হয় হুসেন ; কিন্তু ইহারা মাত্র এক মাস বাঁচিয়া ছিল।

সম্রাট মন্দুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এবং যখন তিনি আগ্রাতে আরাম আয়েশ করিতেছিলেন তখন প্রায়ই তিনি রাজধানীর উপকণ্ঠে কাকরানী [২] নামীয় গ্রামে অশ্বে চড়িয়া গমন করিতেন। এই গ্রাম ইহার মুক্ত বায়ু ও চমৎকার পানির জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি এই স্থানটিকে একটি প্রাসাদ নির্মাণের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ফলে তিনি একটি প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই চমৎকার গৃহসমূহ নির্মিত হইল এবং একটি বৃহৎ শহর জাগিয়া উঠিল আর ইহার নাম দেওয়া হইল নগরচীন।

খাজা মুয়াযমের বিবরণ

খাজা মুয়াযম ছিলেন সম্রাটের মামা। তিনি ছিলেন শেখউল ইসলাম আহমদ জামের বংশধর আলী আকবরের পুত্র। এই লোকটি সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে কতিপয় লজ্জাস্কর কার্যের জন্য দায়ী ছিলেন, ফলে সম্রাট বাধ্য হইয়া তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নিকট তাহার অপরাধসমূহের নিন্দা করিয়া যান। তাহার অশোভনীয় আচরণে সম্রাট শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করেন, ইহার ফলে তিনি গুজরাট গমন করেন। তথা হইতে তিনি মক্কা গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিবার পর তিনি হুমায়ুনের দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্রাটের ইন্তেকালের পর বৈরাম খান খান খানান রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন এবং তিনি খাজার চরিত্রের কথা অবগত ছিলেন বলিয়া তাহার নির্বাসনের এক নির্দেশ আদায় করেন। তাহার নির্বাসনের পর খাজা কিছুকাল গুজরাট অবস্থান করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সম্রাটের দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন বৈরাম খান তাহাকে সমর্থন করেন এবং তিনি কিছু পরিমাণ খাতির লাভ করেন। বৈরাম খানের পতনের পর সম্রাটের খাজার প্রতি অনুকম্পা হয় এবং তিনি তাহাকে কয়েকটি জেলা জায়গীর দান করেন। কিন্তু খাজার বিকারগ্রস্ত ও মন্দ স্বভাব তাহাকে পাইয়া বসে এবং তিনি কতিপয় লজ্জাজনক অপরাধে অপরাধী হন। ইহাদের মধ্যে একটি হইল এই—ভূতপূর্ব সম্রাটের হারেমে ফাতিমা নামীয় এক মহিলা ছিলেন এবং খাজা যুহরা

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কগ্রানী , বদাওনীতে আছে গহরাওয়ালী।

www.alimaanfoundation.com

আঘা নামে তাহার এক কন্যাকে স্বয়ং গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর তিনি তাহাকে হত্যা করিবার এক পরিকল্পনা করেন। এই ঘটনার সংবাদ তাহার মাতার নিকট পৌঁছিলে সে দ্রুত তাহা সম্রাটের গোচরে আনে এবং তাহার নিকট প্রতিকার চায়। সম্রাট ঐ সময়ে শিকার অভিযানে গমন করিতেছিলেন এবং তিনি হতভাগ্য মাতাকে আশ্বাস দেন যে তিনি তাহার কন্যাকে খাজার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তদনুযায়ী তিনি তাহির মুহম্মদ খান মীর-ই ফরাখত ও রুস্তম খানকে খাজার নিকট প্রেরণ করিয়া সংবাদ দেন যে সম্রাট অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবেন। তাহির মুহম্মদ যখন তাহার গৃহে পৌঁছিলেন, তখন তিনি এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে তিনি হতভাগ্য মহিলাটিকে হত্যা করিলেন। সম্রাট তথায় পৌঁছামাত্র তিনি খাজার এই নিষ্ঠুর কার্যের সংবাদ পাইলেন যাহার শাস্তি বিধান করা একান্ত প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার অনুচরদের তাহাকে উপযুক্তরূপ প্রহার করিবার নির্দেশ দেন এবং তৎপর তাহাকে একটি নৌকায় উঠাইয়া নদীতে বহুবার চুবাইয়া আনা হয়।[১] ইহার পর তিনি তাহাকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন এবং তথায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং ঐ অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হয়।

মির্যা সুলায়মানের তৃতীয়বার কাবুল আগমন

পূর্বেই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে কি করিয়া মির্যা সুলায়মান মির্যা মুহম্মদ হাকিমকে উদ্ধার করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং কিভাবে তিনি শাহ আবুল মা'আলীকে পরাজিত করিয়া তিনি তাহার স্বীয় অনুচরদের জায়গীর দান করেন এবং তৎপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। মির্যা মুহম্মদ হাকিম ও তাহার লোকেরা এইসব বদাখশানীদের দ্বারা ভয়ানকভাবে উত্যক্ত হইয়া তাহাদের কাবুল হইতে বিতাড়িত করেন। এই বিতাড়ণের প্রতিশোধ নিবার জন্য মির্যা সুলায়মান এক বিশাল বাহিনী লইয়া পুনরায় আগমন করেন। মির্যা মুহম্মদ হাকিম বাকি কাকশালকে কাবুলে তাহার অনুচরদের কর্তৃত্বে রাখিয়া স্বয়ং জালালাবাদ ও পরশাওয়ার গমন করেন। বারান[২] নদীতে পৌঁছিয়া মির্যা সুলায়মান জানিতে পারেন কি করিয়া মির্যা মুহম্মদ হাকিম কাবুল ত্যাগ করিয়াছেন এবং জালালাবাদ গমন করিয়াছেন।

---

১. আবুল ফযল বলেন যে সম্রাট যে তাহাকে ও তাহার দুষ্ট প্রকৃতির সঙ্গীদের হাত পা বাঁধিয়া নদীতে নিক্ষেপ করান। যদিও বহুবার তাহাকে নদীতে চুবান হয়, তবু তিনি ডুবিয়া যান নাই এবং যখনই ভাসিয়া উঠিতেন তখনই সম্রাটকে কটুবাক্য বলিতেন। মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন—আকবরনামা।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শুধু "নদীটিতে।"

www.alimaanfoundation.com

মির্যা মুহম্মদ হাকিম পরশাওয়ার হইতে অগ্রসর হইয়া সিন্ধুর তীর পর্যন্ত গমন করেন এবং তথা হইতে তাহার অভিযোগসমূহের বিবরণ দিয়া সম্রাটের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। মির্যা সুলায়মান যখন জানিতে পারেন যে মির্যা মুহম্মদ হাকিম সম্রাটের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন এবং পরশাওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি কম্বর নামীয় তাহার এক অনুচরকে তিনশত লোকসহ জালালাবাদ রাখিয়া যান এবং স্বয়ং কাবুল অভিমুখে গমন করেন।

মির্যা মুহম্মদ হাকিমের আবেদন যখন সম্রাটের দরবারে পৌঁছে তখন পাঞ্জাবের সকল আমীর ও জায়গীরদারদের প্রতি (যেমন মুহম্মদ কুলি খান-বিরলাস, খান-ই-কলান কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান, কামাল খান গখর ও অন্যান্যগণ) এক নির্দেশ জারি করেন যেন তাহারা তাহাদের সকল সৈন্য সমাবেশ করিয়া মির্যা মুহম্মদ হাকিমের সাহায্যে গমন করেন। এই আমীরগণ নির্দেশ অনুযায়ী সিন্ধুতে গমন করেন এবং মির্যা মুহম্মদ হাকিমের সহিত যোগদান করেন। অতঃপর তাহারা কাবুল উদ্ধারের জন্য যাত্রা আরম্ভ করেন। জালালাবাদ পৌঁছিয়া তাহারা মির্যা কাসানকে প্রেরণ করিয়া মির্যা সুলায়মানের প্রতিনিধি কম্বরকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য তলব করেন; কিন্তু ঐ হতভাগা লোকটি আত্মসমর্পণ করিল না, ফলে সম্রাটের বাহিনী দুর্গটি আক্রমণ করিল। তাহারা এক ঘণ্টার মধ্যে ইহা দখল করে এবং কম্বর ও তাহার তিনশত লোকের সকলকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করে। শুধু দুইটি লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা গিয়া মির্যা সুলায়মানকে সংবাদ দিতে পারে এবং কম্বরের শির, ও শহরটি দখলের সংবাদ কাবুলে বাকি কাকশালের নিকট প্রেরণ করা হয়।

মির্যা সুলায়মান জালালাবাদের পতন ও সম্রাটের বাহিনীর আগমনের সংবাদ পাইয়া বদাখশানে পলায়ন করিলেন। মির্যা মুহম্মদ হাকিম সম্রাটের আমীরগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কাবুল প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পুনরায় শাসনভার গ্রহণ করিলেন। আমীরগণ সম্রাটের নিকট হইতে তাহারা যে নির্দেশ লাভ করিয়াছিলেন সেই অনুযায়ী তৎপর তাহাদের জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, শুধু খান-ই-কলান থাকিয়া গেলেন, তাহাকে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের অভিভাবক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহার অল্প পরেই খান-ই-কলানের সহিত পরামর্শ না করিয়াই মির্যা তাহার ভগ্নীকে যাহাকে পূর্বে শাহ আবুল মা'আলীর নিকট বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল, খাজা বাহা-উদ্দীনের বংশধর খাজা হুসেন নক্শবন্দীর নিকট বিবাহ দেন। এই বিবাহ দ্বারা তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে করিয়া খাজা মির্যার বিষয়সমূহে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং খান-ই-কলানকে তাহার কার্যের জবাবদিহী করিতে বলিলেন। খান একজন উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন, ফলে তিনি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না,

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

ফলে তিনি বিনা অনুমতিতেই কাবুল ত্যাগ করিলেন এবং লাহোর প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে তিনি তাহার এক বিবরণ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন।

রাজত্বের দশম বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় রবিবার, ৯ই শাবান, ৯৭২ হিজরীতে (১১ই মার্চ, ১৫৬৫ খ্রীঃ)। এই বৎসরের শুরুতে সম্রাট হাতী শিকারে গমনের সংকল্প করিলেন। তদনুযায়ী এই জন্তু খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অনুসন্ধানী লোক প্রেরণ করা হইল এবং তাহা দেখিতে পাইলে সংবাদ দিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। ৯ই রজব ৯৭২ হিজরীতে সম্রাট স্বয়ং ধূলপুর হইয়া নারওয়ার ও গড়হা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নারওয়ার পেঁাছিয়া তিনি তাহার শিবির স্থাপন করিলেন। অনুসন্ধানকারীগণ তখন সংবাদ দিল যে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলসমূহে কয়েক পাল হস্তী আছে। সম্রাট তখন দ্রুত জঙ্গলে গমন করিলেন এবং সবগুলি হস্তী ধরিয়া তৎপর প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর একদিন সন্ধানকারীগণ সংবাদ আনিল যে প্রায় আট ক্রোশ দূরবর্তী এক মরুভূমিতে বহু হস্তী আছে। রাজকীয় ভৃত্যগণ রওয়ানা হইল এবং দিনের শেষ দিকে তাহারা জন্তুগুলি দেখিতে পাইল এবং এইগুলির সব কয়টিই তাহারা ধরিয়া আনিল। তাহারা এই-গুলিকে পানওয়া দুর্গের অভিমুখে তাড়াইয়া নিল এবং মধ্যরাত্রিতে তাহারা তথায় পেঁাছিল। ঐ দিন তিন শত পঞ্চাশটি হস্তী ধরা হইয়াছিল। তথা হইতে তাহারা সম্রাটের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল, ইহা ছিল তখন গড়হার উপকণ্ঠে। ইহা তথায় প্রায় বিশ দিন অবস্থান করে। তখন গ্রীষ্মকাল আসিয়া পড়িল এবং অস্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল আর শিবিরের বহু লোক দুর্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়িল, ফলে সম্রাট আগ্রা প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আগ্রা দুর্গ নির্মাণ

এই বৎসর আগ্রাতে পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত ইষ্টক নির্মিত দুর্গটির পরিবর্তে টুকরা টুকরা করা পাথর দ্বারা একটি দুর্গ নির্মাণ করিবার হুকুম দেওয়া হয়। তদনুযায়ী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং চার বৎসরে দুর্গটি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়।[১] এইকালে

১. এই কাজটি কাসিম খান মীর-ই-বার ও বহর এর পরিচালনায় সম্পন্ন হয় এবং ইহা আট বৎসরে সম্পূর্ণ হয়—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

পৃথিবীতে ইহার তুল্য আর কোনটি নাই। ইহার দেওয়াল দশ গজ পুরু এবং তাহা পাথর ও চুনবালি দ্বারা নির্মিত। পাথরগুলির উভয় দিক কাটা এবং তাহা অতি নিপুণভাবে যুক্ত করা হইয়াছে। দুর্গটির উচ্চতা চল্লিশ গজেরও অধিক। ইহার চারিদিকে একটি পরিখা খনন করা হইয়াছে আর ইহা উভয় দিকে পাথর ও চুন বালিতে গাঁথা। ইহা বিশ গজ প্রশস্ত ও দশ গজ গভীর এবং যমুনা নদী হইতে ইহাতে পানি প্রবেশ করান হয়। এই দুর্গটি নির্মাণ করিতে তিন কোটি তঙ্কা ব্যয় হইয়াছে।[১] ইহার প্রবেশদ্বারের ভিত্তি স্থাপনের তারিখটি "বিনাই দার-ই-বিহিশত" অক্ষরগুলিতে নিহিত আছে (৯৭৪ হিঃ)।

আলী কুলি খান-যমান, ইব্রাহিম খান ও সিকান্দর খানে বিদ্রোহ

আবদুল্লা খানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে, যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে; এইরূপ একটি মত ছড়াইয়া পড়ে যে সম্রাটের উযবেকদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে। সম্রাট যখন নারওয়ারে হস্তী শিকারে গমন করেন তখন আশরাফ খান মীর মুন্সিকে সিকান্দর খানের নিকট প্রেরণ করা হয়, তাহাকে সম্রাটের অনুগ্রহ প্রদর্শন অঙ্গীকার করিয়া শান্ত করিতে ও তাহাকে দরবারে আনয়ন করিতে। আশরাফ খান সিকান্দর খানের জায়গীর অযোধ্যার সন্নিকটবর্তী হইলে সিকান্দর খান স্বয়ং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন এবং যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত তাহাকে স্বগৃহে নিয়া যান। তিনি সম্রাটের হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পণ করেন এবং এমন ভাব দেখান যেন তিনি দরবারে গমন করিবেন। কিন্তু কয়েকদিন পর তিনি আশরাফ খানের নিকট বলিলেন "ইব্রাহিম খান আমার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিপত্তিশালী লোক আর তিনি এই নিকটেই অবস্থান করিতেছেন; আমাদের পক্ষে সর্বপেক্ষা উত্তম কাজ হইবে তাহার নিকট গমন করা এবং তাহাকেও আপনার প্রস্তাবে সম্মত করানো।" এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা ইব্রাহীম খানের জায়গীর সারাওয়ারে[২] গমন করেন।

সিকান্দর খান ও ইব্রাহীম খান যখন একত্র হইলেন তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিলেন এবং স্থির করিলেন যে তাহারা আলি কুলি খানের সহিত

১. প্রতি জরিব ভূমির উপর তিন সের শস্যের মূল্য ধার্য করা হয় এবং জায়গীরদারদের নিকট হইতে ইহা আদায় করিবার জন্য রাজস্ব আদায়কারী ও অফিসার (তওয়াচী) নিযুক্ত করা হয়। —বদাওনী।

২. "সুরহরপুর"—বদাওনী। সুরহরপুর জৌনপুর সরকারে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

পরামর্শ করিবেন কারণ তিনি তাহাদেরই স্বগোত্রীয় লোক এবং তাহাদের ঐ অঞ্চলে সম্রাটের প্রতিনিধি। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং আশরাফ খানের সম্মতিক্রমে তাহারা খান যমানের জায়গীর জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন। পরামর্শ করিবার পর তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের বিপক্ষে গেল এবং তাহারা বিদ্রোহ করিবার সংকল্প করিলেন। তাহারা অসঙ্গতভাবে আশরাফ খানকে আটক করিলেন এবং তৎপর বিদ্রোহ করিলেন। ইব্রাহীম খান ও সিকান্দর খান নানাপ্রকার শত্রুতামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া লক্ষ্ণৌ গমন করিলেন। খান যমান ও তাহার ভ্রাতা কাররা মানিকপুর গমন করিলেন এবং তথায় বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেন।

শাহাম খান জলাইর, শাহ বিদাঘ খান, আমীর খান, মুহম্মদ আমীন দিওয়ানা, সুলতান কুলি খালদার, তাহার নিকটবর্তী সকল জায়গীরদার সহ, শাহ তাহির বদাক্ষী, শাহ খলিলুল্লার ভ্রাতা ও অন্যান্য আমীরগণ এই সব বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলীর সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে মুহম্মদ আমীন অশ্ব হইতে পড়িয়া যান এবং বিদ্রোহীগণ দ্বারা বন্দী হন। শাহাম খান ও বিদাঘ খান আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যুদ্ধ করিলেন কিন্তু যেহেতু বিদ্রোহীদের সৈন্যসংখ্যা তাহাদের সৈন্যসংখ্যার দ্বিগুণ ছিল, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে হইল এবং তাহারা নমিথা[১] দুর্গে নিজেদের আবদ্ধ করিলেন, আর তথা হইতে সম্রাটের নিকট এক বিবরণ প্রেরণ করিলেন।

খান যমান ও তাহার ভ্রাতা বাহাদুর খান এইবার তাহাদের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করিলেন এবং নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ লুট করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ অঞ্চলের জায়গীরদার মজনুন খান কাকশাল নিজেকে মানিকপুর দুর্গে আবদ্ধ করিলেন। তিনি গড়হার গভর্ণর আসফ খান খাজা আবদুল মজিদকে এই পরিস্থিতির সংবাদ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে তাহার সাহায্যে আগমনের জন্য তলব করিলেন। গড়হা দেশের রক্ষার জন্য একদল সৈন্য রাখিয়া আসফ খান এক শক্তিশালী বাহিনীসহ তাহার স্বীয় জায়গীর কাররা গমন করিলেন। তথায় তিনি চৌরাগড়ে যে কোষাগার তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা তাহার সৈন্যদের মধ্যে পারিতোষিকরূপে বিতরণ করিলেন। তিনি মজনুন খানের নিকটও প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিলেন। আসফ খান ও মজনুন খান সাহসিকতাপূর্ণ পথ অবলম্বন করিলেন এবং বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করিতে গমন করিলেন আর এই অবস্থার একটি বিবরণ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন।

---

১. পাঠান্তরে নমঘা, "নিম-কহার"—বদাওনী, নিমকর—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

আমীরদের বিবরণ সম্রাট শিবিরে যখন তাহার নিকট পৌঁছিল তখন তিনি এইসব প্রচেষ্টা দমন করিবার সংকল্প করিলেন। শত্রুদের দমনের জন্য তিনি অগ্রবর্তী বাহিনী-রূপে এক শক্তিশালী সৈন্যদলসহ মুনিম খানকে অগ্রসর হইবার এবং কান্যকুব্জের নিকটে নদী অতিক্রম করিবার নির্দেশ দিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার সৈন্য সংগ্রহ ও তাহা সুসজ্জিত করিবার জন্য কয়েক দিন পিছনে রহিয়া গেলেন। শাওয়াল মাসে তিনি যমুনা নদী অতিক্রম করিলেন এবং বিদ্রোহীদের শাস্তিদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি কান্যকুব্জের নিকটবর্তী হইলে মুনিম খান আগাইয়া আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন আর সঙ্গে আনিলেন কিয়া খান গঙ্গকে, তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং মুনিম খান তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। সম্রাট তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে তাহার পূর্বপদে পুনর্বহাল করিলেন। তিনি নদী অতিক্রমের সুযোগের প্রতীক্ষায় দশ দিন অপেক্ষা করিলেন।

নদীর প্লাবন হ্রাস পাইলে সংবাদ আসিল যে সিকান্দর খান কি ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন থাকিয়া তখনও লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করিতেছেন। ইহার ফলে সম্রাট খাজা জাহান, মুযাফফর খান ও মুইন খানকে শিবিরের দায়িত্বে রাখিয়া স্বয়ং একদল সাহসী সৈন্যসহ মধ্যরাত্রে বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। ঐ রাত্রে ও পরদিন তিনি এতটুকু বিশ্রাম না পাইয়া সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং পরদিন সকালে লক্ষ্ণৌতে সিকান্দরের দৃষ্টিসীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সে মুহূর্তে সিকান্দর তাহার আগমনের সংবাদ পাইলেন তৎক্ষণাৎ তিনি দ্রুতগতিতে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিলেন এবং পলায়ন করি-লেন। সম্রাটের বাহিনীর অশ্বগুলি পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ফলে সিকান্দর পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন এবং অক্ষত অবস্থায় খান যমান ও বাহাদুর খানের নিকট গমন করিলেন। তাহারাও এখন আতঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং আসফ খানের সম্মুখ হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া জৌনপুরে চলিয়া গেল। তথা হইতে তাহারা যাত্রা করিল এবং তাহাদের অনুচরদের আগে বাড়াইয়া দিয়া তাহারা নরহন ফেরীতে নদী অতিক্রম করিল এবং নদীর অপর তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সম্রাট লক্ষ্ণৌ হইতে ইউসুফ খানকে[১] আগে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার পর পরই স্বয়ং যাত্রা করিলেন। তিনি জৌনপুরের উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করিলেন এবং তথায় আসফ খান ও মজনুন খান তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিলেন এবং অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হইলেন। আসফ খান তাহার সঙ্গে কতিপয় মূল্যবান উপহার

১. ভূতপূর্ব আতকা খানের পুত্র।

www.alimaanfoundation.com

আনয়ন করিলেন এবং ঐগুলি গৃহীত হইল। পরদিন তাঁহার যে সেনাবাহিনী তিনি গড়হার সম্পদ দ্বারা সংগ্রহ করা হইয়াছিল, যাহার সংখ্যা ছিল পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সেগুলিকে সমতলে সমাবেশ করা হইল এবং সম্রাট তাহা পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং তাহার সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। শুক্রবার ১২ই যিল হিজ্জা সম্রাটের বাহিনী জৌনপুর দুর্গে প্রবেশ করিলেন। আসফ খান ও অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী আমীরদের নরহন ফেরীতে যেখানে আলী কুলি ও তাহার অনুচরগণ নদী অতিক্রম করিয়াছে, গঙ্গা নদী অতিক্রম করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল এবং তৎপর শত্রুদের সম্মুখীন হইতে এবং অবস্থা বুঝিয়া কার্য সম্পাদন করিতে হুকুম করা হইল। নির্দেশ অনুযায়ী আসফ খান তাহার অধীনস্থ সৈন্যদেরসহ গঙ্গা অতিক্রম করিলেন।

আলী কুলি খান যমান ও বাংলার শাসনকর্তা সুলায়মান কিরানী আফঘানের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের স্বার্থেরও সমন্বয় ঘটিয়াছিল; ফলে সুলায়মানের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে খান যমানের সহায়তা করিতে নিষেধ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা হইল। তদনুযায়ী তাহার সুবিবেচনার জন্য বিখ্যাত হাজী মুহম্মদ খান সিসতানীকে প্রেরণ করা হইল। তিনি যখন রোহটাস দুর্গে পৌঁছিলেন আলী কুলি খানের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কতিপয় আফঘান প্রধান তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাকে আলী কুলির নিকট প্রেরণ করে। খানের সহিত হাজীর অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তাহাকে দেখিয়া খান অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাহাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। খান তাহার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হাজীর মারফতে সম্রাটের নিকট আবেদন করাই সমীচিন মনে করেন এবং দরবারে তাহার পক্ষে সুপারিশ করিবার জন্য হাজীর সঙ্গে তাহার মাতাকে প্রেরণের সংকল্প করেন। এই আবেদনের ফলাফল পরে বর্ণনা করা হইবে।

উড়িষ্যা

বঙ্গ প্রদেশের একটি বিভাগ উড়িষ্যা; ইহার রাজা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের উপর শক্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতেন। সম্রাট হুসেন খান খাযাঞ্চী ও হিন্দী সঙ্গীতের সুনিপুণ গায়ক মহাপাত্রকে রাজার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে প্রচুর অনুগ্রহ প্রদর্শন ও মর্যাদা দানের আশ্বাস দিয়া যাহাতে সুলেমান খান আফঘান, আলী কুলি খানকে কোন সাহায্য না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করেন। হুসেন খান ও মহাপাত্রকে চারমাস ধরিয়া তিনি

www.alimaanfoundation.com

সসম্মানে আপ্যায়ন করিলেন, তারপর কতিপয় উৎকৃষ্ট হস্তী ও অন্যান্য চমৎকার উপহার সহ তাহাদের দরবারে ফেরৎ পাঠাইলেন। এই উড়িষ্যা দেশটি অতি বিস্তৃত অঞ্চল, ইহার রাজধানী জগন্নাথ—জগন্নাথ একটি মুতির নাম, ইহার নামানুসারেই এই শহরটি নাম ও খ্যাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

আসফ খানের গড়হা পলায়ন

আসফ খান সম্রাটের সহিত যোগদান করিবার ও তাহার বাহিনী প্রদর্শন করিবার পর মুযাফফর খান তাহার প্রতি শক্রতা প্রদর্শন করিলেন এবং গড়হার হস্তগত সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের জন্য কতিপয় লোককে প্ররোচিত করিলেন। তিনি নিজেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়া আসফ খানকে ভয় পাওয়াইয়া দিলেন। ইহার ফলে আসফ খানের মন সন্দেহ ও উদ্বেগে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহাকে যখন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করা হয় এবং আলী কুলির বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় তখন তিনি সুযোগ গ্রহণ করেন এবং মধ্য রাত্রিতে তাহার ভ্রাতা ওয়াযির খান এবং তাহার দলবলসহ কাররা অভিমুখে গমন করেন। পরদিন প্রধান আমীরগণ কালবিলম্ব না করিয়া সম্রাটকে তাহার পলায়নের সংবাদ দেন এবং সম্রাট মুনিম খানকে তাহার স্থলে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তিনি আসফ খানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একদল সৈন্যসহ শুজাত খানকে প্রেরণ করেন এবং আসফ খানের ব্যবহারের জন্য তাহাকে শাস্তি দিবার নির্দেশ দেন। শুজাত খান যখন মানিকপুর পৌঁছিলেন তখন তিনি দেখিলেন যে আসফ খান কাররা গমন করিয়াছেন এবং তাহা তথা হইতে গড়হা কণ্টক[১] গমনের সংকল্প করিয়াছেন। শুজাত খান নদী অতিক্রম করিবার মানসে তাহার লোকদের নৌকায় উঠাইয়া দিলেন আর আসফ খান ইহার সংবাদ পাইয়া পিছনে ফিরিয়া আসিলেন এবং নৌকাগুলি যখন তীরে ভিড়িল ঠিক তখনই তিনিও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইল এবং ইহাতে আসফ খান শুজাত খানের নদী তীরে অবতরণ বন্ধ করিতে সক্ষম হইলেন এবং তিনি রাত্রিতে অপর তীরে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হইলেন। ঐ রাত্রিতেই আসফ খান তাহার পলায়ন পুনরারম্ভ করিলেন এবং শুজাত খান পরদিন সকালে নদী অতিক্রম করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন এবং জৌনপুরে সম্রাটের সহিত মিলিত হন।

---

১. মধ্যভারতের জব্বলপুরের নিকটে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

রোহটাস দুর্গে কালিজ খানের দৌত্য

এই দুর্গটি বিহারে অবস্থিত আর উচ্চতায় ও শক্তিশালীতায় ইহা হিন্দুস্তানের অন্য সব দুর্গকে হার মানায়। যে পাহাড়ের উপর দুর্গটি নির্মিত তাহার উপরিভাগ দৈর্ঘে চৌদ্দ ক্রোশ এবং ইহা প্রস্থ তিন ক্রোশ আর সমতল হইতে ইহার প্রাকার পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় আধ ক্রোশ।[১] শের খান আফঘানের সময় হইতে সুলায়মান কিরানী বাংলার শাসনকর্তা হওয়া পর্যন্ত ইহা আফঘানদের দখলে রহিয়াছে। অতঃপর ফতেহ খান তিব্বতী ইহা অধিকার করে এবং সুলায়মানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করে। ৯৭২ হিজরীতে সুলায়মান একদল সৈন্য সংগ্রহ করে এবং আলী কুলি খানের সাহায্য লাভের আশা করিয়া রোহটাসের বিরুদ্ধে অভিযান করে এবং তাহা অবরোধ করে।

সম্রাটের বাহিনী যখন খান যমানের বিরুদ্ধে ঐ দিকে গমন আরম্ভ করে ফতেহ খান সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া[২] তাহার ভ্রাতা হুসেন খানকে মূল্যবান উপহারসহ প্রেরণ করিয়া সংবাদ দেন যাহাতে তিনি বলেন যে দুর্গটির মালিক সম্রাট এবং যে মুহূর্তে সম্রাটের শিবির জৌনপুরে স্থাপিত হইবে তখনই তিনি ইহার চাবি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবেন। সম্রাটের বাহিনীর আগমনের সংবাদে সুলায়মান অবরোধ উত্তোলন করেন। এইরূপে ফতেহ খান তাহার প্রতিদ্বন্দী হইতে রক্ষা পাইয়া তাহার সাধ্যমত যে রসদ সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা দুর্গে আনিয়া জমা করিলেন। তাহার ভ্রাতাকে দৌত্যে প্রেরণ করিবার জন্য তখন তিনি অনুতপ্ত হইলেন এবং তাহাকে তথা হইতে পলায়ন করিয়া রসদে পূর্ণ দুর্গে আগমনের জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সম্রাট জৌনপুরে শিবির স্থাপন করিলে হুসেন খান অনুরোধ করিলেন যেন দুর্গের চাবি গ্রহণের জন্য কাহাকেও তাহার সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। তদনুযায়ী ফতেহ খানের নিকট হইতে চাবি গ্রহণ করিয়া তাহা সম্রাটের নিকট আনয়নের জন্য কালিজ খানকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কালিজ খান যখন রোহটাস পৌঁছিলেন। ফতেহ খান তালবাহানা করিতে লাগিল এবং তাহাকে কিছুদিনের জন্য আটকাইয়া রাখিল। অবশেষে কালিজ খান বুঝিতে পারিলেন যে ফতেহ খান প্রতারণা করিয়াছে এবং তিনি অসমর্থ হইয়া দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

---

১. দুর্গের অভ্যন্তরে কৃষিকার্য করা হইত আর ইহাতে এত প্রচুর পানি ছিল যে কোন খোটা মাটিতে পুতিলে অথবা আগুন জ্বালিতে কোন গর্ত খুড়িলে পানি উঠিত।—বদাওনী।

২. আবুল ফযল বলেন যে ফতেহ খান বশ্যতা স্বীকার করিলে সম্রাট সব ব্যবস্থা করিবার জন্য কালিজ খানকে প্রেরণ করেন। তিনি এরূপ সাফল্য লাভ করেন যে ফতেহ খান কালিজ খানের সহিত তাহার ভ্রাতাকে সম্রাটের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

আলী কুলি খানের (খান যমান) কার্যাবলী

নরহন ফেরীতে যখন আলী কুলি খান সম্রাটের বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন, তখন তিনি তাহার ভ্রাতা বাহাদুর খানকে সিকান্দর খানের সহিত সরওয়ার[১] দেশে বিদ্রোহ সংঘটিত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ যখন সম্রাটের কানে পৌঁছিল তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে কতিপয় প্রধান আমীর, যেমন—শাহ্ বিদাঘ খান, ও তাহার পুত্র আবদুল মতলব খান, কিয়া খান এবং অন্যান্যেরা মীর মুইযউল মুলকের অধিনায়কত্বে সিকান্দর ও বাহাদুর খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। মীর মুইযউলমুলক ছিলেন মেশেদের সৈয়দগণের বংশধর আর তিনি তাহার বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আসফ খানের স্থলে খান খানানকে (মুনিম খান) সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করিয়া পাঠান হয়, এই বাহিনী নরহন ফেরীতে খান যমানের মুখোমুখি হয়। খান খানান ও খান যমানের মধ্যে বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং তাহারা যখন এইরূপে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন তখন উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইল এবং উভয়ের মধ্যে স্থির হইল যে খান যমান শান্তি স্থাপনের শর্ত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য খান খানানের নিকট আগমন করিবেন। চার বা পাঁচ মাস ধরিয়া আলাপ আলোচনা চলিল আর এই সময় যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

অতঃপর সম্রাট খাজা জাহান ও দরবার খানকে সেনাবাহিনীতে প্রেরণ করিলেন ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিবার জন্য ও তাহার রিপোর্ট দিবার জন্য যে যুদ্ধ বন্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত কিনা, আর যদি তাহারা তাহা মনে না করেন তবে যেন তাহারা সেনাবাহিনীকে তৎক্ষণাৎ নদী অতিক্রম করিয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণের জন্য নির্দেশ দেন। খাজা জাহান ও দরবার খান যখন সেনাবাহিনীতে পৌঁছিলেন তখন খান যমান তাহাদের আগমনের দ্বারা লাভবান হইবার সংকল্প করিলেন এবং তাহার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তিনি তাহার শান্তির প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। বহু যোগাযোগ ও চিঠি লেখালেখির পর উভয় পক্ষে স্থির করা হইল যে একদিকে খান যমান ও ইব্রাহিম খান আর অপর দিকে খান জাহান আর দরবার খান নদীর মধ্যস্থল

---

১. পাণ্ডুলিপিতে এইরূপই আছে, বদাওনী এবং আবুল ফযলও এইরূপ লিখিয়াছেন। ফলে মনে হয় যে ইহা সুরহরপুরেরই অপর নাম।

২. অপর দিকে বদাওনী তাহার অযোগ্যতার বর্ণনা দিয়াছেন এবং মেশেদের লোকদের অস্বাভাবিক ক্রোধ সম্বন্ধে পরিহাসও করিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

নৌকার মধ্যে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হইবেন।[১] সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর স্থির হয় যে খান যমান তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তাহার মাতা, আলী খান ও তাহার চাচা ইব্রাহীম খানকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করিবেন। ক্ষমাপ্রাপ্তির পর খান ও তাহার ভ্রাতা এবং সিকান্দর খান দরবারে গমন করিবেন। খান যমান তাহার মাতার সাথে তাহার কতিপয় হস্তীও প্রেরণ করিবেন। এই বিষয়গুলি স্থির হইলে খান যমান তাহার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। খান খানান ও খাজা জাহান এই ব্যবস্থার এক বিবরণ লিখিয়া তাহা দরবার খানের মারফতে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরদিন আলী কুলি খান তাহার মাতা ও ইব্রাহীম খানকে এবং তাহার সদর মীর হাদি ও তাহার বিশ্বস্ত লোক নিযাম আকার কর্তৃত্বে কতিপয় হস্তী প্রেরণ করিলেন। খান খানান ও খাজা জাহান ইহাদের এবং হস্তীগুলি গ্রহণ করিলেন এবং খান-যমানের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে দরবারে গমনের জন্য যাত্রা করিলেন।

ঠিক এই সময়েই মীর মুইযউল মুলক ও অন্যান্য আমীরগণ বাহাদুর খান ও সিকান্দর খানের, যাহাদের খান যমান সরওয়ার সরকারে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিরুদ্ধে অভিযানের বিবরণ আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা যখন সম্রাটের সেনাদলের আগমন সংবাদ পাইলেন তখন তাহারা যেখানে ছিলেন সেখানেই থামিয়া গেলেন এবং মীর মুইযউল মুলকের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার তাহাদের কোন ইচ্ছা নাই এবং তাহাকে অনুরোধ করিলেন যেন তিনি সম্রাটের নিকট তাহাদের ক্ষমা করিবার জন্য সুপারিশ করেন। তাহাদের ক্ষমা করা হইবে এই নিশ্চয়তা বিধান করিলে তাহারা তাহাদের হস্তীসমূহ সম্রাটের নিকট উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন এবং তাহাদের স্ব স্ব দায়িত্বে প্রত্যাবর্তন করিবেন। মুইযউল মুলক সংবাদ প্রেরণ করিয়া বলিলেন যে তাহাদের অপরাধ একমাত্র তরবারি দ্বারাই পরিশোধিত হইতে পারে। বাহাদুর খান পুনরায় মুইযউল মুলকের নিকট একজন লোক প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে আলাপ করিতে চান। মুইযউল মুলক ইহাতে সম্মত হইলেন এবং তাহার শিবিরের সীমান্তে গমন করিলেন এবং বাহাদুর খান তাহার শান্তির প্রস্তাব করিতে তথায় আগমন করিলেন। কিন্তু মুইযউল মুলক

১. আবুল ফযল খান খানানের সরলতার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনিই নদীতে খান যমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির শর্ত স্থির করেন এবং তাহারই সুপারিশে সম্রাট খান জাহানকে খান যমানকে আশ্বস্ত করিবার জন্য প্রেরণ করেন।—আকবরনামা। কিন্তু বদাওনী বলেন যে খান খানান ও খাজা জাহান একত্রে আরও তিন চার জন সহ এই সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছু শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না, ফলে বাহাদুর খান ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবারে সংকল্প করিলেন।

এই সময় সম্রাটের বাহিনীর জন্য অতিরিক্ত সৈন্য লইয়া লস্কর খান মীর বক্সি ও রাজা টোডরমল[১] আগমন করিলেন এবং বাহাদুর খান ও সিকান্দর খান পুনরায় তাহাদের শান্তির প্রস্তাব পেশ করিলেন এবং সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রেরিত খান যমানের মাতা ও ইব্রাহীম খানের নিকট সম্রাটকে জবাব দিয়াছেন সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বলিলেন। কিন্তু মুইযউল মুলক যুদ্ধের জন্য এত অধীর হইয়া উঠিলেন যে তিনি তাহাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না এবং এইরূপে নিজের উপর পরাজয় ডাকিয়া আনিলেন।

মুইযউল মুলক যুদ্ধের জন্য তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন এবং মুহম্মদ আমীন দিওয়ানা, সলিম খান, আবদুল মতলব খান, বেগ মুরিন খান, ও অন্যান্য সুদক্ষ সৈন্যদের নেতৃত্বে তাহার অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করেন; আর তিনি স্বয়ং প্রধান বাহিনীর সঙ্গে থাকেন। অপর দিকে সিকান্দর অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব করেন আর বাহাদুর খান নেতৃত্ব করেন মধ্যভাগের। এই অবস্থানে তাহারা অগ্রসর হয় এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। সম্রাটের বাহিনী সিকান্দরের অধীনস্থ অগ্রবর্তী বাহিনীকে পরাজিত করে। তাহার জামাতা মুহম্মদ ইয়ার নিহত হয় এবং তিনি স্বয়ং তাহার পশ্চাতের কাল নদী পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করেন। তাহার বহু সৈন্য নদীতে ডুবিয়া যায় আর বহু সৈন্য তরবারির মুখে নিহত হয়। বিজয়ী বাহিনী তখন লুটতরাজের জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। মুইযউল মুলক অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ তাহার অবস্থানে রহিলেন আর এই পর্যন্ত বাহাদুর খান তাহার স্থান হইতে এতটুকু নড়েন নাই। কিন্তু এইবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তিনি মুইযউল মুলককে আক্রমণ করিলেন এবং তাহার অবস্থান হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিলেন। মুহম্মদ বাকি খান ও অন্যান্য আমীরগণ আসবাবপত্র রক্ষা করিবার ছল করিয়া আর অন্যান্য কতিপয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া

---

১. প্রখ্যাত অর্থবিদ ও শাসক রাজা টোডরমল ছিলেন একজন ক্ষত্রি ও লাহোরের অধিবাসী। তাহার অতি অল্প বয়সের সময়েই তাহার পিতৃ বিয়োগ ঘটে এবং তিনি তাহার ভরণ পোষণের কোন ব্যবস্থা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই তরুণ লোকটি নকলনবিশরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন কিন্তু অচিরেই তিনি এই সাধারণ অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করেন এবং শের শাহ তাহাকে নূতন রোহটাস দুর্গের নির্মাণ কার্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। শের শাহের সুযোগ্য ও দক্ষ শাসনের আমলেই তাহার স্বাভাবিক গুণগুলি বিকাশ লাভ করে, যাহার ফলে পরবর্তী কালে তিনি আকবরের শাসনে প্রভূত কাজে আসে এবং একজন বিখ্যাত লোকে পরিণত হয়। তাবাকাতে এই প্রথম তাহার নাম উল্লেখিত হইল এবং ইহার পর সম্রাটের দক্ষ কর্মচারীদের মধ্যে তাহাকে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা পালন করিতে দেখা যাইবে। ৯৯৮ হিজরীর একাদশ দিবসে (১০ই নভেম্বর ১৫৮৯ খ্রীঃ) তাহার মৃত্যু হয়।

www.alimaanfoundation.com

স্থান ত্যাগ করিল এবং নিজেদের উপর রাজদ্রোহিতার ছাপ ফেলিল। শাহ বিদাঘ খান এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধের উত্তেজনায় অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। তাহার পুত্র আবদুল মতলব খান পিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য ঐ দিকে ছুটিয়া গেলেন; কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই শত্রুদের একটি দল আসিয়া আক্রমণ করিল এবং বিদাঘ খানকে বন্দী করিল আর একমাত্র আপ্রাণ চেষ্টার ফলে আবদুল মতলব স্বয়ং পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন। মীর মুইযউল মুলক পশ্চাত ফিরিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা টোডর মল ও লস্কর খান পশ্চাৎ-ভাগে রক্ষিত ছিলেন, তাহারা রাত্রি পর্যন্ত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অবস্থান রক্ষা করিলেন; কিন্তু যেহেতু কেন্দ্রের বাহিনী পলায়ন করায় তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

পরদিন সমস্ত পরাজিত সৈন্য একত্র হইল[১] এবং এই যুদ্ধের এক বিবরণ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়া কান্যকুব্জ অভিমুখে যাত্রা করিল।

ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে কি করিয়া খান খানান খান যমানের মাতা ও ইব্রাহীম খানকে, মীর হাদি সদর ও নিযাম আকা সহ সম্রাটের দরবারে নিয়া যান। ইব্রাহীম খান খালি মাথায়, এবং গলায় একটি তরবারি ও একটি বস্ত্র রাখিয়া আগাইয়া যান আর খান খানান ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি উল্লেখ করিলেন যে সাম্রাজ্যের সিংহাসনের প্রতি খান-যমান ও তাহার ভ্রাতার সেবক সর্বজন বিদিত এবং তাহারা যে উপকার করিয়াছে তাহা অমূল্য। তাহাদের ভাগ্যের বিধানে এখন তাহারা এক অন্যায় কার্যের জন্য অপরাধী; কিন্তু তিনি আশা করেন যে সম্রাট তাহার অপার করুণায় ও সহৃদয়তার ফলে এই প্রয়োজনীয় ভৃত্যদের দোষের প্রতি ক্ষমার চোখে দেখিবেন।

এই পুরাতন কর্মচারী যখন আশায় মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন সম্রাট খান খানানের প্রতি তাহার সহৃদয়তার ফলে বলিলেন, "আমি তোমার অনুরোধে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতেছি, কিন্তু আমার মনে হয় না যে তাহারা অনুগত থাকিবে।" অতঃপর খান খানান জানিতে চাহিলেন যে তাহাদের জায়গীর সম্বন্ধে কি হুকুম হইবে, এবং সম্রাট জবাব দিলেন, "আমি যেহেতু তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, তাহাদের জায়গীর সম্বন্ধে আর কি প্রশ্ন উঠিতে পারে? কিন্তু যতদিন আমি এই অঞ্চলে অবস্থান করিব, ততদিন তাহারা নদী অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিবে না। আমি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা অবশ্যই

১. "শেরগড় নামক স্থানে"—বদাওনী।

www.alimaanfoundation.com

তাহাদের ভকিলদের তথায় প্রেরণ করিবে এবং তখন তাহাদের জায়গীর সম্বন্ধে ফরমান জারি হইবে, এবং তদনুযায়ী তাহারা সেইগুলি দখল করিতে পারিবে।” খান খানান আল্লাহর উদ্দেশ্যে শোকর গুজারী করিলেন এবং খান যমানের মাতার নিকট ক্ষমা করার সুসংবাদ প্রেরণ করিলেন। সম্রাটের হুকুমে ইব্রাহীম খানের ঘাড় হইতে তরবারী ও গলবস্ত্র অপসারণ করা হইল। খান যমানের মাতা তৎক্ষণাৎ ক্ষমা পাওয়ার সংবাদ দিয়া সিকান্দর ও বাহাদুর খানের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করিলেন। তিনি তাহাদের পরামর্শ দিলেন যেন তাহাদের দখলে যে সব হস্তী আছে সেগুলিকে সরাসরি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করা হয়। এই সংবাদে সিকান্দর ও বাহাদুর অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং অন্যান্য উপহার সহ কোহ-প্যারা ও মফ শিকন নামীয় হস্তীগুলি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন।

এই সময়েই টোডরমলের নিকট হইতে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে এবং কতিপয় আমীরের পূর্ব বর্ণিত রূপ ব্যবহার সম্বন্ধে রিপোর্ট আসে। সম্রাট অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন (সিকান্দর ও বাহাদুর খানের) ফলে তিনি বলিলেন “তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছে” এবং তাহার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য তিনি তাহার আসামীগণকে দরবারে প্রত্যাবর্তন করিবার নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী মীর মুইযউল মুলক রাজা টোডর মল ও লস্কর খান প্রত্যাবর্তন করিলেন; কিন্তু যাহারা কাপুরুষের ন্যায় কাজ করিয়াছিল তাহাদের কিছুকালের জন্য সম্রাটের সম্মুখে আগমন নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

অতঃপর সম্রাট উচ্চতা ও সুরক্ষিত অবস্থার জন্য সুবিখ্যাত চুনার দুর্গ পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন। তিনি তিন দিন পথ চলিয়া জৌনপুর হইতে বানারস গমন করিলেন এবং কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। তথা হইতে তিনি দুর্গটি দেখিতে গমন করিলেন এবং ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহার সংস্কার সাধন ও রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার নির্দেশ দিলেন। এই স্থানে তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে চুনারের জঙ্গলে প্রচুর হস্তী আছে, ফলে তিনি তাহার অনুচরদের একটি দল লইয়া এক শিকার অভিযানে গমন করিলেন। দশ ক্রোশ দূরে তাহারা একটি পাল দেখিতে পাইলেন এবং দশটি শিকার ধরিয়া তাহারা চুনার দূর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তথা হইতে সম্রাটের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

আলী কুলি খান যমানের বিরুদ্ধে অভিযান

উপরে বর্ণিত হইয়াছে কিভাবে খান যমানকে ক্ষমা করা হয় এবং তাহার জায়-গীর ফিরাইয়া দেওয়া হয় এই শর্তে যে তিনি বিনা অনুমতিতে নদী অতিক্রম করিয়া

www.alimaanfoundation.com

আসিতে পারিবেন না। কিন্তু সম্রাট যখন চুনার গমন করিলেন তখন তিনি নদী অতিক্রম করিলেন এবং জৌনপুরের একটি অধীনস্থ স্থান মুহম্মদাবাদে গমন করিলেন এবং তথা হইতে খাযীপুর ও জৌনপুর দখলের জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। সম্রাট শিবিরে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র আলী কুলি খানের এই দুষ্কর্মের সংবাদ তাহাকে জানান হইল এবং তিনি খান খানানকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "যে মুহূর্তে আমি এই অঞ্চল ত্যাগ করিয়াছি, সেই মুহূর্তেই আলী কুলি খান তাহার ক্ষমার শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে।" খান খানান হতাশ ভাব প্রকাশ করিলেন এবং দোষ স্খালনের চেষ্টা করিলেন।

আশরাফ খান মীর বখ্শীকে নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তিনি জৌনপুরে গমন করেন এবং ঐ শহরে অবস্থিত আলী কুলি খানের মাতাকে বন্দী করেন এবং তাহাকে জৌনপুর দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহাকে ইহাও বলা হয় যেন যে কোন বিদ্রোহীকে পান তাহাকেই যেন তিনি বন্দী করেন। খাজা জাহান আর মুযাফফর খানকে শিবিরে থাকিতে বলা হয় এবং ইহা নিরমিত পথ চলিয়া নিয়া যাওয়ার দায়িত্ব তাহাদের দেওয়া হয়। সম্রাট স্বয়ং যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যসহ দ্রুতগতিতে আলী কুলি খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ইরাক হইতে আগত কজাক খান তুর্কোমানের পুত্র জাফর খান ঘাযীপুর দুর্গ অতর্কিতে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিলেন; কিন্তু আলী কুলি খানের যে সব লোক দুর্গাভ্যন্তরে ছিল এই উদ্দেশ্যের কথা জানিতে পারিয়া দেওয়াল বাহিয়া গঙ্গা নদীতে নামিয়া পড়ে এবং মুহম্মদাবাদে গমন করেন।

ঐ শহরে অবস্থিত খান যমান কি ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ পাইয়া নদী পথে দ্রুত পলায়ন করেন। তিনি সরওয়ার (মরু) নদীতে পৌঁছেন, তখন তাহার সম্পদ ও জিনিসপত্র বোঝাই কতিপয় নৌকা সম্রাটের বাহিনীর লোকের হাতে ধরা পড়ে। একদল সৈন্যকে নদীর অপর পারে প্রেরণ করা হয় এই নির্দেশ দিয়া যেন খান খানানকে না ধরা পর্যন্ত তাহারা যেন কোনরূপ বিশ্রাম না করে। সম্রাটের অধীনস্থ সৈন্যগণ সরওয়ার (মরু) নদীর উভয় তীর অধিকার করিয়া ফেলে এবং সমস্ত জঙ্গল তল্লাসী করিয়া তাহারা দেখিতে পায় যে খান যমান শিবালিক পর্যন্ত পলায়ন করিয়াছে।[১] এই সময় সংবাদ আসে যে বাহাদুর খান জৌনপুর গমন করিয়াছেন এবং তাহার মাতাকে মুক্ত করিয়াছেন। তিনি আশরাফ খানকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং সম্রাটের শিবিরের উপর আক্রমণ করিবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট খান যমানের অনুসন্ধান ত্যাগ করেন এবং জৌনপুরের দিকে ফিরেন। তাহার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাও প্রত্যাবর্তন করে ও সম্রাটের

১. প্রথমে তিনি জলুপারা দুর্গে গমন করেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

সহিত যোগদান করে। সিকান্দর ও বাহাদুর খান এই গতিবিধির সংবাদ পাইয়া পশ্চাদপসরণ করে এবং নরহন ফেরীতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া যায়।

রজব মাসে যখন সম্রাটের শিবির নিযামাবাদ পরগণার নিকটে অবস্থিত ছিল তখন বাৎসরিক মজলিশই ওয়াযন অনুষ্ঠিত হয়। বৎসরে দুইবার সূর্য ও চন্দ্র মাস অনুযায়ী সম্রাটের উভয় জন্মদিনে মন্ত্রী ও আমীরগণ সম্রাটকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য জিনিস দ্বারা ওজন করে এবং এই জিনিসগুলি পরে দীন দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়।

সম্রাট নিযামাবাদ হইতে জৌনপুর গমন করিলেন আর তথায় তিনি একটি মনোরম স্থান নির্বাচনের এবং তথায় একটি চমৎকার প্রাসাদ নির্মাণের হুকুম দিলেন আর আমীরগণকেও তাহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাসাদ ও গৃহাদি নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হইল। কারণ ইহা স্থির হয় যে যতদিন আলীকুলি খান ও তাহার ভ্রাতা এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন ততদিন জৌনপুর রাষ্ট্রের রাজধানী থাকিবে। পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করা হইল আর তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইল যে তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাহারা কোনরূপ বিশ্রাম গ্রহণ না করে। আলীকুলি খান যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি যে শিবালিক পর্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন তথা হইতে গঙ্গা তীরে আগমন করেন। তৎপর তিনি তাহার অতি বিশ্বস্ত অনুচর মির্যা মুবারক রিযভীকে[১] একটি সংবাদ সহ দরবারে প্রেরণ করেন। এই লোকটি খান-যমানের মাতার সঙ্গে খান খানানের নিকট গমন করেন এবং সংবাদটি দেন। খান খানান, মীর আবদুল লতিফ, মুল্লা আবদুল্লা মখদুমুল মুলক, যিনি হিন্দের শেইখুল ইসলাম ছিলেন, এবং সদর আবদুল নবীর সাহায্য লইয়া পুনরায় খান যমানের জন্য সুপারিশ করেন; আর সম্রাট তাহার মহানুভবতায় আর একবার তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

খাজা জাহান, মীর মুর্তজা শরিফ ও মখদুমুল মুলককে, খান যমানের নিকট গমন করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিবার জন্য ও তাহাকে যে ক্ষমা করা হইয়াছে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইল। এই দলটি যখন খান-যমানের শিবিরে পৌঁছিল তখন খান-যমান অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মহসম্মান সহকারে তাহাদিগকে তাহার আবাসস্থলে লইয়া গেলেন। তিনি কিছু-কাল তাহাদের রাখিলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিলেন। অতঃপর

১. এই উপাধিটি তিনি পরবর্তীকালে লাভ করেন। এই সময়ে তাহাকে বলা হইত মির্যা মিরক—বদাওনী।

www.alimaanfoundation.com

তিনি আদেশমত তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলেন, আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন এবং তাহার অতিথিদের বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাটের শত্রুগণ তাহাদের অন্যায় কার্যের জন্য অনুতপ্ত হইল এবং তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিলে তিনি রাজত্বের একাদশ বর্ষের প্রথম শুরুতে অর্থাৎ ৯৭৩ হিজরীতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রাজত্বের একাদশ বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় সোমবার ২০ই শাবান ৯৭৩ হিঃ (১২ই মার্চ. ১৫৬৬ খ্রীঃ)। এই বৎসরের শুরুতেই শুক্রবার দিন ৮ই রমযান দরবার রাজধানী আগ্রা পৌঁছে। কিছু দিন বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ করিবার পর সম্রাট নগর চীন পরিদর্শন করিলেন। ইহা তাহার প্রতিষ্ঠিত একটি অতি চমৎকার প্রাসাদ। [চৌহান খেলায় তাহার আকর্ষণ ; অগ্নি গোলক দ্বারা রাত্রিতে খেলা করা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সম্রাটের কোকলতাশ মুহম্মদ ইউসুফ খান আতকার ইন্তেকাল।]

মাহদী কাসিম খানের গড়হা অভিযান এবং আসফ খানের খান-যমানের নিকট পলায়ন

আলীকুলি খান ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে সম্রাটের মনের সব অবজ্ঞা দূর হইয়া যাওয়ায় ফলে সম্রাটের বংশের একজন পুরাতন আমীর মাহদী কাসিম খানকে ৩০০০ বা ৪০০০ লোক সহ গড়হাস্থ দেশটির সুব্যবস্থা করিবার জন্য এবং আসফ খানকে বন্দী করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। মাহদী কাসিম খানের আগমনের পূর্বেই আসফ খান চৌরাগড় দুর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং জঙ্গলে পলায়ন করিলেন। তিনি অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করিয়া ও অনুতপ্ত হইয়া সম্রাটের নিকট পত্র লিখিলেন এবং তাহাকে মক্কা গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মাহদী কাসিম খান গড়হা পৌঁছিয়া দেশটির রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিলেন এবং তৎপর আসফ খানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য গমন করিলেন। আসফ খান তখন খান যমানের নিকট লিখিলেন এবং তাহার সহিত গিয়া যোগদানের প্রস্তাব করিলেন। খান-যমান ইহার জবাবে তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পত্রের জবাব দিলেন। আসফ খান ইহাতে প্রতারিত হইয়া তাহার ভ্রাতা ওয়াযির খান সহ জৌনপুর গমন করিলেন ; কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সময়েই তিনি খান-যমানের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করিলেন এবং তথায় আগমনের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। মাহদী কাসিম খান পলাতককে ধরিতে না পারিবার দরুন হতাশ হইয়া গড়হা

www.alimaanfoundation.com

প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহার শক্তি বৃদ্ধির জন্য পরে প্রেরিত লোকদের তিনি দরবারে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

খান যমান তাহার ভ্রাতা বাহাদুর খানকে সহ আসফ খানকে আফঘানদের অধিকৃত কতিপয় স্থান দখলের জন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তিনি ওয়াযির খানকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন এবং তাহাকে পাহারা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। ওয়াযির খান আসফ খানের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া বলিলেন, 'আমি এই সময়ে এই স্থান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি; তুমিও কোনও প্রকারের কৌশল করিয়া বাহাদুর খানের হাত হইতে পলায়ন কর।'' তদনুযায়ী আসফ খান তাহার সমস্ত মালপত্র ও সম্পত্তি ফেলিয়া রাখিয়া রাত্রিবেলা পলায়ন করিলেন এবং কাররা মানিকপুরের পথ ধরিলেন। রাত্রির মধ্যেই তিনি ত্রিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। কিন্তু বাহাদুর খান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং জৌনপুরের মধ্যবর্তী স্থানে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল, আর তাহাতে আসফ খান পরাজিত হইলেন আর তাহাকে বন্দী করা হইল। বাহাদুর খান তাহাকে একটি হস্তীর হাওদায় নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন, আর ঐ সময়েই খান-যমানের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ওয়াযির খান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহাদুর খান মনে করিলেন যে তিনি ওয়াযির খানের সহিত পারিয়া উঠিলেন না এবং সেইজন্য হাওদার উপরে তৎক্ষণাৎ আসফ খানকে হত্যা করিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিলেন। আসফ খানের প্রতি তরবারির আঘাত লক্ষ্য করা হইল, তাহার তিনটি আঙ্গুল কাটিয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি তাহার নাকেও একটি আঘাত পাইলেন; কিন্তু ওয়াযির খান যুদ্ধ করিয়া তাহার পথ করিয়া লইলেন এবং তাহার ভ্রাতাকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর দুই ভ্রাতা কাররা গমন করিলেন আর বাহাদুর খান তাহার উদ্দেশ্যে সফল করিতে ব্যর্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। ওয়াযির খান দরবারের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন এবং মুযাফফর খানের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইলেন এবং তাহার নিজের জন্য ও তাহার ভ্রাতার জন্য ক্ষমা লাভ করিলেন। এই সময়ে সম্রাট লাহোরের সন্নিকটে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের পশ্চাদ্ধাবনে ও শিকারে নিযুক্ত ছিলেন, যাহা উপযুক্ত স্থানে বিবৃত করা হইবে। আসফ খানের নিকট আপোষের এক ফরমান প্রেরণ করা হইল।

মির্যা সুলায়মানের চতুর্থবার কাবুল অধিকারের চেষ্টা

পূর্বের এক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হইয়াছে কি করিয়া মির্যা সুলায়মান কাবুলের বিরুদ্ধে তাহার সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, আর কিভাবে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের

www.alimaanfoundation.com

তিনি আদেশমত তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলেন, আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন এবং তাহার অতিথিদের বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাটের শত্রুগণ তাহাদের অন্যায় কার্যের জন্য অনুতপ্ত হইল এবং তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিলে তিনি রাজত্বের একাদশ বর্ষের প্রথম শুরুতে অর্থাৎ ৯৭৩ হিজরীতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রাজত্বের একাদশ বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় সোমবার ২০ই শাবান ৯৭৩ হিঃ (১২ই মার্চ. ১৫৬৬ খ্রীঃ)। এই বৎসরের শুরুতেই শুক্রবার দিন ৮ই রমযান দরবার রাজধানী আগ্রা পৌঁছে। কিছু দিন বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ করিবার পর সম্রাট নগর চীন পরিদর্শন করিলেন। ইহা তাহার প্রতিষ্ঠিত একটি অতি চমৎকার প্রাসাদ। [চৌহান খেলায় তাহার আকর্ষণ ; অগ্নি গোলক দ্বারা রাত্রিতে খেলা করা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সম্রাটের কোকলতাশ মুহম্মদ ইউসুফ খান আতকার ইন্তেকাল।]

মাহদী কাসিম খানের গড়হা অভিযান এবং আসফ খানের খান-যমানের নিকট পলায়ন

আলীকুলি খান ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে সম্রাটের মনের সব অবজ্ঞা দূর হইয়া যাওয়ায় ফলে সম্রাটের বংশের একজন পুরাতন আমীর মাহদী কাসিম খানকে ৩০০০ বা ৪০০০ লোক সহ গড়হাস্থ দেশটির সুব্যবস্থা করিবার জন্য এবং আসফ খানকে বন্দী করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। মাহদী কাসিম খানের আগমনের পূর্বেই আসফ খান চৌরাগড় দুর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং জঙ্গলে পলায়ন করিলেন। তিনি অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করিয়া ও অনুতপ্ত হইয়া সম্রাটের নিকট পত্র লিখিলেন এবং তাহাকে মক্কা গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মাহদী কাসিম খান গড়হা পৌঁছিয়া দেশটির রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিলেন এবং তৎপর আসফ খানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য গমন করিলেন। আসফ খান তখন খান যমানের নিকট লিখিলেন এবং তাহার সহিত গিয়া যোগদানের প্রস্তাব করিলেন। খান-যমান ইহার জবাবে তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পত্রের জবাব দিলেন। আসফ খান ইহাতে প্রতারিত হইয়া তাহার ভ্রাতা ওয়াযির খান সহ জৌনপুর গমন করিলেন ; কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সময়েই তিনি খান-যমানের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করিলেন এবং তথায় আগমনের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। মাহদী কাসিম খান পলাতককে ধরিতে না পারিবার দরুন হতাশ হইয়া গড়হা

www.alimaanfoundation.com

প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহার শক্তি বৃদ্ধির জন্য পরে প্রেরিত লোকদের তিনি দরবারে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

খান যমান তাহার ভ্রাতা বাহাদুর খানকে সহ আসফ খানকে আফঘানদের অধিকৃত কতিপয় স্থান দখলের জন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তিনি ওয়াযির খানকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন এবং তাহাকে পাহারা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। ওয়াযির খান আসফ খানের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া বলিলেন, 'আমি এই সময়ে এই স্থান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি; তুমিও কোনও প্রকারের কৌশল করিয়া বাহাদুর খানের হাত হইতে পলায়ন কর।'' তদনুযায়ী আসফ খান তাহার সমস্ত মালপত্র ও সম্পত্তি ফেলিয়া রাখিয় রাত্রিবেলা পলায়ন করিলেন এবং কাররা মানিকপুরের পথ ধরিলেন। রাত্রির মধ্যেই তিনি ত্রিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। কিন্তু বাহাদুর খান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং জৌনপুরের মধ্যবর্তী স্থানে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল, আর তাহাতে আসফ খান পরাজিত হইলেন আর তাহাকে বন্দী করা হইল। বাহাদুর খান তাহাকে একটি হস্তীর হাওদায় নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন, আর ঐ সময়েই খান-যমানের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ওয়াযির খান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহাদুর খান মনে করিলেন যে তিনি ওয়াযির খানের সহিত পারিয়া উঠিলেন না এবং সেইজন্য হাওদার উপরে তৎক্ষণাৎ আসফ খানকে হত্যা করিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিলেন। আসফ খানের প্রতি তরবারির আঘাত লক্ষ্য করা হইল, তাহার তিনটি আঙ্গুল কাটিয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি তাহার নাকেও একটি আঘাত পাইলেন; কিন্তু ওয়াযির খান যুদ্ধ করিয়া তাহার পথ করিয়া লইলেন এবং তাহার ভ্রাতাকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর দুই ভ্রাতা কাররা গমন করিলেন আর বাহাদুর খান তাহার উদ্দেশ্যে সফল করিতে ব্যর্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। ওয়াযির খান দরবারের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন এবং মুযাফফর খানের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইলেন এবং তাহার নিজের জন্য ও তাহার ভ্রাতার জন্য ক্ষমা লাভ করিলেন। এই সময়ে সম্রাট লাহোরের সন্নিকটে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের পশ্চাদ্ধাবনে ও শিকারে নিযুক্ত ছিলেন, যাহা উপযুক্ত স্থানে বিবৃত করা হইবে; আসফ খানের নিকট আপোষের এক ফরমান প্রেরণ করা হইল।

মির্যা সুলায়মানের চতুর্থবার কাবুল অধিকারের চেষ্টা

পূর্বের এক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হইয়াছে কি করিয়া মির্যা সুলায়মান কাবুলের বিরুদ্ধে তাহার সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, আর কিভাবে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের

www.alimaanfoundation.com

সাহায্যার্থে সম্রাটের বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। মির্যা সুলায়মান বাধাদানে অসমর্থ হইয়া বদাখশানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সম্রাটের আমীরগণ মির্যা মুহম্মদ হাকিমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন। এইক্ষণে সুলায়মান সম্রাটের বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া বদাখশানে তাহার সৈন্য সমাবেশ করেন এবং তাহার স্ত্রী খুররম বেগম সহ কাবুল বিজয়ের জন্য অভিযান করেন। মির্যা মুহম্মদ হাকিম তাহার বিশ্বাসভাজন ও বীরত্বের জন্য খ্যাত মাসুম খানের নিকট কাবুলের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি স্বয়ং খাজা হাসান নক্সবন্দী ও সেনাবাহিনীসহ ঘোরবন্দের উপত্যকায় গমন করিলেন। মির্যা সুলায়মান কাবুল আগমন করিলেন এবং দুর্গ অবরোধ করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে তাহার পক্ষে ইহা দখল করা সম্ভবপর নাও হইতে পারে তখন তিনি চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাহার স্ত্রী খুররম বেগমকে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের নিকট ঘোরবন্দে প্রেরণ করিলেন যাহাতে তিনি সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বের ভান করিয়া এবং যথোপযুক্ত আবেদন নিবেদন দ্বারা তাহাকে বশে আনিতে পারেন। তদনুযায়ী খুররম বেগম কাবুলের সম্মুখ হইতে মির্যা সুলায়মানের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঘোরবন্দ অভিমুখে গমন করেন। তিনি মির্যা মুহম্মদ হাকিমের নিকট কতিপয় লোক প্রেরণ করিয়া তাহার প্রতি তাহার প্রগাঢ় স্নেহের নিশ্চয়তা বিধান করেন এবং বলেন যে যেহেতু তাহার কোন পুত্র সন্তান নাই তিনি তাহাকেই পুত্ররূপ গণ্য করেন এবং তাহার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইল মিলমিশ ও ঐক্য স্থাপন করা।

এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মির্যা মুহম্মদ হাকিম কাবুলের প্রায় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত করাবাঘে খুররম বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন; আর তিনি তাহার নিকট সংবাদ বাহক প্রেরণ করিলেন তাহার সংকল্পের কথা তাহাকে জানাইতে এবং তাহার নিকট হইতে সন্তোষজনক আশ্বাস নিতে। সাক্ষাতের সম্ভাবনায় খুররম বেগম অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন দেখাইলেন এবং শক্ত শপথ করিয়া দাবী করিলেন যে তাহার কোনরূপ প্রতারণা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করিবার পরিকল্পনা নাই এবং তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ঐক্যগত প্রতিষ্ঠা করা। সংবাদবাহকগণ এই কথাগুলি শুনিয়া চলিয়া গেল। তাহারা অধিক দূর গমনের পূর্বেই এই নির্বোধ স্ত্রীলোক অতি দ্রুতগামী এক সংবাদবাহক মির্যা সুলায়মানের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহাকে করাবাঘে আসন্ন সাক্ষাৎকারের সংবাদ দিলেন আর তাহাকে গোপনে অতি দ্রুত তথায় আগমন করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন। মির্যা সুলায়মান তাহার কন্যাদের সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার সাথে কাবুলের শিবিরে ছিল। তিনি সাহসী ও তাহার অতি বিশ্বাসভাজন আমীর মুহম্মদ কুলি

www.alimaanfoundation.com

শখালীকে ১০০০ লোকসহ তাহার কন্যাদের দায়িত্বে রাখিয়া যান। তাহার বাকী সৈন্যসহ তিনি অবিরাম দ্রুত পথ চলিয়া কন্নাবাঘের সন্নিকটে উপস্থিত হন এবং অতর্কিত আক্রমণের জন্য লুকাইয়া থাকেন।

খুররম বেগমের নিকট প্রেরিত মির্যা মুহম্মদ হাকিমের সংবাদবাহকগণ তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিল এবং সমস্ত আশ্বাস ও অঙ্গীকারের কথা নিবেদন করিল। তাহারা জোরালো সুপারিশ করিল যেন তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, আর খাজা হাসান নক্সবন্দী এই মতের স্বপক্ষেই তাহার প্রভাব প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু বাকি কাকশাল মির্যার এই সাক্ষাতের বিরোধিতা করিলেন এবং বলিলেন যে মহিলাটির উদ্দেশ্য কোন কৌশল বা প্রতারণা করা। মির্যা মুহম্মদ হাকিম কিন্তু তাহাকে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ফলে তিনি বাকি কাকশালের আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না এবং অল্প কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচরসহ কন্নাবাঘ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা যখন নির্ধারিত স্থানে পৌঁছিলেন, তখন মির্যা সুলায়মানের কতিপয় সৈন্য যাহারা রাত্রিবেলা আলাদা হইয়া পড়িয়াছিল, আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মির্যা সুলায়মানের তথায় আগমন এবং তাহার তথায় লুকাইয়া থাকিবার সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। যে মুহূর্তে মির্যা মুহম্মদ হাকিম এই সংবাদ পাইলেন তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিলেন আর সুলায়মান তাহার চলিয়া যাইবার সংবাদ পাইয়া তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। সনজদ দরবার গিরিপথে তাহারা মির্যা মুহম্মদ হাকিমের কতিপয় লোককে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাদের বন্দী করিল। তাহারা মির্যার আসবাবপত্র ইত্যাদিও মির্যার পশ্চাদভাগ হইতে আটক করিয়া ফেলিল এবং তাহারা গিরিপথে থামিয়া গেল। মির্যা স্বয়ং মুহম্মদ হাকিম সহ ঘোরবন্দে পৌঁছিলেন। তথা হইতে তাহারা জালালাবাদ গমন করিলেন এবং সেইস্থান হইতে সিন্ধু নদীর তীরে গমন করিলেন।

যে মুহূর্তে তিনি নদী অতিক্রম করিলেন, তখনই মির্যা সম্রাটের নিকট এক পত্র লিখিলেন এবং দূত মারফত তাহা প্রেরণ করিলেন। তাহারা যখন দরবারে পৌঁছিল তখন তাহা নগরচীনে অবস্থান করিতেছে এবং তাহারা সাক্ষাৎকার দ্বারা সম্মানীত হইলেন। তাহারা মির্যার পত্র পেশ করিলেন, যাহাতে তিনি তাহার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির বিবরণ দিয়াছেন। তাহাদের আগমনের পূর্বেই কাবুলের বিশৃঙ্খলার সংবাদ সম্রাটের গোচরে আসিয়াছিল ববং সম্রাট মির্যার মামা ও সম্রাটের দরবারের একজন আমীর ফরিদুন খানকে তাহার সাহায্যার্থে গমনের জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে তিনি সম্রাটের একজন সংবাদবাহক খুশ-খবর খানকে অর্থ, হিন্দুস্তানের জিনিসপত্র ও একটি অশ্ব ও জিন সহ মির্যার নিকট প্রেরণ করিলেন; আর

www.alimaanfoundation.com

তিনি ফরমান লিখিলেন, ইহাতে বলিলেন যে যদি মির্যার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে তিনি তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য পাঞ্জাবের আমীরদের প্রেরণ করিবেন।

খুশ-খবর খান যখন শিবিরের সন্নিকটবর্তী হইলেন, তখন মির্যা দ্রুত আগাইয়া আসিলেন এবং উপযুক্ত অনুষ্ঠান ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া ফরমান শ্রবণ করিলেন। খুশ-খবর খানের আগমনের পর ফরিদুন মির্যাকে শত্রুতামূলক কার্যে প্ররোচিত করিতে সচেষ্ট হইলেন, নিবেদন করিলেন যে তাহার পক্ষে লাহোর অধিকার করা খুব সহজ কাজ হইবে। শত্রুতা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, তিনি খুশ-খবর খানকে আটক করিবার জন্য মির্যাকে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যদিও মির্যা সর্বদা তাহার নির্বুদ্ধিতামূলক প্ররোচনা অনুযায়ী কাজ করিতেন, তাহার প্রখর আত্মসম্মানবোধের ফলে খুশ-খবর খানকে বন্দী করিবার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইতে পারিলেন না; ফলে তিনি গোপনে খানকে তাহার সম্মুখে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। দরবার হইতে পলাতক একজন কেরাণী স্থলতান খান এবং কাবুলে অবস্থিত শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের ভ্রাতা হাসান খান তাহার বৈরীভাব জাগরণে সাহায্য করিল এবং ফরিদুনের সমর্থন করিল।

তাহাদের প্ররোচনায় ভুলিয়া মির্যা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিলেন এবং লাহোরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া তিনি লুটতরাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। পাঞ্জাবের কতিপয় আমীর যেমন মীর মুহম্মদ খান-ই-কলান[১], কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান ও শরীফ মুহম্মদ এই সব কার্যাবলীর সংবাদ পাইয়া লাহোরে সমবেত হইলেন। তাহারা দুর্গের নিরাপত্তার প্রতি নজর দিলেন এবং মির্যার বিদ্রোহ ও শত্রুতামূলক কার্যাবলীর বিবরণ দিয়া সম্রাটের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। লাহোরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া মির্যা শহরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে অবস্থিত মাহদী কাসিম খানের উদ্যানে শিবির স্থাপন করিলেন। বহুবার তিনি তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন এবং দুর্গের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পাঞ্জাবের আমীরগণ তাহাদের কামান ও বন্দুকের গোলাবর্ষণ দ্বারা তাহাকে প্রতিহত করিলেন। অবশেষে যখন রাজকীয় বাহিনীর আগমনের সংবাদ আসিল মির্যা বাধা দানে অসমর্থ বুঝিতে পারিয়া পলায়ন করিলেন।

সেনাবাহিনীর লাহোর আগমন

মির্যা মুহম্মদ হাকিমের শত্রুতামূলক কার্যাবলীর সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছিলে তাহার চেহারায় তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন তাহা প্রকাশ পাইল এবং তিনি

১. "আর সকল আতকা আমীর" অর্থাৎ শামসুদ্দীন মুহম্মদ আতকার সকল আত্মীয়---বদাওনী। খান-ই-কলান ছিলেন শামসুদ্দীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

www.alimaanfoundation.com

সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হইবার নির্দেশ দিলেন। মুমিন খান খান খানানকে আগ্রার দায়িত্বে এবং মুযাফফর খানকে দিওয়ানীর দায়িত্বে রাখিয়া তিনি ৩রা জুমাদাল আউয়াল, ৯৭৪ হিজরীতে তাহার অভিযান আরম্ভ করিলেন। দশদিনে তিনি দিল্লী পেঁৗছিলেন এবং তথায় সমাহিত দরবেশগণের মাজার জিয়ারত করিতে গমন করিলেন এবং দীন দরিদ্রের প্রতি তাহার রাজকীয় অনুগ্রহ বর্ষণ করিলেন। তথা হইতে নিয়মিত পথ চলিয়া তিনি সিরহিন্দ গমন করিলেন। তিনি এই শহরের বাজার-গুলি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং শিকদার হাফিয রখনার প্রশংসা করিলেন, এবং তাহাকে ঐ স্থানের সরকারদারীও তাহার দায়িত্বে অর্পণ করিলেন। যমুনা নদী অতিক্রম করিয়া তিনি মির্যা মুহম্মদ হাকিমের পলায়নের সংবাদ পাইলেন। তবু তিনি আনন্দিত চিত্তে লাহোর গমন করিলেন। তিনি শহরের নিকটবর্তী হইলে প্রখ্যাত আমীরগণ যাহারা তাহাদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, অগ্রবর্তী হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন লাভ করিলেন। রজব মাসে তিনি দারুস সুলতানাত লাহোরে পেঁৗছিলেন এবং দুর্গের অভ্যন্তরে মাহদী কাসিম খানের গৃহে বাস করিতে উঠিলেন। সম্রাটের নির্দেশে কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান, এবং কামাল খান গখর মির্যা মুহম্মদ হাকিমের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন এবং বহরা পরগণার পর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তথায় তাহারা জানিতে পারিলেন যে মির্যা সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মির্যা মুহম্মদ হাকিম যখন জানিতে পারিলেন যে মির্যা সুলায়মান বদাখশানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, তখন তিনি দ্রুতগতিতে কাবুল গমন করিলেন। পূর্বোক্ত এক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হইয়াছে কিভাবে মির্যা সুলায়মান তাহার কন্যাগণকে কাবুলে তাহার শিবিরে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং মির্যা মুহম্মদ হাকিমকে বন্দী করিবার জন্য দ্রুত-গতিতে করাবাগ গমন করিয়াছিলেন। পরদিন মুহম্মদ মাসুম কোকা, যাহাকে মির্যা মুহম্মদ হাকিম কাবুলের দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, অবরোধকারীর শিবির আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের পরাজিত করিলেন। মুহাম্মদ কুলি শখালী যিনি অধিনায়ক ছিলেন, তাহার আসবাবপত্র লুট হইতে দিলেন এবং মির্যা সুলায়মানের কন্যাদের নিয়া নিকটবর্তী স্থান চহারদিওয়ারবাগে গমন করিলেন এবং তথায় পরিখা খনন করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কাবুল বাহিনী স্থানটি ঘেরাও করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে ও মির্যা সুলায়মানের কন্যাগণকে বন্দী করিতে সচেষ্ট হইল; কিন্তু মাসুম কোকা মহিলাদের বন্দী করা অশোভনীয় কাজ মনে করিয়া তাহার লোকদের ফিরাইয়া আনিলেন। মির্যা সুলায়মান ব্যর্থ হইয়া

www.alimaanfoundation.com

করাবাগ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পুনরায় কাবুল অবরোধ করিলেন কিন্তু মাসুম কোকা দুঃসাহসী ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিন তিনি সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া অবরোধকারীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। আবহাওয়া অত্যধিক ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, ফলে মির্যা সুলায়মান শান্তি স্থাপনের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। মাসুম কোকা তাহার দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন ফলে তিনি শান্তি স্থাপনে সম্মত হইলেন না। শেষ পর্যন্ত মির্যা সুলায়মান মাসুম কোকার শিক্ষক কাযী খান বদক্সীকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সামান্য একটি উপহার দানের জন্য সম্মত করাইলেন। এইরূপে শান্তি স্থাপিত হইল। মির্যা প্রথমে তাহার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন, এবং তৎপর বদাখশানে তাহার অনুসরণ করিলেন।

সম্রাটের দরবার যখন লক্ষ্ণৌতে পৌঁছিল তখন ঐ অঞ্চলের বহু জমিদার তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিতে আগমন করিলেন এবং অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন। যাহারা স্বয়ং আসিতে পারিলেন না, তাহারা উপহার ও করসহ তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন সিন্ধুর শাসনকর্তা, মির্যা ইসার পুত্র মুহম্মদ বাকি তারখান, তিনি দরবারে তাহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন এবং জানাইলেন যে তাহার পিতা সম্রাটের সিংহাসনের একজন অনুগামী ছিলেন, এবং তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন আর তাহার উত্তরাধিকারী ও নিজেকে সম্রাটের একজন সামন্ত বলিয়া গণ্য করে। দুর্গের গভর্ণর (ওয়ালী) সুলতান মাহমুদ, কান্দাহারের কাজিলবাসীদের সাহায্যে তাহার রাজ্য আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে এবং ইহার জন্য তিনি সম্রাটের দ্বারস্থ হইতেছেন যাহাতে সম্রাট এইরূপ আক্রমণ করা বন্ধ করিয়া দেন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট সুলতান মাহমুদের নিকট এক ফরমান প্রেরণ করিয়া তাহাকে তাহার নিজস্ব সীমানার মধ্যে থাকিতে এবং মুহম্মদ বাকির রাজ্যে আক্রমণ পরিচালনা না করিতে নির্দেশ দিলেন।

লাহোরে অবস্থানকালে আগ্রা হইতে মুমিন খান খান খানান কর্তৃক প্রেরিত এক পত্র আসিল, তাহাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে মুহম্মদ সুলতান মির্যা এবং উলুঘ মির্যার পুত্রগণ, ইব্রাহীম হুসেন মির্যা, মুহম্মদ হুসেন মির্যা ও শাহ মির্যা যাহাদের জায়গীর ছিল সম্বল সরকারে, বিদ্রোহ করিয়াছেন। খান খানান যখন তাহাদের শাস্তিদানের জন্য দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন তখন তাহারা তাহার আগমন সংবাদ পাইয়া মন্দু অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই মুহম্মদ সুলতান মির্যার পিতা ছিলেন ওয়াইস মির্যা, তাহার পিতা মনকরা মির্যা, তাহার পিতা মনসুর, তাহার পিতা মনকরা, তাহার পিতা উমর শেখ, তাহার পিতা আমীর তাইমুর গুরগান

www.alimaanfoundation.com

সাহিব কিরান। তাহার মাতা ছিলেন সুলতান হুসেন মির্যার এক কন্যা। সুলতান হুসেন মির্যার ইন্তেকালের পর তিনি সম্রাট বাবরের দরবারে আগমন করেন এবং সসম্মানে সমাদৃত হন। সম্রাট হুমায়ুন ও তাহার রাজত্বকালে তাহাকে খাতির করিতেন। তাহার পুত্রগণ উলুঘ মির্যা, শাহ্ মির্যাও সম্রাট হুমায়ুনের চাকুরীতে ছিলেন। এই লোকগুলি বহুবার বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে অপরাধী হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করা হইয়াছিল। হাযারা অঞ্চলে এক আক্রমণের সময় উলুঘ মির্যা নিহত হন আর শাহ্ মির্যা কাবুল হইতে দশ পরসঙ্গ দূরবর্তী মামুরা গিরিপথে ডাকাতদের তীর নিক্ষেপের ফলে নিহত হন। উলুঘ বেগ দুই পুত্র রাখিয়া যান, সুলতান মুহম্মদ মির্যা এবং সিকান্দর মির্যা। সম্রাট [হুমায়ুন] তাহাদের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন এবং সিকান্দর মির্যাকে তিনি উলুঘ মির্যা উপাধি দান করেন। আর সুলতান মাহমুদ মির্যাকে দেন শাহ্ মির্যা উপাধি। সম্রাট আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মুহম্মদ সুলতান মির্যা বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ফলে তাহাকে চাকুরী করিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাহার ভরণ-পোষণের জন্য সম্বলের আযমপুর পরগণা তাহাকে জায়গীর দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বয়সে তাহার কতিপয় পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে—ইব্রাহীম হুসেন মির্যা, মুহম্মদ হুসেন মির্যা, এবং আকিল হুসেন মির্যা। ইহাদের প্রত্যেককেই সম্রাট উপযুক্ত জায়গীর দান করেন এবং আমীর পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। তাহারা সর্বদা সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের কর্তব্য পালন করিতেন। সম্রাট যখন তাহার জৌনপুর অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাহারা তাহাদের জায়গীরে ফিরিয়া গেল এবং সম্বলে অবস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু সম্রাট যখন মির্যা মুহম্মদ হাকিমের প্রচেষ্টা বানচাল করিতে লাহোর গমন করিলেন তখন উলুঘ মির্যা ও শাহ্ মির্যা, তাহাদের চাচাগণ ইব্রাহীম হুসেন ও মির্যা মুহম্মদ হুসেনের সহযোগিতায় বিদ্রোহ করিলেন এবং অনেক-গুলি পরগণা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলের জায়গীরদারগণ একত্র সমবেত হইলেন এবং তাহাদের আক্রমণ করিলেন, ফলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া মালবে পলায়ন করিতে হইল, আর ইহা পরে বর্ণনা করা হইবে।

রাজত্বের দ্বাদশ বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় সোমবার, ২রা রমযান ৯৭৮ হিজরী সনে (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৬৭ খ্রীঃ)। এই বৎসরের প্রথমে, যাহা নওরোযের নিকটবর্তী ছিল, সম্রাট এক কামুরঘা শিকারে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লাহোরের চল্লিশ মাইল পর্যন্ত সমস্ত

www.alimaanfoundation.com

খ্যাতনামা আমীরগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল যেন পশুদের একত্র তাড়াইয়া লাহোরের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী এক সুবৃহৎ প্রান্তরে আনয়ন করা হয়।

তদনুযায়ী আমীরগণ মীর মুহম্মদ আতকার পরিচালনাধীনে একসঙ্গে প্রায় পনেরো হাজার প্রাণী, হরিণ, নীলগাও, শৃগাল, খেকশিয়াল ইত্যাদি ঐ প্রান্তরে তাড়াইয়া নিয়া গেল। এই শিকার স্থানের পরিধি ছিল প্রত্যেক দিকে পাঁচ ক্রোশ এবং সম্রাট তাহার অভিযানের সময় যে তাঁবু ব্যবহার করিতেন, তাহা আনিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করা হইল। অতঃপর সম্রাট অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং শিকার করিতে গেলেন। আমীরগণ ও খানগণ প্রতিদিন সম্মুখে আগাইয়া আসিতে আসিতে তাহাদের বৃত্ত ছোট করিয়া আনিতেছিল। এই শিকারে যখন কয়েকদিন কাটিয়া গেল, তখন সম্রাট অনুগ্রহপূর্বক তাহার অনুচরদের শিকার করিতে অনুমতি দিলেন এবং আরও পরে ইহা সকলের জন্যই উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, ফলে এমন কোন সৈন্য বা কোন লোক রহিল না যে কয়েক প্রকারের শিকার বধ করিতে পারিল না। শিকার শেষ হইয়া গেলে সম্রাট শহরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং লাহোরের নদীতে পৌঁছিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সাঁতরাইয়া নদী অতিক্রম করিলেন। যে সব অনুচর সম্রাটের অনুসরণ করিল তাহাদের মধ্যে খুশ-খবর খান যসাওয়াল ও শের মুহম্মদ কুরদারের পুত্র মীর মুহম্মদ ডুবিয়া গেল। যখন শিকার চলিতেছিল তখন সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত অশ্বপালকদের (যসাওয়াল) একজন হামিদ বক্রি অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে একটি তীর দ্বারা সম্রাটের একজন পরিচারককে আহত করে। শিকারের মধ্যেই এই আহত লোকটি সুযোগ পাইয়া সম্রাটের নিকট অভিযোগ করে আর সম্রাট কালিজ খানকে হুকুম দেন ঐ লোকটির মস্তক ছেদন করিয়া দিতে। কালিজ খান একটি তরবারি ব্যবহার করিলেন। কিন্তু ইহা আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু অপরাধীর কোন ক্ষতি হইল না। সম্রাট যখন ইহা দেখিলেন তখন তিনি অপরাধীর প্রাণদণ্ডও স্থগিত রাখিলেন, তবে তাহাকে সাধারণের উপহাসের পাত্র করিয়া তুলিলেন।

প্রায় এই সময়েই মুযাফফর খান, যাহাকে আগ্রায় দিওয়ানীর দায়িত্বভার দিয়া আনা হইয়াছিল, আসফ খানের ভ্রাতা ওয়াযির খানকে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তিনি যখন শিকার অভিযানে নিয়োজিত ছিলেন ঐ সময়ে তাহার সহিত মিলিত হইলেন। লেখকের পিতা সরকারী কার্য উপলক্ষে আগ্রাতে থাকিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এই ভ্রমণে মুযাফফর খানের সঙ্গে আগমন করিলেন আর আমি এই গ্রন্থের লেখক আমার পিতার সঙ্গে গেলাম। সংক্ষেপে সম্রাট আসফ খান ও ওয়াযির খানের অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং শেষোক্ত জনকে এক

www.alimaanfoundation.com

সাক্ষাৎ দান করিলেন। এক নির্দেশ জারি করা হইল যে আসফ খান মজনুন কাকশালসহ কাররা মানিকপুর গমন করিবেন এবং ইহার অধীনস্থ স্থানসমূহের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন।

এই সময় সংবাদ আসিল যে আলী কুলি খান, বাহাদুর খান এবং সিকান্দর খান পুনরায় তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।[১] ইহার ফলে সম্রাট তাহাদের ভকিল মির্যা মীরক রিযভীকে বন্দী করিয়া খান বাকি খানের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপনার ভার মীর মুহম্মদ খান এবং সকল আতকাদের নিকট দিয়া ১২ই রমযান ৯৭৪ হিজরীতে (২২শে মার্চ, ১৫৬৭ খ্রীঃ) তিনি আগ্রা প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করিলেন।

সম্রাট যখন থানেশ্বর পৌঁছিলেন, তখন কুরখেত নামে এক হ্রদের তীরে যোগী ও সন্ন্যাসীদের এক সমাবেশ হইতেছিল। ইহা ব্রাহ্মণদের একটি পবিত্র স্থান এবং গ্রহণের দিন সমূহে হিন্দুস্তানের লোকেরা সব দিক হইতে এই স্থানে স্নান করিতে আগমন করে। ঐ স্থানে এই সময় এক বিরাট সমাবেশ হয় এবং লোকেরা অকাতরে স্বর্ণ, রৌপ্য ও জহরত এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ব্রাহ্মণদের দান করিতে থাকে। তাহাদের অনেকেই নিজেদের পানিতে নিক্ষেপ করিয়া দিল আর যোগী ও সন্ন্যাসীগণ[২] তাহাদের দান হইতে প্রচুর সুফল লাভ করিতে লাগিল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পুরাতন ঝগড়ার ফলে তাহারা সম্রাটের নিকট আগমন করিল এবং যুদ্ধ করিয়া তাহার মীমাংসা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ছিল দুই বা তিন শত আর যোগীগণ যাহারা শুধু কম্বল পরিধান করিত, সংখ্যায় ছিল পাঁচ শতেরও বেশী। প্রতিদ্বন্দী পক্ষদ্বয় যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল তখন সম্রাটের নির্দেশে কতিপয় সৈন্য তাহাদের শরীরে ছাই মাখাইয়া দিল এবং দুর্বল পক্ষ সন্ন্যাসীদের সাহায্যার্থে গমন করিল। ভয়ানক যুদ্ধ হইল এবং বহু লোক নিহত হইল। সম্রাট এই দৃশ্য অত্যন্ত উপভোগ করিলেন। অবশেষে যোগীগণ পরাজিত হইল আর সন্ন্যাসীগণ জয়লাভ করিল।

সম্রাটের শিবির যখন দিল্লী পৌঁছিল তখন খান বাকি খানের নিকট পাহারা দিবার জন্য সমর্পিত মির্যা মিরক রিযভী পলায়ন করিলেন এবং যদিও খান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, তিনি তাহাকে ধরিতে সক্ষম হইলেন না এবং ফলে সম্রাটের অসন্তোষের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি স্বয়ং পলায়ন করিলেন। দিল্লীর গভর্ণর তাতার

---

১. "তাহারা মির্যা মুহম্মদ হাকিমের নামে খোৎবা পাঠ করান"---আকবরনামা।

২. আবুল ফযল বলেন যে এই দুই সম্প্রদায়ের নাম ছিল "গুরম ও পুরিস"---আকবরনামা। আর আকবর যে এই যুদ্ধ দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন তিনি তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

খান সংবাদ দিলেন যে মুহম্মদ আমীন দিওয়ানা[১] যিনি লাহোর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, শাহাব খান তুর্কোমানের গৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন আর তাহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য এবং একটি অশ্ব লইয়া বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিতে গিয়াছে। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি শাহ ফখরুদ্দীন মেশেদীকে শাহাব খানকে বন্দী করিয়া আনিবার নির্দেশ দিলেন। সম্রাট যখন পলওয়াল গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া দিলেন তখন শাহাব খানকে শাস্তি দানের জন্য আনায়ন করা হইল এবং তথায় তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

আগ্রা পৌঁছিলে সম্রাটকে সংবাদ দেওয়া হয় যে খান যমান কান্যকুব্জের চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত শেরগড় দুর্গ অবরোধ করিয়াছেন আর ঐ দুর্গে মির্যা ইউসুফ খান অবরুদ্ধ আছেন। তাহার আগ্রা পৌঁছিবার উনিশ পর দিন সম্রাট খান খানানকে শহরের দায়িত্বভার দিয়া সোমবার ২৩শে শাওয়াল ৯৭৪ হিজরী জৌনপুর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি যখন সকেত পরগণায় পৌঁছেন তখন আলী কুলি খান শের গড়ের সম্মুখ হইতে শিবির উত্তোলন করিয়া চলিয়া যান এবং মানিকপুরে অবস্থিত তাহার ভ্রাতা বাহাদুর খানের নিকট পলায়ন করেন। ইহার পর ভোজপুর শহরের রাজকীয় শিবির স্থাপন করা হয় এবং সম্রাট মুহম্মদ কুলি খান বিরলাস, মুযাফফর খান, রাজা টোডর মল, শাহ বিদাঘ খান এবং তাহার পুত্র আবদুল মতলব হাসান খান, আদীল মুহম্মদ, খাজা গিয়াসুদ্দীন আলী বক্সী ও অন্যান্য অফিসারগণকে প্রায় ৬০০০ অশ্বারোহীসহ অযোধ্যায় অবস্থিত সিকান্দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি স্বয়ং মানিকপুর অভিমুখে তাহার যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

তিনি যখন রায় বেরেলী পরগণায় পৌঁছেন তখন তিনি জানিতে পারেন যে আলী কুলি খান এবং বাহাদুর খান কাল্পী[২] গমনের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি তখন খাজা জাহানের অধীনে তাহার শিবিরকে কররা দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইবার নির্দেশ দেন এবং অতঃপর স্বয়ং যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে মানিকপুর ফেরী অভিমুখে যাত্রা করেন।[৩] তথায় তিনি একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ

---

১. তিনি সম্রাটের একজন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ফলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়; কিন্তু তাহার শাস্তি হ্রাস করিয়া পায়ের তলায় বেত্রাঘাত ও কারারুদ্ধ থাকার শাস্তি দেওয়া হয়। তিনি দৈহিক শাস্তি লাভ করেন এবং পরদিনই পলায়ন করেন।---আকবরনামা।

২. আকবরনামাতে আছে গোয়ালিয়র।

৩. প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়াছিল: ফলে অঞ্চলটি প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল আর নদী অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল---আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

করিয়া নদী অতিক্রম করেন এবং ১০০০ হইতে ১৫০০ লোক তাহার সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া নদী অতিক্রম করে। মজনুন খান এবং আসফ খান অগ্রবর্তী বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহারা প্রতিনিয়ত শত্রুর সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিল। ঘটনা এইরূপ ঘটে যে আলী কুলি খান এবং বাহাদুর খান ঐ রাত্রির সমস্তটাই মন্ত পান করিয়া ও লাম্পট্য করিয়া কাটাইয়াছিলেন আর সব কিছু ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সাজ প্রদর্শিত হইতেছিল তাহারা তাহা মজনুন খানের দুঃসাহস বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন এবং সম্রাট যে নিকটবর্তী হইয়াছেন ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতেছিলেন না।

১লা যিলহিজ্জা রবিবার দিন সম্রাট যুদ্ধের জন্য তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং কেন্দ্র বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। আসফ খান ও আতকাগণের[১] সকলে রহিলেন ডান দিকে। মজনুন খান ও অন্যান্য আমীরগণ রহিলেন বাম দিকে। এই দিনে সম্রাট বালসুন্দর নামীয় একটি হস্তীতে আরোহণ করিলেন এবং মির্যা কোকা, যিনি আযম খান উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে হাওদাতে উপবিষ্ট ছিলেন। শত্রুগণ এইবার সম্রাটের আগমন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইয়া নিজেদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা তাহাদের সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন এবং সম্রাটের অগ্রবর্তী বাহিনীকে বাধা দিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।[২] বাবা খান কাকশাল যিনি অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, তাহাদের প্রতিহত করিলেন এবং তাহাদের পেছনে তাড়াইয়া আলী কুলি খানের সন্নিবেশের উপর নিয়া ফেলিলেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একজন পলাতকের অশ্ব আলী কুলি খানের অশ্বের উপর গিয়া পড়িল এবং খানের পাগড়ী খসিয়া পড়িল। বাহাদুর খান ইহা দেখিলেন এবং তাহার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি বাবা খানের অধীনস্থ অগ্রবর্তী বাহিনীকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিলেন এবং ইহাদের তাড়াইয়া মজনুন খানের সেনাদের উপরে নিয়া ফেলিলেন। বাহাদুর খান পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এই দুই বাহিনীর মধ্যিখানে আসিয়া পড়িলেন। তিনি পৌরুষের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহার অশ্বটি একটি তীর দ্বারা আহত হইয়া আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল এবং তিনি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং তাহাকে বন্দী করা হইল।

---

১. 'আতকাগণ' শব্দটি বদাওনী হইতে নেওয়া হইয়াছে। তবকাতের পাণ্ডুলিপিতে যে সব নাম দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি সন্দেহজনক মনে হয়।

২. মাত্র ৫০০ লোক এবং ৫০০ হস্তী সম্রাটের সঙ্গে চলিতে সক্ষম হইয়াছিল। অন্যান্যরা পরে আগমন করে এবং যুদ্ধে যোগদান করে।---আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

যুদ্ধ ভীষণাকার ধারণ করিলে সম্রাট তাহার হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন এবং একটি অশ্বে আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি হস্তীগুলিকে আলী কুলি খানের সৈন্য সন্নিবেশের উপর চালনা করিবার নির্দেশ দিলেন। ইহাদের মধ্যে হিরাবন্দ নামক একটি হস্তী ছিল এবং ইহা যখন শত্রু সৈন্যশ্রেণীর নিকটবর্তী হইল তখন তাহারা ইহার বিরুদ্ধে দিয়ানা নামীয় একটি হস্তী ছাড়িয়া দিল ; কিন্তু হিরাবন্দ ইহাকে এমন ধাক্কা দিল যে ইহা ঐ স্থানেই পড়িয়া গেল। আলী কুলি খান একটি তীরের আঘাতে আহত হইলেন এবং তিনি যখন ইহা টানিয়া তুলিতে ব্যস্ত ছিলেন অপর একটি তীর আসিয়া তাহার অশ্বটিকে বিদ্ধ করিল। জন্তুটি চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং আলী কুলি খান নিক্ষিপ্ত হইলেন। নরসিং নামীয় একটি হস্তী তখন আগাইয়া আসিল এবং তাহাকে পিষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিল, আর তখনই আলী কুলি খান মাহুতের উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমি একজন বিখ্যাত লোক ; তুমি যদি আমাকে জীবন্ত অবস্থায় সম্রাটের নিকট নিয়া যাও, তবে তিনি তোমাকে পুরস্কার দিবেন।" মাহুত তাহার কথায় কোন কর্ণপাত করিল না, জন্তুটিকে তাহার উপর দিয়া চালনা করিল এবং তাহাকে পদতলে ফেলিয়া পিষিয়া দিল। যুদ্ধক্ষেত্র শত্রুশূন্য হইয়া গেলে নযর বাহাদুর এক অশ্বপৃষ্ঠে বাহাদুর খানকে তাহার পিছনে বসাইলেন এবং তাহাকে সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করিলেন। আমীরদের প্রচেষ্টায় তাহার প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই আলী কুলি খান যমানের শিরও আনয়ন করা হইল।[১] অতঃপর সম্রাট তাহার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এই বিজয়ের জন্য শোকরিয়া আদায় করিলেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় মনকারওয়াল গ্রামে, ইহা জোসি ও পয়াগের অধীনস্থ একটি স্থান. পয়াগ বর্তমানে ইলাহাবাস নামে পরিচিত। ইহা সংঘটিত হয় ৯৭৪ হিজরী সনের ১লা যিলহিজ্জা।

সম্রাট যখন খান-খানানের বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত সেই সময় এই গ্রন্থকারের পিতা আগ্রা অবস্থান করিয়া সম্রাটের প্রতি তাহার কর্তব্য সম্পাদন করেন এবং লেখক স্বয়ং তাহার সহিত আগ্রাতে ছিলেন। প্রত্যেক দিন উশৃঙ্খল ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সর্বনাশা সংবাদ পরিবেশন করিতেছিল। একদিন আমি আমার একজন সঙ্গীকে বলিলাম, "যদি আমরা কোন সুসংবাদ ছড়াইয়া দেই?" তখন সে জিজ্ঞাসা করিল তাহা হইলে আমরা কি বলিব এবং আমি জবাব দিলাম "চল আমরা বলি যে সংবাদ আসিয়াছে তাহারা খান যমান ও বাহাদুর খানের শির নিয়া আসিতেছে।" আমি এই কথা

১. তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবার ফলে প্রত্যেকটি শিরের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। অতঃপর তাহার শির আনয়ন করা হয় এবং তাহা সনাক্ত করা হয়।---আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

বহু লোকের নিকট বলিলাম। তিনদিন পর মুরাদ বেগের পুত্র আবদুল্লা খান যমান ও বাহাদুর খানের শির নিয়া উপস্থিত হইল। যেদিন তাহারা নিহত হয় ঠিক সেই দিনেই আগ্রায় এই গুজব ছড়ান হয়।[১]

সম্রাটের প্রতিদ্বন্দীদের সম্বন্ধে যখন তাহার সকল উদ্বেগ দূর হইল তখন তিনি জোসী ও পয়াগ গমন করিলেন এবং তথায় দুইদিন অবস্থান করিলেন। কতিপয় লোক যাহারা রাজকীয় বাহিনী ত্যাগ করিয়া আলী কুলি খানের সহিত যোগদান করিয়াছিল তাহাদের আনয়ন করা হইল এবং তাহাদিগকে রক্ষকদের হস্তে সমর্পণ করা হইল। অতঃপর তিনি বানারস গমন করিলেন।[২] আলী কুলি খানের অনুবর্তীগণের যে কেহ আসিয়া সম্রাটের ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রত্যেক-কেই ক্ষমা করা হইল। বানারস হইতে তিনি জৌনপুর গমন করিলেন এবং ঐ শহরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে তিন দিন অবস্থান করিলেন। আলী কুলি খানের কিছু লোক যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া জৌনপুরে আশ্রয় নিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই ক্ষমা প্রদর্শন করা হইল এবং তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হইল। তথা হইতে তিনি চার বা পাঁচ জন লোক সঙ্গে করিয়া অতি দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া তিন দিনের মধ্যে তিনি গঙ্গার কাররা মানিকপুরের ফেরীতে পৌঁছিলেন, তথায় তাহার একটি শিবির ছিল। একটি নৌকা যোগে নদী অতিক্রম করিয়া তিনি দুর্গে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। তৎপর তিনি মুনিম খান খান খানানকে পত্র লিখিয়া আগ্রা হইতে তলব করিলেন।

পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের বহু জায়গীরদার তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন এবং তাহাদিগকে সম্মান সহকারে বিদায় দেওয়া হইল। আলী কুলি খানের সেনাবাহিনীর কতিপয় লোক যাহাদের বন্দী করা হইয়াছিল এবং যাহারা সর্বদা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিত, যেমন খান কুলি উযবেক, ইয়ার আলী এবং মির্যা বেগ কাকশাল, মজনুন আলী খানের লোকজন, ভূতপূর্ব সম্রাট হুমায়ুনের একজন রক্ষী খুশাল বেগ, মীর শাহ বদক্ষী এবং অন্যান্য চক্রান্তকারীগণ ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটিল।[৩] আলী কুলি খানের ভকিল

---

১. আবুল ফযল তাহার পিতার সম্বন্ধেও অনুরূপ একটি গল্প বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে সম্রাট যখন এই অভিযানে লিপ্ত তখন শত্রুদের আশা উদয়ে উঠে এবং রাজধানীর দায়িত্বে রাখিয়া যাওয়া মুনিম খান ইহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। এইরূপ হতবুদ্ধি অবস্থায় তিনি শেখ মুবারকের সহিত পরামর্শ করেন, আর তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে বিদ্রোহীদের শির আনয়ন করা হইবে। —আকবরনামা।

২. বানারসের লোকেরা শহরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, ফলে শহরটি লুণ্ঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩. হস্তীপদতলে পিষ্ট হইয়া নিহত হয়,—তারিখ-ই-আলফী। বদাওনী আমাদের জানান যে সম্রাটের শিবিরের কাযী, কাযী তওয়াইসী তাহার মত ব্যক্ত করেন যে এই বন্দীদের হত্যা করা এবং তাহাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বেআইনী। এই স্বাধীন মত দিবার জন্য তাহাকে পদচ্যুত করা হয়।

www.alimaanfoundation.com

মির্যা মিরক রিযভী মেশেদী যিনি আলী কুলি খানের সহিত যোগদানের জন্য দরবার হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন তাহাকে যুদ্ধের দিনে বন্দী করা হয় এবং তাহাকে একটি হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিয়া পিষ্ট করিয়া মারিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু হস্তীটা তাহাকে মাত্র শুড় দিয়া ঘষিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি একজন সৈয়দ হওয়ায় তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

খান খানানকে আগ্রা হইতে তলব করিয়া আনা হইয়াছিল, তিনি তখন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাকে তখন গালি কুলি খান ও বাহাদুর খানের জায়গীর জৌনপুর, বানারস, ঘাযীপুর, চুনার দুর্গ এবং চৌসা ফেরী পর্যন্ত যামানিয়ার রক্ষা ও পরিচালনা করিবার দায়িত্বভার দেওয়া হইল। তিনি একটি চমৎকার অঙ্গাবরণ ও একটি অশ্ব উপহার লাভ করিলেন। বর্ষাকালের মাঝামাঝি, ৯৭৪ হিজরীর যিল হিজ্জা মাসে সম্রাট তাহার গৃহে প্রত্যাগমনের যাত্রা আরম্ভ করিলেন আর ৯৭৫ হিজরীর মহরম মাসে আগ্রা পৌঁছিলেন।

পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে মুহম্মদ কুলি খান বিরলাস ও মুযাফফর খানকে একদল সৈন্যসহ সিকান্দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং তাহারা অযোধ্যা অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া সিকান্দর এক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।[১] সম্রাটের বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুর্গটি অবরোধ করিল। সিকান্দর তখন অত্যধিক চাপে পড়িয়াছিল যখন সংবাদ আসিল যে আলী কুলি খান ও বাহাদুর খান নিহত হইয়াছেন। ইহাতে উযবেকগণ ভয়ানক হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তাহারা মুহম্মদ কুলি খান ও মুযাফফর খানের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিল। সেনাপতিদের এইরূপে আলোচনায় নিরত রাখিয়া সিকান্দর দুর্গের নদীর দিকের দরজা দ্বারা তাহা ত্যাগ করিলেন এবং নৌকায় আরোহণ করিলেন। যেহেতু সমস্ত নৌকা তিনি নিয়া গিয়াছিলেন সম্রাটের সেনাপতিগণ নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন না। সিকান্দার পুনরায় এক সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে তিনি তাহার প্রস্তাবিত যোগাযোগ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাহার লোকেরা সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে তাহারা যেন একটি নৌকাযোগে নদীর মধ্যস্থলে আগমন করে আর তিনিও দুই বা তিন জন লোকসহ তাহাদের সহিত তথায় সাক্ষাৎ করিলেন এবং শর্তাবলী স্থির করিবেন। ইহা তাহার লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবে এবং তাহারা একত্রে দরবারে গমন করিবেন। মুহম্মদ কুলি খান বিরলাস, মুযাফফর খান এবং রাজা টোডরমল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন

১. অযোধ্যার দুর্গ—বদাওনী।

www.alimaanfoundation.com

এবং নদীর মধ্যস্থলে গমন করিলেন। অপর দিকে সিকান্দর খান ও দুই বা তিনজন লোকসহ আগমন করিলেন এবং উভয় পক্ষে সাক্ষাৎকার হইল।[১] আমীরগণ সিকান্দরের ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করিবার অঙ্গীকার করিলেন এবং শপথ করিলেন যে তাহারা তাহার ও তাহার লোকদের জানমালের উপর কোন আক্রমণ পরিচালনা করিবেন না। এইরূপ চুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহারা স্বতন্ত্র হইলেন এবং উভয় দল তাহাদের স্ব স্ব দিকে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর সিকান্দর দুই দিনের পথ দূরে চলিয়া গেলেন এবং আমীরগণকে লিখিয়া জানাইলেন যে নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ফলে তাহার নদীতীরে অবস্থান করা সম্ভবপর হয় নাই। তাহার ঐ স্থান ত্যাগ করিবার সংবাদ পাইয়া আমীরগণ তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। তাহারা যখন গোরখপুর পৌঁছিলেন তখন তাহারা আবিষ্কার করিলেন যে তিনি নদী অতিক্রম করিয়াছেন এবং অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাহাদের সম্মুখের ভূভাগ আফঘানদের দখলে আর সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন তাহারা তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না। তাহারা এই অবস্থার এক বিবরণ লিখিয়া দরবারে প্রেরণ করিলেন এবং এইরূপ এক জবাব পাইলেন যে যেহেতু সিকান্দর সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আর তাহার পশ্চাদ্ধাবনের কোন প্রয়োজন নাই। তাহার সম্পত্তি ও জায়গীর মুহম্মদ কুলি খান বিরলাসকে দেওয়া হইল। আমীরগণ এই পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত হইয়া মুহম্মদ কুলি খানকে রাখিয়া দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

চিতোর দুর্গ অধিকার

হিন্দুস্তানের বহু জমিদার ও রাজা সাম্রাজ্যের সিংহাসনের প্রজায় পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু মারওয়ারের রাজা, রানা উদি সিং তাহার দুর্গের শক্তি এবং তাহার লোকের ও হস্তীর সংখ্যায় নির্ভর করিয়া তাহার আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছেন। এখন যখন সম্রাট আলী কুলি খান ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, তিনি চিতোর অধিকারে মনোনিবেশ করিলেন। বয়ানা পরগনা হাজী মুহম্মদ খান সিসতানীর নিকট হইতে নিয়া আসফ খানকে জায়গীর দেওয়া হইল এবং তাহাকে এখন তথায় গমন করিয়া সেনাবাহিনীর জন্য রসদ ও

১. আবুল ফযল এই সাক্ষাৎকার সিকান্দরের পলায়নের পর ঘটিয়াছিল বলিয়া বলেন এবং আরও বলেন যে তিনি তাহার জায়গীর ও পদ প্রত্যর্পণের দাবী করেন এবং ছল-চাতুরীপূর্ণ ব্যবহার করেন। ---আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

জিনিসপত্র সংগ্রহ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। সম্রাট শিকারের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিয়া বারি শহরে গমন করিলেন এবং তথায় শিকারে এক সহস্র প্রাণীবধ করিলেন। অতঃপর তিনি তাহার সেনাবাহিনী আনয়নের নির্দেশ দান করিলেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মু-ময়দানা গমন করিলেন। তিনি যখন সুপর[১] দুর্গে পৌঁছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে তাহার আগমন সংবাদ পাইয়া রণথম্ভোরের রাজা সুর্জনের পক্ষে যাহারা ঐ দুর্গ রক্ষা করিতেছিল তাহারা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং রণথম্ভোরে পলায়ন করিয়াছে। সম্রাটের একজন অনুচর নযর বাহাদুরকে এই দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল। তথা হইতে তিনি ঐ দেশের একটি পরগণা কোটাতে উপস্থিত হইলেন এবং শাহ মুহম্মদ খান কান্দাহারীকে ঐ দেশের গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। তৎপর তিনি মালবের সীমান্তের গাগ্রুনে[২] গমন করিলেন।

মুহম্মদ সুলতান মির্যার পুত্রদ্বয় মির্যা উলুঘ ও মির্যা শাহ সম্বল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং এই অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিলেন, এবং সম্রাট তাহা দমন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। ফলে তিনি শাহাবুদ্দিন আহমদ খান, শাহ বিদাঘ খান, মুহম্মদ মুরাদ খান এবং হাজী মুহম্মদ সিসতানীকে মন্দুতে জায়গীরে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাদের হস্তে ঐ দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। আমীরগণ যখন উজ্জয়িনিতে পৌঁছিলেন। যাহা ঐ দেশের একটি প্রধান স্থান, তাহারা দেখিলেন যে সম্রাটের আগমন সংবাদ পাইয়া মির্যাগণ একত্র মিলিত হইয়াছেন এবং গুজরাটে ঐ দেশের শাসনকর্তা চাঙ্গিস খানের নিকট পলায়ন করিয়াছেন। চাঙ্গিস খান ছিলেন সুলতান মাহমুদ গুজরাটির একজন অনুচর। সুতরাং আমীরগণ বিনা বাধায় মন্দুর অধিকার লাভ করিলেন।

সম্রাট যখন গাগ্রুন হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন তখন রানা উদি সিং জয়মল নামে এক রাজপুত বীরের নেতৃত্বে সাত বা আট হাজার লোক চিতোর রক্ষা করিতে রাখিয়া গেলেন। রাজপুত প্রধান জয়মল মির্যা দুর্গে মির্যা শরফউদ্দীন হুসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। রানা স্বয়ং তাহার সকল আত্মীয়-স্বজন ও অধীনস্থ লোকদের লইয়া পার্বত্য অঞ্চলে ও বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন।

চিতোর দুর্গটি একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, আর সেই পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় এক ক্রোশ এবং আর কোন পাহাড়ের সহিত ইহার কোন যোগাযোগ নাই। দুর্গটির

১, "বা সিবি-সুপর---আকবরনামা। আগ্রার ১২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের সিওপুর।

২. কোটে আহু ও কালি সিন্ধুর সঙ্গমস্থলে।

www.alimaanfoundation.com

দৈর্ঘ্য তিন ক্রোশ আর প্রস্থ অর্ধ ক্রোশ। ইহাতে প্রচুর প্রবহমান পানি আছে। সম্রাটের নির্দেশে দুর্গের চতুর্দিকস্থ ভূমি আমীরগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

সম্রাটের বাহিনীকে দেশটি লুণ্ঠন করিতে এবং ধ্বংস করিয়া দিতে নির্দেশ দেওয়া হইল আর এই প্রদেশের একটি সমৃদ্ধশালী স্থান রামপুরে[১] আসফ খানকে প্রেরণ করা হইল। তিনি দুর্গটি আক্রমণ করিলেন এবং তাহা অধিকার করিলেন আর ঐ অঞ্চলের সমস্তটা ধ্বংস করিয়া দিলেন। হুসেন কুলি খানকে একদল সৈন্যসহ উদিপুর এবং কোম্বলমীর[২] অভিমুখে প্রেরণ করা হইল। কোম্বলমীর ঐ দেশের একটি প্রধান দুর্গ এবং রানার বাসস্থান। তিনি বহু শহর ও গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিলেন কিন্তু রানার কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া সম্রাটের শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

চিতোর অবরোধ কিছুকাল ধরিয়া চলিবার পর সম্রাট সাবাত নির্মাণ করিবার এবং মাইন স্থাপন করিবার নির্দেশ দিলেন। প্রায় ৫০০০ রাজমিস্ত্রি, ছুতার ও পাথরের কারিগর সংগ্রহ করা হইল। সাবাত হইল এক প্রকারের দেওয়াল, যাহা (দুর্গ হইতে) বন্দুকের গুলীর সীমানার মধ্যে আরম্ভ করা হয় এবং সুদৃঢ়ভাবে একত্র সংযুক্ত তক্তার আশ্রয়ে এবং কাঁচা চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দুর্গ পর্যন্ত এক প্রকারের পথ (কুচা) করিয়া নেওয়া হয়। তৎপর ইহা হইতে কামান দ্বারা দেওয়াল ধ্বসান হয় এবং কোথাও দেওয়াল ধ্বসাইতে পারিলে তাহা দ্বারা সাহসী আক্রমণকারীগণ দ্রুত দুর্গে প্রবেশ করে। সম্রাটের কামান (মোরচল-ই-বাদশাহী) হইতে যে সাবাত নির্মাণ করা হইল তাহা এত প্রশস্ত হইল যে দশজন অশ্বারোহী ইহাতে পাশাপাশি চলিতে পারিত আর ইহা এত উচ্চ হইল যে একজন হস্তী আরোহী হাতে বর্শাসহ ইহার নীচ দিয়া গমন করিতে পারিত।

যখন সাবাতটি নির্মাণ করা হইতেছিল তখন দুর্গ রক্ষীবাহিনী কামান ও বন্দুকের এত গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল যে ইহাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের ১০০ জনেরও বেশী প্রতিদিন নিহত হইত। যদিও তাহারা নিজেদের ষাড়ের চামড়ার চাম দ্বারা ঢাকিয়া রাখিত। দেওয়ালে মৃতদেহ ইটের মত ব্যবহার করা হইত। অল্পকালের মধ্যেই সাবাত নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় এবং ইহা দুর্গের অত্যন্ত নিকটে নেওয়া হয়। মাইন স্থাপকগণও তাহাদের মাইন দেওয়ালের পাদদেশে নিয়া গেল এবং দুর্গ প্রাচীরের কাছাকাছি দুইটি স্থান তাহারা বারুদ দ্বারা পূর্ণ করিল। বীরত্বের জন্য সুবিখ্যাত লোকদের একটি দল সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রশস্ত্রে ও অন্যান্য সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া

১. চিতোর হইতে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। আসফ খান ইহার পূর্বে মাণ্ডল দুর্গ দখল করিয়াছিলেন।—আকবরনামা।

২. উদিপুরের চৌত্রিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

দুর্গ-প্রাচীরের নিকটস্থ হইল, যাহাতে মাইন বিস্ফোরণের ফলে ফাটল সৃষ্টি হইবা মাত্র তাহারা ছুটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। একই সময়ে উভয় মাইনে অগ্নি সংযোগ করা হইল কিন্তু একটার ম্যাচ অপরটার চেয়ে ছোট ছিল এবং ফলে একটার বিস্ফোরণ আগে ঘটে। দুর্গ প্রাচীরটি বিস্ফোরিত হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল এবং একটা বড় ফাটলের সৃষ্টি হইল। আক্রমণকারী বাহিনী তৎক্ষণাৎ ফাটলের দিকে ছুটিয়া গেল এবং যখন প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল তখনই দ্বিতীয় মাইনটি বিস্ফোরিত হইল এবং দুর্গ প্রাচীরটি উড়িয়া গেল। ফাটলে যাহারা যুদ্ধ করিতেছিল বন্ধু ও মিত্র সকলেই একযোগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইল আর যাহাদের উপর উৎক্ষিপ্ত পাথর নিপতিত হইলে তাহারা নিহত হইল। ভয়ানক ব্যাপার এই ঘটিল যে ২০০ মণ ওজনের পাথর পর্যন্ত দেওয়াল হইতে তিন বা চার ক্রোশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল আর যে সব লোক আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল তাহাদের দেহ পাওয়া গেল। সৈয়দ জামালুদ্দীন এবং আর আর সম্রাটের পরিচারকদের একটি বৃহৎ সংখ্যা নিহত হইল আর উৎক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে ৫০০ শত বাছাই করা সৈন্য নিহত হইল। কাফেরগণের এক বিরাট সংখ্যাও বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

এই সর্বনাশের পর এই দুর্গ অধিকারের জন্য সম্রাটের আত্মগৌরব ও অধ্যবসায় আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শুজাত খানের কামানের যে সাবাত নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও সম্পূর্ণ হইল। ৯৭৫ হিজরীর ২৫শে শাবান মঙ্গলবার দিন চতুর্দিক হইতে রাজকীয় বাহিনী আসিয়া সমবেত হইল এবং দেওয়ালে ফাটল সৃষ্টি হইলে এক ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। দুর্গের অধিনায়ক জয়মল তাহার লোকজনকে উৎসাহ দানের জন্য ফাটলে আগমন করিলেন। সম্রাট সাবাতে তাহার জন্য তৈরী করা একটা গ্যালারীতে উপবিষ্ট ছিলেন আর তাহার হাতে ছিল একটি বন্দুক। কামান ও বন্দুকের গোলাগুলির যে আগুনের ছটা পড়িতেছিল তাহাতে জয়মলের মুখ দেখা গেল। সম্রাট তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন আর ইহাতে তিনি এরূপ আহত হইলেন যে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ তাহাদের অধিনায়কের মৃত্যুতে হতাশ হইয়া পড়িল এবং প্রত্যেকটি লোক দ্রুত তাহার গৃহের দিকে ধাবিত হইল। তাহারা তাহাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের আর সম্পদ ও জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া দিল। হিন্দের কাফেরগণের ভাষায় এই কার্যকে বলা হয় জৌহর। এইবার রাজকীয় বাহিনী সন্নিবেশ করা হইল এবং তাহারা কয়েকস্থানের ফাটল আক্রমণ করিল। কাফেরদের বহুলোক এইগুলিকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া গেল এবং চরম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধ করিল। সম্রাট সাবাতে বসিয়া তাহার লোকজনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আদীল মুহম্মদ কান্দাহারী

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

এবং অন্যান্যগণ আমীরগণ মহাবীরত্ব ও দুঃসাহস প্রদর্শন করিলেন এবং প্রচুর প্রশংসা লাভ করিলেন। ঐ রাত্রির সারাক্ষণ যুদ্ধ চলিল কিন্তু ভোরবেলা, সেই ভোরটা চির গৌরবোজ্জল, স্থানটি দখল করা হইল। সম্রাট একটি হাতীতে আরোহণ করিলেন এবং তাহার অনুগত ভৃত্যগণকে পদব্রজে তাহার সঙ্গে লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। যথেচ্ছা সাধারণ হত্যাকাণ্ডের হুকুম দেওয়া হইল এবং ৮০০০ এর অধিক রাজপুত যাহারা ঐ স্থানে ছিল তাহাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিল।[১] দুপুরের পর নিধন কার্য বন্ধ করা হইল আর সম্রাট তাহার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তথায় তিনদিন অবস্থান করিলেন। আসফ খানকে এই দেশটি শাসন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল আর সম্রাট ২৫শে শাবান মঙ্গলবার রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

এই অবরোধের সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তাহা হইল এই ঃ এই গ্রন্থের লেখকের কামানের নিকট একটা লোক একটা গাছের ছায়ায় বসিয়াছিল তাহার ডান হাতটা তাহার হাটুর উপরে রাখা ছিল। এক সুযোগ দেখা দিলে লোকটি তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিল। ইহা তীরন্দাজগণ সাধারণতঃ যেরূপ ঢাকা আঙ্গুলে লাগায় তাহা তথায় লাগান ছিল আর ঠিক ঐ সময়েই দুর্গ হইতে একটি গোলা ছুটিয়া আসিল এবং গোলাটি তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের এক বালি শস্য দূর দিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার কোনরূপ ক্ষতি হইল না।

সম্রাট যখন চিতোর বিজয়ের জন্য গমন করেন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি যদি সফলতা লাভ করেন তবে তিনি আজমীরে অবস্থিত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর কবর জিয়ারত করিতে গমন করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তিনি আজমীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং সমস্ত পথটা পায়ে হাটিয়া অতিক্রম করিলেন। ৭ই রমযান রবিবার দিন তিনি আজমীর পৌঁছিলেন। তিনি কবর জিয়ারতের সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান পালন করিলেন এবং তাহার দান ও উপহার দ্বারা দীন-হীনদের খুশী করিলেন। তিনি তথায় দশদিন অবস্থান করিলেন এবং তৎপর রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।

রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় ৯৭৫ হিজরীর ১৪ই রমযান (১৪ই মার্চ ১৫৬৮ খ্রীঃ) বৃহস্পতিবার। এই বৎসরের শুরুতে সম্রাট আজমীর ত্যাগ করেন এবং মেওয়াট হইয়া

১. আবুল ফযল বলেন নিহত লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার (৩০,০০০); কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি তিন হাজার (৩০০০) বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি একটি জঙ্গল অতিক্রম করেন, আর সেই জঙ্গল ছিল ব্যাঘ্র (শের) ও সিংহের (বাবর) আবাসস্থল। একটা ভয়ঙ্কর বাঘ (শের বাহির হইয়া আসিল আর সম্রাটের যে সব অনুচর সর্বদা তাহার পরিচর্যা করেন তাহারা তাহাদের তীর নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে মাটিতে শুয়াইয়া দেয়। সম্রাট তখন নির্দেশ দান করেন যে যদি এরূপ কোন প্রাণী পুনরায় বাহির হয় তবে তাহার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা যেন তাহার দিকে তীর নিক্ষেপ না করে। তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইলে প্রথমটির চেয়ে বৃহত্তর এবং অধিকতর ভয়ঙ্কর আর একটি বাঘ বাহির হইয়া আসে এবং সম্রাটের দিকে অগ্রসর হয়। অনুচরদের কেহই নির্দেশ লাভ না করিয়া গুলি ছুড়িতে সাহস পাইল না। ব্যাঘ্র শিকারী সম্রাট তাহার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং পশুটির দিকে বন্দুক তুলিয়া ধরিলেন। গুলিটি জন্তুটির মুখমণ্ডল ছুইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে পশুটি সামান্য আহত হইল মাত্র, আর ইহার ফলে ইহা সম্রাটের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সম্রাট দ্বিতীয়বার গুলি ছুড়িলেন এবং ইহাকে ভূপাতিত করিলেন। এই সন্ধিক্ষণে আদিল মুহম্মদ কান্দাহারী সাহসের সহিত তাহার ধনুকে তীর ছুড়িলেন এবং জন্তুটির মুখোমুখি হইলেন, ইহা তখন সম্রাটের দিক হইতে ফিরিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। ইহা তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দেয় এবং তাহার মাথাটি ইহার মুখে পুরিতে উদ্যত হয়। ঐ সাহসী লোকটি এই চরম মুহূর্তে তাহার হাতটি জন্তুটির মুখে প্রবেশ করাইয়া দেয় আর ইহার পেটে আঘাত করিবার জন্য তাহার ছোরা বাহির করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু ছোরার হাতলটি খাপে আটকাইয়া যায় আর পশুটি তাহার মুখের ভিতরের হাতটির মাংস ও চামড়া অনবরত কামড়াইতে থাকে। এই অবস্থা সত্ত্বেও আদিল তাহার ছোরা টানিয়া আনিতে সক্ষম হয় এবং পশুটির পেটে কতিপয় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। সাহসী লোকেরা ইহার চারিদিকে আসিয়া ভীড় করে এবং ইহাকে শেষ করিয়া ফেলে। ব্যাঘ্রের কামড়ের আঘাত ছাড়াও আদিল মুহম্মদ একটি তরবারির আঘাত পায়। এই ক্ষতের দরুণ তাহার ইন্তেকাল হইবার পূর্বেই তিনি কিছুক্ষণ যন্ত্রণার শয্যায় শায়িত ছিলেন।

ব্যাঘ্র শিকারের পর রাজকীয় শিবির আলওয়ার অভিমুখে রওয়ানা হইল এবং ইহাকে তথায় গমনের নির্দেশ দেওয়া হয় আর সম্রাট স্বয়ং শেখ নিযাম নারনৌলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। অতঃপর তিনি শিবিরে প্রত্যাগমন করেন এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাজধানীতে গমন করেন।

কয়েকমাস আগ্রা অবস্থানের পর সম্রাট রণথম্ভোরের দুর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহা হিন্দুস্তানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্বোচ্চ দুর্গগুলির অন্যতম

www.alimaanfoundation.com

বলিয়া বিখ্যাত ছিল। যে সব সৈন্য চিতোর অভিযানে গমন করে নাই তাহাদিগকে সমাবেশ করিবার জন্য এক নির্দেশ জারি করা হইল। সম্রাটের বাহিনীর এক বিরাট অংশ সহ আশরাফ খান মীর মুন্সি এবং সাদিক খানকে এই কার্যের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই আমিরগণ যখন কয়েকদিনের পথ অতিক্রম করিলেন, তখন সম্রাটের নিকট সংবাদ আসে যে মুহম্মদ সুলতান মির্যার পুত্রগণ গুজরাটে চাঙ্গিস খানের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মালবের উজ্জয়িনী দুর্গ অবরোধ করিয়াছেন। সম্রাট তখন নির্দেশ দিলেন যে কালিজ খান, যে আমিরগণ এবং তাহার সৈন্যবাহিনী রণথম্ভোরে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের নিয়া মির্যাদের বিদ্রোহ দমন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

নির্দেশ অনুযায়ী উভয় বাহিনী একত্রিত হইল। তাহারা সিরোহির সন্নিকটবর্তী হইলে ঐ সরকারের শাসনকর্তা শাহাবুদ্দীন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগাইয়া আসিলেন। তিনি তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে অভিযানে গমন করিলেন। তাহারা সারঙ্গপুরে শিবির স্থাপন করিলে শাহ বিদাঘ খান তাহার সেনাবাহিনী সহ তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। ইহার ফলে সেনাবাহিনী সংখ্যা প্রচুর হইল। মির্যাগণ যখন ইহার নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পাইলেন তখন তাহারা উজ্জয়িনীর অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং মন্দ অভিমুখে চলিয়া গেলেন। মুহাম্মদ মুরাদ খান এবং মির্যা আযিযুল্লা উজ্জয়িনীতে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইক্ষণে অবরোধ উত্তোলিত হইলে তাহারা মুক্ত হইলেন এবং বাহির হইয়া আসিয়া সম্রাটের আমীরগণের সঙ্গে যোগদান করিলেন। সকলে একযোগে মির্যাদের পশ্চাদ্ধাবনে গমন করিলেন, আর তাহারা তাহাদের সম্মুখে মন্দু হইতে নর্মদা তীরে পলায়ন করিলেন। তাহারা এত বিশৃঙ্খলার মধ্যে নর্মদা অতিক্রম করিলেন যেতাহাদের বহু লোক নদীতে ডুবিয়া মরিল। ঠিক এই সময়েই জাঝর খান হাবসী আহমদাবাদের তিরপোলিয়া ময়দানে গুজরাটের শাসনকর্তা চাঙ্গিস খানকে হত্যা করিলেন। মির্যাগণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাহারা এই পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন এবং গুজরাটে পলায়ন করিলেন। সম্রাটের বাহিনী নর্মদা নদীর তীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন আর মন্দুর জায়গীরদারগণ তাহাদের জায়গীরে ফিরিয়া গেলেন। কালিজ খান ও অন্যান্য আমীরগণ দরবার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিলেন। মির্যাগণ গুজরাটে পৌঁছিয়া প্রথমে চাম্পানীর[১] দুর্গ দখল করিলেন এবং তৎপর ব্রোচের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং তাহা অবরোধ

১. 'আর সুরাট'—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

করিলেন। কিছুকাল পর তাহারা কৌশল করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ রুমে খানকে নিজেদের আয়ত্তে আনয়ন করিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন।[১]

এই বৎসরেই পাঞ্জাবের জায়গীরদার মীর মুহম্মদ খান-ই-কলান, কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান এবং কামাল খান গখরকে দরবারে তলব করা হইল। তাহারা নির্দেশ পালন করিতে অতি দ্রুত আগমন করিলেন এবং ৯৭৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তাহারা পৌঁছিলেন এবং তাহাদের উপহার প্রদান করিলেন। হুসেন কুলি খান এবং তাহার ভ্রাতা ইসমাইল খানকে নাগোর হইতে তলব করিয়া আনা হইল এবং তাহাদের স্থলে ইহাদের পাঞ্জাবের শাসনকার্যে নিয়োগ করা হইল। সম্বল সরকারে অবস্থিত মুহম্মদ খান-ই কলানের জায়গীর তনখওয়ায় পরিণত হইল। সম্রাট রনথম্ভোর বিজয়ে গমন করিলেন তখন হুসেন কুলি খান এই অভিযানে তাহার ব্যক্তিগত পরিচারক ছিলেন। কিন্তু রণথম্ভোর অধিকারের পর এবং সম্রাটের আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পর হুসেন কুলি খান ও তাহার ভ্রাতা ইসমাইল কুলি খান বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং পাঞ্জাব গমন করিলেন। ১লা রজব সম্রাট আগ্রা হইতে রনথম্ভোরের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে রওয়ানা হইলেন। দিল্লী গমন করিয়া তিনি তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিলেন এবং পালামের সন্নিকটে এক কামুরঘা শিকারে গমন করিলেন এবং তথায় চার বা পাঁচ হাজার প্রাণী বধ করা হইল।

রাজত্বের চতুর্দশ বৎসর

এই বৎসর আরম্ভ হয় ৯৭৬ হিজরী সনের ৫ই রমযান (২২শে মে ফেব্রুয়ারী ১৫৬৯ খ্রীঃ)। বৎসরের শুরুতেই সম্রাট রনথম্ভোরের অভিমুখে রওয়ানা হন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই দুর্গের পাদদেশে উপনীত হন। স্থানটি অবরোধ করা হইল, কামান স্থাপন করা হইল, সাবাত নির্মাণ করা হইল এবং কামান দাগিয়া কয়েকটি ফাটল করা হইল।

দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ রায় সুর্জন যখন অবরোধের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার অহমিকা ও ঔদ্ধত্যের উচ্চ শিখর হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাহার দুধ ও ভোজ নামীয় দুই পুত্রকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়া প্রেরণ করিলেন। তাহার অনুগ্রহ কামনা করিয়া

১. রুস্তম খান নামক একজন তুর্কী ক্রীতদাস দুর্গটির অধিপতি ছিলেন এবং ইহার গৃহেই চাঙ্গিস খানের ভগ্নি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন এবং দুই বৎসর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রাখেন। কিন্তু কোনরূপ সাহায্য না পাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং তৎপর তাহাকে অতি নীচ ও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।'
—আকবরনামা।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

আগত এই দুই তরুণকে সম্রাট সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের প্রতিরোধের অন্যায় ক্ষমা করিলেন। তিনি খান জাহান উপাধি প্রাপ্ত হুসেন কুলি খানকে দুর্গে প্রেরণ করিলেন রায় সুর্জনকে নিশ্চয়তা দান করিবার জন্য। তিনি তাহা করিলেন এবং রায়কে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য সঙ্গে করিয়া আনয়ন করিলেন, আর তিনি সাক্ষাৎ করিয়া আন্তরিক আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং সম্রাটের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। ৩রা শাওয়াল, বুধবার দিন এই দুর্গ বিজয় সম্পূর্ণ করা হয় আর পরদিনই সম্রাট স্থানটি পর্যবেক্ষণ করিতে গমন করেন; তিনি মিহতার খানকে দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এবং তৎপর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী খাজা জাহান উপাধি প্রাপ্ত খাজা আমীনুদ্দীন এবং মুজাফফর খানের অধীনে রাখিয়া সম্রাট তাহাদিগকে সেনাবাহিনীকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব দেন এবং তিনি স্বয়ং দ্রুতগতিতে ফয়জুল আনওয়ার খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর কবর জিয়ারত করিতে গমন করেন। তিনি এক সপ্তাহকাল তথায় অবস্থান করেন এবং তৎপর আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন আর ৯৭৬ হিজরী সনের ৪ঠা জিলকাজা তথায় পৌঁছেন। দরবার খান নামীয় সম্রাটের একজন ব্যক্তিগত পরিচারক অসুস্থতার জন্য বাধ্য হইয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, আর সম্রাটের আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট খানের আহার কক্ষে গমন করেন এবং তাহার পরিবারের জন্য রাজকীয় মর্যাদা অনুযায়ী ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

ফতেহপুর শহরের ভিত্তি স্থাপন

সম্রাটের কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের কেহই জীবিত থাকে নাই। শেখ সলিম চিশতী আগ্রা শহরের বার ক্রোশ দূরবর্তী সিক্রি শহরে বাস করিতেন। তিনি সম্রাটকে একটি পুত্র সন্তানের অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে উৎফুল্ল করিয়াছিলেন। সম্রাট বহুবার শেখের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং প্রতিবারেই তথায় অবস্থান করেন। তিনি শেখের আশ্রমের সন্নিকটে একটি পাহাড়ের উপরে একটি চমৎকার অট্টালিকা নির্মাণ আরম্ভ করেন। শেখ ও সম্রাটের প্রাসাদের নিকটে একটি নূতন আশ্রম ও একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ করেন। তাহার এই মসজিদের সহিত তুলনীয় আর কোন মসজিদ বর্তমান জগতে নাই। আমীরগণও তাহাদের নিজেদের জন্য প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করেন। সম্রাটের স্ত্রীগণের একজন যখন গর্ভবতী হন তখন তিনি তাহাকে শেখের গৃহে আনয়ন করেন এবং

www.alimaanfoundation.com

তথায় তাহাকে রাখিয়া যান। তিনি নিজেও কখনও তথায় অবস্থান করিতেন। আর কখনও কখনও তিনি আগ্রায় অবস্থান করিতেন। তিনি সিক্রির নাম ফতেহপুর রাখেন আর তথায় একটি বাজার ও স্নানাগার নির্মাণ করেন।

কালিঞ্জর বিজয়

ইহা একটি শক্তিশালী দুর্গ আর ভূতপূর্ব সুলতানগণের অনেকেরই ইহা অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। শের খান আফঘান (শের শাহ) এক বৎসরকাল ইহা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু ইহা অধিকার করিবার প্রচেষ্টায় তিনি নিহত হন, যাহা তাহার রাজত্বকালের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। আফঘান রাজত্বের বিরতির কালে রাজা রাম চন্দর[১] এই দুর্গটি অতি উচ্চ মূল্যে বিহার খান আফঘানের পালক পুত্র (খিযর-ই-গোয়েন্দা) বিজলি খানের[২] নিকট হইতে ক্রয় করেন। চিতোর ও রণথম্ভোর দুর্গদ্বয় বিজয়ের খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং সম্রাটের বাহিনীর যেসব লোক কালিঞ্জরের নিকটবর্তী এলাকাসমূহে জায়গীর ভোগ করিতেন তাহারা প্রতিনিয়তই ঐ দুর্গটি অধিকার করিবার পরিকল্পনা করিত এবং যুদ্ধ করিতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা রাম চন্দর ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোক আর তিনি নিজেকে সম্রাটের সিংহাসনের একজন ভক্তরূপে গণ্য করিতেন। তিনি তাহার প্রতিনিধির মারফতে সম্রাটের নিকট দুর্গের চাবিসমূহ এবং উপযুক্ত উপহার প্রেরণ করেন আর তাহার বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ঐ একই দিনে ঐ অঞ্চলের একজন জায়গীরদার মজনুন খান কাকশালের নিকট দুর্গের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং রাজা রাম চন্দরের নিকট একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ফরমান প্রেরণ করা হয়। ৯৭৭ হিজরী সনের সফর মাসে, সম্রাটের রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে এই দুর্গটি তাহার দখলে আসে।

শাহজাদা সুলতান সলিম মির্যার জন্ম লাভ

৯৭৭ হিজরী সনের ১৮ই রবিউল আউয়াল বুধবার দিন, এবং রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে যখন দিনের সাত ঘণ্টা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেই সময় মহান শাহজাদা সুলতান সলিম মির্যা, শেখ সলিম চিশতীর গৃহে, ফতেহপুর সিক্রি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে সম্রাট স্বয়ং আগ্রাতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং শেখ সেলিমের

১. 'পান্নার রাজা'—তারিখ-ই-আলফী।

২. ইহার নাম আলী খান, ইনি ছিলেন বিহার খান আযম হুমায়ুনের পুত্র এবং শের খানের (শের শাহ) জামাতা—তারিখ-ই-আলফী।

www.alimaanfoundation.com

জামাতা শেখ ইব্রাহীম এই আনন্দের সংবাদ তাহার নিকট বহন করিয়া নেন এবং তাহাকে রাজকীয় মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কৃত করা হয়। এই আনন্দজনক ঘটনার জন্য শোকরিয়া আদায় করিতে জনসাধারণের মধ্যে উপহার বিতরণ করা হয়, কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং জাঁকজমকপূর্ণ ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। আর এইসব অনুষ্ঠান অতি আনন্দ ও উৎফুল্লতার সহিত সাত দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। এই জন্ম তারিখটি 'শাহ-ই-আলী-তায়মুর'' এই শব্দগুলির মধ্যে নিহিত আছে। খাজা হাসান একটি শ্লোক রচনা করিলেন, ইহার প্রথম পংক্তিতে ছিল সম্রাটের সিংহাসনারোহণের তারিখ আর দ্বিতীয়টিতে ছিল শাহযাদার জন্ম তারিখ। এই শ্লোক রচনার জন্য খাজা দুই লক্ষ তংকা উপহার লাভ করেন। এবং অন্যান্য আরও বহু কবি তাহাদের রচিত কবিতার জন্য পুরস্কার লাভ করেন। সম্রাট ফতেহপুরকে[১] একটি রাজকীয় আবাসস্থলে পরিণত করেন। আর ইহার চতুর্দিকে পাথরের একটি রক্ষা প্রাচীর উত্তোলন করেন এবং ইহাতে কতিপয় অতি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন, ফলে ইহা একটি মহানগরীতে পরিণত হয়। শাহজাদার জন্ম লাভের পূর্বেই সম্রাট তাহার মনে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে যদি সর্বশক্তিমান তাহার ইচ্ছা পূরণ করেন তবে তিনি মুরাদুল আনওয়ার কুতবুল ওয়াছিলিন খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর কবর জিয়ারত করিতে গমন করিবেন। তাহার উপহারসমূহ প্রস্তুত করিয়া লইয়া তিনি ৯৭৭ হিজরী সনের ১২ই শা'বান শুক্রবার আজমীরের উদ্দেশ্যে আগ্রা হইতে পদব্রজে যাত্রা করেন। প্রতিদিন তিনি সাত বা আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতেন। তথায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দরগাহ দর্শন করেন এবং প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন। তিনি কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন এবং তৎপর দিল্লীর উদ্দেশ্যে আজমীর ত্যাগ করেন। আর তিনি তথায় পৌঁছেন ৯৭৭ হিজরী সনের রমযান মাসে।

পঞ্চদশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি শুরু হয় শনিবার, ৬ই শাওয়াল ৯৭৮ আঃ হিজরা সনে (১৪ই মার্চ, ১৫৭০ খ্রীঃ)। এই বৎসরের শুরুতে মহান সম্রাট দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং দরগাহসমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাগমন করেন।[১]

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই পংক্তিটির স্থলে নিম্নরূপ লেখা আছে :—ঐ সময়ে বসন্ত তারকার উদয়ের ফলে দিল্লী শহরকে মনে হইল বেহেশতের উদ্যানকেও হার মানাইতেছে, কারণ এই সময় শিবির তথায় আগমন করে আর পৃথিবী ও তাহার লোকদের সময় রাজকীয় নব বৎসরের শুভ আগমন বার্তা ঘোষণা করে, আর খলিফা-ই-ইলাহীর সিংহাসনারোহনের সময় হইতে পঞ্চদশ বৎসরের শুরু হয়। আর আনন্দ এবং প্রফুল্লতার ভিত্তি স্থাপন করে।

www.alimaanfoundation.com

শাহযাদা শাহ মুরাদের শুভ জন্মের বিবরণ[১]

আঃ হিজরা ৯৭৮ সনের ৩রা মহররম বৃহস্পতিবার (৭ই জুন ১৫৭০ খ্রীঃ) অর্থাৎ পঞ্চদশ ইলাহী বৎসরে, সাম্রাজ্যের এবং মহত্বের তারকা শাহযাদা শাহ মুরাদ শেখ সলিমের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মহান খলিফা ই ইলাহী এই মহা উপহারের শোকরিয়া আদায় করিতে পরোপকারিতা ও উদারতার আস্তিন হইতে দয়াশীলতা এবং বদান্যতার হস্ত প্রসারিত করেন এবং এক মহা-ভোজের আয়োজন করেন। সম্রাটের সার্বজনীন পুরস্কার বিতরণীর ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের জনসাধারণ সম্পদশালী হইয়া উঠে। আমীরগণ এবং পবিত্র আবাসের পরিচারকগণ তাহাদের বিভিন্নরূপ মর্যাদার পর্যায় অনুযায়ী উপযুক্ত রূপ উপহার প্রদান করিলেন এবং সম্মানীয় অঙ্গাবরণ লাভ দ্বারা সম্মানীত হইলেন। আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহ আর তাহার প্রভূত আশীর্বাদের জন্য সকল প্রশংসাই তাহার প্রাপ্য। শাহযাদা শাহ মুরাদের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মৌলানা কাসিম আরসলান সময়পঞ্জী রচনা করেন, যাহার প্রথম পংক্তি হইতে খ্যাতনামা শাহযাদা সুলতান সলিমের জন্ম তারিখ (আল্লাহ যেন তাহার সকল কামনা পূর্ণ করেন) পাওয়া যায়।

দ্বিপদি কবিতা ঃ

সূর্য যখন মেষ রাশিতে প্রবেশ করিল
তখন মর্যাদার আলোকসম্পাত পৃথিবীতে পতিত হইল ;
পৃথিবীর গতি এক নুতন ও সতেজ পথ ধরিল
নব বর্ষের ঋতু পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিল।

মহান খলিফা-ই-ইলাহী আনন্দ উপভোগ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া ভূতপূর্ব সুলতানগণের প্রাসাদসমূহ দর্শনের ইচ্ছা করিলেন আর বিস্ময়কর ইমারতসমূহ প্রশংসার চক্ষুতে অবলোকন করিয়া তিনি মহান জিন্নাত আশিয়ানীর কবর (আল্লাহ যেন তাহার কবর সমুজ্জ্বল করেন) জিয়ারত করিতে গমন করেন। ঐ স্থান হইতে তিনি তাহার সংকল্পের রাশ খিলাফতের চক্রের কেন্দ্রের দিকে ফিরান এবং যমুনা নদী অতিক্রম করিয়া তিনি পর্যায়ক্রমে পথ চলিয়া, পথিমধ্যে শিকার করিতে করিতে রাজধানী আগ্রাতে আসিয়া পৌঁছেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহীর সৌভাগ্যের ফলে আল্লাহর যে সব মহান উপহার তিনি লাভ করেন তন্মধ্যে এই ঘটনা ঘটে যে এই বৎসরের শুরুতে বৃহস্পতিবার দিন··· ইহার পর হইতে উপরে অনূদিত অংশের অনুরূপ। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে এই অংশটি নাই, তবে অনুরূপ অংশ বদাওনী এবং আকবরনামাতে আছে।

১. আকবরনামা অনুযায়ী আঃ হিঃ ৯৭৭ সনের ১২ই জমাদিউল আখির (২১শে নভেম্বর ১৫৬৯ খ্রীঃ) রবিবার দিন শাহযাদা সলিম এবং শাহযাদা মুরাদের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ে সম্রাটের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর তাহার নাম রাখা হয় খানম।

www.alimaanfoundation.com

দ্বিপদী কবিতা

সুলতান সলিমের ন্যায় বিশুদ্ধ আলোর দীপ্তি হইতে, আসিল
ন্যায়পরায়ণ বাদশা আকবরের পুত্র শাহ মুরাদের পতাকা।

বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের আজমীরে গমনের বিবরণ

সম্রাট যেখানেই থাকুন না কেন তিনি প্রতি বৎসর একবার আজমীরে আল্লাহর অনুসন্ধানকারী মুইনুল হক ওয়াদিউদ্দীন হাসান সঞ্জরী (তাহার কবর যেন পবিত্র হয়) কবর প্রদক্ষিণ করিবার জন্য গমন করিতেন, এই শুভবর্ষেও তিনি সুখের রেকাবে তাহার রাজকীয় পদ স্থাপন করিলেন এবং আজমীর গমনের জন্য আঃ হিজরা ৯৭৮ সনের ২০ই রবিউল আউয়াল তারিখে মহান উপহারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে রওয়ানা হইলেন। তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমূহের ব্যবস্থা করিবার জন্য বার দিন ফতেপুরে অপেক্ষা করিলেন; আর তৎপর পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া তিনি আজমীরে পৌঁছিলেন এবং ইহাকে বেহেশতের উদ্যানসমূহের ঈর্ষার বস্তু করিয়া তুলিলেন। তিনি সার্বজনীন দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া ঐ মনোরম উদ্যানের অধিবাসীগণকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করিলেন। ইহা ছাড়া তিনি জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করিবার জন্য, যাহা ঐ পবিত্র বংশোদ্ভব বাদশাহের ধর্মেরই অঙ্গ নির্দেশ দিলেন যে আজমীরের চতুর্দিকে শক্তিশালী রক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করিতে হইবে। তাহার নিজের বাসস্থানের জন্য একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করা হইল। সম্রাটের দরবারের আমীর এবং খানগণ প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিল। সম্রাট আমীরগণের মধ্যে আজমীরের সন্নিকটের গ্রাম ও পল্লীগুলি বিলি করিয়া দিলেন, যাহাতে তাহারা ইহাদের আয়সমূহ তাহাদের গৃহাদি নির্মাণের কাজে ব্যয় করিতে পারেন। তৎপর উপরোক্ত বৎসরের ৪ঠা জমাদিউল আখির তারিখের শুক্রবার দিন তিনি সুস্থ অবস্থায় এবং নিরাপদে আজমীর ত্যাগ করিলেন আর এই একই মাসের ১৬ তারিখে মহা ও মহান সেনাবাহিনীর শিবির নাগোর শহরের সম্মুখে স্থাপিত হইল।

তিনি সৈন্যদের সকলকে নির্দেশ দিলেন যে তাহারা যেন শহরের সম্মুখে অবস্থিত একটি বড় জলাশয় নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া নিয়া খনন করিয়া ফেলে এবং তাহা পানিতে পূর্ণ করিয়া দেয়। আর তিনি স্বয়ং তাহার সৌভাগ্যকে সঙ্গী করিয়া ইহার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করেন আর ইহার নাম দেন শুকর তালাও[১] বা শোকরিয়া আদায়ের

১. আবুল ফযল বলেন যে শহরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আকবরের নিকট নিবেদন করেন যে এই শহরটির মঙ্গল নির্ভর করে এই পুকুরটি এবং আরও দুইটি পুকুরের উপর। তিনি আরও বলেন যে এই বিশেষ পুকুরটির নাম ছিল কুকুর তালাও এবং ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ একটি গল্প বলেন।

www.alimaanfoundation.com

পুকুর। আর এই দিনগুলির মধ্যে নাগোরের বিপরীত দিকে যখন আকাশের ন্যায় দীপ্তিমান তাঁবুগুলি স্থাপন করা হয় তখন রাজা মাল দেও-এর পুত্র চন্দর সেন আগমন করিলেন আর সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করিলেন এবং উপযুক্ত উপহার প্রদান করিলেন। অনুরূপভাবে বিকানীরের রাজা, রাজা কল্যাণমল এবং তাহার পুত্র রায় সিং লঘু সপ্তর্ষির ন্যায় দীপ্তিমান দরবারে তাহাদের দাসত্বের মুখ স্থাপন করিলেন; এবং তাহাদের আনুগত্য উপহার দিলেন। যেহেতু পিতা পুত্রের অবস্থার পাতায় আন্তরিক আনুগত্যের ছাপ সুস্পষ্ট ও প্রকট হইয়া উঠিল, তাই কল্যাণ মলের কন্যা[১] সম্রাটের হারেমে প্রবেশ করেন। নাগোরের দীন দরিদ্রগণের অবস্থার প্রতি ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতার সূর্য প্রায় পঞ্চাশ দিন সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। ঐ স্থান হইতে পওম নামে খ্যাত, অযোধ্যান শহরে সমাহিত শেখ ফরিদুদ্দীন মাসুদ শকর গঞ্জের কবর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে রাজকীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। রায় কল্যাণ মল তাহার বিরাট শরীর এবং মোটা ভূরুর জন্য অশ্বে আরোহণ করিতে পারিতেন না বলিয়া তাহাকে বিকানীরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু তাহার পুত্র রায় সিংহকে বিজয়ী রেকাবকে অনুসরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়; আর তিনি তাহার পুনঃ পুনঃ খেদমতের জন্য উচ্চ পদে উন্নীত হন এবং তাহার জীবনের কতিপয় ঘটনা যথাস্থানে বর্ণনা করা হইবে।

যেহেতু ঐ মরুভূমির দেশে বহু গুরখার[২] (বন্য গর্দভ) ছিল, আর সম্রাট কখনও এইগুলি শিকার করেন নাই, তিনি ইহা করিতে ইচ্ছা করিলেন। পথিমধ্যে একদিন প্রায় দুপুরের দিকে, অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকগণ সংবাদ আনিল যে তাহারা বিজয়ী শিবিরের সন্নিকটেই বন্য গর্দভের একটি দল দেখিয়া আসিয়াছে। সম্রাট তৎক্ষণাৎ একটি দ্রুত-গামী অশ্বে আরোহণ করিলেন, যাহা ভোরের বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী ছিল, এবং চার বা পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া দলটির নিকটে আসিলেন। অতঃপর তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে সকল লোক যেন তথায় অপেক্ষা করে; আর তিনি স্বয়ং চারি বা পাঁচ জন বালুজ[৩] যাহারা মরুভূমির সহিত অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল, সহ তাহার বন্দুক হাতে লইয়া পালটির দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রথম গুলিতেই তিনি একটি বন্য গাধাকে আঘাত করিলেন; আর পালের বাকীগুলি বন্দুকের আওয়াজে ভীত হইয়া পড়িল এবং দ্রুত ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

---

১. বদাওনীও বলেন যে রায় কল্যাণ মলের কন্যাই সম্রাটের হারেমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু আকবরনামার মতে তিনি ছিলেন রায় কল্যাণ মলের ভ্রাতুষ্পুত্রী, তাহার ভ্রাতা কহানের কন্যা।

২. বদাওনী এই বন্য গর্দভ শিকারের কোন উল্লেখ করেন নাই।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে শব্দটি দেওয়া আছে বালুজ; একটি পাণ্ডুলিপিতে বালুজ শব্দটির পর পথ প্রদর্শক শব্দটি ও লিখিত আছে, কিন্তু অন্যান্যগুলিতে এই শব্দটি নাই।

www.alimaanfoundation.com

সম্রাট কিন্তু নিঃশব্দে পুনরায় দলটির নিকটে গেলেন এবং আরও একটি জন্তুকে আঘাত করিলেন। এইরূপে তিনি তাহার সৌভাগ্যশালী হস্তে ত্রয়োদশটি[১] বন্য গর্দভকে গুলি করিয়া বধ করিলেন। ঐ দিন তিনি শিকারের উদ্দীপনায় প্রায় ষোল ক্রোশ পদব্রজে অতিক্রম করিলেন। শিকার ক্ষেত্র হইতে তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে ত্রয়োদশটি বন্য গাধাকেও গাড়ীতে বোঝাই করিয়া শিবিরে আনয়ন করিতে হইবে। সম্রাটের মঞ্চের সম্মুখে এই জন্তুদের গোশত আমীরগণ ও অন্যান্য অনুচরদের মধ্যে বিলি করা হইল।

ঐ স্থান হইতে সম্রাট পর্যায়ক্রমে পথ চলিয়া অযোধান গমন করিলেন এবং যখন সৌভাগ্যশালী সৈন্যবাহিনী শহরের বিপরীত দিকে শিবির সংস্থাপন করিল, সম্রাট আন্তরিক বিশ্বাস এবং বিশুদ্ধ সদিচ্ছা লইয়া কবরে গমন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধুলা মাখা শরীরে তথায় অবতরণ করিলেন (অর্থাৎ ঐ স্থানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে, কোনরূপ বিশ্রামের জন্য কালক্ষেপন না করিয়া) জিয়ারত এবং প্রদক্ষিণের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিলেন এবং কবরের ভৃত্য ও পরিচারকগণের দারিদ্রতা দূর করিলেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে[২] যে রাজকীয় মঞ্চটি এমন এক স্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল, যাহা ইহার সম্মুখের ঘাসে ঢাকা মাঠ এবং তাহার ফুলরাজির সৌন্দর্যের জন্য সর্বোচ্চ বেহেশতেরও ঈর্ষার বস্তু ছিল। ঐ ফুল শোভিত সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ভূমির সৌন্দর্যের জন্য এক মহান নির্দেশ জারি করা হয়। যে কেহই জুতা পায়ে দিয়া এই তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে পা ফেলিতে পারিবে না। একদিন করমদী নামক একজন রাজপুত যিনি সম্রাটের নিকট সান্নিধ্য লাভ করিয়া খ্যাতনামা হইয়াছিলেন, খালি পায়ে ইহার উপর দিয়া হাঁটিয়াছিলেন এবং তাহার পা একটি কাঁটায় কাটিয়া যায় আর ইহার যন্ত্রণায় তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন; এবং দুই দিন পর এই আঘাতের ফলে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার ফলে সম্রাট হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পান এবং তিনি নির্দেশ দেন যেন ইহার পর আর কেহ খালি পায়ে ইহার উপর দিয়া চলাফেরা না করে।

ইহার কিছুদিন পর সম্রাট তাহার সংকল্পের রশি লাহোর অভিমুখে চালিত করেন; আর ভ্রমণের সময়ে যখন পবিত্র পতাকা দিবালপুরে পৌঁছে, তখন মির্যা

---

১. ইলিয়টের অনুবাদে শিকারের সংখ্যা ষোলটি দেওয়া হইয়াছে আর অতিক্রম করা বলা হইয়াছে সতেরো ক্রোশ। আকবরনামাতে এই শিকারের বিবরণে শিকারের সংখ্যা এই পুস্তকের ন্যায় তেরটি দেওয়া আছে। তাছাড়া আবুল ফযল বলেন যে সম্রাট তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু কোথায়ও পানির চিহ্ন দেখা গেল না। * * * আর তৃষ্ণার ফলে তাহার দুর্বলতা এত অধিক বৃদ্ধি পাইল যে তিনি বাক শক্তি হারাইয়া ফেলেন। এই সময়ে তিনি অতিন্দ্রিয় পথ প্রদর্শকগণ বিশেষ পানি বাহকগণকে মরুভূমি দিয়া পথ দেখাইয়া নিয়া আসিলেন।

২. আকবরনামা বা বদাওনীতে এই ঘটনাটির কোন উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

আজীজ কোকলতাশ, যিনি আযম খান উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং মির্যা কোক নামে পরিচিত ছিলেন এবং যিনি ঐ পরগণার জায়গীরদার ছিলেন, তিনি সম্রাটকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলেন যে রাজকীয় সৌভাগ্যশালী দল পথ চলার শ্রম হইতে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া যাওয়া উচিত। মহান খলিফা-ই-ইলাহী অনুগ্রহপূর্বক এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং তাহার উপস্থিতি দ্বারা তাহার গৃহকে মর্যাদা দান করিলেন। তিনি আনন্দোৎসবে কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন। আপ্যায়নের শেষ দিনে (মির্যা আজীজ কোকলতাশ)[১] আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উপযুক্তরূপ উপহার প্রদান করেন যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্যের জিনসহ আরবী ও ইরাকী অশ্ব এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের শিকল ও ভেলভেট এবং স্বর্ণের ব্রোকেডের ঝুল (হাতীর পিঠের জন্য এবং দুই পাশে ঝুলিয়া থাকিবার মত কারুকার্য করা কাপড়) এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের আংটা সহ পর্বত-প্রমাণ হস্তী এবং মণি এবং মুক্তা এবং চুনি এবং পান্না এবং চেয়ার এবং খাট এবং স্বর্ণের টুল এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের নানা প্রকার পাত্র ফিরাঙ্গ (ইউরোপ -এর এবং রোমের (কনস্টান্টিনোপাল) এবং খিতার চীনের) এবং ইয়েযদের কাপড় এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম ও চমৎকার জিনিসপত্র এবং খাদ্যের এমন সব পাত্র যাহা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারে না। এইগুলি মহান সম্রাটকে দেখাইয়া দেওয়া হইল; এবং মহান শাহযাদাগণের জন্য এবং সম্রাটের হারেমের মহিলাদের জন্য মূল্যবান উপহার দেওয়া হইল। ইহার পরে রাষ্ট্রের সব 'খুঁটিসমূহ' এবং খলিফার সব পরিচারকগণ এবং সকল পদসম্পন্ন লোক এবং সকল পণ্ডিত লোক যাহারা সম্রাটের সঙ্গী হইয়াছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে অপরাজেয় বাহিনী সকলেই তাহার দয়াশীলতার অংশ গ্রহণ ও উপভোগ করিল। শেখ মুহম্মদ ঘযনভী নিম্নের পদ্যাংশে এই ভোজের তারিখটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন ঃ

পদ্যাংশ

সম্রাট ও শাহযাদা সম্মানীয় অতিথি ছিলেন
প্রকৃত পক্ষে অতি অল্প লোকেই কখন ও এরূপ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিয়াছে।

---

১. বদাওনী শুধু বলেন, "আর উপযুক্ত উপহার ও ভেট প্রদান করিয়া।" আকবরনামাতেও এই আপ্যায়নের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। তারিখ সম্বন্ধীয় পদ্যাংশটি নিযামুদ্দীনের মতে শেখ মুহম্মদ ঘযনভীর রচনা, কিন্তু আবুল ফযলের মতে তাহা মুযাফ্ফর হুসেনের রচনা। বদাওনী এই পদ্যাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কাহার রচনা বলেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

ষোড়শ ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরের আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৭৮ সনের ১৩ই শওয়াল রবিবার দিন।[১] এই বৎসরের গোড়ার দিকে, সম্রাট দিবালপুর হইতে লাহোর গমন করিলেন। লাহোরের গভর্ণর হুসেন কুলি খান দ্রুত আগমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ভূমি চুম্বন করিবার সম্মান লাভ করিলেন। সম্রাট মালিকপুরের সন্নিকটে সৌভাগ্যশালী শিবির ত্যাগ করিলেন এবং অল্প সংখ্যক অনুচরসহ লাহোর গমন করিলেন; এবং তিনি ঐ দিন ও রাত্রি হুসেন কুলি খানের গৃহে আনন্দ উপভোগে এবং ভোগ বিলাসে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন খান তাহার আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ উপহার প্রদান করিলেন। অতঃপর সম্রাট শিবিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং আকাশের ন্যায় মহান শিবির যে কয়েকদিন লাহোরের উপকণ্ঠে অবস্থান করিয়াছিল, সেই কয়দিন তিনি তাহার মূল্যবান সময় শিকার করিয়া অতিবাহিত করেন।

ঐ স্থান হইতে তিনি হিসার ফিরোযা হইয়া খাজা মইনুদ্দীন চিশতীর প্রখ্যাত দরগাহ জিয়ারত করিতে গমন করেন। যেহেতু মীর খলিফার পুত্র মুহিব আলী খানের স্ত্রী (মনকুহা) নাহিদ বেগমের মাতা ছিলেন, থাট্টার শাসনকর্তা ইসা খান তারখানের স্ত্রী এবং যেহেতু ইসা খান তারখান ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, নাহিদ বেগম মহান খলিফা-ই-ইলাহীর অনুমতিক্রমে এই সময়ের এক বৎসর পূর্বে তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য এবং ইসা খানের কন্যাকে সম্রাটের খেদমতের জন্য আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু মির্যা ইসার পুত্র এবং বর্তমানে তাহার স্থলাভিষিক্ত মুহম্মদ বাকি তারখানের সহিত তিনি একমত হইতে পারিলেন না, তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত হন এবং পৃথিবীর আশ্রয়স্থল দরবারে আগমন করেন। তিনি মুহম্মদ বাকি তারখানের অত্যাচার এবং বল প্রয়োগের সত্য ঘটনা এবং সম্রাটের ভৃত্যদের[২] প্রতি তাহার অসৌজন্য প্রকাশের ব্যাপারসমূহ নিবেদন করেন; এবং বলেন যে যদি তাহার স্বামী মুহিব আলী খান কিছু অনুগ্রহ লাভ করেন এবং থাট্টা প্রেরিত হন তবে ঐ স্থানটি সহজেই অধিকার করা যাইতে পারে। থাট্টা হইতে আগমনের সময় নাহিদ বেগম বকরে সম্রাটের কর্মচারী এবং মির্যা শাহ হুসেন আরঘুনের পালিত ভ্রাতা, এবং তাহার

---

১. ইলিয়টের পঞ্চখণ্ডের অনুবাদে আছে রবিবার, ১৭ শাওয়াল আর আকবরনামাতে আছে রবিবার ১৪ই শাওয়াল। উভয় স্থানেই ইংরাজী তারিখ দেওয়া আছে ১৩ই মার্চ ১৫৭১ খ্রীঃ।

২. আকবরনামাতে দেখা যায় যে নাহিদ বেগম কতিপয় "ঐ দেশের দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যোগ দিয়া মুহম্মদ বাকিকে বন্দী করিতে চেষ্টা করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ইহা টের পাইয়া যান এবং এই ষড়যন্ত্র নির্মূল করিতে সচেষ্ট হন। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার করেন এবং তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করেন এবং নাহিদ বেগমের মাতা হাজী বেগমকে আমরণ বন্দী করিয়া রাখেন। নাহিদ বেগম সাহসিকতা প্রদর্শন ও কৌশল প্রয়োগ দ্বারা পলায়ন করিতে সক্ষম হন।

www.alimaanfoundation.com

ইন্তেকালের পরে বকরের শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ বকরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুলতান মাহমুদ এক সাধারণ আমন্ত্রণ ঘোষণা করেন এবং বলেন যে "যদি মুহিব আলী খান থাট্টা জয় করিতে আগমন করেন "তবে তাহার আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না আমি নিজে তাহার সঙ্গে যাইব এবং ব্যাপারটা সাফল্যজনকভাবে শেষ করিব।" এই কারণে নাহিদ বেগম সিন্ধু গমনের জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মহান খলিফা-ই ইলাহী মুহিব আলী খানকে একটি পতাকা ও একটি ঢাক দান করেন ; মুহিব আলী খান বহু দিন পূর্বেই সৈন্যের পেশা ত্যাগ করিয়াছিলেন ; সম্রাট তাহাকে একটি জায়গীর অথবা মুলতান সরকারে পঞ্চাশ লক্ষ তংকার ভাতা মঞ্জুর করেন। তিনি তাহার কন্যার পুত্র, সাহসী এবং উন্নতমনা তরুণ মুজাহিদকে তাহার সঙ্গে দেন ; আর তিনি এক ফরমান জারি করিয়া মুলতানের গভর্ণর সইদ খানকে নির্দেশ দেন যেন তিনি মুহিব আলী খানকে সাহায্য করেন। মহান পতাকাসমূহ যখন লাহোর ত্যাগ করিয়া ফতেপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে তিনি মুহিব আলী খানকে এই অভিযান আরম্ভ করিবার অনুমতি দান করেন। মুহিব আলী খান মুলতানে তাহার জায়গীরে আগমন করিলেন এবং লোক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় চারি শত অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে যোগ দিল। সুলতান মাহমুদ বকরীর অঙ্গীকারের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তিনি সিন্ধুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আর তাহার নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। সুলতান মাহমুদ সম্রাটের বাহিনীকে তাহার রাজ্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে অনুমতি না দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ মনে করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে নাহিদ বেগম যখন তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি তাহার সহিত যে সব কথা বলিয়াছেন এবং তিনি তাহার নিকট যে সব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া বলা হইতেছে তাহা অলীক কল্পনা মাত্র এবং তিনি এক সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে তিনি তাহার রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইবার অনুমতি দিবেন না ; কিন্তু তিনি যদি জয়সলমীর হইয়া থাট্টায় গমন করেন তবে তিনি তাহার সৈন্য প্রেরণ করিবেন এবং সর্বপ্রকারে তাহাকে সাহায্য দান করিবেন। মুহিব আলী খান এবং তাহার দৌহিত্র মুজাহিদ আল্লাহতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া বকরে অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুলতান মাহমুদ তাহাদের গমনে বাধা দান করিবার জন্য তাহার সমস্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহার সৈন্যগণ এক যুদ্ধ করিল, কিন্তু পরাজিত হইল এবং মাটিলার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল।[১] মুজাহিদ এবং মুহিব আলী

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন মাটিলা, মাহিলা, বদাওনীতে আছে

www.alimaanfoundation.com

খান প্রায় ছয় মাস কাল দুর্গটি অবরোধ করিয়া রাখিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত ইহা আপোষ মীমাংসা দ্বারা অধিকার করিয়া লইলেন।

এই সময়ে সুলতান মাহমুদের মুবারক খান নামীয় একজন ক্রীতদাস যিনি তাহার ভকিল (প্রতিনিধি বা মন্ত্রী) ছিলেন, তিনি তাহার সহিত কোন এক অভিযোগের ফলে বিরক্ত হন এবং মুহিব আলী খানের নিকট আগমন করেন। শেষোক্ত জন অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছেন মনে করিয়া বকর দুর্গ অবরোধ করেন। সুলতান মাহমুদ তাহার সমস্ত বাহিনী যাহাতে ছিল প্রায় দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং চারি সহস্র পদাতিক তীরন্দাজ এবং বন্দুকচীকে যুদ্ধ করিতে দুর্গের বাহিরে প্রেরণ করিলেন। তাহারা যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইল এবং পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিল। তিন বৎসর কাল ধরিয়া তিনি কখনও প্রতিদিন আবার কখনও কখনও প্রতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তাহার নৌকা ও ঘরাবসমূহকে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত করিয়া প্রেরণ করিতেন। দুই বা তিন বার তিনি তাহার সমস্ত বাহিনীকে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সকলকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন, সম্মুখ সমরে প্রতিবারই মুহিব আলী খান এবং মুজাহিদ বিজয়ী হয়। যেহেতু সুলতান মাহমুদ প্রচুর লোককে দুর্গের অভ্যন্তরে আনয়ন করিয়াছিলেন, ফলে ইহার ঘন জনবসতির ফলে রোগ ও মহামারী দেখা দেয়; আর প্রতিদিন পাঁচ শত বা এক সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। অবশেষে আঃ হিজরা ৯৮৩ সনে সুলতান মাহমুদও ইন্তেকাল করিলেন, আর বকর দুর্গটি দৈনিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের কর্মচারীগণের হস্তগত হইল। ইহার বিশদ বিবরণ অচিরেই দেওয়া হইবে।

সংক্ষেপে, যখন মহান খলিফা-ই-ইলাহী পাঞ্জাব পরিভ্রমণ করিয়া সুখের আবাসস্থল ফতেপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন মুনিম খান খান খানান ইসকান্দর খান উযবেকের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা লইতে জৌনপুর হইতে আগমন করিলেন; আর শেষোক্ত ব্যক্তিকে তাহার সঙ্গে আনয়ন করিলেন; এবং বশ্যতা স্বীকার করিবার অনুমতি লাভের সম্মান লাভ করিলেন; ইসকন্দর খানের অপরাধসমূহ ক্ষমা করা হইল এবং সরকার লক্ষ্ণৌ তাহাকে জায়গীররূপে প্রদান করা হইল, খান খানানকে অতি দ্রুত বাংলার সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হইল, ইসকান্দর খানকেও হৃত গৌরব লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশবশতঃ খান খানানের সঙ্গে তাহার জায়গীরে গমনের অনুমতি দেওয়া হয়।[১] সম্রাট তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া

মানিলা। আকবরনামাতে আছে মাটিলা; আর এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে "মুলতান সরকারে অবস্থিত।

১. বদাওনীর মতে ইসকান্দারকে, খান খানানকে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি জৌনপুরে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্ণৌ আগমন করিবার কিছুকাল পর

www.alimaanfoundation.com

মনিমুক্তা খচিত তরবারির বেল্ট, একটি সম্মানীয় পোশাক[১] এবং একটি সোনার জিনসহ একটি অশ্ব উপহার দান করেন। ইসকান্দর খান যখন লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে আগমন করেন তাহার কিছু দিন পরেই তিনি রোগশয্যায় শায়িত হন এবং আঃ হিজরা ৯৭৯ সনের ১০ই জমাদিউল আউয়াল এই গৌরবের পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যান।

সপ্তদশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি শুরু হয় আঃ হিজরা ৯৭৯ সনের ২৫শে শাওয়াল মঙ্গলবার।[২]

গুজরাট দেশটি অভিযান করিবার বিবরণ

যেহেতু গুজরাট দেশটির প্রশংসা প্রতিনিয়তই বেহেশতের ন্যায় সুনির্দিষ্ট দরবারে উল্লেখিত হইত এবং যেহেতু বহুবার ঐ দেশের শাসনকর্তাদের[৩] অত্যাচার এবং বিভিন্ন উপজাতির শাসনভার যাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল সে সব লোকদের উশৃঙ্খলতা দেশটিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং জনসাধারণকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল ; আর যেহেতু এই সব ব্যাপার সর্বদিক হইতে সম্রাটের গোচরে আনয়ন করা হইতেছিল ; আর যেহেতু এই সময়ে দরবেশ মনা সম্রাট বিভিন্ন বিদ্রোহীদের দমন করিবার ফলে এবং খ্যাতনামা দুর্গসমূহ অধিকার করিবার জন্য সর্বপ্রকার উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়া ছিলেন ফলে তিনি গুজরাট বিজয়ের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন ; সমস্ত পৃথিবী মান্য করিবার মত এক ফরমান জারি করিয়া সৈন্য সন্নিবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়। আঃ হিজরা ৯৮০ সনের সফর মাসের ১০ তারিখে অর্থাৎ সপ্তদশ[৪] ইলাহী বৎসরে (সম্রাট) তাহার সমারোহের পদ সৌভাগ্যের রেকাবে স্থাপন করেন এবং আজমীর অভিমুখে গমন করেন, পথি মধ্যে

আঃ হিঃ ৯৮০ সনের ১০ই জমাদিউল আউয়াল এই জীবন ত্যাগ করেন। আকবরনামা ইসকান্দর খানের ইন্তেকালের তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই।

১. যে শব্দটি এই স্থানে সম্মানীয় পোশাকরূপে অনুবাদ করা হইয়াছে, সচরাচর তাহা ব্যবহৃত হয় না। বাহার-ই-আজম ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন এইরূপ "তুর্কানের রাজাদের এক বিশেষ অঙ্গাবরণ। এই শব্দটি যে কেন এই স্থানে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা সঠিক বুঝা যায় না।

২. আকবরনামা অনুযায়ী এই বৎসরটি শুরু হয় আঃ হিঃ ৯৭৯ সনের ২৩শে শাওয়াল শনিবার দিন ; ১১ই মার্চ ১৫৭২ খ্রীঃ।

৩. এলফিনস্টোন তাহার ইতিহাসে বলেন যে, "ইতিমাদ খান আকবরকে গুজরাটের বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য অনুরোধ করেন।" ইহা ঘটে ১৫৭২ সনে। আকবরনামাতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। নিযামুদ্দীন এবং বদাওনী এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই।

৪. ইলিয়টের অনুবাদে (পঞ্চম খণ্ড) সপ্তদশের স্থলে অষ্টাদশ আছে।

www.alimaanfoundation.com

শিকার করিতে করিতে যান। ঐ বৎসরের ১৫ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার তিনি শরীরে পথের ধুলা লইয়াই দ্রুত আলোকের দীপ্তি যে স্থানে পতিত হয় সেই পবিত্র খাজা মইনুদ্দীনের কবরে গমন করেন ; এবং তাহা জিয়ারতের অনুষ্ঠান পালন করেন, তিনি শেখগণকে এবং ঐ পবিত্র স্থানের খেদমতগার ও পরিচারকগণকে প্রচুর উপহার দান করিয়া খুশী করেন। পর দিন তিনি সৈয়দ হুসেন খাঙ্গ সওয়ারের, (তাহার কবর যেন পবিত্র হয়), কবর জিয়ারতের জন্য গমন করেন। তিনি ছিলেন ইমাম জয়নুল আবেদীনের মহান পবিত্র (আল্লাহ্ যেন তাহার উপর করুণা বর্ষণ করেন) বংশধর।[১] এই কবরটি আজমীরের পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত।

পরদিন তিনি মীর মুহম্মদ খান আতকাকে যিনি খান কলান নামে খ্যাত ছিলেন, দশ সহস্র সাহসী অশ্বারোহী সহ অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনীরূপে প্রেরণ করেন ঃ আর রবিউল সানি মাসের ২২ তারিখে পবিত্র পতাকাসমূহ ও গতিশীল হয়।

দ্বিপদী কবিতা

বিশ্ব বিজয়ী বাহিনী অগ্রসর হইল
আকাশ আর মাটি তাহার ধুলায় একাকার হয়ে যায়।

সেনাবাহিনী যখন নাগোর হইতে দুই পর্যায় পথ দূরে ছিল সংবাদবাহদগণ মহান ও পবিত্র কর্ণে সুসংবাদ আনয়ন করে যে আঃ হিজরার ৯৮০ সনের যাহা সপ্তদশ ইলাহী বৎসর, জমাদিউল আউয়াল মাসের ২রা তারিখে মীন রাশির উদ্ভবের দুই ঘরে চারি পলের[২] সময় মহান এবং পবিত্র আল্লাহ্ সাম্রাজ্যের সাগর হইতে একটি মুক্তা এবং সার্বভৌমত্বের আধার হইতে একটি মনি দান করেন আর সাম্রাজ্যের পুষ্প-মাল্যে এবং খলিফার বংশ আর একটি মনির সংযোগ করিয়াছেন। সম্রাট এই সুসংবাদ শুনিয়া আল্লাহর নিকট শোকরিয়া আদায়ের কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। তিনি কয়েক-দিন আনন্দ উৎসবে অতিবাহিত করিলেন এবং সাধারণ লোককে তাহার দয়াশীলতার আধার হইতে অংশ গ্রহণ করিবার অনুমতি দান করিয়া সুখী করিলেন। যেহেতু এই শুভ জন্মলাভ হয় ঐ সময়ের একজন খ্যাতনামা শেখ এবং তাহার পবিত্রতার জন্য

১. আবুল ফযল সৈয়দ হুসেন খান সওয়ারের এই বংশ পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "অনুসন্ধান করিবার ফলে দেখা যায় যে তিনি "শিহাবুদ্দীন ঘোরির একজন ভৃত্য ছিলেন আর তিনি যখন ভারত বিজয় করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তখন তিনি তাহাকে আজমীরের শিকদার নিযুক্ত করেন। তথায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. আকবরনামাতে আছে "রাত্রির ৪১ পলের পরে।" এক পল ঘরির ষাট অংশের সমান। ২½ পল এক মিনিটের সমান।

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

সুবিখ্যাত শেখ দানিয়ালের[১] গৃহে সম্পন্ন হয়। শুভজন্মের এবং সৌভাগ্যশালী এই শাহযাদার নাম রাখা হয় শাহযাদা দানিয়াল। সম্রাটের সমুদ্রের ন্যায় উদার হৃদয় উৎসবের আনন্দ ও উদ্দীপনা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার পর যাত্রার জন্য পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ৯ই জুমাদিউল আউয়াল সৌভাগ্যবান বাহিনী নাগোরের বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করে। সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করিবার জন্য তথায় চৌদ্দ দিন অপেক্ষা করা হয়।

অতঃপর সেনাবাহিনী যাত্রা করিল এবং মিথার সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইল। এই স্থানে সংবাদ আসে যে মীর মুহম্মদ খান যখন সিরোহীর উপকণ্ঠে উপনীত হন, রাজা আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন এবং তাহার কতিপয় রাজপুতকে দূতরূপে মীর মুহম্মদ খানের নিকট প্রেরণ করেন। তাহারা যখন খানের নিকট আগমন করিলেন এবং তাহার নিকট তাহাদের নিবেদন পেশ করিলেন, তখন তাহারা উপযুক্ত জবাব লাভ করিলেন। খান তাহাদিগকে সম্মানীয় অঙ্গাবরণ উপহার দিলেন এবং ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী নিজ হস্তে তাহাদিগকে পান দিলেন। এই উদ্ধত লোকদের একজন তখন একটি জমদর[২] (এক প্রকার অস্ত্র) দ্বারা তাহার বুকে এমন ভাবে আঘাত করে যে ইহার ফলা তাহার কাঁধের নীচ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এই সময় মীরের একজন ভৃত্য বাহাদুর খান নামক এক তরুণ, যিনি তাহার পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং যিনি বর্তমানে আমীর তালিমার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন দৌড়াইয়া অগ্রসর হন এবং ঐ রাজপুতটিকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেন। মুহম্মদ সাদিক খান, খানের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন[৩] তিনি লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তাহার ছোরা দ্বারা ঐ দুরাত্মাকে হত্যা করিলেন। এই সংবাদ যখন মহান বিশ্ববিজয়ী খাকানের নিকট আনয়ন করা হয় তখন তিনি ঐ একই দিনে মীর বকশী লশকর খানকে মীর মুহম্মদ খানের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং পরদিন তাহার যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সাদিক মুহম্মদ খান ও অন্যান্য আমীরগণ শৈল্য চিকিৎসকের জন্য প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষত স্থানটি সেলাই করাইয়া দিলেন; আর কেবল মাত্র সম্রাটের সৌভাগ্যের ফলে পনের দিনের মধ্যেই এই বিপদজ্জনক ক্ষত শুকাইয়া যায়। যাহার ফলে খান তাহার অশ্বে আরোহণ করিতে সক্ষম হন, আর তাহার কোমরে তূনের বেষ্টনী ঝুলিতে থাকে।

---

১. খাযিনা-ই-আউলিয়াতে উনি শেখ দানিয়াল চিশতী নামে উল্লিখিত আছেন। ৬নি আঃ হিঃ ৯৯৪ সনে, ১১১ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

২. শব্দটি জমদহর বা মৃত্যু বাহক, ঝুড়ির মত হাতলওয়ালা এক প্রকার বড় ছোরা।

৩. এই স্থানটির পাণ্ডুলিপিতে যে রূপ দেওয়া আছে তাহা এই "যিনি খানের মাথার পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন।"

www.alimaanfoundation.com

মহান খলিফা-ই ইলাহী অতঃপর পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করেন এবং ২০ই জমাদি-উস-সানি অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীর সহিত মিলিত হন। তিনি যখন সিরোহী উপস্থিত হন, তখন একটি মন্দিরে আশি জন রাজপুত এবং সিরোহীর রাজার প্রাসাদে সত্তর জন রাজপুত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।[১] সম্রাটের এক নির্দেশে তাহাদের সকলকেই এক মিনিটে হত্যা করা হয়। তাতার খানের পুত্র দোস্ত মুহম্মদ রাজার প্রাসাদে শহীদ হন। এই স্থানে বিশ্ববন্দিত বুদ্ধিমত্তা স্থির করেন যে দরবারের একজন কর্মচারীকে যোধপুরে প্রেরণ করিতে হইবে যাহাতে তিনি সীমান্ত সুরক্ষিত করিতে পারেন এবং গুজরাটের পথ নিরাপদ রাখিতে পারেন, যাহাতে কাহাকেও রানা কিকার[২] হস্তে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয়। এই কার্যে মৃত্যুবরণ করিবার দায়িত্ব রায় সিংহ বিকানিরীর উপর পতিত হয় এবং দরবারের বড় একদল সৈন্য তাহার সঙ্গে গমন করে; আর ঐ সুবার আমীর ও জায়গীরদারগণের নিকট ফরমান জারি করিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যেন যখনই রায় সিংহ কোন কর্তব্য সম্পাদনে লিপ্ত হয়, তাহারা সকলেই যেন তাহার নির্দেশ পালন করেন এবং তাহাকে সাহায্য করেন।

পথযাত্রার এই পর্যায়ে শাহ তাহমাসপের পুত্র সুলতান মুহম্মদের দরবার হইতে একজন তুর্কমানসহ ইয়ার আলী তুর্কমান আগমন করেন;[৩] সুলতান মুহম্মদ এই সময় খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন; ইয়ার আলী আনুগত্য প্রকাশ করিতে আসেন এবং কুর্নিশ করিবার সম্মান লাভ করিবার অনুমতি লাভ করেন। আর আরব ও ইরাকী অশ্ব এবং অন্যান্য যেসব উপহার তিনি আনয়ন করিয়াছিলেন সেইগুলি সম্রাটের সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন।

---

১. এই পংক্তিটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। বদাওনী বলেন যে এই "১০০ জন রাজপুত তাহাদের বংশানুক্রমিক রীতি অনুযায়ী * * * নিজেদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে এবং যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটি লোক নিহত হয়।" কোন প্রথার কথা এই স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে না। ইহা অবশ্যই জৌহর নয়। আকবরনামা অনুযায়ী লোকেরা পার্বত্য গিরিপথে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর এই লোকগুলি প্রাসাদ ঘিরিয়া রাখে আর নিজেদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে।

২. এই পংক্তিটি ইলিয়টের অনুবাদে আছে, "যাহাতে রাজাদের কেহই কোন ক্ষতি সাধন করিতে না পারে।" আর কিকা বা গঙ্গার কোন উল্লেখ নাই। বদাওনীর গ্রন্থে আছে কিকা। তাহার অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কনকা।

৩. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই দূতের নাম ইয়ার আলী এবং ইয়াদগার আলী উভয়টিই দেওয়া আছে। ইলিয়টের অনুবাদে এবং আকবরনামায় ইহা ইয়ার আলী দেওয়া আছে। আকবরনামা বলে যে শাহ তাহমাসপের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মুহম্মদ খুদাবন্দ তাহার পিতার পক্ষে খুরাসানের গভর্ণর ছিলেন। ইয়ার আলী তাহার নিকট হইতেই আগমন করিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

পবিত্র পতাকাসমূহ সিরোহী হইতে যাত্রা করিয়া পর্যায়ক্রমে পত্তন নহরওয়ালা অভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহারা যখন পত্তন হইতে বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত দিসা শহরে[১] উপস্থিত হয় তখন সংবাদ আনে যে শির খান ফুলাদীর[২] পুত্রগণ তাহাদের সেনাবাহিনী ও পরিবার পরিজনসহ ইদর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সম্রাট তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য একদল সুসজ্জিত সৈন্যসহ রাজা মানসিংহকে প্রেরণ করেন। আঃ হিজরী ৯৮০ সনের রজব মাসের গোড়ার দিকে রাজকীয় বাহিনী পত্তনের সম্মুখে উপনীত হন। সম্রাট তথায় এক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং ঐ দেশটির রক্ষাব্যবস্থা ও শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব সৈয়দ আহমদ খান বারহার হস্তে অর্পণ করেন; হিন্দুস্তানের সৈয়দগণের মধ্যে তিনি সাহস ও দৃঢ়তার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার অসংখ্য অনুচর ও অনুগামী ছিল। রাজা মানসিংহ এই স্থানে পুনরায় শিবিরে যোগদান করিলেন এবং তিনি আফঘানদের নিকট হইত যে লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

বিশ্ববিজয়ী পতাকাসমূহ অতঃপর আহমদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইল। শির খান ফুলাদী আহমদাবাদ আক্রমণ করিয়া ইতিমাদ খানকে তথায় ছয় মাসকাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন, কিন্তু বিজয়ী পতাসমূহের আগমন সংবাদ লাভ করিয়া তিনি পলায়ন করেন। সেনাবাহিনী পত্তন হইতে দশ পর্যায় পথ[৩] অতিক্রম করিবার পূর্বেই সুলতান মাহমুদ গুজরাটির পুত্র সুলতান মুযাফফর,[৪] ইতিমাদ খান যাহাকে সর্বদা আটক করিয়া রাখিতেন, যাহার বিশদ বিবরণ গুজরাটের বিবরণের সহিত বর্ণনা করা হইবে, বিজয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া অপরাজেয় এবং সৌভাগ্যশালী সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং ৯ই রজব রবিবার দিন তাহাকে দরবার চুম্বন করিবার অনুমতি দান করিয়া সম্মানীত করা হয়। পরদিন আহমদাবাদের শাসনকর্তা ইতিমাদ খান[৫] এবং মীর আবু তুরাব, এবং সৈয়দ হামিদ বুখারী এবং

---

১. ইলিয়টের অনুবাদে আছে 'দিসা দুর্গ' যদিও পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে দিসা শহর।

২. আকবরনামা অনুযায়ী শির খান আহমদাবাদ দখল করিতেছিলেন তিনি সুরাট (বা সোরাত) পলায়ন করেন এবং তাহার পুত্রকে তাহার পরিবার পরিজনকে এবং জিনিসপত্র কোন নিরাপদ স্থানে নিয়া যাওয়ার জন্য পত্তন প্রেরণ করেন. আর মানসিংহকে যখন তাহার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করা হয় তখন তাহারা পার্বত্য গিরিপথে পলায়ন করে, কিন্তু তাহাদের সাজ-সরঞ্জাম সমূহ আটক করা হয়।

৩. ইলিয়টের অনুবাদে ইহা 'দুই পর্যায়' আছে।

৪. আকবরনামা অনুযায়ী তিনি শের খান ফুলাদীর নিকট হইতে আলাদা হইয়া হতাশ অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আকবর তাহার সন্ধানে লোক প্রেরণ করেন আর তাহারা তাহাকে এক শস্য ক্ষেতে লুকাইয়া থাকিতে দেখেন এবং তাহাকে সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করেন।

৫. বদাউনীও এই নামগুলি এই স্থানের ক্রমানুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন তবে ইতিমাদ খানের নামের

www.alimaanfoundation.com

ইখতিয়ারুল মুলক, এবং মালিক-উশ-শর্ক এবং ওয়াজিহ্ উল-মুলক এবং উলুঘ খান হাবসী এবং গুজরাটের অন্যান্য নেতা ও প্রধানগণ যাহাদের নামের তালিকা অত্যধিক দীর্ঘ হইয়া যাইবে, ভূমি চুম্বন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। ইহাদের প্রত্যেকে তাহার অবস্থা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী পবিত্র চক্ষুর সম্মুখে উপহার প্রদান করিলেন। ইহাদের মধ্যে ইতিমাদ খান তাহার অন্যান্য কর ছাড়াও দিলেন আহমদাবাদের চাবি এবং তাহার বিশ্বস্ততার বিশুদ্ধতা এবং তাহার খেদমত করিবার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করিলেন।

কবিতা

যে দিকেই তাহার তারক' উদিত হয়
সে দিকেই জয় আগাইয়া আসে, আর সৌভাগ্যের দরওয়াজা উন্মুক্ত হয়।
তাহার দরওয়াজার ধূলা রাজাদের মাথার মুকুটরূপে শোভা পায়
ঐ মাথার ধূলা।[১]

যেহেতু দরবারের অনুচরগণ আবিসীনিয় আমীরগণের কৃষ্ণ কপালে বিশ্বাস-ঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং তাহা সম্রাটের গোচরে আনিলেন সম্রাট, যদি আল্লাহর সহায়তা ও বিজয় দানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান ছিলেন, যাহা তাহার সকল প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে, তবু সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তিনি আবিসিনীয় আমীরগণকে দরবারে বিশ্বস্ত অনুচরগণের অধীনে স্থাপন করিলেন এবং আহমদাবাদের অভিমুখে গমন করিলেন। ১৪ই রজব শুক্রবার দিন সৌভাগ্যশালী শিবির আহমদাবাদের নদী তীরে শিবির স্থাপন করিল। ঐ দিনই জুমারনামাজের খোৎবায় মহান সম্রাটের নাম পাঠ করা হইল; আর সকল লোক এবং আহমদাবাদের অগণিত অধিবাসী দ্রুতগতিতে সম্রাটকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে আগমন করিলেন এবং প্রশংসা ও প্রার্থনা আদায়ের কর্তব্য সম্পাদন করিল। ২০ই রজব সৈয়দ মাহমুদ খান বারহা শেখ মুহম্মদ বুখারী দেহলভী[২] পবিত্রতার মঞ্চের মহিলাগণকে পবিত্র সিংহাসনের পাদদেশে আনয়ন করিলেন। এই একই দিনে জালাল

পর 'আহমদাবাদের শাসনকর্তা' বাদ দিয়াছেন আর ইখতিয়ারুল মুলকের নামের পর হাবসী শব্দটি যোগ করিয়াছেন।

১. এই পংক্তির শেষ ভাগটির পাঠ ও অর্থ বুঝা যায় না।

২. ইলিয়টের অনুবাদে এই অংশটি এইরূপ দেওয়া আছে। "সৈয়দ মুহম্মদ খান খান বারহা এবং শেখ মুহম্মদ বুখারী তাহাদের স্ত্রীগণকে রাজকীয় শিবিরে আনয়ন করিলেন"—ইহা ঠিক নহে।

www.alimaanfoundation.com

খান কুরজিকে, যাহাকে রাজার নিকট এক দৌত্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল, রাজকীয় পদ চুম্বনের অনুমতি দান করিয়া সম্মানিত করা হইল।

যেহেতু ইব্রাহীম হুসেন মির্যা এবং মুহম্মদ হুসেন বরোচ, বরোদা ও সুরাট অঞ্চলটি বলপূর্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং শত্রুতার পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্য শোভিত বুদ্ধিমত্তার নিকট ইহা প্রতিভাত হয় যে গুজরাট দেশটিকে তাহাদের বিশৃঙ্খলার ধূলা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এই অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে তিনি আহমদাবাদ নদীর তীর হইতে ২রা শাবান সোমবার (২রা ডিসেম্বর, ১৫৭২ খ্রীঃ) কামবায়াত অভিমুখে অগ্রসর হন। ইতিমাদ খান এবং অন্যান্য গুজরাটি আমীরগণ তাহাদের নিজের কাজকর্ম সমাধা করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রভাবশালী অফিসারগণের মাধ্যমে অনুমতি লাভ করিয়া দুই বা তিন দিন আহমদাবাদে থাকিয়া যান। এই সময়ের মধ্যে গুজরাটি আমীরগণের প্রধান ইখতিয়ারুল মুলক আহমদাবাদ হইতে ৪ঠা শাবান বুধবার রাত্রিকালে আহমদ নগর এবং ইদর অভিমুখে পলায়ন করেন। যেহেতু তখন আর গুজরাটি আমীরগণের প্রতি কোন বিশ্বাস স্থাপন করা গেল না, ফলে ইতিমাদ খানকে শাহবায খান কম্বুর অধীনে ন্যস্ত করা হইল।

৬ই শাবান শুক্রবার দিন সম্রাট কামবায়াত বন্দরে আগমন করিলেন এবং সমুদ্রের দৃশ্য দর্শন এবং উপভোগ করিয়া তিনি পুনরায় মাসের ১২ তারিখে কামবায়াত হইতে যাত্রা করিলেন। ১৪ তারিখে তিনি বরোদা শহরের বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করিলেন। এই স্থানে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান মনের ছায়া দেশের বিষয়সমূহে নিপতিত হইল এবং স্থির করা হইল যে গুজরাটের রক্ষা ব্যবস্থা এবং শাসনভার সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে আহমদাবাদের শাসনভার খান ই আযম উপাধিধারী মির্যা আজীজ মুহম্মদ কোকলতাশের দায়িত্বে এবং কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করা হইবে এবং তাহাকে তাহার রাজধানীতে প্রেরণ করা হইল।

সুরাট দুর্গ অবরোধ করিতে আমীরগণকে প্রেরণ

আযম খান বিদায় গ্রহণ করিবার পর বিশ্ববিজয়ী বুদ্ধিমত্তা সুরাট বিজয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন; ইহা ছিল মির্যাদের আবাস ও আশ্রয়স্থল; আর তিনি তাহার গমনের পূর্বেই সৈয়দ মুহম্মদ খান বারহা, শাহ কুলি খান মাহরাম, খান-ই-আলম, রাজা ভগবান দাস, কুমার মানসিংহ, ফাযিল খান, দোস্ত মুহম্মদ খান, বাবা দোস্ত, আসলিম খান, কাকর আলী খান, পইন্দা মুহম্মদ খান মঘুল, এবং মির্যা আলী আলম

www.alimaanfoundation.com

শাহী এবং অন্যান্য কতিপয়কে সুরাট দুর্গে অবস্থিত মুহম্মদ হুসেন মির্যাকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। পরদিন ১৭ই শাবান রাত্রির এক পহর[১] গত হইবার পর অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক দল সম্রাটের গোচরে আনিল যে পবিত্র পতাকাসমূহের আগমনের সংবাদ বরোচ দুর্গে ইব্রাহীম হুসেন মির্যার নিকট পৌঁছিলে, তিনি রুস্তম খান রুমিকে[২] হত্যা করেন আর তাহার অত্যধিক অহমিকা ও নৃশংসতার ফলে সম্রাটের শিবিরের আট ক্রোশ দূরে গমন করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও বিদ্রোহ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; আর তৎক্ষণাৎ খাজা জাহান এবং শুজাত খান এবং কুলিজ খান এবং সাদিক খানকে সৌভাগ্যশালী শাহযাদা সুলতান সলিমের খেদমতে স্থাপন করেন (অর্থাৎ তাহার দায়িত্বভার দিয়া); আর সম্রাট স্বয়ং ইব্রাহীম হুসেন মির্যাকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হন। মালিক উশ শর্ক গুজরাটি ঐ অঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে সুপরিচিত বিধায় তিনি তাহাকে সঙ্গে নেন। তিনি দ্রুত মীর বক্সী শাহবায খানকে প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি সুরাট দুর্গ বিজয়ের জন্য প্রেরিত আমীরগণ সৈয়দ মুহম্মদ খান বারহা এবং শাহ কুলি খান মাহরাম, এবং অন্যান্য আমীরগণকে সৌভাগ্যশালী বাহিনীতে যোগদানের জন্য ফিরাইয়া আনেন। ঐ রাত্রির এক অংশ এবং পর দিনের বেশীর ভাগ সময়[৩] বিশ্ব পরিভ্রমণকারী অশ্বটি (যে অশ্বটি সম্রাট আরোহণ করিয়াছিলেন) ঐ বিকারগ্রস্ত নিয়তির দলটিকে খুঁজিয়া বেড়ায় এবং বহুদূর পথ অতিক্রম করে। যখন রাত্রি আসিয়া পড়িল তখন মহান খলিফা-ই-ইলাহী মাত্র চল্লিশ জন অশ্বারোহী সহ মহিন্দ্রী (মাহি) নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইব্রাহীম হুসেন মির্যা নদীর অপর তীরের সরনাল[৪] শহরে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাটের পরিচারকগণ এবং দরবারের অনুগামীগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাদের বর্মসমূহ পরিধান করিতে আরম্ভ করেন।[৫]

---

১. পহর একটি হিন্দী শব্দ; ইহার উৎপত্তি সংস্কৃত প্রহর শব্দ হইতে। ইহা তিন ঘন্টার সমান, কারণ দিন ও রাত্রি আট প্রহরে বিভক্ত।

২. আকবরনামার মতে রুস্তম রুমি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সংকল্প করিয়াছিলেন।

৩. আকবরনামার মতে তাহারা একাধিকবার পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

৪. আকবরনামাতে আছে যে আকবর এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে শত্রুগণ বিকানীর নদী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং এক বিরাট বাহিনীসহ সরনালে শিবির স্থাপন করিয়াছে। ইংরাজী অনুবাদকের কিন্তু একটি পাদটিকায় বলা হইয়াছে যে নদীটি অবশ্যই মহিন্দ্রী বা মাহী হইবে আর স্থানটি সম্ভবতঃ ওয়ানকানীর হইবে, ইহা বেইলীর গুজরাটের মানচিত্রে মাহী নদীর তীরে আহমদাবাদ ও বরোদার মধ্যবর্তী স্থানে দেখান আছে।

৫. বদাওনী এই স্থানে বলেন যে তাহারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করেন। আর আকবরনামাতে আছে যে সম্রাট তাহাদিগকে তাহাদের বর্ম পরিধান করিয়া নিতে নির্দেশ দান করেন।

www.alimaanfoundation.com

প্রায় এই সময়েই সৈয়দ মুহম্মদ খান বারহা এবং শাহ কুলি খান মাহরাম এবং খান-ই-আলম এবং রাজা ভগবান দাস এবং কুমার মানসিংহ এবং সলিম খান কাকর এবং আলী খান এবং বাবা খান কাকশাল এবং হাজী ইউসুফ খান এবং দোস্ত মুহম্মদ খান এবং বাবা দোস্ত এবং রায়সাল দরবারী এবং সরজনের পুত্র ভোজ এবং অন্যান্য অনেকে অবিরাম পথ চলিয়া আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্রাটের নিকটে গমনের সম্মান এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কুমার মানসিংহ তাহার বিশেষ অনুরোধ এবং প্রার্থনার ফলে অগ্রবর্তী বাহিনীতে যোগদানের সম্মান লাভ করেন। সম্রাটের অনুচরগণের সংখ্যা এক শতের অধিক না হওয়া সত্ত্বেও[১] মহান খলিফা-ই-ইলাহী কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া বা কাল বিলম্ব না করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং তাহা অতিক্রম করেন। ইব্রাহীম হুসেন মির্যার সঙ্গে এক সহস্র অশ্বারোহী থাকা সত্ত্বেও তিনি এই দুঃসাহস ও বীরত্ব দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠেন, আর মনে করেন যে সম্রাট অবশ্যই তাহার পবিত্র দেহ নিয়া উপস্থিত আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি ভিন্ন পথযোগে সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত ও অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া সরনালের বাহিরে গমন করেন এবং যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করেন। যেহেতু মহিন্দ্রী নদীর তীর এবং দুর্গের প্রান্ত পর্যন্ত ভূমিতে বহু ভগ্নঅংশ ছিল, কুমার মানসিংহ এবং যে দল লোককে অগ্রবর্তী বাহিনীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহারা অন্য একটি পথে গমন করেন, আর মহান সম্রাট অপর একটি পথ ধরিয়া নদীর দিকের দরওয়াজায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে ঐ মস্তিষ্ক বিকৃত দুরাত্মাদের কতিপয় লোক গলিপথে তীর নিক্ষেপের পাল্লায় আগমন করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। মকবুল খান নামীয় একজন কালমাক ক্রীতদাস ঐ দিনে সম্রাটের নিকট উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রতিহিংসার তরবারি খাপ হইতে বাহির করিয়া তাহাদের একজনকে বিনাশের ধূলিতে নিক্ষেপ করেন এবং অন্যান্য কয়েকজনকে আহত করেন। এই যুদ্ধের সময় সম্রাট জানিতে পারেন যে ইব্রাহীম হুসেন মির্যা সরনাল শহর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এক নির্দেশ জারি করেন যে যুদ্ধপিপাসু সৈন্যগণ নীচু দেওয়াল অতিক্রম করিয়া গমন করিবে এবং তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। অপরাজেয় বাহিনী যখন খোলা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী দল পরস্পরের সম্মুখীন হইল। ইব্রাহীম হুসেন মির্যা তাতার খান কাকশালের উপর এক আক্রমণ পরিচালনা করিলেন আর যে তীরন্দাজ দল তীর ধনুকসহ যুদ্ধ করিতেছিল, যদিও তাহারা তীর নিক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল তবু তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়া কিছু দূর হটাইয়া দেওয়া হয়।

১. আবুল ফযল বলেন যে সুরাটের বিরুদ্ধে প্রেরিত লোকেরা যখন আগমন করেন এবং সম্রাটের সঙ্গে যোগদান করেন তখন সম্রাটের অনুচরদের সংখ্যা দাঁড়ায় দুইশত।

www.alimaanfoundation.com

দরবারে প্রত্যেকটি অনুচর তাহাদের মূল্যবান জীবন বিশ্বস্ততার হস্তে সমর্পণ করেন এবং পতঙ্গ যেরূপে অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে তেমনি নিজেদের যুদ্ধে উৎসর্গ করে এবং বীরোচিত চেষ্টা করে। তাহারা শত্রুদের বহু লোককে নিহত করে। রাজা বিহার মলের পুত্র ভুপত রায়[১] যিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, শত্রুদের দিকে ছুটিয়া যায় এবং নিহত হয়। ইহা দেখিয়া শত্রুগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হয় এবং শক্তি সংগ্রহ করে এবং দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে অপরাজেয় বাহিনী একটি সরু গলিতে দণ্ডায়মান ছিল। সেখানে তিনটি অশ্ব কোনরূপে পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারিত। রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে কাঁটা ঝোপ ছিল। সম্রাট অত্যন্ত বীরত্বের সহিত সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন আর রাজা ভগবান দাস ছিলেন ঠিক তাহার পাশে। তিন জন দুরাত্মা অশ্বারোহী ছুটিয়া সম্মুখে আগমন করে এবং একজন রাজা ভগবান দাসের দিকে অগ্রসর হয়। যেহেতু সম্মুখে ছিল এক থকুম (কাঁটা ঝোপ) ঝোপ, রাজা তাহার রেকাবে দণ্ডায়মান থাকিয়াই বর্শা দ্বারা তাহাকে আঘাত করে। ঐ দুর্ভাগা লোকটি গুরুতররূপে আহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। অপর দুইটি শয়তান সম্রাটকে আক্রমণ করে। শেষোক্ত জন তাহার পবিত্র দেহ লইয়া তাহাদের দিকে ফিরেন আর ঐ দুরাত্মা দুইজন বা ঐসব দুরাত্মাদের সকলেই এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অক্ষম হইয়া, যাহা কোন পর্বতও প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল না, পলায়ন করে।

দ্বিপদী কবিতা

যুদ্ধে তিনি এক শত সৈন্যের মত সাহসী
তিনি চন্দ্র সূর্যের চেয়েও দ্রুত পৃথিবীকে মুষ্টিতে আবদ্ধ করেন।

এই যুদ্ধে ক্রীতদাস মকবুল খান এবং সুর্খ বদাখশানী সম্রাটের নিকট আগমন করেন। শেষোক্ত জন তাহাদিগকে ঐ দুই আক্রমণকারীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে প্রেরণ করেন এবং বিজয়ের সমীরণ প্রবাহের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেন। অপরাজেয় বাহিনী এই ভয়াবহ ঘটনা দর্শন করিয়া তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া চতুর্দিক

১. শব্দটি সংস্কৃত ভুপতির অপভ্রংশ। এই স্থানে ভুপতকে রাজা বিহার মলের পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বদাওনী তাহাকে রাজা ভগবন্ত (ভগবান) দাসের পুত্র রূপে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে রাজা বিহার মলের পুত্র। ইংরাজী অনুবাদে তাহাকে বলা হইয়াছে রাজা ভগবন্ত দাসের পুত্র, আর এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে রাজা ভগবন্ত দাস রাজা বিহার মলের পুত্র। আকবরনামাতে তাহাকে রাজা ভগবন্ত দাসের ভ্রাতারূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ইকবালনামা তাহাকে ভগবান দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

হইতে ছুটিয়া আসে ; আর তাহাদের অশ্বের খুর দ্বারা ঐ সব লোকের মাথায় ও গণ্ডে হতাশা ও দুঃখের ধূলি নিক্ষেপ করেন ; এবং নিহতদের স্তুপ সৃষ্টি করেন। ইব্রাহীম মির্যা তাহার নিয়তির উপরে হতাশার ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়নের পথ অবলম্বন করেন ; আর সাহসী যোদ্ধাগণ কিছুদূর পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহাদের আরও কিছু লোককে বিনাশের ধূলায় নিক্ষেপ করে। রাত্রির অন্ধকার যখন ঐ দলের ভাগ্যের অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দেয় তখন এক মহান নির্দেশ জারি করা হয় যে সাহসী যোদ্ধাগণ ঐ বিকারগ্রস্ত নিয়তির লোকদের পশ্চাদ্ধাবন হইতে বিরত হইবে। আর ইব্রাহীম হুসেন অল্পকিছু লোকসহ তাহার জীবন নিরাপদে নিয়া যাইতে সক্ষম হন এবং আহমদ নগরের পথ ধরিয়া সিরোহী অভিমুখে গমন করেন। অতঃপর সম্রাট সরনাল শহরে অবস্থান করেন এবং আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া আদায়ের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন। এই অভিযানে যাহারা অতি বিশ্বস্ততার সহিত খেদমত করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে রাজকীয় অনুগ্রহ বৃদ্ধি দ্বারা সম্মানীত করা হয় এবং পদোন্নতি করা হয় আর তাহাদের জায়গীরও বৃদ্ধি করা হয়।

এই বিজয় লাভের পরদিন সম্রাট পবিত্র শিবির অভিমুখে গমন করেন, কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে চমৎকার কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী সুর্খ বদাখশানীকে বিজয়ের সংবাদ শাহযাদাগণের নিকট প্রদানের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। সুর্খ যখন এই সংবাদ নিয়া আগমন করেন তখন তিনি শাহযাদাগণ এবং অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের এবং আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের খুঁটিদের নিকট হইতে এত প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন যে তাহার চিরজীবনের অভাব ঘুচিয়া যায়। রাজকীয় দলের অশ্বারোহীগণের দীর্ঘ মিছিল ১৮ই শাবান বুধবার রাত্রিতে, রাত্রির এক পহর অতিক্রম করিবার পর, বরোদা শহরের সম্মুখে আগমন করে এবং মহাশিবিরে যোগদান করে। পরদিন সম্রাট ভগবান দাসকে একটি পতাকা ও নাকাড়া প্রদান করেন ; কারণ এই যুদ্ধে তিনি পুনঃ পুনঃ মহা বীরত্ব ও প্রভূত সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মহান খলিফা-ই-ইলাহীর সুরাট দুর্গ জয়ের দৃঢ় সংকল্প করিয়া গমনের বিবরণ

সুরাট একটি ক্ষুদ্র দুর্গ কিন্তু ইহা অন্যান্য দুর্গের তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী এবং খাড়া। কথিত আছে যে সফর আকা নামীয় সুলতান মাহমুদ গুজরাটির একজন ক্রীতদাস, যিনি খোদাবন্দ খান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ফিরিঙ্গিদের (ইউরোপীয়) সৃষ্ট-বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য আঃ হিঃ ৯৪৭ সনে আরব সাগরের তীরে এই দুর্গটি

www.alimaanfoundation.com

নির্মাণ করেন।[১] এই দুর্গটি নির্মাণের পূর্বে ফিরিঙ্গিগণ মুসলমানের বিভিন্নরূপ ক্ষয় ও ক্ষতি সাধন করেন। আর খোদাবন্দ খান যখন ইহা নির্মাণ করিতে থাকেন তখন তাহারা কয়েকবারই কামান সন্নিবেশিত নৌকা প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসে; কিন্তু কোন কিছুই করিতে সক্ষম হয় নাই। সংক্ষেপে খোদাবন্দ খান ঐ সময়ে দক্ষ রাজমিস্ত্রীগণকে সংগ্রহ করেন এবং দুর্গটি শক্তিশালী করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ ইহা এমনভাবে পরিকল্পনা করেন যে দুর্গের স্থলভাগের উভয় দিকে বিশ গজ প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয় যাহা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় আর দেওয়ালগুলি পাথর ও চুন এবং পোড়ান ইট দ্বারা পানি হইতে তুলিয়া আনা হয়। দেওয়ালগুলি ছিল প্রস্থে পাঁচ গজ[২] আর তাহাদের উচ্চতা বিশ গজ। এই দুর্গটি নির্মাণের একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে পাথরগুলি লোহার আংটা দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত করা হয় এবং জোড়াগুলিতে গলান সীসা ঢালিয়া দেওয়া হয়। সরু গম্বুজগুলি এবং কামান ছুড়িবার জন্য দেওয়ালের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলি এমনভাবে তৈরী করা হইয়াছিল যে এইগুলি দেখিলে দর্শকের চক্ষু অবাক হইয়া যাইত। দুর্গের প্রাচীরের ঠেলিয়া বাহির হওয়া অংশের প্রত্যেকটিতে একটি চৌকন্দী[৩] নির্মিত হয়, যাহা ফিরিঙ্গিদের মতে পর্তুগালের বিশেষত্ব। যেহেতু ফিরিঙ্গিগণ যুদ্ধ এবং শত্রুতা দ্বারা দুর্গটি নির্মাণ বন্ধ করিতে পারিল না, তাহারা এই চৌকন্দীগুলি নির্মাণ বন্ধ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে চাহিল। খোদাবন্দ খান ফিরিঙ্গিগণের মতামত উপেক্ষা করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়া তাহাদের সকল অনুরোধ উপরোধ বাতিল করিয়া দেন এবং চৌকন্দীগুলি নির্মাণ করেন।

সংক্ষেপে চাঙ্গিস খানের ইন্তেকালের পর যখন সুরাট দুর্গটি মির্যাদের দখলে আসে আর বিজয়ী (রাজকীয়) পতাকাসমূহ গুজরাট দেশটির উপর তাহার ছায়া নিপতিত করে, তখন মির্যাগণ তাহাদের সকল পরিবার পরিজনকে এই দুর্গে আনয়ন করেন এবং হামযাবান নামে এক লোকের উপর ইহা রক্ষা করিবার দায়িত্ব অর্পণ

---

১. কোন সনে ইহা নির্মিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপিগুলিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায় কিন্তু ৯৪৭ আঃ হিঃ তারিখটিই সঠিক। এই গ্রন্থে দুর্গটি আরব সাগরের তীরে নির্মিত বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সমুদ্রতীর হইতে বিশ মাইল অভ্যন্তরে তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত।

২. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে দেওয়ালের প্রস্থ ছিল পাঁচ গজ, কিন্তু একটিতে আছে পনের গজ। বদাওনী কিন্তু বলেন যে দেওয়ালগুলির প্রস্থ ছিল পনের গজ। আকবরনামাতে দুর্গের দেওয়ালের প্রস্থ সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করা নাই।

৩. চৌকন্দী অর্থ হাওদা, কিন্তু এই স্থানে এই শব্দটি দ্বারা কোন বিশেষ প্রকারের গম্বুজ বুঝাইতেছে। কেন যে পর্তুগীজগণ এইগুলি নির্মাণে করিতে বাধা দান করিতেছিলেন আর কেনই বা খোদাবন্দ এইগুলি নির্মাণ করিতে বদ্ধপরিকর হয় যে সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় না।

www.alimaanfoundation.com

করেন।[১] এই হামযাবান ছিলেন ভূতপূর্ব সম্রাট জিন্নাত আসিয়ানীর একজন দেহরক্ষী, কিন্তু পৃথিবীর আশ্রয়স্থল দরবার হইতে তিনি পলায়ন করেন এবং বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করেন, যে বিদ্রোহীগণ তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিল। মির্যা ইব্রাহীম হুসেন যখন সরনালের যুদ্ধ হইতে পলায়ন করেন এবং সম্রাট বিজয় গৌরবে ভূষিত হইয়া বরোদা শহরে আগমন করেন তখন সুরাট দুর্গটি দখল করিবার পুরাতন অভিপ্রায় নব জীবন লাভ করে আর শাহ কুলি খান মাহরাম এবং সাদিক খানকে অগ্রে প্রেরণ করা হয় যাহাতে তাহারা দুর্গের উপকণ্ঠসমূহ দখল করিতে এবং যাহাতে ইহা হইতে বাহিরে গমন করা বন্ধ করিতে পারে। এই সংবাদ যখন দুর্গের লোকজনের নিকট পৌঁছে তখন মির্যা কামরানের কন্যা এবং মির্যা ইব্রাহীম হুসেনের স্ত্রী গুলরুখ বেগম তাহার পুত্র মুযাফফর হুসেন মির্যাকে সঙ্গে নিয়া আমীরগণের আগমনের পূর্বেই দক্ষিণ দিকের পথ দিয়া বাহির হইয়া আসেন। শেষোক্তগণ যখন তাহার চলিয়া যাওয়ার সংবাদ পান তখন শাহ কুলি খান মাহরাম পঞ্চাশ ক্রোশ দূর পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করেন; আর বেগমের অনুগামীগণের আসবাবপত্র ও জিনিসপত্রের এক অংশ তাহার কর্মচারীদের হস্তে পতিত হয়।

ইহার কয়েকদিন পর রাজা তোডরমলকে প্রেরণ করা হয় যাহাতে তিনি দুর্গের প্রবেশ ও নির্গমনের পথগুলি এক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টে নিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া সঠিক অবস্থা রিপোর্ট করিতে সক্ষম হন। তিনি এক সপ্তাহ পর প্রত্যাবর্তন করেন[২] এবং তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। মহান খলিফা-ই ইলাহী, সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার সাহায্যের প্রতি নির্ভর করিয়া বরোদা শহরের সম্মুখ হইতে ২০শে শাবান (৩রা ডিসেম্বর, ১৫৭২ খ্রীঃ যাত্রা করেন এবং ১৭ই রমযান (১১ই জানুয়ারী, ১৫৭৩ খ্রীঃ) সুরাটের এক ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে আসিয়া পৌঁছেন। ঐ রাত্রিতেই ঐ পবিত্র ব্যক্তি দুর্গের অতি সন্নিকটে গমন করেন এবং অন্তর্গমন ও বহির্গমনের পথগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া আমীরগণের মধ্যে কামানগুলি ভাগ করিয়া দেন। দুই বা তিন দিন পরে শিবির আরও সম্মুখে আগাইয়া যায়। আর দুর্গের এত নিকটে একটি সুউচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করা হয় যাহাতে কামানের

---

১. আকবরনামা অনুযায়ী হামযাবান সম্রাট আকবরের একজন দেহরক্ষী ছিলেন, কিন্তু বদাওনী এই গ্রন্থের লেখকের সহিত একমত হইয়া বলেন যে তিনি হুমায়ুনের দেহরক্ষী ছিলেন। আকবরনামা শাহ কুলি খান মাহরাম এবং সাদিক খানের অভিযান এবং গুলরুখ বেগমের পলায়ন ও তাহার পশ্চাদ্ধাবন সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বদাওনী তাবাকাতের বিবরণের অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন।

২. আকবরনামা বলে যে তোডরমল রিপোর্ট দেন যে দুর্গটি সহজেই অধিকার করা সম্ভব হইবে।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

গোলা ও বন্দুকের গুলি ইহাতে পৌঁছিতে পারে। ফরাসখানার তত্ত্বাবধায়ক[১] আমীরগণের মাধ্যমে সম্রাটের গোচরে আনয়ন করেন যে ঐ অবস্থানের সন্নিকটে গোলী তালাব[২] নামে একটি পুকুর আছে, আর যদিও ইহা দুর্গের দেওয়ালের অতি নিকটে অবস্থিত তবু ভূমির উচ্চতা এবং তাহার ঢালের ফলে এবং তথায় জন্মানো কতিপয় বৃক্ষের জন্য কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলি ঐ স্থানে পৌঁছিতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তখন রাজকীয় মঞ্চটিকে ঐ স্থানে স্থানান্তরিতকরণের এক নির্দেশ জারি করা হয়।

সংক্ষেপে, অল্পকালের মধ্যেই অবরোধের কাজকর্ম এমন অবস্থায় পৌঁছে যে দুর্গ হইতে বহির্গমন ও অন্তর্গমন এবং পানি আনয়ন বন্ধ হইয়া যায়। আর এই সময়ের মধ্যে[৩] কতিপয় লোক নিজেদের আলাদা করিয়া লইয়া কতিপয় হস্তী ধরিয়া আনে, যেগুলি মুহম্মদ হুসেন মির্যা এবং শাহ মির্যা লুণ্ঠনকারীদের অপহরণের ভয়ে কতিপয় জমিদারের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। আর এইগুলি সম্রাটের মহান চক্ষুর সম্মুখে আনয়ন করে। যখন অবরোধের সময় প্রায় দুই মাসকাল হইয়া আসে দুর্গ বিজয়ী বীরগণ আল্লাহর অনুগ্রহের সাহায্যে কামানগুলিকে আরও সম্মুখে নিয়া স্থাপন করেন। এবং দুর্গের ভিতরে প্রবেশ এবং ইহা হইতে বাহির হওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেন; আর আমীরগণের অধীনস্থ সাধারণ সৈন্যগণ এবং পদাতিক সৈন্যগণ দুর্গের অতি নিকটে এত মাটি নিক্ষেপ করে যে এক উঁচু ঢিবি এবং একটি উচ্চ স্থানের সৃষ্টি হয় যাহাতে দেওয়াল বিধ্বস্ত করিবার কামান স্থাপন করা সম্ভবপর হয়; আর গোলন্দাজগণ এবং বন্দুকচীগণ ইহার উপরে একটি কামান স্থাপন করে, ফলে দুর্গরক্ষী বাহিনী অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় আর কেহই চলাফেরা করিতে পারে না অথবা তাহাদের মাথা তুলিতে পারে না আর প্রত্যেকেই কতকগুলি ইদুঁরের মত নিজেদের গর্তে লুকাইয়া রাখে। মাইনে কার্যরত লোকেরা এইগুলিকে দুর্গের পাদদেশে দুর্গ প্রাচীরের বহির্দিকে

---

১. ইলিয়টের অনুবাদে তাহাকে বলা হইয়াছে গালিচা প্রসারক। কিন্তু মনে হয় তিনি ছিলেন তাঁবু এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। বদাওনী বা আকবরনামাতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে কোলি বা ওয়ালী তালাব বা বলাব। ইলিয়টের অনুবাদে আছে গোলি তালাব। বদাওনী ইহার উল্লেখ করেন নাই। আকবরনামার অনুবাদে এক ব্যাখ্যায় দেওয়া আছে যে আসল নামটি হইবে গোপী তালাব আর এই নামটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুরাটের হিন্দু প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে রাখা হয়। গোপী ইহার নাম সুরুয বা সূর্যপুর রাখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু গুজরাটের মুসলমান রাজা কোরানের সুরার নামানুসারে ইহার নাম সুরাট করেন। গোপী একটি পুকুর খনন করিয়া ইহার ধারগুলি পাথর দ্বারা বাঁধাই করিয়া দেন এবং ইহাকে শহরের প্রধান শোভাবর্ধকরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. আকবরনামা এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে হস্তীগুলি রাম দেও-এর নিকট হইতে ধরিয়া আনা হয়; মির্যাগণ তাহার নিকট এইগুলি সমর্পণ করিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

প্রসারিত স্থানগুলির নীচে বহন করিয়া নেয় এবং নিজেদের এমনভাবে সক্রিয় করিয়া তোলে যে দুর্গ জয় করা তখন আজ বা কালের ব্যাপার হইয়া উঠে। দুর্গের অভ্যন্তরের লোকজন তখন তাহাদের গর্ব ও অহমিকার উচ্চ শিখর হইতে নামিয়া বিনয় ও অসহায়তার চরমে পৌঁছে। দুরাত্মা অকৃতজ্ঞ হামযাবান এবং দুর্গে অবস্থিত সকল লোক মিলিয়া দুর্গ হইতে বাগ্মী পণ্ডিত মৌলানা নিযামুদ্দীন লারীকে[১] প্রেরণ করে আর তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মৌলানা বিশ্বের আশ্রয়স্থল সম্রাটের নিকট আগমন করিয়া আমীরগণ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। প্রধান প্রধান আমীরগণ যাহারা চমৎকার প্রচেষ্টা চালাইয়া কামানগুলিকে সম্মুখে নিয়া গিয়াছিলেন যখন দেখিলেন যে উদারতা ও দয়ার সাগর (সম্রাট) উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাহারা নিবেদন করেন যে যতক্ষণ দুর্গরক্ষী সৈন্যদের ক্ষমতা ও তাহাদের হৃদয়ে শক্তি ছিল ততদিন তাহারা ক্রোধ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছে, আর এখন দুর্গ বিজয় আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তখন আশ্রয় প্রার্থনা করা অনেকটা হতাশ হইয়া শপথ করিবার মত। মহান খলিফা-ই-ইলাহী, যাহার চরিত্র দয়া, মানবতা এবং সহিষ্ণুতা আর উদারতা দ্বারা গঠিত, বলেন ঃ

কবিতা

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করা
বাহ্যত মনে হয় বিজ্ঞতা
কিন্তু যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে
তাহারা অন্যায় দর্শনের মঙ্গল সাধন করেন।

অতঃপর মৌলানা নিযাম লারীকে সম্রাটের বিছানা চুম্বনের অনুমতি দান করিয়া সম্মানীত করা হয়; আর তিনি প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করেন। তিনি দ্রুত দুর্গে গমন করেন এবং দুর্গরক্ষীগণকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইহার পর মহান নির্দেশ জারি করা হয় যে কাসিম আলী খান[২] এবং খাজা দৌলত নাযির, মৌলানা নিযামের সঙ্গে দুর্গাভ্যন্তরে গমন করিবেন এবং হামযাবান

১. আকবরনামা অনুযায়ী তিনি ছিলেন হামযাবানের শ্বশুর। আকবরনামাতে তাহাকে বলা হইয়াছে মুল্লা নিযামুদ্দীন। বদাওনী খাজা নিযামুদ্দীনের ন্যায় তাহাকে মৌলানা রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

২. বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন কাসিম আলী খান বাক্কাল; আর খাজা দৌলত নাযিরকে আকবরনামাতে বলা হইয়াছে খাজা দোস্ত কিলান, কিন্তু এক ব্যাপারে বলা হইয়াছে যে কতিপয়

www.alimaanfoundation.com

এবং ইহাতে অবস্থানরত সকল লোককে তাহাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দান করিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের সঙ্গে করিয়া বাহিরে আনয়ন করিবেন। আরও এক নির্দেশ জারি হইল যে একদল বিশ্বাসী মুন্সি দুর্গে গমন করিবে এবং দুর্গের লোকদের সমস্ত সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের, তাহা সজীব জিনিসই হউক আর প্রাণহীন জিনিসই হউক, সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করিবে; আর দুর্গে যে সব লোক আছে তাহাদের সকলের নাম লিখিয়া তাহাদিগকে সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করিবে। কাসিম আলী খান এবং খাজা দৌলত কলান নির্দেশ অনুযায়ী দরবার স্থানে সকল লোকজনসহ হামযাবানকে হাজির করিলেন। হামযাবান তাহার বাগ্মীতা সত্ত্বেও কোন কথা বলিতে পারিল না এবং লজ্জায় মাথা অবনত করিয়া রহিল। সম্রাট এই বিজয়ের শোকরিয়া আদায়ের জন্য দুর্গের অভ্যন্তরের লোকদের মুক্তিদান করেন, যদিও তাহারা যন্ত্রণা শাস্তি পাইবারই যোগ্য ছিল। কিন্তু হামযাবান এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি যাহারা সর্বদা বিদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত থাকিত তাহাদিগকে শাস্তি দানের পর বন্দী করিয়া রাখা হয়।[১] এই উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ ঘটে আঃ হিজরী ৯৮০ সনের ২৩শে শাওয়াল।[২]

কবিতা

বিশ্ববিজয়ী আকবর বাদশাহ, যাহার তরবারির চেয়ে
নিশ্চয় তার আর কোন দাবী নাই, পৃথিবীর দুর্গসমূহের জন্য;
তিনি বলপূর্বক সুরাট দুর্গ অধিকার করেন
এই বিজয় তাহার সৌভাগ্যশালী নিয়তিরই ফল
দুর্গটি বিজয়ের তারিখ, "তিনি আশ্চর্যজনকভাবে দুর্গটি
অধিকার করেন।"
বিশ্ববিজয়ীর নিকট এই সব কার্যাবলী কঠিন নয়।[৩]

এই পদ্যাংশটি তারিখটি সূচিত করে ঃ

হামযাবান সুরাট দুর্গ সমর্পণ করে।

পাণ্ডুলিপিতে দোস্তের পরিবর্তে দৌলত আছে এবং বদাওনীতেও দৌলত আছে। এই গ্রন্থেও খানিক পরে তাহাকে খাজা দৌলত কলান অভিহিত করা হইয়াছে।

১. আকবরনামা অনুযায়ী হামযাবানের জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হয়।

২. আকবরনামা বলে যে দুর্গরক্ষী বাহিনী ২৩শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার (২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৫৭৩ খ্রীঃ) সম্রাটের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে।

৩. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির বিভিন্ন পংক্তিতে প্রভেদ দেখা যায়।

www.alimaanfoundation.com

পরদিন (সম্রাট) দুর্গ পরিদর্শন করিতে গমন করেন আর দুর্গের অভ্যন্তরে গমন করিয়া বহু বিবেচনা ও পরীক্ষা করিবার পর তিনি তাহার কর্মচারীগণকে দুর্গের সংস্কার সাধন ও ইহার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে নির্দেশ দান করেন। তিনি যখন দুর্গটি পরিদর্শন করিতেছিলেন তখন তিনটি বড় কামান (যন্ত্রবযন)[১] তাহার নজরে পড়ে। এই কামানগুলিকে বলা হইত সুলায়মানি, এই কারণে যে রোমের তুরস্ক) সুলতান সুলায়মান খুন্দকার[২] এইগুলিকে (অন্যান্য কামানসহ যেগুলি জুনাগড় দুর্গে আছে) বড় একদল সৈন্যসহ, যখন তিনি গুজরাটের বন্দরগুলি দখল করিতে চেষ্টা করেন সেই বৎসর সমুদ্র পথে প্রেরণ করেন। যেহেতু তুর্কীগণ কতিপয় বাধা বিপত্তির জন্য কোন কিছু সফল করিতে ব্যর্থ হয়, এই কামানগুলি এবং যে গুলি জুনাগড় দুর্গে আছে সেইগুলি আরব সাগরের তীরে থাকিয়া যায় আর তুর্কীগণ তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এই কামানগুলি সমুদ্র তীরে পড়িয়া থাকে। অবশেষে খোদাবন্দ খান যখন দুর্গটি নির্মাণ করিবার নির্দেশ লাভ করেন এবং তখন তিনি এইগুলিকে সুরাট দুর্গে বহন করিয়া নেন। যেগুলি সুরাথে[৩] অবস্থিত ছিল সেগুলিকে ঐ দেশের শাসনকর্তা জুনাগড় দুর্গে নিয়া যান। যেহেতু সুরাট দুর্গ পাহারা দিবার জন্য এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য সুলায়মানি কামানগুলির বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, এক মহান নির্দেশ জারি করা হয় যে এইগুলিকে রাজধানী আগ্রাতে স্থানান্তরিত করা হউক। এই একই দিনে সুরাট দুর্গের শাসনভার এবং তাহা রক্ষা করিবার দায়িত্ব এবং ইহার চতুর্দিকের অঞ্চলটি কুলিজ মুহম্মদ খানের অধীনে ন্যস্ত করা হয়, তিনি সম্রাটের নিকট সঙ্গী হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

---

১. বদাওনীতে এইগুলিকে বলা হইয়াছে যবর জংগ।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে তাহার নাম সুলতান সুলায়মান খুন্দকার লিখা আছে; বদাওনীতেও এই খুন্দকার শব্দটি আছে; কিন্তু আকবরনামাতে ইহা নাই। এই পুস্তকে উল্লেখিত অভিযানটি প্রেরিত হয় ১৫৩৮ খ্রীঃ। যে সুলতানের উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হইলেন সলিমের পুত্র মহান সুলায়মান। ইহা প্রেরণ করা হয় সুলায়মান পাশা নামক একজন গ্রীকের অধীনে। তিনি ১৫৩৮ খ্রীঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর দিউ পৌঁছেন এবং তাহা অবরোধ করেন, কিন্তু পর্তুগীজগণ সাহসিকতার সহিত ইহা প্রতিরোধ করে এবং তিনি ৬ই নভেম্বর অবরোধ উত্তোলন করেন। সুলায়মান এই কামানগুলি সফর আগা (রুমি খান, খুদাবন্দ নামেও পরিচিত) কর্তৃক যথাস্থানে স্থাপনের জন্য নামান হয়। পরবর্তীকালে সফর আগা এইগুলিকে সুরাটে আনয়ন করেন। আকবরনামার অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে তুর্কী অভিযান ব্যর্থ হইবার কারণ ছিল এই যে গুজরাটের শাসনকর্তাগণ তুর্কীগণকে ফিরিঙ্গিদের চেয়েও দুর্ধর্ষ মনে করিতেন। ফলে তাহারা শেষোক্তগণের সহিত যোগ দেন এবং তুর্কী নৌবহরকে রসদ সরবরাহ করেন নাই।

৩. বন্দরটির নাম সুরাট আর দেশটির নাম সুরাথ। দুইটির মধ্যে এই পার্থক্য। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে সুরাথের স্থলে জুনাগড় লিখা আছে। আবার একটি পাণ্ডুলিপিতে নামের এই পার্থক্য দেওয়া আছে, যাহা এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

ঐ মাসের শেষ দিনে বাগলানা দেশের রাজা, রাজা বহারজিউ[১] শরফুদ্দীন হুসেন মির্যাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার গলার চতুর্দিকে একটি শিকল পেচাইয়া তাহাকে পৃথিবীর আশ্রয়স্থল দরবারে প্রেরণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ইহার দশ বৎসর পূর্বে দুষ্কর্মের জন্য এবং অবিবেচনামূলক কার্যের জন্য, যাহাদের কতিপয় অন্যান্য প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বিদ্রোহ এবং শত্রুতার পথ অবলম্বন করেন এবং বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের ধ্বনি উৎক্ষিপ্ত করেন। ঐ সময়ে কতিপয় রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্রাটের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং নিম্নের কবিতার মর্মানুযায়ী শরফুদ্দীন হুসেনকে :

যতক্ষণ তুমি তাহাকে বেত্রদণ্ড দ্বারা শিক্ষা দিতে পার
ততক্ষণ তাহাকে তরবারি বা বিষ বা ফাঁস দ্বারা বধ করিও না।

তিরস্কার করেন এবং তাহাকে রক্ষীদের হাতে সমর্পণ করেন। মহান মন যখন ঐ সুবার সকল ব্যাপার সমাধা করিবার ফলে সর্বপ্রকার উদ্বেগ হইতে মুক্ত হয় তখন আঃ হিজরা ৯৮০ সনের ৪ঠা যি কাজা সোমবার[২] দিন তিনি আহমদাবাদ অভিমুখে তাহার পদক্ষেপ করেন। পবিত্র পতাকাসমূহ যখন খহরোজ দেশে আগমন করে তখন চাঙ্গিস খানের মাতা অভিযোগের জিহ্বা আলগা করে এবং মহান সম্রাটের নিকট নিবেদন করে যে ঝুজর খান হাবসী বিনা কারণে অন্যায়ের তরবারি দ্বারা তাহার পুত্রকে বধ করিয়াছে। এক নির্দেশ জারি করা হয় যে ঝুজর খানকে এই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য তদন্ত ও বিচারের স্থানে আনয়ন করিতে হইবে। তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে সে স্বীকার করে যে সে চাঙ্গিস খানকে হত্যা করিয়াছে। রাজকীয় ক্রোধ তাহাকে মনমিল নামক একটি হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দেয় আর এইরূপে সে তাহার কার্যের উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করে।

সুরাট অবরোধের সময় সংঘটিত কতিপয় ঘটনার বিবরণ

যে সময়ে সম্রাট সুরাট বন্দর বিজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় কতিপয় ঘটনা ঘটে। এইগুলির মধ্যে ছিল ইব্রাহীম হুসেন মির্যার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

---

১. বাগলানা নাসিকের উত্তর মহকুমার নাম। ঐ সময়ে এই দেশের শাসনকর্তার নাম ছিল **বহরজিউ**। সরফুদ্দীন হুসেনের পরিভ্রমণ ও অভিযানসমূহ আকবরনামাতে বিবৃত আছে।

২. আকবরনামা এই তারিখ দিয়াছেন '৩রা যিল কাজা (৮ই মার্চ' ১৫৭৩ খ্রী:), তিনি আহমদাবাদের উদ্দেশ্যে তাহার যাত্রা আরম্ভ করেন।

www.alimaanfoundation.com

হিন্দুস্তান গমণ আর মুলতানের সন্নিকটে তাহার নিহত হওয়া[১] যাহা যথাস্থানে বর্ণনা করা হইবে। ইব্রাহীম হুসেন মির্যা যখন সরনালের যুদ্ধ হইতে তাহার জীবনের মুলধন সহ নিরাপদ স্থানে পলায়ন করেন তখন তিনি পত্তনের সন্নিকটে মুহম্মদ হুসেন মির্যা এবং শাহ মির্যার সহিত মিলিত হন; এবং তাহার পলায়ন এবং সুরাট অবরোধের ঘটনাবলী আলোচনা করেন।[২] আর মির্যাদের এই মন্ত্রণা সভায় স্থির হয় যে ইব্রাহীম হুসেন মির্যা হিন্দুস্তানে গমন করিবেন এবং তথায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবেন; আর মুহম্মদ হুসেন মির্যা এবং শাহ মির্যা শির খান ফুলাদীকে তাহাদের সঙ্গে যোগ দান করাইবেন এবং পত্তন অবরোধ করিবেন; কারণ এই সংবাদ পাইলে মহান খলিফা-ই-ইলাহী সুরাট অবরোধ প্রত্যাহার করিবেন এবং এই দুই বিশৃঙ্খলা দুর করিবার জন্য আহমদাবাদ প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মির্যাগণ শির খান ফুলাদীকে তাহাদের সঙ্গে যোগ দেওয়াইলেন এবং তাহারা পত্তন অবরোধ করিলেন। সৈয়দ মুহম্মদ খান বারহা দুর্গটি সংস্কার করিলেন এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন এবং এই ঘটনার এক বিবরণ বিশ্বের আশ্রয়স্থল সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ লাভ করিয়া মহান খলিফা-ই-ইলাহী নির্দেশ দেন যে কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান, শাহ মুহম্মদ খান, মুহম্মদ মুরাদ খান এবং নৌরাঙ্গ খান এবং মালব, রায়সিন এবং চন্দেরীর সকল জায়গীরদার এবং বিজয়ী রেকাবের অনুগামী অন্যান্য কতিপয় আমীর যেমন রুস্তম খান এবং আবদুল মতলব খান এবং শেখ মুহম্মদ বুখারী দেহলভী আহমদাবাদ গমন করিবেন আর আযম খানের সহিত এক যোগে দুরাত্মা দলটিকে ধ্বংস করিবেন। খানেরা আযম খানের সঙ্গে একযোগে পত্তন অভিমুখে যাত্রা করেন। তাহারা যখন ঐ স্থানের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে আসিয়া উপনীত হন তখন মুহম্মদ হুসেন মির্যা এবং শির খান ফুলাদী দুর্গের পাদদেশ হইতে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হয়। মির্যাগণ অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে পর্যুদস্ত করিয়া আযম খানের বাহিনীর ডান পার্শ্বে আক্রমণ করে। ঐ স্থানে কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান

---

১. 'মুলতানের সন্নিকটে ইব্রাহিম হুসেনের নিহত হওয়ার পংক্তিটি দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে: অন্যান্য-গুলিতে নাই।

২. আকবরনামা কিন্তু বলে যে মির্যাগণ নিজেদের মধ্যে কলহ করে। ইব্রাহীম মির্যা সরনালে তাহার পরাজয়ের পর যখন তিনি অন্যান্যের সহিত মিলিত হন তখন এক আলোচনা হয় এবং সমালোচনার ফলে তাহারা তীব্র বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয় এবং তথা হইতে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। ইব্রাহীম হুসেন মির্যা, যিনি তারবারি চালকরূপে সুদক্ষ ছিলেন এবং নির্বুদ্ধিতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতাগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট হইতে আলাদা করিয়া নেন এবং বোকামী করিয়া রাজধানী আক্রমণ করিবার সংকল্প করেন। বদাওনী কিন্তু তাবাকাতের লেখকের অনুরূপ বিবরণ দেন।

www.alimaanfoundation.com

অবস্থান করিতেছিলেন এবং ইহাকেও তাহারা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। শাহ মুহম্মদ আতকা আহত হয় এবং পলায়ন করে এবং এই দুই বাহিনীর আমীরগণ আহমদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করে; আর কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খানের শিবির লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করা হয়। নৌরঙ্গ খান এবং রুস্তম খান এবং আবদুল মতলব নিজেদিগকে সাহসের সহিত কর্মব্যস্ত রাখে। তাহারা বলে যে রুস্তম খান তাহার তরবারি দ্বারা শত্রুর মস্তকে এরূপ ভাবে আঘাত করিতেন যে তাহার তরবারির ধার করাতের দাঁতের মত দেখা যাইতে থাকে।

আযম খান যখন তাহার বাহিনীর ডান ও বাম পার্শ্বের অবস্থা আর শেখ মুহম্মদ বুখারীর মৃত্যু দর্শন করেন তখন তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহার অশ্ব ছুটাইতে সচেষ্ট হন এবং স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। শাহ বিদাঘ খান, যিনি বহু যুদ্ধ বিগ্রহ দেখিয়াছেন, খান-ই আযমের অশ্বের রাশি টানিয়া ধরেন এবং তাহার গমনে বাধা দান করেন। কিন্তু শত্রুদের সৈন্যগণ যখন লুণ্ঠনের সন্ধানে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের বাহিনীর মধ্যিখানে সামান্য কতিপয় লোক থাকে, তখন খান-ই আযম শাহ বিদাঘ খানের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নিকট আগমন করিয়া শত্রুদের মধ্যভাগকে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং ঐশ্বরিক সাহায্যে এবং সর্বশক্তিমানের সহায়তায় বিজয়ের সমীরণ এবং আর সৌভাগ্যের মলয় প্রবাহ সম্রাটের কর্মচারীগণের পতাকায় প্রবাহিত হইতে থাকে আর শত্রুদের প্রতিটি লোক বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিতে থাকে। শির খান ফুলাদী অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং হীনভাবে জুনাগড়ের গভর্ণর আমীন খানের নিকট গমন করেন এবং তথায় আশ্রয় লাভ করেন। আর মুহম্মদ হুসেন মির্যা দাক্ষিণাত্য অভিমুখে গমন করেন। এই বিরাট জয়, যাহা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে এবং সম্রাটের সৌভাগ্যের ফলে অর্জিত হইয়াছে লাভ করা হয় আঃ হিজরা ৯৮০ সনের ১-ই রমযান (২২শে জানুয়ারী ১৫৭৩ খ্রীঃ)।

সরকার পত্তনের ব্যাপারসমূহ সুশৃঙ্খল করিয়া খান-ই আযম পূর্বের ন্যায় দুর্গের শাসনভার ও রক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব সৈয়দ আহমদ বারহার হস্তে ন্যস্ত করেন এবং স্বয়ং দরবার চুম্বনের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য গমন করেন। তিনি সুরাট দুর্গের পাদদেশে পৌছান ২০ই শাওয়াল তারিখে এবং সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং তিনি প্রত্যেকটি আমীরের এবং দরবারের সকল ভৃত্যের খেদমতের কার্যাবলী এবং আনুগত্যের ব্যাপারসমূহ বিবৃত করেন। পথিমধ্যে তিনি কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান এবং অন্যান্য আমীরগণকে মামুরাবাদ শহরে প্রেরণ করেন যাহাতে তাহারা বিকৃত নিয়তির ইখতিয়ারুল মুলক এবং অন্যান্য দল যাহারা পলায়ন করিয়া দুর্গে ও বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের শাস্তি দিতে সক্ষম হয়। কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান যখন মামুরাবাদ শহরে আগমন করেন তখন তিনি সৈন্য প্রেরণ করিয়া ইখতিয়ারুল মুলক এবং

www.alimaanfoundation.com

অন্যান্য আবিসীনিয়গণকে জঙ্গল হইতে আনয়ন করেন এবং দুর্গগুলি অধিকার করিয়া সেইগুলিতে সশস্ত্র লোক রাখিয়া আসে। সে সময়ে মহান খলিফাই ইলাহী সুরাট বিজয়ের পর রাজধানী আহমদাবাদে গমন করেন, তখন কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান এবং অন্যান্য আমীরগণ, যাহারা এই অভিযানে তাহার সঙ্গে ছিলেন মাহমুদাবাদ শহরে সম্রাটের পদ চুম্বনের সম্মান লাভ করেন।

অষ্টাদশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিজরা ৯৮০ সনের ৬ই যিলকাজা বুধবার।[১] মহান খলিফা-ই-ইলাহী যিলকাজা মাসের শেষ দিনে আহমদাবাদ শহরে অপেক্ষা করেন।[২] তিনি গুজরাট দেশটির শাসনভার খান-ই আযমের নিকট অর্পণ করেন।

---

১. ইলিয়টের অনুবাদে তারিখটি দেওয়া আছে আঃ হিঃ ৯৮০ সনের ৫ই যিলকাজা, ১১ই মার্চ ১৫৭৩ খ্রীঃ। আকবরনামা কিন্তু বলেন যে বৎসরটি শুরু হয় "আঃ হিঃ ৯৮০ সনের ৬ই যিলকাজা তারিখ। রাত্রির আট মিনিট এবং সাত সেকেণ্ড অতিবাহিত হইবার পর (১২ই মার্চ ১৫৭৩ খ্রীঃ)।

২. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম্ন অংশটি দেওয়া আছে: মহান খলিফা-ই-ইলাহী যখন আহমদাবাদের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নওরোজ সুলতানী (রাজকীয় নববর্ষের দিন) শুরু হয় এবং অষ্টাদশ ইলাহী বৎসরের সূচনা হয়। প্রতিটি দিন বিভিন্ন রূপ আমোদ উৎসবে অতিবাহিত হইতে থাকে। উপরোক্ত বৎসরের যিলকাজা মাসের শেষ দিন শুক্রবারে সম্রাট আহমদাবাদে আগমন করেন এবং সেনাবাহিনীর অবস্থা সম্বন্ধীয় ব্যাপারসমূহ এবং দেশটির ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় কার্যাবলীতে ঐ বেহেশতের ন্যায় স্থানে দশদিন অতিবাহিত করা হয়। পবিত্র বুদ্ধিমত্তা স্থির করেন যে ঐ দেশটির শাসনভার এবং ঐ সব জেলাগুলির কর্তৃত্ব আতকা খাইলের (উপজাতি) খানগণের হস্তে ন্যস্ত করিবেন, কারণ ইহারা তাহাদের কৈশোর ও যৌবনকালের শুরু হইতেই তাহাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ এবং তাহাদের অস্তিত্বের মূলধন মহান খলিফা-ই-ইলাহীর ইচ্ছা পূরণ করিতেই ব্যয় করেন। এই মহান বংশে খান-ই-আযম যদিও বয়সের দিক দিয়া তাহার চাচাদের চেয়ে কম বয়সী ছিলেন, তবু যেহেতু তিনি সম্রাটের স্নেহছায়ায় থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন আর তাহার চাল চলন ও আচার ব্যবহারে বিজ্ঞতার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, গুজরাট প্রদেশের শাসনভার সাধারণভাবে এবং আহমদাবাদের শাসনভার বিশেষভাবে তাহার কর্তৃত্বে স্থাপন করা হয়। পত্তনের শাসনভার ন্যস্ত করা হয় খান-ই-আযমের চাচা (পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) মীর মুহম্মদ খানের হস্তে; ইনি খান-ই-কলান নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাহার মহা ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। উপরোল্লিখিত খানের পুত্রগণ ফাযিল মুহম্মদ খান এবং ফররুখ খানকেও তাহার সঙ্গে যুক্ত করা হইল, তাহার কর্তৃত্বে এবং তাহার জায়গীরে তাহাদেরও স্থান দেওয়া হইল এবং ঐ সরকারে রাখিয়া আসা হইল। সরকার বরোচ এবং নদরবর এবং সুলতানপুর এবং বরোদা এবং আরও কতিপয় পরগণার রক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্ব খান-ই-আযমের চাচা কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খানের নিকট অর্পণ করা হইল, ইনি ইহার প্রচুর সংখ্যক

www.alimaanfoundation.com

আর তিনি আঃ হিজরা ৯৮০ সনের ১০ই যিল্ হিজ্জা তারিখে, ঈদ-উয-যুহার দিনে আহমদাবাদ হইতে খিলাফতের সিংহাসনের স্থান অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮ই যিলহিজ্জা তারিখে সরকার পত্তনের অধীনস্থ সীতাপুর শহরের শিবির হইতে তিনি খান-ই আযম এবং অন্যান্য আমীরগণকে তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে গমনের জন্য অনুমতি প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে সম্মানীয় অঙ্গাবরণ (একজন রাজা যেরূপ দিতে পারেন তেমনি) এবং স্বর্ণের জিন এবং বাশসহ আরবী অশ্ব দান করেন। এই একই শিবিরে তিনি মুযাফফর খানের[১] প্রতি রাজকীয় অনুগ্রহ বর্ষণ করেন এবং তাহাকে মালবের সারঙ্গপুর এবং উজ্জয়িনি সরকারদ্বয়ের শাসনভার অর্পণ করেন এবং তাহাকে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মূল্যের জায়গীর প্রদান করিয়া তাহাকে তাহার জায়গীরেরর কেন্দ্রে গমনের অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি জালোরের পথে পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া রাজধানী ফতেপুরে গমন করেন। রাজকীয় অশ্বারোহীদের মিছিল যখন আজমীরের এক পর্যায়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে তখন মুলতানের গভর্ণর সঈদ খান কর্তৃক প্রেরিত এক রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছে আর তাহাতে জানান হয় যে ইব্রাহীম হুসেন মির্যা নিয়তির কবলে পতিত হইয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত সংবাদের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ যে ইব্রাহীম হুসেন মির্যা যখন গুজরাট হইতে অবিরাম পথ চলিয়া মিরাটের সন্নিকটে উপস্থিত হন, তখন তিনি গুজরাট হইতে আগ্রা গমনকারী প্রথম কাফেলাটি মিরাটের এগার ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে লুণ্ঠন করেন। তিনি যখন নাগোর শহরে পৌঁছেন তখন খান কলানের পুত্র ফররুখ খান,

---

অনুগামীর জন্য উল্লেখযোগ্য ছিলেন ; আর তাহার পুত্র নৌরঙ্গ খান ছিলেন একজন ধীর স্থির দক্ষ এবং উন্নতর শিক্ষা লাভের উপযুক্ত যুবক। দুলকা এবং দণ্ডুকা পরগণাদ্বয় এবং আরও কতিপয় পরগণা খান ই আযমের অপর চাচা শরীফ মুহম্মদ খানের এবং তাহার পুত্র বায বাহাদুর খানের জায়গীর হয় আর সকল আমীর এবং জায়গীরদারগণকে খান-ই আযমের হুকুম পালন করিতে এবং সেই অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।" এই অংশটি অন্য কোন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় নাই, ইহা ইলিয়টের অনুবাদেও নাই, বদাওনীতেও নাই। কিন্তু এই স্থানে উল্লেখিত কতিপয় ঘটনা সামান্য অদলবদল সহ আকবরনামাতে দেওয়া আছে। যেমন এক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে "সম্রাট আহমদাবাদের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করেন। দশ দিনের মধ্যেই এই প্রদেশটির শাসন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়। তিনি প্রদেশটির দায়িত্ব খান-ই-আযমের নিকট অর্পণ করেন। সরকার পত্তন দেওয়া হয় খান কলানকে। ধুলকা ও দণ্ডুকা দেওয়া হয় সৈয়দ হামিদ বুখারীকে।"

১. গুজরাটের ভূতপূর্ব রাজা অথবা প্রকৃতপক্ষে ভূতপূর্ব রাজা সুলতান মাহমুদ গুজরাটির পুত্র। মুযাফফর খানের জায়গীরের মূল্য ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া আছে পঞ্চাশ লাখ, যদিও এক টীকায় বলা হইয়াছে যে বদাওনী বলেন যে তাহাকে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মূল্যের জায়গীর, সারঙ্গপুর, উজ্জয়িনী এবং মালবের সমস্তটুকু দেওয়া হইয়াছিল।

www.alimaanfoundation.com

যিনি তাহার পিতার অধীনে ঐ স্থানের গভর্ণর ছিলেন, দুর্গের অভ্যন্তরে গমন করেন এবং তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মির্যা ইব্রাহীম হুসেন শহরের গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত কতিপয় ফকির ও দরিদ্রের গৃহ লুণ্ঠন করেন[১] এবং নারনোল অভিমুখে অগ্রসর হন। রায় রাম এবং রায় সিংহ এবং প্রায় এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, যাহা-দিগকে মহান খলিফা ই-ইলাহী গুজরাটে গমনের সময় পথঘাট খোলা রাখিবার জন্য জৌনপুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, মির্যার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য অবিরাম দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া নাগোরে আগমন করেন এবং ফররুখ খানের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবনে গমন করেন। তাহারা নাগোরের বিশ ক্রোশ দূরবর্তী কহতৌনী গ্রামের[২] সন্নিকটে প্রায় সূর্যাস্তের সময় মির্যার সম্মুখীন হন। মির্যা পলায়ন করেন এবং অদৃশ্য হইয়া যান। যেহেতু ইহা ছিল আঃ হিঃ ৯৮৩ সনের ২রা রমযান এবং সৈন্যগণ রোজা খুলিবার জন্য একটি বড় জলাশয়ের নিকট আসিয়া গিয়াছিল, মির্যা অল্পকিছু দূর গমন করিয়াছিলেন এবং যখন রাত্রি আসিল তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দুই দিক হইতে তাহাদের আক্রমণ করিলেন এব তাহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজকীয় বাহিনী দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করিল। মির্যা তাহার লোকদের দুই দলে বিভক্ত করিলেন এবং দুই দিক হইতে রাজকীয় বাহিনীর প্রতি তীর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে তিনি কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি পলায়ন করিলেন। যে দলটি তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়াছিল তাহা রাত্রির অন্ধকারে হারাইয়া যায়; আর তাহাদের অধিকাংশই নিকটস্থ গ্রামসমূহে এবং ক্ষুদ্র পল্লীগুলিতে ধৃত ও নিহত হয়; আর তাহাদের প্রায় একশত জন ফররুখ খান এবং জোধপুরের আমীরগণের হস্তে নিহত হয়। মির্যা ইব্রাহীম হুসেন তাহার সঙ্গীয় প্রায় তিনশত লোকসহ পথি-মধ্যের সহরগুলি লুণ্ঠন করেন, এবং যমুনা এবং গঙ্গা অতিক্রম করিয়া সম্বলের অধীনস্থ আযমপুর পরগণায় গমন করেন, পূর্বে তিনি যখন মহান খলিফা-ই ইলাহীর চাকুরীতে ছিলেন তখন ইহা তাহার জায়গীর ছিল। তথায় তিনি পাঁচ বা ছয় দিন অবস্থান করেন এবং তৎপর পাঞ্জাব অভিমুখে গমন করেন এবং পানিপথ, সোনপাত এবং

১. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে যোগ করা হইয়াছে "আর ঐ স্থানে একদিন অবস্থান করিয়া।"

২. পাণ্ডুলিপিতে আছে কহতৌনী এবং নখনৌতী। শেষেরটি অবশ্যই ভুল। অপর দুইটি পাণ্ডু-লিপিতে স্থানটির কোন নামই দেওয়া হয় নাই, তবে শুধু বলিয়াছে নারনৌল হইতে বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি স্থানে; ইলিয়টের অনুবাদে আছে কথোলী এবং একটি টীকায় বলে কহতোলী হইবে। বদাওনী লিখিয়াছেন কহনতোলী। আকবরনামাতে আছে কহতুলী; আর একটি টীকায় আছে "কহতোলী এবং কথোলীও বলা হয়।"

www.alimaanfoundation.com

করনাল শহরগুলি এবং তাহার পথিমধ্যের অধিকাংশ স্থান লুণ্ঠন করেন। বহুসংখ্যক লুণ্ঠনকারী এবং উশৃঙ্খল লোক তাহার সঙ্গে যোগদান করে এবং লোকদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

তিনি যখন পাঞ্জাবে উপস্থিত হন, তখন পাঞ্জাবের আমীর-উল-উমরা হুসেন কুলি খান ঐ সুবার সৈন্যগণসহ কাংরা দুর্গ অবরোধ করিতেছিলেন। ইহা নগরকোট নামেও বিখ্যাত; আর তথায় তিনি তাহার আগমন সংবাদ লাভ করেন; আর তাহার ভ্রাতা ইসমাইল কুলি খান এবং মির্যা ইউসুফ খান এবং শাহ ঘাযী খান তুর্কমান এবং ফতেহ খান জবারী এবং কযাক খানের পুত্র জাফর খান এবং অন্যান্য আমীরগণের সহযোগে অবিরাম পথ চলিয়া মুলতান হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত তলম্বা শহরের বিপরীত দিকে মির্যার মোকাবিলা হন। মির্যা এই সময় শিকার করিতে গিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ না করিয়াই যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তাহার সৈন্যদের যাহারা তাহার নিকট হইতে আলাদা ছিল তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইতে সক্ষম হইল না। তাহার ভ্রাতা মাসুদ হুসেন মির্যা যিনি তাহার পূর্বেই আগমন করিয়াছিলেন, হুসেন কুলি খানের সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন এবং বন্দী হইলেন। ইব্রাহীম হুসেন মির্যা তাহার পরে আগমন করেন এবং কোন কিছু না করিয়াই পলায়ন করেন। তিনি যখন মুলতানের সন্নিকটে আগমন করেন তখন তিনি গার নদী, যাহা বিপাশা ও শতদ্রু নদীদ্বয়ের মিলিত স্রোতের নাম, অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু তখন রাত্রিকাল ছিল এবং কোন নৌকা পাওয়া যাইতেছিল না, তিনি নদীর তীরে অপেক্ষা করিতে থাকেন, আর তখন এক প্রকারের জেলে, এবং মুলতান জেলার রায়ত একদল ঝিল[১] এক নৈশ আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাহার প্রতি তীর বর্ষণ করিতে থাকেন। একটি তীর তাহার গলায় বিদ্ধ হয়; এবং দেখিলেন যে তাহার অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক হইয়া উঠিয়াছে, তিনি তাহার বেশ পরিবর্তন করিলেন এবং অলক্ষ্যে তাহার সঙ্গীয় লোকদের নিকট হইতে নিজেকে আলাদা করিয়া ফেলিলেন, তাহার দলীয় লোকদের সংখ্যা তখন ছিল চারিশত জন, এবং তিনি একজন কলন্দরের বেশে পলায়ন করিতে সচেষ্ট হন এবং নিজেকে কোথাও

১. মাত্র একটি পাণ্ডুলিপিতে ঝিল নামটি দেওয়া আছে, অন্যগুলিতে ইহা দেওয়া নাই। আকবরনামাতে তাহাদের মির্যার উপর আক্রমণের উল্লেখ নাই। অপর দিকে ইহাকে উল্লেখ করা যায় যে তিনি কতিপয় বেলুচীদের নেতৃত্ব করিতেছিলেন; তিনি আহত হন এবং এক বেলুচীর গৃহে আশ্রয় নেন। সঈদ খান ইহা শুনিতে পান এবং তাহাকে বন্দী করেন। বদাওনী বলেন যে "মির্যার এক বা দুইজন বিশ্বাসী ভৃত্য তাহাকে একজন কলন্দরের পোশাকে সজ্জিত করেন ... তাহার অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় তাহারা তাহাকে শেখ জাকারিয়া নামীয় একজন দরবেশের গৃহে আনয়ন করে, আর তিনি গোপনে মুলতানে সৈয়দ খানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন।"

www.alimaanfoundation.com

লুকাইয়া রাখিবার প্রয়াস পান। ঐ অঞ্চলের কতিপয় লোক তাহাকে চিনিতে পারে; আর তাহাকে বন্দী করিয়া মুলতানের গভর্ণর সঈদ খানের নিকট নিয়া যান এবং শেষোক্ত ব্যক্তির নির্দেশে তিনি যখন কারারুদ্ধ ছিলেন সেই সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।

সংক্ষেপে, মহান খলিফা-ই-ইলাহী পথের ধূলা গায়ে মাখা অবস্থায়ই আলোকিত স্থান এবং আল্লাহকে যাহারা লাভ করিয়াছেন তাহাদের ধ্রুবতারা, অতি পবিত্র খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর কবরে (আল্লাহ যেন তাহার কবর পবিত্র করেন) আঃ হিজরা ৯৮১ সনের পবিত্র মহরম মাসের ১০ তারিখে[১] অর্থাৎ অষ্টাদশ ইলাহী বৎসরে উপস্থিত হন। তিনি প্রদক্ষিণের দায়িত্ব পালন করেন এবং পবিত্র কবরের পরিচারক গণকে এবং সাধারণভাবে ঐ স্থানের সকল অধিবাসীদের উপহার দান করিয়া ধনী করিলেন এবং তাহাদের অভাব দূর করিলেন। যে সপ্তাহ তিনি ঐ পবিত্র স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি প্রত্যেক দিন সকাল ও বিকালে ঐ পবিত্র স্থানে জিয়ারত করিতে গমন করিতেন এবং ছোট বড় সকল কাজেই সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

দ্বিপদী কবিতা

যিনি একজন দরবেশের নিকট সাহায্যের জন্য গমন করেন
তিনি ফরিদুনকে আঘাত করিলেও জয়লাভ করিবেন

অতঃপর তিনি তাহার সংকল্পের রাশ খিলাফতের অভিমুখে পরিচালিত করিলেন; আর যখন পরগণা সঙ্গানীরে[২] মহান ও জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চসমূহ স্থাপন করা হয়, তখন তিনি তাহার সৌভাগ্যশালী শিবির ত্যাগ করেন আর স্বয়ং তাহার পবিত্র দেহে তাহার বিশেষ অনুচরগণ সহ অবিরাম পথ চলিয়া রাজধানীর (বায়ত-উশ শর্ফ) অভিমুখে যাত্রা করেন। দুই দিন এবং এক রাত্রির মধ্যে তিনি অনেক দূরত্ব অতিক্রম করিলেন এবং ফতেপুরের বার ক্রোশ দূরবর্তী বাজুনাতে[৩] আসিয়া উপস্থিত হইলেন;

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে ১০ তারিখ দেওয়া আছে। ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে ১২ তারিখ। আকবরনামাতে দেওয়া হইয়াছে ১১ই মহরম ৯৮১ হিজরী, ১৩ই মে ১৫৭৩ খ্রীঃ।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিত নামটি স্পষ্ট বুঝা যায় না, তবে দেখিতে অনেকটা বিকানীরের মত মনে হয়। কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে আর আকবরনামার অনুবাদে নামটি সঙ্গানীর দেওয়া আছে; তাহাই এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে বজুনা, জুনা এবং জুনাগড় দেওয়া আছে। ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া আছে বজুনা। আকবরনামার অনুবাদে আছে বজুনা আর এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে 'অথবা বজুনা, কিন্তু আমি নামটি সনাক্ত করিতে পারি নাই।'

www.alimaanfoundation.com

আর এক শুভ মুহূর্তে রাজধানীতে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি তিন দিন ঐ স্থানে অপেক্ষা করেন; আর ঐ বৎসরের ২রা সফর অর্থাৎ অষ্টাদশ ইলাহী বৎসরে ফতেপুরের অধিবাসীগণ তাহার শুভাগমনে তাহাদের গর্বিত শির আকাশের সঙ্গে ঘর্ষণ করেন।

হুসেন কুলি খানের নগরকোট অভিযান এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের বিবরণ

[১]যেহেতু (সম্রাটের) পবিত্র মনোভাব নগরকোটের রাজা, রাজা জয়চান্দের প্রতি বিরূপ[২] হইয়া উঠে তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দান করেন। রাজার অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সের পুত্র বিধিচান্দ[৩] নিজেকে পিতার স্থলাভিসিক্ত মনে করিয়া আর তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে গণ্য করিয়া বিদ্রোহ করেন। সম্রাট কব রায়কে বীরবর উপাধি দান করিয়া তাহাকে নগরকোট দেশটি প্রদান করেন। আর হুসেন কুলি খান এবং পাঞ্জাবের আমীরগণের প্রতি এক ফরমান জারি করিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাহারা যেন বিধিচান্দের নিকট হইতে নগরকোট ছিনাইয়া নেন এবং তাহা রাজা বীরবরকে প্রদান করেন। হিন্দী ভাষায় বীর অর্থ সাহসী লোক এবং বর

---

১. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে একটি অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত আছে তাহা এইরূপ :

"আর ইহার বিশদ বিবরণ এই যে ব্রাহ্মন দাস নামক একজন ব্রাহ্মণ চারণ কবি, যাহাদের পেশা হইল সম্পদশালী লোকের প্রশংসা এবং মহিমা প্রচার করা, আর এই ব্যক্তির যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় এই জাতীয় লোকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং চমৎকার হিন্দী কবিতা লিখিতেন আর তিনি বহু বৎসর ধরিয়া মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরী করিতেছিলেন এবং তাহার একজন অনুগত সহচর রূপে এবং তাহার সভাসমূহের একজন সভাসদরূপে পরিচিত হন আর তাহাকে কব রায় উপাধি দেওয়া হয় : (কব একটি হিন্দী শব্দ, ইহা দ্বারা এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তৃক ক্ষমতাশালী লোকদের প্রশংসাসূচক কবিতা বুঝায়, আর রায় অর্থ মহা বা প্রধান অর্থাৎ কব-রায় অর্থ এই কবি সম্প্রদায়ের প্রধান), ইহার অর্থ অনেকটা কবিদের রাজার মত। সংক্ষেপে যেমন এই সময় : এর পর উপরে বর্ণিত পাঠের অনুরূপ। বদাউনীতেও এই অংশটি আছে।

২. রাজা জয়চান্দের প্রতি সম্রাটের বিরূপতার কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু বদাওনী হইতে জানা যায় যে তিনি দুর্গটির গভর্ণর বা সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং এই সময়ে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে বদ্দিচান্দ, আর একটিতে দেওয়া আছে বিধিচান্দ। ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া আছে বদিচান্দ। বাদাওনীতে দেওয়া আছে বিধিচান্দ আর আকবরনামাতে আছে বদিচান্দ; এই স্থানে বিধিচান্দ পাঠই গ্রহণ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

অর্থ মহা, অর্থাৎ যে রাজা মহাবীর। রাজা বীরবর যখন লাহোরে পৌঁছেন তখন হুসেন কুলি খান, মির্যা ইউসুফ খান, জাফর খান এবং ফতেহ খান জবারী এবং মুবারক খান গখর এবং শাহ ঘাযী খান এবং পাঞ্জাবের সকল আমীর নগরকোট অভিমুখে যাত্রা করেন।

অপরাজেয় বাহিনী যখন দমহরির নিকটে পৌঁছেন, তখন ঐ স্থানের কর্তৃপক্ষ, জয়চান্দের একজন আত্মীয়, জনুনু[১] যিনি দুর্গটির শক্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, ইহাকে আরও শক্তিশালী করিলেন; আর নিজেকে এক কোণে লুকাইয়া রাখিয়া কর সহ তাহার ভকিলগণকে প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিলেন যে তাহার ভয়ের জন্য এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি স্বয়ং আনুগত্য প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তিনি পথঘাট পাহারা দিবার কর্তব্য সম্পাদন করিতে সম্মত আছেন। হুসেন কুলি খান ভকিলগণকে অঙ্গাবরণ উপহার দিলেন এবং তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন। তিনি তাহার অনুচরদের একদলকে থানাদারী (রক্ষীবাহিনী) অবস্থান করিবার জন্য রাস্তার পার্শ্বের এক গ্রামে মোতায়েন রাখিয়া যান এবং অগ্রসর হন।

শিবির অতঃপর কোটলা দুর্গে আগমন করিল। উচ্চতার দিক দিয়া এই দুর্গ আকাশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত; এই দুর্গটি পূর্বে গোয়ালিয়রের[২] রাজা, রাজা রামচান্দের অধীনস্থ ছিল আর রাজা ধরম চান্দ এবং রাজা জয়চান্দ ইহা বলপূর্বক অধিকার করিয়া নেয়। রাজা জয়চান্দের সৈন্যগণ যাহাদের এই দুর্গ পাহারা দিবার এবং রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের বন্দুকে হাত দিল এবং ধনুক ও পাথর তুলিয়া লইল এবং শিবিরের কতিপয় পদাতিক সৈন্যকে আহত করিল। ইহারা লুঠ করিতে বাহির হইয়াছিল।

হুসেন কুলি খান এই সংবাদ শুনিয়া তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন, এবং অন্যান্য আমীরগণের সহযোগিতায় দুর্গের চতুর্দিক পরিদর্শন করেন এবং দুর্গের বিপরীত দিকের পাহাড়টির চূড়ায় আরোহণ করেন এবং দেখেন যে ইহাতে কামান বসান যাইবে। অতঃপর তাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া এই অভিযানে তাহারা তাহাদের সঙ্গে যে কামান নিয়াছিলেন, তাহারই কতিপয় কামান ঐ পাহাড়ের উপরের নিয়া যান এবং তাহা হইতে কিছু গোলা নিক্ষেপ করেন। দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষের গৃহটি বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং বহু সৈন্য ইহার দেওয়াল চাপা পড়ে। দুর্গাভ্যন্তরের লোকদের মধ্যে মহা আতঙ্ক দেখা দেয়।

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামটি জনুনুই দেওয়া আছে। কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে নামটি দেওয়া আছে চোটো। বদাওনী এবং আকবরনামাতে কোন নাম উল্লেখ নাই।

২. ইহা পার্বত্য গোয়ালিয়র। আগ্রার সন্নিকটস্থ গোয়ালিয়র নহে।

www.alimaanfoundation.com

যখন বৈকাল হইয়া আসিল, গোলন্দাজ সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল, কিছু লোক কামানের নিকট রাখিয়া আসিল। কামানের গোলার ফলে দুর্গের রাজপুত রক্ষীবাহিনী ভীত হইয়া উঠে এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে এবং রাত্রিকালে পলায়ন করে। ভোর বেলা যখন হুসেন কুলি খান এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অভি-যানে গমনের ঢাক বাজাইলেন এবং দুর্গে গমন করিয়া তাহা গোয়ালিয়রের রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন ; পূর্বে এই দুর্গটি তাহার পূর্বপুরুষদের ছিল ; তবে তথায় একটি রক্ষীবাহিনী রাখিয়া গেলেন এবং তাহার যাত্রা অব্যাহত রাখিলেন।

যেহেতু গাছ এমনভাবে পরস্পরের সহিত লাগিয়া ছিল যে ঐ বনে পিপড়া ও সাপেরও পথ চলিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, হুসেন কুলি খান নির্দেশ দিলেন যে পদাতিক বাহিনী প্রতিদিন জঙ্গলের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলিবে এবং একটি পথ করিয়া দিবে। অতঃপর আঃ হিঃ ৯৮০ সনে অর্থাৎ সপ্তদশ ইলাহী বৎসরের রজব মাসের গোড়ার দিকে তিনি নগরকোটের নিকটস্থ, রাজা জয়চান্দের পোলো খেলার উদ্যানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেনাবাহিনী তাহাদের প্রথম আক্রমণেই তাহাদের সাহসী এবং শক্তিশালী বাহুর ক্ষমতার জোরে 'ভুল' দুর্গ অধিকার করিলেন, ইহাতে ছিল হিন্দুদের দেবী মহামাই (মহা-মাতা) এবং একটি মন্দির। দেবীর পরিচারকগণ ছাড়া আর কেহই তথায় যাইতে পারিত না। একদল রাজপুত যাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে সংকল্প করিয়াছিল তথায় দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিল এবং সাহসিকতা প্রদর্শন করিল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্তপিপাসু তরবারির আঘাতে বিনাশের ধূলায় নিপতিত হইল। বহু ব্রাহ্মণ, যাহারা বহু বৎসর ধরিয়া এই মন্দিরের পরিচারক ছিল এবং কখনও প্রয়োজন ব্যতীত ইহা হইতে দূরে গমন করে নাই, নিহত হইল। প্রায় দুই শত কাল গাভী যাহা হিন্দুগণ পূজার দানরূপে ঐ মন্দিরে রাখিয়া গিয়াছিল আর এইগুলি এই হট্টগোলের মধ্যে মন্দিরের অভ্যন্তরটি নিরাপদ স্থান মনে করিয়া তথায় সমবেত হইয়াছিল। কতিপয় বর্বর তুর্কী, এই সময়ে যখন বৃষ্টির ন্যায় বন্দুকের গুলী ও তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, গাভীগুলির প্রত্যেকটিকে হত্যা করিল। অতঃপর তাহারা তাহাদের জুতা খুলিয়া সেইগুলি গাভীর রক্তে পূর্ণ করিল এবং তাহা মন্দিরের ছাদে এবং দেওয়ালে ছিটাইয়া দিল।

যেহেতু নগরকোটের বহিঃপ্রাকার এখন সেনাবাহিনীর অধিকারে আসিয়াছে, তথাকার ইমারতগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইল এবং এইরূপে শিবির স্থাপনের স্থান করা হইল। ইহার পর অবরোধ আরম্ভ করা হইল এবং ঢাকা রাস্তা এবং কামান নির্মাণ করা হইল কতিপয় সুবৃহৎ কামান পাহাড়ের পাদদেশে আনয়ন করা হইল। এই পাহাড়টি ছিল দুর্গের সম্মুখে অবস্থিত আর

www.alimaanfoundation.com

প্রতিদিন দুর্গের এবং রাজার প্রাসাদে কতিপয় গোলা নিক্ষেপ করা হইত। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে একদিন আগ্নেয়াস্ত্রসমূহের তত্ত্বাবধায়ক, রাজা বিধিচান্দ কোন স্থানে তাহার আহার গ্রহণ করেন তাহা জানিয়া লইয়া ঐ সময়ে কতিপয় বড় বড় গোলা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করে আর এইগুলি একটা দেওয়ালে আঘাত করে এবং আটজন লোক নিহত হয়। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল মৌ-এর রাজা, রাজা তখতমলের পুত্র ভোজ দেও।

শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে লাহোর হইতে পত্র আসে এই সংবাদ লইয়া যে ইব্রাহীম হুসেন মির্যা শতদ্রু অতিক্রম করিয়াছে এবং দিবালপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। হুসেন কুলি খান উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং এই সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া চিঠির মর্ম আমীরগণের নিকট হইতে গোপন রাখিলেন।[১] যেহেতু ঐ সময়ে সেনাবাহিনীতে অতিশয় দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় এবং দুর্গ রক্ষীবাহিনী শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করে, হুসেন কুলি শান্তির প্রস্তাবে সম্মত হওয়া প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে। কাফিরগণ বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর কর দিতে সম্মত হয়; আর এই-গুলির মধ্যে ছিল আকবর শাহী ওজনের পাঁচ মণ স্বর্ণ, এবং মহান খলিফা-ই-ইলাহীর জন্য কররূপে নানা প্রকারের বস্তুও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কবিতা

বাহু দ্বারা বহন করা যায় না এমন ভারী স্বর্ণ ও মণি মুক্তা
তাহাদের ওজন একটা পাহাড়ের ওজনের চেয়েও বেশী
এইগুলি শাহের দরবারের জন্য প্রস্তুত করা হইল
যাহাতে দরবারের প্রতিটি পাহাড় একটি করিয়া পাহাড় বহন করিল।

আর তাহারা রাজা জয়চান্দের প্রাসাদের সম্মুখে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ঐ দিন এবং তাহার পর দিন কাজ করিয়া তাহারা নামজীগণ যেদিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় সেদিকে একটি কুলঙ্গী নির্মাণ করিল আর ইহা যখন সম্পূর্ণ হইল তখন আঃ হিঃ ৯৮০ সনের শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি এক শুক্রবার এক মঞ্চ

১. এই স্থানে ইলিয়টের অনুবাদে আছে "কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত হইবে সে সম্বন্ধে হুসেন কুলি খান আমীরগণের সঙ্গে এক গোপন মন্ত্রণা করিলেন।" এ সম্বন্ধে আকবরনামাতে আছে, "অবরোধের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, এই সময় ইব্রাহীম হুসেন মির্যার পাঞ্জাব আক্রমণের সংবাদ আসে। বিশ্বস্ত অফিসারগণ যখন এই সংবাদ অবগত হন তখন তাহারা এক সলা-পরামর্শ করেন।" এই গ্রন্থের পাঠ ইহা হইতে ভিন্ন।

www.alimaanfoundation.com

নির্মাণ করা হইল আর হাফিয মুহম্মদ বাকির[১] মহান সম্রাটের নামে খোৎবা পাঠ করিলেন। তিনি যখন সম্রাটের শুভ উপাধিসমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহার শিরে প্রচুর স্বর্ণ বর্ষিত হইল। যেহেতু এখন শান্তি স্থাপন করা সম্পন্ন হইয়াছে, খোৎবা পাঠ করা হইয়াছে আর দিরহাম এবং দিনার মহান সম্রাটের নাম দ্বারা অলংকৃত করা হইয়াছে, হুসেন কুলি খান প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ইব্রাহীম হুসেন মির্যার ধ্বংসের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

জমারী[২] শহরে তিনি সত্য ধর্মের অনুগামীগণের নেতা খাজা আবদুল শহীদের খেদমত করিয়া তিনি নিজেকে সম্মানীত করিলেন। শেষোক্ত জন তাহাকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করিয়া তাহাকে তাহার বিশেষ পোশাকটি উপহার দান করেন এবং তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার অনুমতি দান করেন এবং তাহার জন্য দোয়া এবং মোনাজাত করেন; আর তলম্বা শহরে আগমন করিয়া তিনি বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন, যাহার বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

যেহেতু মহান খলিফা ই-ইলাহী গুজরাট হইতে জয়লাভ এবং সাফল্য অর্জন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং রাজধানী ফতেপুরে বসবাস করিতেছিলেন, হুসেন কুলি খান তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিতে ঐ স্থানের অভিমুখে গমন করেন, আর মাসুদ হুসেন মির্যাকে তাহার সঙ্গে নিয়া যান; এবং দরবান চুম্বন করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মাসুদ হুসেন মির্যাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করা হয়। অন্যান্য বন্দীগণের যাহাদের সংখ্যা প্রায় তিনশত হইবে, গলায় গরুর চামড়া বিভিন্ন রূপ হাস্যোদ্দীপকভাবে পেচাইয়া সম্রাটের সম্মুখ দিয়া নেওয়া হয়.[৩] এই সময়ে মাসুদ হুসেন মির্যার বিকৃত দর্শনকারী চক্ষুগুলিকে সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহার মহান উদারতার ফলে তাহার চক্ষু খুলিয়া দিবার নির্দেশ দান করেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যেন অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু অল্প কয়েকজন যাহারা উশৃঙ্খলতা সৃষ্টির নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। একই দিনে সঈদ খানেরও আনুগত্য প্রকাশের সৌভাগ্য হয়। তিনি ইব্রাহীম হুসেন মির্যার শির মাটিতে নিক্ষেপ করেন। শেষোক্ত জনের ইন্তেকালের পর ইহা তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হয় এবং তিনি ইহা সঙ্গে করিয়া দরবারের সম্মুখে আনয়ন করেন এবং বহু অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানীত হন।

---

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ লেখা আছে যেমন বাকি, বাকির এবং বাকর।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নাম জমারী এবং জমিয়ারী এই দুই প্রকার দেওয়া আছে। বদাওনী লিখিয়াছেন চমারী।

৩. এই সম্বন্ধে আবুল ফযল বলেন "তাহাদিগকে গরুর চামড়া দিয়া, যেগুলি হইতে শিং অপসারণ করা হয় নাই, মোড়াইয়া আনা হয়; আর ইহাতে দরবারে হাস্যরোলের সৃষ্টি হয়।"

www.alimaanfoundation.com

যদিও তখন গুজরাটে আর কোনরূপ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল না এবং ঐ দেশের অধিকাংশ দুর্গই সম্রাটের কর্মচারীগণের দখলে আসিয়া গিয়াছিল, তবু দরবারের প্রত্যেকটি কর্মচারীকে, যে ঐ অভিযানের সঙ্গে বিজয়ী রেকাবের সঙ্গে গমন করিয়াছিল রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; এবং তাহাদিগকে পুনরায় আযম খানকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করেন। আর রাজকীয় বাহিনীর খিলাফতের সিংহাসনের পাদপীঠে প্রত্যাবর্তনের পর তিন মাসও অতিবাহিত হয় নাই, যখন গুজরাট হইতে নূতন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সংবাদ ক্রমাগত আসিতে আরম্ভ করে আর আযম খানের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য প্রেরণের এক আবেদন আসিয়া পৌঁছে।

সৌভাগ্যশালী বাহিনী রাজধানীতে আগমনের পর গুজরাটে যে সব ঘটনা ঘটে তাহার কতিপয় ঘটনার বিবরণ

যখন প্রজাপালক মহান বাদশা গুজরাট প্রদেশের ব্যাপারসমূহের সুব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া রাজধানী ফতেপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, বিজয়ী বাহিনীর শক্তি এবং ক্ষমতার জন্য যেসব বিদ্রোহী ও শান্তিভঙ্গকারী আনাচে কানাচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল এবং শান্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনরায় মাথা তুলিল। ইহাদের মধ্যে ছিল ইখতিয়ারুল মুলক গুজরাটি; ইনি আবিসিনীয় এবং গুজরাটি লোকদের সংগ্রহ করিয়া আহমদনগর শহরটি এবং চতুর্দিকের অঞ্চলটি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং আহমদাবাদ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন; আর মুহম্মদ হুসেন মির্যা, যিনি সুরাট দুর্গ পুনর্দখলের দৃঢ় সংকল্প লইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ স্থানের জায়গীর-দার কুলিজ খান দুর্গের রক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করিলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ফলে মুহম্মদ হুসেন মির্যা সুরাট বিজয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেন এবং অবিরাম পথ চলিয়া দ্রুতগতিতে কাম্বায়েত বন্দরে গমনের প্রয়াস পাইলেন।[১] ঐ স্থানের শিকদার (গভর্ণর) হাসান খান করকরাক[২] তাহার মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া অপর একপথে ঐ স্থান হইতে পলায়ন করেন এবং আহমদাবাদে আগমন করেন।

---

১. আকবরনামাতে আছে যে কাম্বায়েত (কাম্ব) গমনের পূর্বে তিনি বরোজ (ব্রোচ) গমন করেন, এবং কুতবুদ্দীনের কর্মচারীগণের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি তাহা অধিকার করেন।"

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে বলা হইয়াছে করকরাক আর ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে করকরাহ। আর আকবরনামার অনুবাদে দেওয়া আছে হাসান খান (খাজাঞ্চী); এক টীকাতে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত উপাধিটি হইবে করকরাক, ইহা একটি তুর্কী শব্দ, অর্থ 'পোশাক-রক্ষক'।

www.alimaanfoundation.com

খান-ই-আযম, মুহম্মদ হুসেন মির্যাকে দমনের জন্য নৌরঙ্গ খান এবং সৈয়দ হামিদ বুখারীকে প্রেরণ করেন ; আর তিনি স্বয়ং ইখতিয়ারুল মুলক কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য আহমদনগর এবং ইদর অভিমুখে অগ্রসর হন। নৌরঙ্গ খান এবং সৈয়দ মুহম্মদ বুখারী যখন কামবায়তের উপকণ্ঠে উপনীত হন, তখন মুহম্মদ হুসেন মির্যা শহর হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং তাহাদের সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করেন। কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলিতে থাকে ; এবং সৈয়দ বাহাউদ্দীন বুখারীর পুত্র সৈয়দ জালাল,[১] যিনি আমীরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এইরূপ এক যুদ্ধে নিহত হন।

অবশেষে মুহম্মদ হুসেন মির্যা উপলব্ধি করেন যে তিনি বাদশাহের মহান নিয়তির সমকক্ষ নন, এবং নৌরঙ্গ খান এবং সৈয়দ হামিদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করেন। এবং ইখতিয়ারুল মুলকের নিকট গমন করিয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করেন। খান-ই-আযম ইখতিয়ারুল মুলককে দমন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, এবং আহমদনগরের উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাকে আক্রমণের জন্য কয়েকবারই সৈন্য প্রেরণ করেন ; আর কয়েক দিন ধরিয়া আহমদনগর এবং ইদরের মধ্যস্থলে তাহাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় ; আর ইহাতে জয় পরাজয় অনিশ্চিত[২] থাকিয়া যায়। এই সময়ে সংবাদ আসে যে শির খান ফুলাদীর পুত্রগণের সৈন্যবাহিনী এবং জুঝর খান হাবসীর পুত্রের সেনাবাহিনী, চাঙ্গিস খানের হত্যার শাস্তি জুঝর খানের প্রাণদণ্ড বিধান করা হইয়াছিল, এবং মুহম্মদ হুসেন মির্যা শত্রুর সহিত যোগদান করিয়াছে ; আর দিনে দিনে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার ফলে তাহারা স্থির করেন যে তাহারা অন্য এক পথ ধরিয়া দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া আহমদাবাদ গমন করিবেন। এই সংবাদ শুনিয়া খান-ই-আযম আহমদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তথায় পেঁাছিয়া বহরোজে এক সংবাদ প্রেরণ করিয়া কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খানকে তলব করেন। শেষোক্ত জন তাহার সৈন্যদলসহ আহমদাবাদে আগমন করেন এবং তাহার সঙ্গে যোগদান করেন। ইখতিয়ারুল মুলক এবং মুহম্মদ হুসেন মির্যা এবং অন্যান্য বৈরী নেতাগণ বিশ সহস্র অশ্বারোহী সংগ্রহ করেন, ইহাদের মধ্যে ছিল মুঘল, এবং গুজরাটি এবং হাবসী এবং আফঘান এবং রাজপুত সৈন্য, আর তাহারা আহমদাবাদের উপকণ্ঠে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ইহাদের রাজাও ঐ দুর্ভাগা বাহিনীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন।

১. আকবরনামার মতে সৈয়দ বাহাউদ্দীন স্বয়ং প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং তাহার জীবন দান করেন।

২. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'পরাজয়'।

www.alimaanfoundation.com

তাহারা যখন আহম্মদাবাদের সন্নিকটে আগমন করিল তখন খান আযম এবং কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান নিজেদের ঐ শহরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, কারণ কতিপয় নেতার যাহাদের নিজস্ব অনুচর দল ছিল, প্রতি তাহাদের কোন আস্থা ছিল না। কিন্তু প্রতি-দিনই তাহারা এক দল লোক দুর্গের বাহিরে প্রেরণ করিত আর তাহারা দুর্গের পাদদেশে সাহসের সহিত যুদ্ধ করিত। এইসব সংঘর্ষে একদিন খান কলানের পুত্র ফাজিল মুহম্মদ খান দুর্গ হইতে বহির্গত হন এবং শত্রুর সঙ্গে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের বহু সংখ্যক লোক বিনাশের ধূলিতে নিক্ষেপ করেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি বর্শার আঘাত হইতে জখম হইয়া শহীদ হন। খান আযম ঘটনাবলীর দৈনিক রিপোর্ট প্রেরণ করিতেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন আর সম্রাটের আগমনেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১] বিশ্ব বন্দিত বুদ্ধিমত্তা অতঃপর সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি দ্বিতীয়বার গুজরাট অভিমুখে তাহার সংকল্পের রাশ পরিচালনা করিবেন ; আর ঐ দেশের মাঠ বিদ্রোহীগণের অস্তিত্বের দূষিত প্রভাব হইতে বিশুদ্ধ করিবেন এবং কাফিরদের আশা আকাঙ্ক্ষার বৃক্ষ নির্মূল করিবেন।

দ্বিপদী কবিতা

বিজয়ের মেঘ স্নিগ্ধ করিল
যে ইহার এক বিন্দু সকল ধূলার অবসান করিবে।

যেহেতু খান আযমের সাহায্যের জন্য আবেদন পর পর অতি দ্রুত আসিতে লাগিল, মহান খলিফা-ই-ইলাহী রাজকীয় কার্যাবলীর কার্য-নির্বাহকগণকে আর রাজকীয় কারখানাগুলির তত্ত্বাবধায়কগণকে তলব করিলেন এবং তাহাদিগকে এই অভিযানের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দান করিলেন। যেহেতু প্রথম অভিযানটি এক বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল, আর ইহা এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী হইবার ফলে বিজয়ী বাহিনীতে সাজসরঞ্জামের অভাব দেখা দেয়, আর যেহেতু তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদের এত সময় নাই যে তাহারা তাহাদের জায়গীর হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাজসরঞ্জামের অভাব দূর করিতে সক্ষম হইবেন, ফলে মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহার সমুদ্রের ন্যায় উদার হস্ত মুক্ত করিয়া অর্থ বিলি করেন ; আর তাহার পূর্ণ কোষাগার হইতে আকাশের ন্যায় বিরাট বাহিনীর

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে আছে "যাহা ভাগ্য ও নিয়তির সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলে এবং বিজয় ও সাফল্যের সঙ্গে পাশাপাশি আসন গ্রহণ করে" অর্থাৎ যাহা অদৃষ্ট এবং বিজয়ের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

www.alimaanfoundation.com

সৈন্যগণকে প্রচুর স্বর্ণ এবং ধন-রত্ন ভাতা ও পুরস্কাররূপে বরাদ্দ করেন; আর তিনি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেও বিশেষ মনোযোগ দান করেন। তিনি আগেভাগেই শুজাত খানের অধীনে রাজকীয় সাজসরঞ্জাম[১] প্রেরণ করেন এবং দ্রুত গমনের সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি তাহার কতিপয় নিজস্ব অশ্ব অভিযানের সঙ্গে গমনের জন্য খাজা আকা জানের নিকট প্রদান করেন। তিনি দেওয়ানীর (রাজস্ব বা অর্থ বিভাগের) দায়িত্বপূর্ণ অফিসারগণকে নির্দেশ দেন যেন তাহারা সেনাবাহিনী সম্পর্কিত সকল ব্যাপার অতি দ্রুত সম্পন্ন করেন, বিশেষতঃ যাহারা এই অভিযানে তাহার মহিমাময় রেকাব অনুসরণ করিবে। যে আমীরগণ বিভিন্ন ব্যাপারে কার্য সম্পাদন করিতেছিলেন, তাহারা যাহা কিছুই সম্পূর্ণ করেন, দাজাওয়ালকে তাহা সেই দিনেই শহরের বাহিরে নিয়া অগ্রভাগে যেসব সাজসরঞ্জাম যাইবে তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিত।[২] তিনি তাহার অলৌকিক কথায় জিহ্বায় বহুবার উচ্চারণ করেন যে যদিও তিনি এত সব চেষ্টা করিয়া সৈন্যগণকে আগেভাগে প্রেরণ করিতেছেন, তবু কেহই কার্যক্ষেত্রে তাহার পূর্বে পৌঁছিতে পারিবে না; আর প্রকৃতপক্ষে ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

যখন অধিকাংশ আমীর এবং সৈন্য গুজরাট অভিমুখে গমন করিলেন, তখন সম্রাট চমৎকার কার্য সম্পাদনের জন্য হুসেন কুলি খানকে খান জাহান উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং তাহাকে তাহার ভাতা[৩] এবং জায়গীর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন আর তাহাকে পূর্বের ন্যায় বিশেষভাবে লাহোরের শাসনভার আর সাধারণভাবে সমগ্র পাঞ্জাবের শাসনভার প্রদান করেন এবং তাহাকে তাহার শাসন কেন্দ্রে গমনের অনুমতি প্রদান করেন; আর ঐ দিনে খান কাহারও পদোন্নতি বা ভাতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে কোন নিবেদন করেন তাহার প্রতিটিই গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্মানীত করা হয়। আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে রাজা তোডরমল[৪]

---

১. আকবরনামাতে এই স্থানে বলা হইয়াছে রাজকীয় হারেম; "পবিত্র হারেম বহু বিশ্বস্ত অফিসারদের যেমন শুজাত খান, রাজা ভগবান দাস, সৈয়দ মুহম্মদ বারহা এবং রায় রাম সিংহের দায়িত্বে প্রেরণ করেন।" একটি পাণ্ডুলিপিতে শুজাত খানকে শুজা খান বলা হইয়াছে।

২. এই পদটি ইলিয়টে নিম্নরূপ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, "ব্যাপার ত্বরান্বিত করিবার জন্য তিনি একই দিনে তাহার অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীর লোকদের তাহার সাজ-সরঞ্জামের দলের সঙ্গে যোগদানের জন্য শহরের বাহিরে প্রেরণ করেন।"

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে ভাতার স্থলে মনসব আছে।

৪. ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না, রাজা তোডরমলকে হুসেন কুলি খানের সঙ্গে পাঞ্জাব প্রেরণ করা হইয়াছিল কিনা। ইলিয়টের অনুবাদে ঐ রূপই দেখান হইয়াছে যে তিনি পাঞ্জাব গমন করিবেন; কিন্তু আকবরনামা অনুযায়ী রাজা তোডরমলকে অন্যান্য অফিসারগণের সঙ্গে "শাহযাদাগণ ও রাজধানীর" দায়িত্বে রাখিয়া যাওয়া হয়।

www.alimaanfoundation.com

খান জাহান হুসেন কুলি খানের গৃহে গমন করিবেন এবং তাহার সহিত আলোচনা করিয়া এবং তাহার পরামর্শ অনুযায়ী পাঞ্জাবের আমীরদের ব্যাপারসমূহের ব্যবস্থা করিবেন। একমাত্র মির্যা ইউসুফ খান ছাড়া পাঞ্জাবের অন্যান্য সকল আমীরগণকেই খান জাহানের সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মির্যা ইউসুফ খান এবং মুহম্মদ যমান[১] যাহার ব্যবহারে বুদ্ধিমত্তা ও সততার ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, ঐ শুভ যাত্রায় রাজকীয় রেকাবের অনুসরণ করেন। মুলতানের গভর্ণর সঈদ খানকেও তাহার জায়গীরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। তাহার ভ্রাতা মখসুস খানকে যিনি ক্রমবর্ধমানভাবে সম্রাটের নৈকট্যলাভ এবং পদোন্নতির ফলে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সম্রাট এই ভ্রমনে তাহার সঙ্গী করিয়া নেন।

আঃ হিজরী ৯৮১ সনের (২৩ আগস্ট, ১৫৭৩ খ্রীঃ) অর্থাৎ অষ্টাদশ ইলাহী বৎসরের রবিউল আখির মাসের ২৪ তারিখে রবিবার প্রাতঃকালীন আহারের সময় সম্রাট একটি সহজ-গতি দ্রুতগামী স্ত্রী উটে[২] আরোহণ করিলেন। সম্রাটের এবং দরবারের অনুচরগণ এবং পরিচারকগণ এক কুজ বিশিষ্ট দ্রুতগামী আরবী উটে, যাহারা সর্বদা ভোরের মলয় সমীরণ হইতে ধূলি সরাইয়া নেয়, আরোহণ করেন এবং পাশাপাশি চলিতে থাকেন। তুডা[৩] শহরে পৌঁছিবার পূর্বে ঐ দিন তিনি আর রাশ টানেন নাই আর ঐ শহরে পৌঁছিয়া যাহা কিছু পাইলেন তাহাই আহার করিলেন; আর তাহার দ্রুত গমনের রাশ আল্লাহর নির্দেশের উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি সোমবার অতি ভোরে হনস মহলে[৪] এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিলেন এবং মঙ্গলবারের রাত্রি এক পহর অতীত হইবার পর তিনি মৌজা মুইযাবাদে[৫] পৌঁছেন। যেহেতু কিছু ক্লান্তি সম্রাটের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল আর যেহেতু তাহার কতিপয় পরিচারক পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি অল্প সময়ের জন্য ঐ স্থানে অপেক্ষা করেন যাহাতে ক্লান্তি দূর করিতে পারেন। পরিচারকগণ যখন পুনরায় জড়ো হইলেন তখন তিনি একটি দ্রুতগামী যানে আরোহণ

---

১. আকবরনামাতে মুহম্মদ যমান সম্রাটের সঙ্গে গমনের কোন উল্লেখ নাই।

২. বদাওনীর মতে আকবর এবং তাহার পরিচারকগণ সকলেই বুখতিতে বা দুই কুজ বিশিষ্ট উটে আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন। আকবরনামাতে আছে যে আকবর স্ত্রী উটে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৩. আগ্রা হইতে সত্তর মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত; ফলে ফতেপুর সিক্রি হইতে এই স্থান পঞ্চাশ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা জয়পুরে অবস্থিত। বদাওনী এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম তোডা ভীম।

৪. ইলিয়টের অনুবাদে নামটি হনস্-মহাল লিখা হইয়াছে।

৫. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নামটি মুইযাবাদ লিখা আছে, কিন্তু একটিতে আছে, মুইযবাবাদ, ইলিয়টের অনুবাদে নামটি মুইযাবাদ লিখা হইয়াছে। ইহা জয়পুর হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

করিলেন এবং সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিলেন ; আর বুধবার, মাসের ২৬ তারিখে পথের ধূলিমাখা অবস্থায় তিনি আলোকজ্জ্বল, যাহারা আল্লাহর সহিত মিলিত হইয়াছেন তাহাদের ধ্রুবতারা খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর (আল্লাহ যেন তাহার আত্মাকে পবিত্র করেন কবরে পৌঁছেন ; তিনি প্রদক্ষিণের কর্তব্য সম্পাদন করিলেন এবং বেহেশতের ন্যায় কবরের পরিচারকগণের আর প্রকৃতপক্ষে আজমীরের[১] সকল অধিবাসীর ভিক্ষাবৃত্তি দূর করেন। তিনি তাহার বাসের জন্য যে চমৎকার প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তথায় তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। বিকালে তিনি পুনরায় আজমীর হইতে যাত্রা করিলেন এবং তাহার অভিযান অব্যাহত রাখিলেন। সম্রাটের অনুচরগণের মধ্যে খান খানান বৈরাম খানের পুত্র মির্যা খান, যিনি বর্তমানে উত্তরাধিকারসূত্রে এবং যোগ্যতা ও কৃতিত্বের ফলে খান খানানের মহা উপাধি দ্বারা সম্মানীত হইয়াছেন এবং সইফ খান কুকা এবং জইন খান কুকা[২] এবং খাজা আবদুল্লা কুজাক এবং খাজা মীর থিয়াসুদ্দীন আলী আখুন্দ, যিনি বর্তমানে ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞানে জনবসতিপূর্ণ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশে অতুলনীয় এবং যিনি নকিব খান উপাধি দ্বারা সম্মানীত হইয়াছেন এবং মীরযাদা আলী খান[৩] এবং দসতম খান এবং মির্যা ইউসুফ খানের ভ্রাতা মীর মুহম্মদ যমান এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ খান ; এবং খাজা ঘিয়াসুদ্দীন আলী বখ্শী, যিনি বিজয় লাভের পর আসফ খান উপাধি দ্বারা সম্মানীত হন। ইহারা সম্রাট যখন বিশ্ববিজয়ী ছত্রের ছায়ায় আরোহণ করেন তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সমস্ত রাত্রি পৃথিবী পরিভ্রমন করেন। প্রকৃত ভোরের সময় শাহ কুলি খান মাহরাম এবং মুহম্মদ কুলি তোকবাই[৪], যিনি ইহার পূর্বে ফতেপুর বিদায় গ্রহণের অনুমতি লাভ করিয়া, ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন, আনুগত্য প্রকাশের সম্মান লাভ করিলেন। যাত্রা পুনরারম্ভ করিবার সময় অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকগণ সংবাদ আনিলেন যে বিজয়ী বাহিনী, যাহারা পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিল ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ পালি[৫] শহরে অবস্থান করিতেছে। মহান খলিফা-ই-ইলাহী খাজা আবদুল্লাহ

---

১. আকবর যে স্থান হইতে যাত্রা করেন সেই ফতেপুর হইতে আজমীরের দূরত্ব দুইশত মাইল।

২. জইন খানের নাম একটি পাণ্ডুলিপিতে নাই, অন্যান্য সবগুলিতে আছে।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে মির্যা আলী খান, অন্যান্য সবগুলিতে আছে মীরযাদা আলী খান।

৪. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে ইহা তোকবাই আছে, আর একটিতে আছে লুকিয়া। ইলিয়টের অনুবাদে ইহা তুখবানী দেওয়া আছে। আকবরনামাতে আছে তোকবাই। এই স্থানে ইহাই গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫. আকবরনামা অনুযায়ী আজমীর হইতে পালি পর্যন্ত পর্যায়গুলি নিম্নরূপ। আজমীর হইতে আকবর অপরাহ্ণে যাত্রা করিলেন এবং পুনরায় সকালে। তিনি মির্থা আগমন করিলেন, তথায় তিনি [illegible]

www.alimaanfoundation.com

এবং আসফ খান বকসী, এবং খায়সাল দরবারীকে সম্মানে ভূষিত করিলেন এবং তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে নিলেন ; আর অষ্টাদশ ইলাহী বৎসরে অর্থাৎ আঃ হিজরী ৯৮১ সনের ২রা জমাদিউল আউয়াল তাহারা দিসা[১] শহরে আগমন করিলেন ; ইহা পত্তন হইতে বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বকসী লংকার পুত্র শাহ আলী, যাহার এক বিবরণ মহান সম্রাট জিন্নাত আসিয়ানীর (হুমায়ুন) ইতিহাসে দেওয়া হইয়াছে, এবং যিনি মীর মুহম্মদ খান কলানের আমলের পূর্ব হইতেই দিসা শহরের সিকদার ছিলেন, ছুটিয়া আসেন, এবং তাহার খেদমত ও ভক্তির মুখ সম্রাটের চরণের ধূলায় স্থাপন করেন।[২] সম্রাট অতঃপর মীর বকসী আসফ খানকে মীর মুহম্মদ খানের নিকট প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি শেষোক্ত ব্যক্তিকে তাহার নিকট যে সৈন্য হাজির ও প্রস্তুত আছে তাহা সহ আগমন করিয়া যেন পত্তনের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী বালিসানা[৩] শহরে

ঘরি অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এই স্থানে তিনি একটি কাল হরিণ এবং একটি চিতা শিকার করিলেন এবং মধ্যরাত্রিতে পুনরায় যাত্রা করিয়া তিনি গোজাত (জোধপুরে পৌঁছিলেন এবং তথায় বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করিলেন। তিনি যখন অশ্বে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয় যে হাবেস এবং সেনাবাহিনী পালিতে (জোধপুরে) আছে।

১. আকবরনামা হইতে দেখা যায় যে আকবর পালি হইতে অল্প দূরে গমন করেন এবং তখন জানিতে পারেন যে সংবাদটি মিথ্যা। অতঃপর তিনি ভগবানপুরে তাঁহার অনুচরদের সহিত পুনরায় যোগ দেন। এইক্ষণে তিনি সিরোহী হইয়া গুজরাট গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কারণ ইহাই সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথ ; কিন্তু তাহার অনুচরগণ প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার জলাউর হইয়া যাওয়া উচিত। আকবর ইহাতে সম্মত হন না ; কিন্তু তাহার অনুচরগণ অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক দণ্ডনাকে জলাউরের পথ ধরিতে প্ররোচনা দিলেন। রাত্রিতে তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু ভোর বেলা তাহারা জলাউরের অধীনস্থ এক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহারা যখন ঐ জেলাটিতে পৌঁছিলেন তখন তাহারা অগ্রবর্তী বাহিনীর ঢাকের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। দিনের দুই ঘরির সময় জলাউরে পৌঁছিয়া আকবর কিছুকালের জন্য হারেমে গমন করিলেন এবং শাহবায খান এবং কামাল খানকে সঙ্গে লইয়া তিনি মধ্যরাত্রিতে জলাউর ত্যাগ করিলেন এবং শনিবার দুপুর বেলা পত্তনওয়াল পৌঁছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ তথায় আরাম করিলেন এবং তৎপর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করেন এবং রবিবার শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি আর কোন বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। সোমবার শুরু হইবার পূর্বক্ষণে তিনি দিসা শহরে পৌঁছিলেন।

২. আকবরনামাতে দেখা যায় যে তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে ইহা একটি শত্রু বাহিনী এবং দুর্গের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা ভুল বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে যান এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন।

৩. আকবরনামাতে ইহা বালিয়ানা আছে কিন্তু এই গ্রন্থের ইংরাজীর অনুবাদক মিঃ বিভারিজ তাবাকাতের লেখক নিযামুদ্দীনকে অনুসরণ করিয়া ইহা বালিসানা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের মতে বরোদার কাদি মহকুমায় বালিসানা নামে একটি স্থান আছে। বোম্বে গেজেটিয়ারে বলসিনোর নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি মনে করেন যে ইহার প্রকৃত নাম হইবে মহসানা, ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে যাহার নাম দেওয়া আছে মসাওয়া ; ইহা আহমদাবাদ হইতে তেতাল্লিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু পত্তন হইতে ইহার দূরত্ব পাঁচ ক্রোশেরও বেশী। বদাওনী লিখিয়াছেন বালিয়ানা।

www.alimaanfoundation.com

সৌভাগ্যশালী শিবিরে যোগদান করিতে পারে। মধ্যরাত্রিতে তিনি বালিসানা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি পত্তনের পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন এবং রাজকীয় প্রাতঃরাশের সময় বালিসানা শহরের বিপরীত দিকের প্রান্তর মহা সেনাবাহিনীর শিবির স্থাপনের স্থানে পরিণত হইল; আর পবিত্র পতাকাসমূহের আগমনের প্রায় একই সময়ে তাহার বাহিনীসহ মীর মুহম্মদ খান এবং বহু সংখ্যক আমীর এবং সম্রাটের অনুচর যেমন উযির খান এবং শাহ্ ফখরুদ্দীন খান মশহাদী, যাহার উপাধি ছিল নকাবত খান এবং দিল্লীর গভর্ণর তাহির মুহম্মদ খানের পুত্র তৈইব খান এবং রাজ-পুতনায় বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ব্যক্তি যেমন রাজা ভগবান দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র খাঙ্গর, যিনি ইহার পূর্বেই খান আযমকে সাহায্য করিবার জন্য ফতেপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু যিনি নিরাপত্তা বিধানের জন্য পত্তনের পর আর অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই, আকাশের ন্যায় মহান সম্রাটের নিকট আগমন করিলেন এবং তাহাদের খেদমত উপহার দিবার সম্মান লাভ করিলেন। এই স্থানে ভাগ্যের ন্যায় অমোঘ এক নির্দেশ জারি করা হইল যে বিজয়ী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরের পরিদর্শন মাঠে সন্নিবেশ করা হইবে, আর ইহা পুনরুত্থানের প্রতিরূপ হইয়া উঠিল। মহান আমীরগণ তাহাদের সৈন্যগণকে যুদ্ধ সন্নিবেশে সজ্জিত করিলেন, আর সাহসী লোকগণ যাহারা বহু যুদ্ধ দেখিয়াছেন এবং যুদ্ধের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাহারা মাঠে আগমন করিলেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী অত্যন্ত অভিনিবেশ সহ-কারে অপরাজেয় সেনাবাহিনী পরিদর্শন করিলেন আর যদি তিনি বিজয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এবং আধ্যাত্মিক জগতের ফেরেশতাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেন, তবু বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করিয়া তিনি সেনাবাহিনীর কলবের (কেন্দ্রের), যাহাকে কউলও বলা হয়, আর যাহা সুলতান-ই-লস্কর (প্রধান সেনাপতি) এর স্থান, অধিনায়কত্ব খান খানান বৈরাম খানের সুযোগ্য পুত্র মির্যা খানের উপর ন্যস্ত করিলেন, তিনি তখন তাহার জীবনের উত্তম সময়ে পৌঁছিয়াছেন এবং তাহার সরল ও প্রাণখোলা ব্যবহার হইতে তাহার সৎ বংশের ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সৈয়দ মাহমুদ খান বারহাকে, যিনি সাহস ও বীরত্বে তাহার সমবয়সীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন এবং শুজাত খান এবং সাদিক খান এবং অন্যান্য অনেককে কেন্দ্র বাহিনীতে বহাল করিলেন; আর ডান পার্শ্ব বাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং ঐ বাহিনীর তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল মীর মুহম্মদ খান কলানকে। বাম পার্শ্ব বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হইল উযির খানের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায়। মুহম্মদ কুলি খান তোকবাই এবং তরখান দিওয়ানাসহ বহু সাহসী যোদ্ধাকে স্থাপন করা হইল অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনীতে; আর তিনি স্বয়ং আল্লাহর অনুগ্রহ ও বিজয় লাভ সঙ্গে নিয়া এবং একশত

www.alimaanfoundation.com

বাছাই করা অশ্বারোহীসহ, যাহাদের প্রত্যেককেই সহস্র সহস্র লোকের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া নেওয়া হইয়াছে, সংরক্ষিত বাহিনীরূপে রহিলেন; আর এই কর্তব্য গ্রহণ করিলেন যে যখনই কোন বাহিনীতে কোন বাধা বিপত্তি দেখা দিবে তিনি স্বয়ং সশরীরে গিয়া তাহা দূর করিবেন এবং সংশোধন করিবেন সেনাবাহিনীর সন্নিবেশের ব্যবস্থা করিবার পর এক মহান নির্দেশ জারি করা হয় যে কেহই যেন তাহার সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়। ইহা সত্ত্বেও আকাশের ন্যায় যাহা রক্ষা করে সেই পতাকার ছায়ার নীচে তিন সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না; আর শত্রুসেনাদের সংখ্যা ছিল বিশ সহস্র; মহান খলিফা-ই-ইলাহী দৃঢ় সংকল্পের রাশ আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ছাড়িয়া দিলেন; আর দিনের শেষ দিকে বালিসানা শহর হইতে যাত্রা করিলেন এবং আহমদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি খান আযমের নিকট চর প্রেরণ করিয়া তাহাকে বিজয়ী পতাকার অগ্রসর হইবার সংবাদ দিলেন। তাহারা সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিল আর ৩রা জুমাদিউল আউয়াল মঙ্গলবার, সৌভাগ্যের সূর্য কারি শহরের উপকণ্ঠে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; এই স্থানটি আহমদাবাদ হইতে বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক দল সংবাদ আনিল যে শত্রুর বড় একটি বাহিনী, সম্রাটের বাহিনীর অশ্বের খুর দ্বারা যে ধুলি উত্থিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে করিয়াছে যে পত্তন হইতে কোন সেনাদল আক্রমণ করিতে আগমন করিতেছে, এবং অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত হইয়া শহর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এক নির্দেশ জারি করা হইল যে অপরাজেয় বাহিনীর এক দল সৈন্য তৎক্ষণাৎ ঐ শত্রুদের ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইবে। তাহারা তাহাদিগকে শুধু পথ হইতে তাড়াইয়া দিবে, দুর্গটি অধিকার করিবার চেষ্টা করিবে না।[১] বিজয়ী বাহিনী যখনই ঐ দুর্ভাগাদের নিকট পৌঁছিল, তৎক্ষণাৎ তাহারা চক্ষের নিমেষে তাহাদের অস্তিত্বের স্পর্শ হইতে মাটিকে বিশুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অল্প কিছু সংখ্যক যাহারা মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল তাহারা নিজেদের দুর্গের মধ্যে নিক্ষেপ করিল যেহেতু দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়া তাহাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেনাবাহিনীটি কারি শহর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে গমন করিয়াছিল।

---

১. আকবরনামা অনুযায়ী দুর্গটি দখল করিবার প্রচেষ্টা করা সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। শত্রু বাহিনী যখন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং অফিসারগণ দুর্গটি অধিকার করিবার আয়োজন করিতে থাকে তখন আকবর স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন এবং কতিপয় অভিজ্ঞ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহাদের এখন কি করা উচিত। তাহাদের কিছু সংখ্যক অবিবেচকের ন্যায় দুর্গটি আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু আকবর স্থির করিলেন যে তাহাদের সর্ব প্রচেষ্টা গুজরাটের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হওয়া উচিত আর দুর্গটি দখল করিতে গিয়া সময় নষ্ট করা উচিত হইবে না।

www.alimaanfoundation.com

তাহারা যখন ঐ স্থানে পৌঁছিল তখন সম্রাট সৈন্যদের এবং পশুগুলিকে কিছু বিশ্রাম দিবার জন্য থামিবার নির্দেশ দান করিলেন; আর ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া সূর্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিল। মহান বকসীগণ সেনাদিগকে সন্নিবেশ করিলেন আর তাহার সৌভাগ্যশালী সূর্যের ন্যায় ছত্রের ছায়ায় যাত্রা করিল এবং আহমদাবাদের তিন ক্রোশের মধ্যে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা আর রাশ টানিল না। সৌভাগ্যশালী স্থানটিতে, আকাশের ন্যায় মহান সম্রাটের এক আদেশ দেওয়া হইল যে সৈন্যগণ যেন তাহাদের সাজপোশাক পরিধান করিয়া নেয় এবং রাজকীয় অস্ত্রাগার তাহাদের সম্মুখে মেলিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে কেহ যদি তাহার সাজসজ্জা আনয়নে কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি করিয়া থাকে অথবা ঐগুলির মধ্যে কোন গলদ থাকিয়া থাকে, তবে ইহা হইতে উপযুক্ত জিনিসটি তাহাকে প্রদান করা হয়। রাজকীয় বাহিনীর আগমন সংবাদ দিবার জন্য এবং খান আযমকে ইহাতে যোগদানের জন্য আনয়ন করিতে খাজা খিয়াসুদ্দীন আসফ খানকে প্রেরণ করা হইল।

যেহেতু মহান খলিফা-ই-ইলাহী নয় দিনের মধ্যে ফতেহপুর হইতে আহমদাবাদের নদীর তীরে[১] আসিয়া উপস্থিত হন, কি প্রকারে তিনি ইহা করিতে সমর্থ হন তাহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। আর তিনি যখন তাহার অশ্বের রাশ টানিলেন তখন জানিতে পারিলেন যে শত্রুগণ তখন পর্যন্ত মত্ত অবস্থায় আছে, এবং অনবধানতা ও অবহেলার শয্যায় শায়িত রহিয়াছে। তিনি তাহার উদ্বুদ্ধ করা বাণীতে বলিলেন যে "সাহসী লোকদের অভ্যাস ইহা নয় যে তাহারা যে শত্রু তাহার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নয় তাহাকে আক্রমণ করিবে এবং তাহাকে অবাক করিয়া দিবে। তাহারা প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করিব"।[১] ইহার পর কাকের শব্দ এবং সিঙ্গার আওয়াজ শুনিয়া শত্রুগণ হতবুদ্ধি এবং শঙ্কিত হইয়া তাহাদের অশ্বে আরোহণ করে। অতঃপর মুহম্মদ হুসেন মির্যা দুই বা তিনজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নদী তীরে আগমন করে। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে সুভান কুলি তুর্ক ও দুই বা তিনজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ নদীর তীরে গমন করিয়াছিলেন। মুহম্মদ হুসেন মির্যা ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে ভাই, এইটা কাহার সেনাবাহিনী?" সুভান কুলি বলিলেন, "ইহা খলিফা-ই-ইলাহীর সৈন্যবাহিনী, ফতেপুর হইতে বেঈমানগণকে নির্মূল করিবার জন্য আগমন করিয়াছে।" মুহম্মদ হুসেন মির্যা বলিলেন "আমাদের গুপ্তচরগণ বলে যে তাহারা মাত্র চৌদ্দ দিন পূর্বে সম্রাটকে ফতেপুরে দেখিয়া আসিয়াছে।

---

১. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিগুলিতে বিভিন্নরূপ পাঠ দেখা যায়। কোনটিতে আছে আহমদাবাদের নদীর তীরে; আবার কোনটিতে আছে 'আহমদাবাদ' পরবর্তী পাঠ হইতে মনে হয় 'আহমদাদের নদীর তীরে' এই পাঠটিই সঠিক হইবে।

www.alimaanfoundation.com

আর ইহা যদি সম্রাটের বাহিনী হয় তবে সম্রাটের হস্তীসমূহ কোথায়, যেগুলি কখনও সম্রাটের রেকাব হইতে আলাদা হয় না।" সুভান আলী বলিলেন, "মস্ত হস্তীগুলি তাহাদের পর্বত প্রমাণ দেহ লইয়া কি করিয়া মাত্র নয় দিনের মধ্যে চারি শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে?"

অতঃপর মুহম্মদ হুসেন মির্যা অবাক ও হতবুদ্ধি হইয়া তাহার লোকদের নিকট গমন করেন এবং তাহার সৈন্যদের সন্নিবেশ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি ইখতিয়ারুল মুলককে পাঁচ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়া এই নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন খান আযমকে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিতে না দেন। অপেক্ষার সময় যখন দীর্ঘতর হইয়া আসিতে থাকে তখন এক নির্দেশ দেওয়া হয় যে অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনী নদী অতিক্রম করিবে; আর[১] যেহেতু এই সময়ে একজন সাধারণ সৈন্য একজন শত্রুর শির আনিয়া সম্রাটের অশ্বের পদতলে নিক্ষেপ করে, ইহাকে শুভ লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং নির্দেশ জারি করা হয় যে উযির খান ও বাম পার্শ্বের বাহিনী সহ নদী অতিক্রম করিবেন; অতঃপর সম্রাট স্বয়ং যে সব সৈন্য রাজকীয় ছত্রের ছায়ায় অবস্থিত ছিল, তাহাদের সহ নদী অতিক্রম করিলেন।

দ্বিপদী কবিতা[২]

বিজয়ের বিশ্বাস লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া
লৌহ পর্বত সমুদ্রের নিকটে আগমন করিল,
সেনাবাহিনী ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় ঐ দেশে আসিল
আর তাহার পাথর তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়াইয়া দিল।

নদী অতিক্রম করিবার সময় সেনাবাহিনীর সন্নিবেশ কিছুটা বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল; আর তাহারা সকলে একত্রে নদী হইতে উঠিয়া আসিল। তাহারা মাত্র সামান্য দূর সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে, আর তখন শত্রুদের এক বিরাট বাহিনী সম্মুখে

---

১. এই পংক্তিটি মাত্র দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, বাকীগুলিতে নাই। বদাওনীতেও এরূপ কোন পংক্তি নাই, তবে আকবরনামাতে অনুরূপ একটি পংক্তি দেখা যায় যাহাতে আছে, "আর তখনই একজন কর্মঠ যোদ্ধা একজন বিদ্রোহীর শির সম্রাটের নিকট হাজির করে।" ইহাও বিজয়ের একটি লক্ষণ।

২. চিতোর বিজয়ের সময়ও ঠিক এই পংক্তিগুলি উল্লেখ করা হয়। ঐ স্থানে এইগুলি ঠিক প্রযোজ্য নহে। এই স্থানে এইগুলি আরও অধিক অপ্রযোজ্য। মির্যাগণও মুসলমান ছিলেন, ফলে কোন ধর্ম যুদ্ধের কোন প্রশ্নই ছিল না, আর কোন দুর্গও ছিল না যাহা উড়াইয়া দিতে হইবে।

www.alimaanfoundation.com

দেখা গেল ; এবং মুহম্মদ হুসেন মির্যা পনের শত মুঘল সহ, যাহাদের প্রতিটি লোক নিজেকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিল, অন্যান্যগণের অগ্রে আগমন করিল। তাহারা মুহম্মদ কুলি খান তোকবাই এবং তারখান দিওয়ানার অধীনস্থ (রাজকীয় বাহিনীর) অগ্রবর্তী রক্ষী দলকে, তখন যাহাদের শরীরে পথের ধুলা আচ্ছন্ন ছিল, আক্রমণ করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আবিসীনিয়গণ এবং আফঘানগণ উযির খানের অধীনস্থ সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল[১] এবং দুই বাহিনীর যোদ্ধাগণ এক হাতাহাতি যুদ্ধে লিপ্ত হইল।

দ্বিপদী কবিতা

দুই বাহিনী ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত
তাহারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীদ্বয়কে সন্নিবেশ করিয়াছে ;
তুমি বলিতে পার যে আকাশ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে
মাটি তাহার কোল মৃতদেহে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

মহান খলিফা-ই-ইলাহী যখন তাহার অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীতে দুর্বলতা এবং বাধাবিপত্তির চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি এক ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় শত্রু বাহিনীর উপর নিপতিত হইলেন আর বেশ কিছু সংখ্যক অনুরক্ত অতি উচ্চস্বরে "ইয়া মুইন"[২] এই রণহুংকার ছাড়িয়া বিদ্রোহী সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিল। সৈয়দ খান কুকা এক ব্যর্থ আক্রমণ পরিচালনা করিলেন এবং সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইলেন। মুহম্মদ হুসেন মির্যা এবং শাহ্‌ মির্যা মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া এবং আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দুর্ভাগ্যের ধুলা তাহাদের মাথায় ছড়াইলেন, আর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিলেন। বিজয়ী বাহিনী পেছন দিক হইতে আসিয়া তাহাদের সেনাদের হত্যা করিল।[৩] সম্রাট তখন কতিপয় অনুচরসহ তাহার সৌভাগ্যশালী অশ্বের রাশ টানিলেন এবং দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

---

১. বদাওনী আরও বলেন যে "অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীকে আক্রমণ করিল এবং তাহাদের সম্মুখে তাহাদিগকে তাড়াইয়া নিয়া গেল।"

২. বদাওনীর মতে আকবর স্বয়ং এই 'ইয়া মুইন' (হে সাহায্যকারী) যুদ্ধ ধ্বনি তুলেন, আর ইহা ছিল ঐ সময়ে আর ঐ দিনে তাহার রণহুংকার। মিঃ বিভারিজ বলেন যে আকবর দুই অর্থে এই রণহুংকার ব্যবহার করিতেন, ইহার বিশেষ অর্থে তাহার পৃষ্ঠপোষক দরবেশ মুইনুদ্দীন চিশতীর স্মরণ করা হইত।

৩. এই পংক্তির শেষ দিকের অংশটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। যে অর্থ এই স্থানে দেওয়া হইয়াছে তাহাই সঠিক অনুমিত হয়।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

মুহম্মদ হুসেন মির্যা ইহার পূর্বেই আহত হইয়াছিলেন, ফলে প্রাণভয়ে তিনি অতি দ্রুতগতিতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু তিনি যেদিকে যাইতেছিলেন সেদিকে এক কাঁটা ঝোপ তাহার সম্মুখে পড়িল আর তিনি তাহার অশ্বকে লাফ দিয়া ইহা অতিক্রম করাইতে চাহিলেন; কিন্তু মৃত্যু তাহার ঘাড়ে ধরিল এবং তাহাকে মাটিতে নিক্ষেপ করিল এবং সম্রাটের গদা আলী নামক এক তুর্কী ভৃত্য, যিনি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সম্রাটের বাম পার্শ্ব বাহিনীর সেনাপতি উযির খান মহা অনুরাগের সহিত প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন এবং সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন। হাবসীগণ আর গুজরাটিগণ কিন্তু দৃঢ়তা প্রদর্শন করিল এবং পুনঃপুনঃ আক্রমণ পরিচালনা করিল, যতক্ষণ না তাহারা মুহম্মদ হুসেন মির্যা আর শাহ মির্যার পরাজয়ের সংবাদ শুনিল এবং তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। ডান পার্শ্ব বাহিনীর নেতা মীর মুহম্মদ খান[১] শির খান ফুলাদীর পুত্রগণকে বিধ্বস্ত করিলেন আর তাহার প্রাণবধকারী তরবারির আঘাতে দুরাত্মা শত্রুগণ তাহাদের অভিশপ্ত মুখ অপমানের মরুভূমির দিকে ফিরাইলেন।

দ্বিপদী কবিতা

বাদশাহের তরবারির ধার[২] এত তীক্ষ্ণ ছিল যে
তাহা দ্বারা যে ধুয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল তাহা প্রশমিত করা হইল।

যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাটের সৌভাগ্য তারকা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল তখন চতুর্দিক হইতে বিজয়ের দীপ্তি আর সাফল্যের বিদ্যুৎ চমকানি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সম্রাট জয়লাভ করিয়া এবং সৌভাগ্যশালী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের একদিকে নদী তীরে অবতরণ করিলেন এবং শোকরিয়া আদায় করিতে মনোযোগ দিলেন। খান কলানের ভৃত্যগণ, গদা আলী বদক্সী এবং অন্য একটি লোক অতঃপর আহত মুহম্মদ হুসেন মির্যাকে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিল। ইহাদের উভয়েই তাহাকে বন্দী করিয়াছে বলিয়া দাবী করিল। রাজা বীরবর, যাহার কতিপয় ব্যাপার পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের মধ্যে কে আপনাকে বন্দী করিয়াছে?" মুহম্মদ হুসেন মির্যা বলিলেন, "সম্রাটের নিমক আমাকে বন্দী করিয়াছে।" আর প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্য কথাই উচ্চারণ করিলেন। সম্রাট বিনীতভাবে

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে খানের পরে 'কলান' আছে।

২. آب শব্দটি দ্ব্যর্থ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার এক অর্থ পানি, আর অপর অর্থ তরবারির সুতীক্ষ্ণ ধার।

www.alimaanfoundation.com

এবং শালীনতার সহিত তাহাকে সামান্য [illegible]স্কার করিলেন এবং তাহাকে রায় সিংহের নিকট সমর্পণ করিলেন। সাহসের পরীক্ষা ক্ষেত্রের একজন বন্দী ছিলেন একজন ফকির (মজযুব, যিনি আল্লাহর সহিত একাত্মা হইয়াছেন) তাহার নাম ছিল শাহ মদদ[১] আর যিনি নিজেকে ইব্রাহীম হুসেন মির্যার কোকা বলিলেন। সম্রাট তিনি তাহার হস্তে যে সৌভাগ্যশালী বর্শা ধরিয়া ছিলেন তাহা দ্বারা তাহাকে মৃত্যুর ধুলায় নিক্ষেপ করিলেন আর সম্রাটের ভৃত্যগণের সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলা হইল। আর শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে এই লোকটিই সরনালের যুদ্ধে রাজা ভগবান দাসের ভ্রাতা ভুপতকে হত্যা করিয়াছিল।[২]

বিজয় লাভের পর এক দল শত্রু সৈন্য সন্নিবেশিত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল।[৩] অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকগণ সংবাদ আনিল যে, ইহা ইখতিয়ারুল মুলক গুজরাটির ইনি খান আযমের রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু এখন মুহম্মদ হুসেন মির্যার পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া শহরের গলিসমূহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মহান খলিফা-ই ইলাহী নির্দেশ দিলেন যে একদল সৈন্য যেন সম্মুখে অগ্রসর হয় আর তাহাদের প্রাণঘাতী তীরসমূহ দ্বারা আহত করিয়া শত্রুদের ফিরাইয়া দেয়। এই নির্দেশের পর তৎক্ষণাৎ ইখতিয়ারুল মূলককে দেখা যাওয়া মাত্রই কতিপয় রক্তক্ষয়ী অশ্বারোহী সৈন্য "ইয়া মুইন" রণহুংকার দিতে দিতে সম্মুখে ছুটিয়া গেল; আর তাহারা যে সব লোক অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনীতে ছিল তাহাদিগকে ধুলা ও রক্তের উপর নিক্ষেপ করিল। ইখতিয়ারুল মূলক মহা-আতঙ্কিত অবস্থায় নদীর তীর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। আর ঐ দিকেই ছিল রাষ্ট্রীয় পতাকার এবং সৌভাগ্যশালী পতাকার অবস্থানস্থল আর তিনি ইহার দুই পাশ দিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও অপমানিত অবস্থায় চলিয়া গেলেন এবং এত হতবুদ্ধি অবস্থায় পলায়ন করিলেন যে অপরাজেয় বাহিনীর সাহসী সৈন্যগণ, তাহারা যে সব তীর তাহাদের তুণ হইতে বাহির করিয়াছিল, সেইগুলি দ্বারাই তাহাদিগকে বধ করিল। এই সময় সুহরাব বেগ নামীয় একজন তুর্কমান ইখতিয়ারুল

১. ইলিয়টের অনুবাদে তাহাকে বলা হইয়াছে মর্দ আযমই শাদ, কিন্তু আকবরনামার অনুবাদে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে শাহ মদদ। আযন তথায় তাহাকে মির্যা কোকা এবং বিদ্রোহে তাহার অংশীদার বলা হইয়াছে।

২. আর আবুল ফযলের মতে এই ঘটনা জানা থাকিবার জন্যই সম্রাট তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করেন।

৩. এই স্থানে শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে "আর সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।" অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে কিন্তু এই পংক্তিটি নাই। কিন্তু মিঃ বিভারিজের আকবরনামার অনুবাদে আছে যে, যখন ইখতিয়ারুল মুলকের লোকদের দেখা গেল তখন "লোকেরা চিন্তা ভাবনা করিতে লাগিল যে ইহারা কাহারা ?

www.alimaanfoundation.com

মুলককে চিনিতে পারিল এবং তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। শেষোক্ত ব্যক্তি কাঁটা-ঝোপে আচ্ছন্ন এক প্রান্তরে আগমন করিয়া তাহার অশ্বকে লাফ দিয়া তাহা অতিক্রম করাইতে চেষ্টা করিলেন। আজরাইল তাহার অশ্বকে মাটিতে নিক্ষেপ করিল। সুহরাব বেগ নিজে তাহার অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ইখতিয়ারুল মুলক বলিলেন, "আপনাকে একজন তুর্কমানের মত দেখা যাইতেছে। তুর্কমানগণ মুর্তযা আলীর (আল্লাহ যেন তাহার প্রতি করুণা বর্ষণ করেন) দাস (অনুগামী)? আমি একজন বুখারার সৈয়দ, আমাকে হত্যা করিবেন না।" সুহরাব বেগ বলিলেন," আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি এবং আপনার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছি। আপনি ইখতিয়ারুল মুলক।" তিনি ইহা বলিলেন এবং তাহার নিষ্ঠুর তরবারির এক আঘাতে তাহার দেহ হইতে শির আলাদা করিয়া তাহার অশ্বে আরোহণ করিবার জন্য পেছনে ফিরিলেন। কিন্তু কেহ তাহার অশ্ব নিয়া গিয়াছিল। ফলে তিনি তাহার পোশাকের প্রান্ত দিয়া ইখতিয়ারুল মুলকের শির জড়াইয়া নেন এবং তাহা নিয়া যান। যে সময় ইখতিয়ারুল মুলক নদী তীরের দিকে পলায়ন করেন তখন সেই নদী তীর সম্রাটের পদক্ষেপের জাঁকজমকে সম্মানের আকাশে গৌরবের মস্তক বর্ষণ করিতেছিল। আর রায়সিংহের রাজপুতগণ, যাহাদের হস্তে মুহম্মদ হুসেন মির্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহারা যে হস্তীতে তাহাকে বসান হইয়াছিল তাহা হইতে তাহাকে মাটিতে নামাইয়া আনে এবং তাহাদের বর্শার আঘাতে তাহাকে হত্যা করে।

বিজয় লাভের পর আযম খান এবং আমীরগণ, যাহারা নিজেদের শহরে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাহির হইয়া আসেন এবং সম্রাটের পদচুম্বনের সম্মান লাভ করেন। মহান সম্রাট, পরম করুণা করিয়া খান আযমকে অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন এবং বিভিন্নরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে বৈশিষ্ট্য দান করে।

দ্বিপদী কবিতা

তাহাদের মঙ্গল সম্বন্ধে তাহার অনুসন্ধান মাত্রা ছাড়াইয়া যায়
অনুগ্রহের দান সীমা অতিক্রম করে।

খানগণের প্রত্যেকেই তাহাদের পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী করুণা ও অনুগ্রহ লাভ করিলেন। সম্রাট তখনও তাহাদের প্রতি প্রশ্ন করা শেষ করেন নাই, যখন সুহরাব বেগ তুর্কমান তথায় আসিলেন এবং সৌভাগ্যশালী অশ্বটির পদতলে ইখতিয়ারুল মুলকের শির নিক্ষেপ করিলেন। সম্রাট (আল্লাহর) এই মহাদান দর্শনে পুনরায়

www.alimaanfoundation.com

শোকক্রিয়া অনুষ্ঠান এবং প্রশংসার কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। তিনি এক নির্দেশ দান করিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের যে [redacted]ড়িয়া আছে, আর যাহার সংখ্যা দুই সহস্রেরও অধিক হইবে, সেইগুলি দ্বারা একটি মিনার তৈরী করিতে হইবে, যাহাতে দর্শকদের মনে ইহা ভীতির সঞ্চার করিতে পারে।

ঐ স্থান হইতে বিজয় ও সাফল্য লাভ করিয়া তিনি রাজধানী শহর আহমদাবাদে গমন করেন; আর আহমদাবাদের দুর্ভাগ্যান্তরে অবস্থিত সুলতানগণের প্রাসাদে তিনি তাহার আবাসস্থল স্থাপন করেন। আর মহান ও মর্যাদাবান এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ এবং বিভির মানের কারিগরগণ কর ও ভোট প্রদানের প্রথা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান পালন করেন। তাহার মূল্যবান সময়ের চারিদিন তিনি ঐ স্থানে আনন্দ উপভোগে অতিবাহিত করিয়া তিনি ইতিমাদ খানের গৃহে গমন করেন। এই গৃহটির অবস্থান ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে; আর সর্বপ্রথমে তিনি যাহারা এই অভিযানে আর বিশেষ করিয়া যুদ্ধের দিনে কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে তাহাদের প্রত্যেককেই স্ব স্ব পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী পদোন্নতি এবং ভাতা বৃদ্ধি দ্বারা সম্মানিত করিতে হইবে। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে বাগ্মী লেখকগণ যেন এই বিজয়সমূহ বর্ণনা করিয়া পত্র রচনা করে; আর সেইগুলিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। মুহম্মদ হুসেন মির্যা এবং ইখতিয়ারুল মুলকের শির দুইটি রাজধানী আগ্রা ও ফতেপুরে নিয়া যাওয়া হয় এবং দরওয়াজায় ঝুলাইয়া রাখা হয়।

এইবার (সম্রাট) আহমদাবাদের রায়তগণ অধিবাসীগণের হৃদয় জয় করিতে মনোনিবেশ করিলেন; আর তাহাদিগকে শান্তি ও নিরাপত্তার কোলে স্থান দিলেন। অতঃপর তিনি কুতবুদ্দীন খান ও নৌরঙ্গ খানকে বহরোজ এবং চম্পানীর অভিমুখে প্রেরণ করিলেন, যাহাতে তাহারা শাহ মির্যার আশারক্ষের মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। তিনি রাজা ভগবান দাস এবং শাহ কুলি মাহরাম এবং মীর বকসী লসকর খান এবং অন্যান্য কতিপয় অনুচরকের ইদরের পথে প্রেরণ করিলেন, যাহাতে তাহারা রানা উদয় সিংহের রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারে এবং তাহা লুটতরাজ করিতে সক্ষম হয়। তিনি পত্তনের রক্ষাব্যবস্থা ও শাসনভারের দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় মীর মুহম্মদ খানের উপর ন্যস্ত করেন, আর দুলকা ও দণ্ডুকা উযির খানকে প্রদান করিয়া; তাহাকে খান আযমের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য রাখিয়া আসেন। যখন (সম্রাটের) সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান মন গুজরাটের ব্যাপারসমূহের সুবন্দোবস্ত করিবার পর বিশ্রাম লাভ করিল, তখন তিনি তাহার প্রত্যাবর্তনের রাশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনের অবস্থান স্থানের দিকে ফিরাইলেন। ১৬ই জমাদিউল আউয়াল

www.alimaanfoundation.com

রবিবার দিন (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৫৭৩ খ্রীঃ) আনন্দের ঢাক বাজাইয়া তিনি আহমদাবাদ ত্যাগ করিয়া মাহমুদাবাদে গমন করেন ; আর সুলতান মাহমুদ গুজরাটের প্রাসাদে তাহার বাসস্থান স্থাপন করেন ; আর ইহার দরজা ও দেওয়াল প্রকৃতই উন্নতমানের পরিচয় দেয়। পরদিন তিনি দুলকা গমন করিলেন এবং তথায় একদিন অবস্থান করিয়া খান আযম এবং গুজরাটের আমীরগণকে আহমদাবাদে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দান করিলেন। খাজা ঘিয়াসুদ্দীন আলী এই অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ফলে তাহাকে আসফ খান উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হইল ; আর গুজরাটের দেওয়ান ও বকসীর পদটি তাহাকে দেওয়া হইল ; আর তাহাকে খান আযমের নিকট রাখিয়া আসা হইল।

এক রাত্রি অবস্থান করিবার পর তিনি দুলকা শহর হইতে কারি শহরে গমন করেন ; আর এক রাত্রি কাটাইয়া তিনি তথা হইতে সিতপুরে[১] গমন করেন এবং তথায় শিবির স্থাপন করেন। এই স্থানে রাজা ভগবান দাস এবং শাহ কুলি মাহরামের নিকট হইতে বদনগর[২] দুর্গ অধিকারের শুভ সংবাদ আসিয়া পৌঁছে। এই আমীরগণের কার্যের প্রশংসা করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। এই স্থান হইতে সম্রাট সিরোহীর সীমান্তের সন্নিকটে আগমন করা পর্যন্ত আর কোথাও অবস্থান করেন নাই। শান্তি-ভঙ্গকারীগণকে এবং রাস্তাঘাটের ডাকাতগণকে দমন করিবার জন্য সাদিক খানকে নিযুক্ত করিবার পর তিনি সিরোহী হইতে পর পর পর্যায়ক্রমে পথ চলিতে থাকেন ; আঃ হিঃ ৯৮১ সনের ৩রা জমাদিউস সানি (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৩ খ্রীঃ) বুধবার দিন আজমীরের বাতাস অশ্বারোহীগণের মিছিলের ধুলার সহিত অম্বরের সুবাসে আর আতরের সুগন্ধে ভরপুর হইয়া উঠে। তিনি পথের ধুলিমাখা শরীরেই পবিত্র খাজা মুইনুদ্দীনের (আল্লাহ যেন তাহার আত্মাকে পবিত্র করেন) আলোকজ্জ্বল কবরে গমন

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে সিতপুর, কিন্তু একটিতে আছে সীতাপুর। ইলিয়টের অনুবাদে লেখা হইয়াছে সীতাপুর। আকবরনামার মিঃ বিভারিজের অনুবাদে আছে সথপুর, কিন্তু এক টীকায় দেওয়া আছে সতলপুর। কিন্তু একটি ভিন্নরূপ পাঠ আছে সিতপুর, আর ইকবালনামা ইহার সমর্থন করে।"

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি ইদর, বদনকির, বদনগর ইত্যাদি আছে ; ইলিয়টের অনুবাদে আছে বরনগর আর এক ব্যাখ্যায় আছে যে ইহা পত্তনের ত্রিশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। বদাওনী এই যাত্রায় আজমীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কোন ঘটনা উল্লেখ করেন নাই। মিঃ বিভারিজের আকবরনামার অনুবাদে স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছে বধনগর, আর এক ব্যাখ্যায় আছে যে ইহা 'বদনগর' হইবে ; ইকবালনামাতে আছে বদনগর। ইহা ইদর ও দুঙ্গরপুরের পশ্চিমে অবস্থিত আর রেইলীর মানচিত্রে বুরনুগুর নামে দেখান আছে। আর আকবরনামা হইতে জানা যায় যে এই স্থানটি শির খান ফুলাদীর গোলাম রাওয়ালিয়ার দখলে ছিল। দুর্গটি দখল করা হয় আর যোগীর বেশধারী রাওয়ালিয়াকে বন্দী করা হয়।

www.alimaanfoundation.com

করেন। তিনি প্রদক্ষিণের কর্তব্য সম্পাদন এবং সাহায্যের মোনাজাতের অনুষ্ঠান পালন করেন আর আজমীরের অধিবাসীগণের অভাব দূর করেন এবং তাহাদিগকে প্রাচুর্য দান করেন। পরদিন বৈকালে তিনি যাত্রা করিলেন এবং দ্রুত ফতেপুর অভিমুখে গমন করিলেন। পরদিন বিকালে তিনি জাঁকজমক সহকারে সঙ্গানীর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী এবং রাম দাস কাচওয়াহার জায়গীরে অবস্থিত হবা[1] গ্রামে অপেক্ষা করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি এক ভোজের ব্যবস্থা করেন, এবং সম্রাটের সকল ভৃত্যকেই, যাহারা সম্রাটের রেকাবের অনুগমন করিতেছিলেন, আপ্যায়ন করেন। এই স্থানে রাজা তোডরমল, যিনি নির্দেশ অনুযায়ী আগ্রাতে অবস্থান করিতেছিলেন, এক সহস্র নৌকা ও রণতরীর (কিশতী ওয়াঘরব) ব্যবস্থা করিবার জন্য আগমন করেন এবং সম্রাটের রেকাব চুম্বনের সম্মান লাভ করেন। যেহেতু গুজরাটের সমস্ত ভূমির জরিপ সঠিকভাবে পরীক্ষা করিয়া সাম্রাজ্যের দপ্তরে পৌঁছে নাই, রাজা তোডরমলকে ঐ স্থান হইতে গুজরাটে প্রেরণ করা হইল, যাহাতে তিনি অধিক রাজস্ব সম্বন্ধে তাহার মনে একটা ধারণা করিতে পারে এবং সে সম্বন্ধে একটা বিবরণ প্রেরণ করিতে সক্ষম হন।

মধ্যরাত্রিতে ঐ স্থানে তিনি অশ্বে আরোহণ করেন এবং কিছুদূর গমনের পর পূর্বোক্ত মাসের ৬ তারিখের শনিবারে প্রাতঃরাশের সময় তুদা শহর রাজকীয় পতাকা-সমূহের অপেক্ষার স্থান হয়। সম্রাট কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করেন এবং ফজরের নামাজের সময় তিনি তাহার সৌভাগ্যশালী পা সুখের রেকাবে স্থাপন করেন এবং পুনরায় যাত্রা করেন। মধ্যরাত্রিতে বসাওয়ার শহরের সন্নিকটে, ফতেপুর হইতে মহা অশ্বারোহী মিছিলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগত খাজা জাহান এবং শাহাবুদ্দীন আহমদ খান আনুগত্য প্রকাশের সম্মান লাভ করেন। প্রকৃত সকাল হইবার সময় জাঁকজমকের সূর্য বজুনা শহরে দিপ্তি বিকিরণ করে। সম্রাট তথায় দিনের এক পহর পর্যন্ত বিশ্রাম করেন; আর তৎপর নির্দেশ দান করেন যে সম্রাটের সকল অনুচরগণই তাহার বর্শা ও বল্লম হাতে লইবে এবং তৎপর এইরূপে রাজধানীতে প্রবেশ করিবে। তিনি স্বয়ং তাহার নিজের পবিত্র হস্তে একটি বল্লম ধরিলেন এবং একটি ধূসর রংয়ের দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিলেন। উপরোল্লিখিত বৎসরের জমাদিউল আখির মাসের ৭ তারিখ সোমবার[2] অপরাহ্নে সুখ ও জাঁকজমকের সূর্য ফতেপুরের প্রাসাদে

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে হবা, কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে আছে পুনা। বিভারিজের আকবর-নামার অনুবাদে আছে কেওয়াটা, কিন্তু একটি টীকাতে আছে 'লক্ষ্ণৌর পাণ্ডুলিপিতে আছে হনা। স্থানটির সম্ভবতঃ লুনি বা বুনলি হইবে।

২. দিন ও তারিখ পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ৭ই জমাদিউল আখির সোমবার হয়। ইলিয়টের অনুবাদে

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

কিরণ বিকিরণ করে। মহান সম্রাজ্ঞী মরিয়ম মকানী এবং সম্রাটের অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিলাগণ বিশ্ববিজয়ী সম্রাটকে দর্শন করিয়া তাহাদের চক্ষুগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে; আর শোকরিয়া আদায়ের কর্তব্য সম্পাদন করে। এই অভিযানে সর্বমোট কাল ছিল তেতাল্লিশ দিন।

বিজয় গৌরবে ফতেপুরে আগমনের পর ঘটিত কতিপয় ঘটনার বিবরণ

সম্রাট যখন তাহার সৌভাগ্যশালী এবং শুভ আবাস ফতেপুরে স্থাপন করেন, সৌভাগ্যশালী শাহযাদাগণের খৎনা করাইবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং চমৎকার উৎসবাদির আয়োজন করা হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এবং সৈয়দগণ এবং শেখগণ আর আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ একত্র সম্মিলিত হন, আর ৯৮১ সনের জমাদিউল আখির মাসের ২৫ তারিখে (২৭ শে অক্টোবর- ১৫৭৩ খ্রীঃ) এক শুভ মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। সমগ্র পৃথিবী এবং তাহার সকল অধিবাসী অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এবং শোকরিয়া আদায়ের অনুষ্ঠান পালন করে এবং পৃথিবীর এবং এই যুগের অধিপতির প্রশংসায় তাহার জিহ্বার লাগাম ছাড়িয়া দেয়।

এই শুভ বর্ষের আর একটি প্রশংসনীয় ঘটনা হইল এই যে যেহেতু ভাগ্যবান শাহযাদা মহান সুলতান সলিম ঐ সময়ে এমন বয়সে পৌঁছেন যে তাহার একজন ফেরেশতার ন্যায় শিক্ষকের নিকট শিক্ষাগ্রহণের এবং উৎকর্ষতার পৌঁছিবার জন্য পদক্ষেপ করিবার এবং জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের উচ্চ শিখরে আরোহণের সূচনা করিবার সময় হয়, মহান খলিফা-ই ইলাহী উপরোল্লিখিত বৎসরের ২২ই রজব বুধবারে সুপণ্ডিত জ্যোতিষিগণের নির্ধারিত এক মুহূর্তে এক মহান সমাবেশের আয়োজন করেন, আর ঐ সমাবেশে পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একটি বোর্ডে, "মহান আল্লা কোরান শিক্ষা দান করিয়াছেন।" এই কথাগুলি লিখিয়া তাহা মহান শাহযাদার কোলে রাখা হয় এবং সুপণ্ডিত মৌলভী, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের আধার মৌলানা মীর কলান হরভীকে (অর্থাৎ হিরাতের) যিনি অতি পবিত্র হাদিস শরীফে সুপণ্ডিত মিরক শাহের খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন এবং যিনি দেশের আশ্রয়স্থল মহান মৌলানা খাজা কুহির পৌত্র ছিলেন তাহাকে শিক্ষা দানের জন্য নির্বাচিত করা হয়। মহান মৌলভী বিসমিল্লাহের রহমানের রাহীম উচ্চারণ করিবার জন্য মুখ খুলেন, কারণ ইহাই সকল

কিন্তু দেওয়া আছে ৭ই জমাদিউল আখির শনিবার। বিভারিজের আকবরনামার অনুবাদে আছে ৮ই জমাদিউল আখির (৫ই অক্টোবর, ১৫৭৩ খ্রীঃ) সোমবার।

www.alimaanfoundation.com

পবিত্র জ্ঞানের চাকিকার্তি।[১] এবং ছোট বড় সকলের নিকট হইতে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের চীৎকার গগন বিদারণ করে।

অপর একটি চমৎকার ঘটনা যাহা এই বৎসর জাঁকজমকের আড়াল হইতে তাহার মুখ প্রদর্শন করে তাহা হইল এই যে মুযাফফর খানকে যাহাকে ইহার পূর্বে আহমদাবাদের সন্নিকটস্থ সারঙ্গপুরের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনভার পরিচালনার জন্য প্রেরণ করা হইয় ছিল; তলব করিয়া পাঠান হয় এবং পূর্বোল্লিখিত বৎসরের ২৪ই রজব শুক্রবার সুবিশাল দেশ হিন্দুস্তানের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব তাহার ওপর অর্পণ করা হয় আর তাহার উপাধিসমূহের সঙ্গে জুমলাত-উল-মুলক উপাধি যোগ করা হয় আর সকল প্রকার রাজনৈতিক ঘটনার গ্রন্থি দেওয়া ও গ্রন্থি উন্মোচনের ক্ষমতা তাহার হাতের মুঠোয় দেওয়া হয়।

এই বৎসরে ঘটিত অপর একটি ঘটনা হইল এই যে রাজকীয় সরকারের শত্রুগণ কর্তৃক পত্তনের যুদ্ধে নিহত শেখ মুহম্মদ বুখারীর ঋণ ও দায়দেনাসমূহ, যাহা সম্বন্ধে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অভিযানে আহমদাবাদের যুদ্ধে বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকারীগণ কর্তৃক নিহত সইফ খান কোকার ঋণ ও দায়দেনাসমূহ রাজকীয় কোষাগার হইতে পরিশোধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই দুই অফিসারদের ঋণ দায়দেনার মোট পরিমাণ ছিল একলক্ষ আকবর শাহী টাকা, যাহা ইরাকে প্রচলিত তুমানের হিসাবে দুই সহস্র পাঁচ শত তুমানের সমান ছিল। এইরূপ কোন ঘটনা আর কোন বাদশাহ সম্বন্ধে আর কোন ইতিহাসে উল্লেখিত হয় নাই।

রাজা তোডরমল গুজরাট প্রদেশের রাজস্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন, আর এই বৎসরেই তিনি ভূমি চুম্বনের সম্মান লাভ করেন এবং পবিত্র চক্ষুর সম্মুখে উপহার প্রদান করেন আর ঐ দেশের রাজস্ব নির্ধারণের রেকর্ডসমূহ পবিত্র চক্ষুর সম্মুখে আনয়ন করেন। তাহার উপর যে প্রশংসার সম্মান বর্ষণ করা হয় তাহাতে তাহার শির গর্বে উন্নত হইয়া উঠে। ইহার কয়েকদিন পর সম্রাট তাহাকে তাহার নিজস্ব বিশেষ তরবারি উপহার প্রদান করেন এবং মীর বকশী লসকর খানের সঙ্গে তাহাকে খান খানান মুনিম খা-ের অধীনে চাকুরী করিবার জন্য প্রেরণ করেন; যাহাতে তিনি তাহার অধীনে কাজ করিয়া বাংলাদেশ বিজয়ের ব্যাপারে সব বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হন।

এই সময়েই মীর মুহসীন রিযভী যিনি একজন প্রকৃত সৈয়দ ছিলেন এবং অতি উৎকর্ষ গুণাবলী সম্পন্ন এবং মহা পাণ্ডিত্যে ভূষিত ছিলেন এবং যাহাকে দাক্ষিণাত্যের

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে আছে, "আর পাঠ আবৃত্তি করেন।"

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

রাজাদের।[১] নিকট দৌত্যকার্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল, সম্রাটের গালিচা চুম্বনের সম্মান লাভ করেন, এবং এই সব রাজাগণ তাহাদের কর্মচারীদের দায়িত্বে যেসব উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পবিত্র চক্ষুর সম্মুখে মেলিয়া ধরেন।

এই শুভবর্ষেই মহান খলিফা ই-ইলাহী ১৬ই শাওয়াল তারিখে অতি পবিত্র খাজা মইনুল হক ওয়াদ্দীন এর (আল্লাহ যেন তাহার আত্মাকে পবিত্র করেন) সুবিখ্যাত কবর জিয়ারত করিবার দৃঢ় সংকল্প করেন। যদিও এই বৎসরই তাহার গুজরাটের দ্বিতীয় অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় একবার সম্পন্ন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তবু যেহেতু তিনি তাহার পবিত্র মনে বাসনা হইয়াছিল যে তিনি বঙ্গ (বাংলাদেশ) জয় করিবেন, আর ইহা চিন্তা করিলেন যে আল্লাহ না করেন যদি এমন হয় যে এই অভিযান হইতে ফিরিতে এক বৎসরের অধিক সময় কাটিয়া গেল আর তাহাতে পবিত্র দরগায় প্রদক্ষিণ বিলম্বিত হইয়া যাইতে পারে, ফলে প্রতিভাধর মনে এবং সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হৃদয়ে এইরূপ মনে হয় যে এই আশীর্বাদ সংগ্রহ ঊনবিংশ ইলাহী বৎসরের প্রথম দিকেই সম্পন্ন করিয়া রাখিবেন, যাহাতে তিনি বঙ্গ বিজয়ে সাহায্য ও সহায়তা কামনা করিতে সক্ষম হন। এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার জন্য এবং এই বাসনা চরিতার্থ করিতে তিনি আঃ হিজরা ৯৮১ সনের ১৫ই শাওয়াল তারিখ বুধবারে অর্থাৎ অষ্টাদশ ইলাহী বৎসরে তিনি আজমীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দাইর[২] গ্রামে যখন মহাসেনাবাহিনীর শিবির স্থাপন করা হয়, তখন তিনি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই স্থানে একদিন অতি পবিত্র খাজা নাসিরুদ্দীন আবদুল্লা আহরারের পৌত্র অতি পবিত্র ধর্মীয় পথ প্রদর্শক খাজা আবদুস শহীদ[৩] তাহার প্রার্থনা নিবেদনের উদ্দেশ্যে

---

১. যদিও এই স্থানে দাক্ষিণাত্যের 'রাজাদের' অর্থাৎ বহু বচন ব্যবহার করা হইয়াছে, তবু আকবরনামা হইতে জানা যায় যে ইহাকে আহমদনগরের রাজা নিযাম উল মুলকের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, কারণ তাহার রাজ্যেই মুহম্মদ হোসেন মির্যা ও অন্যান্য বিদ্রোহীগণ পলায়ন করিয়াছিলেন।

২. বদাওনী বলেন যে এই স্থানটি ফতেপুর হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৩. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। যে নামটি এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা কয়েকটি পাণ্ডুলিপি, আকবরনামা এবং বদাওনীতে আছে। আকবরনামার অনুবাদে পিতামহের নাম দেওয়া হইয়াছে নাসিরুদ্দীন খাজা আবদুল্লা, খাজা আহরার নামে পরিচিত আর বদাওনীতে আছে শুধু খাজা আহরার। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ও পরিবেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। নিযামুদ্দীন আহমদ এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। আকবরনামার অনুবাদে আছে যে আকবর রমযানের ঈদের সময় তিনি অশ্বে আরোহণ অবস্থায় মজলিসে খাজাকে দেখিতে পান; আর তিনি তাহাকে নিম্নস্তরের দর্শকগণের মধ্য হইতে নিয়া তাহার পার্শ্বে আসন দান করেন। অপর দিকে বদাওনী বলেন যে খাজা মির্যা শরফুদ্দীন হোসেনের জন্য সুপারিশ করিতে আকবরের নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রার্থনা না-মঞ্জুর করা হয়; আর যদিও আকবর তাঁহাকে সর্ব প্রকার শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন তবু খাজার প্রার্থনা না-মঞ্জুর করার ফলে তাহার মনে একটা ব্যথা রহিয়া গিয়াছিল এবং তিনি হতাশ মন লইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

সম্রাটের প্রাসাদের দ্বারে আগমন করেন। তিনি যখন আসেন অন্যান্য সকলের ন্যায় তিনি প্রাসাদের বাহিরের দিকের দরওয়াজায় তাহার অশ্ব হইতে অবতরণ করেন। ঘটনাক্রমে সম্রাট তাহার অলিন্দ হইতে অতি পবিত্র খাজার সৌভাগ্যশালী চেহারা দেখিতে পান। তিনি তখন বাহিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট সেই সময়ে উপস্থিত অনুচর সাদিক খানকে খাজাকে অভ্যর্থনা করিতে প্রেরণ করেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে যখনই তিনি প্রাসাদে আগমন করেন তখনই তাহার পক্ষে অশ্বে আরোহণ করিয়াই প্রাসাদ পর্যন্ত আসা সঙ্গত হইবে। সাদিক খান যখন এই সংবাদ দিলেন তখন খাজা অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে বলিলেন যে কেহই তাহার নিজের বাগানে অশ্বে আরোহণ করিয়া যায় না এবং তিনি পূর্বের ন্যায় পায়ে হাটিয়াই গেলেন। সম্রাট শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে খাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কণামাত্র ত্রুটি রাখিলেন না, আর অল্পক্ষণ পরেই খাজা বিদায় সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দাইরের এই অপেক্ষা করিবার স্থানে একটি নির্দেশ জারি করা হইল যে দিলওয়ার খান যেসওয়ালগণের (আর্দালীগণের) সাহায্যে শিবিরের সন্নিহিত ফসলের জমিগুলি পাহারা দিবে; আর ইহা ছাড়াও বিশ্বাসী লোকদের নিযুক্ত করা হইল যাহারা সেনা-বাহিনী ঐ স্থান হইতে চলিয়া গেলে আবাদী জমিগুলি পরিদর্শন করিয়া যেগুলিতে সেনাদের দ্বারা পদদলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেগুলির ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করিবে এবং তাহা সরকারের দেয় রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়া হইবে। সকল অভিযানেই এই নিয়ম অনুসরণ করা হইত। তাছাড়া কোন কোন অভিযানে আমীনদের নিকট বস্তা ভর্তি অর্থ দেওয়া হইত, যাহাতে তাহারা রায়তদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া জমির মালিকগণকে নগদ অর্থে ক্ষতি পূরণ দান করিতে পারে আর তাহা দেয় রাজস্ব হইতে বাদ দিতে পারে।[১]

ঐ পর্যায় হইতে (সম্রাট) পথে শিকার করিতে করিতে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হন; আর ১২ই যিকাদা মাসে মর্যাদার মঞ্চ আজমীরের বার ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেন এবং পরদিন, ঐ স্থান হইতে তাহার চমৎকার প্রথা অনুযায়ী তিনি তাহার আনুগত্যের ফলে কবরের উদ্দেশ্যে পায়ে হাটিয়া যাত্রা করেন এবং প্রদক্ষিণের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তিনি অতঃপর তাহার মহিমাময় প্রাসাদে গমন করিলেন এবং যে বার দিন ধরিয়া আজমীর দেশটি সৌভাগ্যশালী শিবিরের অবস্থানস্থল থাকে, সে

১. এই পংক্তির শেষ দিকটা ইলিয়টের অনুবাদে নিম্নরূপ দেওয়া আছে "এবং ইহা দ্বারা রাজস্ব আদায়ের যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইল।" মনে হয় এই অনুবাদটিই অধিকতর প্রযোজ্য।

www.alimaanfoundation.com

দিনগুলির প্রতিদিনই কবরে গমন করিতেন এবং ঐ মহান স্থানের পরিচারকগণ এবং আজমীর প্রদেশের সকল অধিবাসীকে তিনি তাহার অনুগ্রহ ও দানের গ্রহীতা করেন।

উনবিংশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৮১ সনের ১৭ই যিকাজা তারিখ বৃহস্পতিবার (১১ই মার্চ, ১৫৭৪ খ্রীঃ)। যেহেতু মহান খলিফা-ই-ইলাহীর মনের মধ্যে বাংলাদেশ ও লক্ষণাবতী অধিকার করিবার সংকল্প অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছিল, ঐ বিস্তৃত দেশটি অধিকার করিবার জন্য তিনি বিজয়ী আত্মা, অতি পবিত্র মহান খাজার সাহায্য কামনা করেন, যাহা এই ভাগ্যবান বাদশাহকে সর্বদাই সাহায্য ও বিজয় দান করিয়াছে, আর সর্বদাই তিনি আল্লাহর সাহায্য লাভ করিয়াছেন। বসন্তের আগমনের শুরুতে এক ভোর বেলা এই সংবাদ শ্রবণে সকলেই উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইল; আর তৃণাদির কন্যাগণ ঘুমের শয্যা হইতে জাগিয়া উঠিয়া বিশ্বের এই বাদশাহের অশ্বারোহীগণের মিছিল দর্শন করিল। তাহার বিজয় পতাকায় এবং সাফল্যের প্রতীকসমূহে ভোরের সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকে। ৯৮১ সনের পবিত্র যিকাজা মাসের ১৭ তারিখে যুদ্ধ ও হত্যালীলার ক্ষেত্র দর্শনের জন্য আকাশের সপ্ত রাজ্যের অধিপতি (সূর্য) মেষ রাশির মর্যাদাবান ও মহান সমাবেশে তাহার মসনদে হেলান দিয়া রহিলেন। এই সময়ে একদিন মহান বিশ্ববিজয়ী সম্রাট এক সমাবেশ আহ্বান করিলেন আর তথায় সৈয়দগণ এবং ধর্মীয় আমীরগণ এবং মর্যাদা ও আনুগত্যের প্রধানগণ এবং আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানীগণ, পবিত্রগণের সম্মানে বৃদ্ধি করিলেন। আর মধুর সুরের খ্যাতনামা গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞগণ পবিত্র লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। মনোমুগ্ধকর বাদ্যযন্ত্রসমূহের বাজনার ফলে বিশুদ্ধ হৃদয় সুফিগণ উভয় জগতে তাহাদের হাত আন্দোলিত করিলেন। বিশ্বের রক্ষাকারী, মহান বাদশাহ ও আনন্দ করিবার ফুরসৎ পাইলেন এবং সমুদ্রের ন্যায় রত্নপ্রসবী হস্ত উন্মুক্ত করিয়া তিনি দিরাম ও সম্পদ বিতরণ করিলেন আর নির্দেশ দিলেন যেন তাহার আসনের ডাইনে ও বামে স্তূপে স্তূপে আশরাফি (স্বর্ণের মোহর) ও টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়; আর তিনি প্রত্যেকটি উপস্থিত লোককে রাজকীয় মসনদের নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তাহার পোশাকের প্রান্তে মুক্ত হস্তে মুঠো মুঠো আশরাফি ও টাকা প্রদান করিলেন। মহান হৃদয়টি যখন এইরূপ দান করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তখন তিনি গাছের পাতার ন্যায় আশরাফি ও টাকা ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন; আর এইগুলি এত অধিক পরিমাণে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হইল যে লোকেরা সেইগুলি কুড়াইয়া নিতেই ক্লান্ত হইয়া উঠিল।

www.alimaanfoundation.com

রাজকীয় কোষাগারের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানা গেল যে ঐ বেহেশতের ন্যায় সমাবেশে এক লক্ষ টাকা বিতরণ করা হইয়াছিল।

কবিতা

যাহার হস্ত রত্ন ছড়ায় তাহা মেঘ
কিন্তু যে স্বর্ণ ছড়ায় সে সূর্য।

আর উনবিংশ ইলাহী বৎসরে অর্থাৎ আঃ হিঃ ৯৮১ সনের পবিত্র যিকাজা মাসের ২১ তারিখে তিনি উদারহৃদয় ও মহান-মনা শাহযাদা সুলতান সলিমকে তাহার সঙ্গে নিয়া সৌভাগ্যশালী ও বেহেশতী আলোকে উজ্জ্বল আজমীরের কবর প্রদক্ষিণ করিতে গমন করেন। ঐ ভাগ্যবান, আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট এবং সফল শাহযাদার চক্ষু মহান খাজার কবরের উপর নিপতিত হয়, তখন তিনি তাহার মহান পিতার অনুসরণ করিয়া অতি বিনম্রভাবে মহান কবরের এবং পবিত্র দরগাহে মস্তক অবনত করেন এবং প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠান এবং জিয়ারতের কর্তব্য সম্পাদন করেন।

মহান খলিফা-ই-ইলাহী যখন তাহার প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি সিংহাসন ও রাজমুকুটের যোগ্য শাহযাদাকে মহান ও মর্যাদাবান লোকদের সম্মুখে পাল্লায় তুলিয়া স্বর্ণ এবং রৌপ্য এবং মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা ওজন করেন এবং এইগুলির সমস্তই যোগ্য লোকের মধ্যে বিলি করিয়া দেন। যিকাজা মাসের ২৩ তারিখে অতি প্রত্যুষে তিনি পুনরায় বিজয় প্রদানকারী আল্লার নিকট মনোযোগ আকর্ষণ এবং সাহায্য এবং সহায়তার জন্য মোনাজাত করেন এবং ঐ স্থান ত্যাগ করিবার অনুমতি গ্রহণ করেন। তিনি যিকাজা মাসের ২৩ তারিখে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে শিকার করিতে করিতে পর্যায়ক্রমে পথ চলিতে থাকেন ; আর আঃ হিঃ ৯৮১ সনের যিহিজ্জা মাসের ৯ তারিখে, অর্থাৎ উনবিংশ ইলাহী বৎসরে তাহার মহত্ত্বের সূর্য ফতেপুরের প্রাসাদসমূহে দীপ্তিমান হয় আর পৃথিবীর লোকদের আশার ক্ষেত্র বিজয়ী অশ্বগণের খুরের দ্বারা উত্থিত ধূলায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বিজয়ী বাহিনীর পাটনা ও হাজিপুর বিজয়ের জন্য গমনের বিবরণ

মহান খলিফা-ই-ইলাহী যখন সুরাট অবরোধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার গোচরে আসে যে সলিম খান আফঘানের এক ভূতপূর্ব আমীর এবং বাংলাদেশ ও

www.alimaanfoundation.com

বিহারের শাসনকর্তা সুলায়মান কররাণী সর্বদা দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া নিজেকে সম্রাটের শুভাকাঙ্খীগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখাইতেন আর ৯৮০ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১] তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েযিদ তাহার উত্তরাধিকারী হন কিন্তু তাহার স্বভাবের মধ্যে কোমলতার অভাবের[২] ফলে তাহার আমীরগণ তাহাকে হত্যা করেন।

কবিতা

দেখ পৃথিবী তাহার উপকারীগণের প্রতি
কিরূপে এরূপ চরম দয়াহীনতা প্রদর্শন করিতে পারে।
ভাগ্যের সাথে ইহা কি মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে
ইহা সিংহাসনের মালিকদের সহিত কি খেলা খেলিয়াছে।[৩]

অতঃপর (সুলায়মানের) কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ তাহার স্থলাভিষিক্ত হন; আর তাহার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তাহার উশৃঙ্খল স্বভাবের জন্য যমানিয়ার দুর্গটি ধ্বংস করেন; এই দুর্গটি খান যমান জৌনপুরের গভর্ণর থাকিবার সময় তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ভাগ্যের ন্যায় অমোঘ এক ফরমান জারি করিয়া খান খানানকে, দাউদকে শাস্তি দানের এবং বিহার দেশটি জয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। দাউদ ঐ সময়ে হাজিপুরে ছিলেন; আর তাহার আমীর-উল-উমরা বা প্রধান আমীর লুদি তাহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন;[৪] আর তিনি রোহটাস দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তথায় নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে দরখাস্ত প্রেরণের পর 'কর প্রদান' যোগ করা হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপি-গুলিতে ইহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুলায়মান কররাণীকে এই গ্রন্থে সম্রাটের করদ রাজারূপে দেখান হইয়াছে কিন্তু আকবরনামা বলে যে "সুলায়মান বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করিত মাত্র আর সম্রাট এই বাহ্যিক আনুগত্যকেই প্রকৃত আনুগত্যরূপে গণ্য করিতেন।" বদাওনী কিন্তু বলেন যে সুলায়মান সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন।

২. 'তাহার স্বভাবের মধ্যে কোমলতার অভাবে' এই অংশটি মাত্র একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে তবু ইহা আমীরগণ কর্তৃক তাহাকে হত্যার কারণ ব্যাখ্যা করে বলিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বদাওনীতে আছে, "আমীরগণের প্রতি তাহার অসৎ ব্যবহারের জন্য।"

৩. এই পংক্তিগুলি আদৌও যুক্তিযুক্ত নয়; দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এই পংক্তিগুলি পাওয়া যায়।

৪. আকবরনামায় দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে লুদিই দাউদকে সিংহাসনে বসান কিন্তু তিনি তাহার আপন চাচাত ভাই, তাজ খানের পুত্রকে হত্যা করিবার ফলে তিনি তাহার প্রতি বিরূপ হন। আকবরনামাতে শ্রীধর বাঙ্গালীর কোন উল্লেখ নাই, তবে কাতলু আর গুজার এর নাম আছে, দাউদ তাহাদের পরামর্শমত চলিতেন। আকবরনামার মতে ইহাদের পরামর্শ অনুযায়ী দাউদ ও লুদির

www.alimaanfoundation.com

করিয়াছিলেন। খান খানান মুনিম খান বিজয়ী বাহিনী[১] (সম্রাটের) সহ হাজিপুর এবং পাটনার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। লুদি যদিও আফখানদের সুনিশ্চিত ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তবু তিনি দাউদের সহিত তাহার শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও খান খানানের নিকট শান্তির প্রস্তাব করিলেন। তিনি খান খানানকে সুলায়মানের প্রতি তাহার যে পুরাতন বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা ছিল সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং নগদ দুই লক্ষ টাকা আর জিনিসপত্রে এক লক্ষ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করিয়া সম্রাটের বাহিনীকে প্রত্যাবর্তন করিতে প্ররোচিত করিলেন। তিনি দাউদের নিকট সন্ধির শর্ত-সমূহ ব্যাখ্যা করিবার জন্য জালাল খান কারোরীকে প্রেরণ করিলেন।[২]

যেহেতু দাউদ একজন দুশ্চরিত্র লোক ছিলেন, আর তাহার বিশেষ কোন অভি-জ্ঞতাও ছিল না তাই তিনি জগন্নাথ ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের দীর্ঘকাল স্থায়ী শাসন-কর্তা কাতলু লোহানীর প্ররোচনায়[৩] আর শ্রীধর নামীয় একজন বাঙ্গালী হিন্দুর প্রলো-ভনে পড়িয়া আর তাহার আহাম্মকি বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রধান আমীর এবং প্রধান মন্ত্রী লুদিকে বন্দী করিলেন এবং তাহাকে শ্রীধর বাঙ্গালীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। লুদি কাতলু আর শ্রীধর বাঙ্গালীকে কারাগারে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদের মারফতে দাউদের নিকট নিম্নরূপ সংবাদটি প্রেরণ করিলেন, "আপনি যদি মনে করেন যে আমাকে হত্যা করিলে দেশের মঙ্গল হইবে তবে সে সম্বন্ধে আপনি ত্বরিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হউন; তবে আমাকে হত্যা করিবার পর আপনি বিশেষ-ভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবেন। যেহেতু আমি কখনও আপনার প্রতি শুভেচ্ছা প্রদর্শন করিতে এবং উপদেশ দিতে ব্যর্থ হই নাই। আমি পুনরায় আপনাকে এই উপদেশ

মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়; আর শেষোক্তজন মুঘল সেনাবাহিনীর সঙ্গে গোন নদীর তীরে এক যুদ্ধ করেন। অতঃপর দাউদ জালাল খান গিধৌরীর ঘরে যান (এই গ্রন্থের জালাল খান কারোরী বা ক্রোরী) আর তথায় লুদিকে বন্দী করা হয় এবং তাহাকে এবং তাহার ভকিল পুত্রকে হত্যা করা হয়। লুদির শুভাকাঙ্খীগণ তাহার শিশু পুত্র ইসমাইলকে খান খানানের নিকট নিয়া যান।

১. এই স্থানে দুই একটি পাণ্ডুলিপিতে সেনাবাহিনীর পরে যোগ করা আছে, "যাহা এই সময়ে এক মাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে একত্রে সমাবেশ হইয়াছিল।"

২. আকবরনামাতে এই সন্ধির কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বদাওনীও সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন নাই যে খান খানান কাহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

৩. দুইটি সর্বোৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে যোগ করা হইয়াছে যে "তিনি তাহার মনে মনে স্থির করিলেন যেহেতু শান্তি স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, তখন মুঘলগণ ফিরিয়া যাইবেনই; আর তিনি তাহার কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাকে নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং এক লক্ষ টাকার দ্রব্যাদির বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন এবং সেইগুলি তাহার নিকট আনয়ন করিতে বলিলেন, যাহাতে তিনি ঐ গুলি বিশ্বাসী লোকদের মারফতে প্রেরণ করিতে পারেন।" অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে মুঘলগণ চলিয়া গেলে তিনি উপযুক্তরূপে লুদির ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইলেন।

www.alimaanfoundation.com

দিতেছি ; আপনি ইহা অনুসরণ করিয়া চলিবেন তাহাতে আপনার উপকার হইবে। ঐ উপদেশটি হইল এইরূপঃ "যে আমার মৃত্যুর পর আপনি সহসা মুঘলদের আক্রমণ করিবেন ; যাহাতে আপনি জয়লাভ করিতে পারেন। আপনি যদি ইহা না করেন তবে তাহারা আপনাকে আক্রমণ করিবে আর তখন আপনি অসহায় হইয়া পড়িবেন।

কবিতা

তোমার সুযোগ থাকিতে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হইও না
যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহা হইলে ভাগ্যগোলক আপনিই হস্তগত করিতে পারিবেন।
সুযোগ অতি মূল্যবান, একবার তাহা হারাইলে
তখন যতই চেষ্টা করুক না কেন, তোমার হস্ত কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না।

মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি সম্বন্ধে কোন গৌরব বোধ করিবেন না, কারণ তাহারা কখনও সময় তাহাদের হাত ফসকাইতে দেয় না।"

যেহেতু দাউদের অথবা প্রকৃতপক্ষে সকল আফঘানের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হইয়া আসিতেছিল আর মহান আল্লার বিধান ছিল যে তাহাদের শাসনের অবসান ঘটিবে, আর বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের উপর সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার সূর্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে : দাউদ স্থির করিলেন যে তিনি লূদিকে অপসারণ করিবেন এবং শান্তির সহিত স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকিবেন। কাতলূ লুহানী এবং শ্রীধর বাঙ্গালীর লূদির সঙ্গে শত্রুতা এবং বৈরীভাব ছিল আর তাহারা জানিতেন যে শেষোক্ত ব্যক্তির অবর্তমানে মন্ত্রী এবং প্রতিনিধির কাজ তাহাদের উপরই সমর্পিত হইবে ; আর এই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করিয়া দাউদকে দেখাইলেন যে তাহারা সে সম্বন্ধে মোটেও আগ্রহশীল নন ; আর পুনঃ পুনঃ তাহার সহিত এমন সব ব্যাপার আলোচনা করিতে লাগিলেন যাহার ফলে লূদিকে হত্যা করানো যাইতে পারে। দাউদ লাল সুরায় মত্ত ছিলেন আর তাহার যৌবনের ঔদ্ধত্যের ফলে সহৃদয় পরামর্শদাতাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেন এবং ঐ হতভাগ্য লোকটাকে নিহত করিবার সংকল্প করিলেন ; আর তাহার হস্তীসমূহ, এবং ধনরত্ন এবং তাহার সকল অনুচরদের হস্তগত করিলেন। যেহেতু তিনি আহাম্মকি এবং অজ্ঞানতার সুরায় মাতাল হইয়াছিলেন, তিনি তাহার শত্রুদের ধ্বংস করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করিলেন না আর লূদি কর্তৃক স্থাপিত অপরিণত শান্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোন উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করিলেন না।

www.alimaanfoundation.com

খান খানানের মজলিসে প্রচুর খ্যাতনামা আমীরের উপস্থিতিতে যখন লুদির হত্যার সংবাদ উল্লেখিত হইল তখন তিনি বঙ্গ ও লক্ষ্ণাবতী দেশটি জয় করিবার সংকল্প স্থির করিলেন[১] এবং পাটনা ও হাজিপুর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অত্যধিক উৎসাহ সহকারে তিনি পর্যায়ক্রমে পথ চলিয়া পাটনার উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। লুদি তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দ্বারা বাংলা দেশটি বিশৃঙ্খলামুক্ত রাখিয়াছিলেন ফলে এইক্ষণে লুদিকে হত্যা করিবার জন্য দাউদ অনুতপ্ত হইলেন এবং হতাশ ও দুঃখিত অবস্থায় পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া পাটনা উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন কিন্তু পরে যুদ্ধক্ষেত্র এবং হত্যালীলা হইতে বিমুখ হইয়া নিজেকে পাটনাতে সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার সংকল্প করিলেন। এই সুসংবাদ শুনিয়া খান খানান সুখী ও প্রীত হইলেন; আর তাহার জ্ঞানচক্ষুতে পাটনা ও হাজিপুর দুর্গের দিগন্তে বিজয় ও সৌভাগ্য সূর্যের উদয় দেখিতে পাইলেন। দাউদ একটিও তরবারি খাপ হইতে উন্মুক্ত হওয়া ছাড়া অথবা একটিও তীর ছুঁড়িয়াই, পথের ধূলা মাখা অবস্থায়ই পাটনা দুর্গে প্রবেশ করিলেন,[২] আর ইহার ভাঙ্গাচুরা অংশগুলি অতি সাবধানতার সহিত সংস্কার করিয়া একটি কামান প্রতিষ্ঠা করিলেন। খান খানান মহান আমীরগণের পরামর্শ অনুযায়ী এবং তাহাদের সম্মতিক্রমে পাটনা অবরোধে মনোনিবেশ করিলেন।

সংক্ষেপে, যখন ইহার একটা রিপোর্ট মহান খলিফা-ই-ইলাহীর নিকট পেশ করা হইল তখন তাহার অনুপ্রাণীত মনে পাটনা ও হাজীপুর গমনের সংকল্প দৃঢ়তর হইল। তিনি রাজধানী ফতেপুর শহরে কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর প্রধান আমীরগণের অন্যতম মির্যা ইউসুফ খান রিযভীকে সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সেনাবাহিনীর ভার-প্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত করিয়া শিবির ও হস্তীসমূহকে স্থলপথে প্রেরণ করিলেন। তিনি রাজধানী আগ্রার শাসনভার ও রক্ষা ব্যবস্থা শাহাবুদ্দীন আহমদ খান নিশাপুরীর, যিনি প্রধান আমীরগণের অন্তর্গত ছিলেন, শক্তিশালী হস্তে ন্যস্ত করিলেন। অতঃপর তিনি

---

১. লুদির হত্যার পরবর্তী ঘটনাবলী আকবরনামা ও বদাওনীতেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; আকবরনামা অনুযায়ী খান খানান বিশেষ উৎসাহ ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি এবং তাহার সঙ্গীয় আমীরগন "সতর্কতা ও সাবধানতার পথ অবলম্বন করিলেন।" আর নিজেদের বিভিন্ন শিবিরে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া পাটনা উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাউদ কাপুরুষের ন্যায় "নিজেকে পাটনা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।" বদাওনী ঘরোয়া ভাষায় লিখিয়াছেন যে যখন খান খানান লুদির হত্যার সংবাদ পাইলেন, তখন তাহার 'রুটি ঘি এর মধ্যে পড়িল" অর্থাৎ তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং তিনি পাটনা ও হাজীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, আর পাটনা দুর্গের ভাঙ্গাচুরা স্থানগুলি সংস্কার করিয়া লইলেন।

২. অর্থাৎ তিনি কোন কিছু ভাবনা চিন্তা না করিয়াই তাড়াহুড়া করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

www.alimaanfoundation.com

বিজয় ও সাফল্য সঙ্গে লইয়া আঃ হিঃ ৯৮১ সনের সফর মাসের শেষদিন[১] রবিবার বাংলাদেশ জয় করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। ভাগ্যবান ও সুদক্ষ শাহযাদাগণও তাহার সঙ্গে গমন করিলেন।[২] শিবিরের সাজ-সরঞ্জাম এবং অস্ত্রাগারসমূহ হইতে রাষ্ট্রীয় দরবারের সাজ-সরঞ্জাম এবং ঢাক এবং কোষাগার হইতে জিনিসপত্র এবং পোশাকের আধারসমূহ এবং গালিচা শিকারী নেকড়ের খাঁচাসমূহ এবং রন্ধনশালা এবং অশ্বশালার সাজ-সরঞ্জাম এবং রাষ্ট্রীয় এবং গৃহকর্মের অফিসসমূহ বোঝাই নৌকাগুলি, সম্রাটের বাসের জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা বৃহৎ নৌকাগুলিকে ঘিরিয়া রহিল।[৩] অনুরূপভাবে রণতরী বাহিনী এবং পবিত্র সরকারের বৃহৎ নৌকাগুলি পর পর নদীতে অনুসরণ করিয়া চলিল।[৪] অতঃপর আমীরগণ এবং সম্রাটের অনুচর-গণের জন্য তাহাদের বাসস্থান এবং অফিসের জন্য ব্যবস্থা করা নৌকাগুলি অনুসরণ করিল। বৈকালের দিকে, যাহা প্রকৃত ভোরের ন্যায় দেখাইতেছিল, আগ্রার অধীনস্থ রতস্থ[৫] গ্রাম রাজকীয় মিছিলের অপেক্ষার স্থান হইল ঃ আর এই স্থান হইতে খান খানান মুনিম খানের নিকট একটি ফরমান প্রেরণ করিয়া পবিত্র পতাকার অগ্রগতির সম্বন্ধে তাহাকে অভিহিত করান হইল।

---

১. আকবরনামাতেও আছে সফর মাসের ২৯ তারিখে (১৫ই জুন, ১৫৭৪ খ্রীঃ) তিনি নৌকায় আরোহণ করেন।

২. আকবরনামাতেও অনুরূপ আছে। যেমন "মহান শাহযাদাগণ এবং অন্তঃপুরের মহিলাগণ তাহার সঙ্গে গমন করিলেন।" কিন্তু বদাওনী বলেন যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ শাহযাদা সলিমকে তাহার সঙ্গে নিলেন।

৩. এই অংশটি পাণ্ডুলিপিতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। ফলে অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার অর্থ করা হইয়াছে। ইলিয়টের অনুবাদে এই স্থান বাদ দেওয়া হইয়াছে। আকবরনামা বা বদাওনীতেও ইহার অনুরূপ কোন অংশ নাই। বদাওনী এই সম্বন্ধে শুধুমাত্র বলিয়াছেন যে অসংখ্য নৌকার জন্য নদীর পানি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে নিম্নলিখিত কবিতাটি দেওয়া আছে ঃ

ঐ নদীটি চন্দ্রের নীচে অন্ধকার হইয়া গেল
নদী এবং তীর উভয় হইতেই এইরূপ দেখা গেল।
ধূলি ইহার পানিতে এই অবস্থা করিল
যে প্রবহমান স্রোত কাল দেখাইল।
তাহারা যদি কোথাও দুই বা তিন দিন অপেক্ষা করে
তবে ঐ ধূলি দ্বারাই একটি সেতু নির্মাণ করা যাইতে পারে।

এই পাণ্ডুলিপিটিতে এই স্থানে নিম্নের পংক্তিটিও আছে ; অসংখ্য গুরাব (রণতরী) এবং নৌকার ফলে পানির উপরিভাগ দৃষ্টিগোচর হইল না।"

৫. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে গ্রামটির নাম যিনাসতা এবং রিসা দেওয়া আছে। অপর পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে রোওয়ানা। ইলিয়টের অনুবাদে নামটি রতস্থ দেওয়া আছে। আকবরনামা বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ইলিয়টের অনুবাদ অনুযায়ী রতস্থ নামটি এই স্থানে দেওয়া হইল।

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

রবিউল আউয়াল মাসের ১লা তারিখ বুধবার সকালে যাত্রার ঢাক বাজান হয় এবং নোঙ্গর তোলা হয়।[১] প্রতিদিন নদীর তীর ধরিয়া (সম্রাট) তাহার নৌকা ত্যাগ করিয়া শিকার করিতে গমন করিতেন।[২] উপরোক্ত মাসের ৩রা তারিখ বৃহস্পতিবারে মুহম্মদ তায়মুর বদখ্শী এবং তাহির মুহম্মদ খানের পুত্র তৈয়ব খান দিল্লী হইতে আগমন করেন এবং দ্বারপ্রান্ত চুম্বনের সম্মান লাভ করেন। প্রতিদিন সম্রাটের ভৃত্যদের দল পরিচর্যা করিতে আগমন করেন এবং ভূমি চুম্বনের অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হন। চকোর গ্রামে সম্রাটের কতিপয় অনুচরের মাধ্যমে এক অদ্ভুত কাহিনী তাহার গোচরে আসে। ঘটনাটি এইরূপ।

অদ্ভুত ঘটনা

এই গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ (যুন্নারদারান বা পৈতাধারী লোক) তাহার নিজের এক কন্যাকে তাহার প্রেয়সী বা স্ত্রী করিয়াছেন আর ঐ দুরাত্মা লোকটি তাহার গর্ভে কয়েকটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়াছে। অদৃষ্টের ন্যায় অমোঘ এক নির্দেশ জারি করিয়া ব্রাহ্মণ এবং তাহার কন্যাকে তলব করা হইল। তাহারা যখন উপস্থিত হইল পবিত্র সম্রাট স্বয়ং এই ঘৃণ্য ব্যাপারের তদন্ত করিলেন। অভিশপ্ত লোকটি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া এই পাপ কার্য করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল। সে বলিল যে তাহার ঐ কন্যার স্বামী ইহার কয়েক বৎসর পূর্বেই করহা দেশ অভিযানে নিহত হইয়াছে। তাহার কথার ভাব হইতে মনে হইল যে লোকটি নিজেই খুন করিয়াছে। সম্রাটের নিকট ইহাও বিধৃত হইল যে ঐ সময়ে ঐ পরগণার জায়গীরদার বাবাখান কাকশাল লোকটিকে এই অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন এবং তাহাকে কিছুকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার নিকট হইতে দুই শত টাকা জরিমানা আদায় করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মহান খলিফা-ই ইলাহী বাবাখান কাকশালের নীচতায় অবাক হইয়া গেলেন। ঐ সময়ে অভিশপ্ত লোকটি বলিল যে পূর্বের ন্যায় তাহার

---

১. পাণ্ডুলিপিতে আছে যে নোঙ্গর উত্তোলন করা হয়। আর ইলিয়টের অনুবাদে আছে "অভিযান অগ্রসর হইতে লাগিল।"

২. আকবরনামাতে এই ভ্রমণের ভিন্নরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নৌকাগুলি যে দিন ইতাওয়া নোঙ্গর করে সেদিন এক ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তী নোঙ্গর ফেলা হয় কাল্পীতে; অতঃপর চকুর গ্রামের দুষ্ট ব্রাহ্মণের ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। এই ঘৃণ্য অপরাধ এবং তাহার শাস্তি সম্বন্ধে তাবাকাতের ন্যায় বিশদভাবে বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। স্পষ্টই ঝড় উঠিবার বিবরণ আছে আর মাঝে মাঝে নৌকা ডুবিবার এবং তাহার ফলে লোকের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টিরও বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

কন্যাকে যদি তাহার নিকট থাকিতে দেওয়া হয় তবে সে মুসলমান হইবে। মহান খলিফা-ই ইলাহী, যাহার ধর্ম মতে বিনয়ের সংমিশ্রণ আছে, বহুক্ষণ ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইহার পর তিনি রাজকীয় সেনাবাহিনীর কাযী, কাযী ইয়াকুবকে যে নৌকায় দিওয়ান খানা (বিচার বিভাগের অফিস) বসে তথায় তলব করিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে এই বিষয়ে শরিয়তের বিধান ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কাযী ইয়াকুব সম্রাটের নিরাপত্তার জন্য মোনাজাত করিয়া নিবেদন করিলেন যে এই লোকটি যদি একজন মুসলমান হইত তবে ধর্মের সকল ইমামের মত অনুযায়ী তাহার মৃত্যুদণ্ড হইত। কিন্তু একজন কাফের সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। কতিপয় মৃত্যুদণ্ডের মত দিয়াছেন ; আর কতিপয় বলিয়াছেন যে লোকটির প্রাণদণ্ড বিধান করা উচিত নয়, যাহাতে লোকেরা মানিতে পারে যে এইরূপ লোকদের মিথ্যা ধর্ম অনুযায়ী এইরূপ ঘৃণ্য কাজও অনুমোদিত হয় ; এবং যাহাতে তাহারা এইরূপ লোকদের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিকে ঘৃণা করিতে পারে। সম্রাট অনেক চিন্তা ভাবনার পর প্রথমোক্ত মতটি গ্রহণ করিলেন এবং উভয় অপরাধীকেই কারাগারের প্রহরায় ভারপ্রাপ্ত এবং দোষী লোকদের শাস্তিদানের জন্য ভারপ্রাপ্ত খিদমত রায়ের নিকট সমর্পণ করা হইল। পরদিন সম্রাট খিদমত রায়কে নির্দেশ দিলেন যে ব্রাহ্মণটির পুরুষাঙ্গ এবং তাহার এই পাপ কার্য এবং শয়তানীর অঙ্গ গোড়া হইতে কাটিয়া তাহার চোখের সম্মুখে ইহা ভাজা করিতে হইবে। ঐ চির অভিশপ্ত লোকটি এই শাস্তি লাভের পর সম্ভবতঃ তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে এই বিশ্বাসে ঐ জিনিসটি অতি তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিল। পরদিন লোকটিকে শাস্তির তরবারি দ্বারা বধ করা হইল ; আর সে নরকে গেল। তাহার কন্যা তাহার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইল এবং তাহার প্রাণভিক্ষা দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

উপরোক্ত মাসের ২৩ তারিখে, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, এবং হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র স্থান, এবং যে স্থানে নৃপতি হিম্মত আলী[১] একটি শহর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, সেই ইলাহাবাদ মহা নৌবহরের[২] নোঙ্গরের স্থান হইল। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে ঐ দিনে দেশের সর্বদিক হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর এত অধিক সংখ্যক হিন্দু ঐ স্থানে

১. এই স্থানে হিম্মত আলী কোন নৃপতির নাম অথবা ইহা রূপকভাবে পবিত্র আত্মা (আকবর) কে বুঝা ইতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। আকবর স্বয়ং এই শহরের স্থপতি যে ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, এই অংশটির এইরূপ অর্থও হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আকবরনামা বা বদাওনী হইতে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। হিম্মত আলী নামীয় কোন নৃপতির নামও কোথাও পাওয়া যায় না।

২. গ্রন্থকার এই স্থানে গতানুগতিকভাবে 'মহা শিবির ও বিজয়ী সেনাবাহিনী' এইরূপ লিখিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

স্নান করিতে আসে যে বন-জঙ্গল ও প্রান্তরসমূহে তাহাদের স্থান সংকুলান হয় না। মাসের ২৫ তারিখে নৌবহর বানারসীতে আগমন করে; আর শির বেগ তাওয়াচীকে[১] এমন একটি নৌকায় স্থাপন করা হয় যাহা দ্রুতগতিতে বাতাসের মধ্য হইতে ধূলা সংগ্রহ করে; আর তাহা ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

কবিতা

ইহার প্রতি দিকেই ইহা নূতন গতিতে পথ অতিক্রম করিল
ইহার প্রতি পদক্ষেপ পানির উপরে থাকে,
ইহার গতি পাখীর চেয়েও দ্রুত
ঝড়ের দিনে ইহা বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী।

আর তাহাকে খান খানানের নিকট প্রেরণ করিলেন, যাহাতে তিনি মহান বাহিনীর বানারসীতে আগমনের সংবাদ খান খানানের নিকট পৌঁছাইতে পারেন। বানারসীতে তিন দিন অপেক্ষা করা হইল আর সম্রাট শিকারের মহা আনন্দ উপভোগ করিলেন। ঐ মাসের ২৮ তারিখে নৌকাসমূহ সৈয়দপুরের অধীনস্থ কোরি[৩] গ্রামের সন্নিকটে কুদি[৪] ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে নৌকাসমূহ নোঙ্গর ফেলিল। এই স্থানে মির্যা ইউসুফ খান যিনি তাহার অধীনস্থ মহা শিবির স্থলপথে পরিচালনা

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এবং বদাওনীতে তাওয়াচী আছে কিন্তু আকবরনামাতে এই উপাধিটি দেওয়া আছে তওয়াচী বাশী।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে কবিতার শেষ পংক্তি পর্যন্ত নৌকাটির দ্রুতগতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সবই পাণ্ডুলিপিগুলিতে দেওয়া আছে। আকবরনামাতে শুধু আছে যে শির বেগকে একটি দ্রুতগামী নৌকায় প্রেরণ করা হয়; বদাওনী লিখিয়াছেন যে নৌকাটি দ্রুতগামী ছিল। খান খানানের নিকট সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইতেছে না, কারণ আকবরনামা হইতে জানা যায় যে ইলাহাবাদের নিকটে খান খানানের নিকট হইতে কাসিম আলী খান আগমন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করেন।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে কোরি, শুধু একটিতে আছে কুরুশ। আকবরনামাতে আছে পোদী। আকবরনামার অনুবাদে এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী সৈয়দপুর ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ারে উল্লেখিত গাযীপুর জেলায় অবস্থিত সৈয়দপুর।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কুদ, এবং আর একটিতে আছে মকুদ, ইলিয়টের অনুবাদে আছে গুমতি, কিন্তু এক টীকায় বলা হইয়াছে, "পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে গুদ এবং গুরি আর বদাওনী লিখিয়াছেন গুদি আর আবুল ফযল বলিয়াছেন কুদি।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদাওনীতে আছে কুদি, কিন্তু অনুবাদক ইহাকে গোয়াদী লিখিয়াছেন আর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে ইহাকে প্রায়ই গুমতি বলা হইয়া থাকে। নামটি আসলে হইবে গোমতি।

www.alimaanfoundation.com

করিয়া আনয়ন করিতেছিলেন, দ্বারপথ চুম্বনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই স্থানেই বিশ্ব ভূষণ এবং রাজ্য-বিজয়ী প্রজ্ঞা স্থির করিলেন যে তিনি এবং ভাগ্যবান শাহযাদাগণ আর সতীত্বের মঞ্চের মহিলাগণ খান খানানের নিকট হইতে নির্ভরযোগ্য সংবাদ না আসা পর্যন্ত জৌনপুরে অপেক্ষা করিবেন। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি ঐ স্থানে শুভলক্ষণযুক্ত শিবির ত্যাগ করিলেন আর নির্দেশ দিলেন যে সম্রাটের আবাসস্থল রূপে ব্যবহৃত নৌকাগুলিকে কুদি নদীর তীরে টানিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে; আর ইহার পর তাহারা জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন।

অতঃপর যখন রবিউস সানী মাসের ২রা তারিখে রাজকীয় অশ্বারোহী মিছিল জৌনপুরের অধীনস্থ ইয়াহীয়াপুর গ্রামে থামিলেন, তখন খান খানান মুনিম খানের নিকট হইতে এক দরখাস্ত আসিয়া পেঁৗছিল, এই মর্মে যে যত দ্রুতগতিতে সম্ভব তত দ্রুতগমনই যুক্তিযুক্ত এবং উচিত, আর তাহাতেই সম্রাটের মঙ্গল নিহিত আছে। এই সংবাদ পাইয়া তাহারা উপরোক্ত মাসের ৩রা তারিখের ঐ দিনটি ইয়াহীয়াপুরে অবস্থান করিলেন; আর মহান শাহযাদাগণ আর সম্মান ও অন্তরালের মহিলাগণকে জৌন-পুরে প্রেরণ করা হইল এবং ঐ স্থান হইতে সোজা পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাংলাদেশ বিজয়ে গমনের জন্য পতাকা উত্তোলন করা হইল।

এই সময়ে সংবাদবাহকগণ সুসংবাদ আনয়ন করিল যে বককরের শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ খান আজরাইলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন; আর সিন্ধুদেশের প্রধান দুর্গ বক্কর রাজকীয় কর্মচারীদের অধিকারে আসিয়াছে; আর এই ঘটনার বিশদ বিবরণ যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহান খলিফা-ই-ইলাহী[১] ইহাকে বাংলা বিজয়ের শুভলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

দ্বিপদী কবিতা

ঐ মাস ও বৎসর হইতে শুভ সুচনা সহ
যেন ঐ শুভলক্ষণ হইতে ঘটনাসমূহ সাফল্যজনক হয়।

উপরোক্ত মাসের ৪ তারিখে নৌকাগুলি কুন্দি নদী হইতে পুনরায় গঙ্গা নদীতে আসিয়া পড়িল; আর মির্যা ইউসুফ খান যিনি সৈন্যাধ্যক্ষরূপে শুভলক্ষণযুক্ত শিবির পরিচালনা করিয়া আনয়ন করিতেছিলেন, তিনি আনুগত্য প্রকাশ করিবার অনুমতি লাভ করিলেন। এই স্থানে এই সিদ্ধান্ত করা হইল যে অতঃপর মহা শিবির অপেক্ষা

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে 'শোকরিয়া আদায়ের অনুষ্ঠান পালন করিয়া' যোগ করা আছে।

www.alimaanfoundation.com

করিবে যাহাতে তাহা রাজকীয় আগমনের নৌকাসমূহ পাহারা দিতে সক্ষম হয় আর বিজয়ীবাহিনী স্থল ও নদীপথে গমনরত সৈন্যদের সহ গর্বিত হইবে। যেহেতু খাজাগীপুরের[১] নদীর চড়া হস্তীসমূহের হলকা[২] নদী অতিক্রম করিবার উপযুক্ত স্থান হইবে বলিয়া বিবেচনা করা হইল, মাসের ৬ তারিখে ঘাযীপুরের প্রান্তরে মহা সেনাদলের শিবির স্থাপন হইল। সম্রাট শিকার করিবার বাসনা করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। শিকারের সময় ঘুমার[৩] নামীয় একটি হরিণ তাহার সম্মুখে পড়িল। মহান খলিফা-ই-ইলাহী ইহার দিকে একটি চিতা ছাড়িয়া দিলেন আর তাহার জ্ঞানী মনে ভাবিলেন যে চিতাটি যদি হরিণটিকে ধরিতে পারে তবে দাউদও ভাগ্যের নখরে আটকা পড়িবে। চিতাটি সঙ্গে সঙ্গে হরিণটিকে ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু শেষোক্তটি বহু চেষ্টার পর নিজেকে ছাড়াইয়া নিতে সক্ষম হইল। তৎক্ষণাৎ আর একটি চিতা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহা হরিণটিকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিল। সম্রাট ইহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত এবং আশান্বিত হইলেন, আর বলিলেন যে মনে হয় সাহসের বনের ব্যাঘ্রদের সহিত যুদ্ধে দাউদ এইবার পলায়ন করিতে সক্ষম হইবে; কিন্তু দ্বিতীয়বারের অভিযানে নিয়তির নখরে আবদ্ধ হইবে; আর যেহেতু তাহার অনুপ্রাণীত মুখ হইতে ইহা নিঃসৃত হইল, তাই ঠিক এইরূপই ঘটিল যাহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইবে।

মাসের ৭ তারিখ সোমবার পতাকাসমূহ গঙ্গাদাসপুরে[৪] অপেক্ষা করিল। এই স্থানে খাজা সরাই অর্থাৎ প্রধান কর্মকর্তা ইতমাদ খান, যিনি আমীরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পাটনা অবরোধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, একটি নৌকায় করিয়া রাজকীয় অশ্বারোহী মিছিলটিকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিবার অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হইলেন এবং সকল ঘটনারই বিশদ বিবরণ দান করিলেন। তিনি নিবেদন করিলেন যে সম্রাট যত দ্রুত পথ চলিয়া পাটনা গমন করিবেন

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে পংক্তিটি এইরূপই দেওয়া আছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি জোহকপুর এবং আর একটিতে খোয়াজগীপুর দেওয়া আছে। আকবরনামার অনুবাদে নামটি চোচকপুর দেওয়া আছে। তথায় এই স্থানটিতে যে হস্তীসমূহ নদী অতিক্রম করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় তাহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয় নাই কিন্তু এইরূপ উল্লেখ করা আছে যে ঐ স্থানে আকবর স্বয়ং মুবারক কদম নামীয় একটি হস্তীতে আরোহণ করেন এবং পাঁচশতটি হস্তী মিছিলের অগ্রে নদী অতিক্রম করেন। পুগকা নামীয় একটি হস্তী ডুবিয়া যায়।

২. এক শত হস্তীতে এক হল্কা হয়।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে লিখা আছে 'ঘুমার' অপর একটিতে লেখা আছে ধুরমার। বদাওনীতে এই শিকারের কোন উল্লেখ নাই। আকবরনামা ইহার উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু ইলিয়টের স্থানীয় নাম উল্লেখ করা নাই।

৪. ইলিয়টের অনুবাদে স্থানটিকে গঙ্গাদাসপুর লিখা হইয়াছে আর আকবরনামার অনুবাদে লেখা হইয়াছে দাসপুর।

www.alimaanfoundation.com

ততই ভাল এবং মঙ্গল হইবে। এই দিনেই[১] মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহার বেহেশতের ন্যায় মজলিসে এই চমৎকার দ্বারপথের অনুচরগণের অন্তর্ভুক্ত মিরক ইস্‌পাহানীকে তলব করিলেন, কারণ তিনি সর্বদাই জাফর বিজ্ঞানের (ভবিষ্যদ্বাণী) জ্ঞানী বলিয়া দাবী করিতেন, আর তাহাকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি জাফরের কিতাব পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দেন যে অদৃষ্টের অন্তরালে এই শুভ ভ্রমণের ফলাফল কি নিহিত আছে। সৈয়দ মিরক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের এবং রাষ্ট্রীয় প্রধানগণের এবং সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের যাহারা ঐ বেহেশতের ন্যায় শোভিত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সকলের সম্মুখে জাফর পুস্তকটি আনিতে পাঠাইলেন এবং এক এক করিয়া কতকগুলি অক্ষর বাহির করিয়া আনিলেন, আর অক্ষরগুলি যখন সাজান হইল তখন এই দ্বিপদী কবিতাটি পাওয়া গেল।

শুভলক্ষণ যুক্ত উন্নত ভাগ্যের আকবর দ্রুত
দাউদের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইলেন।

ইহার কিছুদিন পর একমাত্র সৈয়দগণের বিশেষ সম্পত্তি এই জ্ঞানের সত্যতা সকলের নিকট প্রমাণিত হইল।

৮ই রবিউসসানী মঙ্গলবার দিন চৌসার[২] নদীর চড়া মহান মঞ্চের শিবির স্থাপনের স্থানে পরিণত হয়। এইদিন খান খানানের নিকট হইতে এক নিবেদন আসে আর তাহার সাথে এই রিপোর্ট আসে যে আফঘানদের মধ্যে ইসা খান নামীয় এক ব্যক্তি তাহার সাহসের জন্য সুবিখ্যাত, আর তিনি পাটনা দুর্গ হইতে রণহস্তী এবং এক বিরাট বাহিনীসহ অতর্কিতে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন আর বিজয়ী বাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন; আর ইসা খান লশকর খানের একজন ক্রীতদাস দ্বারা নিহত হইয়াছেন; আর এক বিশাল সংখ্যক আফঘানদের দল রক্তক্ষয়ী তরবারির

---

১. আকবরনামাতে আছে যে, ইতমাদ খান নিবেদন করেন যে শত্রুগণ অত্যন্ত শক্তিশালী আর আকবর সর্বসাধারণের চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করিবার জন্য ভবিষ্যদ্বক্তাকে তলব করিলেন। শেষোক্তকে বলা হইয়াছে সৈয়দ মিরক পিতা মীর আবদুল করিম জাফরী। বদাওনী বলেন যে তিনি এই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে বলা হয় যে ইহা শুধু সৈয়দগণেরই অধিকার এবং একমাত্র সৈয়দগণই ইহা শিক্ষা করিতে পারে। তদনুযায়ী তিনি ইহাকে জাল জুয়াচুরী বলিয়া অভিহিত করেন।

২. সবগুলি পাণ্ডুলিপি আর বদাওনীতে ইহা জৌধ আছে, কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে চৌসা, যেহেতু স্থানটি বর্তমানে এই নামে পরিচিত। আকবরনামার অনুবাদেও স্থানটির নাম চৌসা দেওয়া হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

খাদ্যে পরিণত হইয়াছে। ভাগ্যবান শাহযাদাগণের নিকটেও অনুরূপ রিপোর্ট প্রেরণ করা হইল। পরবর্তীদিন শিবির নদীর অপর তীরে প্রেরণ করিবার জন্য চৌসায় অপেক্ষা করা হইল। এই কাজের ভার দেওয়া হইল দিলাওয়ার খানকে। মাসের ১০ তারিখে ভোজপুরের অধীনস্থ ডোমনী গ্রাম[১] মহা সেনাবাহিনীর শিবির স্থাপনের স্থানে পরিণত হয়। এই স্থান হইতে কাসিম খানকে খান খানানের নিকট সেনাবাহিনী নদীপথে ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এই সংবাদ দিতে এবং এখন কি করা প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করা হয়। খান খানান নিবেদন করিলেন যে মহান পতাকাসমূহের পূর্বের ন্যায় নদীপথে আগমন করাই উচিত; কিন্তু শুভলক্ষণযুক্ত শিবির আর সেনাবাহিনীর মূলপথে আসাই উচিত। তিনি আরও নিবেদন করিলেন যে বৃষ্টিতে সৈন্যগণের সাজ-সজ্জার যে অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা যেন রাজকীয় অস্ত্রাগার হইতে বিলি করা হয় তাহার যেন এক নির্দেশ জারি করা হয়। সম্রাট বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র খান খানানের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জন এবং অন্যান্য আমীরগণ পরে পাটনার দুই ক্রোশ দূরে দ্বারপথ চুম্বনের সৌভাগ্য অর্জনের সম্মান লাভ করেন।

রবিউস সানী মাসের ১৬ তারিখে জাঁকজমক এবং সৌভাগ্যের সূর্য পাটনা দুর্গের উপকণ্ঠে কিরণ দান করেন। সম্রাট তখনও সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদা এবং জাঁকজমকের সহিত সমাসীন অবস্থায় দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হন; এবং তৎপর অবতরণ করিয়া মুনিম খানের বাসস্থানে তাহার বাসস্থান স্থাপন করেন। শেষোক্ত জন পদ স্থাপনের এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন এবং কররূপে তাহার সম্মুখে মুক্তার মালা সমূহ, এবং রত্নের আধারসমূহ এবং মূল্যবান জিনিসপত্রে পূর্ণ পাত্রসমূহ এবং উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য এবং বিভিন্ন রকমের আরবী এবং ইরাকী এবং অন্যান্য অশ্বসমূহ এবং শত শত হস্তী এবং প্রচুর দ্রুতগামী এক কুজওয়ালা আরবী উট এবং অন্যান্য উট উপস্থিত করেন।

১৮ই রবিউস সানী আমীরগণকে খান খানানের গৃহে এক আলোচনা সভায় একযোগে ডাকিয়া পাঠান হয়। সম্রাট ঘোষণা করেন যে অবরোধের সময় এমনভাবে সুদীর্ঘ করা হইয়াছে যাহার ফলে প্রদেশটির বিজয়ই পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তেমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু এখন যখন রাজকীয় সত্তা হুমা দুর্গ অধিকারের জন্য শুভলক্ষণযুক্ত পক্ষ বিস্তার করিয়াছে, সাম্রাজ্যের মান মর্যাদার দাবী করে যে এই লোকগুলি এই দুর্গে অথবা প্রকৃতপক্ষে এই দেশে তাহাদের পায়ের উপর যেন সোজা-ভাবে এবং দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে না পারে। মুহূর্তে তাহার মনে হইল যে, যে

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে আর ইলিয়টের অনুবাদে এবং আকবরনামার অনুবাদে আছে ডোমনী, কিন্তু বদাওনীতে আছে রোহনী বা রুমনী।

www.alimaanfoundation.com

হাজীপুর দুর্গের উপর পাটনার লোকের জীবন ধারণ নির্ভর করে, প্রথমে তাহাই অধিকার করিতে হইবে; আর তখনই মাত্র এই লোকদের ধ্বংস করিবার কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমীরগণ এবং খানগণ বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের জন্য মোনাজাতে আর তাহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনাটি সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই একই সমাবেশে খান-ই-আলমকে নির্বাচিত করা হইল এইজন্য যে তিনি তিন সহস্র গৌরবময় অশ্বারোহী সৈন্য ও রণতরীগুলি অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ করিয়া দুর্গ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিবেন; আর তাহাদিগকে জাঁকজমকের পালসহ হাজীপুর দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল।

ঐ দেশের জমিদার রাজা গজপতিকে[১] যাহার সঙ্গে প্রচুর চরদ এবং পাইক পদাতিক সৈন্য) আছে, খান-ই-আলমের সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। পরদিন[২] মাসের ১৮ তারিখ খান-ই আলম নদী অতিক্রম করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পথের ধূলা শরীরে লইয়াই একটি নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং সাহসের সহিত হাজীপুর দুর্গ বিজয় এবং তাহা দখলের কাজে অগ্রসর হইলেন। বীরত্বের প্রান্তরের ব্যাঘ্রগণ তাহাদের সাহসিকতার পদ বীরত্ব ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে স্থাপন করিলেন এবং পৌরুষের সহিত যুদ্ধ করিলেন। সম্রাট সাহাম খান জলাইরের, গঙ্গাতীরের এক উচ্চ স্থানে অবস্থিত এবং যে স্থান হইতে হাজীপুর দৃষ্টিগোচর হয়, কামানের স্থান হইতে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করিলেন। যেহেতু দূরত্ব এবং গাঢ় ধোঁয়া এবং ধূলার জন্য প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা যাইতেছিল না, তাই বৈকালে তিনটি রণতরীতে করিয়া একদল সাহসী সৈন্য হাজীপুরের অভিমুখে প্রেরণ করা হইল; যাহাতে তাহারা সঠিক সংবাদ আনয়ন করিতে পারে। হতবুদ্ধি নিয়তি সম্পন্ন শত্রুগণের চক্ষু যখন এই তিনটি রণতরীর উপর নিপতিত হইল তখন তাহারা আঠারটি নৌকায় সাহসী যোদ্ধাদের পূর্ণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। উভয় বহর যখন পরস্পরের নিকটে আগমন করিল, তখন

১. বদাওনীতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে রাজা কচিতী, তবে এক টিকায় বলা হইয়াছে যে তাবাকাতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে গজপতি। ইলিয়টের অনুবাদে এবং মিঃ বিভারিজের আকবরনামার অনুবাদেও গজপতি নামই দেওয়া হইয়াছে।

২. আকবরনামাতে দাউদের এক দূতের সঙ্গে আকবরের এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেওয়া আছে। আর ইহাতে, আবুল ফযলের মতে, আকবর দাউদকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহবান করেন অথবা তাহার কোন আমীরকে অথবা তাহার কোন হস্তীকে সম্রাটের কোন যোদ্ধা বা হস্তীর সঙ্গে একক যুদ্ধে আহবান করেন কিন্তু এই আফগান সন্তানের এমন সাহস দেখা গেল না যে সে সম্রাটের এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৩. আকবরনামা অনুযায়ী পাটনার দুর্গ রক্ষী সৈন্যগণ সম্রাটের প্রেরিত নৌকাগুলিকে বাধা দানের জন্য এই নৌকাগুলি প্রেরণ করিয়াছিল।

www.alimaanfoundation.com

বাদশাহের সৌভাগ্য দ্বারা পরিচালিত রাজকীয় রণতরীগুলির সাহসী যোদ্ধাগণ শত্রুগণকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল এবং তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে দিল না। আর তাহাদের অস্ত্রের জোরে রণস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া খান-ই-আলমের সঙ্গে যোগ-দান করিলেন। সাফল্য এবং বিজয়ের মলয় সমীরণ ভয়াবহ রাজকীয় পতাকাসমূহের পালকের উপরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। হাজীপুরের গভর্ণর ফতেহ খান বারহা এবং বহু সংখ্যক আফঘান রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধের তরবারির খাদ্য হইল আর হাজীপুর খান-ই-আলমের অধিকারে আসিল। ফতেহ খান বারহা এবং অন্যান্য আফঘানদের শির রণতরীগুলিতে নিক্ষেপ করা হইল। সম্রাট হাজীপুর অধিকারের জন্য আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া আদায় করিলেন এবং ফতেহ খান এবং অন্যান্য আফঘানদের শির দাউদের নিকট প্রেরণ করিলেন, যাহাতে তিনি সতর্কতার চক্ষু দিয়া এইগুলি দর্শন করিয়া তিনি তাহার নিজের কার্যের ফলাফল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন এবং বেদনার্ত হইয়া উঠিতে পারেন। দাউদের চক্ষু যখন এই শিরগুলির উপর নিপতিত হইল এবং তিনি পলায়নের পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে দেখিলেন তখন তিনি হতবুদ্ধি ও হতাশার সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

একই দিনে[১] মাসের আঠার তারিখে মহান বিশ্ব-সম্রাট একটি হস্তীতে আরোহণ করিলেন এবং দুর্গ বিপরীত দিকের পানজ পাহাড়ী দুর্গটি এবং শহরের চতুর্দিক এবং তাহার উপকণ্ঠ প্রদক্ষিণ করিতে গমন করিলেন। পানজ পাহাড়ী অর্থাৎ পাঁচটি গম্বুজ কাফেরগণ কর্তৃক প্রাচীন কালে পোড়ান ইট ধাপে ধাপে সাজাইয়া নির্মিত হইয়াছিল। সম্রাট দুর্গের সর্বদিক সতর্ক চক্ষু দ্বারা পর্যবেক্ষণ করিলেন। আফঘানগণ দুর্গের উপর হইতে এবং বহিঃপ্রসারিত অংশগুলি হইতে রাজকীয় জাঁকজমক এবং অশ্বারোহী-দের মহা মিছিলের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং তাহাতে নিজেদের মৃত্যুর বিভিষিকা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের জীবনের সূত্র মোচড়াইয়া গিয়াছে আর তাহাকে আশাবৃক্ষের মূলোৎপাটন করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শেষ প্রাণপণ চেষ্টা হিসাবে তাহারা কামানের কতকগুলি গোলা ছুঁড়িল, কিন্তু এইগুলি দ্বারা কাহারও কোন ক্ষতি হইল না। রাজকীয় বাহিনী এবং সৈন্যদল, যাহা এত অসংখ্য ছিল যে তাহা প্রান্তর ও বন জঙ্গলে স্থান সংকুলান হইতেছিল না, সর্বদিক দিয়া দুর্গটিকে ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন; আর হাজীপুরের বিজয়ের সংবাদ দাউদের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহার বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং বিরাট এক গোলন্দাজ বাহিনী এবং অসংখ্য মস্ত হস্তী থাকা সত্ত্বেও ২১শে রবিউস-সানী রবিবার মধ্যরাত্রিতে একটি নৌকায় আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন।

---

১. বদাওনী বলেন পরদিন।

www.alimaanfoundation.com

কবিতা

তিনি জানিতেন যে তাহার তেমন শক্তি নাই
যে জামের বাহিনীর সম্মুখে তিনি একদল পিপিলিকা হাজির করিবেন;
তিনি দ্রুত পলায়ন করিলেন এবং দ্রুত চলিয়া গেলেন
পাহাড় ও বন-জঙ্গলে একটা ঝড়ের ন্যায়।

আর হিন্দু বাঙ্গালী শ্রীধর[১] যাহার উপর তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন এবং যাহাকে তিনি রাজা বিক্রম জিৎ উপাধি দান করিয়াছিলেন, একটি নৌকায় তাহার ধন-রত্ন ও সম্পদ তুলিয়া লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। ঐ দুরাত্মা লোকটির রাষ্ট্রের খুঁটি গুজার খান কররাণী আহুখানার (হরিণশালা) দরজা খুলিয়া দিলেন আর খ্যাতনামা অশ্বগুলিকে তাহার সম্মুখে চালনা করিয়া দুর্ভাগ্যের পথে গমন করিলেন। পুনঃরুত্থানের দিনের ন্যায় ঐ রাত্রিতে লোকেরা অপ্রত্যাশিত ঘূর্ণিঝড়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যাহারা নদীপথে গমনের সিদ্ধান্ত করিল, তাহাদের অধিকাংশ নদীতে প্রচুর ভীড় থাকিবার ফলে ভাগ্যের সাগরে নিমজ্জিত হইল; আর যাহারা স্থলপথে পলায়ন করিল তাহারা শহরের সংকীর্ণ রাস্তা ও গলিতে হস্তী ও অশ্ব পদতলে পিষ্ট হইল। কিছু সংখ্যক লোক প্রাণভয়ে হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া নিজেদের দুর্গ প্রাকার হইতে নিক্ষেপ করিল; আর অধিকাংশ গর্তসমূহে নিজেদের জীবন নিক্ষেপ করিল।

দাউদের শক্ত খুঁটি গুজার খান পুনপুন[২] নদীতে পৌঁছিয়া তাহাদের নির্মিত একটি সেতু দ্বারা হাতীগুলিকে পার করাইলেন। আফঘানগণ তাহার পেছনে পলায়ন করিতে গিয়া সেতুটির উপরে ভীড় করিল। সহসা সেতুটি মধ্যখানে ভাঙ্গিয়া গেল এবং বহু লোক নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। অন্যান্য বহু লোক যাহারা সমস্ত সেতুতে উঠিয়াছিল তাহারা নিজেদের জিনিসপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়িয়া ফেলিল এবং উলঙ্গ অবস্থায় পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রাত্রি শেষ হইলে যখন দাউদের পলায়নের সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছিল মহান খলিফা-ই-ইলাহী আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া আদায়ের আচার এবং অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

যখন প্রকৃত ভোর হইল তখন তিনি খান খানানকে অগ্রবর্তী বাহিনীতে নিযুক্ত করিলেন, আর তাহার মহত্বের ছায়ায় অগ্রবর্তী রক্ষীদলকে শক্তিশালী করিয়া মহা জাঁকজমক ও আড়ম্বর সহকারে পাটনা শহরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে শত্রুগণ

---

১. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন সরহঙ্গ হিন্দু বাঙ্গালী।

২. গঙ্গার একটি উপনদী, ইহা গয়া জেলা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

তাহাদের সঙ্গে যে ছাপ্পান্নটি হস্তী নিয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই, সেগুলি সম্রাটের কর্মচারীগণ হস্তগত করিল এবং সম্রাটের নিকটে আনয়ন করিল। পাটনা বিজয়ের আর প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ বিজয়ের তারিখটি নিম্নের শ্লোকটি হইতে বুঝা যায় ঃ

স্থলায়মানের রাজ্য দাউদের নিকট হইতে চলিয়া গেল।[১]

মহান বিশ্ববিজয়ী খাকান দিনের চারি ঘরি পর্যন্ত পাটনা শহরে অবস্থান করিলেন; আর উচ্চ নীচ সকলকে নিরাপত্তার আশ্বাস দান করিলেন। তিনি খান খানানকে শিবির পাহারা দিবার জন্য রাখিয়া, স্বয়ং তাহার পবিত্র দেহে ফেরেশতার ন্যায় ক্ষমতাবান সেনাদেরসহ অতি দ্রুতগতিতে গুজার খানের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কারণ তাহার সঙ্গেই দাউদ খানের সবগুলি হাতী ছিল। তিনি যখন পুন পুন নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন তিনি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়াই তাহার উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের অশ্বটিকে বেগবান নদীতে পরিচালনা করিলেন এবং বিদ্যুৎগতিতে নদীটি অতিক্রম করিয়া গেলেন। তাহার অনুসরণকারী আমীরগণ এবং অনুচরগণও নদী অতিক্রম করিয়া গেল। তখন এক মহান নির্দেশ জারি করা হয় যে আমীরগণ এবং সম্রাটের অনুচরদের প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। সম্রাট নিজেও মহত্ব ও সৌভাগ্যসহ দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। মহান আমীরগণ গুজার খানের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে দাউদের হস্তীসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং সেইগুলিকে সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিল। তাহারা পাটনার ছাব্বিশ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত পরগণা দরিয়াপুর[২] না পৌঁছা পর্যন্ত একবারের জন্যও তাহাদের অশ্বের রাশ টানেন নাই। ঐ রাত্রিতে প্রায় চারিশত[৩] পর্বত-প্রমাণ হস্তী সম্রাটের পীলখানায় (হস্তীশালায়) প্রবেশ করান হইল।

মহান পতাকা যখন দরিয়াপুরে থামিল তখন শাহবায খান মীর বকসী এবং মজনুন খান কাকশালকে গুজার খানের[৪] পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করা হইল। তাহারা দ্রুত গতিতে পুলসহন্দ[৫] নদীর তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহা দরিয়াপুর হইতে সাত

---

১. বদাওনীও এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২. বদাওনী বলেন যে দরিয়াপুর পাটনা হইতে ছাব্বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; কিন্তু আকবরনামাতে আছে যে ইহা পাটনা হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৩. বদাওনীও এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আকবরনামাতে দেওয়া আছে ২৬৫টি হস্তী ধৃত হইয়াছিল।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে লেখা হইয়াছে: "যাহাতে তাহারা গুজার খানকে বন্দী করিতে পারে।"

৫. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে পুনসহন্দ, একটিতে আছে পুনসৌন্দ, ইলিয়টের তাবাকাত-ই-আকবরীর অনুবাদে দেওয়া আছে বলভুন্দ নদী। মজনুন খান যে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন তাহার নাম আকবরনামাতে উল্লেখ করা হয় নাই। বদাওনীর ফারসী মূল গ্রন্থে আছে দরিয়া গহ ভুন্দ। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদে আছে "বলভুন্দ নামীয় একটি ক্ষুদ্র নদী।"

www.alimaanfoundation.com

ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তথায় তাহারা জানিতে পারিলেন যে গুজার খান বহু বাধা বিপত্তির মধ্যে অর্ধমৃত অবস্থায় পলায়ন করিয়াছে এবং নদী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার অধিকাংশ লোক ডুবিয়া গিয়াছে। শাহবায খান এবং মজনুন খান প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশের সম্মান লাভ করিলেন।

উপরোক্ত মাসের ২১ তারিখ সোমবারে নির্দেশ অনুযায়ী খান খানান নদীপথে আগমন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন।[১] সম্রাটের আবাসস্থলরূপে ব্যবহৃত নৌকাগুলি এবং সাজ-সরঞ্জাম বোঝাই কতিপয় নৌকা তিনি তাহার সঙ্গে আনয়ন করিলেন। সম্রাট দরিয়াপুরে অবস্থান করিলেন এবং বাংলাদেশের দায়িত্ব এবং শাসনভার খান খানানের উপর অর্পণ করিলেন। তিনি তাহার রেকাবের অনুগামীগণের মধ্য হইতে দশ সহস্র অশ্বারোহীকে খান খানানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাখিয়া গেলেন আর খান খানানের সঙ্গীয় সৈন্যদের নির্ধারিত হারের উপরে তিরিশে দশ এবং চল্লিশে দশ এই অনুপাতে ভাতা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তিনি রাজধানী আগ্রা হইতে আনীত সকল নৌকা এবং সাজ-সরঞ্জাম খান খানানকে প্রদান করিলেন তিনি ছাড়িবার এবং বাঁধিবার এবং নিয়োগ ও বরখাস্ত করিবার রাশ তাহার সুদক্ষ হস্তে অর্পণ করিলেন; এবং অন্যান্য আমীরগণকে এবং তাহার কর্মচারীকে রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত এবং শক্তিশালী করিলেন; আর তৎপর ক্ষমতার পতাকাসমূহ এবং সৌভাগ্যের প্রতীকসমূহ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র এবং রাজধানী নগরে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য উত্তোলন করিলেন।

খান খানান ও অন্যান্য আমীরগণকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি দরিয়াপুর হইতে যাত্রা করিলেন; আর গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত ঘিয়াসপুর তাহার শুভলক্ষণযুক্ত শিবির স্থাপনের স্থান হইল। সম্রাট এই স্থানে চারিদিন অপেক্ষা করিলেন এবং সৌভাগ্যশালী ও সমৃদ্ধিশালী সময়টা দাউদের ও সকল আফঘানদের হস্তীসমূহ পরিদর্শনে অতিবাহিত করিলেন, এইগুলিকে তখন রাজকীয় পশুশালার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ঐ স্থান হইতে তিনি সেনাবাহিনীকে তাহাদের দ্রুত গমনের নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।[২]

---

১. বদাওনীও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন: কিন্তু আবুল ফযল বলেন যে দরিয়াপুরে এক পরামর্শ সভা বসে এবং তথায় আমীরগণের মতামত শ্রবণ করিবার পর আকবর স্থির করেন যে খান খানানকে বাংলাদেশ জয় করিবার নির্দেশ দিবেন এবং তাহার সঙ্গে ২০,০০০ লোকের এক বাহিনী এবং প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম প্রেরণ করা হইল আর তিনি বিহারে এক জায়গীর লাভ করিলেন।

২. ইলিয়টের অনুবাদে এই অংশটির এইরূপ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, "তিনি দ্রুত জৌনপুর পরিভ্রমণে গমন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। পূর্বের ন্যায় মির্যা ইউসুফের নিকট সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন ইত্যাদি"। কিন্তু গ্রন্থে আছে যে শিবিরটিকে দ্রুত গমনের নির্দেশ দিয়া আগে পাঠান হয়।

www.alimaanfoundation.com

শিবির ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব পূর্বের ন্যায় মির্যা ইউসুফ খানের উপর ন্যস্ত করা হইল। আঃ হিঃ ৯৮২ সনের ২রা জমাদিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে, অর্থাৎ উনবিংশ ইলাহী বৎসরে তিনি গাজ ভউর[১] হস্তীটিতে আরোহণ করিলেন এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের জন্য পতাকা উত্তোলন করিলেন। বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যুষে তিনি মহান শিবিরে যাহা দরিয়াপুর এবং ঘিয়াসপুরের মধ্যবর্তী স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, থামিলেন এবং অল্পক্ষণের জন্য কতিপয় মস্ত হস্তীর যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করিলেন; এই হস্তীগুলি অল্পদিন পূর্বে মাত্র তাহার দখলে আসিয়াছিল।

এই স্থানে মুযাফফর খানকে যিনি একজন কেরানী পদ হইতে আমীর পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, আর যাহার সম্বন্ধে পূর্বের পাতাগুলিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ফরহাত খানের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন; ফরহাত খান ছিলেন হযরত ফির্দৌস মকানীর (বাবর), আল্লাহ যেন তাহার কবর আলোকিত করেন, একজন ক্রীতদাস আর বর্তমানে তাহাকে সম্রাটের ক্রীতদাসগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা-দিগকে রোহটাস দুর্গ অধিকারের জন্য প্রেরণ করা হইল; এই দুর্গটি গগনচুম্বী উচ্চতার জন্য সারা হিন্দুস্তানে প্রাধান্য দাবী করিত। তিনি নির্দেশ দিলেন যে ইহা অধিকারের পর ইহা রক্ষা করিবার দায়িত্ব ফরহাত খানের উপর অর্পণ করা হইবে। আর মুযাফফর খান সরকারের কার্যাবলীর সুবন্দোবস্ত সম্পন্ন করিয়া বেহেশতের ন্যায় দরবারে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ৩রা জমাদিউল আউয়াল শুক্রবার সম্রাট পাটনা দুর্গে আগমন করিলেন। তিনি দাউদের ইমারতসমূহ সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করিলেন। ঐ স্থান হইতে তিনি দুরত্ব অতিক্রমের জন্য তাহার দৃঢ়তার মুখ ফিরাইলেন; আর উপরোক্ত মাসের ৮ তারিখ শনিবারে[২] একুশ ক্রোশ দূরবর্তী ফতেপুর বিহতা[৩] গ্রামে আকাশের ন্যায় মহান শিবির স্থাপিত হইল। মির্যা ইউসুফ খান এবং সাদিক মুহম্মদ

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামটি দেওয়া হইয়াছে কজ ভউর। কিন্তু ইহার তেমন কোন অর্থ হয় না। সম্ভবতঃ ইহা গজ ভৌর হইবে, তাহা হইলে একটা অর্থ হয়। আইন-ই আকবরী বা বদাওনীতে এই নামটির কোন উল্লেখ নাই।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে বুধবার দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ৩রা তারিখ ছিল শুক্রবার, সুতরাং ৪ঠা শনিবার হইবে।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি ফতেপুর বিহতা দেওয়া আছে; আর একটিতেও ফতেপুর বিহতাই লিখা আছে তবে নামের দ্বিতীয় অংশের অক্ষরগুলির উপরে বা নীচে কোন ফোটা দেওয়া নাই। অপর একটিতে দেওয়া আছে ফতেপুর পাটনা আর ইলিয়টের অনুবাদে আছে ফতেপুর মহুন্দা। আকবরনামার অনুবাদে দেওয়া আছে ফতেপুর পাটনা। বদাওনী এই স্থানের নামের উল্লেখ করেন নাই। ফতেপুর বিহতা নামটি নিঃসন্দেহে শুদ্ধ নাম। স্থান পাটনা শহর হইতে বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে আর ঐ শহর হইতে বিহতার দূরত্ব বিশ ক্রোশই। বর্তমানে শোন নদীর পূর্ব তীরের বিহতা ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটি স্টেশন।

www.alimaanfoundation.com

খানকে শিবির এবং সাজ-সরঞ্জামের দায়িত্বে রাখিয়া আসা হইল ; এবং ৬ই জমাদিউল আউয়াল সম্রাট জৌনপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।[১]

কবিতা

সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিয়াছে,
জীবনের সুসংবাদ আসিয়াছে যে প্রিয়তম প্রত্যাবর্তন করিয়াছে
সোজা সাইপ্রাস বৃক্ষ যাহা সাম্রাজ্যের বাগান হইতে গিয়াছিল
মর্যাদা আর সুষমার সঙ্গে তাহা তথায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

১৭ই জমাদিউল আউয়াল[২] জৌনপুরের প্রান্তর আকাশের ন্যায় মহান মঞ্চসমূহের অবস্থানের স্থানে পরিণত হইল ; আর মির্যা ইউসুফ খান এবং সাদিক মুহম্মদ খান এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ শরীরের পথের ধূলা মাখা অবস্থায়ই দরবারে আগমন করিলেন ; এবং কুর্ণিশ করিলেন। মির্যা ইউসুফ এবং অন্যান্য আমীরকে সাক্ষাৎ দান করা হইল এবং তাহাদিগকে ভূমি চুম্বনের সম্মান দেওয়া হইল। সংক্ষেপে যে তেত্রিশ দিন জৌনপুর মহান সম্রাটের অবস্থানস্থলে পরিণত হইল, তাহাতে মহান হৃদয় সেনা-বাহিনী এবং রায়তগণের কার্যাবলী সম্পাদনে ব্যস্ত রহিলেন ; আর জৌনপুর এবং বানারসী এবং চুনার দুর্গ এবং অন্যান্য সম্পত্তি ও পরগণা খালসাই শরীফার (রাজকীয় কোষাগারের) অন্তর্ভুক্ত করা হইল আর সেইগুলির ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হইল মির্যা মিরক রিযভী এবং শেখ ইব্রাহীম সিক্রিওয়ালকে[৩]।

আঃ হিঃ ৮৯২ সনের ৯ই জমাদিউস সানী[৪] (২২শে সেপ্টেম্বর ১৫৭৪ খ্রীঃ), অর্থাৎ উনবিংশ ইলাহী বৎসরে সম্রাট জৌনপুর ত্যাগ করিলেন আর খানপুরে প্রথম শিবির স্থাপন করা হইল। তিনি এই মনোরম স্থানটিতে চারিদিন অপেক্ষা করিলেন।

---

১. এই স্থানের পাঠে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিগুলিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। একটি পাণ্ডুলিপিতে কিছু অতিরিক্ত পাঠ যুক্ত করা আছে। কিন্তু এইগুলিতে গলদ আছে। এই স্থানে যে পাঠটি দেওয়া হইয়াছে তাহাই নির্ভরযোগ্য মনে হয়।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে ১৭ তারিখই দেওয়া আছে, কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে ৭ তারিখ। আবুল ফযল বা বদাওনী কেহই শিবিরের আগমনের তারিখটি উল্লেখ করেন নাই।

৩. বদাওনীর ফারসী মূলগ্রন্থে এইরূপই দেওয়া আছে কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে সিক্রিওয়াল দুই শব্দ-রূপে লিখা হইয়াছে। আকবরনামা বলে যে রিযভী খান খালসার উযির পদ লাভ করিলেন। কিন্তু শেখ ইব্রাহীম সিক্রিওয়ালের নামোল্লেখ করেন নাই। ইলিয়টের অনুবাদে তাহার নাম লেখা হইয়াছে শেখ ইব্রাহীম সিক্রি।

৪. বদাওনীর মতে আকবর এইদিনেই, ৯ই জমাদিউল সানী জৌনপুর হইতে যাত্রা করেন।

www.alimaanfoundation.com

এই সময়ের ঘটনাসমূহের মধ্যে একটি হইল এই যে এই যুগের একজন সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি কাযী নিযাম[১] বদাক্ষী, যিনি যুক্তিবাদ এবং হাদিসের বিধানসমূহে মহাপাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং সুফী মতবাদ এবং সুফী প্রথাসমূহে সবিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন আর যিনি মির্যা সুলায়মানের একজন মহান আমীর ছিলেন, মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে প্রবেশ করিবার জন্য কাবুল ও বদাখশান হইতে আগমন করিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল ফিরোযা, যিনি মির্যা মুহম্মদ হাকিমের একজন খানাযাদা (ক্রীতদাস) ছিলেন এবং যিনি পণ্ডিতগণের সঙ্গে তাহার সুদীর্ঘ যোগাযোগের ফলে নিজেও কিছুটা পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং নাস্তালিক অক্ষরে লিখিতেন। তাহাদিগকে জৌনপুরে আকাশের ন্যায় মহান দ্বারপথ চুম্বন করিবার অনুমতি দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। এইক্ষণে কাযী নিযামের উপর রাজকীয় অনুগ্রহ বর্ষিত হইল, এবং তাহাকে জহরতের তরবারির খাপ, এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল আর তাহাকে দ্বারপথের কর্মচারীগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। পরওয়ানচিগরী পদটিও তাহাকে দেওয়া হইল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মহা আমীরগণের দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

আর খানপুরে অবস্থানকালেই খান খানানের নিকট হইতে গড়হী দুর্গ অধিকারের সংবাদ লইয়া একটি আবেদন পত্র আসিয়া পৌঁছিল।[২] এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটির বিশদ বিবরণ হইল এইরূপ। ঘৃণ্য দাউদ যখন পাটনা হইতে পলায়ন করেন এবং গড়হী আগমন করেন, সেই সময়ে তিনি তাহার কতিপয় বিশ্বাসী লোককে ঐ স্থানে রাখিয়া তিনি স্বয়ং তাণ্ডা শহরে গমন করেন। তিনি গড়হী দুর্গটি শক্তিশালী করিবার

---

১. এই গ্রন্থে কাযী নিযাম সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটামুটি বদাওনীর সহিত মিলে, কিন্তু তিনি পরওয়ানচীর পদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। বদাওনীর মতে তাহাকে কাযী খান এবং পরবর্তীকালে গাযী খান করা হইয়াছিল। পুস্তকে ফিরোযার অবস্থা 'দ্বারোপের দিকে' এইরূপ উল্লেখ করা ছাড়া আর কোন কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে।

২. আকবরনামা বলে যে গড়হী অধিকারের পূর্বে খান খানান সূর্যগড়ের শহরসমূহ দখল করেন। আকবরনামা অনুযায়ী এই সূর্য গড় পাটনা হইতে ৮০ মাইল দূরে গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ইলিয়টের অনুবাদের এক টিকা অনুযায়ী গোরখপুরের রাজা সংগ্রাম আর গিধোরের পুরণমল রাজা মুঙ্গের, বিজয়ে সাহায্য করেন। মিঃ বিভারিজের আকবরনামার অনুবাদ অনুযায়ী মুঙ্গের, ভাগলপুর কোলগঙ্গ (খল গাঁও) অধিকার করা হয় এবং খরগপুরের রাজা সংগ্রাম এবং গিধোরের রাজা পুরণ মল বশ্যতা স্বীকার করেন। দুইটি সেনাদলে বিভক্ত হইয়া, অগ্রবর্তী রক্ষীদলটি কিয়া খানের অধীনে উচু রাস্তা ধরিয়া আর বাছাই করা কতিপয় অশ্বারোহীর অপর দলটি মজনুন খান কাকশালের অধীনে একটি সংকীর্ণ গিরিসংকট দিয়া মুঘল বাহিনী অগ্রসর হইবার ফলে গড়হীর আফগান রক্ষীবাহিনী আতঙ্কিত হইয়া পড়ে।

www.alimaanfoundation.com

এরূপ সব ব্যবস্থা করেন যে তাহার অদ্ভুত ধারণা অনুযায়ী এক বৎসরের মধ্যে ইহা অতিক্রম অসম্ভব বলিয়া তাহার মনে হয়, কিন্তু সম্রাটের মহা সৌভাগ্যের ছত্র-ছায়ায় যখন খান খানান পর্যায়ক্রমে পথ চলিয়া তাণ্ডা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং গড়হীর সন্নিকটে উপনীত হন, তখন আফঘানদের ভীত চক্ষু যখন বিজয়ী বাহিনীর উপর নিপতিত হইল, আর ইহাকে মনে হইল যেন ফেরেশতা, যিনি আত্মা তাহার মুষ্টিতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজকীয় রাষ্ট্রের কর্মচারীগণের পতাকাসমূহের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া পলায়নের পথ অবলম্বন করে; আর বিনা যুদ্ধে বা সংঘর্ষে গড়হী অধিকৃত হয়। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া আদায় করিতে মনোযোগ দেন; আর খান খানানের এবং অন্যান্য আমীরগণের নিকট পুনঃপুনঃ অভিনন্দনসূচক এবং উৎসাহব্যঞ্জক ফরমান প্রেরণ করেন। তিনি স্বয়ং নিরাপত্তা ও সৌভাগ্যের পাখায় ভর করিয়া এবং বিজয়ের সহিত সমান তালে পথ চলিয়া আর মর্যাদা সহকারে বিভিন্ন পর্যায়গুলি অতিক্রম করেন এবং শিকার এবং আমোদ করিতে করিতে বিভিন্ন স্থান পার হইয়া যান। ২৮ই জমাদিউস সানী তিনি ইসকান্দরপুর[১] আসিয়া পৌঁছিলেন। এই স্থানে সাফল্য লাভের সুসংবাদ এবং রাজধানী তাণ্ডা দখলের মধুর বার্তা আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের দ্বারপথের অনুচর-দের কর্ণগোচর হইল; আর এই আনন্দবর্ধনকারী ঘটনার বিশদ বিবরণ এইরূপ যে রাজকীয় বাহিনী যখন গড়হীর গিরিসংকট অতিক্রম করিল এবং দেশটির রাজধানী তাণ্ডা শহরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন প্রথমে অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকগণ এবং গুপ্তচরগণ খান খানানের নিকট সংবাদ আনিল যে দাউদ দৃঢ়ভাবে তাণ্ডায় তাহার সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া আছেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া খান খানান মহা-আমীরগকে একত্র ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সাবধানতা অবলম্বনের জন্য রাজকীয় বাহিনীর সাজসজ্জার প্রতি নজর দিলেন। পরদিন তিনি তাহার সেনাবাহিনী যুদ্ধসাজে সজ্জিত অবস্থায় লইয়া তাণ্ডা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহার সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল যে বনজঙ্গল ও পথ প্রান্তরে তাহাদের স্থান সংকুলান হইতেছিল না।

দ্বিপদী কবিতা

ঐ ভয়াবহ সেনাবাহিনী হইতে জলে স্থলে,
আকাশে বজ্রনিনাদ উঠিল আর মাটিতে উঠিল ভূমিকম্প।

---

১. আকবরনামার অনুবাদে আছে "ইহা মানিকপুরের নিকটে অবস্থিত"; আর এক টীকায় বলা হইয়াছে "সিকান্দারপুর জৌনপুর সরকারে অবস্থিত।"

www.alimaanfoundation.com

দাউদের গুপ্তচরগণ যখন তাহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইল, তিনি এবং তাহার সেনাপতিগণ পাটনার সেই কাল রাত্রির কথা স্মরণ করিলেন, যাহা পুনরুত্থানের দিনের অনুরূপ ছিল, এবং পলায়নের পুস্তক পাঠ করিলেন এবং সামনের আশা ত্যাগ করিয়া হতাশ হৃদয়ে এবং বহু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। অতঃপর খান খানান আঃ হিঃ ৯৮২ সনের ৪ঠা জমাদিউস সানী অর্থাৎ উনবিংশ ইলাহী বৎসরে, মহান খলিফা-ই ইলাহীর ক্ষমতার ছত্রছায়ায় কোন যুদ্ধ বা সংঘর্ষে লিপ্ত না হইয়াই রাজধানী তাণ্ডা শহরে প্রবেশ করিলেন। তিনি উচ্চ নীচ সকলের কর্ণগোচর করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার দাবী ঘোষণা করিলেন।

এই বিজয় লাভের ফলে, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া সুলতানদের মহান কার্যাবলীর ইতিহাসের মুখবন্ধরূপে পরিগণিত হইতে পারে, মহান খলিফা-ই-ইলাহী শোকরিয়া আদায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ পালন করিলেন। অতঃপর তিনি বিশ্বাস এবং আত্ম প্রত্যয় সহ রাজধানী আগ্রা হইতে তিন পর্যায় দূরে অবস্থিত স্থানটি হইতে পবিত্র রাজধানী দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠ আকাশের ন্যায় মহান মঞ্চসমূহের শিবির স্থাপনের স্থানে পরিণত হয়, তিনি প্রকৃত ভক্তি এবং বিশুদ্ধ অন্তকরণসহ মহানগণের (পবিত্র লোকদের) এবং শেখগণের যাহারা অসহায়গণকে রক্ষা করেন, কবরে গমন করিলেন ; আর তাহার বাসনা পূরণের জন্য তাহাদের নিকট মোনাজাত করিলেন। তিনি ফকিরগণেকে আর যাহারা পবিত্র স্থানের আনাচে কানাচে বসিয়া থাকে তাহাদিগকে তাহার দয়াশীলতার কোষাগার হইতে দান করিয়া খুশি করিলেন, তিনি তাহার মহান পিতার পবিত্র কবরে, যাহা সর্বোত্তম পবিত্র স্থানের চেয়েও পবিত্র, গমন করিলেন, আর তাহার সমুদ্রের ন্যায় রত্নপ্রসবী হস্ত উন্মুক্ত করিয়া দিরহাম ও সম্পদ বিলি করিয়া দীন দরিদ্রের নিকট হইতে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করিলেন। তিনি সৈন্যগণকে কিছু বিশ্রাম দানের জন্য দিল্লীর বিপরীত দিকে দিন কয়েক অপেক্ষা করিলেন আর তাহার শুভমুহূর্তগুলির অধিকাংশ শিকার করিতে অতিবাহিত করিলেন।

পবিত্র শাবান মাসের প্রথম দিকে তিনি তাহার অগ্রগমনের পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং রাজধানী দিল্লী হইতে আজমীর অভিমুখে গমন করিলেন, আর পথিমধ্যে শিকার করিতে করিতে গেলেন। একদিন নারনৌল শহরের অভ্যন্তরে তিনি যখন শিকার করিতেছিলেন লাহোর হইতে আযম খান জাহান তাহার অভিনন্দন এবং প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যে আনুগত্য প্রকাশের সম্মান লাভ করিলেন। সম্রাট তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহার প্রতি বহু রাজকীয় অনুগ্রহ এবং উপকার বর্ষণ করিলেন ইহার কয়েক দিন পর আহমদাবাদ হইতে দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া খান আযম তাহার অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য আগমন করিলেন এবং দ্বার পথ চুম্বনের

www.alimaanfoundation.com

অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হইলেন। পবিত্র রমযান মাসের শুরুতে আজমীরের বাতাস রাজকীয় অশ্বারোহীদের মিছিলের খুরের ধূলায় কস্তুরীর এবং অম্বরের সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়িল। তিনি পথের ধূলামাখা অবস্থায়ই দীপ্তিমান আলোকের বিকীরণ স্থান খাজা মুইন-উল-হক-ওয়াদ্দীনের কবরে গমন করিলেন এবং প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠান পালন করিলেন। তিনি ঐ পবিত্র ব্যক্তিদের নাককার-ই-খানায় (নাকাড়ার গৃহ) এক জোড়া নাকাড়া প্রদান করিলেন, ইহা দাউদের ছিল আর তিনি বাংলাদেশের লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি হইতে প্রথম হইতেই ইহা পবিত্র খাজাকে (আল্লাহ্ যেন সর্বকালের জন্য তাহার কবর পবিত্র রাখেন) উপহার দিবার জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন! তিনি তাহার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিদিন দীপ্তির উজ্জ্বলতায় আলোকিত কবরে গমন করিতেন; আর নকির এবং দীন দরিদ্রকে তাহার উপহার এবং দান দ্বারা তাহাদের ভিক্ষাবৃত্তি দূর করিলেন।

এই সময়ে[১] তাহার মহান গোচরে আনয়ন করা হইল যে মালদেও-এর পুত্র চন্দর সেন[২] যোধপুর এবং সিওয়ানা দুর্গদ্বয়ের সন্নিকটস্থ রায়তগণকে অযথা হয়রাণী করিতেছে, আর তিনি বিভিন্ন প্রকারের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছেন। সম্রাট কতিপয় আমীরকে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য মনোনীত করিলেন এবং দিল্লীর গভর্ণর তাহির খান মীর-ই-ফরাখতের পুত্র তৈয়ব খান এবং সুভান কুলি খান এবং অন্যান্য যোদ্ধাকে তাহাদের নেতা নিযুক্ত করিলেন। বিজয়ী বাহিনী যখন বিপথগামী লোকটির দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও ডাকাতিসমূহের শাস্তিদান করিতে আগমন করিল, আর তিনি ঘনসন্নিবিষ্ট গাছে পূর্ণ এক গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলে গমন করিয়া অদৃশ্য হইলেন, বিজয়ী বাহিনী তাহার কতিপয় লোককে বন্দী করিল এবং তাহাদিগকে তাহাদের নিষ্ঠুর তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া দিল এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও সম্পদ হস্তগত করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিল এবং বহু লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ মহাশিবিরে পুনঃ যোগদান করিল। রমযান মাসের মাঝামাঝি সম্রাট অতি পবিত্র ও মর্যাদাবান মহান খাজার আত্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই একই দিনে তিনি খান আযমকে গুজরাট প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন। আর ৯৮২ সনের রমযান মাসের শেষে ফতেপুর খিলাফতের সিংহাসনের অবস্থানের স্থান হইল।

---

১. আকবরনামা, বিভারিজের অনুবাদ, বলে যে "রায় রায় সিং সিওয়ানা দুর্গ হইতে দ্রুত আগমন করিয়া রিপোর্ট দিলেন যে মালদেবের পুত্র চন্দর সেন যোধপুরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতেছে আর যে সেনাবাহিনী সিওয়ানা অধিকার করিতে গিয়াছিল, তাহা তাহাকে দমন করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা রায়তগণকে হয়রানী করা এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হইত ভিন্নরূপ।

২. ইহা প্রকৃতপক্ষে মালদেবের পুত্র চন্দ্র সেন হইবে।

www.alimaanfoundation.com

উনবিংশ ইলাহী বৎসরের শেষ দিকে অর্থাৎ আঃ হিঃ ৯৮২ সনে সংঘটিত কতিপয় ঘটনার বিবরণ

বিস্তৃত হিন্দুস্তান ভূভাগের প্রথমবর্ষেই আবাদের উপযোগী বহু ভূমি অনাবাদী অবস্থায় পতিত থাকিত, যাহাতে এই আবাদের সুফল এবং সুবিধা কৃষক এবং সাম্রাজ্যের কোষাগার উভয়েই পাইতে পারে তজ্জন্য মহান প্রজ্ঞা (সম্রাট) সুগভীর চিন্তার পর, যাহা শুরু হইতেই প্রজাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের এবং দেশের উন্নতি বিধানের প্রতি নির্দিষ্ট ছিল, নির্দেশ দান করিলেন যে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পরগণাসমূহের ভূমি পরীক্ষা করিবার পর এমন এক পরিসর ভূমি যাহা আবাদ করিবার পর এক কারোর তংগা (কোটি তংগা) মূল্যের ফসল উৎপাদন করিবে, সেই পরিমাণ ভূমি স্বতন্ত্র করিয়া নিতে হইবে এবং তাহা সম্রাটের একজন কর্মচারীকে যাহার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং সততা এবং আনুগত্য থাকিবে, প্রদান করিতে হইবে। ঐ লোকটিকে বলা হইবে কারোরী এবং তাহাকে একজন কারকুন (প্রতিনিধি) এবং রাজকীয় কোষাগার হইতে একজন খাজাঞ্চীসহ পরগণায় প্রেরণ করিতে হইবে। সে বিশ্বস্ততা এবং দক্ষতার সহিত তাহার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিবে এবং তিন বৎসরের মধ্যে ভূমি আবাদী করিয়া আনিবে এবং প্রকৃত উৎপন্ন ফসল আদায় করিবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কতিপয় লোক বাছাই করা হইল এবং তাহাদিগকে এই ক্লেশকর কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হইল। যে সব আমীরগণের অনুচর আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে একজন করিয়া কারোরী সংগ্রহ করা হইল এবং ঐ আমীরের জামিনে এবং তাহার দায়িত্বে তাহাকে আমীরের দেশে প্রেরণ করা হয়।

আর এই সময়েই শাহ কুলি খান মাহরাম এবং জামাল খান কুর্চি এবং অন্যান্য কতিপয় আমীরকে সিওয়ানা দুর্গ অধিকারের জন্য প্রেরণ করা হইল; এই দুর্গটি মালদেও-এর উত্তরাধিকারীগণের দখলে ছিল। অবরোধ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল এবং জালাল খান কুর্চি যিনি বেহেশতের ন্যায় মজলিসের একজন ছিলেন, তথায় শহীদ হইলেন। ইহার পর শাহবায খান কম্বুকে তথায় প্রেরণ করা হইল। তিনি অল্পকালের মধ্যেই দুর্গটি দখল করিলেন।

আর এই সময়েই সুলতান মাহমুদ বকরের উকিলগণের নিকট হইতে একটি আবেদন আসিয়া পৌঁছিল, ইহাতে তাহারা নিবেদন করিল যে সুলতান তাহার জীবন জমা করিয়া দিয়াছে আর তাহারা মুহিব আলী খান এবং মুজাহিদ খানের প্রতি কোন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। তাহারা প্রার্থনা করিলেন যে যদি সম্রাটের নিকট হইতে কোন লোককে তথায় প্রেরণ করা হয় তবে তাহারা দুর্গটি তাহার নিকট

www.alimaanfoundation.com

সমর্পণ করিবেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী মীর গেসু বকাওয়ালবেগীকে[১] রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক), যিনি গেসু খান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, দুর্গটির দখল নিতে প্রেরণ করিলেন।

এই বৎসর গুজরাট প্রদেশে এক ভয়াবহ মহামারী এবং প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর এইগুলি প্রায় ছয় মাসকাল স্থায়ী হয়। এই দুর্দশা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঐ দেশের ধনী ও সাধারণ লোক উভয়েই নিজেদের গৃহাদি ত্যাগ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মহামারী সত্ত্বেও ফসল এত মূল্যবান হইয়া উঠিল যে এক মণের[২] দাম এক শত বিশ কাল তংগাতে উঠিল; আর একমাত্র গাছের বাকল ছাড়া অশ্বের জন্য কোন ঘাস এবং গবাদিপশুর জন্য কোন বিচালী পাওয়া গেল না। অপর একটি ঘটনা হইল এই, যে খাজা আমীন উদ্দীন মাহমুদ, যাহার উপাধি ছিল খাজা-ই-জাহান, এবং যিনি হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের স্থায়ী উযির (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন, আঃ হিঃ ৯৮২ সনের শাবান মাসের প্রথম দিকে লক্ষ্ণৌতে ইন্তেকাল করিলেন।

বিংশতি ইলাহী বৎসরের ঘটনাসমূহের বিবরণ

এই বৎসরটি[৩] শুরু হয় আঃ হিঃ ৯৮২ সনের যিকাজা মাসের ২৯ তারিখ মঙ্গলবার[৪] দিন।

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি দেওয়া আছে মীর গেসুই; কিন্তু উপাধিটি দেওয়া আছে গেসু খান। বদাওনীর ফারসী মূল গ্রন্থেও নামটি মীর গেসুই দেওয়া আছে, কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে মীর গেসু। বকাওয়ালবেগী অর্থ প্রধান পাচক বা রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক। ইলিয়টের অনুবাদে তাহার নাম লিখা হইয়াছে মীর কিসু বকাওয়াল বেগ আর কি খান। আকবরনামাতে মীর গেসুর আগমনের পরবর্তী ঘটনাগুলির বিবরণ দেওয়া আছে।

২. ১২০ কাল তংগায় যে ফসল বিক্রি হইত, বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন জ'ওয়ারী (মেইজ)। বদাওনীর অনুবাদে এবং ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে "তংগার" বিশেষণরূপে 'কাল' শব্দটি বাদ দিয়াছেন। সম্ভবতঃ কাল তংগা দ্বারা তাম্র তংগা বুঝাইতেছে।

৩. দুইটি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপির একটিতে এই বৎসরের ইতিহাস পুস্তকে দেওয়া অংশের পরিবর্তে নিম্নের পংক্তিটি দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে; এই সময়ে পৃথিবী আলোকিতকারী সূর্য এবং জলস্থলের গোলকের আলো বিকিরণকারী সম্রাট আঃ হিঃ ৯৮২ সনের পবিত্র যিকাজা মাসের ২৫ তারিখে এই মহা-বিজয়ের জন্য অভিনন্দন ও প্রশংসা নিবেদনের জন্য তাহার পূর্বাঞ্চলীয় গৃহে গমন করিলেন; তাহার এই বিজয় খ্যাতনামা সুলতানগণের বিজয়সমূহের প্রতিকৃতি স্বরূপ ছিল; আর তিনি পৃথিবী এবং অধিবাসীগণের কর্ণে আনন্দ ও সুখের এক ঘোষণা প্রচার করিলেন। এই মহা দান এবং চমৎকার অনুগ্রহের জন্য শোকরিয়া আদায় করিতে যাহারা মাটির ধলায় আসন গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে সবুজ অঙ্গাবরণে ভূষিত করা হইল। বিংশ ইলাহী বৎসরের আগমনের ফলে এই যুগ নতুন উপায় জীবনের মর্যাদা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল, যাহার সহিত নওরোজের অত্যন্ত মিল আছে। আকাশসমূহের ব্যবস্থাপকগণ এবং জল ও স্থলের কোষাধ্যক্ষগণ মহান সম্রাটের যাহার ক্ষমতা ও আড়ম্বর আকাশের মত গগনচুম্বী শিরে জাঁকজমকের পালক ছড়াইয়া দিলেন এবং এই যুগের দুর্ধর্ষদের এবং পৃথিবীর প্রধানগণের ঘাড়ে আনুগত্য ও খেদমতের জোয়াল জুড়িয়া দিলেন। প্রয়োজনের খাতিরেই, যে কেহ তাহার দ্বারপথ হইতে তাহার মাথা ফিরাইয়াছে, সে-ই হতভাগ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে এবং কোথাও কোন সম্মান লাভ করে নাই। নিম্নলিখিতটি ইহার প্রমাণ:

শ্লোক

সে যে কোন দ্বারেই গিয়াছে, কোন সম্মানই লাভ করে নাই।

৪. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শনিবার, একটিতে আছে মঙ্গলবার; কিন্তু উভয় স্থানেই তারিখটি দেওয়া

www.alimaanfoundation.com

দাউদ খানের সহিত খান খানানের যুদ্ধের আর বিজয়ী বাহিনীর হস্তে দাউদ খানের পরাজয়ের বিবরণ

মহান সম্রাটের সৌভাগ্যের ফলে রাজধানী তাণ্ডা শহর খান খানান মুনিম খানের দখলে আসে; আর পরিত্যক্ত দাউদ উড়িষ্যা প্রদেশের অভিমুখে পলায়ন করেন এবং খান খানান দেশটির কার্যাবলী সুশৃঙ্খল করিয়া লইয়া, রাজা তোডরমলকে অন্যান্য কতিপয় আমীরসহ তাহার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ঐ দেশের অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাছাড়াও তিনি মজনুন খান কাকশালকে[১] ঘোড়াঘাট শাসন এবং রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। মজনুন খান যখন তথায় গমন করিলেন ঐ স্থানের জায়গীরদার সুলায়মান মাঙ্গলী যিনি আফঘান আমীরগণের মধ্যে তাহার বীরত্বের জন্য সবিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন, তাহার সৈন্যগণকে সমবেত করিলেন এবং তাহাকে বাধা দিবার জন্য এবং বিধ্বস্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইল এবং মজনুন খান জয় লাভ করিলেন। সুলায়মান মাঙ্গলী[২] রক্তপিপাসু তরবারির আঘাতে নিহত হইলেন। তাহার এবং অন্যান্য আফঘানগণের পরিবার পরিজন এবং অনুচরগণকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করা হইল।

দ্বিপদী কবিতা

যদিও বিপদের বহু কাঁটা ছিল
সব কাঁটাই নরকের ধুলায় পরিণত হয়।

আছে ১৯শে যি কাজা। ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে (সোমবার, ২৯শে যিল কাজা (১০ই মার্চ, ১৫৭৫ খ্রীঃ)। আর আকবরনামার অনুবাদে আছে শুক্রবার, ২৭শে যিল কাজা, ৯৮২ (১২ই মার্চ, ১৫৭৫ খ্রীঃ)।

১. ইলিয়টের অনুবাদের এক ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে যে ঘোড়াঘাট দিনাজপুরের এক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। আকবরনামা বা বদাওনীর অনুবাদে এই স্থানটিকে সনাক্ত করা সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। এলফিনস্টোনের ইতিহাসের সঙ্গে যে মানচিত্র দেওয়া আছে তাহাতে ঘোড়াঘাটকে, গোরাঘাট লেখা হইয়াছে আর ইহার অবস্থান দেখান হইয়াছে করতিয়ার তীরে ৮৯° পূর্ব দ্রাঘিমা আর ২৫° উঃ অক্ষাংশ; এবং মনে হয় এককালে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল কারণ নামটি মানচিত্রে বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে। যেরূপ দেখান হইয়াছে পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর ও রংপুর জেলা শহর দুইটিকে। কিন্তু বর্তমানে ইহার গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে, এখন আর ইহার কোন উল্লেখ শুনা যায় না। ঘোড়াঘাটের ঘটনাবলীর যে বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে বদাওনী ও তাহার অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন; কিন্তু আকবরনামা অনুযায়ী (বিভারিজের অনুবাদ) কালা পাহাড় সুলায়মান, এবং বাবা মন কলি ঘোড়াঘাটে গমন করিয়া তথায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। তাহাদের দমনের জন্য মজনুন খান, বাবু খান জব্বারী এবং অন্যান্যদের তথায় প্রেরণ করা হয়। সুলায়মান মনকলি নিহত হন এবং আফঘানদের পরিবারসমূহ এবং বহু দ্রব্যসম্ভার মুঘলদের হস্তগত হয়।

২. দ্বিতীয় নামটি পাণ্ডুলিপিগুলিতে মন কলি, এবং মিকলী এবং মঙ্গলি লিখিত আছে। ইলিয়টের অনুবাদে ইহা মঙ্গলি আর বদাওনীর অনুবাদে মংক্লী লেখা আছে।

www.alimaanfoundation.com

এত অধিক পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য কাকশালদের হস্তগত হইল যে তাহারা ইহাদের সবগুলি রাখিতে পারিতেছিল না। মজনুন খান তাহার পুত্র জব্বারীর সহিত সুলায়মান মাঙ্গলীর কন্যার বিবাহ দিলেন এবং ঘোড়াঘাট গমন করিলেন। ঐ দেশটির সমস্তটাই কাকশালগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং ইহা খান খানানকে জানাইয়া দেওয়া হইল।

দাউদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরিত রাজা তোডরমল পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া মদারনে[১] আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক দল তখন তাহার নিকট সংবাদ আনিল যে দাউদ দিন কসারীতে[২] অবস্থান করিতেছে; আর তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং দিনের দিন তাহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজা তোডরমল মদারনে অপেক্ষা করিয়া খান খানানের নিকট এক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। এই রিপোর্ট যখন শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি মুহম্মদ কুলি খান বিরলাস, মুহাম্মদ কুলি খান তুকবাই, এবং মুযাফফর খান মঘূলকে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ রাজার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। এই আমীরগণ যখন শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যোগদান করিলেন তখন তাহারা একে অন্যের সহিত পরামর্শ করিয়া মদারন হইতে যাত্রা করিলেন এবং দিন কসারী হইতে দশ ক্রোশ দূরবর্তী গোয়ালিয়রে[৩] পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত একবারের জন্যও তাহাদের অশ্বের রাশ টানিলেন না (সম্ভবতঃ গোয়ালিয়র গোয়ালপারার স্থলে ভুলবশতঃ লিখা হইয়াছে)। দাউদ এই সংবাদ শুনিয়া আরও পশ্চাতে চলিয়া গেলেন এবং ধরপুরে[৪] এক শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করিলেন। প্রায় এই সময়েই গুপ্তচরগণ সংবাদ আনিল যে দাউদের চাচার পুত্র জুনায়েদ, যিনি আফঘানদের মধ্যে তাহার সাহস ও বীরত্বের জন্য এই

১. তবাকাতের ইলিয়টের অনুবাদে এক ব্যাখ্যায় আছে, "মদারন হুগলী জেলায়, বর্ধমান এবং মেদিনীপুরের মধ্যবর্তীস্থলে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা গড় মন্দারন নামে পরিচিত; আর বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে ইহার উল্লেখ আছে। হুগলী এবং বাকুড়া জিলার সীমান্ত হইতে ইহা অধিক দূরে নয়।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামটি দিন কসারী, এবং রিন কসারী এবং ডিহি কসারী লিখা আছে। তবাকাতের অনুবাদে ইহা দিন কসারী দেওয়া আছে। বদাওনীতে আছে খিন কসারী। আকবরনামাতে এই নামটির উল্লেখ নাই।

৩. দাউদের পশ্চাদ্ধাবন সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বিবরণের সহিত বদাওনীর বিবরণের মিল আছে। কিন্তু আকবরনামাতেও ভিন্নরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, লোক ও স্থানের নামও ভিন্নরূপ আছে।

৪. এই বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি দরিরপুর এবং ধরপুর এবং ধরমার দেওয়া আছে। ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে আছে হুপুর। বদাওনীতে দেওয়া আছে রুহরপুর। আকবরনামাতে আছে হরিপুর অথবা সম্ভবতঃ হরপুর।

www.alimaanfoundation.com

যুগের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন লোক ছিলেন আর যিনি পূর্বে সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং আগ্রা হইতে গুজরাট পলায়ন করিয়া গিয়াছিলেন এবং বর্তমানে গুজরাট হইতে বাংলাদেশে আগমন করিয়াছেন, দিন কসারীতে আগমন করিয়া দাউদের সঙ্গে যোগদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা তোডরমল আমীর-গণের পরামর্শ লইয়া এবং তাহাদের সম্মতিক্রমে আবুল কাসিম নমকী[১] এবং নযর বাহাদুরকে জুনাইদকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তাহার সহিত যুদ্ধ করা খুব সহজ ব্যাপার মনে করিলেন এবং সর্বদিক বিচার বিবেচনা এবং সাবধানতা অবলম্বন করিলেন না ; এবং পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন[২] আর এইরূপে নিজেদের উপর কলঙ্ক আরোপ করিলেন।

শ্লোক

কোন শত্রুকেই অসহায় এবং দুর্বল গণ্য করিতে নাই।

রাজা তোডরমল এই সংবাদ শুনিয়া অন্যান্য আমীরগণের পরামর্শে জুনাইদকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শেষোক্ত জন নিজেকে তাহাদের মোকাবিলা করিতে সক্ষম বলিয়া মনে করিলেন না। তাহারা তাহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি পলায়ন করিয়া জঙ্গলে[৩] আশ্রয় নিলেন। রাজা তোডরমল অন্যান্য আমীরগণের সম্মতিক্রমে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন এবং মেদিনীপুরে অপেক্ষা করিলেন। এই স্থানে মুহম্মদ কুলি বিরলাস দুর্বলতাবশতঃ কয়েক দিন শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন এবং ইন্তেকাল করিলেন। যেহেতু তিনি একজন সরদার ছিলেন এবং অনেক কিছুই তাহার উপর নির্ভর করিত, তাহার ইন্তেকালের ফলে রাজকীয় বাহিনীতে কিছু দুর্বলতা এবং বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হইল।

রাজা তোডরমল বাকী আমীরগণের পরামর্শে মেদিনীপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং মদারনে আগমন করিলেন। এই স্থানে কিয়া খান গঙ্গ[৪] বিনা কারণে

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি আবুল কাসিম নমকী দেওয়া আছে। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে নামটি দেওয়া হইয়াছে আবুল কাসিম নমাকী। বদাওনী নামটি লিখিয়াছেন মির্যা আবুল কাসিম। আকবরনামার অনুবাদে নামের দ্বিতীয় অংশটি নমকিন দেওয়া হইয়াছে।

২. বদাওনী অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন ; কিন্তু আকবরনামাতে ভিন্নরূপ বলা হইয়াছে, ''আল্লাহর মেহের-বানীতে তাহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল এবং শত্রুগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল,'' ইত্যাদি লিখা হইয়াছে।

৩. সম্ভবত বার খণ্ডের।

৪. আকবরনামা অনুযায়ী তাহার এক ভৃত্য কর্তৃক তাহাকে বিষ প্রয়োগের সন্দেহ করা হয়। আকবর-নামা হইতে আরও দেখা যায় যে একদল আমীর খান খানানের প্রতি বিরূপ হইয়া কিয়া খানকে তাহাদের নেতা করেন এবং তাহারা ঝাড়খণ্ডের পথে দরবারে গমনের সংকল্প করেন।

www.alimaanfoundation.com

অন্যান্য আমীরগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। রাজা তোডরমল এই ঘটনা খান খানানকে জানাইলেন এবং কিছুদিন মদারনে অপেক্ষা করিলেন। খান খানান এই সংবাদ পাইয়া শাহাম খান জলাইর এবং লশকর খান, মীর বকশী, এবং খাজা আবদুল্লাহ এবং কুজক খাজাকে[১] রাজা তোডরমলকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রাজা অন্যান্য আমীরগণকে ঐ স্থানে রাখিয়া স্বয়ং কিয়া খানের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে উৎসাহ দান করিয়া এবং শান্ত করিয়া তাহার সঙ্গে ফিরাইয়া আনিলেন এবং অন্যান্য আমীরগণের সঙ্গে যোগ দিলেন।

দ্বিপদী কবিতা

যে প্রকৃতই জ্ঞানী, সে এক কথাতেই ব্যাপার মিটাইতে সক্ষম হয়
যাহা শত জন সাহসী যোদ্ধাও কখনও সম্পন্ন করিতে পারে না।

অতঃপর তিনি প্রচুর শক্তিশালী হইয়া মদারনের পথে জিতুরা[২] গমন করিলেন। ঐ স্থানে গুপ্তচরগণ সংবাদ আনিল যে দাউদ কটক বানারসের[৩] দুর্গে তাহার পরিবার রাখিয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধের জিনিসপত্র সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। রাজা যে স্থানে ছিলেন সে স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং খান খানানের নিকট দ্রুতগামী সংবাদ বাহকগণকে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে এই ব্যাপারের সংবাদ দিলেন। খান খানান তৎক্ষণাৎ তাণ্ডা ত্যাগ করিলেন এবং দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন রাজা তোডরমলের সঙ্গে যোগদান করিলেন, তখন দাউদও এক সুসজ্জিত বাহিনীসহ আগমন করিলেন এবং তাহার মোকাবিলা হইলেন। আফঘানগণ তাহাদের শিবিরের চতুর্দিকে পরিখা খনন করিলেন এবং সুরক্ষিত হইলেন।

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি কজক এবং খজক দেওয়া আছে। ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে শুধু শাহাম খান জলাইয়ের নাম দেওয়া আছে। আর কাহারও নাম উল্লেখ করা নাই। বদাওনী খাজা আবদুল্লার নাম উল্লেখ করেন নাই; আকবরনামা ইহা দিয়াছেন কিন্তু শেষের অংশটি বাদ দিয়াছেন।

২. পাণ্ডুলিপিগুলির নামটি জকুরা, এবং জিতুরা এবং জনুরা দেওয়া আছে। ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে নামটি দেওয়া হইয়াছে জিতুরা। বদাওনীর মূল ফারসী গ্রন্থে নামটি দেওয়া আছে জুরা। কিন্তু অপর এক স্থানে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে মজুরা। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে বমোরা। আকবরনামাতে নামটি সিতুয়া বা ছিতুয়া দেওয়া আছে; আর এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে স্থানটি সরকার মদারনে অবস্থিত।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে দেওয়া আছে কনক বনারস; কিন্তু তবাকাতের ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে কটক বনারস এবং বদাওনীতে আছে কটক বনারস।

www.alimaanfoundation.com

আঃ হিঃ ৯৮২ সনের যি হিজ্জা মাসের ২০ তারিখে অর্থাৎ বিংশ ইলাহী বৎসরে, খান খানান তাহার বিজয়ী বাহিনীকে এইরূপে সন্নিবেশ করিলেন। কৌল, (কেন্দ্র, যাহাকে সেনাবাহিনীর কল্ব বলা হয়, তথায় খান খানান[১] এবং অন্যান্য আমীরগণ ; অলতমশ, কিয়া খান গঙ্গ ; অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনী, খান আলম, খাজা আবদুল্লাহ, কুজক খাজা, সৈয়দ আবদুল্লাহ খান, মির্যা আলী আলম শাহী এবং খান খানানকে সাহায্য করিবার জন্য যাহারা আসিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশ ; বাম পার্শ্বে আশরাফ খান মীর মুন্সি, রাজা তোডরমল, লশকর খান, মুযাফফর খান, মঘুল, ইয়ার মুহম্মদ আরখুন, আবুল কাসিম নমকী এবং অন্যান্য যোদ্ধাগণ ; ডান পার্শ্বে ছিলেন শাহাম খান জলাইর, পাইন্দা মুহম্মদ খান মঘুল, কুতলঘ কদম খান, মুহম্মদ আলী খান তুকবাই, সৈয়দ সমন বুখারী এবং অন্যান্য সাহসী লোকগণ, যাহারা পূর্বে সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যুদ্ধ দেখিয়াছেন। শত্রুদের দিকে দাউদ ছিল কেন্দ্র বাহিনীতে ; ইসমাইল খান আবদার, যাহার খান খানান উপাধি ছিল, অন্যান্য কতিপয় আমীরসহ বাম পার্শ্বের বাহিনীতে ছিলেন ; আর ডান পার্শ্বের বাহিনীতে ছিলেন উড়িষ্যার গভর্ণর খান জাহান। অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন গুজার খান, তিনিই ছিলেন আফঘানগণের প্রধান খুঁটি।

সংক্ষেপে সারিগুলি সাজানো হইলে পর্বত-প্রমাণ মস্ত হস্তীগুলির বর্মের ভারে পৃথিবীর খুঁটিসমূহ কাঁপিয়া উঠিল ; আর অশ্বের এবং গবাদি পশুর খুরের আঘাতে ভূগোলকটি ইহার অবস্থান হইতে উঠিয়া আসিল। আফঘানদের সারি হইতে যুদ্ধ প্রত্যাশী সৈন্যগণ দ্রুতগতিতে আর রোষভরে অগ্রসর হইল। খান খানান যে মর্টার কামানগুলি এবং হাল্কা কামানগুলি, যেগুলি সৈন্যদের সারির সম্মুখে গাড়ীতে স্থাপন করা ছিল, হইতে গোলা ছুঁড়িতে নির্দেশ দেন। আফঘান সৈন্যসারির সম্মুখের কতিপয় মস্ত হস্তী কামানের গোলার ফলে পেছন ফিরিয়া যায়। কতিপয় আফঘান যোদ্ধা সাহসের সহিত তাহাদের সারি হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বন্দুকের গুলিতে ধরাশায়ী করা হয়। প্রায় এই সময়েই গুজার খান অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক বাহিনীসহ উপস্থিত হন এবং তিনি যখন রাজকীয় অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীর নিকটবর্তী হন, তখন তাহাদের অশ্বগুলি[২] শত্রুপক্ষের হস্তীগুলি ভীত চঞ্চল

---

১. আকবরনামা অনুযায়ী এই যুদ্ধটি বর্তমানে বালাসোর জেলায় অবস্থিত তুকারয়-এ সংঘটিত হয়। এই স্থানে দেওয়া বহু নাম এবং অন্যান্য আরও নাম আকবরনামাতে দেওয়া আছে।

২. আকবরনামাতে দেখা যায় যে অশ্বগুলি ভীত হইয়াছিল এইজন্য যে হাতীগুলির শুড় এবং মাথা এবং ঘাড় কাল ইয়াকের লেজ এবং ঐ প্রাণীর চামড়া দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৮—(২য়)

www.alimaanfoundation.com

হইয়া উঠে আর সাহসী যোদ্ধাগণ যদিও সেগুলিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল এবং যুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু দেখিল যে তাহা করা অসম্ভব। গুজার খান এইক্ষণে অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন এবং কিয়া খান গঙ্গের অধীনস্থ আল্-তমশ আক্রমণ করিলেন। অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি খান আলম দৃঢ়তার সহিত তাহার অবস্থান রক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু তিনি শহীদ হন। আলতমশ ও তাহাদের অবস্থান রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না এবং পরাজিত হইয়া প্রধান কেন্দ্র বাহিনীর সহিত আসিয়া যোগ দিল। ইহাও বিধ্বস্ত হইল। যদিও খান খানান প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন এবং তাহার যথাসাধ্য পৌরুষের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং তাহার লোকদের একত্র রাখিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না। গুজার খান তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার শরীরে কতিপয় আঘাত করিলেন আর খান খানান প্রত্যেকটি আঘাতের জবাবে তাহার চাবুক দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। এই সন্ধিক্ষণে তাহার অশ্ব হোচট খাইল এবং উশৃঙ্খল হইয়া উঠিল এবং যদিও তিনি রাশ টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন এবং যে সব পলায়ন করিতেছে তাহাদের ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে দেখিলেন। আফঘানগণ খান খানানকে অর্ধ ক্রোশ পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কিয়া খান গঙ্গ আফঘানদের দিকে ফিরিয়া উভয় দিকে তাহাদের প্রতি তীর বর্ষণ করিতে লাগিলেন. এবং শেষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে আফঘানদের আর লড়িবার মত কোন শক্তি রহিল না। ইতিমধ্যে খান খানান তাহার অশ্বের রাশ টানিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহার চতুর্দিকে তাহার লোকদের সংগ্রহ করিয়াছেন; আর ক্ষুদ্র একদল সৈন্যসহ সাহসের ক্ষেত্রে তাহার পদ স্থাপন করিলেন। যোদ্ধাগণ এক্ষণে তীরের সীমানায় আসিয়া পড়িবার ফলে তাহারা তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। অতঃপর নিয়তির ধনুক হইতে একটি তীর গিয়া গুজার খানকে আঘাত করিল এবং তিনি নীচে পড়িয়া গেলেন।

দ্বিপদী কবিতা

যেহেতু তাহার বিজয়ের তরবারি বিপথগামী হইয়াছে।
সেই ব্যর্থ শক্তি তাহার কি উপকারে আসিল?

অন্যান্য আফঘানগণ যাহারা তাহাদের নেতাকে নিহত হইতে দেখিল, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং বিধ্বস্ত হইল। বিজয়ী বাহিনীর সৈন্যগণ অধিকাংশ

www.alimaanfoundation.com

দুরাত্মাকে মরণের ধূলিতে নিক্ষেপ করিল। রাজা তোডরমল এবং লশকর খান এবং অন্যান্য আমীরগণ যাহারা বাম পার্শ্বের বাহিনীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, শত্রুদের ডান পার্শ্বের বাহিনী আক্রমণ করিলেন; আর অনুরূপভাবে শাহাম খান জলাইর, পাইন্দা মুহম্মদ খান এবং অন্যান্য আমীরগণ যাহারা ডান দিকে ছিলেন, তাহাদের বাম পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। তাহারা আফঘান বাহিনীর উভয় পার্শ্ব তাড়াইয়া নিয়া গেলেন; আর দাউদের অভিমুখে ফিরিয়া তাহার সৈন্যদের দিকে তীর বর্ষণ করিয়া দাউদের মস্ত হস্তীগুলিকে তাড়াইয়া নিলেন এবং তাহার লোকদের মধ্যে হতাশার পাথর নিক্ষেপ করিলেন। যে সময় এই ঘটনা ঘটে প্রায় সেই সময়েই খান খানানের পতাকা লোকদের দৃষ্টিপথে উদিত হয়; আর গুজার খানের মৃত্যু সংবাদ দাউদের নিকট পৌঁছে; আর অবস্থান রক্ষা করিতে অপারগ হইয়া তিনি ভগ্ন হৃদয়ে পলায়ন করিলেন।

দ্বিপদী কবিতা

তিনি তাহার দেহ পলায়নের হস্তে সমর্পণ করিলেন।
তাহার জীবন দূরে বহন করিয়া নেওয়াই তিনি লাভজনক মনে করিলেন।

এত অধিক সংখ্যক লুণ্ঠিত দ্রব্য সৈন্যদের হস্তগত হইল যে তাহারা সবগুলি সঙ্গে নিতে সক্ষম হইল না। খান খানান এইক্ষণে বিজয় ও সাফল্যের মুকুটে ভূষিত হইয়া এই একই স্থানে অপেক্ষা করিলেন; এবং তাহার ক্ষত স্থানগুলির চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন এবং ঘটনাসমূহের এক রিপোর্ট আকাশের ন্যায় মহিমাময় দ্বারপথের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি সকল বন্দীকে নিষ্ঠুর তরবারির খাদ্য করিলেন। কয়েক দিন পর লশকর খান, মীর বকসী, যিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন মৃত্যুর ডাকে তাহার জীবন জমা করিয়া দিলেন।

দাউদের সন্ধি করা এবং খান খানানের সহিত তাহার সাক্ষাতের বিবরণ

যেহেতু মহান বিশ্ব-বিজয়ী সম্রাটের সৌভাগ্যের ফলে দাউদ আফঘান[১] পলায়ন করিলেন এবং উড়িষ্যার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কটক বনারসে[২] গমন করিলেন আর খান

১. একটি পাণ্ডুলিপি এই স্থানে "মনে হতাশার সহিত' যোগ করিয়াছে।
২. সীমান্তের কটক বনারস উড়িষ্যার আটক বনারস দুই প্রান্তে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

খানানকে কয়েকদিনের জন্য যে স্থানে তিনি তাহাকে পরাজিত করেন ঐ স্থানেই তাহার ক্ষতস্থানসমূহের চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, তিনি এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন ; আর আমীরগণের পরামর্শ অনুযায়ী এবং তাহাদের সম্মতিক্রমে রাজা তোডরমল, শাহাম খান জলাইর, কিয়া খান, সৈয়দ আবদুল্লাহ খান, মুহম্মদ কুলি খান তুকবাই এবং সৈয়দ বদাক্ষীকে বিরাট একদল সাহসী লোকসহ, যাহারা বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখিয়াছে এবং সময়ের নরম গরম সবই উপলব্ধি করিয়াছে, দাউদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করিলেন ; আর ইহাও স্থির হইল যে খান খানানের ক্ষত আরোগ্য লাভ করিলে তিনিও ঐ সুবা[১] অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। রাজা তোডরমল এবং অন্যান্য আমীরগণ গমনের নির্দেশ পাইবার পর কলকল ঘাটির[২] তিন ক্রোশের মধ্যে আগমনের পূর্বে তাহাদের দ্রুতগতির রাশ টানেন নাই। তাহারা ঐ স্থানে থামিবার পর গুপ্তচরগণ সংবাদ আনিল যে দাউদ এবং অন্যান্য আফঘানগণ তাহাদের পরিবার-বর্গ ও সন্তানদের কটক বনারস দুর্গে রাখিয়াছেন এবং তাহারা ইহা সুরক্ষিত করিয়াছেন। যেহেতু বাংলার সমতল ভূমিতে তাহাদের জন্য কোন স্থান ছিল না, আর তাহাদের আশ্রয় পাইবার মত বা দাঁড়াইবার মত কোন স্থান না থাকিবার ফলে তাহারা মৃত্যুর জন্য তাহাদের মন স্থির করিয়া নিয়াছিলেন আর তাহাদের দেহকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া নিয়াছিলেন ; আর যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দিনে দিনে যাহারা তরবারির মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা একত্র জমায়েত হইতে লাগিল। রাজা তোডরমল এবং আমীরগণ এইসব ঘটনাবলী খান খানানের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিলেন। খান খানান তাহার ক্ষমতার চেহারা লইয়া কটক বনারস অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং ঐ স্থানের দুই ক্রোশ দূরে আসিয়া পেঁীছিবার পূর্ব পর্যন্ত সাহসিকতার রাশ টানিলেন না।[৩] তথায় এক পরামর্শ সভার ব্যবস্থা করা হয় আর আমীরগণের সম্মতিক্রমে আকাশের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ শিবিরগুলি মহানদীর[৪] তীরে স্থাপন করা হয়। এই স্থান কটক বনারস

---

১. এই স্থানে পাণ্ডুলিপিগুলিতে বিভিন্ন রূপ আছে। ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে এই স্থানে শুধু 'অনুসরণ করিবে' আছে ; সুবা কথাটি নাই।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে কলল কোহি এবং কলকল কাথি এবং কলকল কলহী আছে। ইলিয়টের অনুবাদে এবং বদাওনীর অনুবাদে আছে কলকল ঘাটি। বদাওনীর ফারসী গ্রন্থে আছে কল কল ঘাটি। আবুল ফযল রাজকীয় বাহিনী যে স্থানে আগমন করিয়াছিল তাহার নাম লিখিয়াছেন ভদ্রক ; ভদ্রক বর্তমানে বালাসোর জেলায় একটি মহকুমা শহর এবং বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের একটি স্টেশন।

৩. এই স্থানে রূপক ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, কারণ তিনি পাল্কীতে করিয়া ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

৪. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নদীটির নাম দেওয়া আছে মহিন্দ্রী। বদাওনীতেও এই নাম দেওয়া আছে। ইহা ঠিক নহে। নামটি মাহনদী হইবে।

www.alimaanfoundation.com

হইতে অর্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; আর দুর্গ অধিকারের জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহের আয়োজন শুরু করা হয়।

যেহেতু দাউদ বার বারই পরাজিত হইতেছিল আর তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক গুজার খান নিহত হইয়াছিল, তিনি নিজের মৃত্যু চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলেন; আর বিনীতভাব এবং অসহায়তা নিবন্ধন তিনি খান খানানের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া এই সংবাদ দেন যে[১] "একদল মুসলমানকে ধ্বংস করা মহত্বের কাজ নয় আর এই দাসও (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং) অন্যান্য দাসের ন্যায় ফেরেশতাদের আশ্রয়স্থল দ্বারপথের খেদমত করিতে ইচ্ছুক। তাহার প্রার্থনা এই যে সুবিস্তৃত বাংলাদেশের এক কোণা, যাহা তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলে তাহারা ইহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন আর তাহারা সম্রাটের চাকুরী হইতে মুখ ফিরাইবেন না।" আমীরগণ এই প্রস্তাবের মর্ম খান খানানকে জানাইয়া দিলেন।

দ্বিপদী কবিতা

যে আশ্রয় চাহে তাহাকে রক্ষা কর
কারণ আশ্রয় দান করা যুদ্ধের চেয়ে উত্তম।

খান খানান বহু বার্তা আদান প্রদানের পর আমীরগণের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এই শর্তে যে দাউদ স্বয়ং আনুগত্য প্রকাশ করিবে; আর স্বয়ং দৃঢ়ভাবে এবং শপথ গ্রহণপূর্বক সন্ধির শর্ত পালনের প্রতিজ্ঞা করিবে। দাউদও সম্মত হইলেন যে তিনি স্বয়ং আসিয়া খান খানানের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিবেন এবং স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে শপথ গ্রহণ করিয়া শর্তসমূহ পালনের অঙ্গীকার করিবেন।

পরদিন খান খানান একটি জাঁকজমকপূর্ণ সভার আয়োজন করিবার নির্দেশ দান করিলেন। এই অভিযানে অংশ গ্রহণকারী আমীরগণ এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য কর্মচারীগণ তাহাদের স্ব স্ব অবস্থা এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী ইহাতে অবস্থান গ্রহণ করিলেন; আর দরজা এবং মঞ্চের সম্মুখে সুবেশে সজ্জিত হইয়া সারিবদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হইয়া রহিলেন। দাউদ ও আফঘান আমীর এবং প্রতাপশালী সরদারগণসহ কটক বনারস দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং খান খানানের শিবিরে আগমন

১. আকবরনামা বলে যে "দাউদ কুর্ণী লোকদের পরামর্শে বিড়ালের ন্যায় কৌশল গ্রহণ করিলেন, "তাহার দূতগণ স্বর্ণ এবং বাদ্য দ্বারা সেনাবাহিনীর প্রধানগণকে সন্ধি করিতে সম্মত করিলেন।" * * * "রাজা তোডরমল প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন, এবং প্রাণপণে বাধা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নাই।"

www.alimaanfoundation.com

করিলেন। তাহারা যখন মঞ্চের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন খান খানান দাউদকে তাহার ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অত্যন্ত তমিজের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মেঝে দিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহারা যখন পরস্পরের মুখোমুখি হইলেন তখন দাউদ তাহার কোমরবন্দ হইতে তাহার তরবারিটি খুলিয়া তাহা নিজের সম্মুখে ধরিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনার মত মাননীয় ব্যক্তি যখন আহত হয়, তাই আমি সৈন্যের কার্যের প্রতি বিরূপ হইয়াছি"; খান খানান তাহার হাত হইতে তরবারিটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহা তাহার একজন দেহরক্ষীর নিকট প্রদান করিলেন। তিনি সহৃদয়তার সহিত দাউদের হাত ধরিলেন; এবং তাহাকে তাহার পার্শ্বে আসন দিলেন এবং আদরের সহিত পিতৃসুলভ খোঁজ খবর করিলেন। পরিচালকগণ নানা প্রকার খাদ্য এবং পানীয় এবং মিষ্টি আনিয়া হাজির করিল। খান খানান অত্যন্ত প্রীত হইয়া (যাহা ঘটিতেছে সেইজন্য) বার বার দাউদকে খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভোজ্য দ্রব্যসমূহ নিয়া গেলে শর্তসমূহ এবং প্রতিজ্ঞাসমূহ সম্বন্ধে এক আলোচনা শুরু হইল। দাউদ এক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি কখনও আনুগত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না; আর তিনি শপথ গ্রহণপূর্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহা পালনের ওয়াদা করিলেন। এতদনুযায়ী এক চুক্তিপত্র[১] লিখা হইল; আর ইহা সমাধা হইবার পর খান খানান একটি মূল্যবান জহরতের কোমরবন্দসহ একটি তরবারি যাহা তিনি তাহার সরকার হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, দাউদকে প্রদান করিলেন; আর বলিলেন, "এখন যেহেতু আপনি আকাশের ন্যায় মহিমান্বিত দ্বারপথের কর্মচারী দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন এবং একজন অনুগত ভৃত্যে পরিণত হইয়াছেন, আমি প্রার্থনা করিব যাহাতে আপনার ভরণ পোষণের জন্য উড়িষ্যা দেশটি রাজকীয় কোষাগার হইতে আপনাকে প্রদান করা হয়; আর মহান খলিফা ই-ইলাহী তাহার অন্তর্নিহিত দয়াশীলতার ফলে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আমাকে সম্মানিত করিবেন; এবং আমি যে ভাতা আপনার জন্য এখন নির্ধারিত করিতেছি তাহা মঞ্জুর করিবেন। এখন আমি আপনার কোমরে এই নেতৃত্বের তরবারিটি বাঁধিয়া দিব।" আর তিনি স্বহস্তে তাহার কোমরে তরবারিটি বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহাকে বহু বিনয় ও ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়া এবং তাহাকে নানা প্রকার মনোরম জিনিসপত্র উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর বিশেষ উৎফুল্লতার সহিত সভা শেষ হইল।

---

১. এই চুক্তির শর্তসমূহ আকবরনামাতে দেওয়া আছে। যে সভায় দাউদ আগমন করিয়াছিলেন তাহা আঃ হিঃ ৯৮১ সনের ১লা মহরম (১২ই এপ্রিল, ১৫৭৫ খ্রীঃ) সংঘটিত হয়। এই সভায় যাহা ঘটিয়াছিল তাহার আবুল ফযল যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত এই গ্রন্থের বিবরণের কিছুটা

www.alimaanfoundation.com

অতঃপর খান খানান সৌভাগ্যের পাখায় ভর করিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন ; আর আঃ হিঃ ৯৮৩ সনের ১০ই সফর বাংলাদেশের রাজধানী তাণ্ডা পেঁীছিলেন। তৎপর তিনি এই সব ঘটনাবলীর এক রিপোর্ট সুলতানের আশ্রয় প্রদানকারী সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাংলাদেশের ব্যাপারসমূহের মীমাংসার রিপোর্ট যখন সম্রাটের নিকট পেঁীছিল, তিনি ইহা সন্তোষজনক এবং প্রশংসনীয় কাজ মনে করিলেন এবং খান খানানের নিকট একটি সদয় ফরমান প্রেরণ করিলেন ; আর তাহাকে একটি চমৎকার সম্মানীয় পোশাক এবং একটি জহরতের তরবারির কোমরবন্দ এবং একটি স্বর্ণের জিন উপহার প্রেরণ করিলেন ; আর তিনি যে সব আবেদন এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেগুলির সমস্তই মঞ্জুরী লাভ করিল।

খান খানান যখন কটক বনারসের সন্নিকটে ছিলেন, তখন জালালুদ্দীন সুরের পুত্রগণ ঘোড়াঘাটের জমিদারগণের সহযোগিতায় মজনুন খানের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ আরম্ভ করেন আর তাহাকে পরাজিত করিয়া তাণ্ডার সীমান্ত পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং গৌড়[১] দুর্গটি দখল করিয়া নেন। মুইন খান এবং মজনুন খান তাণ্ডা রক্ষার কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করেন ; এবং খান খানানের বিজয় লাভের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। তাহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ যখন প্রচারিত হয় তখন শত্রুগণ ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

ইবাদতখানা নির্মাণের বিবরণ

তাহার নবযৌবন প্রাপ্তির শুরু হইতেই, যাহা আড়ম্বর এবং মহত্বের সুসংবাদের সূচনা করে, মহান খলিফা-ই-ইলাহীর সৌভাগ্যের পথপ্রদর্শনে এবং পরিচালনায় উচ্চ গুণাবলী সম্পন্ন এবং উৎকৃষ্ট লোকদের এবং চিন্তাশীল এবং আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন লোকদের সাহায্য লাভের প্রবল আগ্রহ ছিল আর সর্বদা এই সব মূল্যবান জীবন সম্পন্ন লোকদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ ছিল এবং তাহাদিগকে তাহার বেহেশতের ন্যায় দরবারে এবং তাহার উচ্চ স্বর্গের ন্যায় সভাগুলিতে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান

বৈষম্য দেখা যায়। তিনি বলেন যে সকলেই খুশী হইয়াছিল একমাত্র রাজা তোডরমল ছাড়া। তিনি নিজেকে ইহা হইতে আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং চুক্তিপত্রেও তাহার সিলমোহর দেন নাই।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে কুরাঘাট ; কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি দেওয়া আছে গৌড়। বদাওনীতে আছে গৌড়। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদেও আছে গৌড়। আকবরনামাকে যেখানে এই বিশৃঙ্খলার উল্লেখ করা হইয়াছে তথায় আফঘানগণ কর্তৃক কোন দুর্গ দখলের কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

www.alimaanfoundation.com

করিতেন ; আর প্রাচীন ও আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞানের সুক্ষ্ম তর্ক-বিতর্কসমূহ এবং প্রাচীন কালের ইতিহাস এবং প্রাচীন ধর্মসমূহ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া প্রচুর আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন; আর এরূপ লোকদের সাহচর্য লাভের জন্য তাহার যে প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল সে জন্য তিনি আজমীর হইতে তাহার সুফলপ্রদ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে আঃ হিঃ ৯৮২ সনের পবিত্র যিল কাজা মাসে, অর্থাৎ ইলাহী সম্বৎসরের বিংশ বর্ষে এক মহান নির্দেশ জারি করা হয় যে কুশলী স্থপতিগণ এবং দক্ষ রাজমিস্ত্রীগণ মহান প্রাসাদের পাশে[১] সুফিগণের প্রথা অনুযায়ী একটি ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করিবে, আর এই পবিত্র আবাসস্থলে (নসিমন) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সৈয়দগণ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এবং শেখগণ ছাড়া আর কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিবে না। ত্বরিৎকর্মা এবং কর্মী রাজমিস্ত্রীগণ বিশ্ব মান্য নির্দেশ অনুযায়ী চারিটি বারান্দা বিশিষ্ট ইমারতটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ সম্পূর্ণ করিল। ঐ শুভলক্ষণ যুক্ত স্থানটি নির্মাণ সমাধা হইবার পর মহান খাকান, আকাশ যাহার দাস শুক্রবার দিন এবং অন্যান্য পবিত্র এবং শুভলক্ষণযুক্ত রাত্রিতে সারারাত্র জাগিয়া থাকিয়া সূর্য উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত এই পবিত্র স্থানে পবিত্র লোকদের আকর্ষণীয় সাহচর্যে তাহার মূল্যবান সময় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ নির্ধারিত হয় যে সৈয়দগণ বসিবেন পশ্চিমের বারান্দায় ; আর শেখগণ এবং পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আর পবিত্র লোকের বিশৃঙ্খলা বা পরস্পরের সহিত না মিশিয়া দক্ষিণ দিকের বারান্দায় আসন গ্রহণ করিবেন। একদল আমীর আর দ্বারপথের অনুচরগণ, যাহারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের এবং দরবেশগণের সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহারা বসিতেন পূর্বদিকের বারান্দায়। মহান খাকান তাহার সম্মান প্রদানকারী পদক্ষেপ দ্বারা চারিটি সভার সবগুলিকেই সমুজ্জ্বল করিতেন ; আর ঐ স্থানে উপস্থিত লোকদের প্রতি তাহার আনুকুল্যের ভাণ্ডার হইতে উপহার প্রদান করিতেন। উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে তিনি কয়েকজনকে বাছাই করিতেন এবং তাহাদিগকে নির্দেশ দিতেন তাহারা যেন ইবাদতখানার এই পবিত্র স্থানে আসিবার উপযোগী লোকদের যেন সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করেন আর তিনি তাহাদের প্রত্যেককে তাহার সমুদ্রের ন্যায় মুক্ত নিজ হস্তে মুঠো মুঠো স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা (আশরাফী ওয়া রুপিয়া) দান করিতেন। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ রাত্রির

১. প্রকৃত শব্দটি হইল درجنب যাহার অর্থ ইহার পাশে। বদাওনী লিখিয়াছেন, নিকটে কিন্তু ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে লিখা হইয়াছে যে 'কথিত আছে ইবাদতখানাটি রাজকীয় প্রাসাদের উদ্যানে নির্মিত হইয়াছিল, ''ইমারতটিতে ছিল 'আয়ওয়ানসমূহ, যাহার অনুবাদ ইলিয়টে করা হইয়াছে 'হল' আর বদাওনীর অনুবাদে লেখা হইয়াছে হল, কিন্তু নিজামিজ তাহার অনুবাদে লিখিয়াছেন 'বারান্দা'।

www.alimaanfoundation.com

মধ্যে সম্রাটের অনুগ্রহের দ্বারা লাভবান হইতে পারিতেন না, তাহাদিগকে শুক্রবার সকালবেলা সারিবদ্ধভাবে ইবাদতখানায় সম্মুখে বসাইয়া দেওয়া হইত আর তিনি তাহার নিজস্ব শুভলক্ষণযুক্ত হাতে মুঠো ভর্তি টাকা ও সোনার মোহর দান করিতেন ; আর অনেক সময় এই কাজ ও শুক্রবার দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিত। যদি দৈবাৎ সম্রাটের কোন অসুখ হইত তবে তিনি দ্বারপথের কোন একজন অনুচরকে, যাহার দয়াশীলতা এবং সহানুভূতির প্রতি তাহার পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত, তিনি এই কার্য সম্পাদনের জন্য মনোনীত করিতেন। মহান এবং পবিত্র আল্লাহ যেন মহা খাকানের শুভলক্ষণযুক্ত ভাগ্যে এই পরোপকারী কার্যসমূহের যাহার অনুরূপ কার্য আর কোন বাদশাহের মধ্যে তখনও দেখা যায় নাই, জন্য তাঁহার করুণা ও মহত্বের দ্বারা সুফল প্রদান করেন।

এই বৎসরের মধ্যেই, অর্থাৎ বিংশ ইলাহী বৎসরে মহান দোলায় এবং মহা অন্তরালবর্তিনী, মহান ফির্দৌস মকানী যহীরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর বাদশাহের কন্যা মহান গুলবদন বেগম, যিনি সম্রাটের ফুফু হইতেন, এবং পবিত্রতার মঞ্চের অন্তরালবর্তিনী সলিমা সুলতান বেগম সততা এবং পবিত্রতার জন্য হজ পালনে গমন করিলেন। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিশদ বিবরণ এইরূপ, যে যখন গুজরাট রাজ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং সম্রাট এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে প্রতি বৎসর সম্রাটের একজন অনুচরকে মীর হাজী (হজযাত্রীগণের তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করিবেন এবং মিশর এবং সিরিয়ার ন্যায় হিন্দুস্তান হইতেও হজ করিতে ইচ্ছুকদের কাফেলা গমন করিবে।

এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা হইল ; আর প্রতি বৎসর হিন্দুস্তান, এবং মাওয়ারা উন্নাহার এবং খুরাসান হইত একদল আলোকপ্রাপ্ত মনের লোক রাজকীয় কোষাগার হইতে হজে গমনের খরচাদি লাভ করিতেন এবং গুজরাটের বন্দর হইয়া মীর হাজীর সঙ্গে গমন করিতেন এবং ঐ পবিত্র দেশে উপস্থিত হইতেন। এই সম্রাটের সূর্য উদয়ের পূর্বে আর কোন নৃপতি এরূপ সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই যে তিনি হিন্দুস্তান হইতে শ্রদ্ধেয় মক্কায় কাফেলা প্রেরণ করিবেন এবং ঐ সম্মানীয় স্থানের দরিদ্রদের অভাব দূর করিবেন। এই বৎসরেই অর্থাৎ বিংশ ইলাহী বৎসরে গুলবদন বেগম এবং সলিমা সুলতান বেগম এই পবিত্র স্থানে গমন করিয়া সেইগুলি প্রদক্ষিণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট এই যাত্রার খরচ নির্বাহের জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিলেন। তাছাড়া তিনি সকল পবিত্র লোকদের, এবং ফকিরগণকে এবং সৈন্যগণকে[১] যাহাদের হজে গমনের বাসনা হইলে যাত্রার প্রয়োজনীয় রসদ এবং খরচপত্র প্রদান করিলেন।

---

১. শব্দটি দেওয়া আছে 'সিপাহী'। শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে "খিলাফতের অনুচরগণের মধ্যে এবং সলতানাতের দ্বারপথের ভৃত্যগণের মধ্যে আর জ্ঞানী এবং মহান ব্যক্তিদের মধ্য হইতে

www.alimaanfoundation.com

মির্যা সুলায়মানের সুলতানদের আশ্রয়স্থল দরবারে আগমনের বিবরণ

মির্যা সুলায়মান মহান ফির্দৌস মকানী যহীরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর বাদশাহের, (আল্লাহ যেন তাহার আত্মা দীপ্তিমান করেন), রাজত্বকালের সময় হইতেই বদাখশানের শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার মির্যা ইব্রাহীম নামে এক পুত্র ছিল, সুন্দর চেহারা এবং মধুর ব্যবহারে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই বৎসর যখন মির্যা সুলায়মান বলখ আক্রমণ করিলেন তখন মির্যা ইব্রাহীম এক যুদ্ধে পীর মুহম্মদ খান উযবেকের লোকের হস্তে পড়িলেন এবং শহীদ হইলেন।

দ্বিপদী কবিতা

হে প্রভু, আকাশের বুক যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়
ইহা এমন মধুর প্রিয়জনকেও ধুলায় মিশাইয়া দেয়।

মির্যা ইব্রাহীম শাহরুখ নামে এক পুত্র রাখিয়া যান। মির্যা সুলায়মান তাহাকে শিক্ষা দান করেন।[১] আর তাহার তরুণ বয়স সত্ত্বেও তাহাকে বদাখশানে কিছু সম্পত্তি প্রদান করেন। পরবর্তীকালে যখন মির্যা শাহরুখ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং মির্যা সুলায়মান বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন, কতিপয় দুষ্কৃতিকারী প্রথমোক্ত জনকে অবাধ্যতা এবং শত্রুতা প্রদর্শনের জন্য প্ররোচিত করে। মির্যা সুলায়মানের স্ত্রী কিন্তু একজন অতি বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন। আর তিনি সর্বদা মির্যা শাহরুখের গতিবিধির

বহু সংখ্যক গমন করিলেন, আঃ হিঃ ৯৮৩ সনে মহান অন্তপুরবাসিনীগণ গুজরাটের বন্দরে আগমন করিলেন এবং একটি নৌকায় আরোহণ করিয়া তাহাদের গন্তব্যপথে যাত্রা করিলেন।

১. আকবরনামাতে মির্যা সুলায়মান এবং তাহার পৌত্রের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বিবরণ দেওয়া আছে। ঐ পুস্তকের বিবরণ তাবাকাতের বিবরণ হইতে ভিন্ন। ঐ পুস্তকের বিবরণ অনুযায়ী মির্যা শাহরুখের বিরুদ্ধেই অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে এবং তিনি এই অন্যায়ের শিকারে পরিণত হইয়াছেন। মনে হয় যে উভয়ের মধ্যে প্রতিজ্ঞা এবং শপথ গ্রহণের আদান প্রদান হইবার পর মির্যা সুলায়মান হজ্জ করিতে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। "তাহার ইচ্ছা এইরূপ ছিল যে তাহারা যেন সদ্ভাব বজায় রাখিয়া আলাদা হইয়া যাইতে পারে আর রাজ্য বিভাগের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা যেন মানিয়া চলা হয়। মির্যা শাহরুখ তাহার মধুর স্বভাব এবং শ্রদ্ধার জন্য এই অনুরোধে সম্মত হইতে দ্বিধা করে ··· ··· মির্যা শাহরুখ যে সব নিবেদন পেশ করিলেন মির্যা সুলায়মান সেগুলির প্রত্যেকটিকে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। কোন কিছুই যখন মির্যা সুলায়মানকে শান্ত করিতে পারিল না, মির্যা শাহরুখকে তখন বাধ্য হইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় এবং অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি তাহার সম্পদ সহ তাহাকে চলিয়া যাইতে দেন।"

www.alimaanfoundation.com

প্রতি নজর রাখিতেন এবং তাহার দ্বারা কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর ঐ লোকগুলি মির্যা শাহরুখকে বদাখশানের শাসনক্ষমতা বলপূর্বক হস্তগত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে প্ররোচনা দেয়। তাহারা এইরূপে কাজ করে যে তিনি কন্দুজ হইতে কুলাবে আগমন করেন এবং একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিসার শাদমানের সীমান্ত হইতে কাবুলের সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত বদাখশান অধিকার করিয়া লইলেন। আর তিনি চাহিতেছিলেন যেন তাহার পিতামহ তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন।[১] মির্যা সুলায়মান অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত এবং হতবুদ্ধির মধ্যে পলায়ন করেন এবং মির্যা মুহম্মদ হাকিমের নিকট আগমন করেন; আর তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।

কবিতা

কখনও আড়ম্বর, সিংহাসন অথবা রাজমুকুটের প্রতি নির্ভর করিও না
এইগুলি সামান্য তৃণের ন্যায়, এবং ঝড় ইহাদের উড়াইয়া নেয়।
ঐ দুরাত্মা ভাগ্যের নিপীড়নের কথা চিন্তা করিয়া দেখ
ইহার এক দমকা হাওয়া শত শত রাজাকে দরবেশে পরিণত করে।

যেহেতু মির্যা মুহম্মদ হাকিম তাহার প্রতি তিনি যেরূপ আশা করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত ব্যবহার করেন, তিনি তাহার নিকট প্রার্থনা করেন যাহাতে তিনি অন্ততঃ তাহাকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করাইয়া নিলাব নদীর তীরে পৌঁছাইয়া দিবেন। মির্যা কিন্তু তাহার এই সাধারণ প্রার্থনাটিও মঞ্জুর করিলেন না, যাহা তিনি সাধারণতঃ ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ভ্রমণকারীদের সহজেই প্রদান করিতেন। তিনি শুধু মাত্র কতিপয় প্রদর্শক বলিয়া কথিত লোককে মির্যা সুলায়মানের সঙ্গে যাইতেছিলেন। তাহারা প্রথম পর্যায় হইতেই পলায়ন করিল এবং কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিল।

অতঃপর মির্যা সুলায়মান মহান আল্লাহ্'র উপর নির্ভর করিলেন এবং হিন্দুস্তানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আফঘানগণ নিলাবের তীর পর্যন্ত বহুস্থানে তাহার গতি-রোধ করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়া মির্যা আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন এবং একটি তীর দ্বারা আহত হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিলাবের তীরে পৌঁছিতে সক্ষম হইলেন। অতঃপর তিনি তাহার অভিযানসমূহ এবং তাহার যে সব ঘটনা

১. অর্থাৎ তিনি তাহার পিতামহকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। তা একটি বিশেষ পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে যে, "এমন একজনও ছিল না যে পিতামহ এবং পুত্রের (পৌত্রের) মধ্যে এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম।"

www.alimaanfoundation.com

ঘটিয়াছে সে সব বিকৃত করিয়া তাহার একজন বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা মহান সম্রাটের নিকট এক আবেদন প্রেরণ আর তাহার সঙ্গে তাহার নিজের অশ্বশালায় উৎপাদিত দুইটি অশ্ব উপহার প্রেরণ করেন। সম্রাট তাহার মহা উদারতার ফলে খাজা আকা খান খাজাঞ্চীর[১] দ্বারা তাহার নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য রাজকীয় উপহারসমূহ এবং কতিপয় ইরাকী এবং অন্যান্য অশ্ব প্রেরণ করেন। এক মহান নির্দেশও জারি করা হইল যে রাজা ভগবান দাস মির্যাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিলাব নদী পর্যন্ত গমন করিবেন এবং প্রতিদিন তাহার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহাকে সসম্মানে এবং শ্রদ্ধার সহিত সম্রাটের নিকট আনয়ন করিবেন। আরও একটি নির্দেশ জারি করা হইল যে মির্যা যে সব শহরে অপেক্ষা করিবেন সে সব স্থানের গভর্ণরগণ এবং শাসনকর্তাগণ মির্যাকে তাহাদের অতিথিরূপে আপ্যায়ন করিবেন। মির্যা নিলাব অতিক্রম করিবার পূর্বেই এবং রাজা ভগবান দাসের আসিয়া পৌঁছিবারও পূর্বে খাজা আকা খান তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি যে সব সাজ সরঞ্জাম এবং অর্থ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা প্রদান করিলেন। ইহার কয়েকদিন পর[২] রাজা ভগবান দাস এক সুসজ্জিত সেনাদলসহ নিলাবের সন্নিকটে আগমন করিলেন এবং মির্যার সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত লাহোরে আনয়ন করিলেন।

প্রায় এই সময়েই আযম খানকে তলব করিবার জন্য গুজরাটে এক ফরমান প্রেরণ করা হইল, যাহাতে এই সময় তিনিও উপস্থিত থাকিতে পারেন।[৩] তিনি দ্রুততার এবং আগ্রহাতিশয্যের পাখায় ভর করিয়া আগমন করিলেন আর ৪ঠা রজব সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের সম্মান লাভ করিলেন। ইহার কিছুকাল পর[৪] অশ্বে দাগ দেওয়ার

---

১. বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন আকা খান এবং আকবরনামাতে আছে খাজা আকা জান।

২. বদাওনী কিন্তু ইহার বিপরীত লিখিয়াছেন, তিনি বলেন যে রাজা ভগবান দাস, যিনি লাহোরের গভর্ণর ছিলেন, আকা খানের পূর্বেই তিনি নিলাবের তীরে আসিয়া পৌঁছেন।

৩. এই গ্রন্থে এবং বদাওনীর গ্রন্থে শুধু এইটুকুই লেখা আছে যে তিনি যেন উপস্থিত থাকেন; কিন্তু কি জন্য তাহার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন তাহা স্পষ্ট করা হয় নাই। এই সময়েই তাহার রাজধানীতে আগমনের কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয় নাই।

৪. এই অংশটির মর্ম সুস্পষ্ট নয়। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে আছে "কতিপয় খুঁত-সন্ধানী লোক এবং দোষ ধরিবার ব্যক্তি শাসনকার্যের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বক্রোক্তি করিয়াছিল।" গ্রন্থের যে পাঠ আছে তাহার অনুরূপ অর্থ বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা অবাধ অনুবাদ অথবা তিনি স্বতন্ত্র কোন পাণ্ডুলিপি হইতে এই অনুবাদ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আবুল ফযলের বিবরণও সুস্পষ্ট নয়। তিনি বলেন যে, আযম খানকে অতি দ্রুত গুজরাট হইতে তলব করিয়া আনা হয়, যাহাতে নেতৃবৃন্দের সাথে অশ্বে দাগ দেওয়ার ব্যাপারটা শুরু করা যায়। তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন * * এবং অসীম অনুগ্রহের সঙ্গে সমাদৃত হইলেন; অতঃপর সুবিবেচনার পথ হইতে তিনি তাহার

www.alimaanfoundation.com

প্রথা এবং সৈন্যদের বেতন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারসমূহের উল্লেখ করা হয়। খান আযম অস্বীকৃতি এবং কপটতার পথ অবলম্বন করেন এবং এমন কথা বলেন যাহা রাজকীয় কর্মচারীর পক্ষে ব্যবহার করা উচিত নয় ; আর ইহারই ফলে সম্রাট অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর আযম খান তাহার পদত্যাগ পেশ করেন এবং আগ্রাতে তাহার যে উদ্যান ছিল নিজেকে তথায় গোপন করিয়া রাখেন এবং সকলের সহিত মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দেন।

সংক্ষেপে, মির্যা সুলায়মান রাজধানী লাহোর শহরে দুই বা তিন দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন ; এবং তৎপর রাজধানী (ফতেপুর সিক্রি) অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন ফতেপুরের বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত মথুরা শহরে আসিয়া পৌঁছেন, তখন তরসুন মুহম্মদ খান, যিনি মহা আমীরগণের অন্তর্গত ছিলেন এবং কাযী নিযাম বদাক্ষী, যাহাকে মির্যা সুলায়মান কাযী খান উপাধি দান করিয়াছিলেন আর যিনি সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া খাযী খান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, আর যাহার ব্যাপার-সমূহ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। এইরূপ স্থির হয় যে আঃ হিঃ ৯৮৩ সনের রজব মাসের ১৫ তারিখে অর্থাৎ বিংশ ইলাহী বৎসরে মির্যা আসিয়া পৌঁছিবেন এবং সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী যে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সকল প্রভাবশালী এবং মহান ব্যক্তিগণকে এবং আমীরগণকে এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে ফতেপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে মির্যাকে অভ্যর্থনা করিতে প্রেরণ করেন। ঐ পর্যায় হইতে মির্যা যখন অশ্বারোহণ করিলেন এবং ফতেপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহার অসীম মহানুভবতার ফলে তিনি স্বয়ং তাহার অগ্রগতির পদ সৌভাগ্যের রেকাবে স্থাপন করিলেন এবং তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য অশ্বে আরোহণ করিলেন। ঐ দিনে সর্বজনমান্য এক

পদস্খলন করিলেন। তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করিলেন যাহা সাধারণ বিবেচক লোকেরাও ব্যবহার করিবে না।" আকবর এমন ভাব করিলেন যেন তিনি শুনিতে পান নাই যে আযম খান কি বলিলেন। "যখন সৎ পরামর্শ কোন কাজে আসিল না * * * তিনি কিছু কালের জন্য তাহাকে আমীর পদ হইতে পদচ্যুত করিলেন।" ইহা হইতে যতদূর বুঝা যায়, অশ্বে দাগ দেওয়ার বিষয়টি ছাড়া আর কোন কিছু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বদাওনীর মতে, খান আযম দাগ দেওয়া এবং কারোরীদের সম্বন্ধে এবং সৈন্যদের বেতন দেওয়া নেওয়া সম্বন্ধে এবং রায়তগণের দুর্দশা এবং অন্যান্য নিপীড়ণ সম্বন্ধে যাহা কিছু তিনি জানিতেন তাহার সবই ব্যক্ত করিলেন। সম্রাট পূর্ব স্বভাব অনুযায়ী এই সব অপ্রিয় কথা সহ্য করিতে পারিলেন না এবং নির্দেশ দিলেন যেন কিছু কালের জন্য খান আযম তাহার সম্মুখে আগমন না করেন। ফলে দেখা যায় যে বদাওনীর মতে খান আযমের কোন দোষ ছিল না তবে আকবর অপ্রিয় সরল সত্য কথা সহ্য করিতে পারেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

নির্দেশ জারি করা হইল যে পাঁচ সহস্র পর্বত-প্রমাণ এবং মেঘবরণ আকৃতির হস্তীকে ইউরোপের তৈরী মখমলের (মখমলের ফিরঙ্গী) এবং কনস্টান্টিনোপোলের স্বর্ণখচিত বস্ত্রের (যরবফত রুমি) ঝুল দেওয়া এবং স্বর্ণ এবং রৌপ্যের শিকল শোভিত, এবং তাহাদের শির, শুড় ও ঘাড় হইতে কাল ও সাদা ঝালর দেওয়া অবস্থায় সেগুলিকে ফতেপুরের দরওয়াজা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরত্ব পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে স্থাপন করিতে হইবে। প্রতি জোড়া হস্তীর মধ্যস্থলে একটি গাড়ীতে একটি চিতা রাখা হয়। আর ইহার গলায় দেওয়া হয় জহরত খচিত স্বর্ণের কলার আর ইহার শরীর সূক্ষ্ম বস্ত্রের আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া হয় এবং গাড়ীগুলির প্রত্যেকটিতে এক জোড়া বলদ আর এইগুলির মস্তকাবরণ তৈরী করা হয় স্বর্ণখচিত বস্ত্র দ্বারা।[১] যখন এইরূপে সমতল ভূমি সুশোভিত করা হইল তখন মহান খলিফা-ই-ইলাহী জাঁকজমক এবং আড়ম্বর সহকারে যাহা দর্শনে মহান সমাবেশের অধিবাসীগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায়, অশ্বারোহণ করেন এবং যাত্রা করেন। তিনি যখন মির্যার সম্মুখে আগমন করেন, তখন শেষোক্ত ব্যক্তি সহসা নিজেকে তাহার অশ্ব হইতে ছুঁড়িয়া ফেলে এবং তাহাকে অভিবাদন করিবার জন্য দৌড়াইয়া যান। বেহেশতী মর্যাদার অনুরূপ বিনয়ে ভূষিত ঐ সর্বোত্তম শিষ্টাচার সম্পন্ন লোকটি মির্যার প্রাচীন বয়সের দিকে দৃষ্টি দিয়া তাহার অশ্ব হইতে অবতরণ করেন এবং মির্যাকে অভিবাদনের (তসলিম) প্রথা অনুসরণ করিবার এবং চাকুরীর নিয়ম পালনের অনুমতি দান করিলেন না। অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত তিনি মির্যাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। অভিবাদনের পর তিনি তাহার মহান অশ্বটিতে আরোহণ করিলেন আর মির্যাকেও তাহার অশ্বে আরোহণ করিতে বলিলেন। তিনি তাহাকে তাহার ডান পার্শ্বে স্থান দিলেন, আর ঐ পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার সময়ের সর্বক্ষণ তিনি তাহার আরাম আয়েসের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। তাহারা যখন মহিমাময় প্রাসাদে আগমন করিলেন তিনি মির্যার জন্য সাম্রাজ্যের মসনদে তাহার পাশে স্থান নির্দেশ করিলেন। তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শাহযাদাগণকে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দিলেন আর মির্যার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রচুর আমোদ উৎসবের পর পরিচারকগণ নানা প্রকার খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ মিষ্ট

---

১. বদাওনীও এই সব জাঁকজমক সম্বন্ধে এই পুস্তকের অনুরূপ বিবরণ দান করিয়াছেন। তবে তিনি মখমল ফিরিঙ্গি এবং যরবফত রুমি এই উভয়ের পূর্বেই 'কতিপয়' কথাটি যোগ করিয়াছেন; অর্থাৎ কতিপয় মখমল ফিরিঙ্গি দ্বারা আর কতিপয় যরবফত রুমি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। আবুল ফযল আরও সংক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রতি দুইটি হস্তীর মধ্যস্থলে মূল্যবান বস্ত্রে শোভিত একটি চিতা স্থাপন করা হয়।" এই চিতা গাড়ীতে ছিল না মাটিতে রাখা ছিল ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না।

www.alimaanfoundation.com

তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। এইগুলি অপসারণ করা হইলে সম্রাট মির্যাকে সাহায্য এবং সৈন্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাহার বাসস্থানের জন্য সম্রাটের প্রাসাদের সন্নিকটেই একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পাঞ্জাবের গভর্ণর খান জাহানকে মজলিসের মধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হইল মির্যাকে সাহায্য করিবার জন্য পাঁচ সহস্র অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সহ বদাখশানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার জন্য এবং ঐ দেশটিকে সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং তাহা মির্যাকে সমর্পণ করিয়া তৎপর লাহোর প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য।

যে সময়ে খান খানান তাহার মনকে চিন্তা ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া (দাউদ সম্বন্ধে সকল উদ্বেগ হইতে) পরিপূর্ণ শান্তি এবং স্বস্তির সঙ্গে রাজধানী তাণ্ডা শহরে আসিয়া পৌঁছিলেন সেই সময়ে ফেরেশতা আজরাইল তাহাকে তাণ্ডা হইতে তাহার বাসস্থান অপসারণের জন্য পথ নির্দেশ করিলেন। তদনুযায়ী তিনি গঙ্গানদী অতিক্রম করিলেন এবং গৌড়ের দুর্গে তাহার বাসস্থান স্থাপন করিলেন; পূর্বে ইহাই বাংলা-দেশের রাজধানী ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন যে সকল লোক এবং সৈন্যগণ এবং রায়ত-গণকে তাণ্ডা হইতে গৌড়ে অপসারণ করিতে হইবে।[১] প্রবল বর্ষার সময় লোকেরা তাহাদের বাসগৃহ হইতে নির্বাসনের দুর্দশা ভোগ করিল। গৌড়ের আবহাওয়া ছিল চরম অস্বাস্থ্যকর এবং তীব্র দুর্গন্ধময় আর পূর্বকালে বিভিন্ন প্রকারের রোগের ফলে, যাহা ইহার আবহাওয়ার জন্য এই স্থানের অধিবাসীগণকে অসুস্থ করিয়া তোলে এবং তৎকালীন শাসনকর্তাগণ ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে জন শূন্য ফেলিয়া রাখিয়া তাণ্ডাকে রাজধানী করিয়াছিলেন। এই সময়ে (অর্থাৎ খান খানান কর্তৃক নির্দেশিত স্থানান্তরীতকরণের পর) অধিবাসীদের মধ্যে সাধারণভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। প্রতিদিন জনতা তাহাদের অতীতের সম্পদ ও জীবনের মূলধন গৌড় হইতে গোরে (কবরে) বহন করিয়া নিতে লাগিল এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিল যে লোকেরা মৃতদেহ কবর দিতে পারিল না এবং মৃতদেহ পানিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রতিদিন কতিপয় আমীর এবং সম্রাটের কর্মচারীর

---

১. নিযামুদ্দীন অথবা বদাওনী কেহই খান খানানের রাজধানী তাণ্ডা হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিতকরণের কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন উদ্দেশ্যই বুঝা যায় না। আবুল ফজল কিন্তু দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন (১) যাহাতে "তিনি ঘোড়াঘাটের নিকটে অবস্থান করিতে পারেন, কারণ ঐ স্থানটি ছিল বিদ্রোহের উৎস এবং কটক বনারস হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই তাহাকে এক বিদ্রোহ দমনের জন্য তাহাকে ঐ স্থানে গমন করিতে হয়।" আর (২) যাহাতে তিনি গৌড়কে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন কারণ "এই স্থানটি ছিল অতি মনোরম আর এই স্থানে একটি দুর্গ এবং চমৎকার প্রাসাদসমূহ ছিল।"

www.alimaanfoundation.com

ইন্তেকালের সংবাদ খান খানানকে জানান হইতে লাগিল।[১] তিনি কিন্তু কোন সাবধানতা অবলম্বন করিলেন না এবং তথায় বাস করাও বন্ধ করিলেন না। তাহার জাঁকজমক এবং আড়ম্বর এমন ছিল যে কেহই তাহার কান হইতে অবহেলায় রেশম-সূতী অপসারণ করিতে এবং কি ঘটিতেছে তাহার সংবাদ দিতে সক্ষম হইল না। কিছু-কাল পর তাহার স্বাস্থ্য সমতা হারাইল এবং খারাপ হইয়া পড়িল। তাহার অসুস্থতা যখন দশ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত হইল, তখন আঃ হিঃ ৯৮৩ সনের রজব আল মুরাজ্জব মাসে অর্থাৎ বিংশ ইলাহী বৎসরে তিনি এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ হইতে চিরস্থায়ী জগতে গমন করিলেন। আমীরগণ এবং সম্রাটের কর্মচারীগণের যাহারা সর্বদা খান খানানের দিওয়ান খানার (সভাকক্ষ) সমবেত হইতেন এবং তিনি যে সব বিজয় লাভ করিয়াছেন তাহার জন্য তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেন তাহাদের সকলেই ঐ দিনে শোক প্রকাশে লিপ্ত হইলেন।[২] সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার জন্য শাহাম খান জলাইরকে সরকারের নেতৃত্ব স্থাপন করা হয়; আর এই ঘটনার এক রিপোর্ট সম্রাটের নিকট প্রেরণ করা হয়। যেহেতু খান খানানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাহার সমস্ত সম্পত্তি, সবাক ও নির্বাক (অর্থাৎ প্রাণসম্পন্ন এবং প্রাণহীন) রাজকীয় কোষাগারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাহার এক বিশদ তালিকা প্রেরণ করা হয়।

আমীরগণের আদেশ যখন সম্রাটের নিকট পেশ করা হইল তখন খান জাহানের[৩], যিনি ইহার পূর্বে পাঞ্জাবের পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত গভর্ণর ছিলেন এবং তাহার প্রতি

---

১. এই পুস্তকে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, বদাওনীও ইহার অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু আবুল ফযলের বিবরণে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। তিনি বলেন যে "যেহেতু খান খানান অনেকের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে অবিচল রহিলেন এবং সতর্কীকরণে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু যখন মৃত্যুসংখ্যা সীমা ছাড়াইয়া গেল... তখন তিনি ইহার সংশোধনে মনোনিবেশ করিলেন।" যেহেতু এই সময়ে জুনাইদ বিহারে এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল তখন "ঐ বিনাশের উপত্যকা হইতে সরিয়া আসিবার একটি সঙ্গত কারণ দেখা দিল, তিনি বিহারে গমন করিবার উদ্দেশ্যে গৌড় ত্যাগ করিলেন।" আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে "যদিও তিনি ঐ প্লেগের ঝটিকার মধ্যেও কোনরূপ রোগাক্রান্ত হন নাই, অথচ যেইমাত্র তিনি তাণ্ডা আগমন করিলেন, তিনি সামান্য অসুখের পর ইন্তেকাল করিলেন।" বদাওনীর মতে মৃত্যুকালে খান খানানের বয়স আশি বৎসরেরও অধিক ছিল। তাহার সর্বাপেক্ষা স্থায়ী স্মারক চিহ্ন হইল আঃ ৯৮১ সনে তিনি জৌনপুরে গুমতী নদীর উপর যে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা অদ্যাপিও বর্তমান আছে।

২. শুধু মাত্র একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থান যোগ করা হইয়াছে:

চন্দন ও আবলুস কাঠে তৈরী এই গৃহে
এখন শোক করা হয় আর তখন করা হয় বিবাহের উৎসবাদি।

৩. আকবরনামা বলে যে রাজা তোডরমলকে খান জাহানের সঙ্গে গমনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

www.alimaanfoundation.com

বহুবিধ রাজকীয় অনুগ্রহ এবং সম্রাটের দয়াশীলতা প্রদর্শিত হইয়াছিল, শক্তিশালী হস্তে বাংলাদেশের শাসনভার এবং তাহার রক্ষা করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইল। তাহাকে আমীর-উল-উমরা পদে উন্নীত করিয়া সম্মানিত করা হইল আর তাহার প্রতি নানাবিধ অনুগ্রহ এবং দয়া প্রদর্শন করা হইল। তাহাকে রায়ত এবং অধীনস্থ লোকদের অধিকারের প্রতি অনুকুল দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইল। তাহাকে একটি স্বর্ণের কারুকার্য খচিত কবা (অঙ্গাবরণ) এবং একটি সোনার কারুকার্য করা চাহারকব (বিশেষ এক প্রকারের অঙ্গাবরণ) এবং স্বর্ণ ও জহরতের কারুকার্য শোভিত একটি কোমরবন্দ এবং একটি তরবারি এবং স্বর্ণের জিনসহ একটি অশ্ব উপহার দেওয়া হইল। তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ এবং ফরমান লাভ করিয়া তিনি বাংলা দেশের অভিমুখে ঐ স্থানের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য গমন করিলেন।

একবিংশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাসমুহের বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৮৩ সনের ৯ই যিল হিজ্জা তারিখ রবিবার দিন (১১ই মার্চ, ১৫৭৬ খ্রীঃ)[১]।

মির্যা সুলায়মানের পবিত্র মক্কা গমনের বিবরণ

মির্যা সুলায়মানের বদাখশানের শাসন কর্তৃত্ব হইতে বিতাড়িত হইয়া আবেদনের মুখ লইয়া সুলতানগণের আশ্রয়স্থল সম্রাটের দরবারে আগমন করিলেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহার হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য সবকিছুই করিলেন আর তিনি পুনঃ পুনঃ তাহার সম্মান বর্ষণের পদক্ষেপ দ্বারা মির্যার আবাসস্থলকে পবিত্র করেন। বহুবার তিনি শুক্রবার রাত্রিতে ইবাদতখানায় পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এবং শেখগণের সমাবেশে

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানের পর এই অংশটি সংযোজিত আছে: এই শুভসূচক সময়ে মহা জ্যোতিষ্ক (সূর্য) নেতৃত্বের পতাকা এবং মহত্বের প্রতীক উত্তোলন করিলেন। তাহার মহত্বের উন্নতিতে এবং সম্রাটের আড়ম্বরে প্রান্তর এবং উদ্যান বেহেশতের রূপ পরিগ্রহ করে। আঃ হিঃ ৯৮৩ সনের ২৮শে যি' কাজা বিশ্ব আলোককারী সূর্য তাহার মহান প্রাসাদে সুখের প্রতিচ্ছায়া নিক্ষেপ করেন এবং একবিংশ এলাহী বৎসরের আগমনের সুসংবাদ যাহার সঙ্গে রাজকীয় নওরোজের যমজ সম্পর্ক, পৃথিবী ও তাহার অধিবাসীদের নিকট ঘোষণা করে। এই শুভবর্ষের আগমনে পৃথিবীর অধিবাসীগণ এই যুগের মুখে আনন্দ উৎসাহের দ্বার উন্মুখ করিয়া দেয়, এবং সর্বদিকে উপভোগের শয্যা প্রসারিত করে।

www.alimaanfoundation.com

মির্যাকে ডাকিয়া আনিতেন। তিনি আরও স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি খান জাহানকে পাঞ্জাবের বাহিনীসহ মির্যার সঙ্গে বদাখশান পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিবেন। দুর্ঘটনাক্রমে[১] কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণনের ফলে ঘটনাবলী ভিন্নরূপ মোড় নিল। খান খানানের হস্তে পূর্বাঞ্চলের এবং বাংলাদেশের শাসন পরিচালনের দায়িত্ব ছিল। তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করিলেন ; আর মহান খলিফা-ই-ইলাহী পূর্বাঞ্চলের ভূখণ্ডসমূহের এবং বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা বদাখশান বিজয়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং তিনি খান জাহানকে প্রথমোক্ত স্থানে প্রেরণ করিলেন। গ্রহ-নক্ষত্রের এই ফেরে মির্যার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে তাহার অঙ্গার হস্তে সাফল্য লাভের সময় এখনও আসে নাই।

কবিতা

সফলতা আসে শুধু তাহার উপযুক্ত সময়ে ;
যেমন প্রতিটি বৃক্ষ উপযুক্ত ঋতুতে তাহার ফল ধরায় ;
ইহা অসম্ভব যে উদ্যানে অসময়ে ফুল ফোটে
গ্রীষ্মে ভায়োলেট আর শীতের ঠাণ্ডায় গোলাপ ফুল কখনও ফুটে না ;
মানুষ বিজয় সহকারে সব কিছুই লাভ করিতে পারে।
শুধু আগামী কালের খাদ্য আজ গ্রহণ করিতে পারে না।

পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে মনস্থির করিয়া রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ অফিসারগণের মাধ্যমে তিনি এই আবেদন সম্রাটের নিকট পেশ করিলেন।[২] এই উচ্চাশা পালন করিয়া উচ্চমনা লোকেরা সর্বদাই তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালার প্রতিচ্ছবি মহান সম্রাট মির্যার আবেদন মঞ্জুর করিলেন এবং নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারসহ তাহার খরচ নির্বাহের জন্য তাহার নিকট পঞ্চাশ সহস্র

১. আবুল ফযল এই ব্যাপারে এক অদ্ভুত বিবরণ দিয়াছেন যে আকবর ভাবিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ তিনি মির্যা সুলায়মানকে বাংলাদেশের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন, 'কিন্তু শেষোক্ত জন মির্যা শাহরুখের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু খান জাহান যিনি বদাখশানে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন ; বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইলেন, মির্যা সুলায়মান হিজাজ গমনের অনুমতি লাভ করিলেন।

২. আবুল ফযল বলেন যে সম্ভবতঃ মির্যা সুলায়মান মনে করিয়াছিলেন যে তিনি হিজাজ হইয়া বদাখশানে গমন করিবেন এবং "এইরূপে ধূর্তামী দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য সফল করিবেন।"

www.alimaanfoundation.com

টাকা প্রেরণ করিলেন। তিনি মুহম্মদ কুলিজ খানকে[১] যিনি মহা আমীরগণের একজন ছিলেন এবং সুরাট বন্দরের শাসনভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল, তাহার সঙ্গে গমনের নির্দেশ দিলেন যাহাতে তিনি ভ্রমণের সময় যথোপযুক্ত খেদমত করিতে পারেন ; এবং হেজাজগামী কোন জাহাজে তাহাকে উঠাইয়া দিতে পারেন। গুজরাটের রাজস্ব হইতে মির্যার ভৃত্যগণকে আরও বিশ সহস্র টাকা দিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। মির্যা সুরাট বন্দরে একটি নৌকায় আরোহণ করিলেন আর এই বৎসরের মধ্যেই তিনি দুইটি পবিত্র স্থানে হজ সম্পন্ন করা এবং প্রদক্ষিণ করার সম্মান অর্জন করেন। যেহেতু তিনি তাহার আবেদন প্রভুর নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন যিনি রায়ত এবং প্রজাগণের প্রভু, তাই তিনি পুনরায় বদাখশান দেশটির শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন ; ইহা পরে উল্লেখ করা হইবে।

এই বৎসরের শেষদিকে ৯৮৪ আঃ হিঃ সনের পবিত্র যিকাজা মাসের ৭ তারিখে সম্রাট আজমীর গমন করেন। তিনি এই তীর্থে গমনের জন্য ঐ দিন ফতেপুর হইতে যাত্রা করেন এবং মহা আনন্দের সহিত সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া ৯ বৎসরের ৪ঠা যি'হিজ্জা তারিখ মঙ্গলবার আজমীরের দশ ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে মহান এবং আকাশের সমুন্নত তাঁবুসমূহ স্থাপন করা হয়। ঐ স্থান হইতে তাহার সুনির্দিষ্ট প্রথা অনুযায়ী তিনি পদব্রজে আলোক পরিবেষ্টিত দরগাহে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং পায়ে হাটিয়া পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন ; আর পথে ধুলামাখা অবস্থায়ই তিনি আলোকের অবস্থানস্থল দরগাহে গমন করিলেন ; আর বিনীতভাবে জিয়ারতের কর্তব্য এবং প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠান পালন করিলেন ; এবং প্রথম দিনেই তিনি ঐ পবিত্র স্থানের পরিচারকগণকে এবং পবিত্র দরগাহের ভৃত্যগণকে দশ সহস্র টাকা দান করিলেন।

দ্বাবিংশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৮৪ সনের যি হিজ্জা মাসের ২০ তারিখ সোমবার[২] দিন (১১ই মার্চ, ১৫৭৭ খ্রীঃ), যে সময় আড়ম্বর ও জাঁকজমকের মঞ্চসমূহ

১. আকবরনামা অনুযায়ী মির্যা সুলায়মানের সঙ্গে গমনের জন্য কুলিজ খানের সঙ্গে রূপসীকেও দেওয়া হয়।

২. ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে সপ্তাহের দিনটির উল্লেখ নাই, তবে তারিখটি ঠিকই দেওয়া হইয়াছে আর তারিখ এবং দিনটি আকবরনামার দিন ও তারিখের সঙ্গে এক। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা সম্বন্ধে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় কারণ এই পুস্তকে দ্বাবিংশ ইলাহী বৎসরে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া লিখিত কতিপয় ঘটনা আকবরনামাতে দেখা যায় একবিংশতি বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসরের ও বিবরণেও এইরূপ ঘটিয়াছে দেখা যায়।

www.alimaanfoundation.com

আজমীরে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়[১] সপ্তজগতের সুলতান (সূর্য) আঃ হিঃ ৯৮৩ সনের যি হিজ্জা মাসের নয় তারিখে মেষ রাশিতে প্রবেশ করে এবং পৃথিবী এবং তাহার অধিবাসীগণকে দ্বাবিংশ ইলাহী বৎসরের শুভাগমন ঘোষণা করে, আর এই বৎসরে নিহিত ছিল সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃক্ষ আর এই সুখের শুভলক্ষণের ফলে আনন্দ এবং বেদনাশীলতার দ্বার এই যুগের মুখের উপর উন্মুক্ত হইয়া যায়।

আজমীর প্রদেশে সংঘটিত ঘটনাসমূহের বিবরণ

আড়ম্বর ও জাঁকজমকের মঞ্চসমূহ যে সময় আজমীরে স্থাপিত ছিল, সে সময় ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ হইতে সংবাদ আসিতে থাকে যে দাউদ আফঘান খান খানানের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন এবং অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছিলেন তাহা স্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আর তাহার পা পরিমাণের চেয়ে অধিক প্রসারিত করিয়া তিনি তাণ্ডা আক্রমণ করেন। যেহেতু তাণ্ডাতে অবস্থানরত বাদশাহী আমীরগণের মধ্যে কোন যোগ্য নেতা ছিল না, তাই তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পাটনা হাজীপুরে চলিয়া আসে। এই কারণে[২] বিদ্রোহ এবং উশৃঙ্খলতার ধূলা গাঢ়তর হইয়া উঠে। খান জাহানের সৈন্যগণ লাহোরে থাকিবার ফলে তিনি গড়িমসি করিয়া এবং বিলম্ব করিয়া বাংলাদেশের পথে যাত্রা করেন। এইসব ঘটনাবলী যখন সম্রাটের গোচরে আনা হয় তখন তিনি সুভান কুলি তুর্ক-এর হস্তে খান জাহানের নিকট এক ফরমান প্রেরণ করিয়া তাহাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি যে সব আমীর এবং জায়গীরদার বাংলাদেশ

---

১. এই অংশটি উন্মুক্ত হইয়া যায় পর্যন্ত কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এবং ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে দেওয়া নাই, কিন্তু অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে ইহা সংযোজিত আছে ; কিন্তু তারিখটি ভুল দেওয়া আছে। ইহা আঃ হিঃ ৯৮৪ সনের ২০ই যি হিজ্জা হইবে। এই তারিখটি এই অংশের উপরের পংক্তিতেই দেওয়া আছে। আকবরনামাতেও এই তারিখ দেওয়া আছে, তথায় সঠিক সময়টিও দেওয়া আছে, যি হিজ্জা মাসের ২০ তারিখ সোমবার রাত্রি ৭ ঘন্টা ১২ মিনিটের সময়।

২. ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে এটি পংক্তিটির ভিন্নরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে লেখা হইয়াছে যে খান জাহানের বাংলাদেশে গমনের বিলম্বের ফলেই এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। বদাওনীর বিবরণ এই গ্রন্থের বিবরণের অনুরূপ। কিন্তু আকবরনামা খান জাহানের গমনে গড়িমসি করা বা অযথা বিলম্ব করা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে আছে, "অনুগত এবং ভাগ্যবানদের নিয়ম অনুযায়ী তিনি চাকুরীতে গমন করিলেন।" প্রত্যাগমনরত বাংলার অফিসারগণের সঙ্গে ভাগলপুরের সন্নিকটে তাহার সাক্ষাৎ হয় আর যদিও তাহারা ফিরিয়া যাইতে এবং তাহার সহিত যোগদান করিতে অস্বীকার করে, তাহাদের শান্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং সহজেই গড়হী দখল করিয়া নেওয়া হয়।

www.alimaanfoundation.com

ছাড়িয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়া দাউদকে আক্রমণ করেন। সুভান কুলি বাইশ দিনের মধ্যে প্রায় এক সহস্র ক্রোশ পথ অতিক্রম করেন এবং ফরমানটি খান জাহানের নিকট প্রদান করেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করিয়া সংবাদ দেন যে খান জাহান বিজয়ী বাহিনীসহ আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাংলাদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, তখনও মহান সম্রাট আজমীরে অবস্থান করিতেছেন। আর তিনি যখন গৌড়ে পৌঁছিলেন তখন তাদের শরীরে পথের ধূলা মাখা অবস্থায়ই তিনি তৎক্ষণাৎ দাউদ কর্তৃক ঐ স্থান রক্ষার জন্য রাখিয়া যাওয়া তিন সহস্র আফঘান সৈন্যের বাহিনীটিকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন; আর স্থানটি অধিকার করিয়া নেন এবং প্রায় এক সহস্র পাঁচশত আফঘান নিষ্ঠুর তরবারির শিকারে পরিণত হয় আর তাহাদের সেনাপতিগণের অধিকাংশকেই বন্দী করা হয়।

এই সময়েই যখন বিজয়ী বাহিনী আজমীরে অবস্থান করিতেছিল কুমার মান-সিংহকে, যিনি সাহস ও পৌরুষের জন্য এবং উচ্চ চিন্তা আর জ্ঞানের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, পাঁচ সহস্র সাহসী অশ্বারোহী সৈন্যসহ রাণা কিকা[১]কে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কাযী খান বদাক্সী, শাহ ঘাযী খান তাব্রিজী, সৈয়দ হাশিম বরহা, খাজা মুহম্মদ রফি বদাক্সী, মুজাহিদ খান আর তাহার পৌত্র মুহিব আলী খান এবং অন্যান্য উৎসাহী যোদ্ধাগণকে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। সেনা-বাহিনীর বক্সীর (বেতনদানকারী) পদটি দেওয়া হইল আসফ খানকে। আল্লাহর প্রতি চ্ছায়া মহান সম্রাট কুমার মানসিংহ এবং অন্যান্য আমীর এবং সরদারকে মূল্যবান অঙ্গাবরণ এবং ইরাকী এবং আরবী অশ্ব উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন; এবং তাহাদিগকে সম্মুখে প্রেরণ করিলেন। বিজয়ী বাহিনী সম্বন্ধে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ৯৮৫ আঃ হিঃ সনের ২০ই মহরম[২] উন্নতির পথ প্রদর্শকের হস্তে প্রত্যাবর্তনের রাশ স্থাপন করা হয় আর ঐ বৎসরের সফর মাসের ১লা তারিখে আড়ম্বরের সূর্য ফতেপুরের প্রাসাদে দীপ্তিমান হয়।

---

১. নিযামুদ্দীন অথবা বদাওনী কেহই রাণাকে আক্রমণের কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু আবুল ফযল ইহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন যে "যেহেতু রাজার অবাধ্যতা এবং ঔদ্ধত্য আর তাহার প্রতারণা এবং কপটতা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল তাই সম্রাট তাহাকে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। মানসিংহ আঃ হিঃ ৯৮৪ সনের ২রা মহরম (২রা এপ্রিল, ১৫৭৬ খ্রীঃ) আজমীর হইতে যাত্রা করেন। রাজার প্রকৃত নাম ছিল রাণা পরতাব। সঠিক সংস্কৃত নামটি ছিল রানা প্রতাপ।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এবং ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে সনটি ৯৮৫ দেওয়া আছে; কিন্তু মনে হয় ইহা ঠিক নহে। যেহেতু কুমার মানসিংহ রানা কিকার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য ৯৮৪ সনের ২রা মহরম তারিখে যাত্রা করেন এবং যেহেতু আকবর এই অভিযানের সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার পর ফতেপুর গমনের উদ্দেশ্য করেন, সঠিক তারিখটি হইবে ৯৮৪ সনের ২০ই মহরম।

www.alimaanfoundation.com

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর একদিন সংবাদ লেখকগণ সম্রাটের নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন যে খান জাহান যখন গড়হী বিজয়ের পর তাণ্ডার সন্নিকটে উপনীত হন, দাউদ ঐ স্থান হইতে সহসা বাহির হইয়া যায় এবং নিজেকে মৌজা আকমহলের[১] এক স্থানে প্রতিষ্ঠা করে ; এই স্থানটির একদিকে নদী এবং অপর দিকে আছে এক পাহাড় আর দাউদ পরিখা খনন করিয়া তাহার সেনাবাহিনীর চতুর্দিক সুরক্ষিত করিয়া নিয়াছেন। খান জাহান বিজয়ী বাহিনীসহ তাহার সম্মুখে অপেক্ষা করিয়া আছেন এবং তাহাকে প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়াছেন। এইরূপ এক যুদ্ধে খাজা আবদুল্লাহ[২] যিনি দরবেশগণের ধ্রুবতারকা, অতি পবিত্র খাজা নাসিরুদ্দীন আবদুল্লাহ আহরারের (আল্লাহ যেন তাহার প্রিয় আত্মাকে পবিত্র রাখেন) একজন বংশধর ছিলেন, এবং মহান সম্রাটের একজন অনুচর ছিলেন, তাহার অল্প সংখ্যক অনুচরসহ তাহার কামানের নিকট হইতে সহসা বাহির হইয়া যান এবং আফঘানদের পরিখার পাশে গিয়া উপস্থিত হন। বড় একদল আফঘান সৈন্য ছুটিয়া আসিয়া খাজাকে আক্রমণ করে। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করেন কিন্তু আল্লাহর করুণার সহিত একত্রিত হইয়া যান। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাটের ক্রোধবহ্নি উদ্দিপ্ত হইয়া উঠে। ঐ সময়ে পাটনা এবং বিহারের গভর্ণর মুযাফফর খানের[৩] নিকট এক মহান ফরমান জারি করিয়া তাহাকে নির্দেশ

---

১. আকবরনামাতে আছে যে খান জাহানই আকমহলে নিজেকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। আকবর-নামার অনুবাদক মিঃ বিভারিজ বলেন যে পাঠটির বিরতিসমূহ অশুদ্ধরূপে দেওয়া থাকার ফলে মনে হয় যেন দাউদই আকমহলে নিজেকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নিযামুদ্দীন এবং বদাওনী বলেন যে দাউদই ঐ স্থানে নিজেকে সুরক্ষিত করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আকমহলই রাজমহল। মিঃ বিভারিজ বলেন যে সম্ভবতঃ আক শব্দটি তুর্কী ভাষার শব্দ আর ইহার অর্থ হইল সাদা গৃহ। রাজা মানসিংহ যখন এই স্থানটিকে তাহার আবাসস্থল রূপে নির্বাচন করেন, তখন তিনি ইহার নাম দেন রাজমহল। বদাওনীও এই স্থানটির নাম আকমহল লিখিয়াছেন। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে লেখা হইত আকনামীয় গ্রাম, কিন্তু এক টীকায় বলা হইয়াছে "আকমহল বা আগমহল। পরবর্তীকালে রাজা মানসিংহ কর্তৃক ইহাকে রাজমহল বলা হয়।" ইহার প্রাচীন নাম ছিল রাজাগৃহ।

২. আকবরনামাতে তাহার নাম লিখা হইয়াছে খাজা আবদুল্লা নকশবন্দী।

৩. আকবরনামা হইতে জানা যায় যে সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত গোলমাল হইতেছিল। অধিকাংশ অফিসারই ছিলেন চাখতাই উপজাতীয়, আর তাহারা চাহিতেন না যে খান জাহান একজন কিজিলবাস হইয়াও তাহাদের পিতৃপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। আর তাহারা নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু খান জাহান এবং রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মুযাফফর খান এবং বিহারের সেনাবাহিনী বর্ষাকালে বাংলাদেশে গমনে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু মুহিব আলী খান তাহাদের আনুগত্যের প্রতি আবেদন করিয়া তাহাদিগকে সম্মত করান ; আর বাংলা এবং বিহারের সেনাবাহিনী ১৫৭৬ খ্রীঃ ১০ই জুলাই একত্র মিলিত হয়।

www.alimaanfoundation.com

দেওয়া হয় যেন তিনি ঐ স্থানসমূহে অবস্থানরত সমস্ত বিজয়ী বাহিনী এবং জায়গীরদারগণকে সঙ্গে নিয়া খান জাহানের সাহায্যার্থে গমন করেন। আর আফঘানদের ধ্বংস সাধনে যেন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ইহার কয়েকদিন পর খান জাহানের নিকট হইতে এই মর্মে এক রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছে যে একদিন বিজয়ী বাহিনী আর আফঘান সৈন্যদের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর যেহেতু পৃথিবীর প্রভুর সৌভাগ্য অনুগত যোদ্ধাগণের বন্ধু এবং সাথী ছিল, বিজয় এবং সাফল্যের মলয় সমীরণ তাহাদের পতাকার উপরে প্রবাহিত হয়, আর কতিপয় সাহসী এবং উৎসাহী যোদ্ধা শত্রুবাহিনীর সেনাপতিকে, যাহার নাম ছিল খান খানান[১], নিষ্ঠুর তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী করে। এই একই সময়ে কুমার মানসিংহের জয়লাভ এবং রানা কিকার পরাজয়ের সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছে।

কুমার মানসিংহের রানা কিকার সহিত যুদ্ধের এবং ঐ দুশ্চরিত্র লোকটির পরাজয়ের বিবরণ

যেহেতু রানা কিকা হিন্দুস্তানের রাজাদের নেতা ছিলেন এবং চিতোরের পতনের পর কোকন্দা[২] নামীয় শহরটি স্থাপন করেন,[৩] ইমারত এবং উদ্যানের এই শহরটি ছিল হিন্দওয়ারার পার্বত্য অঞ্চলে, আর তথায় বিদ্রোহাত্মক অবস্থায় তাহার দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন ; আর যখন কুমার মানসিংহ কোকন্দার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, কিকা হিন্দওয়ারার রাজাগণকে তাহার সাহায্যার্থে আহবান করিয়া[৪] একদল সৈন্যসহ ঘাট হলদেও[৫] অতিক্রম করেন, তাহার বিপুল সংখ্যক সৈন্য প্রান্তর ও বনে স্থান

---

১. দাউদের বাহিনীতেও একজন খান খানান এবং একজন খান জাহান ছিল। এই খান খানান ছিলেন বাম পার্শ্ব বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ইসমাইল খান আকবার ; আর উড়িষ্যার গভর্ণর খান জাহান ছিলেন আফঘান বাহিনীর ডান পার্শ্বের সেনানায়ক। এই যুদ্ধে আফঘানগণ প্রথমে আংশিকভাবে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করিয়াও পরে তাহাদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িতহয়।

২. তাবাকাত এবং বদাওনীর সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই নামটি কোকন্দা লিখা আছে। টড এর রাজস্থানে তিনি নামটি লিখিয়াছেন গোগণ্ডা। ব্লকম্যান (আইন-ই-আকবরী) এই নামটি লিখিয়াছেন গোগন্দাহ।

৩. আকবরনামা বলে যে রাজকীয় বাহিনী তাহাদের অফিসারগণের আগমনের এবং শিবিরের একত্রিত হইবার জন্য মণ্ডলগড় শহরে কিছুকাল অপেক্ষা করে।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে হিন্দওয়ারা কিন্তু আর একটিতে আছে মারওয়ার।

৫. অর্থাৎ হলদিঘাটের গিরিপথ।

www.alimaanfoundation.com

সংকুলান হইতেছিল না এবং যুদ্ধের আয়োজনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। কুমার মানসিংহ আমীরগণের সহযোগিতায় সৈন্য সমাবেশ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন।[১] উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়, উভয় বাহিনীর সাহসী সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ বন্য জন্তুর ন্যায় তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে। যুদ্ধের সময় এক পহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং প্রচুর রক্তক্ষয় হয়।

কবিতা

রক্তাক্ত মাটি বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের মত দেখাইল
ইহাতে অশ্বারোহী যেন নৌকা, আর নিহতগণ স্থির নোঙ্গর।
মৃত্যু প্রবল চীৎকার করিয়া চতুর্দিকে ছুটিতে লাগিল
লোকগুলি যেন রক্তে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

উভয় বাহিনীর রাজপুতগণ পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যুদ্ধ করিল। সম্রাটের বাহিনীর প্রায় একশত পঞ্চাশ জন সাহসী অশ্বারোহী ধরাশায়ী হইল ; আর

---

১. বদাওনী এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার পুস্তকে ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন। বিবরণটি এইরূপ : (১) অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনী এবং ইহার অগ্রে যে বাছাই করা দলটিকে প্রেরণ করা হয় আর যাহাদের বলা হইল জোগা-ই-হরাওয়াল, পেছনে হটিয়া আছে যে অতঃপর সিক্রির একদল শেখযাদা, যাহারা কাযী খানের নেতৃত্বে পথ পার্শ্বে ছিল, তাহারা পলায়ন করে, কাযী খান স্বয়ং দৃঢ়তার সহিত কিছুকাল তাহার অবস্থানে অটল থাকেন, কিন্তু পরে আহত হইয়া এবং ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইয়া পলায়ন করেন, (২) তৎপর মানসিংহের রাজপুত রাণাও পলায়ন করেন এবং আসফ খানের পলায়নের কারণ হইয়া উঠে। আর এই সব পলায়নের বিপরীতে দেখা যায় (১) বারহার সৈয়দগণের সাহসিকতা, ইহাদের এই অসম সাহসিকতা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই শোচনীয় পরাজয়ে পরিচিত হইত ; (২) গোয়ালিয়রের রাজা রাম সিংহের এবং তাহার রাজপুতদের বীরত্ব (ইনি ছিলেন খ্যাতনামা রাজা মানের পৌত্র) ; আর (৩) হস্তী বাহিনীর নেতা হুসেন খানের বীরত্ব ; আর অবশেষে রাজা মানসিংহের সাহসিকতা। রানার হস্তীর মাহুত সহসা একটি তীরের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; আর একটি রাজকীয় হস্তীর মাহুত অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া তাহার নিজের হস্তীর পীঠ হইতে লাফাইয়া রাণার হস্তীর ঘাড়ে উঠিয়া পড়ে। তখন রাণাকে পেছনে পড়িয়া যাইতে হয় আর তাহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। মানসিংহের দেহরক্ষীগণ বীরত্ব প্রদর্শন করিল আর মানসিংহের নেতৃত্ব মুল্লা সিরির পংক্তিটির সত্যতা প্রমাণ করিল "একজন হিন্দু ইসলামের তরবারি ধারণ করিয়াছে।" বদাওনী আরও বলেন যে এক সময় রাজা মান-এর এবং রাজা মান সিংহের রাজপুতগণ একত্র মিশিয়া গিয়াছিল এবং তখন তিনি আসফ খানকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি তীর ছুঁড়িবার সময় এখন কিভাবে শত্রু ও মিত্রের মধ্যে প্রভেদ করিবেন, তখন তাহাকে নির্ভাবনায় বলা হয় যে "অনবরত তীর ছুঁড়িয়া যাও, যেই মরুক না কেন, ইহা ইসলামের পক্ষে লাভজনক হইবে।"

www.alimaanfoundation.com

শত্রুবাহিনীর পাঁচ শতেরও অধিক খ্যাতনামা রাজপুত নরকে গমন করে। কাফেরদের রাজাগণের মধ্যে শত্রু বাহিনীতে রাজারাম শাহ গোয়ালিয়ারী[১] এবং তাহার পুত্রগণ আর জয়মলের[২] পুত্রগণ সর্বনিম্ন নরক কুণ্ডে গমন করেন। ঐ দিন রাণা কিকা এত পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধ করেন যে তিনি তীর এবং বর্শা দ্বারা আহত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া গিয়া হতাশ হৃদয়ে নিজের প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। যুদ্ধ সন্ধানী বাহিনীর সাহসী যোদ্ধাগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবনে ছুটিয়া যায় এবং বহু রাজপুতকে হত্যা করে। কুমার মানসিংহ বিজয় এবং সাফল্যের গৌরব লাভ করিয়া সম্রাটের নিকট ঘটনাবলীর এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। পরদিন তিনি হলদেও গিরিসংকটের মধ্য দিয়া গমন করেন এবং কোকন্দা প্রবেশ করেন। তিনি রানা কিকার প্রাসাদসমূহে তাহার বাসস্থান স্থাপন এবং নূতন করিয়া আল্লাহর নিকট শোকরিয়া আদায় করেন। রানা কিকা পলায়ন করেন এবং সুউচ্চ পর্বতে নিজেকে সুরক্ষিত করেন। যখন আবেদনের মর্ম সম্রাটের গোচরে আনয়ন করা হয় তখন তিনি তাহার আনন্দ এবং প্রীতি জ্ঞাপন করেন এবং কুমার মানসিংহ এবং অন্যান্য আমীরগণের জন্য জাঁকজমক-পূর্ণ সম্মানীয় পোশাক ও ইরাকী অশ্ব প্রেরণ করেন।

দাউদের বিরুদ্ধে খান জাহানের যুদ্ধের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবরণ

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে গড়হীর বিজয়ের পর খান জাহান তাণ্ডা অভিমুখে অগ্রসর হন আর দাউদ আফঘান তাণ্ডা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আকমহল নামক স্থানে তাহার সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে রক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ করেন। খান জাহানও শত্রুদের সম্মুখে এক অবস্থান গ্রহণ করিয়া মুযাফফর খান এবং বিহার এবং হাজীপুরের বাহিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। যখন এই সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছে তখন তিনি সেনাবাহিনীর ব্যয়

---

১. ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে তাহার নাম লিখা হইয়াছে রামেশ্বর গোয়ালিয়ারী। সম্ভবতঃ ইহা ভুল। বদাওনী মাত্র তাহার এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে শাল বাহন। আকবরনামাতে তাহার তিন পুত্রের উল্লেখ আছে, যেমন শাল বাহন, ভানসিংহ এবং পরতাব সিং; আর বলা হইয়াছে যে তাহাদের সকলে এবং তাহাদের পিতা নিহত হন। সঠিক নামগুলি হইবে রাম সাহ (অথবা সাধু), সালি বাহন, ভানু সিংহ এবং প্রতাপ সিংহ।

২. জয়মল ছিল চিতোরের রক্ষাকারী বীর যোদ্ধা। প্রকৃত নামটি হইল জয়মল্ল। তাহার পুত্র যে এই যুদ্ধে নিহত হয় তাঁহার নাম ছিল রাম দাস।

www.alimaanfoundation.com

নির্বাহের জন্য ডাক চৌকিযোগে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন ; আর একটি নির্দেশও দেওয়া হয় যে, বহু নৌকায় শস্য বোঝাই করিয়া বিজয়ী বাহিনীর খাদ্যের জন্য আগ্রা হইতে প্রেরণ করা হইবে। তাছাড়া তিনি সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খানকে, যিনি এই সময় রাজা মানসিংহের বিজয়ের সংবাদ আনয়ন করেন, খান জাহানের নিকট প্রেরণ করেন ; আর তাহাকে বলেন যে মহান আল্লাহর সেরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি দাউদের পরাজয়ের সংবাদও আনিতে পারেন। মহান সম্রাটের পবিত্র আত্মার সৌভাগ্যের ফলে, তিনি (সৈয়দ আবদুল্লাহ) অল্পকালের মধ্যেই দাউদের শির আনয়ন করেন, অচিরেই তাহার বিবরণ দেওয়া হইবে।

আর এই সময়েই হাজীপুর এবং পাটনার সন্নিকটস্থ গজপতি[১] নামে এক জমিদার, যিনি সম্রাটের শুভাকাঙ্ক্ষীদেরই দলভুক্ত হইয়াছিলেন, মুযাফফর খান যখন খান জাহানের সাহায্যার্থে গমন করে এবং দেশটি অরক্ষিত থাকিয়া যায় (খালি), তখন তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন থানা আরায় (আররাহ) অবস্থিত ফরহাত খান আর তাহার পুত্র মিরক রদাই[২]কে আক্রমণ করেন ; আর তাহারা যুদ্ধ করিয়া শহীদ হন। ঐ দেশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সংবাদ যখন মহান খলিফা-ই-ইলাহীর গোচরে আনা হয় তখন তিনি স্বয়ং তাহার পবিত্র দেহে রাজধানী ফতেপুর হইতে বাহিরে গমন করেন এবং ইহা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে অবস্থান করিয়া সৈন্য সমাবেশ এবং নৌবহর এবং গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ দান করেন। আর এই স্থানেই আবদুল্লাহ্ খান অবিরাম পথ চলিয়া খান জাহানের নিকট হইতে যে প্রকারে সম্রাটের অনুপ্রাণিত জিহ্বা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তেমনিভাবে আগমন করেন ; আর তাহার অশ্বের খুরের নীচে দাউদের শিরটি নিক্ষেপ করেন।

---

১ আকবরনামার বিভারিজের অনুবাদের এক ব্যাখাতে দেওয়া আছে যে গজপতি হয় শাহাবাদ জিলার বিহিয়া পরগণার দাওয়ার রাজা গজন শাহ, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের ৭৩তম উত্তরাধিকারী অথবা জগদীশপুরের গুজন শাহী।

২. এই নামের শেষ অংশটি সম্বন্ধ যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা দাওয়াই এবং রদাই এবং রওয়ানী আছে। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে দেওয়া আছে রাওয়াই, আর বদাওনীর ফারসী গ্রন্থে আছে রদাই। আকবরনামাতে ফরহাত খানের পুত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে ফরহাং খান আর দেখা যায় যে তাহার জায়গীর ছিল শোন নদীর পূর্ব দিকে এবং তিনি তাহার পিতাকে সাহায্য করিবার জন্য ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি নিহত হন আর তাহার পিতা তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং নিহত হন।

www.alimaanfoundation.com

দ্বিপদী কবিতা

যাহার মনে আনুগত্য আসে নাই
সে পায়ে ভর করিয়া না আসিলেও মাথায় ভর করিয়া আসিল।

মহান খলিফা-ই-ইলাহী এই মহান উপকারের জন্য শোকরিয়া প্রকাশের অনুষ্ঠান পালন করিলেন; আর খিলাফতের কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তথায় বসবাস স্থাপন করেন। সৈয়দ আবদুল্লাহ খান এই বিজয়ের বিবরণ এইরূপ দিলেন। মুযাফফর খান বিহার এবং হাজীপুর এবং পাটনার সেনাবাহিনীসহ, যাহার সংখ্যা ছিল পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী, খান খানানের সহিত যোগদান করেন। পূর্বোক্ত মাসের ২৫ তারিখে[১] তাহারা তাহাদের সৈন্য সন্নিবেশিত করেন এবং শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হন। দাউদ ও তাহার চাচা জুনাইদ কররানী এবং অন্যান্য আফঘান সরদারগণের সহযোগিতায় তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করেন। ঘটনাক্রমে একটি কামানের গোলা জুনায়েদের পায়ে আঘাত করে এবং তাহার হাঁটু ভাঙ্গিয়া দেয়। কিছুক্ষণ পর উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয় আর শত্রুগণ পরাজিত হয়। দাউদ এক পাঁক জমিতে আটকাইয়া যায় এবং তাহাকে বন্দী করা হয়। খান জাহান তাহার শিরচ্ছেদ করেন[২] এবং তাহা সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং হস্তী[৩] নিয়ত স্বস্তিপ্রাপ্ত আড়ম্বরের কর্মচারীদের হস্তগত হয়। মহান খলিফা-ই-ইলাহী খিলাফতের কেন্দ্রে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন এবং যোগ্যলোককে লাল এবং সাদা স্বর্ণ দ্বারা সুখী করিলেন,

---

১. ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে দেওয়া আছে ১৫ই রবিউল আখির ৯৮৪। ইংরাজী তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১২ জুলাই। আকবরনামাতে এই যুদ্ধের আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে জুনাইদ যখন একটা চারপাই-এ নিদ্রা যাইতেছিলেন তখন একটি কামানের গোলা তাহার পায়ে আঘাত করে। দাউদের অশ্ব পাঁকে আটকাইয়া গেলে তাহাকে বন্দী করা হয়। বদাওনী কিন্তু বলেন যে, "প্রথম আক্রমণেই একটি কামানের গোলা জুনাইদের হাঁটুতে আঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গুড়া করিয়া দেয়।"

২. বদাওনী বলেন, খান জাহান দাউদকে হত্যা করিতে চান নাই, কারণ তিনি একজন অতি সুন্দর সুপুরুষ ছিলেন; কিন্তু আমীরগণ বলিলেন যে তাহার জীবন রক্ষা করিলে তাহাদের নিজেদের আনুগত্যে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; ফলে তিনি তাহার শিরচ্ছেদ করিবার নির্দেশ দেন। আর অপর দিকে আবুল ফযল বলেন যে খান জাহান দাউদকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহার চুক্তি সম্পাদন আর অঙ্গীকারের কি হইল? তিনি জবাব দেন যে ঐ চুক্তি খান খানানের সঙ্গে সম্পাদিত হইয়াছিল। "এখন একটি নূতন চুক্তি সম্পাদনের সময় আসিয়াছে"; খান খানান (খান জাহান) নির্দেশ দেন যে তিনি "তাহার গোলদেহে মগজের মাথা হইতে এখন তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে।"

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে 'অশ্ব' যোগ করা আছে।

www.alimaanfoundation.com

এইগুলি তাহার পবিত্র উপস্থিতিতে কোচর ভর্তি করিয়া বিলি করা হইল। সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খানকে স্বর্ণ, এবং অশ্ব এবং অঙ্গাবরণ দ্বারা পুরস্কৃত করা হইল।

খাজা খাউইন্দ মাহমুদের পুত্র সুলতান খাজাকে হজযাত্রীর কাফেলায় মীর হাজী নিযুক্ত করিয়া তাহাকে সম্মানিত করা হইল এবং দুইটি পবিত্র স্থানের ফকির এবং অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য তাহাকে নগদ টাকায় এবং জিনিসপত্রে মোট ছয় লাখ টাকা দেওয়া হইল; আর এক নির্দেশ জারী করা হইল যে, যে কেহ্ পবিত্র স্থানসমূহে হজ্জ করিতে গমনের ইচ্ছা করে তাহার ভ্রমণের খরচপত্রাদি বহন করা হইবে; আর প্রচুর সংখ্যক লোক এই সুবিধা ভোগ করিল।

যেহেতু প্রতি বৎসরই মহান খলিফা ই-ইলাহী খাজা মুইনুদ্দীনের খ্যাতনামা কবর জিয়ারত করিতে গমন করিতেন, এই বৎসরও তিনি তথায় গমনের জন্য যাত্রা করিলেন[১], আর পূর্বোল্লিখিত বৎসরের রজব মাসের ৩রা তারিখ বৃহস্পতিবার আজমীরে তাহার আড়ম্বর আগমন সংঘটিত হইল। দরগাহে তাহার জিয়ারত সমাপ্ত করিয়া সম্রাট ঐ স্থানের ফকির এবং দরিদ্রগণকে, যুবক ও বৃদ্ধ উভয়কেই লাল, সাদা এবং কাল স্বর্ণ দ্বারা ভাগ্যবান করেন। যে অল্প কয়েকদিন তিনি আজমীরে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সে কয়দিন প্রত্যেকদিনই কবর জিয়ারত করিতে গমন করিতেন এবং ফকির এবং অসহায়গণকে ভিক্ষা দান করিতেন।

পূর্বের পাতাসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাজা মানসিংহ, রাণা কিকাকে পরাজিত করেন এবং তাহার রাজ্য অধিকার করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি উচ্চ পর্বতে এবং গভীর জঙ্গলে পলায়ন করেন এবং তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী বাহিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার আবাসস্থল কোকন্দা গমন করেন এবং নিজেরা ঐ স্থানে অবস্থান করেন। এই সময়ে সম্রাটের গোচরে আনয়ন করা হয় যে পথের সংকীর্ণতা এবং দুরূহতার জন্য সামান্য পরিমাণ শস্য আমদানী করা সম্ভব হয়; ফলে সৈন্যদের মধ্যে শোচনীয় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। আর কুমার মানসিংহ্ তাহার সৈন্যগণকে কিকার

---

১. সম্রাট আকবরের এই আজমীর গমনের সঠিক তারিখ নির্ণয় কষ্টসাধ্য। একটি পাণ্ডুলিপিতে ফতেপুর হইতে যাত্রার তারিখ উল্লেখ করা নাই। অপর পাণ্ডুলিপিটিতে যে তারিখ দেওয়া আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে আকবর ৯৮৪ সনের ২৬শে জমাদিউস সানি তারিখে অর্থাৎ রাজত্বের দ্বাবিংশ বর্ষে ফতেপুর হইতে যাত্রা করেন এবং ৫ই রজব আজমীরে পৌঁছেন। আবুল ফজল হিজরী সন এবংতারিখ উল্লেখ করেন নাই; তবে মনে হয় যে এই অভিযান আরম্ভ হয় ১৫৭৬ খ্রীঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এবং তিনি আজমীরে পৌঁছেন ঐ মাসের ২৬ তারিখে। বদাওনী বলেন যে তিনি আজমীরে পৌঁছেন ৬ই রজব তারিখে, (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৬ খ্রীঃ), এই তারিখটি দরবেশের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন।

www.alimaanfoundation.com

দেশটি লুটতরাজ এবং বিধ্বস্ত করিতেও নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে সৈন্য-গণের মধ্যে অভাব দেখা দিয়াছে। মহান সম্রাট এই সব ব্যাপার শুনিয়া কুমার মান-সিংহকে তলব করিবার জন্য এক ফরমান জারি করেন। তিনি আগমন করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন আর কয়েকদিনের জন্য তাহাকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। কয়েক দিন পর তাহার অপরাধের উপর দিয়া ক্ষমার কলমের দাগ টানিয়া দেওয়া হয়; আর এইরূপ স্থির হয় যে কিকার দেশটিকে ধ্বংস করিবার জন্য দ্বিতীয় একটি বাহিনীকে প্রেরণ করা হইবে।[১] উপরোক্ত মাসের ১৯ তারিখে মহান পতাকাসমূহ আজমীর ত্যাগ করে এবং রাণার রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়।

খাজা শাহ্ মনসুরকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিবার বিবরণ

শাহ মনসুর সিরাজের একজন লেখক[২] ছিলেন। শুরুতে তিনি সুগন্ধি দ্রব্যের বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররূপে সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে মুযাফফর খানের প্রভূত ক্ষমতা ছিল; আর তিনি যখন দেখিলেন যে মনসুরের অসামান্য বুদ্ধি আছে, তিনি তাহাকে বিভিন্নরূপ কার্য এবং নানা বিষয়ে বিজড়িত করিলেন এবং তাহাকে কারারুদ্ধ করাইলেন।[৩] আর শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে তিনি আর দরবারে থাকিতে পারেন না। তিনি জৌনপুরে চলিয়া যান এবং মুনিম খান, খান খানানের সঙ্গে যোগদান করেন এবং তাহার চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি উন্নতি লাভ করিয়া তাহার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পর তিনি খান খানানের স্বার্থে সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেন। যেহেতু তাহার কথাবার্তা হইতে তাহার বুদ্ধিমত্তা এবং কার্য সম্পাদনের প্রতি তাহার যোগ্যতা সম্রাটের নজরে

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে যোগ করা আছে যে, "জানিয়া রাখুন যে ভারতের লোকেরা রাজার পুত্রকে কুমার বলে।"

২. ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে এবং বদাওনীর ইংরাজী অনুবাদে লেখা হইয়াছে "শিরাজী কেরাণী" আর বিভারিজের আকবরনামার অনুবাদে লেখা হইয়াছে, "হিসাব পত্রের গূঢ় তথ্যে সুদক্ষ।" কিন্তু যে ফারসী শব্দটি এই স্থানে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইল, نویسنده আর সঠিক ইহার অর্থ লেখক বা হস্তলিপি বিশারদ হইবে।

৩. ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে বলা হইয়াছে যে প্রথম তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং পরে দরবার হইতে নির্বাসিত করা হয়। বদাওনী বলেন যে তিনি পলায়ন করেন। আর আকবরনামা বলে যে তাহাকে বরখাস্ত করা হয়।

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

পড়ে এবং খান খানানের মৃত্যুর পর তাহাকে তলব করিবার জন্য এক ফরমান জারি করা হয়। অতঃপর তিনি সাম্রাজ্যের চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন ; আর (শেষ পর্যন্ত) তিনি সাম্রাজ্যের দেওয়ান পদে উন্নীত হন।

যেহেতু সুলতান খাজাকে মীর হাজী পদে নিযুক্ত করা হয় এবং কোকন্দার পথ গুজরাটের নিকট অবস্থিত, এক নির্দেশ জারি করা হয় যে কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান এবং কুলিজ খান এবং আসফ খান যেন তাহারা অন্যান্য কতিপয় আমীরসহ সুলতান খাজার কাফেলার পথ প্রদর্শক হন এবং ইহাকে কোকন্দার পথ অতিক্রম করাইয়া দেন।[১] আর এই কাজ করিবার সময় তাহারা যেন কিকার রাণা লুটতরাজ এবং বিধ্বস্ত করে ; আর যেখানেই তাহারা তাহার কথা শুনিতে পায় সেখানেই যেন গমন করে এবং তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার ধ্বংস সাধন করে। যে সময় তিনি খাজা সুলতানকে যাত্রা করিবার অনুমতি দান করেন সেই সময় মহান খলিফা-ই-ইলাহী হজযাত্রীদের ন্যায় মাথা ও পা খালি অবস্থায় হাজীদের পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাহার অনুসরণ করিয়া কয়েক পা অগ্রসর হন।[২] ইহা দেখিয়া উপস্থিত লোকদের মধ্যে উচ্চ রব উত্থিত হয় এবং তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রার্থনা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে।

মহান পতাকাসমূহ যখন পরগণা মোহিতে[৩] আগমন করে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ আনয়ন করা হয় যে যখন কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান এবং অন্যান্য আমীরগণ কোকন্দার উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন রাণা পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে। তখন এক বিশ্ব-মান্য নির্দেশ জারি করা হয় যে কুতবুদ্দীন খান[৪] এবং রাজা ভগবান

---

১. যে সব আমীরকে হজ যাত্রীর কাফেলার অনুগমন করিতে বলা হয় তাহাদের তালিকায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। বদাওনীর মতে কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান এবং ভগবান দাসকে কোকন্দ'তে থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হয় আর কুলিজ খান এবং অন্যান্য আমীরগণকে কাফেলাটি ইদর পর্যন্ত নিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। আবার আকবরনামাতে আছে যে "কুতবুদ্দীন খান, রাজা ভগবান দাস এবং কুমার মানসিংহ যেন পাহাড়ের গুহা গহবরে গমন করেন এবং গিরিসংকটের শয়তানী অধিবাসী-গণকে ধরিতে পারে তাহার চেষ্টা করেন।" আর কুলিজ খান * * * আর অন্যান্য বহু কষ্টসহিষ্ণু লোক ঐ দিনে ইদরে প্রেরিত হয় যাহাতে তাহারা দেশটি অকৃতজ্ঞ আগাছা হইতে মুক্ত করিতে পারে।"

২. আকবরনামা অনুযায়ী আকবর হিজাজে হজ্জ করিতে গমনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন "কিন্তু সাম্রাজ্যের অফিসারগণের আবেদনে তিনি তাহার বাসনা পরিত্যাগ করেন।"

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই স্থানটির নাম মুয়ে এবং মুহি আছে। ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে আছে মোহী। বদাওনীতে আছে মোহিনী। আকবরনামাতে আছে মোহি।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে 'মুহম্মদ' বাদ পড়িয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

দাস কোকিন্দায় অবস্থান করিবেন আর কুলিজ খান অন্যান্য আমীরগণসহ কাফেলার সঙ্গে ইদর পর্যন্ত গমন করিবেন। এবং তৎপর ঐ স্থানটি অবরোধ করিবেন; তবে এক দল সৈন্য দ্বারা কাফেলাটিকে আহমদাবাদে প্রেরণ করিবেন। কুলিজ খান যখন ইদরে আগমন করিলেন তখন রাজা পলায়ন করিলেন এবং সন্নিকটস্থ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কতিপয় রাজপুত মরণের জন্য স্থির সংকল্প করিয়া ইদরের মন্দিরে থাকিয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি লোককে এক মুহূর্তেই বিরাট একদল হত্যাকারী দ্বারা হত্যা করা হয়। পরদিন কুলিজ খান পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ তায়মুর বদাক্সীর সঙ্গে কাফেলাটি আহমদাবাদে প্রেরণ করেন।

এই সময়ে শাহাবুদ্দীন আহমদ খান, শাহ ফখরুদ্দীন এবং শাহ বদাখশান এবং তাহার পুত্র আবদুল মতলব খান এবং অন্যান্য আমীরগণ, এবং মালবের জায়গীরদারগণ সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন। পবিত্র মন তখন দেশটির থানাসমূহের ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ দিলেন। আর প্রথমে তিনি কাযী খান বদাখশানীকে হাজারী পদে (এক সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি) উন্নীত করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন। এবং তাহাকে শরীফ খান আতকা এবং মুজাহিদ খান এবং সুভান কুলি তুর্কের সঙ্গে এবং প্রায় তিন সহস্র অশ্বারোহীসহ মোহি শহরে রাখিয়া যান। আর আবদুর রহমান বেগ এবং মুইদ বেগের পুত্র আবদুর রহমানকে পাঁচ শত অশ্বারোহীসহ মদারিয়ার[১] পার্বত্য অঞ্চলে থাকিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

মহান পতাকাসমূহ যখন উদয়পুরে আসিয়া পৌঁছে, তখন সুরাট হইতে সুলতান খাজার নিকট হইতে এক দরখাস্ত আসে এই মর্মে যে ফিরিঙ্গীদের সহিত কোন চুক্তি না থাকিবার ফলে জাহাজ আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।[২] মহান খলিফা-ই-ইলাহী সাহসী যোদ্ধা আলী মুরাদকে প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি দ্রুত কুলিজ খানকে ইদর হইতে আনয়ন করিতে পারেন যেন তাহাকে জাহাজগুলিকে ভ্রমণে যাত্রা করাইয়া দিবার জন্য প্রেরণ করা যায়।

তাহাকে এই নির্দেশও জানাইয়া দিবার জন্য হুকুম দেওয়া হয় যে কুলিজ খানের পরিবর্তে আসফ খান সেনাবাহিনীর সেনাপতি হইবে। এই স্থানে কুতবুদ্দীন খান

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে মদারিয়া আর একটিতে আছে বনায়া। বদাওনীতেও আছে মদারিয়া। আকবরনামাতেও আছে মদারিয়া।

২. এই অংশটি ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে "যেহেতু ইউরোপীয়গণের নিকট হইতে কোন পাস (কৌল) নেওয়া হয় নাই, জাহাজগুলি অকেজো হইয়া পড়িয়াছে।" বদাওনীর অনুবাদে লিখা হইয়াছে যে ইউরোপীয়গণের নিকট হইতে সম্মতি না পাইবার ফলে জাহাজগুলি অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। আকবরনামাতে দেওয়া আছে যে হজযাত্রীগণ ফিরিঙ্গী বন্দরের অফিসারগণ সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

এবং রাজা ভগবান দাস সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শাহ্ ফখ-রুদ্দীন এবং জগন্নাথকে উদয়পুরে নিযুক্ত করা হয় ; আর রাজা ভগবান দাস এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ খানকে উদয়পুরের ঘাটির[1] মুখে রাখা হয়। বিশ্ব-বিজয়ী পতাকাসমূহ যখন বানসওয়ালার পনসওয়ারা) দুঙ্গারপুরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ স্থানগুলির রাজাগণ এবং সন্নিকটস্থ অঞ্চলসমূহের জমিদারগণ দ্বারপথ চুম্বন করিবার অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হন এবং উপযুক্ত কর প্রদান করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন।

আর এই স্থানেই রাজা তোডরমল বাংলাদেশ হইতে আগমন করেন এবং মহান সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সম্মানিত হন। তিনি পবিত্র চক্ষুর সম্মুখে প্রায় পাঁচ-শত হস্তী এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র এবং বাংলাদেশের লুণ্ঠিত বিভিন্ন দ্রব্য মেলিয়া ধরেন। এই স্থানেই কুলিজ খানও আগমন করেন এবং সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সুরাটে গমন করিবার অনুমতি লাভ করেন যাহাতে তিনি তথায় গমন করিয়া জাহাজগুলির গন্তব্যপথে যাত্রা করাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। তিনি কল্যাণ রায়ের[2] সহযোগিতায় ফিরিঙ্গিদের সহিত এক সমঝোতায় পৌঁছেন এবং জাহাজগুলিকে গন্তব্যপথ অভিমুখে যাত্রা করাইয়া দেন এবং দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন ; আর তিনি যখন তাহার খেদমত করিবার কামনা প্রকাশ করেন তখনও মহান পতাকাসমূহ মালবে অবস্থান করিতেছে। যেহেতু বিভিন্ন থানায় (আমীরগণকে) নিযুক্ত সম্পূর্ণ করিবার ফলে পবিত্র মন শান্ত হয়। আর স্থানীয় লোকেরা তাহার কর্মচারীগণের দলভুক্ত হয় তিনি দেশটি দেখিতে দেখিতে এবং শিকার করিতে করিতে মালবে প্রবেশ করেন।

ত্রয়োবিংশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাসমূহের বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ আঃ হিঃ ৯৮৬ সনের[3] ২রা মহরম তারিখ মঙ্গলবার দিন (১১ই মার্চ ১৫৭৯ খ্রীঃ)। মালবের অধীনস্থ পরগণা দিপালপুরের সন্নিকটে নওরোজ সুলতানী

---

১. স্থানের নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে "উদিপুরের ধোলিঘাটিতে ; বদাওনীর অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে উদিপুরের গিরিসংকটের প্রবেশপথে।"

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটির শেষে 'বাককাল' শব্দটি যোগ করা আছে। ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে দেওয়া আছে "কল্যাণ রায় একজন ব্যবসায়ী (বককাল)।" বদানী নামটির সঙ্গে যোগ করিয়াছেন : কামবায়েতের অধিবাসী একজন ব্যবসায়ী।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে আঃ হিঃ ৮৯৫ আর একটিতে আছে আঃ হিঃ ৯৮৬ ; শেষোক্তটিই শুদ্ধ। আকবরনামাতেও আছে যে ত্রয়োবিংশ বৎসরটি শুরু হয় ৯৮৬ সনের ২রা মহরম মঙ্গলবার ৫৮ মিনিট গত হইবার পর।

www.alimaanfoundation.com

অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। ৯৮৫ সনের ২০ই যিল হিজ্জা সোমবার অর্থাৎ ত্রয়োবিংশ ইলাহী বৎসরে সম্রাট সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা তিনি সমগ্র পৃথিবীকে এবং তাহার অধিবাসীগণকে উৎফুল্ল এবং সুখী করেন। এই সময়ে তিনি ঐ দেশের অধিবাসীগণের উন্নতি সাধনের দিকে মনোযোগ দেন এবং ইহার অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন। আর তাহার অন্তর্নিহিত দয়াশীলতার ফলে যে সব লোক আসিলেন একে একে তাহাদের সকলের নিকট লোকের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেন আর তাহারা তাহাদের প্রকৃত অবস্থা নিবেদন করিল; আর তিনি ঐ সুবার ব্যাপারসমূহের সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং জমিদারগণের সকলকে বাধ্য এবং অনুগত করিয়া লইলেন।

এই সময়ে যখন মহা-বাহিনী সরকার মালবে শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, যেহেতু আসির এবং বুরহানপুরের শাসনকর্তা রাজা আলী খান[১] আনুগত্য প্রকাশের কর্তব্য সম্পন্ন করেন নাই, বিশ্বের শোভাবর্ধনকারী বুদ্ধিমত্তা তাহাকে শাস্তি দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন; আর কতিপয় খ্যাতনামা আমীর যেমন শাহাবুদ্দীন আহমদ খান, কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান এবং শুজাত খান এবং শাহ ফখরুদ্দীন এবং শাহ বদাখশান এবং তাহার পুত্র আবদুল মতলব খান এবং তুঘলক খান এবং মালবের অন্যান্য জায়গীরদারগণকে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। এক মহান নির্দেশ জারি করা হইল যে শাহাব খান[২] এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি হইবেন। আর শাহাব খান, মীর বকসী অশ্বের দাগ এবং সৈন্যদের সমাবেশ পরীক্ষা করিবেন এবং আমীরদের যোগাড়যন্ত্রের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং সেনাবাহিনীকে দ্রুত প্রেরণ করিবেন।

---

১. বদাওনীও এই পুস্তকের অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু আকবরনামা আমীরগণের নামের যে তালিকা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে এই পুস্তকে দেওয়া তালিকার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ঐ পুস্তকের তালিকার সব নাম এই পুস্তকে নাই। আর ইহাতে দেওয়া কিছু নাম আকবরনামার তালিকায় বাদ পড়িয়াছে। আকবরনামা বলে যে আমীরগণকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহারা যেন প্রথমে বিদ্রোহী-গণকে শুধু তিরস্কার করে আর যদি ইহাতে কোন ফল না হয় তবে তাহারা যেন ভারতীয় তরবারির চাকচিক্যে ইহাদের মরিচা দূর করিয়া দেয় আর "তাহারা যেন দেশটিকে ন্যায়পরায়ণ ও নিঃস্বার্থ লোকের হস্তে সমর্পণ করে আর প্রজাদের যেন রক্ষা করে। কারণ তাহারা আল্লাহর আমানত।" কিন্তু আকবরনামা অনুযায়ী এই ঘটনা রাজত্বের একবিংশতি বর্ষে সংঘটিত হয়।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ নামটি সাহাবুদ্দীন আহমদ খান দেওয়া আছে, অন্যটিতে নামটি সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

এই স্থান হইতেই রাজা তোডরমলকে[১] গুজরাট প্রদেশের রাজস্ব পরীক্ষা করিতে এবং এই দেশের বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করিতে প্রেরণ করা হইল। এই সময়ে ইদরে প্রেরিত আমীরগণ এবং সৈন্যবাহিনীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে তাহারা রাজা নারায়ণ দাসের সঙ্গে এক যুদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাতে জয়লাভ করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিশদ বিবরণ এইরূপ : যখন মুহম্মদ কুলি খান নির্দেশ অনুযায়ী আলী মুরাদ উযবেকের সঙ্গে মহান দ্বারপথে আগমন করেন আর আসফ খান ঐ সেনা-বাহিনীর অধিনায়ক পদে থাকিয়া যায় তখন সহসা সংবাদ আসে যে ইদরের রাজ্য[২] যে রাজপুতগণ সব কিছু হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের মধ্য হইতে বিরাট একদল রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, আর ঐ অঞ্চলের অন্যান্য জমিদারগণ রানা কিকাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে[৩] ইদরের দশ ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে সমবেত হইয়াছে আর এক অতর্কিত নৈশ আক্রমণের পরিকল্পনা করিয়াছে। আসফ খান এবং মির্যা মুহম্মদ মুকিম এবং তায়মুর বদাক্সী[৪] এবং মাসুম বকারী এবং খান আলমের ভ্রাতা মুযাফফর খান এবং খাজা নাসিরুদ্দীন এবং সকল বিজয়ী বাহিনী এক আলোচনা করিলেন। তাহারা থানা পাহারা দিবার জন্য পাঁচশত সৈন্যের একটি দল রাখিয়া গেলেন। আর সৈন্যদের সন্নিবেশ করিয়া মধ্যরাত্রিতে যাত্রা করিলেন এবং তাহারা সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আঃ হিঃ ৯৮৪ সনের ৪ঠা[৫] যি হিজ্জা তারিখের শেষ বেলা শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মির্যা মুহম্মদ

---

১. আকবরনামাতে আছে যে তোডরমলকে গুজরাটে প্রেরণ করা হয় কারণ "উযির খানের অবহেলার ফলে ঐ দেশটিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল।" সম্রাট "সুদক্ষ এবং বিশ্বাসী লোকদের দ্রুত তথায় গমনের এবং ইহা দেশের অফিসারদেরসহ সুশৃঙ্খল করিবার চেষ্টা করিবার নির্দেশ দিলেন।" তোডরমল দ্রুত তথায় গমন করিলেন এবং মানব জাতির নিকট তাহার যোগ্যতার নিদর্শন রাখিয়া গেলেন। অধিবাসীগণের......সমৃদ্ধিশালী হইল।"

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে "রাজপুত" শব্দটি যোগ করা হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩. ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে এই অংশটির অনুবাদ এইরূপ করা হইয়াছে "আর রাজা কিকার সাহায্যে।" সম্ভবতঃ ইহা ভুল।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে তায়মুর বদাক্সী এবং মাসুম বকারীর নামের মধ্যে মীর মুহম্মদ নামটি যোগ করা আছে, আবার অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে মীর কুলিজের নাম দেওয়া আছে।

৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে তারিখটি দেওয়া আছে ৯৮৫ সনের ৪ঠা মহরম, আর অন্যান্য পাণ্ডুলিপি-গুলিতে তারিখটি দেওয়া হইয়াছে ৯৪৮ সনের ৪ঠা যি হিজ্জা। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে তারিখটি ৪ঠা যি হিজ্জা দেওয়া আছে কিন্তু সন দেওয়া নাই। বদাওনী তারিখ দিয়াছেন ৯৮৪ সনের ৪ঠা যি হিজ্জা। আকবরনামা কোন সন তারিখ উল্লেখ করে নাই। শুধু এই ঘটনাটি একবিংশ ইলাহী বৎসরের শেষ দিকে বিবৃত করিয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

মুকিম[১] যিনি অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনীর নেতা ছিলেন, শহীদ হইলেন। আর শত্রুগণ পরাজিত হইল। রাজা নারায়ণ দাস পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। আর সম্রাটের ভৃত্যগণ বিজয় এবং সাফল্য লাভের খ্যাতি অর্জন করিলেন। এই সংবাদ যখন সম্রাটের গোচরে আনা হয় তখন তাহার পবিত্র পৃথিবী দর্শনকারী মনে প্রভূত আনন্দের সঞ্চার করিল। ইদরের বাহিনী প্রতিটি আমীর এবং সরদারকে পুরস্কার দান এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য সর্বজনমান্য ফরমান জারি করা হইল। মালবের ব্যাপার-সমূহের সুবন্দোবস্ত করিবার এবং আসির এবং বুরহানপুর জেলাসমূহের আমীরগণকে নিয়োগ করিবার পর বিশ্ব-বিজয়ী সম্রাটের মন যখন বিশ্রাম গ্রহণ করিল তখন সংকল্পের রায় রাজধানী ফতেপুর অভিমুখে ফিরিল; আর তিনি সমস্ত জিলাটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং শিকার করিতে করিতে অতিক্রম করিলেন। আর ২৩শে সফর রবিবার দিন সম্মান ও আড়ম্বরের পতাকাসমূহ ফতেপুরে আগমন করে। সাধারণ আমীর ওমরাহগণ এবং অধিবাসীগণের সকলে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসে আর প্রার্থনা ও প্রশংসায় উচ্চ রব সর্বোচ্চ বেহেশতের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

দুই বা তিন মাস পর[২] ইব্রাহীম হুসেন মির্যার পুত্র মুযাফফর হুসেন মির্যার গুজরাটে আগমনের ফলে তথায় কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইনি ছিলেন মির্যা কামরানের পৌত্র (কন্যার ছেলে)। সংক্ষেপে ঘটনাটির বিবরণ এইরূপ ঃ বিশ্ব-বিজয়ী পতাকাসমূহ যখন সুরাট বন্দরে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় কামরান মির্যার কন্যা এবং ইব্রাহীম হুসেন মির্যার স্ত্রী গুলরুখ বেগম তাহার তরুণ পুত্র মুযাফফর হুসেন

---

১. আকবরনামাতে এই যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া আছে। দেখা যায় যে উভয় বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। সম্রাটের বাহিনীর অগ্রবর্তী রক্ষীদল পর্যুদস্ত হইলেও পরে তাহারা জয়লাভ করে। রাজা নারায়ণ দাসের কোন উল্লেখ নাই। ইদরের শাসনকর্তাকে "ইদরের রায়" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক মাস রাওয়ানের উল্লেখ করা হইয়াছে যিনি সাহসী লোকদের সংগ্রহ করিয়া গিরিসংকট হইতে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইনি কে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

২. আকবরনামাতে এই স্থানে বর্ণিত ঘটনাগুলি রাজত্বের একবিংশতি বর্ষের ঘটনারূপে বিবৃত করিয়াছে ইহাতে এই সময়ের মধ্যে আরও নানাবিধ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছে; যেমন জয়সলমীরের শাসনকর্তা রাওয়াল হায়রাজের কন্যার গর্ভে আকবরের কন্যা শাহি বেগমের ইন্তেকাল। বুন্দি দুর্গ অধিকার। সুলতান দানিয়েলের জন্য একজন আতালিক (শিক্ষক) নিযুক্ত করা; শাহযাদা সলিমের অসুস্থতা; নিযামুল মুলকের নিকট হইতে উপহারসহ পত্র আসিয়া পৌঁছা; আর আকবরের প্রিয় পাত্র শেখ জমাল বখতিয়ারের আরোগ্য লাভ; ইহার পানীয়ের মধ্যে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল আর তিনি ঔষধ প্রয়োগে এবং সম্রাট কর্তৃক আধ্যাত্মিক প্রতিষেধক প্রয়োগের ফলে আরোগ্য লাভ করেন। এই ঘটনাগুলি দ্বাবিংশ বৎসরের শুরুতে ঘটে বলিয়া বলা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

মির্যাকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করেন। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আহমদাবাদের বিজয়ের বিবরণের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে মিহর আলী[১] নামীয় এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, যিনি ছিলেন ইব্রাহীম হুসেন মির্যার একজন ভৃত্য, আর যিনি সুরাট দুর্গ হইতে গুলরুখ বেগমের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন, মুযাফফর হুসেন মির্যাকে ফিরাইয়া আনেন। এই সময় মুযাফফর হুসেন মির্যার বয়স পনর বা ষোল বৎসর হইয়াছিল[২], আর তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া মিহর আলী বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের সূচনা করে। একদল দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং গৃহহীন ভবঘুরে তাহার চতুর্দিকে ভীড় করে; আর বিদ্রোহ এবং শত্রুতার মুখ গুজরাট অভিমুখে ফিরায়। আর তৎপর আহমদাবাদ অভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে রাজা তোডরমল পত্তনে ছিলেন। তিনি দেশের ভূমি রাজস্ব নিরূপণ এবং পরীক্ষা করিবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের ফলে যে সব লোক সর্বদা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত থাকে তাহারা সর্বদিকে তাহাদের মাথা তুলে; এবং বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহে এক আশ্চর্য-জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। গুজরাটের গভর্ণর উযির খানের নিকট তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; কিন্তু তবু যেহেতু তাহার অনুচরগণের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযান সন্ধানী বহু লোক ছিল, তাই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখিবার সংকল্প করিলেন এবং এই ঘটনার এক বিবরণ লিখিয়া তাহা রাজা তোডরমলের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা আসিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি এবং সাহায্য করিবার পূর্বেই শরীফ খানের পুত্র বায বাহাদুর নদরবার[৩] পরগণায় মুযাফফর হুসেনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পরাজিত হয়। মুযাফফর হুসেন মির্যা কামবায়েত গমন করিলেন। তিনি তথায় দুই বা তিন দিন অবস্থান করিলেন। আর তৎপর আহমদাবাদ অভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে

১. আকবরনামাতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে মিহর আলী কুলাবী।

২. বদাউনীর অনুবাদে মুযাফফর হুসেন মির্যা যখন তাহার মাতার সঙ্গে সুরাট দুর্গ হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করে তখন তাহার বয়স পনের বা ষোল ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে মিহর আলী যখন তাহাকে গুজরাটে নিয়া আসে তখনই তাহার বয়স পনের ষোল হইয়াছে। বদাউনীর ফারসী গ্রন্থে তাবাকাতের অনুরূপ বিবরণ দেওয়া আছে।

৩. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই পরগণাটির নাম বিভিন্নরূপ লেখা হইয়াছে যেমন বরবাদ, এবং তরিয়াদ, এবং নরবাদ। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে নামটি নানদুরবার দেওয়া আছে, আর এক টিকায় বলা হইয়াছে ইহা খান্দেশে অবস্থিত। বদাউনী নামটি পতলাদ লিখিয়াছেন। আকবরনামাতে এই পরগণার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে শরীফ খান "যে গুজ-রাটের দেওয়ান বাবা গাদাই।" বদাউনীতে শরীফ খানকে বলা হইয়াছে শরীফ মুহম্মদ খান আতকা আর দেওয়ানকে বলা হইয়াছে বাবা বেগ। আকবরনামাতে খান বাহাদুরের উল্লেখ আছে এবং তিনি একদল সৈন্যসহ বাহির হইয়া আসেন বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভৃত্যগণের নীচতার জন্য তিনি কোন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দেওয়ানের কোন উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

রাজা তোডরমল পত্তন হইতে আহমদাবাদে আগমন করিলেন। বিদ্রোহীগণ যখন রাজার আগমন সংবাদ পাইলেন তখন তাহারা আহমদাবাদের উপকণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং দুলকা অভিমুখে গমন করিলেন। রাজা এবং উযির খান তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং ঐ স্থানের সন্নিকটে তাহাদের নাগাল পাইলেন। আর এক তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত[১] আড়ম্বরের ভৃত্যগণ বিজয় এবং সাফল্য লাভের কৃতিত্ব অর্জন করিলেন ; আর বিদ্রোহীগণ বিধ্বস্ত হইল এবং জুনাগড় অভিমুখে চলিয়া গেল।

এই বিজয় লাভের পর রাজা তোডরমল বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে গমন করিলেন। তাহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ যখন মির্যা মুযাফফর হুসেনের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি পুনরায় আহমদাবাদে আগমন করিলেন এবং উযির খানকে অবরোধ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তির যদিও বড় এক সৈন্যবাহিনী ছিল, তাহার লোকজনের প্রতি তাহার বিশ্বাস না থাকিবার ফলে তিনি নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মির্যা মুহম্মদ হুসেনের ভকিল (প্রতিনিধি) মিহর আলী, যিনি এই বিশৃঙ্খলার স্রষ্টা ছিলেন, দুর্গে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার দেওয়ালে সিঁড়ি স্থাপন করিলেন আর এই সময়েই সহসা দুর্গ হইতে ছোঁড়া এক বন্দুকের গুলি আসিয়া তাহার শরীরে আঘাত করে আর তিনি নরকে গমন করেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহার অপসারণের ফলে মুযাফফর হুসেন মির্যা পলায়নের[২] পথ অবলম্বন করেন ; এবং সুলতানপুর এবং নদরবারের অভিমুখে গমন করেন আর ঐ বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়া যায়। আর আমরা আমাদের বিষয়বস্তুতে ফিরিয়া যাইব।

আমীরগণ এবং বিজয়ী বাহিনীর আসির ও বুরহানপুরে আগমনের বিবরণ

পূর্ববর্তী পাতাগুলিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিশ্বমান্য নির্দেশ অনুযায়ী শাহবায খান এবং অন্যান্য আমীরগণ দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ আসির এবং বুরহানপুর

১. আকবরনামা হইতে দেখা যায় যে সম্রাটের বাহিনীতে ভীতি এবং বিশ্বাসঘাতকতা বিরাজ করিতেছিল আর শত্রুগণ বিশ্বাস করিত যে "যখনই উভয় পক্ষের সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখি হইবে তখনই রাজকীয় সৈন্যদের অধিকাংশ তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিবে, আর কতিপয় পলায়ন করিবে।" কিন্তু রাজা তোডরমল আর তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন, আর তাহাদের বীরত্বের ফলেই এই বিজয় লাভ সম্ভব হয় ; কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর ডান পার্শ্ব ঠিকমত যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করে।" কেন্দ্র বাহিনীর অধিকাংশও এইরূপ ব্যবহার করিল, যখন রাজা তোডরমল তাহার বিপরীত দিকের সৈন্যদের পরাজিত করিয়া সহসা আসিয়া উপস্থিত হইল বিদ্রোহীগণ বিধ্বস্ত হইল।

২. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে যোগ করা আছে "আর দুর্ভাগ্যের"।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

দেশটি আক্রমণ করিতে গমন করেন। যখন এই সৈন্য সমাবেশের সংবাদ আসির এবং বুরহানপুরের শাসনকর্তা রাজা আলী খানের নিকট পৌঁছে তখন তিনি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বশ্যতা স্বীকারের লক্ষণ প্রদর্শন করেন। মহা আমীরগণ দেশটিতে প্রবেশ করে এবং বিজাগড় পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের ক্ষমতার রাশ টানেন না। আসির ও বুরহানপুরে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাজা আলী খান আনুগত্যের সহিত এবং বিনীতভাবে অগ্রসর হইয়া আসেন; আর আমীরগণকে তাহার অপরাধের ক্ষমার মাধ্যম করিয়া নেয়; আর স্বীকার করেন যে তিনি বিভিন্ন জিনিসপত্রে এবং খ্যাতনামা হস্তীতে, তাহার কতিপয় বিশ্বাসী প্রতিনিধি দ্বারা সকল লোকের আশ্রয়স্থল দরবারে কর প্রেরণ করিবেন। এই সময়ে কুতবুদ্দীন হুসেন খান[১], বারোচ এবং বরোদা এবং তাহার অন্যান্য জায়গীরে মুযাফফর হুসেন খানের অনধিকার প্রবেশের ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার ফলে অন্যান্য আমীরগণের নিকট হইতে নিজেকে আলাদা করিয়া নেন; এবং নদরবার এবং সুলতানপুরে গমন করেন। ইহার ফলে আসির এবং বুরহানপুরের ব্যাপারে সুবন্দোবস্ত করিবার পথে কিছু গণ্ডগোল দেখা দেয়। এই কারণে শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এবং আমীরগণের সকলে রাজা আলী খানের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য এক দরখাস্ত প্রেরণের অবলম্বন হয়: আর তাহারা তাহার কর, এবং তাহার চমকপ্রদ এবং অদ্ভুত উপহারসমূহ সুলতানগণের আশ্রয়স্থল দরবারে প্রেরণ করেন; আর আসির ও বুরহানপুর হইতে তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় অবস্থান করিতে থাকেন।

আর এই সময়েই হাকিম আইনুল হক, যিনি দৌত্যকার্যে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা আদিল খানের নিকট গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তন করেন; আর তিনি যে সব খ্যাতনামা হস্তীসমূহ এবং মূল্যবান করসমূহ আনয়ন করিয়াছিলেন সে সব মহান চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

বিশ্ব-বিজয়ী অশ্বারোহী মিছিলের জিয়ারতের জন্য আজমীর গমনের বিবরণ

যেহেতু মহান খলিফা-ই-ইলাহী প্রতি বৎসর একবার অতি পবিত্র খাজা মুই-নুদ্দীনের (আল্লাহ যেন তাহার আত্মা পবিত্র করেন) খ্যাতনামা কবর জিয়ারতের

১. আসির এবং বুরহানপুরের ঘটনাবলী তেমন সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু দেখা যায় যে আমীরগণের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ মতভেদ এবং দো-মনা ভাব ছিল। প্রকৃতপক্ষে বদাওনী বলেন যে কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান দো-মনা হইয়া উঠেন। আমীরগণ রাজা আলী খানের ভয়ের সুযোগ গ্রহণ করিলেন, যাহাতে তাহারা দ্রুত তাহাদের নিজ নিজ জায়গীরে গমন করিতে সক্ষম হন।

জন্য গমন করা তাহার কর্তব্য কর্ম করিয়া লইয়াছিলেন ; রজব মাসে যখন ঐ পবিত্র লোকের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হয় তখন তিনি শুভলক্ষণযুক্ত আজমীর অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় অবস্থানকালে, সৈয়দদের আশ্রয়স্থল মীর আবু তুরাব,[১] যিনি সিরাজের একজন সুবিখ্যাত সৈয়দ ছিলেন আর যাহার পিতা এবং চাচাগণকে বহু বৎসর ধরিয়া গুজরাটের সুলতানগণ বিশ্বাস এবং সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন আর রাজা তোডরমল, যিনি মুযাফফর হুসেনের পরাজয়ের পর রাজকীয় দরবারের অভিমুখে যাত্রা করেন, আসিয়া পৌঁছেন। ঐ স্থান হইতে সম্রাট পর্যায়ক্রমে পথ চলিয়া আজমীর গমন করেন। তিনি যখন তথায় পৌঁছিলেন, তখন তিনি জিয়ারতের কর্তব্য সম্পাদন করিলেন এবং ঐ মহান স্থানের ফকির এবং দরিদ্রগণকে তাহার সার্বজনীন দান-খয়রাত দ্বারা সমৃদ্ধিশালী করিলেন। তিনি প্রতিদিন একবার করিয়া জিয়ারত করিতে গমন করিতেন এবং দরবেশগণ এবং পণ্ডিত এবং ধার্মিক লোকদের সাহচর্যে থাকিতেন ; আর যে দরবেশগণ উপস্থিত থাকিতেন তাহারা প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করিতেন ; আর যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীত হইত ; আর ভক্তবৃন্দ এবং রুচিসম্মত লোকেরা সমাধি লাভ করিত। যোগ্য লোকদের পুরস্কার দান এবং ভাতা বরাদ্দ দ্বারা খুশী করা হইত। মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটি প্রচুর উপহার দান এবং দান-খয়রাত করা এবং মহান আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত হইত।

সম্রাট সম্মান ও মর্যাদার পাখায় ভর করিয়া তাহার প্রত্যাবর্তনের যাত্রা শুরু করিলেন ; আর যখন তিনি অম্বরিসর[২] শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিলেন ; তখন তিনি অমবিরসর শহরের অধীনস্থ মূলথান[৩] গ্রামে একটি দুর্গ এবং শহর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন ; আর তিনি দেওয়ালসমূহ এবং দুর্গ এবং দরওয়াজা এবং উদ্যান নির্মাণ বিভিন্ন আমিরগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং দ্রুত নির্মাণ সমাপ্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা

---

১. বদাওনী বলেন যে পরে আকবর যখন ধোর্খতে ছিলেন তখন তিনি মীর আবু তুরাবকে যাহাকে তিনি শাহ্ আবু তুরাব অভিহিত করিয়াছেন, এক কাফেলা হাজীর মীর হাজী নির্বাচিত করেন। আকবর-নামা মীর আবু তুরাবের মীর হাজী নিযুক্তির উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু ইহার মতে সম্রাট যখন আজমীর গমন করিতেছিলেন তখন রাজা তোডরমল আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বহু কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আনয়ন করেন এবং তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড বিধান করা হয়।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি কসবা অমরসর এবং কসবা ইযসর এবং অজামীর দেওয়া আছে। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে দেওয়া আছে অমবির। বদাওনীতে আছে অমবির এবং অমবিরসর আছে। অম্বির বা অম্বরের জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহা বর্তমান জয়পুর শহর হইতে চারি মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি মূলথান দেওয়া আছে। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে এই নামটি মুলাথান লেখা হইয়াছে। বদাওনীতে নামটি মুলতান দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

বুঝাইয়া দেন। যে ইমারত এক বৎসরের মধ্যেও সম্পূর্ণ হইত না তাহা বিশ দিনের মধ্যেই নির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর এক মহান আদেশ জারি করা হয় যে ঐ সুবার সকল পরগণা হইতে রায়তগণ এবং কারিগরগণ এই দুর্গে আসিয়া বসবাস করিবে। যেহেতু এই ভূমি প্রাচীন কাল হইতেই রায় লোনকর্ণের[১] ছিল, তাই এই শহরটির নাম তাহার পুত্রের নামানুসারে মনোহর নগর দেওয়া হইল, তাহার এই পুত্রের নাম ছিল মনোহর আর তিনি ছিলেন একজন শিষ্টাচার সম্পন্ন তরুণ। আর তিনি চমৎকার ফারসী কবিতা লিখিতেন আর তাহার তাখাল্লুস [কবি নাম] ছিল তুসনী।

যু্যুয়াবা নামক তারকার আবির্ভাবের[২] বিবরণ

এই সময়ে বৈকালিক নামাজের সময় পশ্চিম আকাশে সামান্য উত্তর দিকে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হয় আর রাত্রির দুই ঘণ্টা কাল[৩] ইহাকে অতি ভয়ঙ্কর

---

১. বদাওনী বলেন যে তিনি সম্ভরের শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার পুত্রের সম্বন্ধে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠগুলিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার পুত্র সম্বন্ধে নিম্নরূপ অংশটি দেওয়া আছে: "তাহার নাম ছিল মনোহর আর ঐ সময়ে তাহার বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর, আর তিনি শাহাযাদার চকুরীতে থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তিনি বর্তমানে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ে উপনীত হইয়াছিলেন আর তাহার আচার-ব্যবহার ছিল অতি চমৎকার আর তিনি ভাল ফারসী কবিতা লিখিতে পারিতেন।" বদাওনীও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। বদাওনী আরও বলেন যে তিনি কিছুকাল মির্যা মনোহর নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার কবি নাম সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে তুসনী, একটিতে আছে তুসমী, একটিতে আছে তুগি আর ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে দেওয়া আছে তৌসনী, আর অনুবাদক বলিয়াছেন যে ইহা খ্যাতনামা কৌতুকবিদ এবং কবি তৌসনের নামানুসারে রাখা হয়। বদাওনী লিখিয়াছেন তোসনী। আকবরনামা বলে যে নূতন শহরটি নামকরণ করা হয় মনহর দাসের নামানুসারে আর ইহাকে বলা হয় মুস মনহর নগর। আর এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনোহর দাস ছিলেন একজন কবি এবং তিনি তৌসনী ছদ্মনামে কবিতা লিখিতেন। তাহাকে মুহম্মদ মনোহরও বলা হইত। জয়পুর শহরের ২৮ মাইল উত্তর-পূর্বে মনোহরপুর নামে একটি শহর আছে, সম্ভবতঃ এই শহরটিই হইবে। আইন-ই-আকবরীর দ্বিতীয় খণ্ডেও মনোহর নগরের উল্লেখ আছে। এই নূতন শহরটির নামেও কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে মনোহর নগর, একটিতে আছে মনোহর গড় আর বদাওনী লিখিয়াছেন মনোহরপুর।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে যোগ করা আছে 'লেজওয়ালা'।

৩. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ইলিয়টের তাবাকাতের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে, "দুই ঘন্টা ধরিয়া অতি ভয়ঙ্কর থাকে।" বদাওনী এই ধূমকেতুর আগমনের ঘটনা রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে সংঘটিত হইয়াছে বলেন। আবুল ফযলও তেমনি এই ধূমকেতুর আগমন রাজত্বের দ্বাবিংশ বর্ষে বা ১৫৭৭ খ্রীঃ সংঘটিত হইয়াছিল বলেন আর ফারগুসনের 'জ্যোতির্বিদ্যা' অনুযায়ী এই ধূমকেতু দেখা দেয় ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর। এই সম্বন্ধে বদাওনী ঐ

www.alimaanfoundation.com

দেখা যায়। সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী জ্যোতির্বিদগণ (অথবা জ্যোতিষিগণ) আগমন করিলেন; আর তাহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে হিন্দুস্তানে ইহার কোন প্রভাব অনুভূত হইবে না; তবে সম্ভবতঃ খোরাসানে এবং ইরাকে ইহার প্রভাব অনুভূত হইবে। শেষ পর্যন্ত, প্রায় এই সময়ে শাহ তাহমাসপ সাফাভীর পুত্র শাহ ইসমাইল চিরন্তন জগতে গমন করিলেন [১] আর ইরান দেশটিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

যেহেতু সম্রাট এই সময় নারনৌলে[২] আগমন করিলেন, নিম্নের কবিতাটির মর্ম অনুযায়ী।

কবিতা

তুমি যদি ঐ গূঢ় জগতে গমনের ইচ্ছা কর তবে
তুমি একজন রাজাকে যেরূপ সম্মান কর
একজন ফকিরকেও সেরূপ সম্মান করিবে।

তিনি এই যুগের একজন মহান শেখ, শেখ নিযাম নারনৌলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এবং পুরস্কার এবং রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা ঐ স্থানের ফকিরগণের এবং দরবেশগণের হৃদয় উৎফুল্ল করেন। তথায় নিগূঢ় তত্ত্বের মজলিশ এবং নৃত্য (মজলিশ-ই-সুমা) সম্পন্ন হয় আর শেখের সঙ্গীয় সুফিগণ ভক্তিমূলক সমাধিতে নিমগ্ন হয়।

এই স্থান হইতে সম্রাট রাজধানী দিল্লী শহরের অভিমুখে গমন করেন এবং আকাশের ন্যায় মহান ভিত্তির মঞ্চগুলি হউজ-ই-খাস-এ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহান সম্রাট তাহার মহান পিতা ভূতপূর্ব সম্রাট জিন্নাত আশিয়ানীর কবরে গমন করেন এবং জিয়ারতের কর্তব্য সম্পাদন করেন। ঐ স্থান হইতে তিনি দিল্লীতে যেসব মহান শেখ শান্তি ও সুখে বসবাস করিতেছেন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাহাদের প্রতি বিনীত অভিবাদনের কর্তব্য সম্পাদন করেন। আর ঐ সব স্থানে

সময়ের এক কৌতুকেরও উল্লেখ করিয়াছেন; দেওয়ান শাহ মনসুর যে পাগড়ী পরিধান করিতেন তাহার প্রান্তটি তাহার পিঠে ঝুলিয়া থাকিত, ফলে তিনিও ধুমকেতুর নামটি লাভ করেন, অর্থাৎ 'লম্বা লেজওয়ালা তারকা'।

১. আকবরনামাতে শাহ তাহমাসপ এবং শাহ ইসমাইল এই উভয়ের মৃত্যু ধুমকেতুর আবির্ভাবের প্রভাব বলিয়া গণ্য করে। শাহ তাহমাসপ ধুমকেতু আগমনের কিছু পূর্বে আর শাহ ইসমাইল ইহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

২. নারনৌল বা নারনোল এবং টিয়েফেনথেলার তাহার গ্রন্থে বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে মুসলমানদের নিকট হইতে জয়সিংহ ইহা নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই শহরটি সমৃদ্ধিশালী এবং জনবহুল ছিল। বর্তমানে ইহা পাতিয়ালার অন্তর্গত।

www.alimaanfoundation.com

বসবাসকারী ফকির এবং অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিগণকে দিরহাম এবং দিনার উপহার দিয়া তাহাদের হৃদয় উৎফুল্ল করেন। ঐ স্থান হইতে তিনি সরাই বাউলী[১] গমন করেন এবং তথায় অবস্থান করেন; আর ঐ স্থানে ফিরাঙ্গদেশ হইতে আগত হাজী হাবিবুল্লাহ[২] ঐ দেশের চমৎকার খাদ্য এবং বস্ত্র এবং আসবাবপত্র সম্রাটের সম্মুখে প্রদর্শন করেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে সম্রাট ঐ স্থান হইতে যাত্রা করিলেন এবং পরগণা পালাম গমন করিলেন। ঐ স্থানে তিনি শিকারের আনন্দ উপভোগ করিলেন; আর রাত্রিতে গ্রামের গ্রাম-প্রধানের গৃহে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। ভোরবেলা তিনি বলিলেন "আমি যখনই ঘটনাক্রমে কোন কৃষকের গৃহে অবস্থান করি, আমি তাহার জীবন ধারণের জন্য তাহাকে সাহায্য করিব। আবাদী জমির ভারপ্রাপ্ত রাজস্ব অফিসারগণ সাহায্য দিয়াছে তাহাকে তাহার ভরণ-পোষণের জন্য (মদদ-ই মা'শ) ভূমি প্রদান করিবে আর কর বা রাজস্বরূপে সকল দাবী হইতে তাহাকে রেহাই দিবে।"

এই স্থানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে মির্যা ইউসুফ খানের নিকট মন্তব্য করিলেন, "আমি যখন কাশ্মীর অধিকার করিব তখন আমি তাহা আপনাকে প্রদান করিব আর আমি যখন দেশটি দেখিতে তখন যাইব আমি আপনার প্রাসাদে অবস্থান করিব।" ঐ দিন হইতে দশ বৎসর পরে যখন কাশ্মীর দেশটি তাহার দখলে আসিল তখন ইহা মির্যা ইউসুফ খানকে জায়গীররূপে প্রদান করা হইল; আর মহান সম্রাট (তখন একবার) তাহার প্রাসাদে অবস্থান করিয়াছিলেন।

যেদিন পরগণা হানসী মহানমঞ্চের অবস্থানস্থল হয়, সেদিন শহরে অবস্থিত শেখ জামাল হানসভীর[৩] দরগাহ্ জিয়ারতের জন্য গমন করিলেন এবং ভিক্ষা এবং

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি 'সরাই বাউলী' রূপে লিখিত আছে। কিন্তু ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে লিখিয়াছেন বউলীর সরাই। আকবরনামার অনুবাদে লেখা হইয়াছে বাওয়ালীর সরাই; আর এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে "সম্ভবতঃ সরকার বেওয়ারীর বাওয়াল।" বাওলী অর্থ বড় কূপ, দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলে যাহা প্রচুর দেখা যায়। দিল্লীর সন্নিকটস্থ এরূপ কোন কূপের নিকটস্থ সরাইও হইতে পারে।

২. ইলিয়ট তবাকাতের অনুবাদে এই পংক্তির অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন: হাজী হাবিবুল্লাহ, যিনি ইউরোপ গমন করিয়াছিলেন এবং যিনি তাহার সঙ্গে নানাবিধ জিনিসপত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। আকবরনামাতে দেখা যায় যে "হাজী হাবিবুল্লাহকে বহু অর্থ এবং কুশলী কারিগরগণসহ গোয়া প্রেরণ করা হয়, যাহাতে তিনি ঐ স্থানের চমৎকার শিল্প কার্য এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিসসমূহ এই দেশে আনয়ন করিতে পারেন" * * * "তিনি সম্রাটের সম্মুখে ঐ দেশের পছন্দনাই জিনিসপত্র উপস্থিত করেন। যে সব কারিগর দক্ষতা অর্জন করিতে গিয়াছিল, তাহারা যে সব শিল্প কর্ম শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিল এবং প্রচুর প্রশংসা লাভ করিল।"

৩. আকবরনামা অনুযায়ী শেখ জামাল ছিলেন শেখ ফরিদ শকরগঞ্জের একজন শিষ্য: আর তাহার পীরের নিকট হইতে ইঙ্গিত লাভ করিয়া তিনি অনুসন্ধানকারীগণকে পথ প্রদর্শনের জন্য ঐ স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বদাওনী আকবরের হানসী গমনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহার শেখ জামালের দরগাহ জিয়ারতের কথা উল্লেখ করেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

মানসিক করা উপহার প্রদান করিলেন। ঐ একই স্থানে শির বেগের নিকট হইতে মহান দরবারে এক আবেদন আসিল যে মুযাফফর হুসেন মির্যা[১] যখন গুজরাট হইতে পলায়ন করিতেছিলেন, আসির এবং বুরহানপুরের শাসনকর্তা রাজা আলী খান তাহাকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন। এই আবেদনের মর্ম যখন সম্রাটের নিকট পেশ করা হয় তখন তিনি অবশ্য পালনীয় এক ফরমান রাজা আলী খানের প্রতি জারি করিলেন যেন তিনি তাহার নিজের পুত্রের সঙ্গে মুযাফফর হুসেনকে সুলতানদের আশ্রয়স্থল দরবারে প্রেরণ করেন, আর ইহা মকসুদ জৌহরীর হস্তে তাহার নিকট প্রেরণ করা হয়।

আর এই স্থানেই মীর আলী আকবর মাশহাদী সম্রাটের সম্মুখে তাহার এক কুষ্ঠিপত্র প্রদান করিলেন আর ইহার সঙ্গে ছিলেন এই যুগের একজন সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি কাযী ঘিয়াসুদ্দীন জামির[২] লেখা এক পত্র। ইনি বহু বৎসর ধরিয়া ভূতপূর্ব সম্রাট জিন্নাত আশিয়ানীর চাকুরীতে ছিলেন। ঐ কুষ্ঠিপত্রে লিখিত ছিল যে আঃ হিঃ ৯৪৭ সনের ৪ঠা রবিউস সানী রাত্রিতে, যখন সম্রাটের জন্ম হয়, তখন ভূতপূর্ব সম্রাট জিন্নাত আশিয়ানী স্বপ্নে দেখেন যে মহান আল্লাহ তাহাকে মহাসৌভাগ্যশালী এক পুত্র দান করিয়াছেন। তিনি ঐ মহান ও মূল্যবান রত্নের নাম দেন জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর। ঐ কুষ্ঠিপত্র রচনার জন্য সম্রাট তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদান করেন আর নদিনা[৩] পরগণাটি পুরস্কার দান করেন। আঃ হিঃ ৯৮৫ সনের ২রা যিল হিজ্জা সম্রাট রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে পত্তনই শেখ ফরিদ এ আগমন করিলেন এবং প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠান পালন করিয়া দান-খয়রাত এবং মানসিক করা উপহার দ্বারা ফকির এবং যোগ্য লোকদের তুষ্টি বিধান করেন।[৪]

---

১. আকবরনামা বলে যে মুযাফফর আলী খান গুজরাট হইতে পলায়ন করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং সেখানে কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যোগ দেন। ঐ দেশের সৈন্যদের সঙ্গে এক তীব্র যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তৎপর তিনি খান্দেশে আগমন করেন এবং তথায় বন্দী হন। যে লোকটির হস্তে ফরমানটি প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহার নাম দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে মকসুদ জৌহরী আর একটিতে আছে মকসুদ চৌধুরী। বদাওনীও তাহার নাম মকসুদ জৌহরী লিখিয়াছেন। আকবরনামাতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে মকসুদ দস।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে কাযী গিয়াসুদ্দীন জামি, এবং আর একটিতে দেওয়া কাযী ঘিয়াসুদ্দীন হাজী, আর একটিতে আছে কাযী ঘিয়াসুদ্দীন জায়েদ।

৩. পাণ্ডুলিপিতে পরগণার নাম দেওয়া হইয়াছে নদিনা। ইহা নদিনা বা মখিনাও হইতে পারে।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার পর নিম্নের দ্বিপদী কবিতাটি দেওয়া আছে:

অন্তরে তুমি পবিত্র আত্মার লোকদের ভক্ত হও
অন্তরে তুমি দরবেশ হও আর বাহিরে তুমি রাজা হও।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

চতুৰ্বিংশ ইলাহী বৎসরের বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৮৭[১] সনের ১৩ই মহরম (৬ই মার্চ, ১৫৭৯ খ্রীঃ) বৃহস্পতিবার দিন। এই বৎসরের শুরুতে[২] সম্রাট পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া পথিমধ্যে শিকার করিতে করিতে রাজধানী অভিমুখে গমন করেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে এই সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে লোকেরা শোচনীয় দুরবস্থায় পতিত হয়। মহান সম্রাট একটি আয়না আনিতে বলিলেন এবং তাহার শুভলক্ষণযুক্ত শ্বাস দ্বারা ইহার উপর তিনবার শ্বাস ফেলিলেন এবং তৎপর আয়নাটি আগুনে স্থাপন করিলেন। বৃষ্টি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল আর লোকেরা ইহার ফলে যে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা হইতে বাঁচিয়া গেল।[৩] এই সময়ে নাকাড়া বাজাইবার শব্দ শোনা গেল। সম্রাট বলিলেন, "ইয়ার মুহম্মদ নাক্কারচী এই নাকাড়া বাজাইতেছে।" অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল সম্রাট যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক।

এই সময় নন্দনা রোহটাসের সন্নিকটে সম্রাটের কমরঘা[৪] শিকারের বাসনা হইল এবং তিনি আমীরগণ এবং সৈন্যগণকে নির্দেশ দিলেন যেন তাহারা বিভিন্ন দিক হইতে

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে ৯৮৬ দেওয়া আছে, কিন্তু সঠিক সনটি ৯৮৭ হইবে। আকবরনামাতে আছে যে বৎসরটি শুরু হয় বুধবার, ১২ই মহরম ৯৮৭ সনে (১১ই মার্চ, ১৫৭৯) ছয় ঘন্টা সাতচল্লিশ মিনিট গত হইবার পর।

২. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিদ্বয় পাঠের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়; একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; এই বৎসরের শুরুতে সম্রাট পর্যায়ক্রমে পথ চলিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করেন, আর মহা-জ্যোতিষ্কের মীন রাশি হইতে মেষ রাশিতে আগমন ঘটে। সম্রাটের সিংহাসনারোহণ হইতে ২৪তম বৎসর আরম্ভ হইল; আর পৃথিবীর অধিবাসীগণকে জামশিদের মহাসভা-সমূহ এবং ফরিদুনের উৎসবাদিসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। চতুর্দিক হইতে আনন্দ ও সুখের হট্টগোল আর বেদনাহীনতার কলরব উচ্চতর জগতের অধিবাসিগণ এবং উচ্চস্বর্গের বাসিন্দাদের নিকট পৌঁছিল। এই সময়ে যখন পৃথিবী সুবাসিত হইয়া উঠিয়াছে, যেন কোন আতর বিক্রেতার ঝুলি হইতে বাতাসে সুগন্ধ বহন করিয়া আনিয়াছে, আর হৃদয় প্রান্তর ও উদ্যান দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মহান সম্রাট তাহার শুভমুহূর্তগুলির অধিকাংশ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় শুভলক্ষণযুক্ত শেখ ফরিদ শকরগঞ্জের, (আল্লাহ যেন তাহার আত্মাকে পবিত্র করেন) কবরে অতিবাহিত করেন আর ভোর পর্যন্ত রাত্রিগুলি শেখগণ এবং আল্লাহ ভক্ত লোকদের সঙ্গে যাপন করেন।

অন্তরে তুমি পবিত্র আত্মার লোকদের ভক্ত হও
অন্তরে তুমি দরবেশ হও, আর বাহিরে তুমি রাজা হও।

আর ঐ স্থান হইতে তিনি পথিমধ্যে শিকার করিতে করিতে পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন।

৩. আকবরনামা বা বদাওনীতে এই কেরামতির প্রদর্শনের কথার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথবা নাকাড়া বাজানো সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ নাই।

৪. আকবরনামা এবং বদাওনীতে এই কমরঘার উল্লেখ আছে। আকবরনামা অনুযায়ী এই কমরঘা অনুষ্ঠিত হয় ভিরা নামক স্থানে আর বন্য জন্তু ঘেরাও করা হয় "ঝিলামের ডান তীরে অবস্থিত গিরযাক হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরবর্তী ভিরা পর্যন্ত।"

www.alimaanfoundation.com

শিকার তাড়া করিয়া আনিয়া এক প্রশস্ত প্রান্তরে জড়ো করে। চারিদিনের মধ্যে তাহারা অসংখ্য শিকার ঘিরিয়া ফেলিল এবং সেইগুলিকে সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করিল; আর এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে কমর খা দুই দিক হইতে আসিয়া মিলিত হইবে। সহসা, আচম্বিতে সম্রাটের এমন এক অবস্থা হয় যে এক চরম উল্লাস তাহাকে পাইয়া বসে। যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত এবং বৈশিষ্ট্যগত উজ্জ্বলতার দীপ্তি প্রতিভাত হয় এবং যাহাতে সকল উৎকর্ষতার সমন্বয় ঘটে, আংশিক এবং সম্পূর্ণ, যেরূপ অবস্থার কোন বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তিনি তেমন এক অবস্থায় পতিত হন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নরূপ মত প্রকাশ করে। কতিপয় লোক মনে করিল যে ঐ আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তি অনৈসর্গিক অস্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন; আর অন্যান্যরা মনে করিল যে জিহ্বাহীন যাহারা প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্বাক যাহারা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা নীরবতার ভাষায় যাহা কিছু ব্যক্ত করার মত, তাহাই তাহাকে বলিয়া গিয়াছে।

শ্লোক

সহসা যে উল্লাস আসে তাহা কত মধুর হয়।
যখন অনুভূতি সম্পন্ন হৃদয়ে আসে তাহা কতই মধুর হয়।

তৎক্ষণাৎ এক উচ্চ নির্দেশ জারি করা হয় যে কমরঘা শিকার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে; আর যে সব শিকার জড়ো করা হইয়াছে সেগুলিকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যে গাছের নীচে আল্লাহর করুণা তাহার প্রতি বর্ষিত হয়, তথায় তিনি ফকির ও দরিদ্রগণকে বহু স্বর্ণ দান করিলেন. আর এক শুভ নির্দেশ জারী করা হইল যে ঐ স্থানে একটি ইমারত নির্মাণ এবং একটি উদ্যান প্রস্তুত করিতে হইবে। সম্রাট তাহার শুভলক্ষণযুক্ত মাথার চুল কমাইয়া ফেলিলেন আর তাহার নিকটতম অনুগামীগণের অধিকাংশ ইহাতে সম্মত হইয়া তাহার উদাহরণ অনুসরণ করিলেন।[১]

অতঃপর তাহারা ঐ শুভলক্ষণযুক্ত স্থান হইতে যাত্রা করিলেন। ভিরা[২] শহরের সন্নিকটে মহান মরিয়ম মকানীর আগমন সংবাদ আসিয়া পৌঁছে, তিনি রাজধানী হইতে এই ভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। ইহা তাহার স্নেহশীল হৃদয়ে

১. বদাওনী বলেন যে আকবরের যে কি ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে পৌছিল এবং তাহা নানারূপ গুজবের সৃষ্টি করিল; রায়তদের মধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, কিন্তু সেগুলি দ্রুত দমন করা হইল। সম্ভবতঃ ইহারই ফলে আকবরের মাতা রাজধানী হইতে তাহাকে দেখিতে আসেন।

২. এই নামটি বিভিন্নরূপে লেখা হইয়াছে। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে লেখা হইয়াছে বহিরা, আকবরনামার অনুবাদে লেখা হইয়াছে ভেরা আর বদাওনীর অনুবাদে লেখা হইয়াছে বিহরাহ। ইহা পাঞ্জাবের শাহপুর জেলায় অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার করিল এবং এক মহান নির্দেশ জারি করা হইল যে শাহযাদা সুলতান সলিম তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিবেন; সম্রাট নিজেও সৌভাগ্য সহকারে তাহার পরে পরেই তথায় গমন করিলেন। স্নেহের আদান প্রদান করিয়া এবং সম্মান এবং শ্রদ্ধার রীতিনীতিসমূহ সম্পন্ন করিবার পর তাহারা সকলে সুলতানদের আশ্রয়স্থল দরবারে আগমন করিলেন। অতঃপর পাঞ্জাবের শাসন-ভার সইদ খানের উপর অর্পণ করিয়া তাহারা রাজধানী আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পতাকা-সমূহ উত্তোলন করিলেন।

মহান পতাকাসমূহ যখন খিযরাবাদের অধীনস্থ সুলতানপুর আগমন করিল এক আদেশ জারি করা হইল যে বহু সংখ্যক নৌকা যোগাড় করিতে হইবে আর তাহারা নদীপথে ভ্রমণ করিবেন। মুহম্মদ কাসিম মীর বহর (নৌবাহিনীর সেনা-পতি দ্রুত বহু নৌকা সংগ্রহ করিলেন এবং সেগুলিকে সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলেন। আমীরগণ এবং সেনাপতিগণও তাহাদের নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য নৌকা সংগ্রহ করিলেন। সম্রাট আঃ হিঃ ৯৮৬ সনের ৩রা জমাদিউস সানী বৃহস্প-তিবার অর্থাৎ চতুর্বিংশ ইলাহী বৎসরে খিযরাবাদে নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

শ্লোক

দীন দুনিয়ার মালিক নৌকায় আরোহণ করিয়াছেন
নদীকে কে একটি নৌকায় আসন নিতে দেখিয়াছে।[১]

তাহার নির্দেশ অনুযায়ী মহা-শিবির স্থলপথে অগ্রসর হইল। উপরোক্ত মাসের ৯ তারিখে নৌকাগুলি দিল্লীর বিপরীত দিকে অতি পবিত্র খাজা খিযরের (তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) কবরের সম্মুখে গিয়া থামিল।

যেহেতু রজব মাসের ৬ তারিখটি খাজা মইনুদ্দীনের, (তাহার আত্মা যেন পবিত্র হয়) মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়, সম্রাট আজমীরে জিয়ারত করিতে গমনের সিদ্ধান্ত করেন। মাসের ১লা তারিখ তিনি নৌকা ত্যাগ করেন[২] এবং বাতাসের

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এইরূপই দেওয়া আছে, যদিও আকবরকে নদী বা সমুদ্রের মত মনে করার যুক্তিযুক্ততা সুস্পষ্ট নয়।

২. আবুল ফযল সম্রাটের এই আজমীর গমনের বিবরণ দিয়াছেন। ইহার মতে ২৪শে শাহরিয়র মুত্রার সন্নিকটে একটি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করেন এবং একশত ক্রোশেরও অধিক দূরত্ব চারি দিকে অতিক্রম করিয়া ২৭ তারিখে আজমীরে পৌঁছেন। ২৮ তারিখের মধ্যরাত্রির পর তিনি

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

চেয়ে দ্রুতবেগে অগ্রসর হন; আর প্রতিদিন ত্রিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া খাজার মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে, রজব মাসের ৬ তারিখের শেষ দিকে তিনি ফেরেশতার বাসস্থান দরগাহে পৌঁছেন, তিনি ধর্মভীরুতা এবং বিনয়ের সহিত জিয়ারত সমাধা করেন। তিনি সার্বজনীন দান-খয়রাত করিয়া ঐ পবিত্র স্থানের ফকির এবং দীন-দরিদ্র লোক-দের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। পরদিন অনুরূপ দ্রুতগতিতে তিনি রাজধানী ফতেপুর শহর অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি প্রতিদিন পঞ্চাশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করেন এবং উপরোক্ত মাসের ৯ তারিখ বৈকালে রাজধানী ফতেপুর শহর বেহেশতের উদ্যানের ঈর্ষার বস্তু হইয়া উঠে।

সম্রাট তাহার অধিকাংশ সময় ইবাদতখানা নামীয় ইমারতে পণ্ডিত, এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ এবং শেখগণের সাহচর্যে কাটান। তিনি তাহাদের প্রতি রাজকীয় অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককেই খুশী করেন। আর তাহাদিগকে লাল এবং সাদা স্বর্ণের উপহার দান করিয়া তাহাদের ধনী এবং সকল অভাব হইতে মুক্ত করেন। শুক্রবারের রাত্রিগুলি তিনি নিদ্রাহীন অবস্থায় ঐ গৃহে পবিত্রতায় অতিবাহিত করেন, আর সমস্ত রাত্রিটা দান-খয়রাত এবং ভক্তিমূলক উপহার প্রদানে কাটানো হয়। এই সময়ে বিশ গজ দীর্ঘ, এবং তিন গজ গভীর একটি জলাশয় যাহা ফতেপুরের প্রাসাদের প্রাঙ্গনে খনন করা হইয়াছিল, লাল, এবং সাদা এবং কাল মুদ্রা দ্বারা পূর্ণ করা হয় আর সম্রাট এক অঙ্গীকার করেন যে তিনি এই অর্থের সমস্তটাই পুরস্কার এবং উপহার দানে ব্যয় করিবেন: আর প্রত্যেক দিন তিনি ইহা হইতে অর্থ আমীর-গণ, এবং ফকিরগণ এবং শেখগণ এবং পণ্ডিতগণকে দান করিতেন। বিশ কোটি তংগা পরিমাণ এই অর্থ তিন বৎসরের মধ্যে এইরূপে ব্যয় করা হয়।

আর এই বৎসরেই মির্যা হাকিমের কোকা (পালক ভ্রাতা) মাসুম খান, যিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, ভাগ্যের নির্দেশ অনুযায়ী, মির্যার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে এবং পৃথিবীর আশ্রয় দরবারে আগমন করে। মহান সম্রাট তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকে পাঁচশতের (অশ্বারোহী) অধিনায়কের পদমর্যাদায় উন্নীত করিলেন এবং বিহার প্রদেশে তাহাকে এক জায়গীর দিয়া তাহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি যখন তথায় পৌঁছিলেন তখন তাহার সঙ্গে কালা পাহাড়ের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তিনি কালা পাহাড়কে পরাজিত করেন; এই কালা পাহাড়

আজমীর ত্যাগ করেন এবং ১২০ ক্রোশ পথ দুই দিনে অতিক্রম করিয়া মাসের শেষ দিকে রাজ-ধানীতে আগমন করেন। বদাওনীও এই ভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তিনি প্রত্যাবর্তনের ভ্রমণের সময়ে মুত্রা পর্যন্ত বিবরণ দিয়া থামিয়া গিয়াছেন; এই স্থানে তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে একটি হাদিসের কিতাব উপহার দেন।

www.alimaanfoundation.com

একজন ক্ষমতাশালী আফঘান আমীর ছিলেন এবং বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। যদিও এই যুদ্ধে তিনি কিছু আহত হইয়াছিলেন, মহান খলিফা-ই-ইলাহী এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে এক সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতির পদমর্যাদায় উন্নীত করেন ; আর তাহাকে প্রশংসা করিয়া একটি ফরমান এবং একটি অশ্ব এবং একটি বিশেষ সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রেরণ করেন। এই বৎসরেরই শাওয়াল মাসে মুল্লা তৈয়ব কে[১] সুবা বিহার এবং হাজীপুরের দেওয়ান, আর পুরখোত্তমকে[২] বক্সী আর মুল্লা মজদিকে[৩] আমীন আর শামশির খান, খাজা সারাকে কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন ; আর তাহাদিগকে ঐ স্থানে প্রেরণ করা হয়।

আর এই মাসের মধ্যেই মকসুদ জৌহরী, যাহাকে আসির ও বুরহানপুরের শাসনকর্তা রাজা আলী খানের নিকট মির্যা মুযাফফর হুসেনকে সমর্পণের দাবী করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল, রাজা আলী খান কর্তৃক প্রেরিত করসহ, মির্যাকে আনয়ন করে এবং সে সব সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করে।

রাণা কিকার দেশে কতিপয় আমীর প্রেরণের বিবরণ

যেহেতু সদিচ্ছা প্রণোদিত মনের উৎসাহ সমস্ত হিন্দুস্তান হইতে বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের ধুলা হইতে এবং কাফের এবং বিধর্মী হইতে মুক্ত করিবার বাসনায় পূর্ণ

---

১. বদাওনী মুল্লা তৈয়ব এবং অন্যান্য যে সব লোককে এই সাথে বিহারে নিযুক্ত এবং তথায় প্রেরণ করা হয় তাহাদের কঠোরভাবে নিন্দা করিয়াছেন। মুল্লা তৈয়বকে তিনি 'অকর্মণ্য শয়তান' আখ্যা দিয়াছেন। পুরখোত্তমের নামের সঙ্গে তিনি রায় যোগ করিয়াছেন, এবং তাহাকেও মুল্লা তৈয়বের অনুরূপ আখ্যা দিয়াছেন। আর সকলের সম্বন্ধেই তিনি বলিয়াছেন, আর উহারা তাহাদের নীচ বংশের জন্য যাহা অবশ্যম্ভাবীরূপে চরিত্রের নীচতার সৃষ্টি করে ঐ স্থানে আগমন করিয়া, আল্লাহ বা তাহাদের সম্রাট কাহারও প্রতি অনুগত রহিল না।" আবুল ফযলও তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে তাহাদের এইজন্য পাঠানো হইয়াছিল যাহাতে তাহারা প্রদেশটির পরিচালনায় তাহাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারে, এবং দেশটির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে। "কিন্তু নীচ ও সংকীর্ণমনা হইবার ফলে তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের পাটনায় প্রতিষ্ঠা করে এবং লোভের মধ্যে নিজেদের আকণ্ঠ নিমগ্ন করে। সমাবেশ এবং কুচকাওয়াজ এবং অশ্বের দাগ দেওয়ার ব্যাপারে তাহারা কঠোরতা এবং বিদ্বেষ প্রদর্শন করিল আর তাহাদের উশৃঙ্খলতায় বিচক্ষণতা পরিহার করিল এবং ওজর আপত্তি শুনিল না।"

২. সম্ভবতঃ পুরুশোত্তম হইবে।

৩. এই নামটি পাণ্ডুলিপিগুলিতে মুল্লা মুহম্মদ এবং মুল্লা মজদিম এবং মুল্লা মজদি দেওয়া আছে। ইলিয়ট তবাকাতের অনুবাদে লিখিয়াছেন মুল্লা মজদি। বদাওনীতে ফারসী গ্র.স্থও মজদি আছে, কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে ইহা মুজদি লেখা হইয়াছে। আকবরনামাতে নামটি মুজয্যুদ্দীন দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

হইয়াছিল, তাই শাহবায খান মীর বকসী অন্যান্য কতিপয় আমীরসহ যেমন কাযী খান বদাক্ষী, এবং শরীফ খান আতকা এবং সৈয়দ কাসিম এবং সৈয়দ হাসিম বারহা এবং সুভান কুলি তুর্ক এবং অন্যান্য আমীরগণকে রাণা কিকার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল ; আর তাহাদের তাহার দেশটি বিধ্বস্ত করিবার এবং তাহাকে বন্দী করিবার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হইল। শাহবায খান রাণার দেশে প্রবেশ করিলেন এবং তাহা লুট-তরাজ এবং বিধ্বস্ত করিলেন এবং তাহার পশ্চাদ্ধাবনে পাহাড়-পর্বত এবং বন-জঙ্গল ঘুরিয়া বেড়াইলেন। রাণা যখন কম্বল মীরের দুর্গে প্রবেশ করিলেন, তখন শাহবায তাহা অবরোধ করিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাহা অধিকার করিলেন। রাণা মধ্য রাত্রিতে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং পলায়ন করিলেন।

আর এই সময়েই সুলতান খাজা, যাহাকে মহান খলিফা-ই-ইলাহী মীর হাজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং মক্কা প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঐ পবিত্র শহর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থী হইলেন। তিনি তাহার সঙ্গে নানা প্রকার ভোজ্যসামগ্রী এবং তুরস্ক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের (রুমি ওয়া ফিরঙ্গী) বস্ত্র এবং আরবজাতীয় অশ্ব এবং আবিসিনীয় ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসী কররূপে আনয়ন করিয়াছিলেন। আর সেগুলি সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাহাকে বহু রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা সম্মানিত করা হইল এবং তাহাকে সদর (বিচারক) পদে নিযুক্ত করা হইল। যেহেতু প্রতি বৎসর পবিত্র মক্কায় একজন মীর হাজী প্রেরণ করা তখন নিয়মিত প্রথায় পরিণত হইয়া গিয়াছে, আর যেহেতু এই মহা-সম্মানীয় পদটি এই বৎসর খাজা মুহম্মদ এহিয়ার, যিনি ছিলেন অতি পবিত্র খাজা আহরার, খাজা নাসিরুদ্দীন আবদুল্লাহ (আল্লাহ যেন তাহার আত্মাকে পবিত্র করেন একজন বংশধর, ভাগ্যে পড়ে তাহাকে চারিলক্ষ টাকাসহ পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করা হয়।

আঃ হিঃ ৯৮৭ সনের শেষ দিকে অর্থাৎ চতুর্বিংশ ইলাহী বৎসরে সংবাদ আসে যে বাংলাদেশের গভর্ণর খান জাহান ইন্তেকাল করিয়াছেন। মহান সম্রাট এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন এবং বেদনা প্রকাশ করিলেন এবং খান জাহানের ভ্রাতা ইসমাইল কুলি খানের নিকট সমবেদনা প্রকাশ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া এক ফরমান প্রেরণ করিলেন। তিনি মুশাররফ (তত্ত্বাবধায়ক) দেওয়ান মুযাফফর খানকে বাংলাদেশের গভর্ণর এবং রিজভী খানকে বক্সী এবং হাকিম আবুল ফতেহকে সদর (বিচারক) আর পতর দাস ও মীর আধমকে যুক্ত দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন।

পঞ্চবিংশতি ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৮৮ সনের ২৮শে মহরম (১১ই মার্চ, ১৫৮১ খ্রীঃ) তারিখ শুক্রবার দিন।

৬

www.alimaanfoundation.com

যেহেতু কাশ্মীর দেশটির গভর্ণর এবং শাসনকর্তাগণ[১] সর্বদাই এই উচ্চ ও মহান বংশের শুভাকাঙ্খী এবং খেদমতগার এবং করদাতা এবং গুণমুগ্ধ ছিলেন যখন সম্রাট আজমীরে কবর প্রদক্ষিণ করিবার পর বিশ্ববিজয়ী বাহিনীসহ শেখ ফরিদ শকরগঞ্জের, (তাহার উপর যেন আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়) কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব অভিমুখে গমন করেন, তখন মুল্লা ইশাকীকে[২] যিনি দরবারের একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন, কাযী সদরুদ্দীনকে[৩]সহ কাশ্মীরে প্রেরণ করা হয়। কাশ্মীরের রাজা আলী খান আপ্যায়নের অনুষ্ঠান এবং আনুগত্যের কর্তব্য পালন করিলেন এবং তাহার ভক্তি এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিলেন এবং উপযুক্ত ভেট আর ঐ দেশের মনোরম উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ যেমন জাফরান এবং কস্তুরী, এবং সূচিশিল্প এবং শাল এবং সুন্দর সুন্দর দ্রব্য, যেসব সুরুচিসম্পন্নরূপে সজ্জিত করিয়া তাহার ভকিল মুহম্মদ কাসিমের হস্তে প্রেরণ করিলেন, আর তিনি মুল্লা ইশাকী এবং কাযী সদরুদ্দীনের সঙ্গে আগমন করিলেন। তাহারা এই সময় সমস্ত পৃথিবীর আশ্রয়স্থল দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহারা আলী খানের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য সম্বন্ধে যে প্রকৃত ঘটনা তাহারা দেখিয়া এবং জানিয়া আসিয়াছেন তাহা সম্রাটকে বুঝাইলেন এবং কাশ্মীরের কর ও ভেটসমূহ বিশ্ব বিজয়ী সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

এই সময়ে সম্রাট মুযাফফর হুসেন মির্যার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেন, তাহাকে মকসুদ জৌহরী রাজা আলী খানের নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, যদিও তাহার বহু অপরাধ ছিল তবু তাহা ক্ষমা করা হইল এবং তাহাকে রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করা হইল আর কারাগার হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

আর এই সময়েই, একদিন আহার এবং পানীয় গ্রহণের সময় যখন নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রাচুর্যের টেবিলে স্থাপন করা হইল, তখন সম্রাটের অনুপ্রেরণার আধার মনে উদিত হয় যে সম্ভবতঃ কোন ক্ষুধার্ত লোকের চক্ষু এই ভোজ্যদ্রব্যগুলির উপর

---

১. কাশ্মীরে দূত প্রেরণ সম্বন্ধে আকবরনামাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে যে ইহা কালানৌর হইতে প্রেরিত হয়, আর ইহাও মনে হয় যে ইহা প্রেরণ করা হইয়াছিল কারণ ঐ দেশের কর্তা আলী খান আনুগত্য প্রকাশ করে নাই। এই সম্বন্ধে আর কোন কিছু বলা হয় নাই।

২. বদাওনীর ইংরাজী অনুবাদে দেখা যায় যে মুল্লা আশকী, লাহোরের কাযী সদরুদ্দীনের উকিলরূপে কাশ্মীরে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। মূল ফারসী গ্রন্থে এই পুস্তকের অনুরূপ বিবরণ দেওয়া আছে।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে কাযী সদরুদ্দীনের নামের সঙ্গে 'কাশ্মিরী' যুক্ত করা আছে; অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা নাই। সম্ভবতঃ ইহা কাশ্মীর হইবে। বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন কাযী সদরুদ্দীন লাহোরী।

www.alimaanfoundation.com

পতিত হইয়াছে। তবে ইহা কি করিয়া হইতে পারে যে তিনি এই সব খাদ্য গ্রহণ করিবেন আর ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কিছুই খাইবে না। তদনুযায়ী তিনি নির্দেশ দিলেন যে প্রতিদিন তাহার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত করা হইবে তাহা যেন কিছু সংখ্যক ক্ষুধার্ত লোককে আহার করান হয় এবং তৎপর যেন সে খাদ্য তাহাকে দেওয়া হয়।[১]

এই সময়ে দর্শন শাস্ত্রের আধার হাকিম আলীকে আদিল খান দক্ষিণীর দূতগণের সঙ্গে বিজাপুর প্রেরণ করা হইল। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিশদ বিবরণ এইরূপ[২] যে প্রতি বৎসর দাক্ষিণাত্যের গভর্ণর এবং রাজাগণ তাহাদের নিজ নিজ ভকিল এবং অন্যান্য বিশ্বাসী লোকদের মারফতে সুলতানদের আশ্রয়স্থল দরবারে কর ও উপহার প্রেরণ করিতেন; আর যেহেতু খাজা আবদুল্লাহ আদিল খানের নিকট হইতে কররূপে মূল্যবান উপহারসমূহ এবং খ্যাতনামা হস্তীসমূহ আনয়ন করিয়াছিলেন। সম্রাট আদীল খানের উপর তাহার অনুগ্রহের ছত্রছায়া বিস্তার করিয়া খাজা আবদুল্লাহ এবং তাহার পুত্র শাহী বেগকে বাদশাহদের দানের অঙ্গাবরণ প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে একশত আকবরশাহী আশরাফী এবং এক সহস্র পাঁচশত এক টাকা এবং ছাব্বিশ সহস্র মুরাভী তংকা পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান করিলেন।

এই শুভ সময়ে বদাখশানের রাজা মির্যা শাহরুখের ভগ্নির স্বামী নিযাম মির্যা শাহরুখের নিকট হইতে তাহার দূতরূপে সুলতানদের আশ্রয়স্থল দরবারে আগমন করিলেন; আর তিনি বদাখশানীতে উৎপন্ন তুর্কী অশ্ব এবং উজ্জ্বল চুনিসমূহ, উটের শারি, ষাড় ও গাভী উভয়ই কররূপে আনয়ন করিলেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানীত হইলেন।

মহান খলিফা-ই-ইলাহী সর্বশেষ পবিত্র মহানবীর (আল্লাহর আশীর্বাদ এবং শান্তি যেন তাহার উপর পতিত হয়), জন্ম মাসে প্রতিবছর একটি উৎসবের সমাবেশ

১. দরিদ্রগণকে আহার প্রদান করিবার এই ঘটনাটি একটি পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করা হয় নাই; অপরটিতে আছে।

২. এই ঘটনার বিবরণও একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নাই। একটি পাণ্ডুলিপিতে টাকার সংখ্যা দেওয়া আছে এক সহস্র পাঁচ শত, কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে এক সহস্র পাঁচ শত এক টাকা, ইলিয়ট তবাকাতের অনুবাদে পুরস্কারের তালিকার সর্বশেষটি চব্বিশ তংকা দেওয়া আছে; কিন্তু সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে ইহা চব্বিশ সহস্র মুরাভী তংকা দেওয়া আছে। বদাওনী বলেন যে হাকিম আইনুল-মুলক শিরাজীই প্রকৃতপক্ষে খ্যাতনামা হস্তীসমূহ এবং মূল্যবান উপহারসমূহ আনয়ন করিয়াছিলেন। খানিক পরে আবার বলা হইয়াছে যে হাকিম-উল-মুলকের (সম্ভবতঃ আইনুল মুলকের স্থলে ভুলবশতঃ লিখা হইয়াছে) আমীয় হাকিম আলীকে বিজয়নগরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বিজাপুরের স্থলে ভুলবশতঃ বিজয়নগর লেখা হইয়াছে। আকবরনামার অনুবাদে বিভরিজের দেওয়া এক ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে ফিরিশতার মতে হাকিম আলী জিলানী এবং হাকিম আইনুল মুলক উভয়েই বিজাপুরে ছিলেন; কিন্তু আদিল শাহ যখন একজন যোদ্ধা কর্তৃক নিহত হয় তখন প্রথমোক্ত জন বিজাপুর ত্যাগ করিয়াছেন আর শেষোক্ত জন তথায় অবস্থান করিতেছে।

www.alimaanfoundation.com

(মজলিস-ই-উরস) আহবান করিতেন। এই বৎসরও ১২ই রবিউল আউয়াল[১] এক সমাবেশ আহ্বান করিলেন। সৈয়দগণ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, শেখগণ এবং আমীরগণ আগমন করিলেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন এবং ভোজে অংশ গ্রহণ করিলেন। ঐ দিনে এমন একজনও নগরবাসী ছিল না যে ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই। সম্রাটের গোচরে আনা হয় যে অতি পবিত্র শেষ মহানবী, আল্লাহর আশীর্বাদ আর করুণা যেন তাঁহার উপর বর্ষিত হয় আর মহান খলিফাগণ মহান আল্লাহ যেন তাহাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন৷ সর্বদা নিজেরাই শুক্রবারে এবং এই ঈদের দিনে নামাজ পড়াইতেন আর প্রত্যেক আব্বাসীয় খলিফ ও এই আইনসম্মত নিয়ম পালন করিয়া স্বয়ং নিজেরাই জুমার নামাজ পড়াইতেন। আব্বাসীয় খলিফাগণের পরে বহু সিংহাসনারোহণ সুলতান যেমন সাহিব কিরাণী, আমীর তাইমুর, গুরগান এবং মির্যা উলুঘ বেগ অতি পবিত্র খায়রুল বশার (উত্তম লোক বা মহানবী) এবং চারি খলিফাকে অনুসরণ করিয়া স্বয়ং নিজেরাই জুমার নামাজ পড়াইতেন, ফলে মতামত এইরূপ দেওয়া হইল যে, যাহা সম্রাটের নিকট সঠিক পথের নির্দেশ দিল, তিনিও একদিন শুক্রবার খলিফাগণের এবং পথ প্রদর্শকারী ইমামগণের নিয়ম অনুসরণ করিবেন। তদনুযায়ী, পঞ্চবিংশতি ইলাহী বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসের ১লা তারিখ শুক্রবার তিনি রাজধানী ফতেপুর শহরের জামে মসজিদের মঞ্চের উপরে তাহার মর্যাদার পদ স্থাপন করিলেন এবং জুমার নামাজ পড়াইতে গিয়া তাহার অলৌকিক বাক্যের জিহ্বা দ্বারা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

কবিতা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে এই সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছেন
এক সুবিজ্ঞ মন এবং শক্তিধর বাহু প্রদান করিয়াছেন
ন্যায়পরায়ণতা আর নিরপেক্ষতায় তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন,
আমার চিন্তা হইতে ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া সব চিন্তা বিতাড়িত করিয়াছেন;
তাহার বৈশিষ্ট্যসমূহ সকল অনুভূতির ঊর্ধ্বে
তাহার মহত্ত্ব অশেষ, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

---

১. বদাওনীও এই ঘটনার অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তবে তিনি সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে আকবর সাম্রাজ্যের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উভয় জগতেরই নেতা হইতে চাহিয়াছিলেন আর এই ব্যাপারে তাহার কাহারও অধীনস্থ হওয়াকে তিনি অসহনীয় কষ্টরূপে গণ্য করিতেন।

www.alimaanfoundation.com

এই বাগ্মী কবিতা দ্বারা শেষ করিয়া, যাহাতে তিনি যে সব অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন তাহার জন্য প্রশংসা এবং প্রার্থনা এবং শোকরিরা আদায় করেন আর ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্য তাঁহার পথ নির্দেশ কামনা করিয়া তিনি ফাতিহা পাঠ করেন এবং মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া তিনি জুমার নামাজ পড়ান।

যেহেতু[১] মাওয়ারা-উন-নাহর-এর বাদশাহ আবদুল্লাহ খান উযবেক সর্বদা বন্ধুত্ব এবং মিত্রতার বন্ধন অটুট রাখিতেন এবং সুলতানগণের আশ্রয়স্থল দরবারে দূত প্রেরণ করিতেন, মহান পৃথিবীর অধিপতি মির্যা ফুলাদ এবং বুখারার অধিবাসী খাজা

১. এই অংশটি যে পংক্তিগুলির অনুবাদ তাহা একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে; ইলিয়ট তবাকাতের অনুবাদেও ইহা দেওয়া হইয়াছে এবং বদাওনীতেও ইহা আছে; কিন্তু স্থানটি ইহা নয়, ইহা দেওয়া আছে যেস্থানে কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান আতকাকে, শাহযাদা সুলতান সলিমের অভিভাবক এবং শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, এই পংক্তিটির পরে; কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা এই এই পুস্তকে যেখানে স্থাপন করা হইয়াছে এই স্থানেই দেওয়া আছে। বদাওনী মির্যা ফুলাদকে, মির্যা ফুলাদ বিরলাস আখ্যা দিয়াছেন। নিম্নের অংশটি একটি পাণ্ডুলিপিতে মাত্র আছে, অন্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে দেওয়া নাই; যে দিন হইতে মুযাফফর খান বাংলাদেশ শাসন করিতে গমন করিলেন, সে দিন হইতে তিনি ঐ দেশের রাজস্ব হইতে এবং খালসা ভূমির উৎপন্ন ফসল হইতে কোন কিছুই রাজকীয় কোষাগারে প্রেরণ করেন নাই; এই সময় তিনি নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ঐ দেশের নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য এবং হস্তীসমূহ এবং মূল্যবান জিনিসপত্র প্রেরণ করিলেন আর এইগুলি মহান সম্রাটের নিকট উপস্থিত করা হইল এবং এইগুলি তাহার প্রশংসা লাভ করিল। আর মুহম্মদ মাসুম কাবুলীও কররূপে উনচল্লিশটি হস্তী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইগুলিও সম্রাটের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল।

আর ঐ মাসের অপর এক শুক্রবারে এক নির্দেশ জারি করা হইল যে ফকিরগণ এবং দীন দরিদ্র লোকেরা চৌগান খেলার মাঠে সমবেত হইবে; আর সুলতান খাজা এবং কুলিজ খান তাহাদের প্রত্যেককে খয়রাতের অর্থ প্রদান করিবে। ঐ মাঠে প্রায় এক লক্ষ লোক সমবেত হইলে এত ভীড় হইল যে অল্প বয়স্কা মহিলা, এবং বালক এবং বৃদ্ধ লোকসহ আশিজন ভীড়ের চাপে ইন্তেকাল করিল। ইহাতে পবিত্র হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার হইল আর তিনি নির্দেশ দিলেন যে ইহার পর লোকেরা ছোট ছোট দলে আসিবে এবং একত্র ভীড় করিবে না।

আর এই সময়েই কুতবুদ্দীন খান আতকার, যিনি একজন মহান আমীর ছিলেন, প্রতি মহা-সম্মান বর্ধিত হইল যে তিনি ভাগ্যবান শাহযাদা সুলতান সলিমের আতালিক নিযুক্ত হইলেন। কুতবুদ্দীন খান আতকা, তাহার প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হইলে এক আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের আয়োজন করিলেন। মহান সম্রাট ভাগ্যবান শাহযাদাগণসহ তাহার উপস্থিতি দ্বারা তাহার প্রাসাদকে মর্যাদা দান করিলেন। আর এইরূপে তাহাকেও সম্মানিত করিলেন। চমৎকার এক সমাবেশ হইল; আর কুতবুদ্দীন খান ভেটরূপে পর্বত-প্রমাণ হস্তীসমূহ, এবং আরব অশ্বসমূহ এবং মনিমুক্তা এবং মূল্যবান বস্ত্র পবিত্র চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। অতঃপর নিয়মিত প্রথা অনুযায়ী কুতবুদ্দীন খান ভাগ্যবান শাহযাদাকে তাহার কাঁধে তুলিলেন আর এইরূপে তাহার পবিত্র শিরকে সম্মানের উচ্চ শিখরে উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মুঠি-ভর্তি স্বর্ণ ও মনিমুক্তা শাহযাদার শিরে বর্ষণ করা হইল; আর অভিনন্দনের চীৎকারের রব সপ্ত-স্বর্গের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিল।

www.alimaanfoundation.com

খতিব নামে এক যুবককে তাহার দূত নিযুক্ত করিলেন আর এক পত্র প্রেরণ করিলেন যাহাতে বন্ধুত্ব এবং মিত্রতা এবং সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইল আর এই শ্লোকটি দ্বারা শেষ করা হইল ঃ

শ্লোক

আমরা যখন একে অপরের মিত্র হইয়া আছি
জল স্থল গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত আছে।

আর এই শুভক্ষণে একদিন পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সম্মুখে বহুবিধ বিষয়ে আলোচনা হইলে এবং দীর্ঘস্থায়ী আলাপ আলোচনা এবং বিতণ্ডা চলিল। শেষ পর্যন্ত আলোচনা এই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইল যে, ইজতিহাদ এবং মুজতাহিদ শব্দগুলি কাহার প্রতি প্রয়োগ করা যায়? আর কাহাকে একজন মুজতাহিদ বলা যায়? মৌলানা আবদুল্লাহ মখদুম-উল-মুলক সুলতানপুরী, যিনি এই যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং শেখ আবদুন নবী, যিনি হিন্দুস্তানের সদর-উস-সদুর (প্রধান বিচারক) ছিলেন এবং কাযী খান বদাক্ষী, যিনি বাগ্মীতা ও দর্শন শাস্ত্রের বিজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, এবং সকল সত্যের আধার শেখ মুবারক, যিনি সকল অবরোহ সিদ্ধান্ত ও ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞানসমূহে সমসাময়িক পণ্ডিতগণের প্রধান ছিলেন এবং কাযী জালালুদ্দীন মুলতানী[১] এবং সদর-ই জাহান মুফতী[২] এই আলাপ আলোচনার একটি সারমর্ম লিখিলেন, আর সকলেই ইহাতে তাহাদের সিলমোহর প্রদান করিলেন আর ইহা সম্রাটের পবিত্র চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সারমর্মটি এইরূপ ছিল; যে এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার আর এই ব্যাপারের উপর জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে যেহেতু হিন্দুস্তান (আল্লাহ যেন ইহাকে সকল দুর্বিপাক হইতে মুক্ত রাখেন) সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতার ফল লাভ করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রস্থলে এবং ন্যায়পরায়ণতার এবং উদারতার চক্রে পরিণত হইয়াছে আর উচ্চ নীচ সর্বশ্রেণীর লোকের, বিশেষ করিয়া আল্লাহর জ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণের বয়সের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হইয়াছে আর সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনায় জ্ঞানীগণ যাহারা মুক্তির প্রান্তরের পথ প্রদর্শক আর যাহারা পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন তাহাদের পথের পরিব্রাজক আর যাহারা আরব ও আজম হইতে এই দেশে আগমন করিয়া বসবাস করিতেছে, আর

১. বদাওনী ইহাকে বলিয়াছেন প্রধান কাযী।
২. বদাওনী ইহাকে আখ্যা দিয়াছেন, সাম্রাজ্যে মুফতি।

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, যাহারা সকল মৌলিক এবং সহায়ক পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন এবং অবরোহ সিদ্ধান্ত এবং ঐতিহ্য জ্ঞানের পথ প্রদর্শক এবং ধর্ম এবং সততা এবং সত্য এবং রক্ষা করার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা বহুবিচার-বিবেচনা করিয়া আর এই সুফলপ্রদ পাঠটির, "আল্লাহকে মান্য কর এবং মহানবীকে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা নেতৃপদে আছে তাহাদের মান্য কর ;" এবং সঠিক হাদিস, "পুনরুত্থানের দিনে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি হইবেন ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু ইমাম," আর "যে রাজাকে মান্য করে, প্রকৃতই সে আমাকে মান্য করে আর যে রাজার বিরোধিতা করে, সে অবশ্যই আমাকে অমান্য করে, "আর এক ঘণ্টার ন্যায়বিচার সমস্ত রাত্রির এবাদতের চেয়ে এবং ষাট বৎসরের সবগুলি দিন রোজা রাখিবার চেয়ে উত্তম, "আর অন্যান্য নির্দেশাবলীর সূক্ষ্ম তত্ত্বের যথেষ্ট পর্যালোচনা করিয়া আর যৌক্তিক এবং ধর্মীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যে আল্লাহর চোখে একজন ন্যায়পরায়ণ সুলতানের পদমর্যাদা একজন মুজতাহিদের উর্ধে ; আর মহান সম্রাট, সুলতান উল-ইসলাম এবং জনগণের আশ্রয়স্থল, আমিরুল মুমেমিন, সকল মানুষের উপর আল্লাহর প্রতিচ্ছায়া, আবুল ফতেহ জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ ঘাযী (আল্লাহ যেন তাহার শাসন চিরস্থায়ী করেন), যিনি সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ফলে যদি কোন ধর্মীয় প্রশ্নে মুজতাহিদগণের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ হয়, তবে তিনি মানবজাতির সুখ সমৃদ্ধি এবং পৃথিবীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, বুদ্ধিমান মন এবং সতর্ক চিন্তাভাবনা দ্বারা এক পক্ষের মত গ্রহণ করিতে পারেন এবং তদনুযায়ী তাহার নির্দেশ জারী করিতে পারেন, আর ঐ নির্দেশ উভয় পক্ষেরই গ্রহণ করা উচিত এবং এই নির্দেশ পালন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে এবং সকল মানবজাতির পক্ষে বাধ্যতামূলক আর অনুরূপভাবে তাহার বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী তিনি যাহা ন্যায় বলিয়া গণ্য করিবেন, তদনুযায়ী তিনি যে নির্দেশ দান করিবেন তাহা কোরাণের পরিপন্থী না হইলে আর তাহা মানব জাতির উন্নতি সাধনের জন্য হইলে, এই অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক ; আর ইহার প্রতিবন্ধকতা করিলে মরণের পর আল্লাহর নিকট হইতে শাস্তিলাভের এবং ধর্মীয় এবং পার্থিব ক্ষতির কারণ হইবে। যথার্থ সত্য সম্বন্ধীয় এই লেখাটি আর ইসলামের ন্যায়নীতির কার্যকরীকরণ সম্বন্ধীয় এই প্রকাশনা ধর্মীয় সুপণ্ডিতগণের এবং সত্য পথ অনুসরণকারী আইনজ্ঞগণের সম্মুখে লিখা হইয়াছে, আর এই কাজ সম্পন্ন হইয়াছে আঃ হিঃ ৯৮৭ সনের রজব মাসে।

www.alimaanfoundation.com

আলোকপ্রাপ্ত খাজা মুইনুদ্দীনের (আল্লাহ যেন তাহার আত্মাকে পবিত্র করেন, কবরে বাৎসরিক জিয়ারতের কর্তব্য পালন বিশ্ব-বিজয়ী সম্রাটের মনের পুরোভাগে ছিল, তিনি রজব মাসের ১৬ তারিখে রাজধানী ফতেপুর হইতে আজমীর অভিমুখে গমন করেন। তিনি পথিমধ্যে শিকার করিতে করিতে পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করেন এবং শাবান মাসের ১৯ তারিখে তিনি আজমীর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী খাওয়াস খানের হাউস জলাশয়)-এর সন্নিকটে অপেক্ষা করেন। যেহেতু রণথম্ভোর এবং আজমীরের মধ্যে বহু ব্যাঘ্র ছিল, একটি লোক এই সময়ে রণথম্ভোর হইতে আজমীর গমনের পথে এইরূপ একটি জন্তুর মুখোমুখি হয়। অসহায় লোকটি অত্যন্ত হতবুদ্ধি হইয়া যায় এবং নিজের চতুর্দিকে এক দাগ টানিয়া দেয় আর যে মুহূর্তে বাঘটি তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল, সে তখন ইহাকে মহান-ই-ইলাহীর নামে এক শপথ দান করিল; এবং বলিল, "হায় আল্লাহ, মহান সম্রাট আপনার ইচ্ছা পূরণের পথে যে সত্য এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ন্যায্যতার জন্য আমাকে এই হিংস্র বাঘটির কবল হইতে-রক্ষা করুন।" যে লোকটি এই কাহিনী বিবৃত করিল সে শপথ করিয়া বলিল যে সে ঐ লোকটিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং তাহার নিজের মুখ হইতে ঘটনাটি শুনিয়াছে। মহান সম্রাট এই ঘটনার জন্য আল্লাহর নিকট শোকরিয়া আদায় করিলেন; এবং বলিলেন যে তিনি আর কখনও স্বহস্তে বাঘ শিকার করিবেন না।[১]

সংক্ষেপে, শাবান মাসের ২০ তারিখে সম্রাট আজমীরের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে আলোকপ্রাপ্ত কবরে গমন করিলেন এবং প্রদক্ষিণের কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে পত্তন গুজরাটের গভর্ণর তরসুন মুহম্মদ আগমন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। অতঃপর মহান পতাকাসমূহ পুনরায় চলমান হইল, পথিমধ্যে সম্রাট পরগণা সম্ভরে শিকার করিলেন, এই স্থানে লবণ খনি আছে, এবং খিলাফতের সিংহাসন অবস্থানের স্থানে আগমন করিয়া নির্দেশ দান করিলেন, আর প্রাসাদের একটিকে খিলানওয়ালা একটি মক্তব নির্মাণ করা হইল আর ইহার নাম দেওয়া হইল মসজিদ, যেখানে দিনে রাত্রে লোকেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে। শাওয়াল মাসের ২১ তারিখে আড়ম্বরের মঞ্চসমূহ আনন্দের নগর ফতেপুরে স্থাপন করা হইল। কেহ তার সা'দত, যাহার উপাধি ছিল পেশারৌ খান এবং যিনি নিযাম উল মুলক দক্ষিণীর নিকট গমন করিয়াছিলেন,

---

১. এই ঘটনাটি সংক্ষেপে আকবরনামাতেও উল্লেখ করা আছে। বলা হইয়াছে যে আকবর যখন খাওয়াস খানের জলাশয়ের ধারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্থানীয় ভূমির মালিকগণ এই কাহিনীটি বিবৃত করে। আকবর বলিলেন, "যদি এই কাহিনী সত্য হয় তবে আমি আর কখনও এই জন্তু শিকার করিব না, অথবা ইহার প্রাণবধের কারণ হইব না।" বদাওনী এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

দাক্ষিণাত্যের ঐ রাজার দূতগণসহ প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং চমৎকার ভেট আনয়ন করিলেন আর দ্বার চুম্বনের অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হইলেন ; আর তিনি তাহার আনীত পর্বত-প্রমাণ হস্তীসমূহ সম্রাটের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

ষড়বিংশতি ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৮৯ সনের ৫ই সফর শনিবার দিন।[১] এই বৎসরে সম্রাট তাহার স্বভাবগত দয়াশীলতা এবং অন্তর্নিহিত উদারতার ফলে তাহাদের সাম্রাজ্যের সত্রি তমঘা এবং যাকাত[২] রহিত করিয়া দিয়া এক নির্দেশ জারি করেন ; আর ন্যায়ভিত্তিক ফরমান জারি করিয়া এই কার্যের গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহা যেন গোপন না থাকে যে আর কোন বাদশাহ এই সব কর কখনও বাতিল করে নাই ; এই করের পরিমাণ ইরানের করের সমান।[৩] আর কেহ আল্লাহর এইরূপ অনুগ্রহ লাভ করে নাই।

আর এই বৎসরেই মুইনুদ্দীন আহমদ খান ফরনখুদীর পুত্র মুহম্মদ মাসুম খান, যিনি জৌনপুরের গভর্ণর ছিলেন[৪] আশ্রয় এবং বিশ্বের স্থলদরবারে আগমন করিয়াছিলেন, জৌনপুরে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করিলেন ; আর মুল্লা মুহম্মদ ইয়েজদীকে ঐ স্থানের কাযী-উল-কুযযাত প্রধান কাযী নিযুক্ত করা হইল। মীর খলিফার পুত্র মুহিব আলী খানকে দিল্লী শহরের শাসনভার দেওয়া হইল।

---

১ পাণ্ডুলিপিগুলিতে দিন ও তারিখের মিল আছে, কিন্তু বৎসরের ব্যাপারে পার্থক্য দেখা যায়। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ৯৮৮ সন আর অন্যান্যগুলিতে আছে ৯৮৯ সন। ইলিয়টের তবাকাতের অনুবাদে সনটি আঃ হিঃ ৯৮৮ দেওয়া হইয়াছে ; আর এই ব্যাখ্যায় একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকা অনুযায়ী পঞ্চবিংশতি বৎসরটি শুরু হয় ৯৮৮ সনের ২৪শে মহরম আর ষড়বিংশতি বৎসরটি আরম্ভ হয় ৫ই সফর ৯৮৮ সনে। এই পুস্তকে দেওয়া তারিখের সঙ্গে আকবরনামাতে দেওয়া তারিখের মিল আছে, সঠিক সন ৯৮৯ হইবে ৯৮৮ নহে।

২. এই গ্রন্থে যে করগুলিকে তমঘা ও যকাত বলা হইয়াছে, সেগুলিতে আকবরনামাতে বলা হইয়াছে বাজ-তমঘা আর বদাওনী বলিয়াছেন তমঘা ও জিযিয়া। তমঘার আদি অর্থ ছিল সিল বা সিল মোহর দেওয়া কোন দলিল অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি দানই হইল তাঘা। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে ইহাকে মাথাপিছু কর আখ্যা দিয়াছেন। বদাওয়ানীর অনুবাদক মিঃ লো ইহাকে আভ্যন্তরীণ মাথাপিছু কর অভিহিত করিয়াছেন ; আকবরনামার অনুবাদক মিঃ বিভারিজ বাজ ও তমঘা অনুবাদ করিয়াছেন 'কর'। আর যকাত হইল প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য দেয়, তাহার আয়ের শতকরা হিসাবের একটি অংশ।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইরানের পর 'তুরানও' যোগ করা আছে।

৪. আকবরনামাতে দেখা যায় যে ইহার অল্প পরেই জৌনপুরে তাহার নিকট হইতে নিয়া তরসুন মুহম্মদ খানকে দেওয়া হয় আর তাহাকে দেওয়া হয় সরকার মাযীপুর।

www.alimaanfoundation.com

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যজনক (হাদিসা) ঘটনার বিবরণ

মুযাফফর খান[১] বাংলাদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং কার্যনির্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যেহেতু তাহার ভাগ্য প্রতিকূল হইয়া পড়িয়াছে আর সুসময় শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন আর লোককে কটু বাক্য দ্বারা ক্ষুণ্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রদেশের অধিকাংশ আমীরের জায়গীরসমূহ পরিবর্তন করিয়া দিলেন ; অশ্বের দাগ দেওয়া (পরীক্ষা করিবার) দাবী জানাইলেন ; আর প্রাচীন হিসাবপত্র পুনরায় ঘাটাঘাটি করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্লোক

বৈষয়িক কাজকর্মে কঠোরতা অবলম্বন করিও না
কারণ যাহারা কঠোর তাহারা তেমনি নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করে,
শান্তিতে থাকিতে চাহিলে অন্যকেও শান্তি দাও
কারণ শান্তিতে থাকিলে, শান্তিতে মৃত্যু বরণ করিতে পারিবে।

বাবা খান বিনীত আচরণ করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন যে তাহার জায়গীর যেন তাহার নিকটই রাখা হয় আর দাগের ব্যাপারে যেন তাহার নিকট হইতে কোন

১. আঃ হিঃ ৯৮১ সনের শেষ দিকে, খান জাহানের ইন্তেকালের পর তাহাকে বাংলাদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই পুস্তকে তাহার পতনের পাঁচটি কারণ দেওয়া হইয়াছে। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে এইগুলির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, যে তিনি কঠোর নিয়মাবলীর প্রবর্তন করেন, তাহার বাক্য দ্বারা লোকদের ক্ষুণ্ণ করেন, বহু আমীরকে তাহাদের জায়গীর হইতে বঞ্চিত করেন, দাগ (দাগ কর) দাবী করেন আর পুরাতন রীতিনীতি পুনঃ প্রবর্তন করেন। আকবরনামাতে দেওয়া বাবা খান কাকশালের অভিযোগ হইতে দেখা যায় যে কোন দাগ কর ছিল না তবে অফিসারগণ এই ব্যাপারে যে ঘুষ দাবী করিতেন তাহার ফলেই এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তাহার বক্তব্য হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ‘‘এই পর্যন্ত আমি উপহার দানে সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছি (অর্থাৎ ঘুষ দিয়াছি) ; আর একশত অশ্বারোহী ও দাগ দেওয়াইতে সক্ষম হয় নাই ; আর এই প্রদেশের অন্যান্য জায়গীরদারদের অবস্থা ইহার চেয়েও খারাপ।’’ আবুল ফযল মুযাফফর খানের দোষের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এইরূপ : ‘‘তিনি দেশ ও সেনাবাহিনী পরিচালনায় উপযুক্ত রূপ মনোযোগ দান করেন নাই, আর্থিক ব্যাপারসমূহ, যাহা তাহার ভাল জানা ছিল, তাহাই তিনি দিয়াছেন’’,……‘‘কাজকর্ম ত্যাগ করেন এবং গর্বিত ভাব ধারণ করেন……তাহার সৈন্যগণ এবং প্রজাগণকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন……অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি ধন্যবাদ দেওয়া হইতে বিরত থাকেন এবং অভিযোগ করেন……আর আন্তরিক লোভ তাহাকে গোলযোগে ফেলিয়া দিল।’’

www.alimaanfoundation.com

কিছু দাবী না করা হয়।[১] কিন্তু ইহাতে কোন কাজ হইল না। দরগা বা দরকসান (অর্থাৎ মুযাফফর খানের নির্দেশে) খরিফ ঋতুর (হেমন্ত বা বর্ষা) শুরুতে পরগণা জালেসর খালদী খানের[২] নিকট হইতে নিয়া যাওয়া হয়। আর ইহা তংকস্বা রূপে শাহ জামালুদ্দীন হুসেন আনজুড় জায়গীরের সঙ্গে যোগ করা হয়। খালদী খান খরিফ ফসলের দাবী হইতে 'কিছু পরিমাণ অর্থ আদায় করিয়াছিলেন 'অর্থাৎ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়াছিলেন', মুযাফফর খান তাহার নিকট হইতে এই অর্থ আদায় করার জন্য তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার এবং তাহাকে বেত্রাঘাত করিবার আর তাহার পায়ের তলায় বেত্রাঘাত করিবার নির্দেশ দান করেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে এই সময়ে মহান দরবার হইতে মুযাফফর খানের নিকট এক নির্দেশ আসে যে রৌশন বেগ[৩] নামে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের এক ভৃত্য যিনি কাবুল হইতে বাংলাদেশে আগমন করিয়াছিলেন, ধরিয়া হত্যা করিতে হইবে। আর তাহার শির দরবারে প্রেরণ করিতে হইবে। রৌশন বেগ কাকশালদের মধ্যে ছিলেন, আর মুযাফফর খান ফরমানটি প্রদর্শন করিয়া তাহার শিরচ্ছেদের নির্দেশ দেন। তিনি বাবা খানের প্রতিও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেন। সমাবেশে উপস্থিত সৈন্যগণ, বিশেষ করিয়া, বাবা খান এবং অন্যান্য কাকশালগণ কম্পিত[৪] হইয়া উঠিলেন এবং বেঈমানী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

---

১. তিনি অভিযোগ করিয়াছিলেন যে দাগের ব্যাপারে তাহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। আর বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও তিনি এক শতের বেশী অশ্বে দাগ দেওয়াতে সক্ষম হন নাই।

২. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আর বদাওনীতে তাহাকে বলা হইয়াছে খালদী খান; আর একটি পাণ্ডুলিপিতে আর আকবরনামায় তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে খালদীন খান। একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম লেখা হইয়াছে খালদী খান তুকবাই। জালেসর বা জালেশ্বর সরকার মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। জালেশ্বর যাহাকে বর্তমানে বলা হয় জেল্লাসোর উড়িষ্যার বালাসোর জেলার উত্তরাংশের একটি থানা। খালদী খানের ব্যাপারে বদাওনীও নিযামুদ্দীন আহমদের সহিত একমত যে মুযাফফর খান তাহাকে বেত্রদণ্ডের আদেশ দান করিয়াছিলেন। আকবরনামাতে বলা হইয়াছে যে তাহাকে অপমান করা হয়; আর আকবরনামায় মিঃ বিভারিজের অনুবাদের এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, "ইকবালনামাতে আছে যে মুযাফফরের জামাতা এম. নজাত তাহাকে অপমান করেন এবং তাহার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।"

৩. এই পুস্তকে এবং বদাওনীতে যে রৌশন বেগকে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের ভৃত্য বলা হইয়াছে তাহা সঠিক বুঝা যাইতেছে না। আকবরনামা অনুযায়ী তিনি ছিলেন খালসা ভূমির একজন রাজস্ব আদায়কারী। তিনি তহবিল তশরুফ করেন এবং কাবুলে পলায়ন করেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্ররোচনায় তিনি ঐ স্থান হইতে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করিতে এবং বদপরামর্শ দানে লিপ্ত হন।

৪. ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে এই স্থানে লিখিয়াছেন "একত্রে কম্পিত হন" আর বদাওনীর অনুবাদক এই অংশ অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন "তাহাদের নিজের নিরাপত্তার জন্য কম্পিত হইয়া উঠিলেন।" সম্ভবতঃ শাস্তির আকস্মিকতা এবং ভয়াবহতার ফলে উপস্থিত লোকেরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সম্বন্ধে আবুল ফযল বলেন যে "তিনি সময়ের গতি প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই এবং ভাবিয়াছিলেন যে বিদ্রোহের শুরুতেই তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া তিনি সকলকে বাধ্য করিতে সক্ষম হইবেন।"

www.alimaanfoundation.com

করিলেন। ব্যাপার এই পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিল যে তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইল এবং তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া[১] এবং তাহাদের পাগড়ী[২] বাঁধিয়া লইয়া তাহাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা নদী অতিক্রম করিয়া গেল এবং গৌড় শহরে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। ইহা প্রাচীন কালে লক্ষণাবতী নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। আর সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বিভিন্ন স্থানে মুযাফফর খানের যে সম্পত্তি পারিল তাহাই লুট করিতে লাগিল।

মুযাফফর খান নৌকা সংগ্রহ করিলেন এবং একদল সৈন্যসহ[৩] হাকিম আবুল ফতেহ এবং পত্তর দাসকে প্রেরণ করিলেন; আর তাহাদিগকে নদীতীরে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কাকশালগণের[৪] আনুগত্যের পথ বিচ্যুত হইবার সংবাদ যখন মহান খলিফা-ই-ইলাহীর নিকট পৌঁছিল, তখন মুযাফফর খানের নিকট এক বিশ্ব মান্য ফরমান জারি করা হইল যে কাকশালেগণ সম্রাটের অতি পুরাতন ভৃত্য। তাহাদের মনোঃকষ্ট দেওয়া উচিত হয় নাই। ইহা ন্যায়সঙ্গত হইবে যে তাহাদিগকে

---

১. বদাওনীর অনুবাদক এই স্থানে লিখিয়াছেন, "মাথা চুলকাইয়া"। সম্ভবতঃ ইহা শুদ্ধ নহে। শোকের চিহ্নরূপে তাঁহারা মাথা কামাইয়া ফেলেন, ইহাই বোধহয় ঠিক হইবে।

২. এই শব্দটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে ইহাকে "উচ্চ টুপি" লিখিয়াছেন। বদাওনীর অনুবাদক লিখিয়াছেন "মুখল শিরস্ত্রাণ" সম্ভবতঃ ইহা পাগড়ী হইবে।

৩. এই সম্বন্ধে বদাওনী বলেন যে হাকিম আবুল ফতেহ এবং পত্তর দাসকে তাহাদের নিজের নিজের সৈন্যসহ প্রেরণ করা হয়; তিনি আরও বলেন যে ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে আবুল ফতেহ, যিনি যোদ্ধার চেয়ে স্ফূর্তিবাজ সঙ্গী মাত্র ছিলেন। আর পত্তর দাস, যিনি ছিলেন একজন হিন্দু কেরানী, কি বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে।

৪. ইহার পর যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, বদাওনীও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু কতিপয় বিষয়ে এই বিবরণের সঙ্গে আকবরনামার বিবরণের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। আকবরনামা অনুযায়ী এই পুস্তকে বর্ণিত মাত্র দুইজনের স্থলে, আরও বহু লোকের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিদ্রোহীগণ অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রেরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু তাহারা এইরূপ করিবার পূর্বেই মুযাফফর খানকে তিরস্কার করিয়া এবং বিদ্রোহীগণকে ক্ষমা প্রদর্শনের আশ্বাস দিয়া এক ফরমান আসিয়া পৌঁছে। শেষোক্তগণ তখন জানায় যে তাহাদের ব্যাপারসমূহ অনুকূল বিবেচনা লাভ করিবার আশ্বাস দিবার জন্য যেন কতিপয় অফিসার তাহাদের নিকট প্রেরণ করা হয়। তদনুযায়ী রযভী খান, রায় পত্তর দাস, সৈয়দ আবু ইসহাক এবং মীর আহমদ মুন্সিকে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর নারায়ণ দাস খেলট নামে এক ব্যক্তি এবং পত্তর দাসের কতিপয় রাজপুত ভাবিল যে বিদ্রোহীদের সকলকে হত্যা করিয়া ফেলা সম্ভব। পত্তর দাস ইহা রযভী খানকে জানাইলেন। আর শেষোক্ত ব্যক্তি শয়তানী করিয়া বিদ্রোহীগণকে ইহার ইঙ্গিত দিল। ইহার ফলে রযভী খান এবং সৈয়দ আবু ইসহাককে আশ্রয় দেওয়া হয়, আর ঐ অজ্ঞান আবরণ উন্মোচনকারীকে কারারুদ্ধ করা হয়।

www.alimaanfoundation.com

রাজকীয় অনুগ্রহ এবং উৎসাহ দ্বারা আশান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে ; আর তাহাদের জায়গীর সম্বন্ধেও সুব্যবস্থা করিতে হইবে। মুযাফফর খান যখন ক্যকশালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত ছিলেন তখন এই ফরমান আসিয়া পৌঁছিল। ইহার আগমনের ফলে বাবা খান এবং সকল বিদ্রোহী বাহ্যতঃ তাহাদের আনুগত্য ফিরিয়া আসিল ; আর মুযাফ-খানের নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করিয়া রযভী খান এবং পত্তর দাসকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিতে বলিল যাহাতে তাহারা চুক্তি এবং শর্ত নির্ধারণ করিয়া তাহাদের মনকে নিশ্চিত করিতে সক্ষম হয়। মুযাফফর খান রযভী খান এবং মীর রফিউদ্দী-নের পুত্র মীর আবুল ইসহাক এবং পত্তর দাসকে প্রেরণ করিলেন ; আর বাবা খান তিনজনের সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন এবং অধিকতর উদ্যম সহকারে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নিয়তির বিধান অনুযায়ী, বিহার প্রদেশের মুতসদ্দিগণ (ভারপ্রাপ্ত লোকগণ) মুল্লা তৈয়ব[১] এবং পুরুষোত্তম বক্‌শী, অন্যায়ভাবে মুহম্মদ কাবুলী, আরব বাহাদুর এবং বিহারের সকল আমীরের জায়গীর বদলাইয়া দিলেন এবং তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলেন। মাসুম কাবুলী, যিনি বিদ্রোহ করিবার পর 'আসি' উপাধি লাভ করেন, আরব বাহাদুর এবং সৈয়দ বদাখশানীর সহিত যোগাযোগ করিয়া বেঈমানী করিবার সংকল্প করিলেন এবং মুল্লা তৈয়ব এবং পুরুষোত্তমকে হত্যার চেষ্টা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহাদের পরিবারবর্গ এবং বাসস্থান লুণ্ঠন করা হইল। ইহার কয়েকদিন পর পুরুষোত্তম দরবারে কতিপয় অনুচরকে সংগ্রহ করিলেন এবং চৌসায়[২] নদী অতিক্রম

১. বিহারের ঘটনাসমূহের যে বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে, এই সম্বন্ধেও বদাওনীর বিবরণও অনুরূপ, তবে তিনি বিহারের অফিসারগণকে আরও কঠোরভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তাহার মতে, মাসুম খান এবং অন্যান্য আমীরগণকে তাহারা বিদ্রোহ করিতে বাধ্য করে। আবুল ফযলও তাহাদের দোষারোপ করিয়াছেন, তবে তিনি ইহাও বলেন যে যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছে তাহাদের "আনুগত্যের কোন গৌরব ছিল না" "লাভ ও ক্ষতির মধ্যে কোন প্রভেদ করিও না, "কোন 'ন্যায়পরায়ণ যুক্তি" "বুদ্ধিমত্তার পরিচ্ছন্নতা" আর ""কোন মহান সাহস" ছিল না। তাহার মতে মাসুম খানের জায়গীর ছিল পাটনা, আর আরব বাহাদুর ছিল যশরাযের জায়গীরদার, সৈয়দ বদাখশানীর জায়গীর কোথায় ছিল তাহার উল্লেখ করা হয় নাই।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি দেওয়া আছে জৌসা ; বদাওনীও এই নাম দিয়াছেন। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে ইহাকে লিখিয়াছেন জৌসা নদী আর বদাওনীর ইংরাজী অনুবাদে দেওয়া আছে জোসা নদী। আকবরনামাতে নদীটির নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তবে বলা হইয়াছে যে পুরুষোত্তম মাসুম খানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মাযীপুর গমন করেন ; আর পরে চৌসা ফেরীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

করিলেন এবং অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাগণকে (হারাম খুরান) আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ আরব পুর্বেই তাহার মতলব কাজে লাগাইয়া এবং তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে হত্যা[১] করিল।

আসি কাবুলীর বিদ্রোহের সংবাদ যখন কাকশালগণের নিকট পৌঁছিল, তখন উভয় পক্ষে যোগাযোগ স্থাপন করা হইল; আর যে সময় কাকশালগণ মুযাফফর খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, আসি তাহাদের সাহায্যে গমনের জন্য যাত্রা করেন এবং গড়হী আসিয়া পৌঁছেন। আসিকে গড়হী অতিক্রম বাধা দান করিবার জন্য মুজাফফর খান একদল সৈন্যসহ খাজা শামসুদ্দীন মুহম্মদ খাওয়াফীকে[২] গড়হী গিরি সংকটে প্রেরণ করেন। যেহেতু আসির অনুগামীদের সংখ্যা অধিক ছিল, তিনি বলপূর্বক গড়হী অতিক্রম করিয়া যান, এবং খাজা শামসুদ্দীন মুহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি কাকশালদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং বিদ্রোহ জোরদার হয়। তাহারা নদী অতিক্রম করিলেন এবং মুযাফফর খানকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। উযির জামিল[৩] যিনি দরবারের চাকুরীতে নিযুক্ত একজন পুরাতন আমীর ছিলেন খান মুহম্মদ বিহ্‌বুদি এবং অন্যান্যদের সহিত একযোগে মুযাফফর খানের নিকট হইতে আলাদা হইয়া গেলেন এবং শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। মুযাফফর খান নিজেকে তাণ্ডা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন ইহাতে শুধু চারিটি দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বিদ্রোহীগণ তাণ্ডা শহর অধিকার করিয়া লইল, এবং হাকিম আবুল ফতেহ এবং খাজা শামসুদ্দীন এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের অধিকাংশ বন্দী করিল আর শহর লুণ্ঠন এবং বিধ্বস্ত করিল। হাকিম আবুল ফতেহ এবং খাজা শামসুদ্দীন এবং রায় পত্তর দাস কিন্তু কলা-কৌশল করিয়া বিদ্রোহীগণ দ্বারা কারারুদ্ধ অবস্থা হইতে রক্ষা পাইলেন এবং পদব্রজে পলায়ন করিলেন

---

১. আকবরনামাতে তাহার হত্যার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। তিনি যখন গঙ্গাতীরে ঈশ্বরের স্নান ও পূজা করিতেছিলেন সেই সময় তাহাকে হত্যা করা হয়। আকবরনামায় আরও দেখা যায় যে তাহার সঙ্গে মাসুম কাবুলীর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু শেষোক্ত জন চতুরতা ও শঠতা সহকারে অগ্রসর হয় এবং তাহাকে অপসারণ করে।

২. নামের এই অংশটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে যেমন, খওয়াফী, খাফি, এবং খানি। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে লিখিয়াছেন খাফী। বদাওনী লিখিয়াছেন খওয়াফী। বদাওনীর অনুবাদক এক ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে "খওয়াফ খোরাসানের একটি জেলা ও শহর।" আকবর-নামাতে ইহার নাম লিখা হইয়াছে খাজা শামসুদ্দীন।

৩. এই ঘটনাসমূহের বিবরণের সঙ্গে বদাওনীর বিবরণের মিল আছে। বদাওনী উযির জামিলের নাম লিখিয়াছেন উযির খান জামিল বেগ। তাহার মতে মুযাফফর খান নিজেকে তাণ্ডা দুর্গে আবদ্ধ করিলে পর উযির জামিল এবং খান মুহম্মদ খান ফিরঙ্গি বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেন।

www.alimaanfoundation.com

এবং জমিদারগণের সাহায্যে হাজীপুরে পৌঁছিলেন। অতঃপর বিদ্রোহীগণ যখন তাণ্ডা দুর্গ অধিকার করিল, তখন তাহারা এক অঙ্গীকার করিয়া মুযাফফর খানকে তাহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিল এবং তাহাকে হত্যা করিল। তাহার সমস্ত সম্পত্তি এবং জিনিসপত্র তাহাদের হস্তগত হইল আর এইগুলি তাহাদের শক্তি বৃদ্ধির উৎস হইল ; আর বাংলা এবং বিহার প্রদেশদ্বয়ের সম্পূর্ণটাই তাহাদের দখলে আসিল ; আর ঐ অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাগণের চতুর্দিকে প্রায় ত্রিশ সহস্র[১] অশ্বারোহী সৈন্য জড়ো হইল। মহান খলিফা-ই-ইলাহী ইহার পূর্বেই শরফুদ্দীন হুসেন মির্যাকে[২] কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাকে বাংলাদেশে মুযাফফর খানের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন. বিদ্রোহীগণ তাহাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া আনিল এবং তাহাকে তাহাদের নেতা করিল, আর এক মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হইল।

এইসব ঘটনার সংবাদ যখন সম্রাটের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি বিহার এবং বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য রাজা তোডরমল এবং মুহম্মদ সাদিক খান এবং তরসুন মুহম্মদ খান এবং শেখ ফরিদ বুখারী এবং উলুঘ খান হাবসী[৩] এবং তাহির খানের পুত্রদ্বয় বাকির ও তৈয়ইব, এবং তাইমুর বদাখশানী এবং অন্যান্য আমীরগণকে প্রেরণ করিলেন। মুহিব আলী খান এবং জৌনপুরের গভর্ণর মাসুম খান ফরনখুদী এবং সমানজী খান এবং ঐ অঞ্চলের অন্যান্য জায়গীরদারগণের নিকট ফরমান জারি করিয়া তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইল যে তাহারা রাজা তোডরমলের সহিত একযোগে বিকারগ্রস্ত নিয়তির লোকদের বিনাশের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। বিজয়ী বাহিনী পথিমধ্যে থাকিতেই শাহাম খান জলাইর সৈয়দ বদাখশানীর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে লিপ্ত

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ত্রিশ বা চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী, কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী। বদাওনী লিখিয়াছেন, "অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী।"

২. বদাওনীর বিবরণ এই গ্রন্থের বিবরণের অনুরূপ। আকবরনামার বিবরণে কিন্তু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। আকবরনামা বলে যে বিদ্রোহীগণ মির্যা হাকিমের (অর্থাৎ মির্যা মুহম্মদ হাকিম) নামে খোৎবা পাঠ করিতে চাহিয়াছিল, অথবা পাঠ করাইয়াছিল ; আর তাহারা পরস্পরকে গাল ভরা উপাধি দান করিল (খান দৌরান, খান খানান, খান জাহান, খান যমান ইত্যাদি) ; কিন্তু যে তাঁবুতে তাহারা খোৎবা পাঠ করাইতে চাহিয়াছিল, এক ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ইহা আরও বলে যে যদিও বাহ্যতঃ মির্যা শরফুদ্দীন হুসেন তাহাদের নেতা ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাসুম কাবুলী এবং বাবা খানই ছিলেন তাহাদের নেতা।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে উলুঘ খান, আর একটিতে দেওয়া হইয়াছে আলফ খান। একটি পাণ্ডুলিপিতে বাকির এবং তৈয়ইব এই উভয় নামের পরেই 'খান' যোগ করা আছে, কিন্তু অন্যান্যগুলিতে নাই।

www.alimaanfoundation.com

হইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন। রাজা তোডরমল এবং খ্যাতনামা আমীরগণ যখন জৌনপুরে পৌঁছিলেন, মুহম্মদ মাসুম বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন ; আর সিংহাসনের শুভাকাঙ্ক্ষীগণের সম্মুখে তিনি সহস্র অস্ত্রশস্ত্রে এবং সাজসজ্জায় সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত করিলেন। কিন্তু তাহার চৈতন্যের নীচতা হইতে তাহার আড়ম্বর এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তাহার মস্তিকবিকৃতি ঘটিয়াছিল। তিনি এমন সব কাজ করিলেন যাহাতে আনুগত হীনতার লক্ষণ দেখা গেল আর তাহার মুখ হইতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যেসব কথা নিঃসৃত হইল তাহা হইতে তাহার নিমকহারামীর পরিচয় পাওয়া গেল।

কবিতা

বিশুদ্ধ যথা অপরিচ্ছন্ন মনে যাহাই থাকে
তাহার কথায়ই তাহার মনের পরিচয় মিলিবে
কোন মৃতদেহ যখন কোন সংকীর্ণ স্রোতস্বিনীর মুখে পড়ে
প্রবহমান স্রোত তাহা হইতে এক প্রকারের রং গ্রহণ করে।

রাজা তোডরমল একজন অভিজ্ঞ লোক হইবার ফলে এবং সকল ব্যাপার তাহার নখদর্পণে থাকিবার ফলে ব্যাপারটা অতি সহজভাবে কাটাইয়া গেলেন এবং তাহাকে আশ্বাস দিতে এবং উৎসাহ দিতে চেষ্টা করিলেন। বিজয়ী সেনাবাহিনী যখন মুঙ্গির শহরে আগমন করিল তখন আসি কাবুলী এবং কাকশালগণ এবং মির্যা শরফুদ্দীন হুসেন তাহাদের প্রতিরোধ করিতে ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং পাঁচশত হস্তী এবং বহু যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত নৌকা এবং সুসন্নিবেশিত গোলন্দাজ বাহিনীসহ তাহাদের প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। যেহেতু রাজা তোডরমলের[১] তাহার সৈন্যদের

১. এই অংশে পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। বদাওনীর পুস্তকেও এই অংশে কিছু ভিন্ন রূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে এই অংশটির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন : "রাজা তোডরমলের শত্রুবাহিনীর ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে সমঝোতা থাকা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, আর তিনি যুদ্ধ করা সুবিবেচনার কাজ হইবে না মনে করিয়া" কিন্তু এইরূপ পাঠ যুক্তিযুক্ত নয়। শত্রুদের মধ্যে সমঝোতা সম্বন্ধে রাজা তোডরমলের সন্দেহ থাকিলে তিনি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সুবিবেচনার কাজ হইবে না বলিয়া কেন মনে করিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। অপর দিকে রাজা তোডরমলের, মাসুম খান ফররখুদির আনুগত্যে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কারণ আকবরনামা অনুযায়ী শেষোক্ত ব্যক্তি রাজাকে হত্যা করিবার মতলব আঁটিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজা এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আঁচ পাইয়া যান এবং তাহা বানচাল করিয়া দিতে সক্ষম হন।

www.alimaanfoundation.com

প্রতি তেমন আস্থা ছিল না। তাই তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না এবং নিজেকে মুঙ্গের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি পুরাতন দুর্গটির চতুর্দিক দিয়া একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন। প্রতিদিন উভয় পক্ষের সাহসী যোদ্ধাগণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে[১], অবতীর্ণ হইতে লাগিল। যখন এই সংবাদ সম্রাটের গোচরে আনা হইল[২] তখন তিনি ডাক চৌকিযোগে সেনাবাহিনীর খরচ নির্বাহের সাহায্যের জন্য এক লক্ষ টাকাসহ জয়নুদ্দীন কম্বুকে প্রেরণ করিলেন এবং কয়েকদিন পর অনুরূপ পরিমাণ অর্থ দরিয়া খান আবদারের মারফতে এবং দ্বিতীয় বার সরমঙ্গির হস্তে এবং আর একবার সুহাইলের হস্তে প্রেরণ করিলেন, ফলে পুনঃপুনঃ তিনি বহু অর্থ প্রেরণ করেন।

অবরোধের সময় হুমায়ুন কুলি ফরমুলি তারখান দেওয়ানা[৩] বিজয়ী বাহিনী হইতে আলাদা হইয়া গেল এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিল। চারি মাস কাল ধরিয়া রাজকীয় বাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। ঐ অঞ্চলের কতিপয় জমিদার সম্রাটের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের ফলে শত্রু বাহিনীর জন্য শস্য আনিবার সময় রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখিল ঐ। সময় তাহাদের মধ্যে চরম অভাব দেখা দিয়াছিল। আর তাণ্ডাতে অবস্থানরত বাবা কাকশাল অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মরণের মুখে আসিয়া পড়িলেন। বাবা কাকশালের কঠিন অসুখের সংবাদ পাইয়া মজনুন কাকশালের পুত্র জখবারী, যিনি বিপথগামীদের সর্বাপেক্ষা শক্ত খুঁটি ছিল, তাণ্ডা গমনের সংকল্প করিলেন। আমি রাজকীয় বাহিনীকে প্রতিহত করিতে না পারিয়া বিহার অভিমুখে চলিয়া যান।[৪]

আরব বাহাদুর অবিরাম পথ চলিয়া পাটনা শহর অধিকার করিবার জন্য এবং ঐ স্থানের কোষাগার হস্তগত করিবার জন্য ঐ দিকে অগ্রসর হন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে নিম্নরূপ পংক্তিটি যুক্ত করা আছে "আর ইহা প্রায় দুই মাস ধরিয়া চলিতে থাকে এবং উভয় পক্ষের লোকই নিহত হইতে থাকে।" কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই পংক্তিটি নাই।

২. বদাওনী বলেন, "সেনাবাহিনীতে দারুণ অভাব দেখা দেয়" আর এই কারণেই সম্রাট অর্থ প্রেরণ করেন। আবুল ফযল এই অর্থ প্রেরণ শুধু প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গের বিবরণের একেবারে শেষ দিকে। বদাওনী এইগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তবে তিনি সুহাইল-এর মাধ্যমে প্রেরিত অর্থের উল্লেখ করেন নাই; তবে তিনি অন্য একটির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা "শেঠ ভগবান দাসের পুত্রের" মাধ্যমে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

৩. এই দুই জনের সঙ্গে আবুল ফযল শাহ দেওয়ানার নামও যোগ করিয়াছেন।

৪. আকবরনামা কিন্তু বলে যে, "অবরুদ্ধগণের (মুঙ্গের দুর্গে) খাদ্য যেহেতু জল ও স্থল পথে আসিত, মির্যা শরফুদ্দীন হুসেন এবং মাসুম খান পাটনা হইয়া গমন করিলেন এবং স্থলপথটি দখল করিলেন।"

www.alimaanfoundation.com

সম্রাটের খাস৷ খাইল বহার খান[১] নিজেকে পাটনায় আবদ্ধ করেন এবং শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার মানসে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। রাজা তোডরমল এবং অন্যান্য অনুগত নেতাগণ মাসুম খান ফরণখুদি এবং অন্যান্য সৈন্যগণকে পাটনার দুর্গরক্ষী সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা আগমন করিলে আরব অবরোধ উত্তোলন করেন এবং ঐ দেশের একজন প্রধান জমিদার গজপতির অভিমুখে গমন করেন। রাজা এবং সাদিক খান এবং মুহিব আলী খান এবং তরসুন মুহম্মদ খান এবং অন্যান্য আমীরগণ এইক্ষণে আসিকে আক্রমণ করিবার জন্য বিহার অভিমুখে গমন করেন। শেষোক্ত জন সাদিক খানের শিবিরের উপর এক অতর্কিত নৈশ আক্রমণ করেন, আর সাদিক খানের দক্ষতার ফলেই ঐ রাত্রিতে মাহ্ বেগ[২] এবং উলুঘ খান হাবসী গেরাওয়াল (অগ্রবর্তী রক্ষীদল) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শত্রুগণ তাহাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। মাহ্ বেগ নিহত হয় আর উলুঘ খান পলায়ন করে। অতঃপর সাদিক খানের সহিত এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং সম্রাটের সৌভাগ্য রাজকীয় বাহিনীকে শক্তিশালী করে আর আসির সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হয়। তিনি অত্যন্ত দূরবস্থার মধ্যে বাংলাদেশে গমন করেন আর গড়হী পর্যন্ত দেশটি মহান সম্রাটের ভৃত্যগণের হস্তগত হয়।[৩]

আর এই সময়ের এক অদ্ভুত ঘটনা হইল এই যে মালবের গভর্ণর শুজা'ত খানকে তলব করিয়া একটি ফরমান জয় তওয়াচী বাশির[৪] হস্তে প্রেরণ করা হয়; আর

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামটি বহার খান দেওয়া হইয়াছে। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে নামটি বিহার খান লিখিয়াছেন। বদাওনীর ফারসী গ্রন্থে আছে বহার খান কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে লেখা হইয়াছে পহার খান। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে বাহাদুর খান, আকবরনামাতেও তাহার নাম বাহাদুর খান দেওয়া আছে। আকবরনামাতে এই স্থানে আরও আছে যে "আরব বাহাদুর লুটতরাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন আর তিনি চৌধুরী বিষনার, যিনি কোষাগার নিয়া আসিতেছিলেন, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পাটনা আগমন করেন এবং তৎপর দুর্গটি অবরোধ করেন।"

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে খান বেগ, আর অন্যটিতে দেওয়া আছে মাহ বেগ, আর একটিতে দেওয়া আছে জান বেগ, ইলিয়ট তবাকাতের অনুবাদে জান বেগ লিখিয়াছেন, বদাওনী লিখিয়াছেন তারমা বেগ। আকবরনামাতে আছে মাহ বেগ।

৩. এই পংক্তিতে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ইলিয়ট তবাকাতের অনুবাদে এই পংক্তিটি এইরূপ লিখিয়াছেন, "এইক্ষণে গড়হী রাজকীয় বাহিনীর হস্তগত হইল।" বদাওনী লিখিয়াছেন, "যে ঐ সুবাটি (অর্থাৎ বিহার) গড়হী পর্যন্ত রাজকীয় বাহিনীর দখলে আসিল।" আকবরনামা বলে "দুষ্কার্যকারীগণ...অকৃতকার্য হইয়া দ্রুত বাংলাদেশে চলিয়া গেল, যদিও কতিপয় লোকের মন্দ অভিপ্রায়ের ফলে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইল না অথবা বাংলাদেশেও কোন অভিযান প্রেরণ করা হইল না ** কিন্তু বিহার প্রদেশটি সুশৃঙ্খল করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল।"

৪. এই দূতের নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পার্থক্য দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে তওয়াচী

www.alimaanfoundation.com

শুজাত খান তাহার পুত্র কাইম খানসহ বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে আগমনের উদ্দেশ্যে সারঙ্গপুর হইতে যাত্রা করেন। তাহার ভৃত্যগণের মাথায় বিদ্রোহের বাসনা জাগে[১] এবং তাহারা তাহাকে এবং তাহার পুত্রকে হত্যা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পলায়ন করে। এই সংবাদ যখন সম্রাটের নিকট জানানো হয় তখন তিনি শরীফ খান আতকাকে মালবের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং শুজাত খানের শিশু পুত্র ও অন্যান্যদের ডাকিয়া পাঠান।

যেহেতু বাংলাদেশের বিশৃঙ্খলা (মুহিম-ই-বঙ্গালা) বহু দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, খান আযম, যিনি বহুকাল ধরিয়া আগ্রাতে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন আর যাহার উপর নজর রাখা এবং যাহাকে পাহারা দেওয়া হইতেছিল[২], রাজকীয় অনুগ্রহের গ্রহীতা হইলেন এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীসহ তাহাকে বিহারের গভর্ণর করিয়া প্রেরণ করা হইল। অধিকতর সাবধানতার জন্য শাহবায খান কম্বুকে যিনি রাণা কিকাকে দমন করিবার কাজে লিপ্ত ছিলেন আর এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন যে তিনি অচিরেই রাণাকে ঐ দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইবেন, ডাকিয়া পাঠান হইল আর তাহাকে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। শাহবায খান যখন হাজীপুরের সীমান্তের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে আরব বাহাদুর রাজা গজপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং একমাস ধরিয়া তাহার

বাসি এবং জহি তওয়াচী বাশি ; আর আকবরনামাতে আছে ওয়াজহি যশওয়াল, কিন্তু এক ব্যাখ্যায় দেওয়া আছে যে এক স্থানে নামটি তওয়াচী বাশী দেওয়া আছে। আর সম্ভবতঃ ইহাই সঠিক।

১. এই বিদ্রোহের কারণ তেমন স্পষ্ট নয়। আকবরনামাতে ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকা এবং কি ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ দেওয়া আছে। ইহাতে আছে যে এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল ভৃত্যদের বদস্বভাব আর কঠোরতা এবং অযোগ্যতা ; এইরূপে এই বিদ্রোহের জন্য উভয় পক্ষকেই দোষারোপ করা হয়। বদাওনী তৎকালীন হাওয়ার প্রতি উগ্র হইয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, "তাহাদের পরিচালকগণ, বদস্বভাব, মন্দ কাজকর্ম এবং বিশ্বাসহীনতা এবং অযোগ্যতার যাহা আমাদের কালে নেতাদের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ফলে তাহাকে এবং তাহার পুত্র উভয়কে হত্যা করে।" তাহার ফলে এই বিদ্রোহের জন্য শুজাত খানই দায়ী।

২. "আর যাহার উপর নজর রাখা এবং যাহাকে পাহারা দেওয়া হইতেছিল।" এই অংশটি শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, অন্যান্যগুলিতে নাই। তবে বদাওনী বলেন, "যিনি বহু দিন যাবৎ নজরবন্দী অবস্থায় আছেন"। আবুল ফজল নজরবন্দী অবস্থা সম্বন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই, তিনি বলেন যে—"যখন মহান সম্রাট হারেমের বিশ্বাসীদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে কোকলতাশ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন" ইত্যাদি।

www.alimaanfoundation.com

সহিত যুদ্ধে লিপ্ত রহিলেন। আর জঙ্গল কাটিয়া ফেলিয়া, এক শক্ত আঘাতে (বজারব-ইরাসত) আরবকে বিতাড়িত করিলেন এবং রাজা গজপতিকে উচ্ছেদ করিলেন।

এই[১] সময়ে ঘটনাক্রমে মহান খলিফা-ই-ইলাহী শরীফ খান আতকার গৃহে[২] গমন করিলেন এবং এইরূপ তাহাকে প্রচুর মর্যাদা দান করিলেন। শরীফ খান এক রাজসিক ভোজের ব্যবস্থা করিলেন আর তাহার প্রাসাদ বহু সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়া সুসজ্জিত করিলেন, সেগুলি মর্যাদায় ভেদরূপে সম্রাটের পায়ে স্থাপন করা হইবে। সম্রাট দিনের শেষ পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন এবং যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এবং অন্যান্য নানা রকম আমোদ-প্রমোদে দিনটি অতিবাহিত করিলেন। শরীফ খান আতকা তাহাকে নয়টি হস্তী এবং সাতাশটি ইরাকী এবং আরবী অশ্ব এবং নানা প্রকার বস্ত্র উপহার দিলেন।

যেহেতু প্রতি বছর একজন বিশ্বাসী লোককে মীর হাজী রূপে হিজাযে প্রেরণ করা হইত, এই বছরও হাকিমুল-মুলক জিলানীকে[৩] এই পদে নিযুক্ত করা হইল আর যেমন প্রতি বছর করা হইয়া থাকে এই বছর এবং মহান উদারতা প্রদর্শন করা হইল যে তাহার নিকট সাম্রাজ্যের কোষাগার হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে যাহাতে তিনি কাযী হাসান মালকী, শেখ-উল-ইসলামের জ্ঞাতসারে তাহা পবিত্র মক্কার দরিদ্রগণকে দান করেন, আর তিনি হাকিমুল-মুলকের সঙ্গে মক্কার সম্ভ্রান্ত অধিবাসী-গণের জন্য হিন্দুস্তানের বস্ত্র এবং সুন্দর সুন্দর কাপড় প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে[৪] রাজা তোডরমলের নিকট হইতে এক আবেদন আসিল যে খাজা শাহ মনসুর কঠোর বাধা প্রয়োগ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন, যাহাতে তিনি মুহম্মদ

---

১. এ প্যারা এবং ইহার পরবর্তী তিনটি প্যারা একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নাই।

২. সম্রাটের শরীফ খান আতকার গৃহে গমনের ঘটনাটি একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নাই কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে। এইগুলি আছে যে এই গমন ঘটনাক্রমে হইয়াছিল। কিন্তু বদাওনী হইতে জানা যায় যে শরীফ খান আতকার মালবের গভর্ণর নিযুক্তির ফলেই সম্রাট তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

৩. বদাওনী বলেন যে তাহাকে এমন একজন রূপে নির্বাচন করা হয় যে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের ব্যাপারে সম্রাটের সহিত একমত নন। তিনি আরও বলেন যে তাহার নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় মক্কার উপযুক্ত শরীফ এবং দরিদ্রগণের মধ্যে বিলি করিবার জন্য। আর তিনি তাহার জীবনের শেষ পর্যন্ত মক্কাতেই থাকিয়া যান। আকবরনামা অনুযায়ী তাহাকে এক প্রকার নির্বাসনই দেওয়া হইল। প্রথমে তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে আকবরের প্রাধান্য স্বীকার করিবার দলিলে স্বাক্ষর করিয়া-ছিলেন, কিন্তু পরে ইহার বিরোধিতা করেন।

৪. এই অংশে দেওয়ান শাহ মনসুরের সাময়িক পতনের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বদাওনী এবং আকবরনামাতে প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ। সরকারী রাজস্ব আদায়ে তিনি অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

মাসুম ফরণখুদিকে জানাইয়াছেন যে তাহার নিকট প্রচুর পরিমাণ টাকা পাওনা আছে। রাজা উল্লেখ করিলেন যে তিনি এই লোকটিকে নানারূপ কৌশল প্রয়োগ করিয়া এবং আপোষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া হাতে রাখিয়াছেন। তিনি আরও উল্লেখ করিলেন যে খাজা শাহ মনসুর তরসুন মুহম্মদ খানের, যিনি একজন প্রধান আমীর ছিলেন, আর যাহার নামে সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব ছিল, নিকটও পত্র লিখিয়াছেন; আর যে সময় আশ্বাস এবং উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন, সে সবের পরিবর্তে ভয় দেখাইয়াছেন। যেহেতু বহুবিধ ব্যাপারে তাহার কঠোরতার বিষয় পুনঃ পুনঃ সম্রাটের নজরে আনা হইয়াছিল, ফলে শেষোক্ত জন তাহাকে কয়েকদিনের জন্য তাহার পদ হইতে বঞ্চিত করা হইল এবং তাহাকে শাহ কুলি খানের নিকট সমর্পণ করা হইল; আর এক নির্দেশ জারি করা হইল যে উযির খান সাম্রাজ্যের দেওয়ান (দেওয়ান-ই কুল) হইবেন; আর কুতবুদ্দীন বাগদাদীর পুত্র কাযী আলীর সহযোগিতায় সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

আর এই সময়েই এমন একটা লোককে আনয়ন করা হইল যে এক অদ্ভুত সৃষ্ট জীব। সে কোন কান বা কানের ছিদ্র ছাড়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রত্যেকটি কথা এমন সুস্পষ্ট শুনিতে পায় যেন তাহার কান আছে। তাহাকে যখন সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করা হয়, তখন তাহাকে দেখিয়া সম্রাট অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন এবং তাহার জন্য দৈনিক ভাতা বরাদ্দ করেন।

সম্রাট তাহার ভক্তির ফলে, প্রতি বৎসর অতি পবিত্র খাজা মুইনুদ্দীনের (আল্লাহ যেন তাহার আত্মাকে পবিত্র করেন) আলোকপ্রাপ্ত কবরে জিয়ারত করিতে গমন করিতেন, আর তাহার এই পরোপকারী সিদ্ধান্ত এবং ধর্মীয় কাজের জন্য আল্লাহর ভৃত্যগণের প্রচুর সুবিধা হইত। এই বৎসর নানাবিধ বাধা বিপত্তির জন্য মহান পতাকাসমূহের পক্ষে ঐ স্থানের অভিমুখে গমন সম্ভবপর হইল না। ফলে শাহযাদা দানিয়েলকে, তাহার কতিপয় অন্তরঙ্গ লোকসহ[১], যেমন, শেখ জামাল[২] এবং তাহার শিক্ষক

---

১. 'তাহার কতিপয় অন্তরঙ্গ লোক সহ'—এই অংশটি শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, অন্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা দেওয়া নাই। বদাওনী শাহযাদাকে আজমীর প্রেরণের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোন মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু আবুল ফযল আকবরের আজমীরে গমন না করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মি: বিভারিজ ইহাকে নিম্নরূপ সংক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন: ধর্মীয় সাধনা দুই প্রকারের হয়। একটি হইল সৎ কাজ, আর অপরটি হইল আনুষ্ঠানিক, যেমন দরগাহ জিয়ারতে গমন করা এবং অনুরূপ কার্যাবলী। যেহেতু আকবর একজন নৃপতি তিনি উভয়টিই পালন করেন, কিন্তু যেহেতু এই সময় আধ্যাত্মিক ধর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, আর যেহেতু তাহার বিশেষ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিতে হইতেছে, তিনি স্বয়ং আজমীর গমন হইতে বিরত রহিয়াছেন।"

২. তার পূর্ণ নাম ছিল শেখ জামাল বখতিয়ার।

www.alimaanfoundation.com

শেখ ফৈযী এবং বহু সংখ্যক অনুচরসহ তথায় প্রেরণ করা হইল, আর ঐ দেশের ফকির-গণের ভরণ-পোষণের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইল। ভাগ্যবান শাহযাদা জিয়ারত সমাপণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই সময় বর্ষাকালের জন্য রাজা তোডরমল এবং তরসুন মুহম্মদ খান এবং মুহম্মদ সাদিক খান এবং অন্যান্য বাদশাহী আমীরগণ হাজীপুরে অবস্থান করিলেন। মাসুম ফরণখুদি, আমীরগণের কোন অনুমতি ছাড়াই[১] তাহার জায়গীর জৌনপুরে গমন করিলেন আর ঐ স্থানে বিদ্রোহ এবং নিমকহারামীর লক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী ফরাসখানার (অর্থাৎ তাঁবু ইত্যাদির গুদাম ঘর) তত্ত্বাবধায়ক পেশরৌ খানকে[২] প্রেরণ করিয়া তাহাকে সম্রাটের অনুগ্রহের আশ্বাস দান করিলেন এবং অযোধ্যা অঞ্চলটি তাহাকে প্রদান করিলেন আর জৌনপুর তরসুন মুহম্মদ খানকে দিলেন। মাসুম খান পেশরৌ খানের সঙ্গে পাগলের ন্যায় কথাবার্তা বলিলেন এবং শত্রুতার লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন; আর অযোধ্যা পথ বহির্ভূত (কিনারা) স্থান জানিয়া তথায় গমন করিলেন।

এই সময়ে হাশিম খান নিশাপুরীর পুত্র নিয়াবত খান, যিনি দরবারে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, তাহার জায়গীর জুসি পিয়াকে[৩] (প্রয়াস) বিদ্রোহ করিলেন। তিনি ইসমাইল কুলি খানের জায়গীর কারা[৪] আগমন করিয়া কারা দুর্গটি আক্রমণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তির ভৃত্য, এবং দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ ইলিয়াস খান তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং নিহত হইলেন। নিয়াবত খান দুর্গটি অবরোধ করিলেন এবং দেশটি লুট ও বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ইহার সংবাদ যখন সম্রাটের নিকট পৌঁছিল তখন

---

১. এই স্থানের পাঠে পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোনটিতে আছে 'তাহাদের অনুমতি লইয়া'; ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "তাহাদের অনুমতি লইয়া।" কিন্তু বদাওনী লিখিয়াছেন, 'অনুমতি ছাড়া'। আকবরনামা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করেন নাই; তবে ইহাতে আছে যে; "তিনি তরসুন খানের কর্মচারীগণের নিকট হইতে বলপূর্বক জৌনপুর ছিনাইয়া নেন।"

২. ওরফে মিহতার সাদত"। আকবরনামা পেশরৌ খানকে বা কোন বিশেষ কাহাকেও মাসুম খান ফরনখুদীর নিকট প্রেরণের কথা উল্লেখ করে নাই, কিন্তু ইহাতে শুধু আছে, "মহান সম্রাট স্থির করিলেন যে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য কোন সুবিজ্ঞ লোককে প্রেরণ করিবেন।"

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে জুসা ও রিয়াক, আর অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে জুসি পিয়াক। ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে লিখিয়াছেন জুসা এবং পয়াগ। আকবরনামাতে নিয়াবত খানের বিদ্রোহের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহার জায়গীরের উল্লেখ নাই। এই বিদ্রোহের কারণ আকবর-নামাতে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে, "হিসাব পরীক্ষক তাহার বিরুদ্ধে বকেয়ার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, আর স্বর্ণের ভৃত্য আনুগত্যের চেয়ে বিদ্রোহ বাছিয়া লইল।"

৪. ইহা এলাহাবাদের ৪২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইসমাইল কুলি খান এবং উযির খান এবং মতলব খান এবং শেখ জামাল বখতিয়ার এবং অন্যান্য কতিপয় খ্যাতনামা আমীরকে নিযুক্ত করা হইল। তাহাদের সঙ্গে শাহ কুলি খান মাহরাম[১]কে প্রেরণ করা হইল যাহাতে তিনি মাসুম খান ফরণখুদিকে অনুগ্রহ প্রদর্শনের আশা দিয়া তাহাকে দরবারে আনয়ন করিতে পারেন। উযির খানকে প্রেরণের পর খাজা শাহ মনসুরকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইল এবং পুনরায় তাহার পূর্বপদে বহাল হইবার সম্মান লাভ করিলেন। নিয়াবত খান যখন সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদ লাভ করিলেন, তিনি অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং পাটনার (অথবা পান্নার) অধীনস্থ কানতিতে[২] চলিয়া গেলেন। আমীরগণও দ্রুত অগ্রসর হইলেন, নদী অতিক্রম করিলেন এবং তাহার নিকটবর্তী হইলেন। লিয়াকত খান যুদ্ধ করিলেন এবং উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল। শেষ পর্যন্ত লিয়াকত খান পরাজিত হইলেন এবং মাসুম খানের নিকট গমন করিলেন।[৩] এই সময় আরব বাহাদুর, যিনি শাহবায খানের সম্মুখে পলায়ন করিতেছিলেন, মাসুম খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শাহবায খান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জৌনপুরে আগমন করিলেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি মাসুমকে আক্রমণ করিবার জন্য অযোধ্যায় গমন করিলেন। শেষোক্ত জন তাহার মোকাবেলা করিবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং জয়লাভ করিলেন।[৪] শাহবায খান পলায়ন করিলেন এবং এক দিনের মধ্যে তিনি চল্লিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া জৌনপুরে আগমন করিলেন। কিন্তু ব্যাপার এইরূপ ঘটিল যে, তরসুন মুহম্মদ খান, যিনি শাহবায খানের সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বে ছিলেন, এক জঙ্গলে লুকাইয়া রহিলেন আর মাসুমের

---

১. আবুল ফযল ও বদাওনীর মতে এই দৌত্যকার্যে তাহার সঙ্গে বীরবল বা যেমন বদাওনী তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন, বীরবর বাদফারোশা, জড়িত ছিলেন।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে যেমন কনত, এবং কসত, এবং কনতত. ইলিয়ট লিখিয়াছেন কনতল, বদাওনী লিখিয়াছেন গণত, আকবরনামাতে আছে কণতিত নদী, পাটনা পান্নার স্থলে ভুল লেখা হইয়াছে, ইহা পান্না হইবে। কণতিত এলাহাবাদ সরকারে অবস্থিত, নদীটি সম্ভবতঃ গঙ্গা।

৩. বদাওনীর মতে নিয়াবত খান অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজকীয় বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন এবং শেখ জামালকে অশ্ব হইতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রাণ বাঁচাইয়া দেন। আবুল ফযল ইহাই বলেন যে, "দিল্লী বাহিনী প্রায় পরাজিত হইয়া গিয়াছিল।"

৪. বদাওনী বলেন যে মাসুম খানের প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধের মাল মসলা ছিল এবং শাহবায খানকে তিনি চকের নিমেষে পরাজিত করিলেন। আকবরনামা এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ দিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে এই যুদ্ধ ১৫৮১ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারী তারিখে অযোধ্যার (অযোধ্যা শহর অথবা সৈদাবাদ) ২৫ ক্রোশ দূরে, সুলতানপুর বিলাহরীর নিকটে সংঘটিত হয়।

www.alimaanfoundation.com

সেনাবাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, (লুট করিবার উদ্দেশ্যে, দর পাই ঘারাত—বদাওনী) তখন তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, এবং

শ্লোক

ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় সহসা তিনি তাহাদের আঘাত করিলেন
ঐ সেনাদলের সকলেই তৃণের ন্যায় উড়িয়া গেল।

আর মাসুম পরাজিত হইলেন। এই সংবাদ যখন শাহবায খানের নিকট পৌঁছিল, তিনি অতি দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরদিন ডানপার্শ্ব বাহিনীতে যোগদান করিলেন; আর তাহার সেনাবাহিনী সন্নিবেশ করিয়া পুনরায় মাসুমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অযোধ্যার সন্নিকটে মাসুমের সঙ্গে পুনরায় এক যুদ্ধ[১] সংঘটিত হইল এবং মাসুম পরাজিত হইলেন আর তাহার মাতা এবং ভগ্নি এবং স্ত্রী এবং পুত্র এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি এবং সেনাদল রাজকীয় সেনাপতিদের হস্তগত হইল। তিনি পলায়ন করিলেন এবং শিবালিক পর্বতের অভিমুখে গমন করিলেন। এই ঘটনা ঘটে আঃ হিঃ ৯৮৮ সনের যিহিজ্জা মাসে।[২]

সপ্তবিংশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাসমূহের বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৯১[৩] সনের ১৫ই সফর (১১ই মার্চ, ১৫৮২ খ্রীঃ) রবিবার দিন। এই বৎসরের শুরুতেই সংবাদ আসিল যে মির্যা মুহম্মদ হাকিম, পর

১. বদাওনী এই দ্বিতীয় যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। আকবরনামা অনুযায়ী কোন নিয়মিত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। আরবের অধীনস্থ কতিপয় লোকের এবং কতিপয় রাজকীয় সেনার মধ্যে এক খণ্ড যুদ্ধ মাত্র সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার পর মাসুম অযোধ্যা শহরের দেওয়ালসমূহ শক্তিশালী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সক্ষম হন নাই। অতঃপর আরব ও নিয়ামত তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া যায় আর তিনি তাহার পরিবার পরিজন এবং বহু বৎসরের সঞ্চিত সম্পদ ফেলিয়া পলায়ন করেন, তাহার ইতস্তত: পরিভ্রমেরও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

২. বদাওনীও সনটি ৯৮৮ লিখিয়াছেন, ইলিয়টের অনুবাদের এক টীকায় বলা হইয়াছে যে সনটি ৯৮৯ হইবে। ঘটনা পরিক্রমায় যদিও যথেষ্ট গড়মিল আছে। আবুল ফযল মাসুম খান ফরণখুদির বিরুদ্ধে রাজত্বের ২৫ বৎসরে ঘটিয়াছে বলেন। তাহার ২৬তম বৎসরের শুরু হয় ৯৮৯ সনের ৫ই সফর মাসে; ফলে মাসুম খানের পরাজয়ের সন এবং মাস হয় ৯৮৮ সনের যি হিজ্জা মাস। যেরূপ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

৩. ইলিয়টের অনুবাদের টিকায় বলা হইয়াছে যে সনটি আঃ হিঃ ৯৯০, ১১ই মার্চ ১৫৮২ হইবে। কিন্তু মির্যা মুহম্মদ হাকিমের অভিযান সংঘটিত হয় আঃ হিঃ ৯৮৯ সনের শুরুর দিকে (১৫৮১ খ্রীঃ)।

www.alimaanfoundation.com

পর আসি কাবুলী এবং মাসুম ফরণখুদি তাহাকে হিন্দুস্তানে আগমনের আবেদন জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেইগুলির উপর নির্ভর করিয়া এবং তাহার মামা ফরিদুনের প্ররোচনায়, হিন্দুস্তান বিজয় সম্ভবপর বিবেচনা করিয়া এইরূপ বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে কাবুল হইতে অগ্রসর হন। তিনি শাদমান নামক তাহার এক ভৃত্যকে অপর পাড়ে প্রেরণ করেন। রাজা ভগবান দাসের পুত্র কুমার মানসিংহ তাহাকে আক্রমণ করিলেন; আর তিনি এক যুদ্ধ করিলেন এবং নিহত হইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া মির্যা মুহম্মদ হাকিম নিলাব নদী অতিক্রম করিলেন এবং পরগণা সৈয়দপুরে শিবির স্থাপন করিলেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী সৈন্যদের উপস্থিতির জন্য নিয়তির ন্যায় অমোঘ এক নির্দেশ জারি করিলেন এবং সৈন্যগণকে আট মাসের বেতন বরাদ্দ করিলেন এবং পাঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শাহযাদা দানিয়েল[১] রাজধানী ফতেপুর শহরে রহিলেন, আর সুলতান খাজা এবং শেখ ইব্রাহীমকে কার্য নির্বাহের জন্য তথায় রাখিয়া যাওয়া হইল। সম্রাট যখন ফতেপুর হইতে পনের ক্রোশ দূরবর্তী সরাইবাদ এ উপস্থিত হইলেন তখন শাহবায খানের জয়লাভ এবং মাসুম ফরণখুদির পরাজয়ের সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিল, আর ইহাকে শুভলক্ষণরূপে গণ্য করা হইল; আর সেনাবাহিনী অগ্রসর হইল।

যে সময় মানসিংহ শাদমানকে পরাজিত করেন সে সময় শাদমানের পত্রকোষে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের তিনটি ফরমান[২] পাওয়া যায়। ইহাদের একটি লিখা হইয়াছিল হাকিম-উল মুলককে, আর একটি খাজা শাহ মনসুরকে আর অপরটি মীর-ই-বহর (নৌ সেনাপতি) মুহম্মদ কাসিম খানকে। মির্যা তাহাদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে তাহাদিগকে উৎসাহ এবং অনুগ্রহের আশ্বাস দান করিয়া তাহাদের নিকট লিখিয়াছিলেন। কুমার মানসিংহ ফরমানগুলি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। সম্রাট এই-গুলির মর্ম অবগত হইলেন কিন্তু ব্যাপারটা গোপন রাখিলেন। মহান পতাকাসমূহ যখন দিল্লী অতিক্রম করিল আর মির্যা হাকিম লাহোরে আগমন করিলেন এবং মাহদী কাসিম খানের বাগানে তাহার বাসস্থান স্থাপন করিলেন, তখন মানসিংহ এবং সইদ

---

১. আকবরনামা অনুযায়ী আকবর প্রথমে শাহযাদা সলিমকে ফতেপুরে রাখিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শাহযাদা সলিম মহান মরিয়ম মকানীর মাধ্যমে সম্রাটের অনুগমন করিবার অনুরোধ করেন। তৎপর স্থির হয় যে শাহযাদা দানিয়েল ফতেপুরে থাকিবেন। আরও দেখা যায় যে এই পুস্তকে যে দুইজনের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে রাজধানীর কার্য সম্পাদনে শাহ কুলি মাহরামকেও যুক্ত করা হয়। এই অভিযান শুরু আঃ হিঃ ৯৮৯ সনের ২রা মহরম, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৫৮১ সন।

২. বদাওনীও এইগুলিকে ফরমান বলিয়াছেন, কিন্তু আকবরনামাতে এইগুলিকে বলা হইয়াছে পরওয়ানা। তথায় ইহাও বলা হইয়াছে যে আকবর "এই কাগজগুলি জাল বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।"

www.alimaanfoundation.com

খান এবং রাজা ভগবান দাস নিজেদের লাহোর দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মহান পতাকাসমূহ যখন পানিপথ শহরে আগমন করিল, তখন মির্যা মুহম্মদ হাকিমের দেওয়ান, উযির খান উপাধিধারী, মালিক আলি কাবুলী, মির্যার নিকট হইতে আলাদা হইয়া গেলেন এবং দরবারে আগমন করিলেন এবং খাজা শাহ মনসুরের গৃহে অবস্থান করিলেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সম্রাটের নিকট তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। খাজা শাহ মনসুর যখন তাহার আগমন সংবাদ সম্রাটের নিকট জানান তখন ঐ পবিত্র মনে উদিত হইল, এই সময়ে যখন মির্যা মুহম্মদ হাকিম হিন্দুস্তান জয় করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার দেওয়ানকে তাহার নিকট হইতে আলাদা করিয়া ফেলা, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করার একটা পরিকল্পনা না হইয়াই যায় না। ইতিপূর্বেই খাজা শাহ মনসুর সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, ফলে এই ধারণাটা বদ্ধমূল সত্যে পরিণত হইল। খাজা শাহ মনসুরকে তখন কারাগারে[১] নিক্ষেপ করা হইল এবং তাহার নিকট মির্যা মুহম্মদ হাকিমের ফরমানটি তাহাকে দেখান হইল। যদিও তিনি শপথ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

বিশ্ববিজয়ী পতাকাসমূহ যখন শাহাবাদের[২] সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মালিক আলী একটি পত্র[৩] আনিয়া তাহা পবিত্র চক্ষুর সম্মুখে ধরিল; আর বলিল "আমার সংবাদবাহকগণ লুদিয়ানার ফেরী হইতে আসিতেছিল ঐ স্থানটি আমার অধীনে আছে। তাহারা যখন সরহিন্দের সরাই-এ আসিয়া পেঁ।ছিল তাহারা সরাই এ একজন পিয়াদা দেখিতে পাইল, তাহার পা ফুলিয়া গিয়াছে। ঐ লোকটি তাহাদের বলিল, আমি সরফ বেগের একজন ভৃত্য, আর সরফ বেগ খাজা শাহ মনসুরের কর্মচারী আর তিনি ফিরোজপুরের সিকদার, ফিরোযপুর খাজার জায়গীর আর তাহা লাহোর হইত ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, তিনি খাজার নিকট এই চিঠিগুলি পাঠাইয়াছেন। যেহেতু আমার পায়ে বেদনা হইতেছে, আপনারা এই চিঠিগুলি দ্রুত খাজার নিকট পেঁ।ছাইয়া দিবেন কি? আমার পিয়াদাগণ চিঠিগুলি আমার

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'কারারুদ্ধ করা হইল' অন্য একটিতে আছে 'বরখাস্ত করা হইল", কিন্তু বদাওনী লিখিয়াছেন তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইল, আর আকবরনামা যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, "তাহাকে কাহারও সহিত যোগাযোগ করিতে দেওয়া হইল না এবং সাবধানতা অবলম্বন করা হইল।"

২. তাহাকে বলা হইত কোতওয়াল-ই-উরদু (শিবিরের প্রধান কোতোয়াল)। বদাওনী তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বর্তমানে লাহোরের কোতোয়াল কাযী আলীর ভ্রাতা।"

৩. বদাওনী বলেন "দুইটি চিঠি; আর আকবরনামাতে আছে 'কয়েকটি চিঠি' মনে হইতেছে যে একটি খামের ভিতরেই একাধিক চিঠি ছিল।

www.alimaanfoundation.com

নিকট লইয়া আসিয়াছে।" চিঠিগুলির বা প্যাকেটগুলির সিল যখন ভাঙ্গা হইল তখন তাহা হইতে দুইটি পত্র পাওয়া গেল। ইহাদের একটি হইল সরফ বেগ কর্তৃক শাহ মনসুরের নিকট লিখিত পরগণা ফিরোযপুরের অবস্থার বিবরণ; আর অপরটি হইল কোন অজ্ঞাত লোকের দ্বারা অন্য কোন অজ্ঞাত লোকের নিকট[১] লিখিত (কোন নাম ধাম নাই) একটি দিক, ইহার মর্ম এই যে পত্র লেখকের সঙ্গে ফরিদুন খানের এক সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে, আর শেষোক্ত জন তাহাকে মির্যা মুহম্মদ হাকিম বাদশাহের নিকট নিয়া গিয়াছিলেন, আর যদিও মির্যা পার্শ্ববর্তী সবগুলি পরগণাই তাহার রাজস্ব আদায়কারীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার পরগণার কাহাকেও পাঠান নাই, এবং তাহাকে বাদ দিয়াছেন। যখন এই পত্রের মর্ম সম্রাটের নিকট জানান হইল, তখন দেখা গেল যে এই চিঠিটাও সরফ বেগ জলিবাস অর্থাৎ বেনামীতে বা অনামীতে খাজা শাহ মনসুরের নিকট লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া মুহম্মদ হাকিম মির্যার দেওয়ান মালিক সানীর সঙ্গে খাজা শাহ মনসুরের আন্তরিকতা আর মির্যা মুহম্মদ হাকিমের ফরমান তাহার নিকট আগমনের ব্যাপার বিবেচনা করিয়া খাজা শাহ মনসুরের বিরুদ্ধের সন্দেহ নিশ্চিন্ততায় পর্যবসিত হয়। যেহেতু অধিকাংশ আমীর এবং রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ খাজা শাহ মনসুরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন; তাহারা সকলে একত্র হইলেন এবং তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্রাট তাহাকে ফাঁসি দিবার নির্দেশ দিলেন; আর পর দিন অতি প্রত্যুষে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল।

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে, (অজ্ঞাত) লোকের নিকট হইতে অপর এক (অজ্ঞাত) লোকের নিকট। বদাওনী এই স্থানে লিখিয়াছেন, কোন কাল্পনিক লোকের নিকট হইতে অপর কোন কাল্পনিক লোকের নিকট। আকবরনামা চিঠিগুলি কাহার নিকট হইতে কাহার লিখিত যে সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করে নাই; তবে এইগুলি হইতে মনে হয় "যে খাজার সিপাহীগন * * * মির্যার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে এবং অচিরেই তাহার সঙ্গে যোগদান করিবে।" আকবরনামা হইতে আরও জানা যায় যে আকবর নির্দেশ দিয়াছিলেন যে "খাজা যদি এই বেনামী চিঠির লেখককে হাজির করিতে সম্মত হয় আর সেইজন্য উপযুক্ত জামিন দেয়, তবে তাহাকে পূর্বের ন্যায় কারাগারে রাখা হইবে, আর নতুবা তাহার প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। * * * আকবরনামা হইতে আরও জানা যায় যে খাজা শাহ মনসুরকে কোট কাচওয়াহার সরাই-এর নিকটস্থ একটি বৃক্ষে ফাঁসি দেওয়া হয়; এই স্থানটি কর্ণাল হইতে লুধিয়ানা গমনের পথে অবস্থিত একটি গ্রাম। আরও দেখা যায় যে পরবর্তীকালে আকবর নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন যে ফরমানগুলি এবং চিঠিগুলি, যেগুলির জন্য খাজা শাহ মনসুরের ফাঁসি দেওয়া হইল, জাল এবং শাহবায খানের বাতা করম উল্লাহ্ এইগুলি জাল করিয়াছিলেন। করম উল্লার প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা, তাহার কোন উল্লেখ কোথাও নাই; মনে হয় যে এই ব্যাপারে সম্রাটের বহু প্রিয় পাত্র জড়িত থাকিবার ফলেই ইহা নিয়া আর কোন উচ্চবাচ্য করা হয় নাই। মা'সির উল-উমারাতে আছে যে করম উল্লাহ রাজা তোডরমলের হাতে ক্রীড়নক ছিলেন মাত্র।

www.alimaanfoundation.com

কবিতা

তুমি কখনও কাহারও প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর নাই
তোমার সম্পদ হইতে তুমি এখন কি শান্তি লাভ করিবে ;
তুমি যদি অন্যায় করিয়া থাক, তুমি কখনও উপকার প্রত্যাশা করিও না
কারণ তেতুল গাছে কখনও আঙ্গুর ফলে না ।

তিন দিন পর সংবাদ আসিল যে মির্যা মুহম্মদ হাকিম যখন মহান পতাকা-সমূহের পাঞ্জাব আগমনের সংবাদ শুনিলেন, তখন তিনি লাহোরের নদী অতিক্রম করিয়া যান এবং কাবুল অভিমুখে গমন করেন ।

অতঃপর মহান সম্রাট সরহিন্দ[১] হইতে কাঙ্গানৌর গমন করিলেন এবং শেষোক্ত স্থান হইতে রোহটাস গমন করিলেন ; আর তথায় এক কামারঘা শিকার করিলেন । তথা হইতে কোন শুভ লক্ষণ লাভের সন্ধান করিয়া এবং সুসংবাদ লাভ করিয়া তিনি নিলাব অভিমুখে অগ্রসর হন । ঐ বৎসরের রবিউস সানী মাসে তিনি নীলাব নদীর তীরে, যাহা সিন্ধু সাগর নামে বিখ্যাত, এক সুবিখ্যাত দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন ; আর ইহার নাম দিলেন আটক বানারস । যেহেতু নৌকার অভাব দেখা দিল, তিনি নির্দেশ দিলেন যে আমীরগণ এবং সিপাহীগণ নৌকার ব্যবস্থা করিবে আর আমীর-গণের মধ্যে চৌকি বণ্টন করিয়া দিলেন । তিনি কুমার মানসিংহ এবং তাহার ভ্রাতা মাধোসিংহ এবং শেখ জামাল বখতিয়ার এবং মখসুস্ খান এবং নৌরঙ্গ খান এবং অন্যান্য কর্মঠ যোদ্ধাগণকে নিলাব অতিক্রম করিতে এবং পুরশুর[২] অভিমুখে অগ্রসর হইবার নির্দেশ দান করিলেন । তাহারা ঐ স্থানটি দখল করিলেন । অতঃপর শাহযাদা শাহ

---

১. আকবরনামাতে দেখা যায় যে সম্রাট যখন সরহিন্দে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি এক নির্দেশ জারী করেন । "যে সাম্রাজ্যের জায়গীরদার, সিকদার এবং দারোয়ানগণ প্রথম ভিত্তিক অধিবাসীগণের সংখ্যা এবং পেশা লিখিয়া রাখিবে এবং সেগুলিকে শ্রেণীগতভাবে সাজাইবে । তাহারা কাহাকেও কোনরূপ ব্যবসা বা পেশা অবলম্বন না করিয়া থাকিতে দিবে না এবং তাহারা সকল লোকের, ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার—আয় এবং ব্যয়ের প্রতি কড়ানজর রাখিবে, যাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই বাহ্যিক ভাল কিন্তু অন্তরে খারাপ লোকদের তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে সক্ষম হয় ; আর সোনার আবরণ দেওয়া নকল মুদ্রা যাহাতে তাহারা ওজন করিবার স্থানে আনয়ন করিতে পারেন ।"

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এইরূপই লিখা আছে : ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদে লিখিয়াছেন পরশোর (পেশোয়ার) । বদাওনী লিখিয়াছেন পেশোয়ার । আকবরনামাতে দেখা যায় যে মানসিংহ অন্যান্যগণকে শাহযাদা মুরাদের বাহিনীর অগ্রবর্তী রক্ষীদলের অধিনায়ক করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে দিগ্রান গমনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং মির্যা যদি আনুগত্য প্রকাশ করে তবে ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বলা হইয়াছিল ।

www.alimaanfoundation.com

মুরাদকে আর তাহার সঙ্গে কুলিজ খান এবং মির্যা ইউসুফ খান এবং রায় সিং এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামা আমীরগণকে নদী অতিক্রম করাইয়া কাবুল বিজয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

এই সময় খাজা হাসান নকশবন্দীর একজন আত্মীয় খাজা আবুল ফযল এবং খাজার দেওয়ান মুহম্মদ আলী,[১] মির্যা মুহম্মদ হাকিমের নিকট হইতে দৌত্যকার্যে আগমন করিলেন এবং তাহার অপরাধসমূহ ক্ষমা করিবার জন্য এক আবেদন আনয়ন করিলেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী হাজী হাবিবুল্লাহকে তাহাদের সঙ্গে কাবুলে প্রেরণ করিলেন এবং জানাইলেন যে মির্যা যদি তাহার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয় এবং অনুতাপ করে আর শপথ গ্রহণ করে এবং তাহার ভগ্নিকে দরবারে প্রেরণ করে তবে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন। শাহযাদা মুরাদ পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া খাইবার কোটাল (গিরিপথ) অতিক্রম করিয়া গেলেন। পূর্বোল্লিখিত বৎসরের জমাদি উস সানী মাসের ১৫ তারিখে মহান খলিফা-ই ইলাহী স্বয়ং সিন্ধু সাগর নদী অতিক্রম করিলেন এবং অপেক্ষা করিলেন। (ঐ স্থান হইতে) তিনি তাহার অধমতম ভৃত্য এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক নিযামুদ্দীন আহমদকে দ্রুতগতিতে শাহযাদা মুরাদের নিকট প্রেরণ করিলেন; আর এই নির্দেশ দিলেন যেন তিনি যে সব আমীর আগে গিয়াছে তাহাদের নিকট গিয়া অনুসন্ধান করেন যে যদি মহান সম্রাট কাবুল গমন করিতে না পারেন তবে তাহারা তথায় যাইতে পারিবেন কি না; আর যদি পারেন তবে যেন তাহারা অগ্রসর হন। অন্যথায় যদি সম্রাটের আগমন প্রয়োজন হয়, তবে তাহার কিভাবে আসা উচিত হইবে তিনি কি তাহার সমস্ত পরিবার পরিজনসহ (বংহসম ওরা অহল-ই-মহল) আসিবেন, না একাকী আসিবেন, না সামান্য কিছু রক্ষীবাহিনী (জরিদা) সহ আসিবেন। এই ফকির এক দিন ও রাত্রির মধ্যে পঁচাত্তর ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল এবং জালালাবাদে শাহযাদার নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে সংবাদটি প্রদান করিল। মহান শাহযাদা কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মহান সম্রাটেরও দ্রুত কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। হাজী হাবিবুল্লাহও কাবুল হইতে জালালাবাদ আগমন করিলেন, আর এই ফকিরের সঙ্গে তিনি সুলতানগণের আশ্রয়স্থল দ্রুত দরবারে আগমন করিলেন। তিনি সম্রাটকে বলিলেন

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি এইরূপই লিখা আছে; বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন মুহম্মদ আলী দিওয়ানা। খাজা আবুল ফযল এবং মুহম্মদ আলীর আগমন সম্বন্ধে আকবরনামাতে কোন কিছু উল্লেখ নাই, তবে দেখা যায় যে আকবর উপদেশ দিয়াছিলেন যে মির্যা মুহম্মদ হাকিম তাহার পক্ষে শপথ ও চুক্তি সম্পন্ন করিবার জন্য যেন খাজা হুসেন নকশবন্দী অন্যান্য কয়েকজন সহ দরবারে প্রেরণ করেন, আর এই উপদেশ হাজী হাবিবুল্লাহ কাশির মারফতে প্রেরণ করা হয়।

www.alimaanfoundation.com

যে মির্যা মুহম্মদ হাকিম তাহার কৃতকার্যের জন্য যারপর নাই অনুতপ্ত এবং শপথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ভগ্নিকেও প্রেরণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু তাহার স্বামী খাজা হাসান তাহাকে লইয়া গিয়াছেন এবং বদাখশান অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন। এই ফকির এবং হাজী হাবিবুল্লাহ সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার পর সম্রাট পরদিনই তাহার যাত্রা আরম্ভ করিলেন এবং পুরশুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শাহযাদা সুলতান কলিম শিবিরে থাকিয়া গেলেন আর রাজা ভগবান দাস এবং সইদ খান এবং কাযী আলী বকসীকে তাহার পরিচর্যায় তথায় রাখিয়া যাওয়া হইল। সম্রাট স্বয়ং অল্প সংখ্যক রক্ষীসহ (জরিদা) অগ্রসর হইলেন এবং প্রতিদিন বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।[১]

শাহযাদা শাহ মুরাদ খান কাবুলের শত ক্রোশের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন মির্যা মুহম্মদ হাকিম যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে খুর্দ কাবুল নামক স্থানে আগমন করেন এবং যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। তিনি পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন; আর শাহযাদা বিজয় এবং সাফল্য লাভ করিয়া কাবুলে প্রবেশ করেন। যে দিনে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহার পূর্ব দিন ভোরে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের মামা ফরিদুন খান শাহযাদার সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগে এক আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং বহু জিনিসপত্র নিয়া যান এবং বহু লোক হত্যা করেন। ঐ দিন মহান খলিফা-ই-ইলাহী শাহযাদার সেনাবাহিনী হইতে পনের ক্রোশ দূরবর্তী সুরখাব নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে যখন সেনাবাহিনীর পশ্চাতের রক্ষী দলটি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়, তখন হাজী মুহম্মদ খান আহাদী[২], যিনি ডাক চৌকিযোগে (পর্যায়ক্রমে অশ্ব পরিবর্তন করিয়া) শাহযাদার নিকট গমন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন আর লুণ্ঠন দেখিয়া এই ভয়ানক সংবাদ সম্রাটের শিবিরে বহন এবং ইহাতে অনেকের হৃদয়ে উদ্বেগের সঞ্চার হয়। এইরূপ দুঃসংবাদ সত্ত্বেও পরদিন এক পর্যায় অগ্রসর হওয়া অব্যাহত থাকে; আর ঐ স্থানে জয়লাভের সংবাদ আসিয়া পৌঁছে; আর শোকরিয়া আদায়ের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া মহান সম্রাট আড়ম্বর এবং সৌভাগ্য সহকারে রজব মাসের ১০ তারিখ শুক্রবারে কাবুল দুর্গে প্রবেশ করেন।

---

১. আকবরনামা এই অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়গুলির উল্লেখ করিয়াছেন; জালরূদ, খাইবার গিরিপথ, দাকা, লাজিপুর, জালালাবাদ, বাঘ সাকা এবং গন্দামক। এই স্থানে হাজী মুহম্মদ আহাদী সংবাদ আনে যে "বিজয়ী বাহিনী ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছেন।" অতঃপর তিনি সুরখাব এবং জগদলক গমন করেন। বিজয়ের সংবাদ সুরখাবে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমে তাহা বিশ্বাস করা হয় নাই।

২. বদাওনীর ফারসী গ্রন্থে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে হাজী মুহম্মদ আহাদী আর ইংরাজী অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে হাজী মুহম্মদ এবং আহাদী। আকবরনামাতে দেওয়া আছে হাজী মুহম্মদ আহাদী।

www.alimaanfoundation.com

তিনি কাবুলের উদ্যানসমূহ দর্শন করিয়া এবং সেইগুলির সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া সাত দিন অতিবাহিত করেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন।

যেহেতু সম্রাটের গোচরে আনা হয় যে মির্যা মুহম্মদ হাকিম স্থির করিয়াছেন যে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং উযবেকগণের নিকট গমন করিবেন। তিনি এই লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটিতে দিলেন না এবং লতিফ খাজাকে[১] গুরবন্দে অবস্থিত মির্যার নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া সুসংবাদ তাহাকে জানাইয়া দিলেন। মির্যা মুহম্মদ হাকিম পুনরায় লতিফ খাজার সম্মুখে বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করিলেন এবং কড়ারে আবদ্ধ হইলেন এবং তাহার সঙ্গে সম্রাটের খেদমতের জন্য আলী মুহম্মদ আসফকে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট তখন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং মির্যাকে কাবুল প্রদান করিলেন। তিনি শিবির পেছনে ফেলিয়া দ্রুতগতিতে জালালাবাদ আগমন করিলেন, সেখানে মহাশিবির অবস্থান করিতেছিল। শাহযাদা সুলতান সলিম এবং ঐ স্থানে অবস্থিত অন্যান্য আমীরগণ দ্রুত আনুগত্য প্রকাশ করিতে আগমন করিলেন এবং বিজয়ের জন্য অভিনন্দন এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করিলেন। মীর-ই-বহর কাসিম খানের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা খাজাগী মুহম্মদ হুসেন ছিলেন মির্যার মহা-আমীরগণের অন্যতম, তিনি সম্রাটের চাকুরীতে যোগদান করিলেন এবং তাহার অনুরক্ত প্রজাগণের দলভুক্ত হইলেন। কনুরের[২] কাফেরদের দ্বারা অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলের প্রান্তীয় স্থানটি বিধ্বস্ত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইল। অতঃপর সম্রাট পর্যায়ক্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ১২ই শাবান সিন্ধু সাগরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুহম্মদ কাসিম খান নির্দেশ অনুযায়ী একটি সেতু নির্মাণের জন্য নদীর তীরে থাকিয়া গিয়াছিলেন। তিনি একটি নৌকার সেতু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর রাজকীয় পতাকাসমূহ, (অর্থাৎ সেনাবাহিনী) যাহা কাবুল গমনের সময় নদী অতিক্রম করিতে এক মাস সময় লাগিয়াছিল, এখন একদিনেই তাহা অতিক্রম করিল। ঐ স্থান হইতে সম্রাট পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হইলেন এবং রমযানের শেষে লাহোরে পৌঁছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের শাসনভার সইদ খান, রাজা ভগবান দাস এবং কুমার মানসিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন; আর তৎপর সংকল্পের রাশ রাজধানী ফতেপুরের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করিয়া পথিমধ্যে শিকার করিতে

---

১. বদাওনী তাহাকে বলিয়াছেন লতিফ খাজা মীর শিকার।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কনুর। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে কতুর, ইলিয়টের অনুবাদে আছে কতোর। বদাওনীর ফারসী গ্রন্থে আছে কনুর, আর ইংরেজী অনুবাদে আছে কতোর। আর এক টিকায় আছে যে অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে গতুর। আবুল ফযল এই ঘটনার কোন উল্লেখ করেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

করিতে অগ্রসর হইলেন। শাহবায খান পানিপথে তাহার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। ২৫ই শাওয়াল যখন তিনি দিল্লী পৌঁছিলেন, তখন শাহযাদা দানিয়েল এবং আমীরগণ, যাহাদের ফতেপুর রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল আর মহান মরিয়ম মকানী, যিনি সম্রাটকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে ফতেপুর হইতে আগমন করিয়াছিলেন তাহার সাহায্য লাভে ভাগ্যবান হইলেন। যি কাজা মাসের ৫ তারিখে ফতেপুর খিলাফতের সিংহাসনের অবস্থান স্থানে পরিণত হইল আর শোকরিয়া আদায়ের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করা হইল আর প্রচুর দান খয়রাত করা হইল।

যে সময়ে মহান পতাকাসমূহ কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় সইদ বদাওনীর পুত্র বাহাদুর তিরহুত বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করে এবং তাহার নিজের জীবন নাশের জন্য সচেষ্ট হয়[১]; আযম খানের ভৃত্যগণ তাহাকে বন্দী করে এবং হত্যা করে।

শ্লোক

তোমার পাখা দ্বারা বিপথে গমন করিও না,
কারণ দূরে নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায়
বাতাস তোমাকে খানিকক্ষণ বহন করিবে মাত্র,
কিন্তু অচিরেই তোমাকে ধূলায় নিক্ষেপ করিবে।

যেহেতু মাসুম খান ফরণখুদি হতবুদ্ধি ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় শিবালিকের পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য আযম খানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। আর শেষোক্ত জনের আবেদনের ফলে তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হয় এবং তাহাকে আনুগত্য প্রকাশের আশ্বাস দিয়া এক ফরমান জারি করা হয়। অতঃপর তিনি আযম খানের নিকট হইতে খেদমত করিবার সংকল্প লইয়া ফতেপুর আগমন করেন এবং তথায় আগমনের পর

১. এই অংশটির পাঠ পাণ্ডুলিপিগুলিতে সুস্পষ্ট নয়। যে অর্থ বুঝা যায় তাহাও সুস্পষ্ট নয়। যদি এই অর্থে হইয়া থাকে যে তিনি বিদ্রোহ করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন, তবে হয়ত ইহার অর্থ হয়, ইহার একটি পাঠ হইল যে তিনি হাজীপুর দখলের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্য কোন পুস্তকে ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই পংক্তিতে কিছু ভুল আছে। আকবরনামা অনুযায়ী, তিরহুতের জায়গীরদার যাযী খান বদাওনী তাহাকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাহাকে হাজীপুরে খান আযমের নিকট প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন সম্রাটের নিকট আসিয়া পৌঁছিবার সময় তাহাকে দরবারে প্রেরণ করেন। তাহাকে পায়ে শিকল দেওয়া অবস্থায় এবং পায়ে জুতা বাঁধা অবস্থায় হাজির করা হয় এবং তাহাকে কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়।

www.alimaanfoundation.com

কুর্ণিশ করিবার অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হন।[১] যেহেতু নিয়ামত খান[২] ও মহান মরিয়াম মকানীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাহাকেও একই দিনে ভূমি চুম্বনের অনুমতি দান করিয়া সম্মানিত করা হয়।

যে সময় সম্রাট কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন, আর মির্যা মহম্মদ হাকিমের প্রধান কর্মচারীগণ তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি খাজা শাহ মনসুরের ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করেন। তখনই ইহা জানা যায় যে শাহবায খানের ভ্রাতা করম উল্লাহ খান কতিপয় লোকের পরামর্শে ও সাহায্যে ফরমানগুলি জাল করিয়াছিলেন; আর যে শেষ চিঠিটায় তাহার প্রাণ-দণ্ডের কারণ হয় তাহাও জাল।[২] সম্রাট বহুবার খাজা শাহ মনসুরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দানের জন্য তাহার অনুতাপের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে যখন ফতেপুর বিজয়ী পতাকাসমূহের অবস্থানের স্থান হয়, তখন সম্রাট নিজেকে জনহিতকর কার্যে দান করা এবং খয়র ত দানে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন; আর তিনি তাহার মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন চিত্তকে সম্পূর্ণকে জনগণের কল্যাণমূলক কার্য নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত রাখেন। এই সময়ে মর্যাদার আধার, মহান খিল্লাত আশিয়ানীর জীবন সঙ্গীনী মহিয়সী হাজী বেগমের ইন্তেকালের সংবাদ আসে আর ইহাতে পবিত্র অন্তরে যথেষ্ট বেদনার সঞ্চার হয়।

আঃ হিঃ ৯৯০ সনের মহরম মাসের ৯ তারিখে,[৩] হাজীপুর এবং পাটনা অঞ্চলের গভর্ণর আযম খান ফতেপুর রাজকীয় পদ চুম্বনের অধিকার লাভ করিয়া সম্মানিত হন; আর তিনি বাংলাদেশের অবস্থার বিশদ বিবরণ দান করেন; আর

---

১. আকবরনামা হইতে দেখা যায় যে সম্রাট তাহাকে ক্ষমা করিবার পর, ১৫৮২ খ্রীঃ জুলাই মাসে এক দিন মধ্যরাত্রিতে তিনি যখন প্রাসাদ হইতে তাহার গৃহে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন এবং বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও এই ব্যাপারের কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। ইকবালনামাতে আছে যে প্রাণদণ্ডই তাহার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু যেহেতু মরিয়ম মকানী তাহার জন্যে সুপারিশ করিয়াছিলেন। আকবর প্রকাশ্যে তাহাকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন নাই। কিন্তু যেহেতু তাহার অনুতপ্ত হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, আকবর তাহার বিশ্বাস্য চেলা সিকান্দর কলমাককে নির্দেশ দিলেন যেন তাহাকে গোপনে হত্যা করা হয়, আর তদনুযায়ী ইহা করা হয়।

২. নিয়ামত খান সম্বন্ধে বদাওনী বলেন যে তাহার চাচা মালবের গভর্ণর শাহাবুদ্দীন আহমদ খানকে খুশী করিবার জন্য কিছুকালের জন্য তাহার প্রাণ রক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহাকে রণথম্ভোর দুর্গে প্রেরণ করা হয়... অন্যান্য বন্দীগণের সঙ্গে একযোগে তিনি বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ৯৯৭ আঃ হিঃ সনে সম্রাট তাহার শিরচ্ছেদের নির্দেশ দেন।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এবং বদাওনীতে তারিখটি দেওয়া আছে ৯ই মহরম; কিন্তু ইলিয়টের অনু-বাদে দেওয়া হইয়াছে ১৯শে মহরম।

www.alimaanfoundation.com

কয়েকদিন পর মহান অধিকাংশ আমীর এবং খ্যাতনামা সৈন্যগণকে, যাহারা সম্রাটের সঙ্গে কাবুল গমন করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়।[১]

অষ্টবিংশ ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৯১ সনের সফর মাসের ২৭ তারিখ (১১ই মার্চ, ১৫৮৩ খ্রীঃ) মঙ্গলবার দিন। নওরোযের দিন রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত প্রাসাদসমূহের হল কামরাগুলি এবং থাম্বাগুলি[২] আমীরগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় আর এইগুলি মূল্যবান বস্ত্র এবং রঙ্গীন পর্দায় মণ্ডিত হইয়া চমৎকাররূপে সজ্জিত হয়; আর এমনভাবে সুসজ্জিত করা হয় যে দর্শকগণ সেগুলি দেখিয়া হতবাক হইয়া যায়। প্রাসাদের প্রাঙ্গনসমূহ মঞ্চ দ্বারা এবং সোনার কারুকার্য করা এবং সোনার টিস্যু কাপড়ের তাঁবু দ্বারা শোভিত করা হইল' আর ইহাদের নীচে স্থাপন করা হইল পান্না ও চুনি খচিত একটি স্বর্ণ সিংহাসন; আর তাহারা উচ্চতর বেহেশতের ঈর্ষার বস্তু হইল।

কবিতা

তাহারা একটি প্রান্তরে নয়টি মঞ্চ সাজাইল,
সোনার টিস্যুর পর্দা আকাশ হইয়া উঠিল
তাহারা সিংহাসন স্থাপন করিল আর পর্দা খাটাইল
তাহারা পৃথিবীতেই একটা স্বর্গের সৃষ্টি করিল।

---

১. শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার পর নিম্নরূপ সংযোজিত আছে: যাহাতে তাহারা মাসুম কাবুলীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়; আর উপরোক্ত বৎসরের সফর মাসের ১৪ তারিখে, নওরোযের দিনে মহাজ্যোতিষ্কের মীন রাশি হইতে মেষ রাশিতে গমন সংঘটিত হয়।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে "নির্দেশ অনুযায়ী এই কথাগুলি সংযোজিত আছে। আকবরনামাতে ২৭তম এলাহী বৎসরে নওরোযের দিনে প্রাসাদ ইত্যাদি সজ্জিতকরণের কিছু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আবুল ফযলের মতে ইহা সংঘটিত হয় আঃ হিঃ ৯৯০ সনের ১৩ই সফর, ১১ই মার্চ, ১৫৮২ খ্রীঃ। এই বিবরণ এই পুস্তকে নিযামুদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ। কিন্তু ২৮তম বৎসরের নওরোযের সময় কোন সাজসজ্জা করিবার বিবরণ আকবরনামাতে উল্লেখ করা হয় নাই। এই ২৮তম বৎসর আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৯১ সনের ২৬ই সফর তারিখ। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাবাকাতে ২৭তম বৎসরে সংঘটিত ঘটনাসমূহের অনেকগুলি আকবরনামার মতে ২৬তম বৎসরে সংঘটিত হয়।

www.alimaanfoundation.com

এই সুন্দর ইমারতগুলি আঠার দিন ধরিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইল; আর রাত্রিকালে এইগুলিতে নানাবর্ণের আলোকে সজ্জিত করা হইত। সম্রাট প্রতি দিন ও রাত্রে ঐ স্থানে এক বা দুইবার গমন করিতেন এবং সামাজিক আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতেন; আর পারস্যের এবং ভারতের সঙ্গীতজ্ঞগণ উপস্থিত থাকিত। আমীরগণের এবং রাজকীয় ভৃত্যদের প্রত্যেকেই রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিল। ফতেপুর শহরের এবং আগ্রার বাজারসমূহও সুসজ্জিত করা হইল। আর এই সব স্থানের চতুর্দিকের লোকেরা আসিয়া এই মহোৎসবের দৃশ্য দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিত। তাহারা ইহার পূর্বে এরূপ কোন কিছু কোনদিন দেখে নাই বা শুনেও নাই।

সপ্তাহে একদিন সর্বসাধারণকে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইত; আর একদিন আমীরগণ এবং সিংহাসনের নিকটস্থ লোকেরা আর মহান লোকজন আসা যাওয়া করিত। নওরোযের দিনে মহান সম্রাট রাজকীয় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; আর আমীরগণ আর উচ্চপদস্থ লোকগণ তাহাদের পদমর্যাদা এবং অবস্থা অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। শরফ্-এর দিনে, যাহা নওরোযেরও শেষ দিন ছিল, এইরূপ আর একটি মহা সমাবেশ হইত। আমীরগণের সকলেই রাজকীয় অনুগ্রহ লাভে মর্যাদাবান হইলেন; কতিপয় অশ্ব এবং সম্মানীয় অঙ্গাবরণ লাভ করিলেন। আর কিছু ভাতা বৃদ্ধি লাভ করিলেন; আর কিছু তাহাদের অনুচরগণের সদা বৃদ্ধি লাভ করিলেন। আর অধিকাংশেরই জায়গীর লাভ হইল। এমন একজনও রহিল না যে এই আঠার দিনে কোন না কোন রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করে নাই। আমীরগণ আর মহা খাষিগণ উপযুক্ত ভেট প্রদান করিলেন। এই আঠার দিনের প্রত্যেক দিনেই সম্রাট মহা-আমীরগণের একজনের গৃহে গমন করিতেন এবং তাহার সঙ্গ উপভোগ করিতেন আর ঐ দিনে ঐ আমীর আপ্যায়নের কর্তব্য সম্পাদন করিতেন, আর তিনি নানাবিধ প্রচুর উপহার[১] প্রদান করিতেন যেমন হিন্দুস্তান এবং খুরাসান এবং ইরাকের বস্ত্র, আর মুক্তা, এবং চুনি এবং পান্না এবং স্বর্ণ আর আরবী অশ্ব, এবং পর্বত প্রমাণ হস্তী আর পালে পালে উট—স্ত্রী ও পুরুষ আর ভারবাহী এবং দ্রুতগামী উট। এই নওরোয উপলক্ষে শাহাম খান জলাইর বাংলাদেশ হইতে এবং রাজা ভগবান দাস লাহোর হইতে আগমন করিলেন এবং দ্বারপথ চুম্বনের অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হইলেন। স্থির হইল যে প্রতি বৎসরই এই বৎসরের ন্যায় নওরোয মজলিস অনুষ্ঠান করা হইবে।[২]

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে 'তৈষজপত্র' যোগ করা আছে।

২. এই পংক্তিটি একটি পাণ্ডুলিপিতে নাই, অন্যান্যগুলিতে আছে।

www.alimaanfoundation.com

পূর্ববর্তী পাতাসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে যে হাজীপুর হইতে খান-ই-আযম এবং সমস্ত জায়গীরদার চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং ঐ সুবাটি খালি হইয়া গিয়াছিল। নিমকহারাম দুরাত্মাগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। খবিসা[১] নামে মাসুম কাবুলীর এক অনুচর, তরখান দেওয়ানা এবং মুর্খ বদাখশনীর সঙ্গে একযোগে বিহার প্রদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিল। মুহম্মদ সাদিক খান, মুহিব আলী খানের সহযোগিতায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং পরাজিত করিলেন এবং খবিসা নিহত হইল।

এই সময়ে মহিয়সী বেগমগণের আগমন সংবাদ আসিল, মহিয়সী গুলবদন বেগম এবং সলিমা সুলতান বেগম সমুদ্রপথে গুজরাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহারা পবিত্র দেশে কয়েক বৎসর[২] অবস্থান করিয়াছিলেন এবং আল্লাহর উপাসনা ও তাহার প্রশংসা নিবেদনে তাহাদের সময় অতিবাহিত করিতেন আর আল্লাহর অনুগ্রহে তাহারা কয়েকবার স্বতন্ত্র হজ এবং উমরা সমাপনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া আজমীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই মহিয়সীগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভাগ্যবান শাহযাদা সুলতান সলিমকে প্রেরণ করা হইল, যাহাতে তিনি আজমীর গমন করিতে পারেন এবং তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমাপ্ত করিয়া খাজা মুইনুদ্দীনের, আল্লাহ যেন তাহার আত্মাকে পবিত্র করেন, আলোকপ্রাপ্ত কবর জিয়ারত করিতে সক্ষম হন এবং জিয়ারতের অনুষ্ঠান এবং প্রদক্ষিণের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া এবং ফকিরগণের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করিয়া মহিয়সী বেগমগণের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন। যে দিন তাহারা ফতেপুরে আগমন করিলেন, মহান সম্রাট তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগাইয়া গেলেন এবং মহামান্য বেগমগণকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শহরে আনয়ন করিলেন।

আর এই সময়ে মুহম্মদ সাদিক খান বিহার প্রদেশ হইতে আগমন করিলেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তনের জন্য দ্রুত অনুমতি লাভ করিলেন

---

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ আছে যেমন জনতা, এবং খগতা এবং খবসতা ; ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া আছে খবিতা। বদাওনীতে আছে খবসা আর ইংরাজী অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে খবিগা। আকবরনামাতে আছে খবিতা, আকবরনামা অনুযায়ী প্রায় চল্লিশ দিন ধরিয়া অতর্কিত ইতস্তত: যুদ্ধ চলিতে থাকে, আর তৎপর এক খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর ইহাতে রাজকীয় বাহিনী প্রায় পরাজিত হইয়া গিয়াছিল, আর তখনই অগ্রবর্তী রক্ষীদল বীরত্ব প্রদর্শন করে আর বিদ্রোহীগণ বিধ্বস্ত হয়।

২. আকবরনামা অনুযায়ী তাহার তিন বৎসর ছয় মাস কাল হিজাজে অতিবাহিত করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় এডেনের নিকট তাহাদের অধিকাংশ জাহাজ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তাহারা সাত মাস ধরিয়া তথায় বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, ঐ স্থানের গভর্ণর তাহাদের সঙ্গে তেমন সদ্ব্যবহার করেন নাই, যাহার জন্য তুরস্কের রাজা সুলতান মুরাদ তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

এবং আযম খানের সহযোগিতায় আসি কাবুলীকে ধ্বংস করিবার জন্য নির্দেশ লাভ করিলেন। শাহ কুলি খান মাহরাম এবং শেখ ইব্রাহীম চিশতী এবং অন্যান্য আমীরগণকে যাহারা কাবুল বাহিনীর সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে গমনের নির্দেশ দেওয়া হইল।

আর এই সময়ে মীর আবু তুরাব এবং ইতিমাদ খান, যাহারা একযোগে শুভ-লক্ষণের গৃহে (অর্থাৎ কাবা শরীফে) গমন করিয়াছিলেন, আকাশের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ দ্বারপথে আগমন করিলেন এবং ভূমি চুম্বনের অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হইলেন। মির্যা আবু তুরাব একটি পাথর আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিলেন যে নবুয়তের মহামান্য আধারের, (আল্লাহর আশীর্বাদ এবং তাহার শান্তি যেন তাহার উপর বর্ষিত হয়) শুভলক্ষণযুক্ত পদচিহ্ন ইহার উপর অঙ্কিত আছে। সম্রাট এই পদচিহ্ন গ্রহণ করিতে চারি ক্রোশ পথ গমন করিলেন এবং পাথরটিকে সর্বপ্রকারের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। এক নির্দেশ জারি করা হইল যে প্রত্যেক আমীরেরই এই পাথরটি ঘাড়ে নেওয়া উচিত, আর প্রত্যেকেই ইহা কয়েক পা বহন করিয়া নিবে আর এইরূপে পর পর বহন করিয়া তাহারা ইহাকে শহরে আনয়ন করিলেন।

সংক্ষেপে শাবান মাসের ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার মহান সৌভাগ্যশালী সম্রাট বিশ্ব শাহযাদা সুলতান সলিমের শুভ ওজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য মহামান্যা মরিয়ম মকানীর প্রাসাদে গমন করিলেন। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী শাহযাদাকে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি দ্বারা ওজন করা হইল আর এই জিনিসগুলির সমস্তই ও দারিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করা হইল।

এই সময়ে অকৃতজ্ঞ দুরাত্মা তরখান দেওয়ানার, নূর মুহম্মদ নামীয় এক পুত্রকে, যাহাকে তিরহুতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, সম্রাটের নিকট আনয়ন করা হইল। ফতে-পুরের বাজারে তাহার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[১]

২৯তম বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৯১ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ বুধবার দিন।[২] ২৮তম বৎসরটি যখন শেষ হইল আর ২৯তম বৎসরটি আরম্ভ

---

১. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে একটি শ্লোক দেওয়া আছে :
যে সাম্রাজ্যের অমঙ্গল কামনা করে
তাহাকে হত্যা কর ; কারণ তাহার রক্তপাত আইনসম্মত।

২. ইলিয়টের অনুবাদে বৎসরটি আঃ হিঃ ৯৯১ লিখা হইয়াছে কিন্তু পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে যে এই সনটি আঃ হিঃ ৯৯২ (১৫৮৪ খ্রীঃ) হইবে। আকবরনামা অনুযায়ী ২৯তম বৎসর আরম্ভ

www.alimaanfoundation.com

হইল, শুভ বৎসরের শুরুতে মহান নিয়তির সম্রাট সমস্ত লোকের সম্মুখে আমোদ প্রমোদের এবং (সম্রাটের প্রতি) খেদমতের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং এক নির্দেশ জারি করিলেন যে প্রাসাদসমূহের বিভিন্ন ইমারতের রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত, সবগুলির দরজা এবং দেওয়ালসমূহ গত বৎসরের ন্যায় শোভিত ও সজ্জিত করিতে হইবে। দরবারের ব্যবস্থা করা হইল এবং আনন্দোৎসবের সমাবেশ করা হইল এবং দিন ও রাত্রিগুলির আমোদ উৎসব এবং আরাম-আয়েস উপভোগ এবং পান ভোজন ও সঙ্গীতের দ্বারা অতিবাহিত করা হইল। ইহার পর লোকদের প্রাসাদে আগমন নিষিদ্ধ করা হইল; আর সম্রাটের মহামান্যা মহিষীগণ (হযরত-ই-সরাপরদাহ-ই-সলতানাত) এবং হারেমের অন্যান্য মহিলাগণকে আগমনের জন্য আহ্বান করা হইল আর প্রচুর উপহার দানের হস্ত উন্মুক্ত করা হইল। নগদ এক লক্ষ টাকা এবং কতিপয় হস্তী এবং মূল্যবান জিনিসপত্র এবং স্বর্ণের ও জহরতের তৈজষপত্র ভেটরূপে মহামান্যা রাজমাতা মরিয়ম মকানীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল।[১] অনুরূপভাবে সম্রাট তাহার ফুফু গুলবদন বেগম এবং অন্যান্য বেগমগণকেও উপহার প্রদান করেন। এই নওরোয উৎসব আঠার দিন ধরিয়া চালানো হয়।

নওরোয উৎসব সমাপ্ত হইবার পর বাংলাদেশ হইতে সংবাদ আসে যে খান-ই-আযম এবং রাজকীয় বাহিনী তাণ্ডা প্রবেশ করিয়াছে আর খালদী খান একবার জব্বার বরদী এবং মির্যা বেগ কাকশাল নিজেদের আসি কাবুলীর নিকট হইতে আলাদা করিয়া ফেলিয়াছে এবং আযম খানের নিকট আগমন করিয়াছে। আসি পলায়ন করিয়াছেন এবং জমিদার ইসার[২] নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আর বাংলাদেশের যে অংশ বিদ্রোহীগণ হস্তগত করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণটাই পুনরায় দৈনিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আড়ম্বরের কর্মচারীগণের হস্তগত হইল।

হয় আঃ হিঃ ৯৯২ সনের ৮ই রবিউল আউয়াল (১০ অথবা ১১ই মার্চ, ১৫৮৮ খ্রীঃ) বুধবার রাত্রি কালে। তবে তবাকাতে কোন বৎসরে যে সব ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে, সেই ঘটনাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকবরনামাতে ইহার পূর্ব বৎসর সংঘটিত হইয়াছে বলে। যেমন বেগমগণের মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন এবং নুর মুহম্মদের ফাঁসি, যাহা তাবাকাত অনুযায়ী ২৮তম বৎসরের শেষ দিকের ঘটনা, সেইগুলি আকবরনামা অনুযায়ী ২৭তম বৎসরের শেষ দিকের ঘটনা।

১. আকবরনামাতে এই নববর্ষের উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে, কিন্তু রাজকীয় হারেমের মহিলাগণকে উপহার দেওয়া সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। অপর দিকে বদাওনী এই উৎসবাদির কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু মহিলাগণকে উপহার দেওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাছাড়া তিনি আরও বলেন যে এক নির্দেশ জারি করেন যে ধনী নির্ধন সকল লোককেই তাহার জন্য কিছু নজরানা (পিশকাশ গুযানন্দ) আনিতে হইবে।

২. উড়িষ্যার জমিদার।

www.alimaanfoundation.com

এই সময়ে পবিত্র মনে এইরূপ চিন্তা জাগ্রত হয় যে ইতিমাদ খান বহুদিন গুজরাট প্রদেশটি শাসন করিয়াছিলেন। ফলে ঐ দেশের লোকের অবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় অন্যান্যের চেয়ে তাহা ভাল জানা থাকিবার কথা। যদি গুজরাট তাহাকে প্রদান করা হয়[১] তবে সম্ভবতঃ ইহাতে যেসব দেশ এখনও রাজকীয় দখলে আসে নাই, সেসব দেশের রাজাদের আশা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে। এই কারণে গুজরাট প্রদেশের শাসনভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করা হইল।

মীর আবু তুরাবকে আমীন মনোনীত করা হইল আর মুল্লা আবদুল কাদির আখুন্দের ভ্রাতা খাজা আবদুল কাসিম দেওয়ান পদ লাভ করিলেন। আর এই অধম ভৃত্য, এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক নিযামুদ্দীন আহমদ বকসী নিযুক্ত হইল, আর মুহম্মদ হুসেন শেখ এবং আশরাফ খানের পুত্র মীর আবদুল মুযাফফর এবং মীর হাবিবুল্লাহ আবুল ইসহাক এবং মীর সালেহ, এবং হাশিম দাই এবং বুনিয়াদ বেগ এবং সৈয়দ জালাল বুখারী এবং বেগ মুহম্মদ তুকবাই এবং মীর হাবিবুল্লাহ্ এবং মীর আবু তুরাবের ভ্রাতুষ্পুত্র মীর শরফুদ্দীনকে জায়গীরদার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

এই সময়ে সৈয়দত্বের আধার, এই যুগের সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং বর্তমান সময়ের জ্ঞানীগণের নেতা আমীর ফতেহ উল্লাহ, যিনি ছিলেন শিরাজের একজন সৈয়দ এবং নানা প্রকার অবরোহ সিদ্ধান্তমূলক ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, আর তিনি শিরাজ হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন এবং আদিল খানের কার্যাবলীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে ২২শে রবিউস সানী রবিবার দিন ফতেপুর শহরে আনুগত্য প্রকাশের অনুমতি দান করা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী খান খানান এবং হাকিম আবুল ফতেহ তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অগ্রসর হইয়া যান এবং তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করেন। আমীর

---

১. এই পংক্তিটির মর্ম সুস্পষ্ট নয়। এই সম্বন্ধে বদাওনী বলেন যে 'দাক্ষিণাত্যের রাজাগণের মনোভাব পরিবর্তনের আশায় ইতিমাদ খানকে গুজরাট প্রদেশের শাসনভার দেওয়া হইল।' আকবরনামাতে এমন কোন কিছুর উল্লেখ নাই যে ইতিমাদ খানকে গুজরাটের শাসনভার দিবার সম্রাটের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে আছে যে ইতিমাদ খান "দুষ্ট প্রকৃতি এবং বিকারগ্রস্ততার জন্য, তাহাকে যখন প্রথমবারের জন্য গুজরাটের শাসনভার দেওয়া হয়, তিনি অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া উঠিলে তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তী কালে তিনি পুনরায় এই পদপ্রার্থী হন আর মীর আবু তুরাব তাহার নিজের সুবিধার জন্য তাহার সুপারিশ করে। সম্রাট মনে করিলেন যে এক্ষণে তাহার মধ্যে সৎ প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে এবং তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করেন, কিন্তু সৎ চিন্তাশীল এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা, তাহার মধ্যে ভাল করিবার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না।" মনে হয় যে আকবর এই প্রদেশে যে বহু সংখ্যক জায়গীরদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে তিনি গুজরাটের যে বিরাট অংশ অনাবাদী পড়িয়াছিল, সে সব আবাদ করান।

www.alimaanfoundation.com

ফতেহ উল্লাহকে সদরের প্রধান বিচারক) মর্যাদাপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করা হয়।

বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত হওয়া এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার সংবাদ যখন সম্রাটের নিকট পেঁৗছে এবংযখন জানা গেল যে আসি কাবুলী ইসার অধিকৃত দেশে[১] আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আযম খান দরবারে আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন শাহবায খানকে[২] নিযুক্ত করা হইল, যাহাতে তিনি বাংলাদেশে গমন করিতে পারেন এবং ঐ সরকারের সমস্তটাই সৈন্যদের মধ্যে জায়গীররূপে বিলি করিয়া দিতে পারেন এবং আসি কাবুলীকে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাহাকে জুমাদিউস সানী মাসের ১৭ তারিখে (বাংলাদেশে গমনের জন্য অনুমতি দান করা হয়।

এই শুভবর্ষের ঘটনাসমূহের মধ্যে একটি হইল এই যে মহাভারত নামক গ্রন্থটি, যাহা ব্রাহ্মণদের একটি মহান গল্প সংগ্রহ, ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে আর এই নির্দেশ অনুযায়ী পুস্তকটি অনুবাদ করা হয় আর ইহাকে বলা হয় রযমনামা 'যুদ্ধের পুস্তক)।

এই সময়ে সংবাদ আসে যে খান আযম শান্তি স্থাপনের জন্য আলাপ আলোচনা করিবার জন্য শেখ ফরিদকে কাতলু খান আফঘানের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেখ ফরিদ যখন কাতলু খানের গৃহে গমন করেন এবং তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার খেদমত করিবার জন্য (অথবা সম্রাটের খেদমত করিবার জন্য), নিজেকে নিবেদন করেন; কিন্তু বাংলাদেশের একজন জমিদার এবং কাতলুর বাহিনীর একজন নেতা বাহাদুর কুরফরাহ[৩], শেখ ফরিদের সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় সমকক্ষরূপে ব্যবহার করেন। শেখ তাহার সঙ্গে একজন জমিদারের ন্যায় এবং (সম্রাটের) একজন ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করেন। বাহাদুর তাহার

১. অর্থাৎ উড়িষ্যায়

২. শাহবাজ খানকে কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়, কিন্তু আবুল ফযলের সুপারিশে এবং তাহার আনুকূল্যের ফলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়; আর এই আদেশ দেওয়া হয় যেন সমস্ত দেশটাই জায়গীরদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া দেওয়া হয়।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটির দ্বিতীয় অংশটি কোরিয়া এবং কোর্দা এবং কুদা লিখা আছে। ইলিয়ট ইহা গৌরিয়া লিখিয়াছেন। বদাওনীতে লেখা আছে কুরফরাহ, আর পাদটিকা আছে যে ইহার একটা ভিন্ন পাঠ আছে কুরদা। আকবরনামাতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে বাহাদুর কুরুহ। বদাওনীর মতে কাতলু যে শেখ ফরিদের সঙ্গে বিনীত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই ছিল যে শেখ ফরিদ একজন পীরযাদা ছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

শত্রুতার ফলে শেখ ফরিদ যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন তাহার পথ বন্ধ করিয়া দেন এবং তাহার সঙ্গে এক যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গীয় বহু লোক নিহত হয়। শেখ ফরিদ কিন্তু কোনরূপ আঘাত পায় নাই এবং পলায়ন করিতে সক্ষম হয়।[১]

বুরহান-উল-মূলক দকিনির আগমন

বুরহান উল-মূলক ছিলেন দকিন দেশের রাজা মুর্তযা নিযামুল-উল-মূলকের ভ্রাতা। এই সময়ে তিনি তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে পলায়ন করেন এবং কুতুবুদ্দীন খানের নিকট আগমন করেন।[২] শেষোক্ত জনের নিকট হইতে, নির্দেশ অনুযায়ী ২৯তম বৎসরের রজব মাসে তিনি আগমন করেন এবং পৃথিবী পালক বাদশাহের সম্মুখস্থ ভূমি চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহার পূর্বে আর একজন লোক নিজেকে বুরহান-উল-মূলক নামে পরিচয় দিয়া সম্রাটের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত জন তাহাকে অযোধ্যায় এক জায়গীর বরাদ্দ করেন। যখন আসল বুরহান-উল-মূলক আগমন করিলেন এবং অপরজনের চাতুরী ধরা পড়িয়া গেল তখন সে পলায়ন করিয়া নিজেকে লুকাইয়া রাখিল। এক সপ্তাহ পর কতিপয় যোগীর সঙ্গে তাহাকে দেখা গেল এবং তথা হইতে ধরিয়া আনা হইল এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল।

সংক্ষেপে ইতিমাদ খান নির্দেশ লাভ করিলেন যে তাহাকে সিরোহী দেশটি সরনাল দেওরার[৩] নিকট হইতে নিয়া নিতে হইবে এবং তাহা রাণার ভ্রাতা জকমলকে (জগমল) দিতে হইবে। জকমল ছিলেন সম্রাটের একজন শুভাকাঙ্খী, আর এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক নিযামউদ্দীন আহমদের মারফতে তাহার নিকট তাহার খরচপত্রের

১. বদাওনী বলেন যে বাহাদুর কুর কয়াহ এর সঙ্গে শেখ ফরিদের বিরোধের জন্য প্রধানতঃ সরহিন্দের রাজু বুখারীর পুত্র শাহুর দুর্ব্যবহার, আর ফলে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহাতে রাজু এবং অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়।

২. আবুল ফযল দুই ভ্রাতার মধ্যে কলহের বিবরণ দিয়াছেন। কুতবুদ্দীন খান ছিলেন মালবের গভর্ণর।

৩. এই নামটি পাণ্ডুলিপিগুলিতে বিভিন্নরূপ লেখা আছে, যেমন সরভাব দেওদা এবং সরনাল দেওদা এবং সরতন দেওরাহ, ইলিয়টের অনুবাদে আছে সরমান দেওরী। বদাওনীতে নামটি দেওরা আছে সরনাল। আকবরনামাতে ইহা দেওয়া আছে সুলতান দেওরাহ। জকমলের সাহায্যার্থে যে সব লোক রাখিয়া আসা হইয়াছিল, আকবরনামাতে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন 'রায় সিংহ এবং বেচা, দেওরা। বেচা এবং দেওরার মধ্যবর্তী 'কমাটি' সম্ভবত ভুলবশতঃ দেওয়া হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

জন্য এক সহস্র (সোনার) মোহর প্রেরণ করা হয়। ইতিমাদ খান যখন বিজাপুর আগমন করিলেন তখন এই ফকির এবং মীর মুহম্মদ মাসুম বক্করী এবং কমবর বেগ ইশাক আকা এবং যয়নুদ্দীন কম্‌বু এবং পহলওয়ান আলী সিসতানী, যাহাকে আহমদ-পুরের কোতোয়াল নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার সহিত যোগদান করিলেন ; আর মুহম্মদ হুসেন শেখ এবং গুজরাটের অন্যান্য জায়গীরদারদের অধিকাংশ পেছনে রহিয়া গেলেন।[১] জালোর আগমন করিবার পর আমরা সিরোহীর দিকে অগ্রসর হইলাম এবং করনাল দেওরাকে অপসারণ করিয়া এবং জকমলের সঙ্গে ঘরিব খান[২] এবং মাহমুদ খান জালোরী এবং বিচা দেওরা এবং মাল দেবের পুত্র চন্দ্রসেন এবং তৎপুত্র রায় সিংহকে তথায় রাখিয়া আমরা আহমদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা যখন আহমদাবাদের নিকটে আগমন করিলাম তখন শাহাবুদ্দীন আহমদ খান শহর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং উসমানপুরে তাহার বাস স্থাপন করিলেন। ইহা ছিল একটি মহল্লা (সম্ভবতঃ শহরের উপকণ্ঠীয় কোন মহল্লা)। ইতিমাদ খান শাবান মাসের ১২ তারিখে শহরে প্রবেশ করিলেন। দুই দিন পর জানা গেল যে আবিদ বদক্ষী, মিরক বলাক দফদার এবং মুঘল বেগ এবং মিরম বেগ এবং শাহাব খানের ভৃত্যদের এক বিরাট দল তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছে[৩] এবং মুযাফফর গুজরাটিকে তলব করিয়া আনিতে কাথিওয়ারা গমন করিয়াছে। মুযাফফর গুজরাটি রাজকীয় বাহিনীর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ স্থানে লুকাইয়াছিলেন ; আর তাহাদের উদ্দেশ্য হইল বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের সৃষ্টি করা।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে মুহম্মদ হুসেন শেখের নামের পর এইরূপ যোগ করা আছে "এবং আবুল মুযাফফর এবং আবুল কাসিম দেওয়ান।"

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি ঘরিব খান এবং ঘযনীন খান উভয় প্রকার দেওয়া আছে, ইলিয়টে আছে আযযন খান। বদাওনীর কোন নাম উল্লেখ করেন নাই ; আর আকবরনামাতে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

৩. শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এবং তাহার ভৃত্যদের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট বুঝা যায় না ; তাবাকাতের লেখক এই স্থানে শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, বিভিন্ন লোকের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই। আর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি পাঠেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আকবরনামা অনুযায়ী মুযাফফর পলাতক ছিলেন কিন্তু এই সময় শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের ভৃত্যদের সহায়তায় তিনি "যে কোণায় লুক্কাইত ছিলেন তথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন।" "শাহাবুদ্দীনের ভৃত্যগণ মন্দ অভিপ্রায় প্রণোদিত হইয়া উঠিয়াছিল" এবং ইতিমাদ খান যখন গভর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন "তাহারা কার্যতঃ রাজদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং দুলকা চলিয়া গেল।" বদাওনীর মতে শাহাবুদ্দীন আহমদ খান "যিনি স্থায়ী গভর্ণর ছিলেন এবং যিনি ইহাকে সকল দৈব দুর্বিপাক এবং বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন" "শহর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং দরবারে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তিনি অসন্তুষ্ট হইলেও বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতেন। কিন্তু তাহার প্রধান অনুচরগণ তাহার অপসারণে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অন্যান্য দুষ্কৃতিকারীগণের সঙ্গে মুযাফফরকে তলব করিয়া আনিতে গেলেন।

www.alimaanfoundation.com

ইতিমাদ খান মনে করিলেন যে এই ফকিরের শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের নিকট গমন করিয়া এই ব্যাপারে তাহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া আসা প্রয়োজন।[১] এই ফকির যখন শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের নিকট গমন করিলেন তখন তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে এই লোকগুলি তাহার জীবননাশেরও ষড়যন্ত্র করিয়াছে আর তাহারা বহু দিন ধরিয়া এই ব্যাপারের পরিকল্পনা করিয়া আসিতেছে, আর এখন যখন তাহাদের ষড়যন্ত্রের মুখের আবরণ খুলিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা আর তাহার কথায় ইহা হইতে বিরত হইবে না; আর এই ব্যাপারে তাহার নিকট হইতে কোন সাহায্যই পাওয়া যাইবে না। এই ফকির যখন ব্যাপার সব ইতিমাদ খানের নিকট খুলিয়া বলিল, তখন শেষোক্ত ব্যক্তি মনে করিলেন যে ঐ লোকগুলির সঙ্গে একটা আপোষ করা সুবিবেচনার কাজ হইবে। তিনি এক বা দুই ব্যক্তিকে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা কিন্তু কোন কথা শুনিল না এবং চলিয়া গেল। শাহাবুদ্দীন আহমদ খানও যাত্রা করিলেন এবং আহমদাবাদ হইতে বিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিতকারী শহর পর্যন্ত গমন করিলেন। কয়েকবারই শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হইল এবং তাহাকে কয়েকদিনের জন্য ঐ স্থানে অবস্থান করিতে সম্মত করাইবার জন্য চেষ্টা করা হইল। তিনি কিন্তু অপেক্ষা করিলেন না, চলিয়া গেলেন।[২]

শাবান মাসের ২৭ তারিখে সংবাদ আসিল যে বিদ্রোহীগণ মুযাফফর এবং বহু কাথিকে (অর্থাৎ কাথিওয়ারার অধিবাসী) সঙ্গে লইয়া দুলকা[৩] আগমন করিয়াছে। এই একই দিনে কাম্বার ইশাক আকা শাহাব খানের নিকট হইতে আগমন করিলেন এবং এই সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন যে শেষোক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন যে তিনি কারী শহরে অবস্থান করিবেন এবং ইতিমাদ[৪] খান এবং মীর আবু তুরাব এবং এই ফকিরের তাহার নিকট গমন করা উচিত এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ফিরাইয়া আনা উচিত। দিনের শেষ দিকে ইতিমাদ খান অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং কারী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদিও তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে শত্রুগণ বার ক্রোশের মধ্যে

---

১. বদাওনীও অনেকটা অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন. তিনি লিখিয়াছেন যে ইতিমাদ খান মনে করিলেন যে তিনি শাহাবুদ্দীন আহমদ খানকে দিয়া তাহাদের আশ্বাস দান করিবেন, কিন্তু শাহাবুদ্দীন খান ইহাতে সম্মত হইলেন না।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এইরূপই আছে, কিন্তু ইহা পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে ঠিক রাখা যায় না।

৩. আহমদাবাদ হইতে বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৪. এই অংশটির ইলিয়টে এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে। "ফলে ইতিমাদ খান, মীর আবু তুরাব এবং আমি শাহবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য এবং আমাদের সাথে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিলাম।" মনে হয় এই অংশটির ইলিয়টের পাঠই সঠিক।

www.alimaanfoundation.com

আসিয়া পৌঁছিয়াছে আর এই অবস্থায় শহরের গভর্ণরের বিশ ক্রোশ দূরবর্তী কোন স্থানে যাওয়া সঙ্গত নয়, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল না। শহর রক্ষার জন্য তিনি তাহার নিজের পুত্রের সঙ্গে আমীর মুহম্মদ মাসুম বকরী এবং যয়নুদ্দীন কমবূ এবং কম্বর ইশাক আকা এবং মুজাহিদ গুজরাটি এবং পহলওয়ান আলী খাজাগী, মুহম্মদ সালেহ এবং ফকিরের পুত্রকে রাখিয়া গেলেন।[১] ইতিমাদ খান এবং এই ফকির কারী পৌঁছিয়া শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা করিলেন। আর নিম্ন উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, যে পূর্বে যেসব পরগণা তাহার জায়গীর ছিল সেগুলি তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, আর ভাতারূপে তাহাকে দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। সংক্ষেপে তিনি যাহা কিছু চাহিয়াছিলেন তাহার সবই মানিয়া নেওয়া হইল। দিনের শেষ দিকে তিনি এবং ইতমাদ খান কারী শহর হইতে ফিরিলেন এবং আহমদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ব্যাপার এইরূপ ঘটিল যে ইতমাদ খান যে দিন কারী গমন করিলেন, সেই দিনই মুযাফফর গুজরাটি আসিয়া আহমদাবাদ শহরে প্রবেশ করিলেন।[২] অধিবাসীগণ দুর্গটি তাহার নিকট সমর্পণ করিল; আর তিনি তৎক্ষণাৎ ইহাতে প্রবেশ করিলেন, এমন স্থানে যেখানে দুর্গের দেয়াল খানিকটা ভাঙ্গা ছিল। রাত্রিকালে যখন শাহাবুদ্দীন খান এবং ইতিমাদ খান আহমদাবাদের দশ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন মাসুম বকরী এবং যয়নুদ্দীন কম শহর হইতে আগমন করিয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ দিলেন। শাহাব খান এবং ইতিমাদ খান পথে থামিয়া গেলেন এবং একত্র পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে যেহেতু তখন পর্যন্ত একদিনের বেশী সময় অতি-বাহিত হয় নাই আর শত্রুগণ তখনও নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা এই পথে শহরে প্রবেশ করিবেন। তদনুযায়ী তাহারা পুনরায় শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ভোর বেলা তাহারা শহরের সন্নিকটস্থ (সবরমতি) নদীর তীরে অবস্থিত উসমানপুরে থামিলেন।

---

১. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাঠের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে; একটি পাণ্ডুলিপিতে আরও দুইটি নাম আছে শির খান এবং শরীফ; কিন্তু এই নাম দুইটি অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে নাই।

২. এই ঘটনাসমূহে এই পুস্তকে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বদাওনী এবং আকবরনামাতে প্রদত্ত বিবরণের সাথে মিল আছে। শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এবং ইতিমাদ খানের দুর্বলতা এবং কলুষতা সম্বন্ধে বদাওনী সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাদের সম্বন্ধে "অকর্মণ্য আমীরগণ" এবং "দুইজন হতভাগ্য বৃদ্ধ লোকের একজন শিক্ষকের অতীব প্রয়োজন দেখা দিল" এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আকবরনামাতে আছে যে তাহারা একেবারেই অকর্মণ্য ছিল। মিরাতী সিকান্দরী অনুযায়ী মুযাফফর আহমদাবাদ প্রবেশ করেন আঃ হিঃ ৯৯১ সনের ২২শে শাবান বুধবার ৫ই সেপ্টেম্বর ১৫৮৩ খ্রীঃ, ৭ই যিল কাদা, ২২ই নভেম্বর তিনি বরোদার উদ্দেশ্যে আহমদাবাদ ত্যাগ করেন।

www.alimaanfoundation.com

মুযাফফর গুজরাট শহর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং নদীর বালুকাময় তীরে তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। শাহাবুদ্দীন আহমদ খানের ভৃত্যদের প্রতি তাহার কোন বিশ্বাস না থাকিবার ফলে তাহার হস্তপদের ব্যবহার হারাইয়া ফেলি-লেন এবং তাহার সৈন্যদের সন্নিবেশ করিবারও কোন সুযোগ পাইলেন না, আর তাহার যে কিছু সংখ্যক সৈন্য তাহার সঙ্গে ছিল তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিল এবং পলায়ন করিল। যদিও এই ফকির অল্প কিছু সংখ্যক লোকসহ তাহার হস্তপদ চালনা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আর ফকিরের পুত্রের সৈন্যগণ, যাহাদের ইতিমাদ খান দুর্গ রক্ষার জন্য শহরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লুণ্ঠনের শিকার হইতে হইয়াছিল এবং তাহারা তাহাদের সর্বস্ব হারা-ইয়াছিল। শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এবং ইতিমাদ খান নহরওয়ালা শহরে পলায়ন করিলেন, ইহা পত্তন নামে পরিচিত এবং আহমদাবাদ হইতে পাঁচচল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই ইতিহাস পুস্তকের লেখক যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার এক বিবরণ লিখিয়া তাহা সলোমনের ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ সম্রাটের পদপ্রান্তে প্রেরণ করিলেন।

মহান সম্রাটের ভৃত্যগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক সৈন্যবাহিনী এবং আজমীর হইতে গুজরাট পর্যন্ত সুবার জায়গীরদারগণসহ বৈরাম খানের পুত্র মির্যা খানকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা মালব হইতে মালবের সৈন্যগণসহ কুলিজ খানকে প্রেরণ করিলেন। শাহাব খানের পত্তন আগমনের তিন দিন পর, মুহম্মদ হুসেন শেখ এবং খাজা আবুল কাসিম দেওয়ান এবং আবুল মুযাফফর এবং মুহিবউল্লাহ এবং মীর শরফউদ্দীন এবং বেগ মুহম্মদ তোকবাই এবং গুজরাটের অন্যান্য জায়গীরদারগণ পত্তন আগমন করিলেন। পত্তন দুর্গটি সংস্কার করা হইল এবং তাহারা তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মুযাফফর গুজরাটি বিদ্রোহীগণকে এবং শান্তি ভঙ্গকারীগণকে উপাধি[১] এবং জায়গীর বিলি করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য এবং শক্তি সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইলেন। শির খান ফুলাদী[২] যিনি বহু বৎসর পত্তনের গভর্ণর ছিলেন এবং বর্তমানে কয়েক বৎসর ধরিয়া সুরাট জেলায় কাল কাটাইতেছিলেন, মুযাফফর গুজরাটির নিকট আগমন করিলেন। শেষোক্ত জন তাহাকে চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ পত্তন অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। শির খান কারী আগমন করিয়া তাহার লোকজনকে আহমদাবাদ

১. আকবরনামাতে আছে যে তিনি খান খানান, খান জাহান, খান যমান ইত্যাদি গালভরা উপাধিসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন।

২. বদাওনীতে আছে যে মুযাফফর শির খানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে পত্তন প্রেরণ করি-লেন, কিন্তু আকবরনামাতে শুধু আছে যে শির খান আগমন করিলেন।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

হইতে বিশ কারো দূরবর্তী জুতনাতে[১] প্রেরণ করিলেন। এই ফকির তাহার লোকদের আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদের পরাজিত করিল এবং মীর মুহিব উল্লাহ এবং শরফউদ্দীন এবং বেগ মুহম্মদ তোকবাই এবং একদল সৈন্য ঐ স্থানে রাখিয়া আসিলেন। তিনি যয়নুদ্দীন কম্বুকেও বহরোজ ও বরোদার গভর্ণর কুতবুদ্দীন খানের নিকট প্রেরণ করিলেন যাহাতে তিনি তাহাকে ঐ দিক হইতে আহমদাবাদ আক্রমণ করিবার জন্য আনয়ন করিতে সক্ষম হন, যাহাতে শত্রুগণকে উভয় দিক হইতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণ করা যায় এবং বিধ্বস্ত করা সম্ভব হয়। যয়নুদ্দীন কুতবুদ্দীন খানের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে বরোদা আনয়ন করিলেন।

কুতবুদ্দীন খানের বরোদা আগমনের সংবাদ যখন মুযাফফর গুজরাটির নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি এক বিরাট বাহিনীসহ তাহাকে আক্রমণ করিতে আগমন করিলেন। কুতবুদ্দীন খান একজন সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন এবং পরাজিত হইলেন এবং বরোদা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; আর তাহার অনুচরগণের অধিকাংশ এবং তাহার সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মুযাফফর গুজরাটির নিকট চলিয়া গেলেন। এই সময়ে শির খান ফুলাদী অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং পত্তনের পনর ক্রোশ দূরে অবস্থিত মসানোতে[২] তাহার আস্তানা গাড়িলেন। পত্তন দুর্গে অবস্থানরত লোকদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিল। আর ইহা প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা পত্তন ত্যাগ করিবেন এবং জালোরে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। এই ফকির ভাল লাগুক আর নাই লাগুক যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন[৩] এবং শির খানের মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এবং ইতিমাদ খান পত্তন শহরে রহিয়া গেলেন; আর অন্যান্য আমীরগণ এই ফকিরের সঙ্গে গমন করিলেন।

আমরা যখন যমানায় পৌঁছিলাম তখন শির খান ফুলাদী তাহার সৈন্যগণকে সন্নিবেশিত করিলেন এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ আমাদের মোকাবিলা করিলেন। রাজকীয় বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা দুই সহস্রের অধিক হইবে না। এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং শির খান বিধ্বস্ত হইলেন এবং আহমদাবাদ চলিয়া

---

১. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ লেখা হইয়াছে যেমন হতাইয়া এবং জুনাইয়া এবং ঝুতানা। ইলিয়টে আছে জুতানা।

২, উভয় পাণ্ডুলিপিতে নামটি মসানা দেওয়া আছে। আর একটিতে আছে ঝানা; ইলিয়টে আছে মসানা; বদাওনীতে আছে নিয়ানা আর আকবরনামাতে আছে মৈসানা।

৩. এই সম্বন্ধে বদাওনী সুস্পষ্ট অভিমত দিয়াছেন যে নিযামুদ্দীন আহমদ এই ব্যাপারে অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এবং ইতিমাদ খানের ভীরুতা এবং সংশয় দূর করিবার জন্য পুরুষোচিত প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

গেলেন। শত্রুদের এক বিরাট সংখ্যা নিহত হইল এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য রাজকীয় বাহিনীর হস্তগত হইল। এই ফকির জেদ করিলেন যে তাহাদের এখন আহমদাবাদ অভিযান করা উচিত, কিন্তু অন্যান্য আমীরগণের কেহই ইহাতে সম্মত হইলেন না। আমরা যখন কারী শহরে পৌঁছিলাম আমরা বার দিন অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম এবং সৈন্য আগমনের অপেক্ষা করিলাম। কারণ ইহারা জয়লাভের পর প্রচুর মালা-মাল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া তাহাদের সর্দারগণের কথামত সেইগুলি লইয়া পত্তন চলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে বহুবার পত্তনে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছিল। যখন এই সব চলিতেছিল তখন সংবাদ আসিল যে মুযাফফর গুজরাটি বরোদা দুর্গ কামানের গোলায় উড়াইয়া দিয়াছে। কুতবুদ্দীন খান নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করিয়া প্রথমে যয়নুদ্দীন কম্বুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুযাফফর অঙ্গী-কার ভঙ্গ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন।[১]

যদিও মুযাফফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা কুতবুদ্দীনের নিকট শর্তসিদ্ধ হইয়া উঠিল, তবু যেহেতু মরণ তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল, তিনি তাহার অঙ্গীকার ও প্রতীজ্ঞাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং তাহার নিকট গমন করিলেন; আর রাজপিপলার জমিদার তরওয়ারীর[২] প্ররোচনায় তাহাকে হত্যা করা হয়।

---

১. এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বদাওনীর বিবরণও নিযামুদ্দীন আহমদের বিবরণের অনুরূপ। তবে বদাওনী আরও কিছু বিবরণ দিয়াছেন যাহা নিযামুদ্দীন বাদ দিয়া গিয়াছেন। যেমন, তিনি বলেন যে বরোদা দুর্গের দেওয়ালগুলি পুরাতন হইয়া গিয়াছিল, আর মুযাফফরের নিকট হইতে নিরাপত্তার আশ্বাস গ্রহণের জন্য যয়নুদ্দীন কমবুকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইল। কিন্তু খাজাঞ্চী মুহম্মদ সালেহ, যিনি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহার জীবন রক্ষা করা হয় কিন্তু তাহাকে হিজাযে হজ করিতে গমনে বাধ্য করা হয় আর মুযাফফর প্রথমে কুতবুদ্দীনকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন এবং তাহাকে তাহার নিজের পাশে আসন দান করেন এবং এমন কোন ভাব বুঝা গেল না যে তিনি তাহাকে হত্যা করিতে চান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ পিপলার জমিদারের এবং অন্যান্য সৈন্যগণের প্ররোচনায় তাহাকে হত্যা করান। আকবরনামার বিবরণে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ইহার মতে কুতবুদ্দীন "সম্পদের প্রতি লোভের বশবর্তী হইবার ফলে আর প্রাণরক্ষার তাগিদে নিজেকে নিবেদন করিবার সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি যয়নুদ্দীন এবং সৈয়দ জালালকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার পক্ষ হইয়া আবেদন করিবার জন্য যেন তাহাকে তাহার সম্পদসহ হিজাযে চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হয়। মুযাফফর যয়নুদ্দীনকে হস্তীর পদতলে পিষ্ট করিয়া হত্যা করান। আত্মীয়গণের হস্তক্ষেপের ফলে সৈয়দ জালালের প্রাণরক্ষা করা হয়। ইহাতেও কুতবুদ্দীনের হুস হইল না, তিনি স্বয়ং গমন করিলেন। মুযাফফর তাহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৎপর তাহাকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি এইরূপই লেখা আছে; বদাওনীতে নামটি দেওয়া আছে নওয়ারী। আকবরনামাতে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

শ্লোক

মৃত্যু যখন তাহার জীবনের উপর হস্ত চালনা করিল
তাহার যে চক্ষু এত পরিষ্কার দেখিত, ভাগ্য সেগুলি বন্ধ করিয়া দিল।

এই সংবাদ শুনিয়া এই ফকির এবং কারী শহরে অবস্থানরত খ্যাতনামা যোদ্ধাগণ পত্তনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মুযাফফর বরোদা হইতে বহরোজ গমন করিলেন এবং কুতবুদ্দীনের স্ত্রী এবং পরিবার পরিজন ঐ দুর্গটি শর্তাধীনে তাহার নিকট সমর্পণ করেন; আর বাদশাহী কোষাগারের চৌদ্দ লক্ষ টাকা, যাহা কামরানের দুর্গে ছিল এবং যাহা ইমাদুদ্দীন হুসেন বহরোজ আনায়ন করিয়াছিলেন, তাহা মুযাফফরের হস্তগত হইল: আর কুতবুদ্দীন খানের দশ কোটিরও উপরের পরিমাণ সম্পত্তির সম্পূর্ণটা মুযাফফরের হস্তগত হইল। আর সর্বদিক হইতে সৈন্য এবং রাজপুতগণ তাহার নিকট গমন করিতে লাগিল ফলে তাহার চতুর্দিকে প্রায় ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য জড়ো হইল।

মুযাফফর[১] গুজরাটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বৈরাম খানের পুত্র মির্যা খানকে প্রেরণ

এই সংবাদ যখন সম্রাটের গোচরে আনা হয়, তখন তিনি বৈরাম খানের পুত্র মির্যা খানকে আজমীর সুবার জায়গীরদারগণ সহ[২], যেমন পাইন্দা মুহম্মদ খান মঘুল এবং সৈয়দ মাহমুদ খানের পুত্রদ্বয় সৈয়দগণ এবং রায় দুর্গা ও রায় লোনকরণ এবং শিরোদা এবং সরতান রাঠোর এবং চন্দ্র সেন আর গোতা রাজা এবং খাজা মুহম্মদ রফি বদখশানী এবং রূপসীর পুত্রদ্বয় রাম চান্দ এবং উদয় সিংহ এবং সম্ভু রাজপুত এবং তুলসি দাস এবং রায় সিংহ এবং সরমদি তুর্কমান এবং মুকাম্মল বেগ এবং অন্যান্য

---

১. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে এই শিরোনামটি দেওয়া নাই, শুধু একটিতে আছে। তাহাও কিছু পরিবর্তন করিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

২. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে কিছু পার্থক্য দেখা যায়, জায়গীরদারদের নামগুলির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। জায়গীরদারদের এই নামগুলির অধিকাংশই আকবরনামাতেও দেওয়া আছে, তবে কিছু পার্থক্য আছে; পাইন্দা মুহম্মদ খান মঘুলকে বলা হইয়াছে পয়ইন্দা খান মোঘল, শিরোদাকে শিরোয়া খান, মুহম্মদ হুসেন, আর সরতার রাঠোরকে সুলতান রাঠোর। চন্দ্র সেনের নাম আকবরনামাতেই নাই। তবে জান দরবেশ খানের নাম দেওয়া আছে, খাজা মুহম্মদ রফি বদাখশানীকে বলা হইয়াছে খাজা রফি। তুলসী দাসকে বলা হইয়াছে তুলসী দাস জুদুন এবং সরমদি তুর্কমান মুকাম্মল বেগকে একটি নাম করা হইয়াছে মুকাম্মল বেগ সরমদি। এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয় নাই এরূপ কিছু নামও আকবরনামাতে দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

লোককে যাহাদের তালিকা সুদীর্ঘ হইয়া যাইবে, জালোরের পথে পত্তন প্রেরণ করিলেন ; আর তিনি সুরাটের জায়গীরদার কুলিজ খানকে আর তাহার সঙ্গে কুতবুদ্দীন খানের পুত্র নৌরঙ্গ খানকে এবং কুতবুদ্দীন খানের ভ্রাতা শরীফ খানকে এবং মালবের সকল জায়গীরদারসহ তুলক খানকে ঐ দিক হইতে প্রেরণ করিলেন। এই দলটি যখন শুনিল যে কুতবুদ্দীন খানকে হত্যা করা হইয়াছে আর মুযাফফর গুজরাটি বহরোজে অবস্থান করিতেছেন, তখন তাহারা সুলতানপুরে থামিয়া গেলেন এবং অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া এক পাও আর অগ্রসর হইল না।

সংক্ষেপে এই ইতিহাসের লেখক প্রত্যেক দিন পত্তন হইতে মির্যা খানের নিকট পত্র লিখিতেন এবং তাহাদের অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাহারা যখন সিরোহী আসিয়া পৌঁছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগাইয়া গেলেন এবং তাহাদিকে অতি দ্রুতগতিতে আনয়ন করিলেন। তাহারা পত্তনে একদিন অপেক্ষা করিলেন[১] এবং তৎপর সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। মির্যা খানের আগমনের সংবাদ যখন মুযাফফরের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি বরোজ হইতে আহমদাবাদ প্রত্যাবর্তন করিলেন, আর বরোজ দুর্গটি তাহার স্ত্রীর ভ্রাতা[২] নাসির এবং চরকস রুমির[৩] নিকট সমর্পণ করিলেন এবং ইহাকে শক্তিশালী করা হইল। এই চরকস রুমি পূর্বে একজন বাদশাহী কর্মচারী ছিলেন এবং তিনি পলায়ন করিয়া মুযাফফরের নিকট চলিয়া গিয়াছিলেন। মির্যা খান এবং বিজয়ী সেনাবাহিনী আহমদাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দুরবর্তী সরখেজে[৪] অপেক্ষা করিলেন। মুযাফফর, শাহ ভিকনের[৫] (আল্লাহ যেন তাহার আত্মা পবিত্র করেন) কবরের সন্নিকটে তাহার তাঁবু খাটাইলেন এবং তাহার সেনাবাহিনীর শিবির স্থাপন করিলেন ; এই স্থানটি ছিল বিজয়ী বাহিনীর

১. আকবরনামা অনুযায়ী তাহারা পত্তনে অবস্থান করিয়াছিলেন ১৫৮৩ খ্রীঃ ৩১শে ডিসেম্বর।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে তাহাকে মুযাফফরের স্ত্রীর ভ্রাতা বলা হইয়াছে ; আর বদাওনীতে বলা হইয়াছে শ্বশুরের পুত্র, দুইটি যদিও একই কথা। কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে বলা হইয়াছে যে তিনি মুযাফফরের ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুযাফফরের কোন ভ্রাতা ছিল না। আকবরনামাতে তাহাকে বলা হইয়াছে নাসিরা। মুযাফফরের সহিত তাহার কোন সম্পর্কের কথা ঐ পুস্তকে উল্লেখ করা হয় নাই।

৩. বদাওনীতে এই নামটি দেওয়া আছে জরকস। আকবরনামাতে তাহাকে বলা হইয়াছে করকস খান। মুযাফফর যখন এক বিরাট বাহিনীসহ বরোদার সন্নিকটে কুতবুদ্দীন খানকে আক্রমণ করেন তখন তিনি তাহার সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া মুযাফফরের নিকট চলিয়া যান ; এই ঘটনা ঘটে ১৫৮৩ খ্রীঃ ২রা নভেম্বর।

৪. এই স্থানটির নাম একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে সরকজ এবং আর একটিতে দেওয়া আছে সরকনজ। এই স্থানটিকে সরকজ বা সরকেজও বলা হয়। আকবরনামাতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে সরকেস। সঠিক নাম হইবে সরখেজ।

৫. আকবরনামা অনুযায়ী শাহ ভিকন ছিলেন শাহ আলমের পুত্র এবং কুতব আলমের পৌত্র।

৪৪—(২য়)

www.alimaanfoundation.com

বিপরীতদিকে এবং ইহা হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উভয় বাহিনী দুই দিন ধরিয়া পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থায় অপেক্ষা করিল, আর এই দুই দিনের মধ্যে উভয় পক্ষের সাহসী যোদ্ধাগণ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিল, আর এই সব যুদ্ধে সম্রাটের অফিসারগণেরই অধিকতর সুবিধা হইল। কিন্তু আঃ হিঃ ৯৯২ সনের পবিত্র মহরম মাসের ১৩ তারিখ শুক্রবার মুযাফফর গুজরাটি তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন এবং যুদ্ধ করিলেন। মির্যা খানও শত্রুদের সম্মুখে তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করেন; আর এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক এবং মীর মুহম্মদ মাসুম বকরী এবং মীর হাবিবুল্লাহ এবং বেগ মুহম্মদ তুকবাইকে নির্দেশ দিলেন যেন আমরা সরখেজ শহরটিকে আমাদের ডানদিকে রাখিয়া শত্রুদের পিছন দিক হইতে আক্রমণ করি। উভয় বাহিনী এইবার যুদ্ধে লিপ্ত হইল। সৈয়দ হাসিম বারহা এবং মির্যা খানের ভকিল খিযর আকা শহীদ হইলেন; আর উভয় পক্ষের বহু লোক আহত হইল।

কবিতা

ভারী গদার আঘাতে, যোদ্ধাদের মাথাগুলি
যেন কামারের হাতুরীর নীচে নেহাইর মত
ঐ বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে, অশ্বের খুরের নীচে
মাটিতে ছয় ফাটল হয় আর, আকাশ হয় আট টুকরা।

মুযাফফর তখন মির্যা খানকে প্রতিহত করিয়া যাইতেছিলেন, যখন এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক তাহার সঙ্গীগণসহ পেছন দিক হইতে আক্রমণ করিলেন[২] এবং শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিলেন আর নির্দেশ অনুযায়ী রায় দুর্গাও বাম পার্শ্ব বাহিনী হইতে আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া আসিলেন আর মুযাফফর পলায়নের পথ অবলম্বন

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই সঠিক তারিখটিই দেওয়া আছে, তবে একটি পাণ্ডুলিপিতে সনের তারিখটি ভুল তারিখ ৯৯১ দেওয়া আছে; আর ইলিয়টেও এইরূপ ভুল দেওয়া হইয়াছে।

২. আকবরনামাতে এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে, তাহার সঙ্গে এই পুস্তকের বিবরণের অনেক মিল আছে; কিন্তু তাহাতে নিযামুদ্দীনের পেছন দিক হইতে আসিয়া শত্রুদের আক্রমণ করা সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। আবুল ফযলের মতে এই বিজয় প্রধানত হস্তীবাহিনীর সারি ভঙ্গ করিবার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। তিনি রাজকীয় বাহিনীর সংখ্যা লিখিয়াছেন দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, আর শত্রুবাহিনীর সংখ্যা লিখিয়াছেন প্রায় চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী আর এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য।

বদাওনী খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন: "পরদিন এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ সংঘটিত হয় এবং মুযাফফর পরাজিত হন এবং মামুরাবাদ পলায়ন করেন।"

www.alimaanfoundation.com

করিলেন ; আর বহু সংখ্যক লোক নিহত হইল। মির্যা খান[১] বিজয়ের ঘটনা বিবৃত করিয়া সম্রাটের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। সম্রাট যখন ইলাহাবাজ (এলাহাবাদ) হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন এই রিপোর্ট তাহার নিকট পৌঁছিল। মির্যা খানের কার্যাবলী সম্রাটের প্রশংসা লাভ করিল এবং তাহাকে খান খানান উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হইল আর সম্রাটের প্রতিটি কর্মচারীকে তাহার ভাতা বৃদ্ধি দ্বারা সম্মানিত করা হইল। পরদিন ভোরবেলা মির্যা খান শহরে প্রবেশ করিলেন এবং নিরাপত্তা এবং রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন আর প্রত্যেকেই তথায় তাহার বাসস্থান স্থাপন করিল।

মুযাফফর মামুনাবাদ এবং মহিন্দ্রী নদীর তীর অভিমুখে পলায়ন করিলেন, আর ঐ স্থান হইতে তিনি কামবায়াত গমন করিলেন। যে লোকগুলি পলায়ন করিয়াছিল তাহারা পুনরায় তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইল এবং প্রায় দশ সহস্র[২] অশ্বারোহী সৈন্য একত্র সম্মিলিত হইল। বিজয়ের তিন দিন পর[৩] কুলিজ খান এবং মালবের আমীরগণ আহমদাবাদ আসিয়া পৌঁছিলেন। মির্যা খান এবং সকল আমীর যখন কামবায়াত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং ইহার দশ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন, মুযাফফর এই স্থান ত্যাগ করিয়া বরোদা চলিয়া গেলেন।[৪] তিনি যখন পতলাদ এবং মহিন্দ্রী নদীর নিকটবর্তী বাসদ[৫] নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন মির্যা খান তখন কুলিজ খান,

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থান হইতে 'ভাতা বৃদ্ধি করিয়া সম্মানিত করা হইল' পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশটি বাদ দেওয়া আছে।

২. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ; কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে এবং বদাওনীতে আছে দুই সহস্র সৈন্য।

৩. সিরাত-ই-সিকান্দরীতে আছে যে মির্যা খানের মুযাফফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করিবার পরদিন মালব বাহিনী বরোদায় আসিয়া উপস্থিত হন। সিরাত-ই-সিকান্দরীকে অনুসরণ করিয়া মিঃ বিভারিজ বলেন যে মালব বাহিনী আদৌ আহমদাবাদে গমন করে নাই। অপরদিকে আবুল ফযল বলেন যে মালব বাহিনী মির্যা খানের বিজয় লাভের পরদিনই আহমদাবাদে পৌঁছেন আর নিযামুদ্দীন বলেন যে তাহারা তিন দিনের মধ্যে আহমদাবাদে পৌঁছেন। মিঃ বিভারিজ বলেন যে সিরাত-ই-সিকান্দরীর লেখক মালব বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন কাজেই তাহার কথাই সত্য গণ্য করিতে হইবে ; কিন্তু অপর দিকে নিযামুদ্দীনও মির্যা খানের বাহিনীতে আহমদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। বদাওনীও নিযামুদ্দীনের বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে "এবং মুযাফফর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন।" ইহা ঠিক হইলে "মুযাফফর এই স্থান ত্যাগ করিয়া বরোদা চলিয়া গেলেন "এর স্থলে মুযাফফর এই স্থান ত্যাগ করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন।

৫. মিঃ বিভারিজ তাহার আকবরনামার অনুবাদে লিখিয়াছেন যে "স্থানটির প্রকৃত নাম ভাসো। ইহা টিয়েফেনথালের বর্ণিত বাংসা, ইহা পতলাদ হইতে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত।" অপরদিকে ইলিয়ট তাবাকাতের অনুবাদক বলেন যে মহিন্দ্রী নদী মহি নদীরই অপর নাম, কারণ পতলাদের

www.alimaanfoundation.com

নৌরঙ্গ খান এবং শরীফ খানকে সম্মুখে প্রেরণ করিলেন যাহাতে শত্রুদের ধরিতে সক্ষম হয় এবং তাহাদের আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু রাস্তা ভগ্ন হইবার ফলে এবং ইহা সংকীর্ণ হইবার জন্যে তাহাদের অগ্রসর হওয়ায় বিলম্ব হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে মুযাফফর তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যান এবং রাজপিপলা[১] এবং নাদোত অভিমুখে গমন করেন। মির্যা খান এবং সমস্ত বাহিনী বরোদায় ১৬ দিন ধরিয়া অপেক্ষা করেন। যখন সংবাদ আসিল যে সৈয়দ দৌলত নামে মুযাফফরের এক ভৃত্য কামবায়েত আগমন করিয়াছেন এবং সম্রাটের শুভাকাঙ্খীদের দলভুক্ত যে সব লোক ঐ স্থানে ছিল তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে, তখন তাহার দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য নৌরঙ্গ খানকে[২] প্রেরণ করা হয়। নৌরঙ্গ খান তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন এবং প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু নৌরঙ্গ খান ঐ স্থান ত্যাগ করিলে তিনি পুনরায় আগমন করিলেন এবং কামায়াত অধিকার করিলেন। অতঃপর মির্যা খানের এক ভৃত্য খোজম বর্দী[৩] পতলাদ হইতে সৈয়দ দৌলতের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে পরাজিত করিলেন।

অতঃপর মির্যা খান এবং সম্পূর্ণ বাহিনী নাদোত গমন করিলেন। মুযাফফর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন আর আতালিক বাহাদুর[৪] সম্রাটের বাহিনী হইতে পলায়ন করিলেন এবং তাহার নিকট চলিয়া গেলেন; আর বিদ্রোহীগণ পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিল। সান বাহাদুর উযবেক সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায় মির্যা খান তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। আর যুদ্ধ করিবার স্থির সংকল্প করিয়া সম্মুখে অগ্রসর

নিকট আর কোন নদী নাই, আর মানচিত্রে ইহার উত্তর তীরে ওয়াসযাদ নামে একটি স্থান দেখান আছে। বাসোর চেয়ে এই স্থানটি ওয়াসযাদ হওয়াই অধিকতর সম্ভব, কারণ বাসো পতলাদের নিকটে নয়, বিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

১. "রাজপিপলা নর্মদার দক্ষিণে, প্রায় ব্রোচের একই লাইনে অবস্থিত। আর নাদোত নিঃসন্দেহে নানদোদ, ইহা নর্মদা এবং রাজপিপলার মধ্যস্থলে অবস্থিত।" ইলিয়টের পাদটিকায় এইরূপ দেওয়া আছে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অনুযায়ী নাদোত বা নানদোদ রাজপিপলার রাজধানী।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে নৌরঙ্গ খান, কিন্তু আর একটিতে আছে পৌলকী রায় (ইহা ভুল) এবং তুনক খান। ইলিয়টে আছে নৌরঙ্গ খান, কিন্তু এক পাদটিকায় দেওয়া আছে যে "একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে তোলক খান।" আকবরনামাতে আছে তুলক খান। বদাওনী লিখিয়াছেন যে মির্যা খান একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সেনাপতির নাম উল্লেখ করেন নাই।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে খোজম বর্দী, কিন্তু ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে খোজম বুর্দী।

৪. এই স্থানে পাণ্ডুলিপিগুলিতে পংক্তির সন্নিবেশে কিছুটা গোলমাল দেখা যায়। একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ দেওয়া আছে, অন্য একটিতে এই পংক্তিটি সান উযবেকের কারারুদ্ধকরণের পর এই পংক্তিটি দেওয়া হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

হইলেন এবং শরীফ খান এবং নৌরঙ্গ খানকে দিলেন ডান পার্শ্বের বাহিনীতে আর কুলিজ খান এবং দৌলত তৌলক খানকে দিলেন বামপার্শ্ব বাহিনীতে আর পাইন্দা মুহম্মদ খান এবং অন্যান্য কতিপয় আমীরকে দিলেন অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনীতে। তিনি এই ফকিরকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন, যাহাতে শত্রুসৈন্যের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি যুদ্ধটা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থায় সংঘটিত করাইতে সক্ষম হন। এই ফকির যখন পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিলেন, তখন তিনি শত্রু পদাতিক বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উচ্চতর পাহাড়ে প্রেরণ করিলেন। যে স্থানে তাহাদের বাহিনী লম্বা সারিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল আর তথায় এমন তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হইল, আর এমন তীর এবং বন্দুকের গুলি ছোড়া হইল যে চক্ষু ধাঁধিয়া গেল এবং অন্ধ হইয়া উঠিল আর বহু অশ্ব এবং লোক আহত হইল। এই ফকির তাহার সর্বোৎকৃষ্ট লোকদের অশ্ব হইতে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদিগকে দৌড়াইয়া পর্বতের উপরে প্রেরণ করিলেন, আর একই সময়ে কুলিজ খানকে আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে সম্রাটের একজন কর্মচারী খাজা মুহম্মদ রফি, যিনি তাহার বীরত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, আগমন করিলেন। ফকির তাহাকে কুলিজ খানকে আনয়ন করিতে প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জন অতঃপর বাম দিক হইতে আগমন করিলেন এবং তাহার সৈন্যদল এবং শত্রুসৈন্যদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয় এবং শেষোক্তগণ প্রবল প্রচেষ্টা সহকারে কুলিজ খানকে পেছনে হটাইয়া দিলেন এবং তাহাকে এক কারোহ পরিমাণ স্থান দূরে তাড়াইয়া দিলেন। এই সময়ে যে লোকগুলিকে ফকির অশ্ব হইতে অবতরণ করাইয়াছিলেন, তাহারা যখন দেখিল যে শত্রুগণ বিভিন্ন দিক হইতে কুলিজ খানের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে এবং সম্মুখস্থ পথ খোলা রাখিয়া দিয়াছে, তখন তাহারা পাহাড়ের উপরে আরোহণ করিল। শত্রুগণ যখন প্রত্যাবর্তন করিল এবং আক্রমণ করিল তখন বহু লোক নিহত হইল। কুলিজ খান নিম্ন ভূমিতে যেখানে তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে ছিলেন, তাহার অবস্থান রক্ষা করিলেন। যে স্থানে মুযাফফর স্বয়ং অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ স্থানে ফকির হাতনল (হস্তী কামান) হইতে কতিপয়গুলি ছাড়িলেন।[১] এই কামানগুলি তিনি মির্যা খানের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলেন

১. এই পংক্তিটির পাঠে পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ইলিয়টে এই স্থানটি এইরূপ দেওয়া আছে, "আমি হাতনলের জন্য মির্যা খানের নিকট প্রেরণ করিলাম। এইগুলি হস্তীপৃষ্ঠে করিয়া আনয়ন করা হইল" ইত্যাদি। ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। তাছাড়াও আরও ভুল ঐ পুস্তকে আছে। বদাওনী এই ঘটনাগুলির এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দান করেন নাই, কিন্তু তিনি নিযামউদ্দীনকে তাহার বীরত্ব এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য পূর্ণ কৃতিত্ব প্রদান করিয়াছেন। আকবর-নামা বিশদ বিবরণ দেয় নাই, আর ঐ পুস্তক অনুযায়ী নিযামউদ্দীন ছিলেন সংরক্ষিত বাহিনীর

www.alimaanfoundation.com

এবং এইগুলি তিনি কতিপয় হস্তীপৃষ্ঠে করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই সময়ে নৌরঙ্গ খান এবং শরীফ খানের লোকেরাও এক পাহাড়ের উপরে উঠিল. এই পাহাড়টি ছিল শত্রুগণের বাম দিকে এবং ইহা হইতে ঐ স্থানটি অধীনে রাখা যায়। ঘটনাক্রমে এই সময়ে একটি কামানের গোলা মুযাফফরের বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আঘাত করিল এবং তাহার বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হইল। তিনি আর অধিকক্ষণ তাহার অবস্থান রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না এবং পলায়নের সিদ্ধান্ত করিয়া যাত্রা করিলেন। তাহার সৈন্যদের এক বিপুল সংখ্যাকে ধরা হইল এবং হত্যা করা হইল; আর সাম্রাজ্যের কর্মচারীগণ বিজয় ও সাফল্য লাভ করিলেন।

মির্যা খান একদল সৈন্যকে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করিয়া আহমদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সেনাবাহিনীর এবং রায়তগণের ব্যবস্থাপনার কাজে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। কুলিজ খান এবং নৌরঙ্গ খান এবং শরীফ খান এবং মালবের আমীরগণকে বহরোজ দুর্গ দখল করিবার জন্য রাখিয়া আসা হইল। মির্যা খান সাত মাস কাল আহমদাবাদে অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ের শেষে বহরোজ দুর্গ অধিকার করা হইল এবং চরকম রুমিকে যিনি কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খানের নিকট হইতে বিদ্রোহ করিয়া মুযাফফরের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই দুর্গের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল আর নাসিরা, যিনি এই দুর্গের সরদার ছিলেন, তাহার অর্ধ জীবন লইয়া পলায়ন করিলেন।

খলিফা-ই-ইলাহীর সম্পর্কিত কতিপয় ঘটনার বিবরণ[১]

যে সময়ে সম্রাটের নিকট গুজরাটের দুর্ঘটনার সংবাদ দেওয়া হয় এবং তিনি মির্যা খানকে এবং মালব বাহিনীকে প্রেরণ করেন, তখন তিনি জোসি পিয়াকে যে স্থানে যমুনা এবং গঙ্গা নদী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থানে একটি শহর প্রতিষ্ঠা

অন্তর্ভুক্ত। যেস্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই, শুধু ইহা নাদোতের নিকটস্থ পার্বত্য অঞ্চলে এইটুকুই বলা হইয়াছে। সিরাত-ই-সিকান্দরী অনুযায়ী, এই স্থানটি ছিল রাজপিপলা জেলার ঝমপার পার্বত্য অঞ্চল। আকবরনামা অনুযায়ী অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই সহস্র লোক নিহত হয় এবং পাঁচশত জনকে বন্দী করা হয় এবং তাহারাও "তাহাদের শেষ নিদ্রায় গমন করে।"

১. এই প্যারার সম্পূর্ণটাই একটা পাণ্ডুলিপিতে নাই, কিন্তু অন্যান্যগুলিতে আছে। বদাওনীতেও অনুরূপ একটি প্যারা দেওয়া আছে। কিন্তু আকবরনামা অনুযায়ী খান আযম মির্যা কোকা ২৯তম বৎসরে (মার্চ, ১৫৮৮ খ্রী:) নওরোয উৎসবের সময় হাজীপুর হইতে ফতেপুর আগমন করিয়াছিলেন, ইলাহাবাদে নয়।

www.alimaanfoundation.com

করেন এবং ইহার চতুর্দিকে একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। তিনি শহরটির নাম দেন ইলাহাবাজ। তিনি আগ্রা হইতে নৌকাযোগে ঐ স্থানে আগমন করেন এবং আমোদ-প্রমোদে চারিমাসকাল সময় ঐ স্থানে অতিবাহিত করেন। আযম খান হাজীপুর হইতে ইলাহাবাজে আগমন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে ফেরৎ পাঠান হয় যাহাতে তিনি তাহার সেনাবাহিনী সঙ্গে লইয়া দ্রুত আগমন করিতে পারেন। কুতবুদ্দীন খানের হত্যা এবং গুজরাটের বিশৃঙ্খলার প্রচণ্ডতার সংবাদ আসিল, তখন সম্রাট আগ্রা এবং ফতেপুরে প্রত্যাবর্তন করেন যাহাতে তিনি তথা হইতে গুজরাট গমন করিতে পারেন। ইতাওয়ার সন্নিকটে গুজরাট বিজয় লাভের সংবাদ আসে; আর মহান সম্রাট ফতেপুরে আগমন করিয়া তথায় অবস্থান করেন এবং গুজরাটের আমীরগণের নিকট অনুগ্রহপূর্বক ফরমান জারি করেন। মির্যা খানকে খান খানান উপাধি এবং একটি সম্মানীয় অঙ্গাববরণ, একটি জহরতের কোমরবন্দ ও একটি ছোরা দ্বারা সম্মানিত করিলেন। আর সম্রাট তাহাকে তুমন তুখ[১] প্রদান করিলেন। এই ইতিহাস পুস্তকের লেখক নিযামউদ্দীন আহমদও একটি অশ্ব এবং একটি সম্মানীয় পোশাক এবং তাহার ভাতা বৃদ্ধি দ্বারা সম্মানিত হইলেন। সম্রাটের ভৃত্যাদের সকলের প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করা হইল।

তাহার দ্বিতীয় পরাজয়ের পর মুযাফফর গুজরাট চম্পানীর, এবং বীরপুর এবং ঝালওয়ার হইয়া সুরাট অভিমুখে পলায়ন করিলেন[২] এবং জুনাগড়ের বার ক্রোশ দূরবর্তী গোন্দল শহরে আশ্রয় লইলেন। যেসব লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে প্রায় ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাহার নিকট আসিয়া একত্রিত হইল। অতঃপর তিনি সুরাটের শাসনকর্তা আমীন খান ঘুরীর[৩] নিকট এক লক্ষ

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহা তুমন তুক লেখা আছে, একটিতে আছে তুমন তুখ; ইলিয়টে বলা হইয়াছে যে ইহা "পাঁচ সহস্রের পতাকা।" আর এক ব্যাখ্যায় অনুবাদক বলিয়াছেন যে বদাওনী "পাঁচ হাজারী" শব্দটি ব্যবহার করিয়া ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বদাওনী বলিয়াছেন, তুমান তুখ ওয়া মনসব পনজ হাজারী। তুমান তুখ হইল সর্বোচ্চ মর্যাদার পতাকা। এই স্থানে তাহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারীতে উন্নীত করা বুঝায়। পাঁচ হাজারী মনসবদার পদটিই ছিল সম্রাটের পরিবারের বাহিরে কাহারও জন্য সর্বোচ্চ পদ; এই হিসাবে তাহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করা হইলে সর্বোচ্চ মর্যাদার পতাকা তাহাকে দেওয়া হয়।

২. এই অংশে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। বীরপুর বা ভীরপুর আহমদাবাদের ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত; আর ঝালওয়ার হইল কাথিওয়ারের দশটি প্রান্ত বা জেলার মধ্যে একটি। এই অভিযানের বিবরণসমূহ বদাওনী ও আকবরনামাতে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বদাওনীতে আছে যে মুযাফফর তাহার দ্বিতীয় পরাজয়ের পর কুণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানটি জুনাগড় দুর্গ হইতে পনের ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আকবরনামা অনুযায়ী স্থানটির নাম গোন্দল আর ইহা জুনাগড় হইতে পনের ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৩. মিরাত-ই-সিকান্দরী অনুযায়ী আমীন খান, তাতার খানের পুত্র, মালে সুলতান আলাউদ্দীনের পৌত্র।

www.alimaanfoundation.com

মাহমূদী এবং একটি জহরতের কোমরবন্দ ও একটি ছোরা প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে তাহার সঙ্গে যোগদান করিতে প্ররোচনা দিলেন। তিনি অনুরূপ পরিমাণ মুদ্রা ঝাল-ওয়ারের রাজা জাম সতরসালের[১] নিকট প্রেরণ করিলেন; তাহার বিরাট সেনাবাহিনী এবং বহু উপজাতীয় লোক ছিল। অতঃপর তিনি পুনরায় আহমদাবাদ অভিযান করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

যেহেতু আমীন খান তাহার কার্যের সম্ভবপর পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তিনি মুযাফফরকে বলিলেন, "আপনি জামের গৃহে গমন করুন এবং তাহাকে আপনার সঙ্গে নিয়া যান। আমি প্রস্তুত হইয়া আপনার পেছনে পেছনে আসিতেছি।" মুযাফফর[২] যখন আহমাদাবাদ হইতে ষাট ক্রোশ দূরবর্তী মোর্ভী[৩] আগমন করিলেন এবং তথায় প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই সংবাদ খান খানানের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ শহর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মোর্ভী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি বিরামগণ[৪] আসিয়া পৌঁছিলেন এবং মোর্ভী চল্লিশ ক্রোশ দূরে রহিল, আর জাম এবং আমির খান আসিল না, মুযাফফর হতবুদ্ধি, বিহ্বল এবং দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন; আর জগতের নিকটস্থ বরোদার[৫] পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন; এই স্থানটি স্থরাট দেশের সীমান্তে অবস্থিত আর ইহা দ্বারকা[৬] নামে পরিচিত।

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি সরসল, বা সন্নসল দেওয়া আছে, ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে সরসল। বদাওনীতে নামটি দেওয়া আছে সতরসাল, আর ইহাই সম্ভবতঃ অধিকতর শুদ্ধ। আকবরনামার এক পাদটিকায়ও নামটি সতরসাল হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ শুদ্ধ নামটি ছত্রশাল হইবে।

২. এই পংক্তির পূর্বে ইলিয়টে এইরূপ একটি পংক্তি সংযোজিত আছে, "মুযাফফর যখন জামের নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি চমকাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "আপনি আহমদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হউন; আমি আপনার অনুসরণ করিতেছি।" আকবরনামাতেও আছে যে মুযাফফর জামের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্রকে তথায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুবাদে যে সব পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করা হইয়াছে সে সবে এই পংক্তিটি নাই।

৩. মোর্ভী বা মোর্বী কাথিয়াওয়ারের উত্তরে রান অতিক্রমকারী পথের উপর অবস্থিত। বদাওনী এই স্থানের নাম উল্লেখ করেন নাই।

৪. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বিরম গাম লিখা আছে, কিন্তু ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে পরঙ্গ। আকবর-নামাতে দেওয়া আছে বিরমগাঁও, আর অনুবাদক এক পাদটিকায় লিখিয়াছেন "ইহা বেইলীর বিরম-গাঁও এবং মানচিত্রের ভিরমগাঁও। ইহা আহমদাবাদের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে নুহস্তান বরদা, আর একটিতে বরদার স্থলে আছে বরা; আর একটিতে এই নামটিই নাই। আকবরনামার অনুবাদের এক পাদটিকা অনুযায়ী এই পর্বতগুলি পোরবন্দরের নিকটে অবস্থিত, সমুদ্র তীর হইতে ১২-১৮ মাইল দূরে। ইহার সর্বোচ্চ চূড়াটির নাম ভেনু, যাহার উচ্চতা ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অনুযায়ী ১৭০০ ফুট, কিন্তু নওয়ানগরের এক বিবরণ অনুযায়ী ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০৫৭ ফুট।

৬. আকবরনামা অনুযায়ী দ্বারকা বর্দা পর্বতের বিশ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

www.alimaanfoundation.com

জাম, খান খানানের নিকট তাহার ভকিলগণকে প্রেরণ করিলেন[১] এবং জানাইলেন যে তিনি মুযাফ্ফরের অর্থগ্রহণ করা এবং তাহার অনুগমন না করাকে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশরূপে গণ্য করিয়াছেন ; আর তখন তিনি খান খানানের বাহিনীকে মুযাফ্ফর যে স্থানে অবস্থান করিতেছে ঐ স্থানে নিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। আমীন খান ঘুরী ও মীর আবু তুরাবের হস্তক্ষেপে তাহার পুত্রকে খান খানানের খেদমতের জন্য প্রেরণ করিলেন এবং তাহার আন্তরিকতা ও আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। জামের লোকেরা খান খানানকে দ্রুত পার্বত্য অঞ্চলে নিয়া গেলেন আর তথায় প্রচুর লুটতরাজ করা হইল[২] এবং দেশটিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা হইল আর প্রচুর পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার সৈন্যদের হস্তগত হইল এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করা হইল এবং তাহাদের হত্যা করা হইল। মুযাফফর পাঁচশত মুঘল এবং পাঁচশত কাথি[৩] অশ্বারোহী সৈন্যসহ গুজরাট অভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং উথনিয়া[৪] নামক এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই স্থানটি সবরমতি নদী এবং পার্বত্য মহাগিরি খাতগুলির মধ্যস্থানে অবস্থিত আর এই স্থানে ভাই নামে একজন কোলী বিদ্রোহী অবস্থান করিতেছিল। খান খানান মুযাফ্ফরের পশ্চাদ্ধাবনে গমনের সময় এই সেনাবাহিনীর[৫] সঙ্গে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মেদিনী রায় এবং খোজম বর্দী এবং সৈয়দ লাদ এবং সৈয়দ বাহাদুর এবং বারহার অন্যান্য সৈয়দগণ এবং বেগ মুহম্মদ তুকবাই এবং কামরান বেগ জিলানী দন্দুকার নিকটস্থ এবং কামবায়াতের পথের উপরে অবস্থিত হদালা নামক স্থানে রাখিয়া যান। তাছাড়া তিনি বিয়ান বাহাদুর[৬] এবং মীর মুহিবউল্লাহ এবং মীর আবু তুরাবের

১. আকবরনামা অনুযায়ী "খান খানান জামকে শাস্তি দিবার সংকল্প করিলেন।......তিনি (জাম) খাহগী লোকদের সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইলেন। চারি ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া তিনি তাহার আত্ম-অহমিকার নিদ্রা হইতে সজাগ হইয়া উঠিলেন এবং ওজর আপত্তি উপস্থাপিত করিলেন।"

২. "আর তথায় প্রচুর লুটতরাজ করা হইল" এই অংশটি দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নাই, একটিতে মাত্র আছে।

৩. বদাওনীর মতে ইহারা তাহার মাতার স্বগোত্রীয় লোক।

৪. এই স্থানটির নাম বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন উয়েখিনিয়া এবং উথনা, এবং উথহনিয়া। ইলিয়টে ইহা ওথানিয়া দেওয়া আছে। বদাওনীতে আছে আনিয়া। আকবরনামাতে এই স্থানের নাম উল্লেখ নাই।

৫. কোন সেনাবাহিনীর কথা বলা হইয়াছে সুস্পষ্ট বুঝা যায় না; আকবরনামা হইতে জানা যায় যে খান খানান অভিযানে গমনের সময় তাহার সেনাবাহিনীকে চারিটি দলে বিভক্ত করেন, যদিও তিনটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, একটি নৌরঙ্গ খানের অধীনে, একটি নিযামুদ্দীন আহমদের অধীনে আর অপরটি দৌলত খান লুদীর অধীনে। অপরটি সম্ভবতঃ তাহার নিজের সঙ্গে নেওয়া হইয়াছিল।

৬. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বিয়ান বাহাদুর এবং ভামান বাহাদুর এবং মিয়ান বাহাদুর এইরূপ দেওয়া আছে আর ইলিয়টে দেওয়া আছে বয়ান বাহাদুর। বদাওনী বা আকবরনামা এই নামের উল্লেখ করেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

ভ্রাতষ্পুত্র মীর শরফউদ্দীন এবং একদল সৈন্যকে উথনিয়া হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত পরান্তি[১] নামক স্থানে এইরূপ একদিনের অপেক্ষায় রাখিয়া যান।

মুযাফফর যখন উথনিয়া আগমন করিলেন তখন সৈয়দ কাসিম বারহা পত্তন হইতে উথনিয়া হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী বিজাপুরে আগমন করিলেন। যে সেনা-বাহিনী হদালাতে অবস্থান করিতেছিল তাহা পরান্তি আগমন করিয়া ঐ স্থানে অবস্থিত সৈন্যদলের সঙ্গে যোগদান করিল। মুযাফফর কোলিগণ[২] এবং গ্রাসিয়াগণের[৩] সঙ্গে এবং ঐ জেলার সমস্ত জমিদারদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং পরান্তিতে যে সৈন্য সমবেত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভীষণভাবে পরাজিত হন এবং কাথিয়াওয়ার অভিমুখে পলায়ন করেন।[৪] তাহার হস্তীসমূহ এবং স্বর্ণ-ছত্র ধৃত হইল আর তাহার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা বাছাই করা লোকগুলি নিহত হইল।

এই সময়ে যখন খান খানান পার্বত্য অঞ্চল হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন জানা গেল যে জাম সততার সহিত কাজ করে নাই। তিনি জামের ভকিলগণকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। জামও তাহার মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইলেন এবং বিশ সহস্র অশ্বারোহী[৫] এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। খান খানান যখন তাহার সাত ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি দূত প্রেরণ করিলেন এবং ওজর আপত্তি প্রদর্শন

১. ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে ইহা পরান্তিন নামে উল্লেখিত আছে। ইহা আহমদাবাদ হইতে ৩৫ মাইল উত্তর, উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ইলিয়টের অনুবাদে আছে যে, ইহা আহমদাবাদ হইতে ৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

২. বদাওনী অথবা আকবরনামাতে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই। বেইলীর গুজরাটের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রাচীনকালে গুজরাট রাজপুত এবং কোলিদের দখলে ছিল।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি গরাস এবং গরাসিয়া দেওয়া আছে, কিন্তু ইলিয়টে নামটি গ্রাসিয়ন, আকবরনামা বা বদাওনীতে এই শব্দটি নাই। বেইলীর গুজরাটের ইতিহাসে দেওয়া এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী "গ্রাস এর অর্থ হইল (১) ক্ষমতাশালী স্থানীয় প্রধানগণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং লুট-তরাজ হইতে অব্যাবহিত লাভের জন্য দেয় অর্থ এবং (২) এইরূপ প্রধানগণকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি, অথবা তাহাদিগকে দখল করিতে দেওয়া ভূমি, ইহার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে শান্ত রাখা এবং সামরিক বা অন্যান্য কর্তব্য পালনের জন্য বাধ্য রাখা। প্রকৃতপক্ষে এইসব ভূমির লোকেরা অধিকাংশই ছিল রাজপুত। আর ভূমিগুলি ছিল তাহাদের প্রাচীন পৈত্রিক উত্তরাধিকার।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই শেষ পংক্তিটির পাঠ কিছুটা ভিন্নরূপ আছে। ইলিয়ট ঐরূপ কোন পাণ্ডুলিপি হইতে হয়তো তাহার অনুবাদ করিয়াছেন; তাহাতে আছে: "কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন……এবং তিনি স্বয়ং নগ্নপদে এবং অর্ধমৃত অবস্থায় পলায়ন করিলেন।"

৫. বদাওনী তাহার অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা লিখিয়াছেন আট সহস্র এবং দুই সহস্র ভৃত্য, যাহারা খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করিয়াছিল এবং মৃত্যুবরণের সংকল্প করিয়াছিল।

www.alimaanfoundation.com

করিলেন। তিনি তাহার পুত্রকে তিনটি বৃহৎ হস্তী এবং আঠারটি আরব জাতীয় অশ্ব সহ খান খানানের নিকট প্রেরণ করিলেন[১] আর তাহার অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের নূতন অঙ্গীকার এবং চুক্তি সম্পাদন করিলেন। খান খানান ফিরিয়া আসিলেন এবং আহমদাবাদে আগমন করিলেন। পাঁচ মাস পর মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহাকে তলব করিয়া পাঠাইলেন আর তিনি দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া দরবারের অভিমুখে গমন করিলেন।

মুযাফফর গুজরাটি কাথিওয়ারে অবস্থান করিতেছিলেন; আর আমীন খান তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার সঙ্গে গমন না করিবার ফলে তিনি তাহার বিরুদ্ধে রাগ পোষণ করিতেছিলেন; তিনি কাথিগণ এবং জমিদারগণের সঙ্গে একযোগে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। আমীন খান নিজেকে আমরেলি[২] দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদ যখন আহমদাবাদ পৌঁছিল, তখন কুলিজ খান এবং এই ফকির তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। কুলিজ খান শহরে থাকিয়া গেলেন, আর এই ফকির সৈয়দ কাসিম বারহা এবং মেদিনী রায় এবং খান খানানের সকল লোক এবং নুর কুলিজ এবং মীর মাসুম বকরী এবং মীর হাবিবুল্লাহ এবং বেগ মুহম্মদ তুকবাই এবং কামরান বেগ সহ তৎক্ষণাৎ সোরাথ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা যখন হদালা[৩] আগমন করিলাম, মুযাফফর আমাদের মোকাবেলা করিতে অপারগ হইয়া আমীন খানের দুর্গের অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং কচ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। লেখক তখন নুর কুলিজ এবং মীর হাবিবুল্লাহ এবং বেগ মুহম্মদ এবং সৈয়দ লাদ এবং সৈয়দ বাহাদুর এবং নসিব তুর্কমানকে আমীর খানের নিকট প্রেরণ করিলেন; যাহাতে ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহারা কাথিওয়ার অভিযান করিতে সক্ষম হন এবং মুযাফফরের পেছন দিক দিয়া আগমন করিতে পারেন; আর তিনি স্বয়ং শেষোক্ত জনের দিকে অগ্রসর হইয়া মোর্ভী অভিমুখে গমন করেন। মুযাফফর পলায়ন করিলেন এবং রান অতিক্রম করিয়া,

১. বদাওনী বলেন আঠারটি 'কচি' অশ্ব, যেগুলি আরবী অশ্বের ন্যায় এবং অন্যান্য চমৎকার উপহার। আকবরনামা অনুযায়ী তিনি তাহার পুত্র জয়সাকে হস্তী সরঞ্জা এবং অন্যান্য উপহারসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে আমরেলি, আখবর মানি এবং আবনর মালি এবং আনরলি; ইলিয়টে আছে অমরতলি। আকবরনামাতে আছে অনবরিলী। এক পাদটিকায় দেওয়া আছে যে তবাকাত আকবরীতে আছে অমরুল বা অমবরুল। সিরাত-ই-সিকান্দরীতে নামটি অমবরুল দেওয়া আছে; আর ইহা কচের সীমান্তে এবং মোর্ভী হইতে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বলা হইয়াছে। কিন্তু আবুল ফযল যে স্থানের কথা লিখিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়, ইহার নাম আমরেলি এবং ইহা সরকার সোরাথের একটি বড় জেলা।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বনদালা এবং হনদালা এবং হদালা লেখা আছে। ইলিয়টে লেখা হইয়াছে হদলা। এই স্থানে আকবরনামা বা বদাওনী কেহই নামটি লিখে নাই।

www.alimaanfoundation.com

যাহা সমুদ্র হইতে আলাদা হইয়া এবং জয়সলমীরের বালুকা ভূমির নিকটে শেষ হইয়াছে[১] এবং কোন স্থানে ইহা দশ ক্রোশ আর কোন স্থানে বিশ ক্রোশ প্রশস্ত, কচ অভিমুখে গমন করিলেন। পানির অপর পাড়ের ভূমিই কচ নামে পরিচিত। ফকির যখন মোর্ভীতে আগমন করিলেন তখন জাম এবং আমীন খান তাহাদের পুত্রগণকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং পুনরায় অঙ্গীকার এবং চুক্তি সম্পাদন করিয়া অনুগত থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর ফকির বিরমগাম অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই সময়ে সংবাদ আসিল যে খান খানানকে দরবার ত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি সিরোহীর সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সিরোহী এবং জালোর অধিকার করিবার মনস্থ করিয়াছেন। এই ফকির, সৈয়দ কাসিম এবং যে সব লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে করিয়া সিরোহীর উপকণ্ঠে তাহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। সিরোহীর রাজা আগমন করিলেন এবং খেদমত করিলেন এবং কররূপে প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেন। খান খানান জালোরের ঘযনী খানকে[২] কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন, কারণ যদিও তিনি আসিয়াছিলেন, তিনি খান খানানের দরবারে গমনের সময় তাহার সঙ্গে অসঙ্গত ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং বিদ্রোহের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং জালোর দুর্গটি দখল করিয়া লইলেন। আহমদাবাদে আগমনের পর খান খানান তথায় রহিয়া গেলেন।

সম্রাট সম্পর্কিত কতিপয় ঘটনা[৩]

খান খানান যখন দরবারে আগমন করিলেন, তখন সম্রাটের ভ্রাতা মির্যা মুহম্মদ

---

১. এই স্থানে পাণ্ডুলিপির পাঠ সুস্পষ্ট নয় এবং অর্থ সঠিক বুঝা যায় না। তবে যে পাঠ এই স্থানে দেওয়া হইয়াছে তাহাই মনে হয় শুদ্ধ হইবে। ইলিয়ট যে পাঠ দিয়াছেন তাহা হইল, "এবং জয়সলমীরের পথ ধরিলেন।" ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না, কারণ পরবর্তী পংক্তিতেই আছে যে মুযাফফর কচে গমন করিয়াছিলেন।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে ঘযনী খান, আর একটিতে আছে ঘরিব খান। আকবরনামাতে জালোরের শাসনকর্তার নাম দেওয়া হইয়াছে ঘযনী। ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে ঘযনীন খান। বদাওনী যদিও উল্লেখ করিয়াছেন যে খান খানান সিরোহী ও জালোর হইয়া আহমদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু তিনি ঐ দুই স্থানে কি করিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ নাই।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এই শিরোনামাটি দেওয়া নাই। দুইটিতে আছে। যেগুলিতে এই শিরোনামাটি নাই সেগুলিতে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের ইন্তেকালের সংবাদটিও বাদ দেওয়া হইয়াছে; ঐ গুলিতে খান খানানের দাক্ষিণাত্যে গমনের সংবাদ দিবার পর, খান আযমকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ সম্বন্ধীয় নূতন শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে। আর পাণ্ডুলিপিগুলিতেও এই শিরোনামাটি আছে। সম্রাটের পাঞ্জাব গমনের ঘটনা লিখিবার পর এই শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে। ইলিয়টে দ্বিতীয় শিরোনামাটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই স্থানে ইহা রাখা হইয়াছে, নতুবা নূতন ঘটনা আরম্ভ হইয়া গেল বলিয়া মনে হয়।

www.alimaanfoundation.com

হাকিমের ইন্তেকালের[১] সংবাদ বিশ দিন পর কাবুল হইতে আসিয়া পৌঁছিল। পাঞ্জাবের গভর্ণরদ্বয় রাজা ভগবান দাস ও কুমার মানসিংহের প্রতি এক মহান ফরমান জারি করিয়া তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা কাবুল গমন করিয়া তাহা দখল করে। সম্রাট স্বয়ং পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

খান-ই আযমকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রেরণ এবং খান খানানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার দাক্ষিণাত্যে আগমনের বিবরণ

যেহেতু এই সময়[২] দাক্ষিণাত্যের একটি দেশ বেরারের শাসনকর্তা মীর মুর্তজা ও খুদাবন্দ খান আহমদনগর আক্রমণ করেন এবং নিযামুল মুলকের ভকিল সলাবত খানের সহিত এক যুদ্ধ করেন এবং তাহা দ্বারা পরাজিত হন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীরূপে দরবারে আগমন করেন, তখন মালবের গভর্ণর আযম খানের নিকট এক ফরমান জারি করা হয় যে তিনি যেন দাক্ষিণাত্য অভিযান করেন; আর প্রথমে বেরার জয় করেন।[৩] মীর মুর্তজা, খুদাবন্দ খান, তিরন্দাজ খান এবং চঘতাই খান[৪] এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য লোকদেরও প্রেরণ করা হইল। খ্যাতনামা আমীরগণ যেমন আবদুল মতলব খান, জাফর বেগ বকসী, রায় দুর্গা, রাজা অসকরণ, বুরহান-উল মূলক, শেখ মুহম্মদ ঘাউসের পুত্র আবদুল্লাহ এবং নৌরঙ্গ খান এবং সুভান কুলি তুর্ক এবং অন্যান্য কতিপয়

১. আঃ হিঃ ৯৯৩ সনের ১২ই শাবান, ৩০শে জুলাই ১৫৮৫ খ্রীঃ তিনি ইন্তেকাল করেন, তাহার বয়স হইয়াছিল ৩১ বৎসর; তাহার জন্ম হইয়াছিল এপ্রিল ১৫৫৪ সনে।

২. আকবরনামা হইতে দেখা যায় যে "বেরার" মুর্তজা নিযামুল মুলকের অধিকারে ছিল, তিনি তাহার দুষ্ট প্রকৃতির ফলে পাগল হইয়া যান। সলাবত খান চরকস তাহার পাগলা প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেন * * * এবং বেরারের জায়গীদারগণকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করেন। মীর মুর্তজা সবযওয়ারী, যিনি ঐ জায়গীরদারদের নেতা ছিলেন, খুদাবন্দ খান ইত্যাদিকে লইয়া সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং আহমদনগর অভিযান করেন। নিযামুল মূলকের পুত্রের নেতৃত্বে সলাবত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত বেরারের লোকেরা পরাজিত হয়। * * * অতঃপর তাহারা সম্রাটের শরণাপন্ন হন।" বদাওনীও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তিনি আহমদনগরকে নিযামুল মুলকের রাজধানীরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

৩. বদাওনীর মতে নির্দেশটি এইরূপ ছিল যে 'আযম' খান যেন প্রথমে দক্ষিণীগণের নিকট হইতে বেরার ছিনাইয়া নেন এবং তৎপর তিনি যেন একযোগে আহমদনগর অভিযান করেন।

৪. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন চঘতান খান এবং চঘতাই খান এবং জনদা খান। আহমদনগর আক্রমণকারী বেরারের জায়গীরদারগণের মধ্যে চন্দা খান দখিনী নামে একজন ছিলেন; ফলে নামটি প্রকৃতপক্ষে চন্দা খানও হইতে পারে।

www.alimaanfoundation.com

যাহাদের বিশদ তালিকা অতি দীর্ঘ হইয়া যাইবে, এক বাহিনী গোলন্দাজ, এবং তিন-শত হস্তী এবং মালবের সেনাবাহিনীকেও নিযুক্ত করা হইল। মীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজীকে 'আযদ-উদ-দৌলা' উপাধিতে ভূষিত করা হইল এবং দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রেরণ করা হইল। হাজী-হাবিবুল্লার পুত্র খাজগী ফতেহ উল্লাকে সেনাবাহিনীর বকসী নিযুক্ত করা হইল আর মুক্তার বেগকে করা হইল দেওয়ান।

সেনাবাহিনী দাক্ষিণাত্যের সীমান্তে অবস্থিত হিন্দিয়াতে একত্র হইল। শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এই সময়ে উজ্জয়িনির গভর্ণর ছিলেন। যেহেতু আযম খান জানিতেন যে শাহাবুদ্দীন আহমদ খান তাহার পিতাকে হত্যার প্ররোচনা দিয়াছিলেন, তাই তাহার প্রতি আযম খানের আক্রোশ ছিল। আযদ-উদ-দৌলা এই বৈরীভাব অপসারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আযম খান ইহাতে বিরক্ত হইলেন, কারণ তিনি ছিলেন উগ্র স্বভাবের লোক এবং তিনি শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এবং আযদ-উদ-দৌলা উভয়কেই অপমান করিলেন। তিনি ছয় মাস কাল হিন্দিয়াতে অবস্থান করিলেন এবং অকর্মণ্য বসিয়া রহিলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এইরূপ অবস্থায় পৌঁছিল যে শাহাবুদ্দীন আহমদ খান বিরক্ত হইয়া রায়সিনে চলিয়া গেলেন, এই সময়ে এই স্থানটি তাহার জায়গীররূপে নির্ধারণ করা হয়; আর আযম খান তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার আয়োজন করেন। ফলে সম্রাটের বাহিনীতে এক চরম দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়; কিন্তু আযদ-উদ-দৌলার প্রচেষ্টার ফলে ব্যাপারটির সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া যায়।

আসির ও বুরহানপুরের শাসনকর্তা রাজা আলী খান যখন রাজকীয় বাহিনীর এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিলেন, তখন তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহিনীর সঙ্গে তাহার বাহিনী একত্র করিলেন এবং সাম্রাজ্যের বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আযদ-উদ দৌলা তাহার নিকট গমন করিলেন এবং যদিও তিনি তাহাকে অনুগত রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফলকাম হইলেন না এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং গুজরাট অভিমুখে গমন করিলেন যাহাতে তিনি সাম্রাজ্যের বাহিনীকে শক্তিশালী করিবার জন্য খান খানানকে আনয়ন করিতে পারেন। রাজা আলী খান এবং দাক্ষিণাত্যের বাহিনী যখন আযম খানকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন. শেষোক্ত ব্যক্তি তখন বেরার অভিমুখে গমন করিলেন এবং ইলিচপুর শহরটি লুণ্ঠন এবং বিধ্বস্ত করিলেন, এবং তিনি ঐ স্থানেই থামিলেন না, নদরবার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণীগণ পর্যায়ক্রমে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল এবং আযম খানের যদিও তাহাদের সঙ্গে মোকাবিলা করিবার শক্তি এবং ক্ষমতা ছিল, তিনি তাহাদের আগে আগে অগ্রসর হইতে

www.alimaanfoundation.com

লাগিলেন। অবশেষে তিনি নদরবার আসিয়া পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি আহমদাবাদে পত্র প্রেরণ করিলেন এবং খান খানানের নিকট হইতে সাহায্য চাহিলেন; শেষোক্ত জন এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখককে বেশ কিছু সংখ্যক আমীরসহ যেমন খাজা মুহম্মদ রফি এবং মীর মুহম্মদ মাসুম এবং বাহাদুর খান তরিণ এবং রায় লোনকরণের পুত্রগণ এবং নসিব তুর্কমান এবং হুসেন খান কাযী হাসানের ভ্রাতা এবং অন্যান্যগণ; আর অঙ্গীকার করিলেন যে, পরে তিনিও আগমন করিবেন। এই ফকির যখন মাহমুদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন, আযম খান তাহার সেনাবাহিনী নদরবারে রাখিয়া আসিলেন এবং অল্প কিছু সংখ্যক অনুচরসহ একাকী আহম্মদাবাদে গমন করিলেন। খান খানান তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্রুত আগাইয়া আসিলেন এবং তাহারা এই ফকিরের গৃহে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং ঐ দিন এক সঙ্গে অবস্থান করিলেন। অতঃপর তাহারা আহমদাবাদ গমন করিলেন, যাহাতে আযম খান যোগাড়যন্ত্র সম্পন্ন করিয়া এবং কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া তাহার ভগ্নি এবং খান খানানের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আর তৎপর তাহারা একযোগে দক্ষিণীদের ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইবেন।[১]

এই ফকির তাহার সঙ্গীগণসহ এই যাত্রার উদ্দেশ্য সফল করিতে অগ্রসর হইলেন এবং বরোদা আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন খান খানানের নিকট হইতে এক পত্র আসিল এই মর্মে যে তাহার আগমন পর্যন্ত আমরা যেন বরোদায় অপেক্ষা করি।[২] অতঃপর আযম খান খান খানানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং আহমদাবাদ ত্যাগ করিয়া নদরবারে গমন করিলেন, যাহাতে খান খানানের আগমনের পূর্বেই তিনি তাহার লোকজন সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারেন। তাহার গমনের দুই দিন পর খান খানান আহমদাবাদ ত্যাগ করিলেন এবং বরোদা গমন করিলেন। এই ফকির তথায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে গমন করিলেন আর তিনি বহরোজ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন তাহার পূর্বেই আযম খানের নিকট হইতে পত্র আসিল যে যেহেতু বর্ষাকাল আসিয়া গিয়াছে, তাহাদের ঐ বৎসরটি অপেক্ষা করা উচিত এবং পর বৎসর তাহারা একযোগে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিবেন। আযম খান অতঃপর নদরবার হইতে মালব গমন করিলেন এবং রাজা আলী খান এবং দক্ষিণীগণ ও তাহাদের স্ব স্ব স্থানে গমন

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই পংক্তিটির পাঠে কিছু পার্থক্য আছে। যে পাঠটি শুদ্ধ মনে হইয়াছে তাহাই এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২. এই পংক্তিতেও বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে পার্থক্য দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা সঠিক যেটি মনে হইয়াছে তাহাই এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

করিলেন; খান খানান আহমদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন আর তিনি প্রায় ছয় মাস কাল তথায় অতিবাহিত করিলেন এবং গুজরাটের ব্যাপারসমূহের ব্যবস্থাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখিলেন।

এই সময়ে সংবাদ আসিল যে সম্রাট কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন এবং তখন আটক বানারস পৌঁছিয়াছেন এবং বদাখশান জয়ের বাসনা করিয়াছেন। খান খানান এক আবেদন পেশ করিলেন যে তিনি সম্রাটের খেদমত করিতে ইচ্ছা করেন এবং দরবারে তলবের অপেক্ষা করিতেছেন। বিশ্বমান্য এক ফরমান জারি করা হয় যে তিনি যেন দরবারে আগমন করেন। আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে কুলিজ খান এবং নৌরঙ্গ খান এবং দরবারের এই দাস (অর্থাৎ নিযামুদ্দীন) গুজরাটে থাকিবেন এবং ঐ স্থানের কার্য সম্পাদন করিবেন। আযদ-উদ দৌলা আযম খানের নিকট হইতে খান খানানের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তাহারা উভয়ে বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

যখন খান খানান দরবারের উদ্দেশ্যে গমন করেন, ঠিক সেই সময়েই সংবাদ আসে যে খানগড়ের[১] অনুগামীগণ মুযাফফর গুজরাটির সাহায্যে রায় সিংহকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। তিনি ছিলেন ঝালওয়ারের জমিদার। রায় সিংহের কাহিনীটি এইরূপ: তিনি ছিলেন ঝালওয়ারের রায় মান রাজার পুত্র। যখন তাহার শাসন করিবার সময় আসিল তখন তিনি পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের যেমন জাম, খানগড় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। যেহেতু তিনি বীরত্বের বহু লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গুজরাট প্রদেশের লোকেরা তাহার সম্বন্ধে কবিতা ও গল্প রচনা করিয়াছিল এবং আর এইগুলি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। ব্যাপার এইরূপ ঘটে[২] যে ইহার বিশ বৎসর পূর্বে খানগড়ের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র রায়ইব এবং সাহিবের সঙ্গে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। এই দুইজনই নিহত হইলেন এবং উভয় দিকেই বহু

১. খানগড় মনে হয় যে কচ্ছের শাসনকর্তার উপাধি ছিল। আকবরনামা হইতে জানা যায় যে যদিও জামের লোকসংখ্যা এবং ভূমির পরিমাণ অধিক ছিল, তবু খানগড়কে প্রধান নৃপতিরূপে গণ্য করা হইত এবং উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে তাহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। ধর্নটিনের মতে খানগড় ছিলেন কচ্ছের রাও এবং ঝারেজা উপজাতীয় প্রধান।

২. এই অংশে পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে পাঠের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা সঠিক যেটি মনে হইয়াছে তাহার পাঠই এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইলিয়টে এই অংশে আছে "খানগড়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রায়ত এবং সায়তের মধ্যে এক বিরোধ দেখা দেয়।" অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেই এই দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম রায়ইব এবং সাহিব লেখা আছে। আকবরনামাতে নামগুলি জস (বা জয়সা) এবং সাহিব আছে। আকবরনামাকে রায় সিংহের সঙ্গে রায়ইব এবং সাহিবের বিবাদের ঘটনাসহ সম্পূর্ণ ব্যাপারটির বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

সংখ্যক লোক নিহত হইল। রায় সিংহ নিজেও আহত হইলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিলেন। পরদিন কতিপয় যোগী নিহতদের নিকট দিয়া যাইতেছিল এবং তাহারা রায় সিংহকে আহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে। তাহারা তাহার ক্ষতগুলির চিকিৎসা করে এবং তাহাকে তাহাদের সঙ্গে বাংলাদেশের দিকে নিয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে যোগীর বেশে বাইশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিবার পর তিনি খান খানানের নিকট আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় খান খানান মুযাফফর গুজরাটিকে আক্রমণ করিতে গমন করিতেছিলেন। তিনি তাহাকে তাহার অভিযানসমূহের কাহিনী বলিলেন। খান খানান তাহাকে ঝালওয়ারে প্রেরণ করিলেন, যাহাতে ঐ স্থানের লোকেরা তাহাকে চিনিতে পারে এবং সত্য প্রকাশিত হইতে পারে। তিনি বহু প্রমাণ দিলেন এবং লোকেরা তাহাকে চিনিতে পারিল ; আর তিনি তাহার আদি স্থানসমূহে বাস স্থাপন করিলেন। তিনি কয়েকবারই কাথিগণকে আক্রমণ করিলেন এবং কয়েকটি উপজাতিকে লুণ্ঠন করিলেন এবং খানগড় এবং জামের রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিলেন। তিনি পুনরায় এক সেনাবাহিনীর অধিপতি হইলেন এবং ঝালওয়ারের অধীনস্থ হলওয়াত[১] শহরটি অধিকার করিলেন। পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের যে সব লোক পূর্ববর্তীকালে তাহার শত্রু ছিল, তাহারা এখন একত্র হইল এবং তাহাকে আক্রমণ করিল। এই সময় তিনি চৌগান (পোলো) খেলার মাঠে ছিলেন। তিনি যখন এই সংবাদ পাইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মোকাবিলা করিতে গমন করিলেন এবং এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি তিনিই প্রকৃত রায় সিংহ হন তবে তিনি চন্দ্রালোকিত রাত্রে আক্রমণ করিবেন না। তিনি সাহসের সহিত তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন ; আর ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিয়া তাহার বর্ম মাথার নীচে রাখিয়া শয়ন করিলেন। ইত্যবসরে ঐ লোকগুলি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিল এবং তাহার লোকদের বন্ধুত্বের আশ্বাস দান করিল এবং তাহাদিগকে নিজেদের দলে ভিড়াইল। অতি প্রত্যুষে তাহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার সঙ্গে যে আশিজন লোক ছিল তিনি তাহাদের লইয়াই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যুদ্ধ করিলেন এবং নিহত হইলেন।[২]

---

১. আকবরনামাতে এই স্থানটির উল্লেখ নাই ; ইলিয়টের এক পাদটীকা অনুযায়ী ইহা কাথিওয়ারের উত্তরে রানের নিকটে অবস্থিত।

২. আকবরনামা অনুযায়ী তিনি এই সময় নিহত হন নাই, আরও দুই বৎসর পর আকবরকে কুর্ণিশ করিবার পর তিনি নিহত হন।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

শ্লোক

তোমার চেয়ে বড় কোন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিও না।
কারণ তুমি তোমার হাত দিয়া বল্লমে আঘাত করিতে পার না।

মুযাফফর গুজরাটি[১] যখন শুনিলেন যে খান খানান তাহার পরিবার পরিজন এবং অধীনস্থ লোকজনসহ[২] চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি আমবেরুণে[৩], যেখানে মালিক দাওয়ার-উল-মুলকের কবর অবস্থিত, সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। কুলিজ খান আহমদাবাদ রক্ষার জন্য ঐ স্থানে থাকিয়া গেলেন; আর এই ফকির সৈয়দ কাসিম এবং খাজা মুহম্মদ রফি এবং মীর মাসুম এবং হুসেন খান এবং বেগ মুহম্মদ তুকবাই এবং মীর শরফউদ্দীন একযোগে রায় সিংহের ব্যাপারটির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইলেন। আমরা যখন হলওয়াতে উপস্থিত হইলাম, তখন পরগণা মালেয়ার[৪] অবস্থিত স্থানসমূহ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলাম। এই স্থানটি খানগড়ের অধীন ছিল। মেদিনী রায় ও অপর এক বাহিনী সৈন্য আমবেরুণে মুযাফফরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। তাহারা ঐ স্থানে গমন করিলেন এবং মুযাফফর কাথিয়াওয়ারা অভিমুখে গমন করিলেন এবং নিজেকে লুকাইয়া রাখিলেন। জাম তাহার পুত্রকে ফকিরের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং রায় সিংহের প্রতি অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। খানগড়ও তাহার ভকিলকে প্রেরণ করিলেন এবং সম্রাটের প্রতি তাহার আনুগত্য পুনঃ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর ফকির আহমদাবাদ প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ফকির আহমদাবাদ আসিয়া পৌঁছিলে কুলিজ খান সুরাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং শহরের বাহিরে শিবির স্থাপন করিলেন। তখনই মুযাফফরের মনে হয় যে যেহেতু সেনাদল প্রত্যাবর্তন করিয়াছে এবং প্রত্যেকেই তাহার স্ব স্ব জায়গীর অভিমুখে গমন করিয়াছে, তিনি যদি দ্রুতগতিতে দুলকা এবং কামবায়েত গমন করেন,

---

১. আকবরনামাতে এই ঘটনাগুলির কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে শেষের দিকের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ আছে। বদাওনী বিশেষ কোন বিশদ বিবরণ দান করেন নাই। তিনি বলেন, "খান খানানের অবর্তমানের সময় গুজরাটের সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় কাজ করেন নিযামুদ্দীন, তাহার এই কার্যাবলী তারিখ-ই-নিযামীতে বিবৃত করা হইয়াছে।"

২. এই পংক্তির পাঠে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে সামান্য পার্থক্য আছে। ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া আছে "তাহার সৈন্যগণ এবং পরিবারসহ।"

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে স্থানটির নাম আমবেরুণ এবং আনবরুণ এবং আমরুণ দেওয়া আছে। পূর্বে এই স্থানটিকে আমরেলি বলা হইয়াছে।

৪. আকবরনামাতে এই স্থানটির উল্লেখ নাই, ইলিয়টে এক পাদটীকায় আছে "রানের প্রান্তের নিকটে।"

www.alimaanfoundation.com

তিনি সম্ভবতঃ সেনাবাহিনীর আগমনের পূর্বেই বিরাট একদল সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন ; এবং এই অনুযায়ী দুই সহস্র কাথি ও ঝরেজা[১] অশ্বারোহীসহ তিনি অতি দ্রুত-গতিতে দুলকা অভিমুখে অগ্রসর হন। যখন মেদিনী রায়ের পত্র আসিল ফকির তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং দুলকা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আমরা বিকাল পর্যন্ত সরকেজে অপেক্ষা করিলাম। কুলিজ খানও আগমন করিলেন এবং আমীর ও প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে শহরে অবস্থিত প্রত্যেকেই যেমন মীর মাসুম এবং খাজা মুহম্মদ রফি এবং দৌলত খান লুদি আগমন করিলেন। ভোর বেলায় আমরা দুলকা আসিয়া পোঁছিলাম। ঐ সময়ে মুযাফফর ঐ স্থানের চারি ক্রোশের মধ্যে আসিয়া পোঁছিয়াছে। তাহার অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকগণ যখন তাহাকে সংবাদ দিল যে আহমদা-বাদের সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই আসিয়া পোঁছিয়াছে, তখন তিনি পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং মোর্ভী অভিমুখে গমন করিলেন। অতঃপর কুলিজ খান আহমদাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং অন্যান্য রাজকীয় বাহিনী মুযাফফরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এক রাত্রি এবং এক দিনের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গেল। আমরা যখন বিরামগাম আসিয়া পৌছিলাম, আমি জানিতে পারিলাম যে মুযাফফর ঐ স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্তী আখার গ্রামে গমন করিয়াছেন আর তথায় সৈয়দ জালালের পুত্র সৈয়দ মুস্তফাকে[২] যিনি তথায় পরিবারসহ আগমন করিয়াছিলেন, অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। যেহেতু ইতিমধ্যেই বিকাল হইয়া গিয়াছিল আর অশ্বগুলি চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিল, এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক বিশজন অশ্বারোহী এবং এক জোড়া নাকাড়াসহ এই আদেশ সহ প্রেরণ করিলেন যে তাহারা ঐ গ্রামটির এক ক্রোশের মধ্যে গমন করিবে এবং নাকাড়া বাজাইবে, যাহাতে মুযাফফর সেনাবাহিনী আগমন করিয়াছে মনে করিয়া অবরোধ উত্তোলন করিবে এবং অবরুদ্ধ লোকগুলি মুক্তি লাভ করিবে। আল্লাহর অনুগ্রহে আমার পরিকল্পনা সফল হইল এবং তাহারা মুক্তি পাইল। আর মুযাফফর কচ অভিমুখে চলিয়া গেল। এই ফকির ও তাহার সঙ্গীগণ ভোর বেলা অশ্বারোহণ করিলেন এবং দ্রুতগতিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ; আর রানের

---

১. খানগড় এই ঝারেজা উপজাতিরই নেতা।

২. সৈয়দ মুস্তফার ঘটনাটি আকবরনামাতে দেওয়া আছে। কথিত আছে যে তিনি তাহার পরিবার বিরামগাঁও নিয়া যাইতেছিলেন। মুযাফফর তাহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করেন এবং তিনি যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন ঐ স্থানটি লুট করেন। "তিনি তাহার গৃহে সাহসের পর প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত হন।" এই সময় নাকাড়ার শব্দ শুনা যায় এবং মুযাফফর দ্রুতগতিতে ঐ স্থান ত্যাগ করেন।

www.alimaanfoundation.com

উপকূলে পৌঁছিয়া আমরা ঝাজুয়াসা[১] শহরে একটি থানা স্থাপন করিয়া আহমদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলাম। এই স্থানটি পানির খুবই নিকটে অবস্থিত।

চারি মাস পর খানগড়ের ভ্রাতুষ্পুত্র জয়সা এবং বজাইনের[২] নেতৃত্বে কচ্ছের সমস্ত জমিদার; এবং প্রায় সাত সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক একত্রিত হইল এবং পত্তনের অধীনস্থ রাধনপুর[৩] শহর আক্রমণ করিল। তাহারা শহরটি অবরোধ করিল এবং তথায় দশ দিন অবস্থান করিয়া বাহিরের দিকের শহরটিকে ধূলায় মিশাইয়া দিল এবং তাহারা বিশ ক্রোশ পর্যন্ত চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলি লুটতরাজ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়। এই সংবাদ যখন আহমদাবাদে আসিয়া পৌঁছে, তখন এই ফকির, সৈয়দ কাসিম, দৌলত খান লুদি, মীর মাসুম, হুসেন খান এবং অন্যান্য লোক সঙ্গে নিয়া ঐ স্থানটি অবরোধ মুক্ত করিতে গমন করে। শত্রুগণ আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া পলায়ন করে এবং রানের পানি অতিক্রম করিয়া তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। যেহেতু এইসব ক্ষতি সাধনের প্রতিকার করা প্রয়োজন, যাহাতে এইরূপ ঘটনা আর না ঘটিতে পারে, আমরা এমন এক স্থানে রান অতিক্রম করিলাম যেখানে পানি তিন ক্রোশের বেশী প্রশস্ত নয় এবং কচ্ছ দেশটি আক্রমণ করিলাম এবং তাহা বিধ্বস্ত ও লুট করিলাম। আমরা কচ্ছের খ্যাতনামা শহর করি এবং কটারিয়া[৪] লুণ্ঠন করিয়া সেগুলি জ্বালাইয়া দিলাম এবং সৈন্যদের হস্তে প্রচুর দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইল। তিন দিনের মধ্যে কচ্ছের তিনশত গ্রাম লুণ্ঠিত এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইল। আমরা পুনরায় মালেয়া এবং মোর্ভীর বিপরীত দিকে রান অতিক্রম করিলাম। এই স্থানে পানি বার ক্রোশ প্রশস্ত ছিল। আমরা সকাল বেলা ইহা অতিক্রম আরম্ভ করিলাম; আর সূর্যাস্তের সময় শেষ করিলাম। পানির গভীরতা ছিল একজন লোকের নাভি পর্যন্ত। রান অতিক্রম করিয়া আমরা খানগড়ের রাজ্যের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চল মালেয়া এবং মোর্ভী পরগণাদ্বয় লুটতরাজ এবং বিধ্বস্ত করিলাম।

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই স্থানটির নাম বিভিন্নরূপে লেখা আছে যেমন ঝজুয়াদা এবং ঝজুনিয়া। ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে ঝজুগা এবং এক টীকায় বলা হইয়াছে যে "পত্তনের ষাট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর।'

২. আকবরনামাতে নাম দুইটি দেওয়া আছে পানোলানন এবং জয়সা।

৩. আকবরনামাতে এবং যে "রাধন খান বাবুচ ও অন্যান্য সাহসী লোকগণ ইহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"

৪. করি আকবরনামাতে উল্লেখিত হয় নাই, কটারাহর উল্লেখ আছে এবং এক টীকায় বলা হইয়াছে ইলিয়টের কটারিয়া এবং কাথর বা তনকর, সম্ভবতঃ বেইলীর মানচিত্রের কির্কনগর। স্থানগুলি কচ্ছে অবস্থিত।" দেশটির শাসনকর্তা বহমারা অর্থাৎ খানগড় বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং তাহা গ্রহণ করা হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ না ঘটে তজ্জন্য দেশটিকে লুণ্ঠন করা হইল।

www.alimaanfoundation.com

আমরা গোন্ডীতে তিন দিন অপেক্ষা করিলাম এবং খানগড়কে পত্র লিখা হইল যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে জয়সা এবং বজাইন তাহার সম্মতি ছাড়াই কাজ করিয়াছে। আর আমরা ইহার জন্য এক প্রকার শাস্তিও দিয়াছি। অন্যথায় আমরা তাহার বাসস্থান ভুজনগর অভিযান করিতাম এবং তিনি তথায় কার্যাবলীর পুরস্কার লাভ করিতেন ; আর যদি ইহার পরেও তিনি অবিচল না থাকেন, তবে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দান করা হইবে। তিনি তাহার ভকিলগণকে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, আর ইহার পর আর অভিযান করিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইল।

আঃ হিঃ ৯৯৫ সনে আমীন খানের কনিষ্ঠ পুত্র[১] তাহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল এবং মুযাফফরের নিকট গমন করিল এবং তাহার পিতাকে আক্রমণ করিবার জন্য শেষোক্তজনকে আনয়ন করিল। এই নুতন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সংবাদ যখন এই ফকিরের নিকট পৌঁছিল, তিনি নৌরঙ্গ খান এবং অন্যান্য অনুগত রাজকর্মচারীগণকে এবং অন্যান্য লোকজন যাহারা সর্বদাই তাহাকে অনুসরণ করে, মুযাফফরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আমরা যখন আহমদাবাদ হইতে আশি ক্রোশ দূরবর্তী এবং জুনাগড় হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী স্থান রাজকোটে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন মুযাফফর পলায়ন করিলেন এবং রান অভিমুখে গমন করিলেন।[২] সিদ্দি রায়হান যিনি আমীন খানের একজন ভকিল ছিলেন এবং বিদ্রোহের নেতা, লোখন কোহল[৩] এবং অন্যান্য জমিদারগণ এবং পীর খান সকনা[৪] এবং মালিক রাজন এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিগণ, প্রায় পাঁচশত অশ্বারোহী শত্রুদের নিকট হইতে আলাদা হইয়া গেল, আর সাম্রাজ্যের অফিসারগণের নিকট হইতে নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করিয়া শেষোক্তদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। তাহাদের প্রত্যেকেই রাজকীয় অনুগ্রহ লাভের আশ্বাস দেওয়া হইবে এবং আপ্যায়নের কর্তব্যসমূহ পালন করা হইল ; জাম এবং আমীন খান উভয়েই তাহাদের পুত্রগণকে প্রেরণ করিলেন এবং পুনরায় আনুগত্য প্রকাশ করিলেন ; আর কাথি উপজাতির বহু লোকের হয়রানি করা হইল।

আমরা যখন আহমদাবাদে আগমন করিলাম, গরসিয়াগণকে ধ্বংস করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া, দুইমাস পর আমি একদল সৈন্য সংগ্রহ করিলাম এবং উথানিয়া এবং

---

১. আকবরনামা অনুযায়ী তাহার নাম ছিল ফতেহ খান।

২. আকবরনামাতে আছে যে তিনি পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন তুখন কোহল এবং ইউকন কোহল, নুদকন কোহল। ইলিয়টে দেওয়া আছে নোকম গোহিল, আর আকবরনামাতে আছে লোখন করহাল।

৪. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটী বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে বর খান সকনা এবং বীর খান সকনা এবং পীর খান সকনা। ইলিয়টে দেওয়া আছে বীর খান সিংহ ; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। আকবরনামাতে এই নামটির কোন উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

আহমদনগর অভিমুখে অগ্রসর হইলাম এবং কোলী এবং গরসিয়াগণের অত্যন্ত শক্তি-শালী প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিলাম এবং সাতটি স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া এবং তথায় থানা বা সামরিক রক্ষী রাখিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া দিলাম। পাঁচ মাস পর পুনরায় আমি দৌলত খানের সহিত একযোগে আর এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহ করিলাম এবং বা কানীর[১] এবং সরনাল অভিমুখে গমন করিয়া চৈৎ রাউতকে হত্যা করিয়া এবং ঐ অঞ্চলের প্রধান বিদ্রোহী কর্মী কোলি, কৃষ্ণ কোলি এবং লখনা রাজপুতকে বিতাড়িত করিয়া গরসিয়াদের বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দমন করিলাম এবং দুর্গ নির্মাণ করিলাম আর তথায় সামরিক রক্ষী স্থাপন করিলাম।[২]

আঃ হিঃ ৯৯৬ সালে[৩] মহান খলিফা-ই-ইলাহী আযম খানকে গুজরাটের শাসন-ভার অর্পণ করিলেন; আর এই দাসকে তাহার খেদমতের জন্য তলব করেন। একটি উটে চড়িয়া আমি চৌদ্দ দিনের মধ্যে নিজেকে গুজরাট হইতে লাহোর আনয়ন করি এবং চরণ চুম্বনের সম্মান লাভ করি এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করি। গুজরাটের সাত বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ যখন এই ফকির ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিল, এক স্থানে সন্নিবেশ করা হইয়াছে; আর এখন এই ফকির সম্রাটের খেদমতে নিযুক্ত থাকি-বার সময় যে সব ঘটনা ঘটে তাহার বিবরণ শুরু করা হইল।

ইলাহাবাজ (এলাহাবাদ) হইতে আগমনের পথে সংঘটিত বাকী ঘটনাবলীর বিবরণ

সম্রাট যখন পথিমধ্যে ছিলেন তখনই যেহেতু গুজরাটে ঘটনাবলীর সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছে, তিনি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহার শোকরিয়া আদায়ের

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বানকানীর লেখা আছে; একটিতে আছে বাকাতির; আর ইলিয়টে লেখা হইয়াছে ওয়াকানির আর এক পাদটিকায় বলা হইয়াছে যে ওয়াকানির বা ওয়ানকানিরও ওয়াত্রাক নদীর তীরে অবস্থিত, আহমদাবাদ হইতে পঞ্চাশ মাইল উত্তর পূর্বে।

২. এই অংশটির পাঠ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে। মোটামুটি ভাবে প্রায় একই রূপ। সবচেয়ে সঠিক বলিয়া গণ্য পাঠই এখানে দেওয়া হইয়াছে। ইলিয়টে এই অংশটির পাঠ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে। "চৈৎ রাউতকে বধ করিয়া আমি ঐ অঞ্চলের প্রধান গরসিয়াগণ করমীকোলি, কৃষ্ণকোলি এবং লখা রাজপুতকে অপসারণ করিলাম এবং তাহাদের স্থানগুলিতে সেনা ও দুর্গরক্ষী সৈন্য রাখিয়া আসিলাম।"

৩. আকবরনামাতে এই নিয়োগটি রাজত্বের ৩৪ বৎসরে করা হইয়াছিল, যাহা শুরু হয় আঃ হিঃ ৯৯৭ সনের ৪ঠা জমাদিউল আউয়াল তারিখে, ১০ই বা ১১ই মার্চ ১৫৮৯ খ্রীঃ। বদাওনী এই ঘটনা ৯৯৮ সনে ঘটিয়াছিল বলেন।

www.alimaanfoundation.com

কর্তব্য সম্পাদন করেন এবং মহা আমোদ-প্রমোদে পর্যায়ক্রমে পথ অতিক্রম করেন। এই সময়ে যইন খান কোকা ভাট[১] দেশের রাণা রাজা রাম চান্দকে আনয়ন করেন। হিন্দুস্তানের রাজাগণের মধ্যে তাহার উচ্চ বংশ এবং মহা গুণাবলীর জন্য রাজা রাম চান্দ এক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আর তিনি পূর্বে কখনও ভারতের কোন সুলতানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু এইক্ষণে তিনি দ্বারপথ চুম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ফতেপুরে তাহারা সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাহাকে রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তিনি কররূপে একশত বিশটি হস্তী এবং সর্বোৎকৃষ্ট পানির একটি চুনি, যাহার মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার প্রদান করেন।[২]

৩০তম ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় ৯৯৩ সনের ১৯ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার।[৩] পূর্ববর্তী বৎসরগুলির প্রথা অনুযায়ী নওরোয উৎসব সম্পন্ন করা হয়।

এই নওরোযের সময়ে[৪] আযম খান পাটনা ও হাজীপুর হইতে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন[৫] করিলেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত হইলেন।

ঠিক এই সময়েই মির্যা মুহম্মদ হাকিমের নিকট হইতে আবেদন[৬] আসিল যে আবদুল্লাহ খান উযবেক বদাখশান অধিকার করিয়া নিয়াছেন আর মির্যা শাহরুখ[৭]

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ আছে যেমন পনলা এবং পহতা এবং পাটনা। ইলিয়টে লেখা হইয়াছে বিটিয়া। বদাওনীতে ইহা আছে ভাত্তা। আকবরনামাতে দেশটির নাম লেখা হইয়াছে 'ভাথ', কিন্তু এক টীকায় বলা হইয়াছে, "মূল পুস্তকে আছে তটই ; ইহা ভেথ বা ভাত্তাহ। এবং পন্না নামে পরিচিত এবং মধ্য ভারতে অবস্থিত।"

২. বদাওনী চোরাগড়ে রাজা রাম চান্দের নিকট যইন খান কোকার দৌত্যের এক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে রাজা রাম চান্দের করের মধ্যে ১২০ চুনি ছিল, ১২০টি হস্তী নহে। রাজার পুত্রের নাম মূল ফারসী গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে নাবু, কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে বাবা।

৩. আকবরনামাতেও এই তারিখই দেওয়া আছে। ইংরাজী তারিখ হইল ১০ বা ১১ই মার্চ ১৫৮৬ খ্রীঃ।

৪. ইলিয়টে এই পংক্তিটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৫. বদাওনী বলেন যে আযম খান 'অবিরাম পথ চলিয়া' আগমন করেন।

৬. বদাওনীও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তবে তিনি বলেন যে মির্যা সুলায়মান মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বদাখশান অধিকার করেন। আকবরনামাতে বদাখশানের ঘটনাবলীর সুদীর্ঘ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৭. আকবরনামাতে দেখা যায় যে "মির্যা সুলায়মান দরবারে আগমন করিতে লজ্জিত হইতেছিলেন, ফলে তিনি মির্যা মুহম্মদ হাকিমের প্রতিই নির্ভর করিয়া রহিলেন এবং যেখানে ছিলেন তথায়ই রহিলেন ; আর মির্যা শাহরুখ একাকীই ভারতে আগমন করেন।"

www.alimaanfoundation.com

এবং মির্যা সুলায়মান হিন্দুস্থানে আগমন করিতেছেন। আবদুল্লাহ খান এবং তাহার পুত্রের আগমনের বিষয় এবং মির্যা সুলায়মান এবং মির্যা শাহরুখের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে।

আর এই বৎসরের মধ্যেই কাযী খান বদক্সী, সুলতান খাজা সদর এবং মাহম আতকার পুত্র বাকি মুহম্মদ খান তাহাদের প্রাণ প্রত্যর্পণ করেন। ইহাদের প্রত্যেকের ব্যাপারই এই পুস্তকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই বৎসরে যি-কাযা মাসের গোড়ার দিকে নিলাবের সন্নিকটে অবস্থিত কুমার মানসিংহের নিকট হইতে এক আবেদন আসিল এই মর্মে যে যেহেতু বদাখশান আবদুল্লাহ খান উযবেকের অধিকারে চলিয়া গিয়াছে, মির্যা শাহরুখ বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে গমনের উদ্দেশ্যে নিলাবের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আর এই দাস (অর্থাৎ কুমার) তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাহাকে নগদ পাঁচ[১] হাজার পাঁচশত টাকা এবং বহু কাপড়-চোপড় এবং আটটি অশ্ব এবং পাঁচটি হস্তী প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার নদী অতিক্রমের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে খিলাফতের সিংহাসনের পদপ্রান্তে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কুমার মানসিংহ এই নিবেদন সম্রাটের প্রশংসা লাভ করিল এবং বহু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া একটি মহা ফরমান জারি করা হইল। এই মাসের ৩০ তারিখে ভগবান দাসের নিকট হইতে এক আবেদন আসিয়া পৌঁছিল এই মর্মে যে তিনি মির্যা শাহরুখের সঙ্গে সরহিন্দ শহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; আর তাহারা শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবেন এবং দ্বারপথ চুম্বনের সম্মান লাভ করিবেন। এক শুভলক্ষণযুক্ত নির্দেশ দেওয়া হইল যে কাযী আলী বকশীর তত্ত্বাবধানে মূল্যবান রাজকীয় অঙ্গাবরণ মির্যা শাহরুখের নিকট প্রেরণ করা হউক। ৩০তম ইলাহী বৎসরের শেষে মির্যা শাহরুখ বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। কতিপয় মহা-আমীর তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন এবং যাহাতে তিনি রাজকীয় পদ চুম্বনের সম্মান লাভ করিতে পারেন সে জন্য তাহাকে আনয়ন করিলেন। এক লক্ষ টাকা, তাহার মঞ্চের জন্য সাজ সজ্জা এবং নয়টি[২] ইরাকী অশ্ব এবং পাঁচটি[৩] হস্তী এবং কতিপয় উট এবং ভৃত্য তাহাকে প্রদান করা হইল।

---

১. বদাওনী এই অর্থের পরিমাণ লিখিয়াছেন ছয় হাজার আর অশ্বগুলি বাদ দিয়াছেন। আকবরনামা এই উপহারের উল্লেখ করে নাই।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে সুস্পষ্ট নয়টি লেখা আছে কিন্তু আর একটিতে আছে তিন বা নয়, আর একটিতে আছে তিন। বদাওনীতে আছে তিনটি।

৩. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে 'পাঁচ', একটিতে আছে 'কিছু'।

www.alimaanfoundation.com

সুলতান শাহযাদা সলিমের বিবাহোৎসবের বিবরণ[১]

এই সময়ে মহান সুলতান শাহযাদা সলিমের বিবাহোৎসব পালন করিবার কথা মহান সম্রাটের মনে উদিত হয়। এই মহামিলনের জন্য রাজা ভগবান দাসের উপর রাজকীয় সূর্যের ছায়া প্রতিফলিত হয়। এই মহামিলনের জন্য তাহার কন্যাকেই সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা যোগ্য বিবেচনা করা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী উচ্চতর বেহেশতের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ এক উৎসবের সমাবেশ আহ্বান করা হয়। এই কার্য সম্পাদনের জন্য মহান সম্রাট স্বয়ং স্বশরীরে রাজা ভগবান দাসের গৃহে পদার্পণ করেন। কাযীগণ এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিগণের সম্মুখে এই বিবাহ মজলিস বসে। বধুর দেনমোহররূপে দুই কোটি তংগা ধার্য হয় এবং শোকরিয়া আদায় রূপে রাজার প্রাসাদ হইতে দরবার পর্যন্ত সমস্ত পথে মণি ও মুক্তা ছিটান হয়।

শ্লোক

এত অধিক পরিমাণ মণি ও স্বর্ণ চতুর্দিকে ছড়ান হইল যে
এইগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে লোকের হাত অবশ হইয়া আসিল।

রাজা ভগবান দাস এত অধিক পরিমাণ স্বর্ণের পাত্র, এবং সুক্ষ্ম বস্ত্র, এবং মূল্যবান কাপড়-চোপড় এবং অশ্বশাল পূর্ণ অশ্ব এবং একশত হস্তী এবং আবিসিনীয়, ককেশীয় এবং হিন্দুস্তানী দাস ও দাসী প্রদান করিলেন যে কল্পনাপ্রবণ ও চিন্তাশীল হিসাবরক্ষকগণও এইগুলির হিসাব রাখিতে সক্ষম হইল না; মহামজলিস ও রাজকীয় উৎসবাদির আয়োজন করা হইল।

৩১তম ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৯৪ সনের ২৯ সে রবিউল আউয়াল (১০ বা ১১ই মার্চ ১৫৮৬ খ্রীঃ) শুক্রবার। নওরোযের দিনে প্রথামত নওরোয উৎসব পালন করা হয়।

এই শুভবর্ষের শুরুতে দাক্ষিণাত্যের আমীরদ্বয় মীর মুর্তজা এবং খোদাবন্দ খান বিশ্বের রক্ষাকারী বাদশাহের নিকট আশা ভরসার মুখ নিয়া আগমন করেন।[২] এই

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই শিরোনামা দেওয়া নাই, কিন্তু অন্যান্যগুলিতে আছে।

২. আকবরনামার এই ঘটনার বিবরণে রাজা আলী খান কর্তৃক বেরারের হস্তী আটক এবং তাহা হইতে দেড়শতটি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবার কোন উল্লেখ নাই। তবে এইরূপ আছে যে

www.alimaanfoundation.com

ঘটনা পূর্বেই গুজরাটের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে বিরত করা হইয়াছে। দক্ষিণীগণ যখন সদাবত খান কর্তৃক পরাজিত হইলেন এবং বুরহানপুর আগমন করিলেন, তখন বুরহানপুরের শাসনকর্তা রাজা আলী খান তাহাদের হস্তীগুলি আটক করিলেন। এই-গুলির মধ্য হইতে তিনি তাহার পুত্রের সঙ্গে একশত পঞ্চাশটি হস্তী বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে প্রেরণ করেন। সাম্রাজ্যের নওরোযের এবং রাজকীয় উৎসবের দিনে দাক্ষিণাত্যের আমীরগণকে দ্বারপথ চুম্বনের অনুমতি দান দ্বারা সম্মানিত করা হয় এবং তাহারা উপযুক্তরূপ ভেট প্রদান করিয়া সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন।

এই সময়ে আমীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজীকে আযদ-উদ-দৌলা উপাধি দান[১] এবং সমস্ত হিন্দুস্থানের সদর (বিচারক) পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করা হয় এবং তাহাকে পাঁচ সহস্র টাকা, একটি অশ্ব এবং একটি বিশেষ সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রদান করা হয়।

এই বৎসরেরই রজব মাসে কাবুলের কতিপয় শুভাকাঙ্খীর নিকট হইতে এক আবেদনপত্র আসে এবং তাহা সম্রাটের নিকট পেশ করা হয়। আর ইহার মর্ম এই যে মির্যা সুলায়মান দ্বিতীয়বারের মত বদাখশানে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন এবং তাহা অধিকার করিয়াছেন।

প্রকৃত ঘটনা এইরূপ যে আবদুল্লা খান উযবেক যে সময় বদাখশান আগমন করেন এবং তাহা আক্রমণ করেন, মির্যা সুলায়মান এবং মির্যা শাহরুখ তাহাকে বাধা দান করিতে অপারগ হন এবং বদাখশান ত্যাগ করেন। মির্যা হাকিম মির্যা সুলায়মানের

বেরারের আমীরগণ যখন দরবারে আগমন করিতেছিলেন তখন সীমান্তের অফিসারগণ তাহাদের বাধা দেয় এবং পরে সম্রাট আকবর নির্দেশ দেন যে তাহার দরবার সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। তখন তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া হয়। অপর দিকে বদাওনী এই হস্তীসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু মীর মুর্তজা ও খোদাবন্দ খানের আগ্রা আগমন সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই। তাহার বিবরণ অনুযায়ী রাজা আলী খানের পুত্র ইব্রাহীম খান আগমন করিয়াছিলেন। তিনি হস্তীসমূহ আনয়ন করেন এবং নওরোযের সময় আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং কর প্রদান করেন এবং আকবরকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য প্ররোচনা দান করেন।

১. স্মরণ করা যাইতে পারে যে যখন আযম খানকে বেরার জয় করিতে প্রেরণ করা হয় তখন আমীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজীকে আযদ-উদ-দৌলা উপাধিতে ভুষিত করা হয়। এবং তাহার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। নিযামুদ্দীন এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই যে কেন তাহাকে এই উপলক্ষে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হইল, কিন্তু বদাওনী হইতে জানা যায় যে উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে তিনি খান আযম এবং শাহাবুদ্দীন আহমদ খান এবং আমীরগণের বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা করিলেন। আকবরের তাহার দক্ষতা সম্বন্ধে মনে হয় অতি উচ্চ ধারণা ছিল। আবুল ফযলেরও তাহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা ছিল। এই স্থানে এই বিষয়টির উল্লেখ শুধু পুনরাবৃত্তি মাত্র। আকবরনামা অনুযায়ী, "এই যুগের ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি ফতেহ উল্লাহ শিরাজী আযদ-উদ-দৌলা (সাম্রাজ্যের বাহু) উপাধি লাভ করিলেন এবং খান্দেশের শাসনকর্তা রাজা আলীকে পরামর্শদানের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল।"

www.alimaanfoundation.com

ভরণ-পোষণের ভাতারূপে মৌজা ইস্তালিফ[1] প্রদান করেন। আর শেষোক্ত জন ঐ স্থানে তাহার সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। আবদুল্লাহ খান তাহার জয়লাভের পর বদাখশানে তাহার আমীরগণকে রাখিয়া বুখারা প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে ইহাই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বদাখশানের আয়মাকগণের[2] সহায়তায় একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ঐ দেশে প্রবেশ করিয়া আবদুল্লাহ খানের আমীরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং বিজয় এবং সফলতা লাভের খ্যাতি অর্জন করেন আর বহু উযবেগকে তরবারী দ্বারা হত্যা করেন; আর কতিপয় লোককে যাহাদের তিনি বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদের গায়ে অঙ্গাবরণ দিয়া চলিয়া যাইতে দেন।

আর এই সময়েই খান খানান গুজরাট হইতে আগমন করেন এবং মহান চক্ষুর সম্মুখে প্রচুর ভেট প্রদর্শন করেন, যাহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

এই মাসেই আটক বানারস হইতে কুমার মানসিংহ এবং খাজা শামসুদ্দীন মুহম্মদের নিকট হইতে এক রিপোর্ট আসে যে মির্যা মুহম্মদ হাকিম রোগে শয্যাশায়ী এবং অক্ষম অবস্থায় আছেন। আর ফরিদুন পেশোয়ার হইতে এক কাফেলার সঙ্গে কাবুল যাত্রা করিয়াছিলেন এবং খাইবার গিরিপথে আফঘানদের সঙ্গে এক যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং পরাজিত হইয়া পেশোয়ারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ঘটনাক্রমে পেশোয়ার দুর্গে এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং ব্যবসায়ীগণের এক সহস্র উটের বোঝার মালপত্র পুড়িয়া যায়। এই ঘটনার ফলে ফরিদুন তাহার মুক্তি লাভ করেন এবং ভিন্ন পথে কাবুল যাত্রা করেন। এই ভ্রমণের সময় সত্তর জন লোক তৃষ্ণায় এবং পানির অভাবে ইন্তেকাল করে।

এই সব ঘটনাবলীর মধ্যে যখন মির্যা সুলায়মানের আক্রমণ ও বিজয় লাভের সংবাদ আবদুল্লাহ খান উযবেকের নিকট পৌঁছে তখন তিনি মির্যার বিরুদ্ধে বিরাট এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন; আর শেষোক্ত জন তাহাদের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া কাবুল অভিমুখে পলায়ন করেন, আর সমস্ত বদাখশান দেশটা পুনরায় উযবেক-গণের অধিকারে আসে।

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি ইস্তালিফ দেওয়া আছে। বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন আগালু। আকবরনামাতে কোন গ্রামের নাম উল্লেখ নাই তবে এক প্যারায় আছে যে মির্যা হাকিম......মির্যা সুলায়মানকে লামঘানাত প্রেরণ করিলেন এবং ঐ স্থানের কতিপয় গ্রাম তাহাকে প্রদান করিলেন।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি দেওয়া আছে আইমাকাগাত এবং আওমাকাত। ইলিয়টে নামটি দেওয়া নাই। আকবরনামাতে ইহাদের 'তুরানের আয়মাকগণ' অথবা শুধু 'আয়মাকগণ' এইরূপ উল্লেখ করা আছে; কিন্তু মির্যা সুলায়মান যে তাহাদের সাহায্যে বদাখশান উদ্ধার করিয়াছিলেন এইরূপ কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বদাওনীতে তাহাদিগকে আয়মাকাত এবং আয়মাত বলা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

এই সময়ে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের ইন্তেকালের সংবাদ আসিয়া পেঁৗছে। যদিও মির্যা মুহম্মদ হাকিম সম্রাটের আপন ভ্রাতা ছিলেন না, তবু তাহার জন্য শেষোক্ত জন যে ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন করিতেন তাহা সাধারণতঃ আপন ভ্রাতার জন্য অনুভব করা বা প্রদর্শন করা হয় না। যদি বহুবার তিনি তাহার কর্তব্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, মহান সম্রাট তাহার ঐ সব অবাধ্যতা ও রূঢ়তা না দেখিবার ভান করিয়াছেন এবং সর্বদা তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কয়েকবারই তাহাকে সাহায্য করিবার ও শক্তিশালী করিবার জন্য মহা আমীরগণের সঙ্গে বড় সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছেন। আর কাবুল রাজ্যটি তাহাকে প্রদান করিয়াছেন, যাহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

যেহেতু মির্যা হাকিম মদ্যপানে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি নানারূপ পরস্পরবিরোধী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর দুর্বলতায় শয্যায় শায়িত হইয়া তিনি ৯৯৩ সনের ১২ই শাবান শুক্রবার, অর্থাৎ ৩১তম ইলাহী বৎসরে তাহার ভয় ও অহমিকার আবাস হইতে সুখ ও আনন্দের রাজ্যে গমন করেন।

কবিতা

দেখ! আকাশ যখন ঘুরিতে থাকে আর বিবর্তন হয়
মাটির নীচে হইতে একটি ক্ষুদ্র চারা মাথা তুলে।
যখন সাইপ্রেস দেহ মণিতে ভূষিত হয়
এক দমকা হাওয়া আসিয়া তাহাকে ধূলায় নিক্ষেপ করে।

সংক্ষেপে এই শোকসংবাদ শুনিয়া সম্রাট শোক অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন।[১] এবং তৎপর কাবুল ও ঘযনীর রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করেন। তিনি পূর্ব প্রথা অনুযায়ী কাবুল দেশটি মির্যা মুহম্মদ হাকিমের পুত্রগণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন।[২] কিন্তু মহা আমীরগণ বলেন যে মির্যার পুত্রগণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবেন না।

১. এই অংশে পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এই পুস্তকে একটি পাণ্ডুলিপির পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে এইরূপ পাঠ দেওয়া আছে: "এই শোকসংবাদ রমযান মাসের ৩রা তারিখে আসিয়া পেঁৗছে। সম্রাট এই সংবাদ শুনিয়া বিষণ্ণ ও বিমর্ষ হন এবং তাহার উজ্জ্বল গণ্ডে অশ্রু ঝরিতে থাকে। শোক অনুষ্ঠান পালন করিয়া তিনি কাবুল ও ঘযনীর রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করেন।

২. আকবরনামা অনুযায়ী তাঁহার দুই পুত্র ছিল, কায়কোবাদ এবং আফ্রাসিয়াব, বয়স যথাক্রমে ১৫ বৎসর এবং ১৪ বৎসর; কিন্তু এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহার ভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে ১৫ স্থলে ১১

www.alimaanfoundation.com

কবিতা

যে কাজ কঠিন তাহা তরুণদের হস্তে ন্যস্ত করিও না
কারণ তুমি তোমার হাত দিয়া একটি নেহাই ভাঙ্গিতে পার না
প্রজাদের মঙ্গল সাধন আর সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব
তুমি খেলাধূলার ন্যায় মনে করিতে পার না।

আর উযবেক সেনাবাহিনী বদাখশান অধিকার করিয়া নিয়াছে আর (কাবুল আক্রমণের জন্য) ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে। এই কারণে সম্রাট পাঞ্জাব সরকারে গমনের সিদ্ধান্ত করেন। আর ঐ বৎসরেরই ১০ই রমযান সম্রাট তাহার মর্যাদার পদ সৌভাগ্যের রেকাবে স্থাপন করিলেন এবং পাঞ্জাব অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি খান খানানকে মূল্যবান সম্মানীয় অঙ্গাবরণে ভূষিত করিয়া পরে তাহাকে গুজরাটে প্রেরণ করেন। আর যেহেতু তিনি আযম খানকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন, তাই তিনি আযদ-উদ-দৌলা আমীর ফতেহ উল্লাকে দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রেরণ করিলেন। যেহেতু এই সব ঘটনাবলী ইতিপূর্বেই গুজরাটের বিবরণের সঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে, আমি সেগুলির আর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না।

সম্রাট মর্যাদা ও জাঁকজমকের সহিত পর্যায়ক্রমে কোথায়ও না থামিয়া দিল্লী গমন করেন। তথায় তিনি তাহার মহান পিতার দীপ্তিমান কবর প্রদক্ষিণ করেন; এবং মহান ব্যক্তিদের কবরও জিয়ারত করেন; এবং ফকির ও অসহায়গণকে উপহার দানে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করেন। (সম্রাটের দিল্লী থাকাকালীন) শাওয়াল মাসের নূতন চাঁদ দেখা দিলে, সম্রাট ঈদ সমাপন করিবার পর বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। আর ১৯শে শাওয়াল মহা-অশ্বারোহী মিছিলটি শতদ্রু নদীর তীরে উপস্থিত হয়। এই স্থানে সংবাদ আসে যে কুমার মানসিংহ তাহার একদল লোককে নিলাব অতিক্রম করাইয়া পেশোয়ার প্রেরণ করিয়াছেন; আর মির্যা মুহম্মদ হাকিমের কর্মচারী শাহ বেগ এই সংবাদ শুনিয়া কাবুলে পলায়ন করিয়াছেন। (সম্রাট) লাহোরের সন্নিকট হইতে সাদিক খানকে ভকরের গভর্ণর হইবার জন্য প্রেরণ

আছে বলা হইয়াছে; আর ইকবালনামাও ইহাই সমর্থন করে; ইংরাজীতে অনুবাদকারী মিঃ বিভারিজের মতে ১৫ বৎসরটি সম্ভবতঃ নকলকারীর নিজস্ব কাজ। কারণ কায়কোবাদ ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র, আফ্রাসিয়াবের চেয়ে বড়। ইকবালনামা অনুযায়ী আফ্রাসিয়াবের বয়স ছিল ৪ বৎসর ১৪ বৎসর নহে।

www.alimaanfoundation.com

করিলেন। যি-কাজা মাসের ১৩ তারিখ[১] বুধবার চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মহা-সেনা-বাহিনীর শিবির স্থাপিত হয়। এই স্থানে লক্ষ্ণৌর শেখ আবদুর রহিমের যিনি আমীর-দের দলভুক্ত ছিলেন, মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং একটি ছোরা দ্বারা খিজিকে আহত করে। সম্রাট তাহার আল্লাহর এবাদতের হস্ত দ্বারা তাহার ক্ষত সেলাই করিয়া দেন এবং তিনি আরোগ্য লাভ করেন। যি-কাজা মাসের ২৮ তারিখে, (শিবির) বিহাত[২] নদীর তীরে আগমন করে এবং ইহা অতিক্রম করে।

এই স্থানে কুমার মানসিংহের নিকট হইতে এক নিবেদন আসিয়া পৌঁছে এই মর্মে যে কাবুল দেশটি অধিকার করা হইয়াছে আর কাবুলের লোকদের বিশস্ততা এবং আনুগতের রিপোর্টও দেওয়া হয়। ইহার পূর্বে মুহম্মদ আলী খাজাঞ্চীকে কাবুলে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তিনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং সম্রাটের নিকট নিবেদন করেন যে সময় মির্যা মুহম্মদ হাকিমের মৃত্যু ঘটে, সে সময় তাহার পুত্রদ্বয় কায়কোবাদ এবং আফ্রাসিয়াব তাহাদের কচি বয়সের দরুন শাসনকার্য ও রাজস্ব সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং ক্ষমতা দেশের আমীরগণের নিকট চলিয়া যায়। এই শেষোক্তগণ সম্রাটের প্রতি অনুগত এবং বাধ্য ছিলেন, শুধু একমাত্র মির্যার খালু ফরিদুন খান ছাড়া। কুমার মানসিংহ এবং সাম্রাজ্যের বাহিনী যখন কাবুলে উপস্থিত হয় এখন ফরিদুন খান নিজেকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, মির্যার দুই পুত্র এবং (কাবুলের) সকল আমীরসহ কুমার মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। কুমার তাহাদের সকলকেই সম্রাটের অনুগ্রহের আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি তাহার নিজের পুত্রকে[৩], খাজা সামসুদ্দীন খান খাফী এবং মির্যা হাকিমের পুত্র ও আমীরগণের সঙ্গে কাবুলে রাখিয়া আসিয়াছেন এবং স্বয়ং খিলাফতের সিংহাসনের পাদদেশে আগমনের

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এবং বদাওনীর মূল ফারসী গ্রন্থে তারিখটি ১৩ই দেওয়া আছে ; কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে এবং বদাওনীর ইংরাজী অনুবাদে যথাক্রমে ১৬ এবং ১৭ই দেওয়া হইয়াছে, আকবরনামাতে ইলাহী সংবৎসরের তারিখ দেওয়া হইয়াছে। আকবরনামা অনুযায়ী ২৪শে মেহর শতদ্রুর তীরে পৌঁছায়।

২. বিহাতের অপর নাম বিতস্তা, কিন্তু ইলিয়টে ইহা ভুলবশতঃ বিয়াহ বলা হইয়াছে। বদাওনীর অনুবাদে সঠিকভাবে ইহাকে ঝিলাম বলা হইয়াছে। বদাওনীতে বিহাত অতিক্রমের তারিখ দেওয়া হইয়াছে ২৭শে ; কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই তারিখটি ২৮শে দেওয়া আছে। আকবরনামাতে দেওয়া তারিখ হইল ২৪শে শাবান।

৩. মানসিংহের এই পুত্রের নাম ছিল জগৎ সিংহ। বদাওনী শামসুদ্দীন খান খাফীকে বলিয়াছেন শামসুদ্দীন খান খাওয়াফী। ইলিয়টের অনুবাদে লিখা হইয়াছে যে মানসিংহের পুত্রকে খাজা শামসুদ্দীন খান খাফীর কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া আসা হয় ; এই অনুবাদ ভুল। জগৎ সিংহকে শামসুদ্দীন খান খাফীর অধীনে রাখিয়া আসা হয় নাই। আবুল ফযল, নিযামুদ্দীন বা বদাওনী কেহই ইহা সমর্থন করে না।

www.alimaanfoundation.com

জন্য ফিরিয়াছেন। যি-হিজ্জা মাসের ২৫ তারিখে[১] কুমার মানসিংহ মির্যা মুহম্মদ হাকিমের পুত্রগণকে এবং তাহার আমীরগণকে রোহটাস ও আটকের মধ্যস্থলে অবস্থিত রাওয়ালপিণ্ডিতে আনয়ন করেন এবং ভূমি চুম্বনের সম্মান লাভ করেন। মির্যা মুহম্মদ হাকিমের পুত্রগণ এবং তাহার কর্মচারীগণ সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন আর প্রধান লোকদের প্রত্যেককে (সম্রাট) পাঁচ বা ছয় হাজার টাকা প্রদান করেন; আর তাহারা তাহাদিগকে উপযুক্ত জায়গীর ও ভাতা প্রদান করেন।[২]

মহান পতাকাসমূহ যখন আটক বানারসের সন্নিকটে আগমন করে তখন মির্যা শাহরুখ এবং রাজা ভগবান দাস এবং শাহ কুলি মাহরাম এবং অন্যান্য খ্যাতনামা আমীরগণকে প্রায় পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ কাশ্মীর দেশটি অধিকার করার জন্য প্রেরণ করা হয়।[৩] এই একই দিনে ইসমাইল কুলি খান এবং রায় রায়সিংহকে বেলুচীগণকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। পরদিন যইন খান কোকাকে এক দল সুসজ্জিত বাহিনী সহ সাওয়াদ (সোয়াত) এবং বজৌরের আফঘানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়, যাহাতে ঐ উশৃঙ্খল উপজাতিগুলিকে নির্মূল করিতে পারে। আঃ হিঃ ৯৯৫ সনের ১৫ই মহররম বৃহস্পতিবার সম্রাট তাহার নিজেরই নির্মিত দুর্গগুলির অন্যতম আটক বানারস দুর্গে আসিয়া পেঁাছেন।[৪]

---

১. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। সবগুলি পর্যালোচনা করিয়া এবং অন্যান্য পুস্তকের দেওয়া ঘটনার সঙ্গে মিল রাখিয়া সর্বাপেক্ষা সঠিক বলিয়া যে পাঠ মনে হইয়াছে তাহাই এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত দেওয়া আছে যে কুমার মানসিংহ যে দিন রাওয়ালপিণ্ডিতে আগমন করেন, সম্রাটও ঐ দিনেই রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌছেন। বদাওনীও এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন, যদিও তিনি তারিখটি লিখিয়াছেন ৫ই যি-হিজ্জা।

২. যদিও নিযামুদ্দীন ইহা উল্লেখ করেন নাই, একজন লোক ছিলেন যিনি কোন সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন নাই। আবুল ফযল বলেন যে, "ফরিদুন যে অকৃতজ্ঞ লোক ছিলেন * * তাহাকে যইন খান কোকার নিকট তাহার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য সমর্পণ করা হয়" সম্ভবতঃ তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

৩. আকবরনামাতে কাশ্মীর অভিযানের কারণ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ যে "ঐ দেশের শাসনকর্তা উপযুক্ত রূপ খেদমত করেন নাই। যদিও তিনি ওজর আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি নিজেও সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসেন নাই না তাহার পুত্র ইয়াকুবকেও প্রেরণ করেন নাই।"

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই তারিখ দেওয়া আছে। অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে সন দেওয়া আছে ৯৯৪, যাহা ভুল। ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে ১৫ই মহরম, ৯৯৪। বদাওনীতে দেওয়া আছে ১১ই মহরম, ৯৯৪ সন। যেহেতু ৩১তম ইলাহী বৎসর শুরু হয় ২৯শে রবিউল আউয়াল ৯৯৪ সনে, সঠিক সনটি হইবে ৯৯৫।

www.alimaanfoundation.com

তারিকিগণের ব্যাপারে একটি বিবরণ[১]

পূর্বকালে[২] হিন্দুস্তানের একটি লোক এক আফঘান উপজাতির মধ্যে আগমণ করে এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ এবং গোড়া নয় এমন এক ধর্মমত প্রচার করেন আর দেশের আহম্মকগণের বহু সংখ্যককে তাহার শিষ্য করিয়া নেন ; আর নিজেকে পীর রৌশনাই নাম দেন। তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন এবং ইহার নাম দেন খায়রুল বয়ান এবং তাহার মিথ্যা মতবাদের বিবরণ দেন। তিনি যখন দোজখে গমন করেন তখন তাহার পুত্র জালালার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর, এবং আঃ হিঃ ৯৮৯ সনে মহান পতাকাসমূহ যখন কাবুল হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন তিনি আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিলেন, কিন্তু অন্তর্নিহিত দুষ্ট প্রকৃতির জন্য, তিনি কয়েকদিন সম্রাটের নিকট থাকিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন ; আর আফঘানদের মধ্যে গিয়া বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের উৎস হইয়া উঠিলেন। তিনি বিরাট একদল লোককে তাহার সঙ্গে একত্রিত করিলেন এবং হিন্দুস্তান এবং কাবুলের মধ্যবর্তী পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।

কবিতা

যে বৃক্ষ স্বভাবতই তিক্ত
তাহা যদি বেহেশতেও রোপণ কর
আর তথাকার স্রোতস্বিনী হইতে ইহার গোড়ায়
বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট মধু সিঞ্চন কর
শেষ পর্যন্ত ইহার স্বভাবই বলবৎ থাকিবে
ইহা তিক্ত ফলই ফলাইবে।

মহান খলিফা-ই-ইলাহী কুমার মানসিংহে প্রেরণ করিলেন রৌশনাইগণকে নির্মূল করিবার জন্য ; ইহারা প্রকৃতপক্ষে তারিকিই ছিল এবং ভবিষ্যতে ইহাদিগকে এই নামেই অভিহিত করা হইবে ; সম্রাট তাহাকে (মানসিংহকে) জায়গীররূপে কাবুল প্রদান করিলেন। যখন সংবাদ আসিল যে যইন খান কোকা সাওয়াদ দেশে

১. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে এই শিরোনামা দেওয়া আছে, শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহা দ্বিতীয় শিরোনামারূপে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রথম শিরোনামাটি এইরূপ, তিরাহ এর তারিখিগণের, যাহারা রৌশনাই নামে পরিচিত, একটি বিবরণ। "অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিগুলিতে যেহেতু এই শিরোনামাটি নাই, তাই এই পুস্তকে তাহা গ্রহণ করা হয় নাই।"

২. বদাওনী বলেন যে "এই সময়ের ২৫ বৎসর পূর্বে" ইলিয়টে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাকে একজন হিন্দুস্তানী সৈন্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বদাওনীও তাহাকে হিন্দুস্তানী সিপাহী আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তাবাকাতের পাণ্ডুলিপিগুলিতে তাহাকে একজন হিন্দুস্তানী লোক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

প্রবেশ করিয়াছেন এবং পিপিলিকা ও পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য আফঘান উপজাতিদের মোকাবিলা করিয়াছেন, তখন ঐ বৎসরেই সফর মাসের ২রা তারিখে, সইদ খান কখর এবং রাজা বীরবর[১] এবং শেখ ফৈযী এবং ফতেহ উল্লাহ শরবতী এবং তাশ বেগ এবং সালেহ আকিল এবং অন্যান্য লোকসহ যইন খান কোকাকে সাহায্য করিবার জন্য এবং তাহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়।[২] ইহার কয়েক দিন পর হাকিম আবুল ফতেহ এবং অন্যান্য আমীরগণ ও দরবারের কর্মচারীকে তাহাদের অনুসরণে প্রেরণ করা হয়। এই বাহিনীগুলি যখন যইন খান কোকার সঙ্গে যোগদান করে তখন তাহারা আফঘানগণকে উত্যক্ত করা এবং সংগঠন করার কাজে নিজেদের হস্ত প্রসারিত করে এবং বহু কারারুদ্ধ লোককে দাসে পরিণত করে এবং প্রচুর দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করে। তাহারা যখন করাকর[৩] গিরিপথে আসিয়া পেঁীছে, তখন একজন লোক রাজা বীরবরের নিকট আগমন করে এবং তাহাকে বলে যে এই রাত্রে, আফঘানকে এক নৈশ আক্রমণের পরিকল্পনা করিয়াছে, আর এই পার্বত্য গিরিসংকটের প্রস্থ তিন বা চার ক্রোশের বেশী নয়। আপনারা যদি এই গিরিসংকটটি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা নৈশ আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারেন। রাজা বীরবর যইন খান কোকার সহিত কোনরূপ যোগাযোগ না করিয়া এই গিরিসংকটটি অতিক্রম করিবার জন্য রওয়ানা হন, আর সমস্ত বাহিনী তাহার পিছনে যাত্রা করে। দিনের শেষে যখন সূর্য অস্ত যাইতেছিল তখন তাহারা গিরিসংকটের সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণতম স্থানে আসিয়া পেঁীছে। আফঘানগণ বিভিন্ন দিক হইতে পর্বতগুলির উপরে আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে তীর ও পাথর দ্বারা আক্রমণ করে। রাত্রির অন্ধকারে লোকগুলি সংকীর্ণ গিরিসংকটে তাহাদের পথ হারাইয়া ফেলে এবং গিরিগহ্বরে এবং অন্ধকার গিরিগুহায় নিহত হয়। এক ভয়ঙ্কর রকমের পরাজয় ঘটিল এবং এক চরম দুর্ঘটনা ঘটিল।[৪] প্রায় আট সহস্র লোক তাহাদের প্রাণ হারাইল। রাজা বীরবর প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়া-

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে তাহারা দুই দলে গমন করেন। কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই কথাগুলি নাই।

২. বদাওনী বলেন যে রাজা বীরবর যইন খান কোকার সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই তাহার আহম্মকি এবং গোয়ার্তুমির ফলে পথ যাত্রা শুরু করেন।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে গিরিসংকটের নাম দেওয়া আছে করাকর ; বদাওনীও এই নাম দিয়াছেন, আকবরনামাতেও দেওয়া আছে ,'সোয়াদ ও বুনেয়ের মধ্যবর্তী করাকর গিরিপথ।'' কিন্তু ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে করাগর।

৪. এই দুর্ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা নিযামুদ্দীন ও বদাওনীর মতে ছিল ৮০০০ সহস্র। ফিরিশ্তাও তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আবুল ফযল বলেন যে এই দুর্ঘটনায় সম্রাটের বাহিনীর ৫০০ লোক

www.alimaanfoundation.com

ছিলেন। তিনি নিহত হইলেন। হাসান বেহতী,[১] রাজা ধরমকান্দ[২], খাজা আরব—যিনি সেনাবাহিনীর বকসী ছিলেন এবং কবি মুল্লাশিরি[৩] এবং বহু সংখ্যক প্রধান ব্যক্তি ঐ রাত্রে নিহত হয়।

যইন খান কোকা এবং হাকিম আবুল ফতেহ্ ঐ বৎসরের ৫ই রবিউল আউয়াল পুনরায় পরাজিত হন ; আর বহু কষ্ট সহ্য করিয়া আটক দুর্গে[৪] আসিয়া পেঁীছেন ; ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং আমীরগণকে তাহার সাক্ষাৎ দ্বারা সম্মান লাভ হইতে বঞ্চিত করেন। তিনি এই দুর্ঘটনার প্রতিবিধান করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী সহ রাজা তোডরমলকে প্রেরণ করেন। রাজা ঐ পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং তাহার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ফলে বহু স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন।[৫] লুণ্ঠন ও ধ্বংসের কাজে তিনি কোন কিছুই বাদ রাখেন নাই ; এবং আফঘানগণকে চরম দুর্দশায় নিক্ষেপ করেন। কুমার মানসিংহ তারিখিদের আক্রমণ করিবার জন্য গমন করেন এবং খাইবার গিরিপথে ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মোকাবিলা করেন[৬] এবং তাহাদের বহু সংখ্যককে নিহত করেন এবং বিজয় ও সাফল্য লাভের খ্যাতি অর্জন করেন।

নিহত হইয়াছিল। অপরদিকে খাফী খান তাহার পুস্তক মুনতাখাব-উল-লুবাব এ লিখিয়াইছেন যে এই দুর্ঘটনায় ৪০,০০০ হইতে ৫০,০০০ লোক নিহত হইয়াছিল। তাহার এই সংখ্যা মনে হয় অতিরঞ্জিত।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি হাসান বেহতী দেওয়া আছে ; আর একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি মনে হয় হাসান তহনী দেওয়া আছে ; আর একটিতে আছে হাসান তহী। আকবরনামাতে তাহার নাম দেওয়া আছে হাসান পতনী। বদাওনী নামটি লিখিয়াছেন হাসান খান পনী।

২, একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে রাজা ধরমকন্দ, আর একটিতে আছে রাজা ধীর। ইলিয়টে লেখা হইয়াছে রাজা ধরম সিংহ। আকবরনামাতে আছে রাজা ধর্মকন্দ সনকর। বদাওনী তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। খাফী খান তাহার নাম লিখিয়াছেন রাজা ধীর।

৩. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। একটিতে আছে মুল্লা শারী ; আর একটিতে মুল্লা শরীণ, আর একটিতে মুল্লা শিরিণ ; আবুল ফযল লিখিয়াছেন মুল্লা শেরী ; বদাওনীও লিখিয়াছে মুল্লা শেরী। আকবরনামার অনুবাদে মিঃ বিভারিজের এক টিকায় বলা হইয়াছে যে তিনি একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে আটক বানারস।

৫. আকবরনামাতে আছে যে, মানসিংহ, "ওহিন্দ-এর নিকটে এবং বুনারের দিকে (সিন্ধু) নদীর তীরে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশটিকে সভ্য করিতে আরম্ভ করেন।" আর তোডরমল সওয়াদে মুক্কর পর্বতের নিকটে একটি শিবির স্থাপন করেন। সাহসী লোকেরা আফঘানদের এই দুই নিক্রমনের পথ দখল করিয়া রাখেন এবং তাহাদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলেন। প্রত্যেক দিন উভয় দিক হইতে কর্মঠ লোকেরা পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিত। দুষ্ট লোকদের বন্দী করিয়া এবং লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিলেন।"

৬. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে এই পংক্তিতে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠ মিলাইয়া এই পংক্তিটি লেখা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

আর এই সময়ে সংবাদ আসে যে মাওয়ার উন্নাহারের বাদশাহ আবদুল্লাহ খান উযবেকের[১] দূত মীর কোরেশ[২] পছন্দসই জিনিসপত্র ও উপহারসহ আগমন করেন। আবদুল্লাহ খান উযবেকের এক মহা আমীর, নযর বে উধবেক[৩] প্রথমোক্তের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার পুত্রগণ কম্বর বে, শাদী বে এবং বাকী বে যাহাদের প্রত্যেকেই আমীর পদমর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন, সুলতানদের আশ্রয়স্থল দরবারে অনুগ্রহ প্রার্থীরূপে আগমন করেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী, ফরিদ বক্সী এবং আহমদ বেগ কাবুলী এবং কিছু সংখ্যক আহাদীকে[৪] এই কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে খাইবার গিরিপথ দিয়া আনয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়। তাহারা কুমার মানসিংহের সাহায্য ও সহায়তায় তাহাদিগকে খাইবার গিরিপথ দিয়া আনয়ন করে। পথিমধ্যে তারিখিগণ বাধা দান করে কিন্তু তাহারা পরাজিত হয় এবং ঐ অভিশপ্ত লোকদের বহু সংখ্যক নিহত হয়।

www.alimaanfoundation.com

৩২মত ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৯৫ সনের ১১ই রবিউল আখির শনিবার[৫]। উপকার দানকারী মহাদীপ্তিমানের মীনরাশি হইতে মেষ রাশিতে গমন ঘটিল, আর নওরোয-ই-সুলতানী এবং ৩২তম বৎসরের সূচনা হইল। বাৎসরিক নিয়ম অনুযায়ী আটক দুর্গে রাজকীয় আবাস কক্ষগুলিকে মূল্যবান বস্ত্র এবং রঙ্গীন পর্দায় শোভিত

---

১. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নামটি আছে মীর কোরেশ, কিন্তু একটিতে আছে মীর উইস। ইলিয়টে আছে মীর কোরেশ। বদাওনীও লিখিয়াছেন মীর কোরেশ।

২. আকবরনামা অনুযায়ী আবদুল্লা খান আকবরের ক্ষমতা দর্শনে এবং তাহার নিকটবর্তী হইয়া যাওয়াতে এত ভীত হইয়া পড়েন যে "পৃথিবীর প্রভুর দ্রুত আগমনের ভয়ে ভীত হইয়া বলখের প্রবেশ পথ সাধারণতঃ বন্ধ করিয়া রাখা হইত। তুরানের রাজা আবদুল্লা খানের সেইরূপ বুদ্ধি বিবেচনা ছিল যে তিনি বৈরী ভাব গ্রহণ করেন নাই এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন।"

৩. বদাওনী তাহাকে বলখের গভর্ণর নযর বে উযবেকরূপে অভিহিত করিয়াছেন। বদাওনী তাহার পুত্রগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু নাম লিখেন নাই। আকবরনামা নযর বে এবং তাহার পুত্রগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা এই পুস্তকেরই অনুরূপ। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিগুলিতে প্রথম পুত্রের নাম লিখা আছে কম্বর বে, কিন্তু একটিতে আছে নরবে; আর ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে কবর বে। অন্য পুত্রদের নামে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে তৃতীয় পুত্রের নামটি শুধু বাকি লেখা আছে, বে বাদ পড়িয়াছে।

৪. আকবরনামাতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা আছে। আহাদীগণ বিশেষ একদল ভৃত্য। ইহাদিগকে ইয়াক্কা তাখান এবং সওয়ারান খাসাও বলা হইত।

৫. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে পার্থক্য এবং ভুল ভ্রান্তি আছে। যে পাঠ সর্বাপেক্ষা সঠিক বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

করা হইল, এবং রাজকীয় উৎসব সম্পন্ন করা হইল। কুমার মানসিংহ আগমন করি-লেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন।

মির্যা শাহরুখের কাশ্মীর গমন এবং ঐ দেশের শাসনকর্তার সহিত তাহার শান্তি স্থাপন এবং আমীরগণের সম্রাটের সম্মুখে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ

মির্যা[১] শাহরুখ এবং রাজা ভগবান দাস এবং শাহ কুলি মাহরাম যখন কাশ্মীরের সীমান্তে অবস্থিত ভুলবাস[২] গিরিপথে আগমন করিলেন তখন ঐ দেশের শাসনকর্তা ইউসুফ খান গিরিপথে আগমন করিলেন এবং তাহাদের গমনে বাধা দিলেন আর পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। কয়েক দিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী অকর্মণ্য হইয়া রহিল এবং বরফ ও বৃষ্টিপাত শুরু হইয়া গেল। আর বিভিন্ন দিক হইতে শস্য আমদানীও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যইন খানের পরাজয়ের সংবাদও আসিয়া পৌঁছিল; আর অন্যান্য অসুবিধার উপরে ইহা অত্যন্ত মনোকষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। আমীরগণ শান্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং জাফরান ভূমি এবং মুদ্রা প্রচলনের কারখানা এবং শাল প্রস্তুতের রাজস্ব সাম্রাজ্যের কোষাগারের (খালসা-ই-শরীফা) অন্তর্ভুক্ত করিলেন[৩] এবং এইগুলি আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ইউসুফ এইসব শর্ত তাহার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক মনে করিয়া আমীরগণের নিকটে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আর বিজয়ী বাহিনী তাহাকে নিজেদের সঙ্গে লইয়া সম্রাটের নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করিলেন। তাহারা যখন মহান দরবারে আসিয়া পৌঁছিলেন, সম্রাট সন্ধির শর্তসমূহ অনুমোদন করিলেন না; এবং আমীরগণকে কুর্ণিশ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কয়েক দিন পর সূর্যের মেষরাশিতে

১. বিবরণটি হঠাৎ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে মনে হয়। মির্যা শাহরুখ ও আমীরগণকে সম্রাট রাওয়ালপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২. পাণ্ডুলিপিতে নামটি ভুলবাস বা ভুলিয়াস দেওয়া আছে; ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে ভুলিয়াস; আর বদাওনীতে দেওয়া হইয়াছে কুলবাস। আকবরনামাতে দেওয়া আছে ভুলিয়াস।

৩. শান্তি স্থাপনের আলাপ আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়গুলি আকবরনামাতে বিশদভাবে বিবৃত করা হই-য়াছে। বদাওনীও নিযামুদ্দীনের ন্যায় তিনটি রাজস্ব খালসার অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আকবরনামাতে যে শর্তাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি হইল এই যে শাহানশাহের নামে খোৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করিতে হইবে এবং টাকশাল, জাফরান এবং শিকার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। আকবরনামাতে বিভিন্ন রাজস্ব আদায়কারী অফিসারগণের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। আকবর সেনাবাহিনীর এবং কাশ্মীরীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সন্ধি অনুমোদন করেন।

www.alimaanfoundation.com

প্রবেশের দিন তাহাদিগকে কুর্ণিশ করিবার এবং ভূমি চুম্বনের অনুমতি দান করিয়া সম্মানিত করা হইল।

শ্লোক

মহানুভবের ক্রোধ, যদিও মিলাইয়া যায়[১]
বেদনা দেওয়ার পর ইহা অনুগ্রহ প্রদর্শন করে।

সূর্যের রাশি পরিবর্তনের সেই একই দিনে আবদুল্লাহ খানের দূত[২] এবং নযর বে তাহার পুত্রগণসহ আনুগত্য প্রকাশের এবং কুর্ণিশ করিবার সম্মান লাভ করেন। আর ঐ দিনেই ইসমাইল কুলি খান এবং রায়সিংহ বেলুচীগণের কলান্তরগণ (গ্রাম-প্রধান) এবং সরদারগণকে আনয়ন করেন এবং দ্বারপথ চুম্বনের অনুমতি দান করিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করা হয়। নযর বে এবং তাহার পুত্রকে চার লক্ষ মুরাদী তংকা, যাহা ইরাকের পাঁচ শত তুমানের সমান, প্রদান করা হয়। নওরোয শেষ হইলে রাজা মানসিংহ দরবারত্যাগের অনুমতি লাভ করেন, কারণ, রাজা তোডরমল, যাহাকে ইউসুফ জাই আফঘান ও অন্যান্যগণকে নির্মূল করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাকে ইহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন।

যেহেতু মহান আফঘানদের সম্বন্ধে এবং আটক বানারস এবং কাবুলের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে দুশ্চিন্তামুক্ত হইলেন, মহান পতাকাসমূহ রাজধানী লাহোর শহরে থামিবার উদ্দেশ্য নিয়া গতিশীল হইয়া উঠিল এবং উপরোক্ত বৎসরের ২৪শে রবিউস সানি, সম্রাট তাহার মর্যাদার পদ সৌভাগ্যের রেকাবে স্থাপন করিলেন। যেহেতু ঐ সময়ে কুমার মানসিংহ কাবুলের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সম্রাট ইসমাইল কুলি খানকে বিরাট একদল সৈন্যসহ আফঘানদের আক্রমণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে বিহারের (ঝিলাম) তীর হইতে পাঠাইয়া দিলেন।[৩] বিশ্বমান্য এক নির্দেশ

---

১. প্রথম পংক্তিটি অনেকটা রূপক, ইহার অর্থ হইল যদিও ইহা দ্রবীভূত হয় ইহা জ্বালায় না বা ধ্বংস করে না।

২. আকবরনামা হইতে জানা যায় যে রাজা বীরবরের দুর্ঘটনার ফলে আকবরের মনোবেদনার জন্য এই দূত কয়েকদিন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হয় নাই; এবং এইজন্য অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৩. আকবরনামা অনুযায়ী ইসমাইল কুলি খানকে রাজা ভগবান দাসের স্থলে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কারণ রাজা ভগবান দাসের ঐ সময়ে মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। কিন্তু তিনি (ইসমাইল কুলি খান) "অসংযত বাসনা এবং অসার চিন্তা করিতে থাকেন" এবং সম্রাটের অসন্তোষভাজন হন। কিন্তু পরে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করা হয় এবং তাহাকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা হয় এবং

www.alimaanfoundation.com

কুমার মানসিংহর প্রতি জারি করা হইল যে যখন ইসমাইল কুলি খান তথায় (ইউসুফ জাই দেশে) পৌঁছিবেন, তখন তিনি কাবুলে গমন করিবেন। সৈয়দ হামিদ বুখারীকে[১] ও ইসমাইল কুলি খানকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং ডাকাত এবং দূর্ধর্ষ আফঘানগণকে ধ্বংস করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল, এবং তাহাকে পেশোয়ারে থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

মহান পতাকাসমূহ (অথবা সম্রাট) অতঃপর প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে এবং শিকার করিতে করিতে লাহোরের উপকণ্ঠে আগমন করিলেন; আর উপ-রোক্ত বৎসরের জমাদিউস সানী মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার (২৭শে মার্চ, ১৫৮৫ খ্রীঃ) জাঁকজমক সহকারে আগমন ঘটে। প্রায় এই সময়েই তাহারা আরব বাহাদুরের শির[২] আনয়ন করে। তিনি কমাউনের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতে উপদ্রব করিতেছিলেন এবং হাকিম আবুল ফতেহ এবং ভৃত্যগণ তাহাকে পরগণা শিরকোটে নিহত করে।

এই বৎসরের ৫ই রজব[৩] মহান খলিফাই-ই-ইলাহীর পবিত্র ওজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়; আর এক চমৎকার উৎসবের আয়োজন করা হয়; কিন্তু যেহেতু এই উৎসবের

তাহাকে ইউসুফ জাইদের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। রাজা ভগবান দাসের মানসিক রোগ সম্বন্ধে বদাওনী বলেন যে "ভগবান দাস তাহার নিরাপত্তা বিধান ও সম্মান রক্ষার জন্য একটি ছোরা দ্বারা নিজেকে আঘাত করেন।" কিন্তু মিঃ বিভারিজ মনে করেন যে ইহা যথেষ্ট কারণ নয় (যথা, তাহার কন্যা, জাহাঙ্গীরের স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন), এবং মনে করেন যে অম্বর পরিবারে মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ ছিল। দেখা যায় যে রাজা ভগবান দাসের পুত্র প্রতাপ সিংহও পাগল হইয়া গিয়াছিলেন এবং গলায় ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ক্ষত সেলাই করিয়া দেওয়া হয় এবং তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

১. ইলিয়টে তাহাকে বলা হইয়াছে সৈয়দ বুখারী আর ইহাতে বলা হইয়াছে যে তাহাকে ইসমাইল কুলিকে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং পেশোয়ার অধিকার করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে কিছু পার্থক্য আছে। দুইটি পাণ্ডুলিপিতে 'শির' এর বদলে মীর আছে বলিয়া মনে হয়। ইলিয়টের অনুবাদেও লেখা হইয়াছে মীর আরব বাহাদুর। বদাওনী ব্যাপারটা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আরব বাহাদুর বাহরাইচের নিকটে নিহত হন। যদিও কেহ কেহ বলেন যে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে, আর তাহার শির কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহা কমাউনের পার্বত্য অঞ্চল হইতে সমস্ত পথ গড়াইতে গড়াইতে আনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত লাহোর দুর্গের একটি শীর্ষে স্থাপন করা হয়। কি পরিবেশে আরব বাহাদুর নিহত হন তাহার বিশদ বিবরণ আকবরনামাতেও দেওয়া আছে। একজন জমিদারের পুত্র দুলর কর্তৃক তিনি নিহত হন।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে তারিখটি ৫ই রজব দেওয়া আছে; কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে তারিখটি দেওয়া হইয়াছে ১৩ই রজব। আকবরনামাতে তারিখ দেওয়া আছে ২রা তির (১২ই জুন, ১৫৮৬ খ্রীঃ)। মিঃ বিভারিজ এক ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে ইহা ৫ই রজব এবং আকবরের জন্মদিন। ফলে ১৩ই রজব তারিখ ভুল।

www.alimaanfoundation.com

বিশদ বিবরণ পূর্বেই বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি এই স্থানে পুনরায় আর উল্লেখ করা হইল না।

উপরোক্ত রজব মাসের ১৯ তারিখে রায়সিংহের, যিনি একজন মহা-আমীর ছিলেন, কন্যার সঙ্গে ভাগ্যবান শাহযাদা সলিমের বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১] রায়সিংহ প্রচুর ভেট এবং বহু আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম উপহার দান করেন; আর তাহার গৌরবের শির মর্যাদার উচ্চশিখরে উন্নীত হয়।

উপরোক্ত বৎসরের শা'বান মাসের প্রথমভাগে মুহম্মদ কাসিম খান মীর বহর-ওয়া বার[২] এবং ফতেহ খান ফৌজদার[৩] এবং গুজর খান এবং মির্যা আলী আলম শাহী এবং খঞ্জরী এবং শেখ দৌলত বখতিয়ার এবং অন্যান্য রাজকীয় আমীরগণের বড় এক দলকে কাশ্মীর জয় করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। পর্বত ও গিরিসংকটের মধ্য দিয়া বিজয়ী বাহিনী যখন সাত পর্যায় পথ অতিক্রম করিয়া যান, ইউসুফ খানের পুত্র ইয়াকুব, যিনি নিজেকে কাশ্মীরের শাসনকর্তারূপে গণ্য করিতেন,[৪] এক বিরাট বাহিনীসহ তাহাদিগকে

---

১. ইহা সম্ভবত: তাহার দ্বিতীয় বিবাহ। তৃতীয় বিবাহটাও, যাহা নিযামউদ্দীন উল্লেখ করেন নাই, ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহা সম্পন্ন হয় সইদ খান গক্ষরের কন্যার সঙ্গে। তাহার প্রথম সন্তান এক কন্যা, রাজা ভগবান দাসের কন্যার গর্ভে তাহার দ্বিতীয় বিবাহের অল্প পূর্বে জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম রাখা হয় সুলতান খিরদ; আর আবুল ফযল বলেন যে সমসাময়িক কালের প্রচলিত প্রথার পরিপন্থী করিয়া সম্রাট এই উপলক্ষে এক শোকক্রিয়া আদায়ের মজলিশ করেন।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে মীর বহর ওয়া বার অর্থাৎ নৌসেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষ; কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে, ইলিয়টের অনুবাদে এবং বদাওনীতে তাহাকে মীর বহর অভিহিত করা হইয়াছে। আকবরনামা তাহার উপাধি উল্লেখ করেন নাই। শুধু লিখিয়াছে কাসিম খান এবং তাহাকে এইরূপে বর্ণনা করে যে, দক্ষতা ও সাহসের জন্য এই যুগের অন্যতম লোক।

৩. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামগুলির পার্থক্য দেখা যায়। পুস্তকে পাণ্ডুলিপিগুলিতে যে রূপ আছে সেইরূপই দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের একটিতে মির্যা আলীর উপাধি দেওয়া হইয়াছে আলম শাহী, আবার আর একটিতে দেওয়া আছে মির্যা আলী আকবর শাহী। আর একটিতে আছে শুধু মির্যা আলী, আলম শাহী বা আকবরশাহী কোনটাই নাই এবং ইহাতে দুইটি নাম বেশী আছে, মীরযাদ আলী খান এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ আলম শাহী। বদাওনীতে আছে মুহম্মদ কাসিম খান মীর বহর এবং ফতেহ খান ফিলবান ফৌজদার এর এক আমীর। আকবরনামাতে অনেকগুলি নাম দেওয়া আছে, যাহা হইতে মনে হয় যে মির্যা আলীর সঠিক উপাধি ছিল আকবর শাহী আর শেখ দৌলত খঞ্জরী একজন লোক। ইহাতে মীরযাদ আলী খান এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ আলম শাহীর নাম ইহাতে উল্লেখিত নাই।

৪. পূর্বে যে আমীরগণকে কাশ্মীর অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা কাশ্মীরের শাসনকর্তা ইয়াকুবের সঙ্গে যে শর্তসমূহ স্থির করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছিল, সেই শর্তগুলি সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে নাই। আকবরনামার অনুবাদে মিঃ বিভারিজের এক টীকা হইতে জানা যায় যে হায়দার মালিকের কাশ্মীরের ইতিহাস অনুযায়ী ইউসুফ অত্যন্ত কাপুরুষের ন্যায় কাজ করিয়াছিল

---

www.alimaanfoundation.com

বাঁধা দিবার জন্য কপরতল[১] গিরিপথে আগমন করেন এবং ইহা সুরক্ষিত করিয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু মহান খলিফা ই-ইলাহীর নিয়ত বুদ্ধিমান আড়ম্বর এবং সমৃদ্ধি তাঁহার কাজ করিল এবং কাশ্মীরিদের মধ্যে বিভেদের প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিল। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিশদ বিবরণ হইল এইরূপ যে যেহেতু কাশ্মীরের প্রধান ব্যক্তিগণ ইয়াকুবের সেনাপতিত্ব এবং প্রাধান্য সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, আর ফলে কতিপয় তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া গেল এবং মুহম্মদ কাসিম খানের নিকট আগমন করিল; আর অপর আর একদল দেশের শাসনকর্তাদের বাসস্থান শ্রীনগর শহরে গণ্ড-গোল সৃষ্টি করিল। ইয়াকুব স্বগৃহের (অর্থাৎ রাজধানীর) বিদ্রোহ দমন সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করিয়া রাজধানী অভিমুখে ফিরিলেন। অতঃপর সাম্রাজ্যের বাহিনী কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই কাশ্মীরে প্রবেশ করিল; আর ইয়াকুব তাহাদের মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী রাজধানী শ্রীনগর অধিকার করিয়া লইল; আর সকল পরগণায় অফিসার প্রেরণ করা হইল।

প্রকৃত ঘটনা যখন মহান সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করিল তখন মহান খলিফা ই-ইলাহী তখন মর্যাদা ও অনুগ্রহের ফরমান মুহম্মদ কাসিম খান ও অন্যান্য আমীর-গণের প্রতি জারি করা হইল; আর তাহাদের প্রত্যেকেই সম্মান ও মর্যাদা দান করা হইল। ইয়াকুব কাশ্মীরি পুনরায় একদল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং মুহম্মদ কাসিম খানের মোকাবিলায় আসিয়া যুদ্ধ করিলেন কিন্তু পরাজিত হইলেন। তিনি পুনরায় এক নৈশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কোন কিছুই করিতে পারিলেন না।[২] বিজয়ী বাহিনী তাহাকে গাছে ঢাকা এবং সংকীর্ণ গিরিসংকটের পর্বতসমূহে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও উচ্ছেদ সাধন করিল আর

এবং তাহার সেনাদল ত্যাগ করিয়া যায় আর তাহার পুত্র ইয়াকুব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আর মুঘল বাহিনী শীতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল এবং "আমার দেওয়া সন্ধি অনুযায়ী খুশী হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।" এই অভিযান সম্বন্ধে আকবরনামাতে বলা হইয়াছে যে "যেহেতু কাশ্মীরিগণ তাহাদের দুর্বুদ্ধির ফলে * * সন্ধির শর্তসমূহ পালন করে নাই এবং যেহেতু দুষ্কৃতি-কারী মনে করিল যে সে দুর্গম পর্বতের ওপারে নিরাপদে আছে * * সম্রাট পুনরায় দেশটি অধিকার করিবার সংকল্প করিলেন।"

বদাওনী বলেন যে ইয়াকুব তাহার পিতার কর্মচারীগণকে তাহার চতুর্দিকে সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার পিতাকে মৃতের ন্যায় গণ্য করিতে লাগিলেন।

১. এই নামটি পাণ্ডুলিপিগুলিতে বিভিন্ন রূপ আছে যেমন কগ্রিল এবং কপরতল এবং কত্রিল এবং করতল। ইলিয়টে আছে করতল। বদাওনী লিখিয়াছেন কত্রিল। আকবরনামাতে আছে কপরতল।

২. বদাওনী বলেন যে এই নৈশ আক্রমণে মীরযাদা আলী খান নিহত হন।

www.alimaanfoundation.com

ব্যাপার এতদূর নিয়া গেল যে তাহাকে প্রায় বন্দী করিয়া ফেলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি বিনীত ও নীচ হইয়া আসিলেন এবং মুহম্মদ কাসিমের সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং সম্রাটের ভৃত্যদের দলভুক্ত হইলেন[১]; আর কাশ্মীর দেশটি সমস্ত বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইল।

উপরোল্লিখিত বৎসরের ১৯ শে রমযান আবদুল্লাহ্ খানের দুত প্রত্যাগমনের জন্য অনুমতি লাভ করিলেন আর হাকিম আবুল ফতেহ এবং ভ্রাতা হাকিম হুমানকে, যিনি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সৌষ্ঠব ও উৎকৃতষ্টায় ভূষিত ছিলেন, দূতরূপে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করা হইল। মীর সদর জাহানকে যিনি কনৌজের একজন হুসেনী সৈয়দ ছিলেন এবং মানবিক উৎকৃষ্টতায় বিভূষিত ছিলেন, আবদুল্লাহ্ খানের পিতা ইসকান্দর খানের ইন্তেকালের শোক জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করা হইল। তিনি আবদুল্লাহ্ খানের নিকট উপহাররূপে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা, যাহা তিন সহস্র সাত শত ইরাকী তুমানের সমান এবং হিন্দুস্তানের বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার এবং পছন্দসই ও দুষ্প্রাপ্য উপহারসমূহ মুহম্মদ আলী খাহাঞ্চীর সঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে সংবাদ আসে যে একদিন তারিকিগণ বিশ সহস্র পদাতিক এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া সৈয়দ বুখারীর[৩] নিকট আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। তিনি ছিলেন গুজরাটের সুলতানগণের একজন মহা-আমীর এবং পরবর্তীকালে সম্রাটের একজন অনুগত ভৃত্যে পরিণত হন এবং তাহাকে তারিকিগণকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করিবার জন্য পেশোয়ারে নিযুক্ত করা হয়। ঐ সময় তাহার সঙ্গে যে সামান্য কিছু লোক ছিল, তাহাদের নিয়াই তিনি বাহির হইয়া আসেন এবং যুদ্ধ করেন এবং শহীদ হন। মহান খলিফা-ই ইলাহী যইন খান কোকা এবং শাহ কুলি খান মাহরাম এবং শেখ ফরিদ বকশী এবং বহু সংখ্যক অন্যান্য আমীর ও দরবারের ভৃত্যকে এই দুর্ঘটনার প্রতিকার করিবার জন্য এবং তারিকিগণকে নির্মূল করিবার জন্য প্রেরণ করেন। যেহেতু শেষোক্তগণের বহুসংখ্যক খাইবার গিরিপথে সমবেত হয় এবং কাবুল ও হিন্দুস্তানের মধ্যবর্তী পথ বন্ধ করিয়া দেয়, কুমার মানসিংহ কাবুল হইতে বৃহৎ একদল সৈন্যসহ

---

১. তিনি মুহম্মদ কাসিম খানের সঙ্গে আসিয়া সম্রাটের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু ইহাতে তাহার বিশেষ কোন সুবিধা লাভ হইল না। তাহাকে ছোট এক জায়গীর দিয়া বিহারে প্রেরণ করা হইল।

২. ইলিয়টে এবং বদাওনীর অনুবাদে নামটি হুমাম লেখা হইয়াছে কিন্তু আকবরনামার অনুবাদে ইহা হুমান লেখা হইয়াছে।

৩. কি অবস্থায় সৈয়দ হামিদ বুখারীকে আক্রমণ করা হয় এবং তিনি নিহত হন আকবরনামাতে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

খাইবারে আগমন করে এবং এক ভীষণ সংঘর্ষ হয় এবং মানসিংহ জয় ও সাফল্য লাভের গৌরব অর্জন করেন ও শত্রুদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন।[১] তিনি এক রাত্রি ও একদিন সেইখানে অবস্থান করেন এবং তথায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তারিকি ও আফঘানগণ সারা দিন ও রাত্রি দলে দলে আগমন করিতে থাকে এবং যুদ্ধ করিতে থাকে। এই সময়ে মানসিংহের ভ্রাতা মাধো সিংহ, যিনি ইসমাইল কুলি খানের সঙ্গে ওহিন্দের থানায় ছিলেন, এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী মানসিংহের শক্তি বৃদ্ধি করিতে আগমন করেন। ইহার পর আফঘানগণ পলায়ন করে। তাহাদের প্রায় দুই সহস্র লোক নিহত হয়। অতঃপর মানসিংহ জামরুদে অবস্থান করেন এবং খাই-বারে এক থানা স্থাপন করেন।

মির্যা সুলায়মান পবিত্র মক্কা হইতে বদাখশানে আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উযবেকগণের পুনরাক্রমণের ফলে তাহাকে কাবুল চলিয়া আসিতে হয় আর তিনি কাবুল হইতে হিন্দুস্তানে আগমন করেন। এই সময়ে তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার অনুগ্রহ লাভ করেন।

৩৩তম ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৯৬ সনের ২৩শে রবিউল আউয়াল (১১ই মার্চ, ১৫৮৮ খ্রীঃ) সোমবার।[২] পূর্বের বৎসরসমূহের ন্যায় এই বৎসরও নওরোয উৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

যেহেতু সম্রাটের নিকট রিপোর্ট দেওয়া হয় যে জালালা তারিকি কুমার মানসিংহ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যাওয়ার ফলে তাহার পূর্বের অবস্থানে থাকিতে অপারগ হইয়া বাঙ্গাস অভিমুখে পলায়ন করিয়াছে, মহান খলিফা-ই-ইলাহী[৩] জালালার ধ্বংস সাধনের জন্য আবদুল মতলব খানকে, যিনি একজন মহা-আমীর ছিলেন, অন্যান্য কতিপয়

১. এই স্থান হইতে 'দুই সহস্র লোক নিহত হয়' পর্যন্ত অংশ দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নাই, ইলিয়টে ইহার অনুবাদ করা হয় নাই। কিন্তু যেহেতু বদাওনীতেও অনুরূপ অংশ আছে, তাই ইহা এই পুস্তকে দেওয়া হইল।

২. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এবং ইলিয়টের অনুবাদে এই তারিখই দেওয়া আছে। কিন্তু আকবরনামাতে তারিখটি দেওয়া হইয়াছে ৯৯৬ সনের ২২শে রবিউল আউয়াল রবিবার। এই দুই তারিখের মধ্যে মাত্র এক দিনের পার্থক্য। বদাওনী কিন্তু ৩২তম বৎসরের আরম্ভের তারিখ বলেন ৯৯৫ সনের ১১ই রবিউস সানী।

৩. এই স্থানে খলিফা-ই-ইলাহী শব্দটি মাত্র একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, অন্যান্যগুলিতে নাই।

www.alimaanfoundation.com

আমীরসহ যেমন, মুহম্মদ কুলিবেগ তুর্কমান, হামযা বেগ তুর্কমান, আহমদ বেগ কাবুলী এবং অন্যান্যগণকে বাঙ্গাস অভিমুখে প্রেরণ করেন। বিজয়ী বাহিনী যখন বাঙ্গাসে আসিয়া পৌঁছিল জালালা তাহাদিগকে অসাবধান ও অসতর্ক করিয়া তুলিল, আর সংখ্যায় পিপিলিকা ও পঙ্গপালের চেয়েও অধিক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আগমন করিলেন। এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল আর বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইল এবং পলায়ন করিল; আর তাহাদের বহু সংখ্যক নরকে গমন করিল।

এই শুভলক্ষণযুক্ত বৎসরে রাজা ভগবান দাসের কন্যার গর্ভে ভাগ্যবান সুলতান সলিমের পুত্র সুলতান খসরু জন্মগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে এমন উৎসবের আয়োজন করা হয় যাহা প্রথম সৌভাগ্য তারকার উদয়ের ন্যায় ছিল, পৃথিবী এবং এই যুগ পৃথিবীর সকল অধিবাসীর প্রতি আনন্দ ও সাফল্যের বাণী ঘোষণা করে।

সাদিক খানের শেহওয়ান আক্রমণ করিতে গমন এবং তাহার থাঠার শাসনকর্তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের বিবরণ[১]

এই সময়ে ভাখরের গভর্ণর মুহম্মদ সাদিক খান নির্দেশ অনুযায়ী থাঠা দেশটি আক্রমণ করেন। আর শেহওয়ান দুর্গ অবরোধ করেন।[২] থাঠার শাসনকর্তা জানি বেগ, পিতা মির্যা ঈসা, তাহার পিতা মুহম্মদ বাকী তরখান, বিনীতভাবে আগমন করেন আর তাহার পিতামহের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উপযুক্ত পছন্দসই উপহার ও ভেট সহ সকল লোকের আশ্রয়স্থল দরবারে দূত প্রেরণ করেন; আর সম্রাটের অনুগ্রহ তাহার উপর বর্ষিত হইলে মুহম্মদ সাদিক খানের নিকট এই মর্মে এক ফরমান জারি করা হয় যে সম্রাট জানি বেগের দেশটি তাহাকে প্রদান করিয়াছেন; আর তিনি (সাদিক খান) যেন তাহার রাজ্য হইতে তাহার হস্ত অপসারণ করিয়া নেন। উপরোল্লিখিত বৎসরের ২৪শে যি কাজা জানি বেগের দূতগণকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করা হয়; আর জানি বেগের মর্যাদা বৃদ্ধির মানসে দূতগণের সঙ্গে হাকিম আইনুল-মুনকে প্রেরণ করা হয় আর তাহাকে নানারূপ রাজকীয় অনুগ্রহ ও উপহার প্রদর্শন করা হয়।

---

১. এইরূপ শিরোনামা একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে, অন্যগুলিতে কিছু অংশ বাদ পড়িয়াছে। ইলিয়টে শিরোনামাটি দেওয়া আছে এইরূপ "শিহওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান।"

২. আকবরনামাতে সাদিক খানের শিহওয়ান দুর্গ অবরোধের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহার সঙ্গে এই পুস্তকের বিবরণ বা বদাওনীর বিবরণের পার্থক্য দেখা যায়। আকবরনামাতে দুর্গটির নাম দেওয়া হইয়াছে গহওয়ান।

www.alimaanfoundation.com
www.alimaanfoundation.com

এই বৎসরের রবিউস সানী মাসের শুরুতে কাবুলের শাসনভার যইন খান কোকার নিকট সমর্পণ করা হয় আর মানসিংহকে সকল লোকের আশ্রয়স্থল দরবারে তলব করা হয়।[১] রবিউস সানী মাসের শেষ দিকে খান খানান মির্যা খান অবিরাম পথ চলিয়া গুজরাট হইতে এই যুগের সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি মীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজীর সঙ্গে যিনি আযদ-উদ-দৌলা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, আকাশের ন্যায় মহিমাময় দরবারে আগমন করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন। আর ২৭শে রজব মুহম্মদ সাদিক খান ভখর হইতে আগমন করেন এবং আনুগত্য প্রকাশের সম্মান লাভ করেন। উপরোল্লিখিত বৎসরের শাবান মাসের শেষদিকে মানসিংহ দরবারে আগমন করেন; আর বৎসরের শেষদিকে তাহাকে বিহার এবং হাজিপুর পাটনার শাসনভার দিয়া সম্মানিত করা হয়; আর তাহাকে তথায় গমনের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রায় এই সময়েই কাশ্মীরের শাসনভার ন্যস্ত করা হয় মির্যা ইউসুফ খান রিযাভীকে; আর মীর বহর ওয়া বর মুহম্মদ কাসিম খানকে ঐ দেশ হইতে তলব করিয়া আনা হয়। মুহম্মদ সাদিক খানকে ইউসুফ জাইদের ধ্বংস করিবার জন্য সোয়াদ ও বজাউরে প্রেরণ করা হয়; এবং শিয়ালকোট ইত্যাদিতে মানসিংহের যে জায়গীর ছিল তাহা তাহাকে দেওয়া হয়। ইসমাইল কুলি খানকে সোয়াদ ও বজাউর হইতে ডাকিয়া পাঠান হয় এবং তাহাকে কুলিজ খানের পরিবর্তে গুজরাটে প্রেরণ করা হয়; আর শেষোক্ত জনকে দরবারে তলব করা হয়। বিহার ও বাংলাদেশের শাসনভার কুমার মানসিংহের উপর অর্পণ করা হয় আর তাহাকে তথায় গমনের অনুমতি দেওয়া হয়।

৩৪তম ইলাহী বৎসরের ঘটনাসমূহের বিবরণ

এই বৎসরটি শুরু হয় আঃ হিঃ ৯৯৭ সনের জমাদিউল আউয়াল মাসের ৪ তারিখ (১০ বা ১১ই মার্চ, ১৫৮৯ খ্রীঃ) মঙ্গলবার দিন।[২] এই বৎসর কুলিজ খান গুজরাট

---

১. বদাওনী ও নিযামুদ্দীনের ন্যায় শুধু মানসিংহকে তলব করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আকবরনামা হইতে দেখা যায় যে "রাজপুত উপজাতি লোকেরা কাবুলীস্তানের প্রজাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতেছিল আর কুমার মানসিংহ অত্যাচারীদের প্রতি মনোযোগ দিতেন না, আর তিনি ঐ ঠাণ্ডা দেশটি পছন্দ করিতেন না। ফলে ইহা তাহার নিকট হইতে নিয়া নেওয়া হয় এবং তাহাকে তারিকিগণকে সাজা দিবার জন্য নিযুক্ত করা হয় আর পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে তাহাকে তাহার জায়গীর দেওয়া হয়।"

২. আকবরনামাতেও এই তারিখ দেওয়া আছে। কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে সন, মাস ও তারিখ একই থাকিলেও দিনটি বলা হইয়াছে শনিবার। এই অনুবাদে ইহাও দেওয়া আছে যে "প্রথানুযায়ী ১৮ দিনের উৎসব সম্পন্ন করা হয়।" কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই বৎসরে কোন উৎসব সম্পন্ন হইবার কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

www.alimaanfoundation.com

হইতে আগমন করেন এবং আনুগত্য প্রকাশের সম্মান লাভ করেন ; আর এক নির্দেশ জারি করা হয় যে তিনি রাজা তোডরমলের[১] সঙ্গে একযোগে সকল রাজনৈতিক ও রাজস্ব বিজয়ের কার্য সম্পাদন করিবেন।

হাকিম আইনুল মুলক জানি বেগ তারখানের দূতের সঙ্গে থাঠা গমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন ; আর খেদমত করিবার সম্মান লাভ করিলেন। তিনি জানি বেগের ভেট এবং আবেদন পেশ করিলেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিলেন।

৯৯৭ সনের ২২শে জমাদিউস সানী মহান খলিফা-ই-ইলাহী কাশ্মীর ও কাবুল পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে তথায় গমনের জন্য যাত্রা করেন।[২] তিনি যখন ভিম্বরে আসিয়া পেঁ ৗছেন, যেথায় পার্বত্য দেশ কাশ্মীর আরম্ভ হইয়াছে, তখন তিনি শাহযাদা শাহ মুরাদের সঙ্গে আহল-ই-মহল বা অন্তঃপুরবাসিনীগণকে রাখিয়া যান এবং তথা হইতে তিনি দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করিতে গমন করেন। উপরোল্লিখিত বৎসরের শাবান মাসের প্রথম দিন রবিবার বিশ্ব-বিজয়ী পতাকাসমূহ শ্রীনগরে উপস্থিত হয়।[৩] যেহেতু কয়েকদিন সম্রাটের মনকে প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন এবং ঐ দেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ হইতে মুক্ত করিল এবং বৃষ্টির সময় সমাগত হইয়া আসিল,

---

১. বদাওনী উল্লেখ করেন যে রাজা তোডরমল একজন অকর্মণ্য অতিবৃদ্ধ লোকে পরিণত হইয়াছিলেন।

২. আকবরনামাতে এই যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ের দৈর্ঘ্য উল্লেখ করিয়াছেন। এই পর্যায়গুলির দৈর্ঘ্য ৩ ক্রোশ ৪১ দণ্ড হইতে এক ক্রোশ ১২ দণ্ড পর্যন্ত হইত। এই ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। কাসিম খানের অধীনে তিন সহস্র পাথর কাটিবার লোক, পর্বতে বিস্ফোরণ ঘটাইবার লোক এবং পাহাড় কাটাইবার লোক আর দুই সহস্র বেলদার (গর্ত খননকারী) পাঠানো হয় যাহাতে তাহারা পথের উচু নীচু সমান করিয়া দিতে পারে। ইরাবতী অতিক্রম করিবার পর হইতে ভিম্বর গমনের যাত্রা শুরু হয় ২৮ই এপ্রিল আর শেষ হয় ১৯শে মে। এই সময়ে সম্রাটের অন্তপুর-বাসিনীগণ বা আহল-ই-মহল তাহার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু ভিম্বরে তিনি তাহাদিগকে পেছনে ফেলিয়া অগ্রসর হন এবং জারিদা বা ক্ষুদ্র একদল দেহরক্ষীসহ ভ্রমণ করেন। কতিপয় মহিলাকে কিন্তু আনয়নের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা আসিয়া পেঁ ৗছিল, আর আকবর শাহযাদার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কারণ তিনি পথের দুর্গমতার জন্য তাহাদিগকে নৌসেরা পর্যন্ত আনয়ন করিয়া তথায় তাহাদের রাখিয়া যান।

৩. আকবরনামা অনুযায়ী সম্রাট শ্রীনগর আসিয়া পৌছেন ৫ই জুন, ১৫৮৯ খ্রীঃ। লাহোর হইতে শ্রীনগরের দূরত্ব হইল ৯৭ ক্রোশ ৭ দণ্ড আর এই পথ অতিক্রম করা হয় ২৮ পর্যায়ে ; কিন্তু ৪নং টিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে আবুল ফযল যে দূরত্ব দিয়াছেন তাহা ৮২½ ক্রোশ হয় আর পর্যায়ের ; সংখ্যা হয় ২৩, ২৪ নহে। নরেন্স বলেন যে লাহোর হইতে শ্রীনগরের দূরত্ব ১৪৮ মাইল। বদাওনীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে কাশ্মীরকে আকবর তাহার বিশেষ উদ্যান রূপে অভিহিত করিতেন। আর এক স্থানে দেশটিকে মনোরম দেশরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। আবুল ফযল বলেন যে এই দেশের প্রশংসা ভাষায় অবর্ণনীয়। নররাজ পর্যন্ত নৌকা ভ্রমণ অতি উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা

www.alimaanfoundation.com

এক নির্দেশ জারি করা হইল যে শাহযাদা যেন হারেমের অন্তঃপুরিকাগণকে সহ রোহ-টাস দুর্গে অবস্থান করেন এবং তথায় সম্রাটের আগমনের অপেক্ষায় থাকেন।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি আমীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজী[১] কাশ্মীরে চিরন্তন জগতে গমন করেন। এই যুগের এই অদ্বিতীয় লোকটির বিদায় গ্রহণ মহান খলিফা-ই ইলাহীর মনে গভীর রেখাপাত করে আর তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হন। কবিদের সেরা শেখ ফৈযী আমীর ফতেহ উল্লাহর প্রশংসায় একটি তরকিব-বন্দ[২] রচনা করেন। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তাহা হইতে নেওয়া হইয়াছে ঃ

কবিতা

পুনরায়[৩] সময় আসিয়াছে, যখন পৃথিবীর শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়াছে
জ্ঞানের জগত হইতে মধ্যাহ্নের পাণ্ডিত্য হইতে বৈকাল খসিয়া গিয়াছে ;
সৌভাগ্যের সকল সম্পদ নীচ লোকের হস্তে পতিত হইয়াছে।
দুঃখ কষ্টের রক্ত অশ্রু মহানদের পেয়ালায় পতিত হইয়াছে ;
সত্য তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে
ভাষা হইতে মর্ম চলিয়া গিয়াছে, কথা হইতে মুক্তি বাতিল হইয়াছে
অজ্ঞানতার জিহ্বা অসাবধানতায় দ্রুতগতিতে চলিয়া যায়।
সমস্ত প্রস্তাবই ভ্রান্ত আর সত্য সবই অসম্পূর্ণ।
দুর্গের উৎকৃষ্ট সন্ধানকারীগণের চিরন্তন ক্ষতিসাধন হইয়াছে
যেমন গাছের অপক্ক ফল যাহা সহসা গাছ হইতে অর্ধপক্ক অবস্থায়
নিপতিত হইয়াছে।

করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই দেশের সৌন্দর্যে আকবর এত বিমোহিত হন যে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশটি ত্যাগ করিয়া আসেন ; আবুল ফযল বলেন যে, যদিও আবহাওয়ার আকর্ষণ, ফুল ও ফলের প্রাচুর্য পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তবু প্রজ্ঞা জয়যুক্ত হইল এবং তাহাকে অধিক দিন থাকিতে দিল না।

১. আকবর যখন তাহার প্রত্যাবর্তনের যাত্রা শুরু করেন তখন তিনি মীর সৈয়দ আলী হামদানীর খানকায় ইন্তেকাল করেন। মীর সৈয়দ আলী হামদানী ছিলেন কাশ্মীর উপত্যকায় একজন মহান দরবেশ আর কথিত আছে যে তাহার প্রচেষ্টার ফলেই অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আমীর উল্লাহ এর দেহ কোহই সুলায়মানের উপরে নিয়া যাওয়া হয় এবং তথায় সমাহিত করা হয়।

২. এক প্রকারের কবিতা।

৩. এই কবিতাটি বদাওনীও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

মহামাতা জ্ঞানের আধ্যাত্মিক সন্ধান

অন্তদৃষ্টির পিতার পিতা, শাহ আবুল ফতেহ শিরাযী ;

তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দুইশত বু নসর[১] এবং বু আলী[২] গত হইয়াছেন ;

ভাগ্যের বস্ত্র বিক্রীর দোকানে তাহার কাপড়ের গাইটের নীচে এরূপ আরো অনেক আছে

কখনও কখনও তিনি যুক্তিবাদীদের উটের পাল্কীতে চড়িয়া তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন ;

আবার কখনও তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বলে উড্ডীয়মান হইয়া আকাশ বিচরণ করেন

তাহার অসামান্য উৎকৃষ্টতার জন্য এই যুগ ধন্য হইয়াছে ;

জালালুদ্দীন আকবর ঘাযীর রাজত্বকালে ;

পৃথিবীর সম্রাটের দৃষ্টি তাহার মৃত্যুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় ;

প্লেটো যখন পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, আলেকজাণ্ডার তখন অশ্রু-পাত করেন।

২৭শে রমযান[৩] সম্রাট কাবুল শহর পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে পাখলীর[৪] পথে তাহার দৃঢ় সংকল্পের রাশ আটক দুর্গের অভিমুখে পরিচালনা করেন। হাকিম আবুল ফতেহ, যিনি সম্রাটের একজন সঙ্গী ও সহচর ছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তার সৌন্দর্যে এবং স্বভাবের মহত্ব ও মাধুর্যে এবং প্রতিভার উৎকৃষ্টতায় ভূষিত ছিলেন, ধনতৌরের[৫] বিশ্রামস্থলে শেষ যাত্রায় গমন করেন ; আর তাহাকে হাসান আবদালে সমাহিত করা হয়।

---

১. তাহার পুরা নাম ছিল আবু নসর মুহম্মদ বিন তরখান আল ফরাবী। তিনি মুয়াল্লিম-উল-আউয়াল বা প্রথম শিক্ষকরূপে পরিচিত। তিনি ৩৩৫ আঃ হিঃ সনে ইন্তেকাল করেন।

২. তাহার পূর্ণ নাম ছিল আবুল আলী আল হাসান বিন আবদুল্লাহ বিন সিনা (অভিসেনা নামেও পরিচিত) বুখারার নিকটে আঃ হিঃ ৩৭০ সনে জন্ম এবং আঃ হিঃ ৪২৮ সনে মৃত্যু হয় ; আল ফরাবীর পর তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আর তিনি মুয়াল্লিম উস সানি বা দ্বিতীয় শিক্ষক নামে পরিচিত।

৩. আকবরনামা অনুযায়ী প্রত্যাবর্তনের জন্য নৌকা পথে যাত্রা শুরু করা হয়। ১৫৮৯ সনের ১১ই জুলাই নোঙ্গর তোলা হয় আর ১১ই সেপ্টেম্বর খাইবার অতিক্রম করা হয়। এই ভ্রমণের বিশদ বিবরণ আকবরনামাতে দেওয়া আছে। আকবর পত্তন পর্যন্ত নৌকাযোগে ভ্রমণ করেন। ইহা বরমুলা-শ্রীনগর পথে অবস্থিত এবং শ্রীনগর হইতে দুই দিনের পথ এবং তৎপর স্থলপথে ভ্রমণ করা হয়।

৪. পাকলী, সাধারণতঃ পাখলী নামে পরিচিত, কাশ্মীরের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা একটি সরকার আর আবুল ফযল বলেন যে ইহা সাধারণতঃ কাশ্মীরের করদ রাজ্য। বর্তমানে ইহা হাযারা দেশ নামে পরিচিত।

৫. আকবরনামাতে ইহা দনতুর নামে বর্ণিত আছে এবং এক টিকায় আছে দনতুর বা ধনতুর। মানচিত্রের ধনতৌর, দোর এর ডান তীরে নৌশেরার নিকটে অবস্থিত। ইহা এবটাবাদ হইতে প্রায় পাঁচ

www.alimaanfoundation.com

শাহযাদা নির্দেশ অনুযায়ী রোহটাস হইতে হারেমের অন্তঃপুরবাসীগণকে এবং মহা শিবির সঙ্গে নিয়া আগমন করেন এবং আটক আগমন করিয়া ঐ দুর্গের সম্মুখে মর্যাদা ও আড়ম্বরের মঞ্চে উপস্থিত হন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন। ঐ স্থানে শাহবাজ কম্বুকে ইউসুফ জাই আফঘানদের অবশিষ্টাংশকে নির্মূল করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি তথায় গমনের অনুমতি লাভ করেন। অতঃপর বিশ্ববিজয়ী পতাকাসমূহ নিলাব নদী অতিক্রম করে এবং কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হয়। আঃ হিঃ ৯৭৭ সনের ২৩শে যি কাজা (৫ই অক্টোবর)[১] মহান পতাকাসমূহ কাবুলে পৌঁছে। হাকিম যমান এবং মীর সদর জাহান, যাহারা মাওয়ারুন্নাহর দূতরূপে গমন করিয়াছিলেন আবদুল্লাহ খানের দূতের সঙ্গে আগমন করিলেন এবং ভূমি চুম্বনের মহা-সম্মান ও সৌভাগ্য লাভ করেন। তাহারা আবদুল্লাহর যে চিঠিতে বন্ধুত্ব ও অনুরাগ ব্যক্ত করেন তাহা এবং তিনি যেসব পছন্দসই জিনিসপত্র উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন সেগুলি সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সম্রাট দুই মাসকাল কাবুলে অবস্থান করেন এবং তাহার অধিকাংশ সময় উদ্যানসমূহ এবং ফুল শোভিত প্রান্তরসমূহ পরিদর্শনে এবং তাহর হৃদয় আলোকিতকরণে অতিবাহিত করেন। কাবুলের অধিবাসীগণ, উচ্চ নীচ উভয়কেই উপহার দ্বারা খুশী করা হয়। এই সময়ে সংবাদ আসে যে রাজা তোডরমল

মাইল পূর্বে। হাকিম আবুল ফতেহ ইন্তেকাল করেন আঃ হিঃ ৯৯৭ সনের ১৯ শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাত্রিতে। আকবর তাহার ভ্রাতা হাকিম হুমানকে তাহার ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ দিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। এই চিঠির তারিখ ছিল ৯৯৭ সনের ২৮শে শাওয়াল (৩১শে আগষ্ট ১৫৮৯ খ্রীঃ)। ইহা সিন্ধু নদীর তীর হইতে লেখা হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আকবর যখন মাওয়ারুন্নাহার বা তুরান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন হাকিম হুমান তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দান করেন যে আপনার জন্য একজন ভ্রাতা এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের জন্য গিয়াছেন দশ জন।"

১. আবুল ফযল আকবরের কাবুল আগমনের তারিখ লিখিয়াছেন ১০ই মিহর অর্থাৎ ২১ই সেপ্টেম্বর। মিঃ বিভারিজ এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মনে হয় আবুল ফযল আকবরের আগমনের তারিখ দিয়াছেন, আর নিযামুদ্দীন উল্লেখ করিয়াছেন মহাশিবিরে আগমনের তারিখ। আকবরনামার অনুবাদে দেখা যায় যে সফেদ সঙ্গ হইতে আকবর তাহার শিবির পেছনে ফেলিয়া অশ্বারোরোহণ পূর্বক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। কিন্তু দেখা যায় যে মিঃ বিভারিজের দেওয়া তারিখগুলিতে কিছু ভুল আছে। তাহার পুস্তকের (তৃতীয় খণ্ড) ৮৫৭ পাতায় ১ নং পাদটিকায় ১০ই মিহরকে ২১ই সেপ্টেম্বর বলা হইয়াছে; কিন্তু পূর্বের পাতার ৪ নং পাদটিকায় আকবরের কাবুল আগমনের তারিখ বলা হইয়াছে শাবান মাসে, ১০ই মে অর্থাৎ ২১ শে যি কাজা, সোমবার। যেহেতু নিযামুদ্দীনের তারিখ ২২ শে যি কাজা, পার্থক্য দেখা যায় মাত্র এক দিনের। যাহা সফেদ সঙ্গ হইতে আকবরের দ্রুত গমনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে আকবরের এই দ্রুত গমনের উদ্দেশ্য ছিল তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিবার অদম্য স্পৃহা, তিনি বসন্তকালে কাবুলের বর্ণালী দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

যিনি ভকিল-উস-সলতানাত (বা সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি) এবং মুশাররফ-ই-দেওয়ান (অর্থমন্ত্রী) ছিলেন এবং রাজা ভগবান দাস, যিনি আমীর-উল-উমরা (বা প্রধান আমীর) ছিলেন, তাহাদের উভয়েই লাহোরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।[১]

আঃ হিঃ ৯৯৮ সনের ২০ই মহররম[২] মহান পতাকাসমূহ হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করে। মীর বহর ওয়া বর মুহম্মদ কাসিম খানের হস্তে কাবুলের শাসনভার অর্পণ করা হয় এবং তোখতা বেগ কাবুলী, মুহম্মদ কুলি এবং হামযা বেগ তুর্কমান এবং অন্যান্য বহু আমীরকে তাহার সাহায্যার্থে তথায় রাখিয়া আসা হয়। গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করা হয় মির্যা আজীজ কোকলতাশের হস্তে, তাহার উপাধি ছিল আযম খান আর মালবের শাসনভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল।[৩] এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক নিযামুদ্দীনকে সম্রাটের খেদমতের জন্য ডাকিয়া পাঠান হয়। এই সময়ে খান খানান তাহার গুজরাটের জায়গীরের বদলে জৌনপুর জায়গীররূপে লাভ করেন। বিশ্ববিজয়ী পতাকাসমূহ যখন রাজধানী লাহোরে আসিয়া পৌঁছে, তখন নওরোয সুলতানী অনুষ্ঠান পালন শুরু হয় এবং ৩৫তম ইলাহী বৎসরের সূচনা হয়।

---

১. রাজা তোডরমল সম্বন্ধে আবুল ফযল বলেন যে তিনি ছিলেন "ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, সাহস, বিষয়সমূহ এবং ভারতের শাসন সম্পর্কিত জ্ঞানে এই যুগের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি।" তিনি আরও বলেন যে যদি তাহার গোড়ামী, প্রাচীন কার্যধারা অনুসরণ এবং হিংসা না থাকিত এবং তিনি নিজের মতে আঁকড়াইয়া না থাকিতেন, তবে তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও মহান হইতে পারিতেন। ভগবান দাস সম্বন্ধে আবুল ফযল বলিয়াছেন যে তিনি "ন্যায়পরায়ণ, সুপরামর্শদাতা এবং সাহসী" ছিলেন।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই তারিখটি ২০ই মহরম দেওয়া আছে, বদাওনীও এই তারিখই দিয়াছেন, কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে ইহা ৮ই মহরম দেওয়া হইয়াছে, ইহা ভুল। ২০ই মহরম হয় ১৯ই নভেম্বর ১৫৯৮ খ্রীঃ। আবুল ফযল বলেন যে আকবর কাশ্মীর ত্যাগ করেন ৪ঠা আষাঢ়, অর্থাৎ ২৪ই বা ১৫ই নভেম্বর। কিন্তু ঐ দিনে তিনি মাত্র সফেদ সঙ্গে গমন করেন। তিনি বেগ্রাম গমন করেন ১০ই আষাঢ় বা ১১ই নভেম্বর। আকবর যখন বেগ্রামে ছিলেন তখন তোডরমলের মৃত্যুসংবাদ তাহাকে জানান হয়। আর রাজা ভগবান দাসের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় তিনি যখন বারিকে ছিলেন। তার পাঁচ দিন পর। কাবুল হইতে লাহোর আগমনের বমণে বেশ কিছু দিন কাটিয়া যায় এবং আবুল ফযল তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। আকবরের দুইটি দুর্ঘটনা ঘটে; একটি হইল তিনি যখন দাকার নিকটে হায়েনা শিকার করিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার অশ্ব হইতে পড়িয়া যান এবং আঘাত পান, আর দ্বিতীয়টি হইল তিনি যখন একটি মাদি হস্তী হইতে একটি মাস্ত হস্তীতে চড়িতেছিলেন তখন তিনি প্রবল বেগে নীচে নিক্ষিপ্ত হন এবং অজ্ঞান হইয়া যান, কিন্তু রক্তক্ষরণ দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন। চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী এই রক্তক্ষরণ করা হয়।

৩. শাহাবুদ্দীন আহমদ খানকে মালবের শাসনভার দেওয়া হয়। বদাওনী বলেন যে আযম খান শাহাব খানের প্রতি আক্রোশবশতঃ মালবকে নিবাস্ত করেন এবং ইহাকে খাক সিয়াহ এবং কাল মাটির পাত্র বানাইয়া দেন।

www.alimaanfoundation.com

৩৫তম ইলাহী বৎসরে ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি শুরু হয় আঃ হিঃ ৯৯৮ সনের ১৪ই জমাদিল আউয়াল (১০ই বা ১১ই মার্চ, ১৫৯০ খ্রীঃ) বুধবার[১] দিন। মজলিস-ই-নওরোয (নববর্ষের সমাবেশ) প্রচলিত প্রথানুযায়ী সুসজ্জিত করা হয়। মহান খলিফা-ই ইলাহী মহাশিবিরে সম্মানের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই শিবির স্থাপিত ছিল লাহোরের নদীর (ইরাবতী) তীরে; আর নওরোযের দ্বিতীয় দিনে তিনি তাহার আনন্দ দানকারী উপস্থিতি দ্বারা লাহোর শহরকে সর্বোচ্চ বেহেশতের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত করেন। নওরোযের তৃতীয় দিনে এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক একদল উট পরিচালকসহ দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া ৬০০ ক্রোশ দূরত্ব[২] ১ দিনে অতিক্রম করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন; আর ভূমি চুম্বনের অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানিত হন এবং রাজকীয় আনুগত্য লাভ করেন।

যেহেতু রাজা ভগবান দাস মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত পুত্র কুমার মানসিংহকে, যিনি একজন উচ্চপদস্থ আমীর ছিলেন এবং বিহার ও বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, সম্রাট তাহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং তাহাকে অনুগ্রহের ফরমান জারি করিয়া আর একটি বিশেষ মর্যাদার অঙ্গাবরণ ও একটি অশ্ব উপহার দিয়া সম্মানিত করিলেন আর এইগুলি একজন আহাদীর দ্বারা তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

জাম ও আমীন খানের পুত্রদের বিরুদ্ধে আযম খানের অভিযান এবং আযম খানের জয়লাভের বিবরণ[৩]

আযম খান যখন গুজরাটে আগমন করিলেন, তিনি জামের[৪] রাজ্যটি অধিকার করিবার দিকে মনোনিবেশ করিলেন; জাম ঐ অঞ্চলের জমিদারদের মধ্যে তাহার

---

১. আকবরনামাতেও এই তারিখ দেওয়া আছে। কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে ভুলবশতঃ দিনটি দেওয়া হইয়াছে বৃহস্পতিবার।

২. ইলিয়টের অনুবাদে এই দূরত্ব মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, তবে এক টীকায় লিখা হইয়াছে ছয়শত ক্রোশ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি যে পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই দূরত্বটি দেওয়া ছিল না। বদাওনী বলেন যে আকবর নির্দেশ দেন যে উট চালকগণ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ঐ অবস্থাতেই মহল্লার বা বাগানে প্রবেশ করিবে, যেহেতু তাহারা দেখিতে চমৎকার ছিল।

৩. এই শিরোনামাটি একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে। অপর দুইটিতে নাই। ইলিয়টে শিরোনামা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে: 'গুজরাটে আযম খানের অভিযান।'

৪. জামের নাম ছিল সত্তরশাল।

www.alimaanfoundation.com

সৈন্য ও অনুগামীগণের সংখ্যাধিক্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। জাম জুনাগড় দুর্গের শাসনকর্তা, আমীন খান ঘুরীর পুত্র দৌলত খানের সহিত, যিনি তাহার পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য জমিদারদের সহিত একযোগে বিশ সহস্র অশ্বারোহী সংগ্রহ করেন এবং তাহার মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হন।

শ্লোক[১]

যদিও ঐ বাহিনী পিপিলিকা ও পঙ্গপালের ন্যায় ছিল
পিপিলিকা যখন পথিমধ্যে পড়ে তখন তাহারা নিহত হয়।

আযম খান তাহার সেনাবাহিনীকে সাতটি দলে বিভক্ত করিয়া এই অভিযান পরিচালনা করেন। আর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সৈয়দ কাসিম বারহা, যিনি বিজয়ী বাহিনীর অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীতে ছিলেন, অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করিলেন। বামপার্শ্ব বাহিনীর অধিনায়ক খাজা মুহম্মদ

১. এই শ্লোকটি সামান্য পরিবর্তনসহ বদাওনীতেও দেওয়া আছে। এই যুদ্ধের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে বদাওনীর দেওয়া বিবরণের মিল আছে। কিন্তু তিনি বলেন যে এই বিজয় এরূপ ছিল যে অনুরূপ বিজয় আর এই অঞ্চলে কখনও দেখা যায় নাই। এই যুদ্ধে ৪০০০ রাজপুত কাফেরকে জামের পুত্রের সঙ্গে জাহান্নামে প্রেরণ করা হয়। কর্নেল ব্রিগস্ বলেন যে এই যুদ্ধে যেহেতু কোনরূপ লাভ হয় নাই, এই জয়লাভ আসলে পরাজয়ের শামিল; কিন্তু মিঃ বিভারিজ তাহার আকবরনামার অনুবাদে এক টিকায় বলেন যে এই যুদ্ধে কোন ফল লাভ হয় নাই, এই কথা বলা ঠিক হইবে না, কারণ ইহার পরই জুনাগড় ইত্যাদি সমর্পণ করা হয়। এই টিকাতেই তিনি বলেন যে যুদ্ধটি ৯৯৯ সনে সংঘটিত হয়। নিযামুদ্দীন যে বলিয়াছিলেন যে এই যুদ্ধ ৯৯৮ সনে সংঘটিত হয় তাহা ঠিক নহে। তাহার যুক্তির উৎস হইল আবুল ফযলের কথা। তিনি বলেন যে সেই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ৪ঠা অমরদাদ অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই, ১৫৯১ খ্রীঃ আর ফৈযীর দেওয়া অন্তর্নিহিত তারিখ। মিঃ লো এই তারিখের অনুবাদ করিয়াছেন গৌরবময় বিজয়। কিন্তু মনে হয় ইহা এইরূপ হইবে, "আজীজের বিজয় লাভ", আজীজ আযম খানের নাম। অক্ষরগুলির সংখ্যানুযায়ী মিঃ লো ইহা ৯৯৯ হয় বলিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে ইহাতে এক বেশী আছে। এই যুদ্ধগুলির বিশদ বিবরণ আকবরনামাতে দেওয়া আছে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাম্রাজ্যের বাহিনী নীচু জমিতে অবস্থান করিবার ফলে পানিতে ডুবিয়া যায় এবং রসদের দুষ্প্রাপ্যতাবশতঃ ভয়ানক অসুবিধায় পতিত হয়। এই অবস্থার সংশোধনের জন্য তাহারা নওয়ানগর অভিমুখে গমন করে, যাহাতে শত্রুগণকে বিভ্রান্ত করা যায়। শত্রুগণকেও স্থান পরিবর্তন করিতে হয়। অতঃপর আসল যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। বাম পার্শ্ব বাহিনী প্রথমে সাহসের সহিত যুদ্ধ করে। কিন্তু তাহাদের সংরক্ষিত বাহিনী ঠিক মত কার্য সম্পাদন করিল না এবং বহু লোক পলায়ন করিল; কিন্তু আলতামশ উত্তম যুদ্ধ করিল, এবং যাহা পরাজয় হইতে যাইতেছিল তাহাই বিজয়ে পর্যবসিত হইল। সঠিক সময় যদি ৬ই শাওয়াল, ৯৯৯ হয় তবে তাহা ১৮ই জুলাই, ১৫৯১ খ্রীঃ হইবে।

www.alimaanfoundation.com

রফি বদাক্ষী এবং মুহম্মদ হুসেন শেখ, যিনি এই প্রাচীন মহাবংশের একজন পুরাতন আমীর ছিলেন, শহীদ হইলেন। অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীতেই ছিলেন মীর আবু তুরাবের ভ্রাতুষ্পুত্র মীর শরফুদ্দীন, তিনিও শহীদ হন। এই যুদ্ধে চারি সহস্র রাজপুত নিহত হয়। জামের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যিনি তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন তিনিও তাহার উজীরের সঙ্গে নিহতগণের দলে ছিলেন। সাম্রাজ্যের ভৃত্যগণের পতাকায় বিজয় ও সফলতার সমীরণ প্রবাহিত হইলে শত্রুগণ পরাজিত হয় আর আযম খান জয়লাভ ও সাফল্য অর্জনের খ্যাতি লাভ করেন। এই বিজয় লাভ ঘটে আঃ হিঃ ৯৯৮ সনের শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ, রবিবার দিন।

বহু বৎসর ধরিয়া লাহোর শহরটি মহান পতাকাসমূহের অবস্থানস্থল হইয়াছিল আর ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ শাসনকর্তাই আনুগত্য প্রকাশ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। থাঠার শাসনকর্তা জানি বেগ, যদিও তিনি বিনীত আবেদন ও কর প্রেরণ করিয়া নিজেকে সিংহাসনের শুভাকাঙ্খীদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তবু তিনি যেহেতু কখনও স্বয়ং আনুগত্য প্রকাশ করিতে আগমন করেন নাই, এই সময়ে 'মুলতান ও ভকরের শাসনভার খান খানানের উপর অর্পণ করা হয় আর এক নির্দেশ জারি করা হয় যে তিনি যেন সিন্ধু এবং বেলুচীদের বিজয়ে নিজেকে নিয়োজিত করেন[১] আর ৯৯৯ সনের রবিউস সানী মাসে তাহাকে বেশ কিছু খ্যাতনামা আমীরসহ যেমন শাহ বেগ খান কাবুলী এবং ফরিদুন বিরলাস এবং সৈয়দ বাহাউদ্দীন বুখারী এবং শির খান এবং জানিস বাহাদুর এবং বখতিয়ার বেগ এবং কারা বেগ এবং মুহম্মদ খান নিয়াজী এবং মীর মুহম্মদ মাসুম ভক্করী এবং অন্যান্যগণ যাহাদের বিস্তৃত তালিকা সুদীর্ঘ হইয়া যাইবে আর একশত হস্তী আর এক গোলন্দাজ বাহিনীসহ তাহাকে প্রেরণ করা হয়; আর খাজা মুহম্মদ মুকিম, যিনি এই দ্বারপথে জন্মগ্রহণ এবং লালিত পালিত হইয়াছেন সেনাবাহিনীর বকশী নিযুক্ত হন। এই অভিযানের তারিখটি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নেতা

---

১. আকবরনামার মিঃ বিভারিজের অনুবাদে (৩য় খণ্ড পৃঃ ৯১৭, টিকা নং ৪) দেখা যায় যে খান খানানকে ৯৯৯ সনের ১৭ই রবিউল আউয়াল (এই পুস্তকে লেখা রবিউস সানী নয়) অর্থাৎ ১৫৯০ সনের জানুয়ারী মাসে কান্দাহার বিজয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়; ইহা সব সময়েই ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু হুমায়ুন ইহা পারস্যকে প্রদান করিয়াছিলেন; পারস্যের গৌরবতারকা অস্তমিত হইল। আর মির্যাগণ (তাহমাসপের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, এই সময় কান্দাহার যাহাদের দখলে ছিল) ঠিকমত কার্য সম্পাদন করিতেছিল না। কিন্তু নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং সিন্ধুর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বেলুচিস্তান হইয়া গমন করেন নাই; কিন্তু ইহাও বলা হইয়া থাকে যে তিনি আকবরের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তাহার পরিকল্পনা পরিবর্তন করেন।

www.alimaanfoundation.com

এবং কবিদের রাজা শেখ আবুল ফয়েয ফৈযী[১] এই কথাগুলির মধ্যে কসদ-ই-খাঠা অর্থাৎ 'খাঠার অভিযান'-এ আবিষ্কার করেন।

৩৬তম ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ৯৯৯ সনের ২৮ই জমাদিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার (১০ই বা ১১ই মার্চ, ১৫৯১ খ্রীঃ)। এই বৎসরের শাওয়াল মাসে[২] সম্রাটের অনুচরগণের মধ্য হইতে চারিজন লোককে, যাহারা সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, দাক্ষিণাত্যের চারিজন শাসনকর্তার নিকট দূতরূপে প্রেরণের জন্য বাছাই করা হয়। ইহারা হইলেন (১) কবিদের রাজা শেখ ফৈযী, তাহাকে প্রেরণ করা হয় আসির ও বুরহানপুরের শাসনকর্তা আলী খানের নিকট (২) খাজা আমীন উদ্দীনকে প্রেরণ করা হয় বুরহান-উল-মুলকের নিকট, যিনি সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের সাহায্যে আহমদনগরের শাসনক্ষমতা লাভ করেন[৩], যাহা তাহার পূর্বপুরুষগণের রাজ্য ছিল, (৩) মীর

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শেখ ফৈযী, আর একটিতে আছে শেখ আবুল ফয়েয ফৈযী, আবার আর একটিতে আছে শেখ আবুল ফযল ফৈযী। শেষটি অবশ্যই ভুল। বদাওনীতে আছে শেখ ফৈযী। আকবরনামাতে আছে শেখ আবুল ফয়েয ফৈযী।

২. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে যোগ করা আছে যে "পূর্ববর্তী বৎসরের প্রথানুযায়ী নওরোয মজলিস সম্পন্ন করা হয়।" আকবরনামাতে দৌত্যকার্যে যাহাদের প্রেরণ করা হয় তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখা হয় যে ফৈযীকে প্রেরণ করা হয় রাজা আলী খান ও বুরহান-উল-মুলকের নিকট। তাহার সঙ্গে আমীন উদ্দীনকে প্রেরণ করা হয়। মীর মুহম্মদ রিযাভীকে প্রেরণ করা হয় আদীল খানের নিকট আর মীর মুনীরকে প্রেরণ করা হয় কুতব-উল-মুলকের নিকট। বদাওনী তাহাদের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই পুস্তকের অনুরূপ।

৩. বদাওনী বুরহান-উল-মুলক সম্বন্ধে বলেন যে "তিনি দরবার হইতে গমন করিয়াছিলেন আর অনুগত আমীরগণের সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন এবং বর্তমানে সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেন।" আকবরনামার বিভিন্ন স্থানের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে বুরহান-উল-মুলকের সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা এইরূপ ; "যে যখন সম্রাট কাশ্মীর গমন করিতেছিলেন তখন বুরহান-উল-মুলক তিরাহ হইতে আগমন করেন, (ঐ স্থানে তিনি কি করিতেছিলেন তাহা জানা যায় না)। আর সম্রাট তাহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন এবং আযম খান এবং রাজা আলী খান ও অন্যান্যদের নির্দেশ দেন তাহারা তাহাকে যেন সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন, যাহাতে তিনি সাফল্য অর্জন করিতে পারেন।" রাজা আলী খানের সাহায্যে প্রথমে তিনি বেরারের অধিকার লাভ করেন এবং পরে আহমদনগরের অধিপতি হন। এলফিনস্টোন তাঁহার ইতিহাসে বলেন যে বুরহান পনের বৎসর যাবৎ আকবরের ছত্রছায়ায় অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে (১৫৯২ খ্রীঃ) তাহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর বুরহান আকবরের নিকট হইতে কোন সাহায্য ছাড়াই তাহার পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করেন।

www.alimaanfoundation.com

মুহম্মদ আমীনকে প্রেরণ করা হয় বিজাপুরের শাসনকর্তা আদীল খানের নিকট ; আর (৪) মীর মুনির[১] কে প্রেরণ করা হয় গোলকুণ্ডার শাসনকর্তা কুতুব-উল-মুলকের নিকট। এক নির্দেশ জারি করা হয় যে শেখ ফৈযী রাজা আলী খানের নিকট তাহার দৌত্য সম্পন্ন করিয়া বুরহান-উল-মুলকের নিকটও তেমন করিবেন।

এই বৎসরের যি হিজ্জা মাসের ৮ তারিখে[২] ভাগ্যবান শাহযাদা শাহ মুরাদ, যিনি পাহাড়ী জিউ[৩] নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, মালব ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলটির শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন ; আর একটি পতাকা এবং একটি নাকাড়া এবং একটি বাদ্যকরের দল এবং তুমান তৌগ অথবা সর্বোচ্চ মর্যাদার পতাকা এবং আমারত (আমীরত্ব) এবং সার্বভৌমত্বের চিহ্নসমূহ এবং প্রতীকসমূহ এবং রাজকীয় চাহারকাব তুরানের সুলতানদের এক বিশেষ অঙ্গাবরণ যাহা শুধু রাজকীয় শাহাযাদাগণের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হয়) তাহাকে প্রদান করা হইল। ইসমাইল কুলি খানকে শাহযাদার ভকিল (প্রতিনিধি বা মন্ত্রী) নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করা হইল আর তাহার পরিচর্যার জন্য হাজী সৌন্দক এবং শেখ আবদুল্লাহ খান এবং জগন্নাথ এবং রায় দুর্গা এবং অন্যান্য আমীরগণকে প্রেরণ করা হয়। শাহযাদা যখন গোয়ালিয়রের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছেন, তখন তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় যে ঐ অঞ্চলের উন্ধঝা[৪] নামক স্থানে মধকর[৫] নামে এক জমিদার আছেন, যিনি তাহার অসংখ্য সৈন্য সংখ্যা থাকিবার ফলে তিনি হিন্দুস্তানের রাজাদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন ; আর তিনি এই সময়ে তাহার অনধিকারের হস্ত পরগণা গোয়ালিয়রের দিকে প্রসারিত[৬] করিয়াছেন। এই কারণে (শাহযাদা) তাহাকে

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে মীর মুনীর, আর অন্য একটিতে আছে মীর মুনির রা, কিন্তু ইহা মীর মির্যাও পাঠ করা যায়। অপর একটিতে ইহা মীর মির্যা আছে ; ইলিয়টেও দেওয়া হইয়াছে মীর মির্যা। বদাওনী লিখিয়াছেন মীর মুনির আর আকবরনামাতে আছে মীর মনির।

২. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে আছে ৮ তারিখে, কিন্তু ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে ২৮ তারিখে। বদাওনীতে দেওয়া আছে ২০ তারিখ। আকবরনামাতে এই তারিখটি দেওয়া আছে ৪ঠা মিহর, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৫৯১ সন। ২ তারিখ হইবে ২৮ই সেপ্টেম্বর ১৫৯১ খ্রীঃ। ইকবালনামাতে আছে ৯ই যি হিজ্জা।

৩. আকবরনামা হইতে জানা যায় যে শাহযাদা মুরাদকে এই নামে ডাকা হইত। শাহযাদা মুরাদকে এই নামে ডাকিবার কারণ হইল তিনি ফতেপুর সিক্রিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি উন্ধঝাই দেওয়া আছে। ইলিয়টে ইহা দেওয়া আছে ইউন্ধচা, আর বদাওনীতে দেওয়া আছে উন্ধচা। আকবরনামাতে ইহার উল্লেখ নাই। মিঃ লো-এর মতে ইহা মানচিত্রের ওরচা। এলফিনস্টোনের ইতিহাসে যে মানচিত্র সম্বলিত আছে তাহাতে ওরচা দেখান আছে ; ইহা ঝাঁসির সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

৫. বদাওনী নামটি লিখিয়াছেন মধুকর।

৬. এই ঘটনা এবং তাহার বিরাট একদল সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে আসিবার কথা যাহা আকবরনামার বিবরণ হইতে যাহা জানা যায় তাহাতে সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাহার অপরাধ এই ছিল যে 'উদ্ধত্যের

www.alimaanfoundation.com

শান্তি দিবার জন্য অগ্রসর হন। মধুকরও এক বিরাট বাহিনী নিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হন। উভয় বাহিনী পরস্পরের মোকাবিলা করিবার পর তিনি পলায়ন করেন এবং জঙ্গলে ও পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন; আর তাহার সমস্ত দেশটাকে লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করা হয়। এই সময়ে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় এবং তিনি দোজখে গমন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম চান্দ[১] তাহার উত্তরাধিকারী হন, বিনীত ও নীচভাবে একজন অনুগত প্রজায় পরিণত হন এবং শাহযাদা শাহ মুরাদের নিকট আগমন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং প্রচুর কর দান করেন। শাহযাদা তাহাকে মুহম্মদ ইয়ারের সঙ্গে পৃথিবীর আশ্রয়স্থল দরবারে প্রেরণ করেন; আর স্বয়ং উজ্জয়িনী শহরে গমন করেন এবং তথায় তাহার বাসস্থান স্থাপন করেন। রাম চান্দ (সম্রাটের নিকট) বশ্যতা স্বীকার করেন; আর এই ঘটনা সত্ত্বেও যে ইনি ইতিপূর্বে সম্রাটের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হয় আর তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়।

জামকে পরাজিত করিয়া আযম খান কিছুকাল আহমাদাবাদে অবস্থান করেন এবং সোরাথ দেশটি এবং জুনাগড় দুর্গটি অধিকার করিবার কার্যে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে আমিন খানের পুত্র দৌলত খান, যিনি তাহার পিতার ইন্তেকালের পর তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, আর যিনি জামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, তিনি ইন্তেকাল করেন। আযম খান জুনাগড় দুর্গ অধিকারে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন, আর তিনি দ্রুতগতিতে ঐ দেশের অভিমুখে অগ্রসর হন। দৌলত খানের পুত্র তাহার পিতার উযিরগণের সঙ্গে নিজেকে দুর্গে আটক করিয়া রাখেন এবং কিছু কালক্ষেপন করেন।[২] তাহারা যখন দেখিতে পাইলেন যে তাহারা

জন্য তিনি তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আগমন করেন নাই।" শাহযাদার কর্মচারীগণ এই ব্যাপারে যথেষ্ট গোলমাল সৃষ্টি করেন এবং শেষ পর্যন্ত লোকটির গৃহ লুণ্ঠিত হয়; আকবর তাহাদের কার্যাবলী অনুমোদন করেন নাই এবং শাহযাদার অফিসারগণকে তিরস্কার করেন: আর তিনি শাহযাদাকে দ্রুত মালব গমন করিতে নির্দেশ দান করেন। বদাওনী নিযামুদ্দীনের চেয়েও অতিরিক্ত লিখিয়াছেন: তিনি বলেন যে প্রকৃতপক্ষে এক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। মধুকর পরাজিত হন। তিনি জঙ্গল ও পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাস্তা ঘাটে হয়রান করিতে থাকেন এবং বহু লোককে হত্যা করেন, আর কাফেলাগুলি হইতে বলপূর্বক প্রচুর অর্থ আদায় করেন, আর শাহযাদার সেনাবাহিনীকে দুর্দশাগ্রস্ত করেন, এবং তৎপর মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নরকে গমন করেন।

১. এই শেষের অংশটি বদাওনীর বিবরণের অনুরূপ। আকবরনামার বিবরণ অন্যরূপ। ইহাতে মধুকরের ইন্তেকালের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম লিখিয়াছে রাম সাহ; আর বলে যে শাহযাদা মালবে চলিয়া যাইবার পর, মধুকর সম্রাটের নিকট তাহার নিবেদন পেশ করেন আর সাদিক খান তাহা সম্রাটের গোচরে আনেন এবং তাহা গৃহীত হয়।

২. দুর্গটি অধিকারের বিলম্বের কারণসমূহ আকবরনামাতে দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

কোন ছল চাতুরী প্রদর্শন করিয়া কোন রূপ লাভবান হইতে পারিবেন না, তখন জামীন খানের উযিরগণ আশ্রয় প্রার্থনা করেন; আর তাহাদের মীর্যাদাকে[১] আগম খানের নিকট আনয়ন করেন এবং সাম্রাজ্যের অফিসারগণের নিকট জুনাগড়ে দুর্গের চাবি সমর্পণ করেন। এই বিজয় লাভ সংঘটিত হয় উপরোল্লিখিত বৎসরের ৫ই যিকাজা তারিখে।

খান খানান থাঠা জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন, তিনি সিহ্ওয়ান দুর্গের নিকটে আগমন করেন এবং তাহা অবরোধ করেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, জানি বেগ দেশের সমস্ত জমিদারগণকে সঙ্গে লইয়া, বহু ঘরাব (রণতরী) এবং নৌকা এবং এক সুসজ্জিত গোলন্দাজ বাহিনীসহ আগমন করিতেছেন, তখন তিনি অবরোধ উত্তোলন করেন; এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যান, আর তিনি যখন নসরপুরের[২] সন্নিকটে উপস্থিত হন, আর উভয় বাহিনীর মধ্যের দূরত্ব সাত ক্রোশ মাত্র থাকে, তখন জানি বেগ সমস্ত ঘরাবগুলি, যাহাদের সংখ্যা একশতেরও অধিক ছিল, আর দুইশত নৌকা তীরন্দাজ ও বন্দুকচীতে ও বড় কামানে পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন; আর খান খানান তাহার সঙ্গে মাত্র পঁচিশটি ঘরাবের অধিক না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মোকাবিলা করেন এবং যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধ অনবরত এক দিন আর এক রাত্র পর্যন্ত চলিতে থাকে।[৩] শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অনুগ্রহ সম্রাটের বাহিনীর সাহসী লোকদের উপর বর্ষিত হয়; আর জানি বেগের ঘরাবের লোকদের মধ্যে প্রায় দুইশত নিহত হয়; আর সাতটি ঘরাব বিজয়ী বাহিনীর হস্তগত হয় আর বাকীগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় আঃ হিঃ ১০০০ সনের ২৬ই মহরম। এই বিজয়ের পর জানি বেগ তাহার সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে সিন্ধু নদীর তীরে যাহা পানি ও জলাভূমি[৪] দ্বারা পরিবেষ্টিত এক স্থানে এক পরিখা খনন করেন। খান খানান নিজেকে ইহার সম্মুখে স্থাপন করেন এবং কামান

---

১. এই স্থানে পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠে সামান্য পার্থক্য আছে এবং কিছু ভুল আছে বলিয়াও মনে হয়। ইলিয়ট ইহার অনুবাদ করিয়াছেন ' যুবকটিকে আনয়ন করে।"

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে স্থানটির নাম লিখা আছে নাসিরপুর, আর একটিতে আছে নসরপুর। আর একটিতে আছে সিসরপুর। আকবরনামাতে নামটি নাসিরপুর দেওয়া আছে। তবে এক টিকায় বলা হইয়াছে যে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের নসরপুর। ইহা হায়দরাবাদ জিলার হালা মহকুমায় অবস্থিত।

৩. সিন্ধুর ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ আকবরনামাতে দেওয়া আছে। আকবরনামা অনুযায়ী এই যুদ্ধের তারিখ হইল ২১ আষাঢ়, ৩১ অক্টোবর ১৫৯১ খ্রীঃ। তবাকাত-ই-আকবরীর মতে ১০০০ সনের ২৬ই মহরম হয় ৩রা নভেম্বর, ১৫৯১ খ্রীঃ।

৪. পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি বিভিন্নরূপে দেওয়া আছে যেমন খলহ বা দজলহ। জিলহ, ইলিয়টে আছে চিহলা, অর্থাৎ জলাভূমি। বদাওনীতে আছে দর জাজিরাহ, এক দ্বীপে।

www.alimaanfoundation.com

প্রতিষ্ঠা করেন আর তাহার লোকদের নিহত করেন। অবরোধ এবং যুদ্ধ দুই মাসকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। এই অভিযানের সময় সম্রাট খান খানানের নিকট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেরণ করেন, এবং আর একবার আরও এক লক্ষ টাকা আর তৃতীয়বার এক লক্ষ মণ শস্য, এবং কতিপয়[১] বৃহৎ কামান এবং বহু গোলন্দাজ, এই অভিযানের ব্যয় নির্বাহে সাহায্য করিবার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি চারি হাজারী মনসবদার রায় রায়সিংহকে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য জয়সলমীরের পথে তাহার নিকট প্রেরণ করেন।

৩৭ তম ইলাহী বৎসরের ঘটনাসমূহের বিবরণ

এই বৎসরটি আরম্ভ হয় আঃ হিঃ ১০০০ সনের ৬ই জমাদিউল আখির তারিখ শনিবার দিন।[২] যেহেতু সংবাদ আসে যে জালালা তারিকি যিনি পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং আবদুল্লাহ খানের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং পুনরায় গণ্ডগোল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ডাকাতি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, নওরোযের দিনে জাফর বেগ আসফ খানকে[৩] যিনি বক্শী ছিলেন, জালালাকে নির্মূল করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়, আর তাহাকে তথায় প্রেরণ করা হয়, যাহাতে তিনি কাবুলের গভর্ণর মুহম্মদ কাসিম খানের সহযোগিতায় এই দুর্ধর্ষ রাজপথের ডাকাতটিকে ধ্বংস করিতে পারেন। এই ইতিহাসের লেখক নিযামুদ্দীন আহমদকে সেনাবাহিনীর বকশীর পদমর্যাদা দানে সম্মানিত করা হয়। আর উপরোক্ত বৎসরের শাবান মাসের শেষ ভাগে যইন খান কোকাকে সাওয়াদ ও বজাউর দেশটির অবস্থার উন্নতি সাধন[৪] করিতে এবং আফঘান উপজাতিগণকে ধ্বংস করিতে আর জালালা তারিকিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন[৫] করিয়া দিতে প্রেরণ করা হয়।

উপরোল্লিখিত বৎসরের ২৪শে শাওয়াল, যাহা ৩৭তম ইলাহী বৎসরের অমরদাদ মাসের[৬] ১২ই তারিখে মহান খলিফা-ই-ইলাহী চন্দ্রভাগা নদীর সন্নিকটে শিকার

---

১. বদাওনী বলেন 'একশত কামান।'

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইলিয়টের অনুবাদে এই দিন ও তারিখ দেওয়া আছে আর আকবরনামাতে আছে শুক্রবার ৫ই জমাদিউল আখির এবং বদাওনীতে আছে ৫ম, বার উল্লেখ করা নাই।

৩. বদাওনী লিখিয়াছেন জাফর বেগ যাহার উপাধি ছিল আসফ খান।

৪. বদাওনী বলেন "সৈয়দ ও বজৌর দেশটিকে, যাহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, পুনর্গঠিত (জনবসতি স্থাপন) করিতে···।

৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম্নরূপ যুক্ত আছে "যে সব আফঘান উপজাতি তরবারির মুখে পতিত হয় নাই তাহাদিগকে নির্মূল করিবার জন্য।"

৬. এই স্থান হইতে নিযামুদ্দীন ইলাহী বৎসরের মাস ও তারিখ উল্লেখ করিতে আরম্ভ করেন।

www.alimaanfoundation.com

করিবার পরিকল্পনা করেন এবং তথা হইতে কাশ্মীর গমনের মনস্থ করেন।[১] তদনুযায়ী তিনি ইরাবতী নদী অতিক্রম করেন এবং রাম দাসের উদ্যানে পাঁচ দিন সময় আনন্দ উৎসবে ও আরাম-আয়াসে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থান হইতে যাত্রা করেন এবং তিন ক্রোশ দূরের একটি স্থানে অপেক্ষা করেন। ঐ স্থান[২] হইতে তিনি কুলিজ খান এবং মোতা রাজাকে লাহোরের কার্যাবলী পরিচালনা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। যেহেতু বর্ষাকাল এক্ষণে শুরু হইয়া গেল প্রচুর বৃষ্টিপাত ও প্লাবন হইল, তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ শাহযাদা সুলতান সলিমকে মহা-শিবিরে রাখিয়া যান, যাহাতে ইহা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারে আর শিকারী ও অল্পসংখ্যক দেহরক্ষীসহ তিনি চন্দ্রভাগা নদীর দিকে অগ্রসর হন। তিনি যখন ঐ নদীর তীরে উপস্থিত হন, তখন সংবাদ আসে যে মির্যা ইউসুফ খান রিযাভীর[৩] ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াদগার, যাহাকে প্রথমোক্ত-জন তাহার নায়েব নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং কাশ্মীরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, কতিপয় কাশ্মীরীর সহযোগিতায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। আর তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন; আর কাযী আলী যিনি কাশ্মীরের দেওয়ান পদে অধিষ্টিত ছিলেন এবং হুসেন বেগ শেখ উমরী, যিনি কাশ্মীরের রাজস্বের তহশিলদার ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে যে সৈন্য ছিল তাহা দ্বারা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন; আর নিয়তির বিধান অনুযায়ী কাযী আলী নিহত হন, আর হুসেন বেগ পলায়নই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা মনে করিয়া কাশ্মীরের গিরিপথগুলি দ্বারা তাহার অর্ধ মৃত জীবন নিয়া পলায়ন করেন এবং রাজৌরী[৪] আগমন করেন। মহান খলিফা-ই ইলাহী শেখ ফরিদ বকশীকে[৫] বেশ কিছু সংখ্যক আমীরসহ যেমন শেখ আবদুর রহিম লক্ষ্ণৌয়ী এবং মীর মুরাদ এবং খাজাগী ফতেহ উল্লাহ, আহাদীগণের বকশী, শত শত আহাদীসহ এবং শেখ কবির

১. আবুল ফযল বলেন যে আকবরকে কাশ্মীরে এই গমন হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবর তাহার ভবিষ্যৎ জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এরূপ গণ্ডগোল সৃষ্টি হইবে তাই তিনি তথায় গমনে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন।

২. আকবরনামা হইতে জানা যায় যে এই স্থানটির নাম ছিল শাহম আলী; আর আকবরনামা অনুযায়ী, কুলিজ খান এবং খাজা শামসুদ্দীনকে ঐ স্থান হইতে লাহোরে প্রেরণ করা হয়।

৩. বদাওনীর মতে মির্যা ইউসুফ রিযাভী সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। সম্রাট কিন্তু তাহাকে সন্দেহ করেন এবং তাহাকে কয়েকদিনের জন্য শেখ আবুল ফযলের নিকট সমর্পণ করেন।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে রাজৌরী, আর অন্য দুইটিতে আছে রজৌরী। ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে রাজৌরী, বদাওনীতে আছে রাজৌরী।

৫. আকবরনামাতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে শেখ ফরিদ বকশী বেগী। কিন্তু বদাওনী এই পুস্তকের ন্যায় বকশী লিখিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

এবং শেখ ইব্রাহীমের পুত্রগণ[১] এবং নসিব খান তুর্কমান এবং রহমত খান এবং আবু সাইদের পুত্রগণ এবং অন্যান্য আমীরগণ এবং বদাখশনের একদল আয়মাক যাহাদের সংখ্যা ছিল এক সহস্র অশ্বারোহীকে প্রেরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং চন্দ্রভাগা অতিক্রম করিলেন এবং নিজেকে শিকারে নিয়োজিত রাখিলেন, শাহযাদা যখন মহা-শিবির গিয়া আগমন করিলেন তখন তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।

এই সময়ে সংবাদ আসে যে খান খানান জানি বেগকে দুই মাস ধরিয়া অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রতি দিন যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হইতেছে, আর উভয় পক্ষে লোক নিহত হইতেছে। সিন্ধিগণ খান খানানের বাহিনীর জন্য শস্য আমদানীর পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শস্য এত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে যে এক টুকরা রুটি একটা মানুষের জীবনের সমান মূল্যবান হইয়া উঠে।

কবিতা

ঐ দুষ্প্রাপ্যতা হইতে পৃথিবী হৃদয় বিদারক হইয়া উঠে ;
ক্ষুধিতগণ কাঁদিতেছে, আর ভর্তি পেটগণ কঠিন হৃদয় ।
প্রত্যেকেরই আশা এক টুকরা রুটি
যাহারা শুধু সূর্যের প্রদক্ষিণ ছাড়া আর কিছু দেখে নাই ।

খান খানান উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ স্থান হইতে যাত্রা করেন এবং থাঠার নিকটস্থ পরগণা জুন অভিমুখে গমন করেন ; আর তিনি সৈয়দ বাহাউদ্দীন বুখারী এবং বখতিয়ার বেগ এবং করা বেগ তুর্কমান এবং মীর মুহম্মদ মাসুম বুখারী এবং হাসান আলী আরব এবং তাহার বহু সংখ্যক অন্যান্য অনুচরকে সিহওয়ান অবরোধ করিতে প্রেরণ করেন। সিহওয়ানে প্রেরিত লোকগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী নয় মনে করিয়া জানি বেগ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। খান খানান যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি দৌলত খান লোদীকে সৈন্যদলের নেতারূপে প্রেরণ করিলেন এবং খাজা মুহম্মদ মুকিম বকশী[২] এবং রাজা তোডরমলের পুত্র ধারুই[৩] এবং রায় রায়সিংহের পুত্র দলপত[৪]

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'পুত্রগণ', অন্য একটিতে আছে পুত্র।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে খাজা মুহম্মদ মুকিম বকশী এবং আর একটিতে খাজা মুকিম বক্সী। আকবরনামাতে আছে খাজা মুকিম বকশী। ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে খাজা মুহম্মদ হাকিম বকশী।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি লেখা আছে ধারুই আর একটিতে আছে ধারী। ইলিয়টে লেখা হইয়াছে ধারু আর আকবরনামাতে আছে ধারু বাহাদুর।

৪. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নামটি আছে দলপত। কিন্তু একটিতে আছে দলিব, আর ইলিয়টে আছে দল পইত। আকবরনামাতে এই যুদ্ধের বিবরণের শেষ দিকে এক দিলপতের উল্লেখ দেখা

www.alimaanfoundation.com

এবং বাহাদুর খান তরিন এবং মুহম্মদ খান নিয়াযীকে তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুই দিনের মধ্যে ৮০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সিহওয়ান পেঁীছেন। পরদিন জানি বেগ তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া আগমন করেন এবং রাজকীয় বাহিনীও নিজেদের সন্নিবেশ করেন। তাহাদের সংখ্যা দুই সহস্র অশ্বারোহীর বেশী ছিল না, আর জানি বেগের ছিল পাঁচ সহস্রেরও অধিক থাকা সত্ত্বেও এক তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হইল। রাজা তোডরমলের পুত্র ধারুই সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং পুরুষোচিত প্রচেষ্টা চালাইয়া নিহত হইলেন। অতঃপর বিজয়ের মলয়প্রবাহ চিরন্তন রাষ্ট্রের ভৃত্যদের পতাকার উপরে প্রবাহিত হইল আর তাহারা বিজয় ও সফলতা লাভ করিল।

জানি পরাজিত হইলেন এবং নদীর আরও নীচে নামিয়া গেলেন[১]; আর দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি আমীরপুর[২] গ্রামে তাহার সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে পরিখা খনন করিলেন এবং নদীতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ দিক হইতে খান খানান আর এই দিক হইতে এই বাহিনী (অর্থাৎ যে বাহিনী জানি বেগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে) তাহাকে চতুর্দিক হইতে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন; আর প্রতিদিন যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলিতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত জানি বেগ এমন চরম অবস্থায় পতিত হন যে তাহার লোকেরা প্রতিদিন তাদের অশ্ব ও উটগুলি মারিয়া সেইগুলির মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল; আর প্রতিদিন কামানের গোলা আর বন্দুকের গুলীতে তাহাদের বহুসংখ্যক নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে জানি বেগ চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। আর সম্মত হইলেন যে তিনি একজন দাসের ন্যায় সম্রাটের নিকট গমন করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবেন।

শ্লোক

উদ্ধত শিরের লোক যখন বশ্যতা স্বীকার করে
তখন তাহার শির, শিরচ্ছেদকারী তরবারির কবল হইতে রক্ষা পায়।

যায়। তাহার বাছাই করা সৈন্য ছিল ভীরুতার জন্য তিনি আগাইয়া আসিতে পারেন নাই। দলপত সংস্কৃত দলপতির অপভ্রংশ।

১. ইলিয়টের এই অংশের এইরূপ পাঠ দেওয়া হইয়াছে "নদীর তীরের দিকে পলায়ন করিলেন।"

২. পাণ্ডুলিপিলিতে নামটি আরবপুর এবং অম্বরপুর দেওয়া আছে, আর একটিতে আছে আগরপুর। ইলিয়টে দেওয়া আছে উমরপুর, আর ভিন্ন পাঠ অম্বরপুর বলা হইয়াছে। আর আকবরনামাতে আছে অমপুর।

www.alimaanfoundation.com

তিনি এই ভ্রমণের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিন মাস সময় প্রার্থনা করিলেন; আর ইহা স্থির হইলে যে যেহেতু বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, এই তিন মাস খান খানান সিহওয়ানের বিপরীত দিকে অবস্থিত মোযা সান[১] এ অবস্থান করিবেন। আর জানি বেগ সিহওয়ান দুর্গ সম্রাজ্যের কর্মচারীগণের হস্তে সমর্পণ করিবেন; আর তিনি তাহার কন্যাকে খান খানানের সুদক্ষ পুত্র মির্যা ইরিজের নিকট বিবাহ দিবেন; আর বিশটি ঘরাব সমর্পণ করিবেন।

সম্রাট এই বিজয় কাশ্মীর বিজয়ের শুভলক্ষণরূপে গণ্য করিলেন এবং খুশী হইলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে কাশ্মীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিজয়ী পতাকাসমূহ যখন ভিহরেরর যে স্থান হইতে পর্বত ও গিরিপথসমূহ আরম্ভ হয়, নিকটবর্তী হইল, তখন সংবাদ আসিল যে বিজয়ী বাহিনী যখন পর্বত অঞ্চলের গিরিপথসমূহ দ্বারা পাঁচ বা ছয় পর্যায় পথ অতিক্রম করেন, তখন ইয়াদগারের একদল লোক এবং অন্যান্য কাশ্মীরীগণ করতাল[২] গিরিসংকটে তাহাদের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু বিজয়ের আশ্রয়স্থল সেনাবাহিনীর সিংহদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি ছিল না, ফলে তাহারা পলায়ন করে। অপর দিক হইতে ইয়াদগারও এক বিপুল বাহিনীসহ বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে হিরাপুর[৩] পর্যন্ত আগমন করে। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে সহসা রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হইবার পর মির্যা ইউসুফ খানের কর্মচারীদের একটি দল, যাহাদের কিছু অংশ আফঘান, আর কিছু অংশ ছিল তুর্কমান ইয়াদগারকে আক্রমণ করে ও তাহাকে হত্যা করে।[৪] তিন দিন পর তাহারা তাহার শির লোকের আশ্রয়স্থল দরবারে আনয়ন করে, আর কিছু পৃথিবীর নিকট সকল লোকের নিকট ওয়াবহ করিয়া তোলে। মহান খলিফা-ই-ইলাহীর মহা সৌভাগ্যের ফলেই এত সহজে এক বিরাট বিজয় লাভ সম্ভবপর হয়।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে গ্রামটির নাম লেখা হইয়াছে বসন্দ।

২. এই গিরিপথটির নাম দুইটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া হইয়াছে করতল, আর একটিতে দেওয়া আছে কনমল। ইলিয়টে ইহাকে বলা হইয়াছে করতল, কিন্তু এক টিকায় বলা হইয়াছে যে এই নামটি সন্দেহজনক। ইহা বিভিন্নরূপে লেখা হইয়াছে যেমন কবরবল এবং খরতল, করতল।" সম্ভবতঃ কত্রিল বা কবরতল গিরিপথ বুঝান হইয়াছে।

৩. এই স্থানের একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে হরপুর, এবং আর একটিতে আছে হিরাপুর আর একটিতে আছে হিরপুর। ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে, হাসিরপুর আকবরনামাতে আছে হিরাপুর। বদাওনীও লিখিয়াছেন হিরাপুর।

৪. কিভাবে ইয়াদগারকে হত্যা করা হইল, আবুল ফযল আকবরনামাতে তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। বদাওনী অনেকটা এই পুস্তকের অনুরূপ বিবৃতি দিয়াছেন, তবে তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তাহার উপর যখন আক্রমণ আরম্ভ হয় তাহার পূর্বেই ইয়াদগার তাহার শিবিরে মাদ্যপানে নিয়োজিত ছিল।

www.alimaanfoundation.com

ইহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে ঠিক যেদিন সম্রাট ভ্রমণ করিবার জন্য এবং কাশ্মীরের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে আগমন করিবার উদ্দেশ্যে লাহোরের নদী অতিক্রম করেন, ইয়াদগার বিদ্রোহ করিবার দুষ্ট বুদ্ধি মনে লইয়া কাশ্মীরে তাহার নিজ নামে খোৎবা পাঠ করান। সম্রাট যখন রাম দাসের উদ্যানে আগমন করেন, যাহা লাহোর হইতে ভ্রমণের প্রথম পর্যায়, তখন তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর জিহ্বায় এই শ্লোকটি ছিল।

শ্লোক

সাইরাসের[১] টুপি আর সার্বভৌমত্বের মুকুট
এইগুলি কি করিয়া টাকওয়ালা লোকের মাথায় আসিতে পারে,
কখনও নয়, কখনও নয়।

যেহেতু ইয়াদগার টাকওয়ালা ছিলেন, আর তিনি এমন এক দুষ্কার্য করিলেন যে সম্রাটের মন তাহা জানিতে পারিল। অপর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই হইল যে, ঠিক যে দিনে এই বিদ্রোহের সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছে, তখন তিনি বলিলেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা হইলে ইয়াদগারের ব্যাপারটা চল্লিশ দিন স্থায়ী হইবে না। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে ঠিক চল্লিশ দিনের দিনে ইয়াদগার নিহত হয়।

আরও তিন দিন পর, ১০০০ আঃ হিঃ সনের ২৮ই[২] যি হিজ্জা, যেহেতু শাহযাদা খুসরু কিছুটা অসুস্থ ও দুর্বল ছিলেন, তিনি (সম্রাট) শাহযাদা দানিয়েল হারেমের অন্তঃপুরবাসিনীদের সকলকে পেছনে ফেলিয়া যান এবং স্বয়ং দ্রুতগতিতে কাশ্মীর অভিমুখে গমন করেন। দরবারে এই দাস, এই ইতিহাস পুস্তকের লেখক, নিযামুদ্দীন আহমদকে তাহার শুভলক্ষণযুক্ত রেকাবের অনুগামী করিয়া নেওয়া হয়। শাহযাদাকে নির্দেশ দেওয়া হয় তিনি যেন হারেমের সকলকেসহ রোহটাস দুর্গে অপেক্ষা করেন। আঃ হিঃ ১০০১ সনের ৮ই মহররম[৩] সম্রাটের আড়ম্বরপূর্ণ ও শুভ আগমনের দ্বারা কাশ্মীর

---

১. এই শ্লোকটি অবুল ফযল এবং বদাওনী উভয়েই উদ্ধৃত করিয়াছেন। কল শব্দের অর্থ টাকওয়ালা। ইয়াদগার সম্ভবতঃ টাকওয়ালা ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ইয়াদগার কল বলা হইত কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে, যদিও বদাওনী তাহাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই শ্লোকটির রচয়িতা ছিল নিযামী।

২. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই তারিখটি ২৮ শে দেওয়া আছে। কিন্তু ইলিয়টে দেওয়া হইয়াছে ২৩ শে। আকবরনামাতে আছে ১৩ই মিহর।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই তারিখটি ৮ দেওয়া আছে। কিন্তু বদাওনী বলেন ৬ই মহররম। কিন্তু যেহেতু তিনি বলেন যে তিনি দুই দিন কম এক মাস ঐ স্থানে ছিলেন এবং ৬ই সফর ঐ স্থান ত্যাগ করেন।

www.alimaanfoundation.com

উচ্চতর বেহেশতের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়। তিনি আটাশ দিন কাশ্মীরে অবস্থান করেন।[১] আর প্রতিদিন দরবেশমনা ব্যক্তি নৌকাযোগে ভ্রমণে বাহির হন এবং পাখি শিকার করেন। তিনি পুনরায় কাশ্মীরের শাসনভার মির্যা ইউসুফ খান রিযাভীর উপর ন্যস্ত করেন; আর অন্যান্য কিছু লোককে যেমন খাজা আশরাফ পিতা মীর মুরাদ দখিনী, এবং ফতেহ উল্লাহ খানের পুত্র এবং শেখ ইব্রাহীমের পুত্রকে এই দেশে রাখিয়া যান; আর উপরোল্লিখিত বৎসরের ৮ই সফর[২] প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় সংকল্প লইয়া তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করেন এবং বরামুলা অভিমুখে যাত্রা করেন, যাহা কাশ্মীরের সীমান্তে এবং পাখলীর রাস্তায় অবস্থিত। পথে তাহাকে এক জলাশয় বা হ্রদের উপর দিয়া নিয়া যাওয়া হয়, যাহা যইন লংকা[৩] নামে পরিচিত। এই জলাশয়টির পশ্চিম এবং দক্ষিণ এবং উত্তর দিক পর্বতে ঘেরা আর পরিধি ত্রিশ ক্রোশ। বিহাত (ঝিলাম) নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহার পানি অতি বিশুদ্ধ[৪] আর জলাশয়ের মধ্যিখানে, সুলতান যয়নুল আবেদীন[৫] এক জরিব (শিকল) গভীর পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করেন এবং

ফলে মনে হয় যে ৮ই এর স্থলে খুব সম্ভব ভুলবশতঃ ৬ই লেখা হইয়াছে। আকবরনামাতে এই ভ্রমণের আরম্ভের তারিখ দেওয়া নাই; কিন্তু ইহাতে যাত্রার পর্যায়গুলি দেওয়া আছে। আকবর তৃতীয় দিনে শ্রীনগরে পৌঁছেন। দুই দিনের প্রথম দিনে আকবর যে অশ্বে যাইতেছিলেন তাহা পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়, কিন্তু সম্রাট কোন আঘাত পান নাই। লোকেরা শাস্তির ভয়ে গ্রামগুলি এবং শ্রীনগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। কিন্তু তাহাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হইলে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে। যাহারা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়, কিন্তু যাহারা যোগদান করে নাই, তাহাদিগকে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। আকবরনামাতে কাশ্মীরের সৌন্দর্যেরও বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কাশ্মীরের এই ভ্রমণের সময় আকবর শামস চাকের কন্যাকে তাহার হারেমে এবং হুসেন চাকের পুত্র মুযাফফর খানের কন্যাকে শাহযাদা সলিমের হারেমে অন্তর্ভুক্ত করেন।

১. ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া আছে যে আকবর কাশ্মীরে মাত্র আট দিন অবস্থান করিয়াছিলেন আর এই সময়টা তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়া এবং পাখী শিকার করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে তারিখটি দেওয়া আছে ৮ই। আর অন্য একটিতে দেওয়া আছে ৭ই। ইলিয়টে দেওয়া আছে ৬ই। আর বদাওনীও তারিখটি ৬ই দিয়াছেন।

৩. ইহা উলর বা উইলর হ্রদ। আইন-ই-আকবরীতে ইহার পরিধি দেওয়া আছে ২৮ ক্রোশ। তুযুক অনুযায়ী হ্রদের মধ্যস্থিত প্রাসাদটিই যইন-লংকা নামে পরিচিত। হ্রদটিকে উলুর বলা হইত।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার পর আছে "আর অত্যন্ত গভীর" কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই কথাগুলি নাই। কিন্তু ইলিয়টে আছে, "ইহার পানি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও গভীর।" সম্ভবতঃ তাহার ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিগুলিতেও এই কথাগুলি ছিল।

৫. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই এবং ইলিয়টে ও বদাওনীতে এই নামই দেওয়া আছে। কিন্তু আকবরনামার ইংরেজী অনুবাদে নামটি লেখা হইয়াছে সুলতান জয়নুদ্দীন।

www.alimaanfoundation.com

পানির উপরে এক মঞ্চ স্থাপন করেন এবং ইহার উপর এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আর সত্য কথা বলিতে কি ইহার অনুরূপ আর কোন জলাশয় এবং আর কোন প্রাসাদ হিন্দুস্তানের কোথায়ও নাই।

সংক্ষেপে ঐ প্রাসাদটি দেখিয়া এবং মুগ্ধ হইয়া আমরা বরামুলা আসিয়া পৌঁছিলাম। আর তথায় নৌকা ছাড়িয়া আমরা স্থলপথে পাখলী আগমন করিলাম। প্রচুর বরফপাত এবং বৃষ্টিপাত ঘটিয়াছিল। ঐ স্থান হইতে সম্রাট দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া রোহটাসের অভিমুখে গমন করেন এবং তিনি তাহার সর্বাপেক্ষা অধম দাস, এই ইতিহাস গ্রন্থের লেখক নিযামুদ্দীন আহমদ এবং খাজা নযর দৌলত[১] এবং খাজগী ফতেহ উল্লাহকে নির্দেশ দান করেন যেন আমরা হারেমের মহিলাগণকে লইয়া তাহার পেছনে ধীরে সুস্থে আগমন করি। ইহা এক অবাক ব্যাপার যে এই সময়ে যখন মহান খলিফা ই-ইলাহী কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তনের যাত্রা আরম্ভ করেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি বরফ পতিত হইতে দেখিয়াছিলেন, আর তাহার সঙ্গে যেসব লোক আছেন, তাহাদের অধিকাংশই আর যাহারা হিন্দুস্তানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বড় হইয়াছেন কখনও ইহা দেখেন নাই, যদি তাহারা পাখলীর সন্নিকটে তাহারা যখন গিরিসংকট হইতে বাহির হইয়া আসিবে, তখন বরফ পতিত হইতে দেখিতে পাইবে। তবে তাহা আল্লাহর অনুগ্রহ বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। আর তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই রূপই ঘটিল। প্রত্যাবর্তনের পতাকাসমূহ রাজধানী লাহোরের অভিমুখে উত্তোলন করা হইল। আর উপরোল্লিখিত বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিনে সম্রাট শিকার করিতে করিতে এবং দেশ দেখিতে দেখিতে বিশ দিন ভ্রমণ করেন এবং উপরোল্লিখিত বৎসরের ৮ই রবিউস সানী লাহোর মহান পতাকাসমূহের অবস্থানস্থল হয়।

এই সময়ে সংবাদ আসে যে রাজা মানসিংহ[২] কাতলু আফঘানের পুত্র ও ভ্রাতাগণের বিরুদ্ধে একটি বিরাট যুদ্ধ করেন, ইহারা কাতলুর মৃত্যুর পর উড়িষ্যা দেশটি

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে খাজা নযর দৌলতের নাম দেওয়া নাই আর খাজগী ফতেহউল্লাহকে লিখা হইয়াছে খাজা ফতেহউল্লাহ। একটি পাণ্ডুলিপিতে নাযর দৌলতকে লেখা হইয়াছে নযর দৌলত এবং অন্য একটিতে লেখা হইয়াছে নাসর দৌলত। আকবরনামা ও বদাওনীতে এই নামগুলি দেওয়া নাই।

২. মানসিংহের উড়িষ্যা অভিযানের বিশদ বিবরণ আকবরনামাতে দেওয়া আছে (বিভারিজের ইংরাজী অনুবাদ ৩য় খণ্ড)। বদাওনীর বিবরণ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ইহা অনুযায়ী কাতলু খানের ইন্তেকালের পর বাহাদুর কোড্রাহ (কুরুহ ?) উড়িষ্যা অধিকার করে এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহকে পরাজিত করে; কিন্তু যখন মানসিংহ স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, তিনি তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন নাই এবং নিজেকে জঙ্গলে ও পর্বতে লুকাইয়া রাখেন এবং

www.alimaanfoundation.com

ইহাদের দখলে ছিল ; আর (সম্রাটের) অনুগত ভৃত্যদের ভাগ্যে জয়লাভ এবং সাফল্য লাভ ঘটে আর বাংলার সীমান্তে সুবিস্তৃত উড়িষ্যা দেশটি মহান সম্রাটের কর্মচারীদের অধিকারে আসে।

৩৮তম ইলাহী বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ

আঃ হিঃ ১০০১ সনের ১৭ই জমাদিউস সানী[১] মীন রাশি হইতে মহা জ্যোতিষ্কের মেষ রাশিতে গমন এবং নওরোযই সুলতানী রাজকীয় নববর্ষের দিন) এবং ৩৮তম বৎসরের আরম্ভ ঘটে। বাৎসরিক প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সাজসজ্জা এবং মজলিস এবং উৎসবাদির আয়োজন করা হয়। এই সব উৎসবাদির মধ্যে ৩৮তম বৎসরের পবিত্র ফরওয়ার্দী মাসের ৯ তারিখ অর্থাৎ উপরোল্লিখিত বৎসরের ২৪ই জমাদিউস সানী তারিখে[২] খান খানান ও থাঠার শাসনকর্তা জানি বেগ[৩] আগমন করিলেন আর দ্বারপথ চুম্বনের সম্মান লাভ করিয়া নানাবিধ রাজকীয় অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্যিক দয়া লাভ করেন। শাহ বেগ খান, ফরিদুন বিরলাস এবং বখতিয়ার বেগ এবং অন্যান্য আমীরগণ, যাহাদের সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে আগমন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশের অনুমতি লাভ করিয়া তাহাদের অবস্থা অনুযায়ী ভাতা ও জায়গীর বৃদ্ধি দ্বারা সম্মানিত ও মর্যাদাবান হইলেন।

এই সময়ে, যখন জুনাগড় দুর্গ এবং সুরাথ দেশটি নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্ষমতা কর্মচারীদের অধিকারে আসিল, আর ঐ অঞ্চলে অবস্থিত সুলতান মুযাফফর গুজরাটি পলায়ন করিলেন এবং খানগড়ের নিকট গমন করিলেন, যিনি কচ্ছের জমিদার ছিলেন এবং তাহার আশ্রয় লাভ করিলেন তখন আযম খান খানগড়কে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং তাহার রাজ্যের বেশীর ভাগ স্থান বিধ্বস্ত করিলেন। অতঃপর তিনি (খানগড়) আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার পথ অবলম্বন করিলেন ; আর মুযাফফর গুজরাটি যাহাতে সাম্রাজ্যের কর্মচারিদের হস্তে ধৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এই

---

১. কোন পাণ্ডুলিপিতেই দিনটি উল্লেখ করে নাই। কিন্তু আকবরনামা এবং বদাওনী অনুযায়ী দিনটি ছিল রবিবার ; আর ইংরেজী তারিখ হইল ১০ই বা ১১ই মার্চ, ১৫৯৩ খ্রীঃ।

২. আকবরনামা অনুযায়ী খান খানান ৮ই ফরওয়ারদীন দরবারে আগমন করেন ; ৯ই নহে। যদিও পাণ্ডুলিপিগুলিতে ৯ তারিখই দেওয়া আছে।

৩. আবুল ফযল জানি বেগের সহিত খান খানানের আলাপ আলোচনার দীর্ঘ বিবরণ দেন এবং জানি বেগের পূর্ব পুরুষ সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করেন। আর বলেন যে জানি বেগ তিন হাজারী মনসব এবং মুলতান প্রদেশটি জায়গীর লাভ করেন। বদাওনীও বলেন যে জানি বেগকে মুলতান জায়গীর দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাকে থাঠায় বদলী করা হয়।

www.alimaanfoundation.com

পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি যে স্থানে মুযাফফর অবস্থান করিতেছিলেন, আযম খানের পুত্রকে তথায় নিয়া যান; এবং শেষোক্ত জন অতর্কিত আক্রমণ করিয়া তাহাকে বন্দী করেন। পথিমধ্যে মুযাফফর গুজরাটি ওজু করিবার জন্য এক কোণায় বসিয়া পড়েন এবং তাহার নিকট লুকাইয়া রাখা একটি ক্ষুর দ্বারা নিজের গলা কাটিয়া ফেলেন এবং আত্মহত্যা করেন। ফলে তাহারা বাধ্য হইয়া তাহার শির আযম খানের নিকট আনয়ন করেন আর শেষোক্ত জন তাহা বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে প্রেরণ করেন। একই সময়ে উড়িষ্যা বিজয়ের সময় যে একশত বিশটি হস্তী রাজা মানসিংহের হস্তগত হয় এবং যেগুলি তিনি প্রজাদের আশ্রয়স্থল দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন[১], সেগুলি মহান চক্ষুর সম্মুখে প্রদর্শন করা হয়।

যেহেতু আযম খান যে সম্রাটের নিকট হইতে দূরে গিয়াছেন, তাহার দুই বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছিল তাহাকে তলব করিয়া এই মর্মে এক ফরমান জারি করা হইল যে তিনি কৃতিত্বের সহিত কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, আর ইহা ন্যায়সঙ্গত যে তিনি সম্রাটের খেদমত করিবার সম্মান লাভ করিলেন। আর তিনি রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিলেন। কিন্তু যেহেতু তাহার মনে সর্বদাই দুই পবিত্র স্থানে হজ সম্পাদন করিবার ইচ্ছা বিরাজ করিতেছিল আর যেহেতু এই সময় কতিপয় বিদ্বেষপরায়ণ লোক তাহার নিকট কতিপয় নিন্দাসূচক কথা বলেন, যাহা তাহারা বলে যে সম্রাট তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তিনি বিপথে গমন করেন। অতঃপর তিনি, তাহার পুত্রগণ এবং স্ত্রীগণকে অর্থসহ নিজেকে একটি নৌকায় নিক্ষেপ করেন এবং উপরোল্লিখিত বৎসরের রজব মাসের প্রথম দিনে তিনি হিজাযে গমনের দৃঢ় সংকল্প করেন।[২] এই সংবাদ যখন সম্রাটের গোচরে আনা হয় তখন তিনি গুজরাটের শাসনভার শাহযাদা শাহ মুরাদের হস্তে অর্পণ করেন এবং এক ফরমান প্রেরণ করিয়া নির্দেশ দেন যেন তিনি মালব

১. আকবরনামা অনুযায়ী রাজা মানসিংহ হস্তী এবং অন্যান্য দ্রব্যও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২. সম্রাট আযম খানকে দরবারে আগমনের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এবং সম্রাটের তাঁহাকে অনুগ্রহ প্রকাশের আগ্রহ সত্ত্বেও কি অবস্থায় তিনি হিজাযে গমন করিয়াছিলেন তাহা বিশদভাবে আকবর-নামায় বিবৃত করা আছে। বদাওনী কিছু অতিরিক্ত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, যথা: তিনি ছয় বৎসর-কাল সম্রাটের নিকটে অবস্থান করেন নাই। আর তিনি যখন শেষবারের মত বাংলাদেশ হইতে ফতেপুরে আগমন করিয়াছিলেন সেই সময় তিনি আবুল ফযল ও বীরবরের ধর্মমত সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং তাহার বক্তব্য এমন চরম পর্যায়ে নিয়া গিয়াছিলেন যে সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। আর যে জুনাগড় তিনি জয় করেন, আকবর তাহা নিয়া রায়সিংহকে প্রদান করেন, আর আকবরের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি দাড়ি রাখিয়াছিলেন, আর সম্রাট যখন এই ব্যাপারে তাহাকে উপহাস করিয়া পত্র লিখেন, তখন প্রত্যুত্তরে তিনি একটি দীর্ঘ ও কর্কশ জবাব দেন।

www.alimaanfoundation.com

হইতে গুজরাট গমন করেন। তিনি মুহম্মদ সাদিক খানকেও[১], যিনি একজন মহা-আমীর ছিলেন, শাহযাদার ভকিলরূপে প্রেরণ করেন। সুরাট এবং বরোদা সরকার-গুলি তাহাকে জায়গীররূপে প্রদান করা হয়।

৩৮তম ইলাহী বৎসরের অমরদাদ মাসের ২৪ তারিখে অর্থাৎ আঃ হিঃ ১০০১ সনের ১৮ই যি-কাজা যইন খান কোকা[২] এবং আসফ খান, যাহারা সোয়াদ এবং বজৌরের আফঘানগণকে শাস্তি দিতে এবং জালালা তারিকিকে নির্মূল করিতে গমন করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের বেশীর ভাগ লোককে নিশ্চিহ্ন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাহাদের সঙ্গে জালালা এবং তাহার ভ্রাতা ওয়াহাদত আলীর পরিবার-পরিজনকে ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে, যাহাদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় চারি শত, যাহাদের তাহারা বন্দী করিয়াছিলেন, বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে আগমন করেন।

উপরোক্ত বৎসরের পবিত্র শাহরিউর মাসের ৪ঠা তারিখে অর্থাৎ ২৯শে যি-কাজা তারিখে মির্যা শাহরুখকে মালবের শাসনভার দেওয়া হয় এবং শাহবায খান কম্বুকে, যাহাকে তিন বৎসর ধরিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়[৩] এবং মালবের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং মির্যা শাহরুখের ভকিল নিযুক্ত করা হয়।

৩৮তম বৎসরের পবিত্র সিহর মাসের ১২ তারিখ অর্থাৎ আঃ হিঃ ১০০২ সনের ৮ই মহররম মির্যা রুস্তম[৪], পিতা সুলতান হুসেন মির্যা, তাহার পিতা বাহরাম মির্যা, পিতা শাহ ইসমাইল ন্নাযভী, যিনি যমিনদাওয়ারের শাসনকর্তা ছিলেন, বিশ্বের

---

১. বদাওনী বলেন যে তাহাকে ইসমাইল কুলি খানের পরিবর্তে ভকিল নিযুক্ত করা হইয়াছিল আর সুরাট এবং বহরোচ (তিনি বরোদার উল্লেখ করেন নাই) কুলিজ খানের নিকট হইতে নিয়া তাহাকে জায়গীর রূপে প্রদান করেন। আকবরনামা বলে যে সাদিক খানকে শাহযাদার আতালিক বা অভিভাবক নিযুক্ত করা হয় এবং তাহার দক্ষতার ফলে সব কিছুর বন্দোবস্ত হয়। আর ইসমাইল কুলি খান এই পদে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই।

২. আকবরনামাতে যইন খানের অভিযানের সুদীর্ঘ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কথিত আছে যে শত্রুদের চারিশত জন নিহত হয় আর সাত হাজারকে বন্দী করা হয়। রাজকীয় বাহিনীতে ত্রিশ জন নিহত আর আর একশত পঞ্চাশ জন আহত হয়। বদাওনী বলেন যে "জালালা এবং তাহার ভ্রাতা ওয়াহাদাত আলীর স্ত্রী এবং পরিবারসমূহ এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজন এবং ভ্রাতাগণসহ সংখ্যায় প্রায় চৌদ্দ হাজার লোক বন্দী করা হয় এবং দরবারে প্রেরণ করা হয়। আর অন্যান্য বন্দীদের হিসাব আর কে রাখে।

৩. বদাওনীর মতে তাহাকে কাংরায় তিন বৎসরকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং তাহার নিকট হইতে নগদ সাত লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করিবার পর তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

৪. মির্যা রুস্তম এবং তাহার ভ্রাতাগণ, পিতা এবং পিতামহের পূর্বের ইতিহাস আকবরনামাতেও দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

আশ্রয়স্থল দরবারে এক আবেদন প্রেরণ করেন ; আর (পরে) তাহার ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ এবং পরিবার সহ সম্রাটের চাকুরী করিতে আগমন করেন। তিনি যখন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছান, তখন সম্রাটের কর্মচারীগণ প্রথম পর্যায়ে একটি মঞ্চ এবং একটি সাক্ষাৎ দানের তাঁবু এবং কানাথ (তাঁবুর পর্দা ইত্যাদি) এবং ফরাসখানাহ হইতে অন্যান্য আসবাবপত্র কারা বেগ তুর্কমানের হস্তে প্রেরণ করেন। ইহার পর হাকিম আইনুল মুলকের মারফতে একটি জহরতের কোমরবন্দ ও একটি ছোরা প্রেরণ করা হয়। তিনি যখন লাহোরের চারি ক্রোশের মধ্যে আসিয়া পৌঁছেন, তখন খান খানান এবং যইন খান কোকা এবং অন্যান্য মহা-আমীরগণকে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রেরণ করা হয় আর তিনি যখন দরবারে আগমন করেন তখন সম্রাট তাহাকে সর্বপ্রকার রাজকীয় অনুগ্রহ, এবং মর্যাদা এবং দয়া প্রদর্শন করেন ; আর তাহাকে এক কোটি মুরাদী তংগা প্রদান করেন ; তাহাকে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর আমীরের পদমর্যাদা দেওয়া হয় আর তাহাকে জায়গীররূপে মুলতান প্রদান করা হয়।

এই সময়েই কবিদের রাজা শেখ ফৈযী, যিনি রাজা আলী খান এবং বুরহান-উল-মুলক দখিনির নিকট দৌত্যকার্যে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তন করেন ; এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন।[১] আর মীর মুহম্মদ আমীন এবং মীর মুনির এবং আমীনউদ্দীন যাহাদের প্রত্যেকেই দাক্ষিণাত্যের এক এক জন শাসনকর্তার নিকট দুতরূপে গমন করিয়াছিলেন, তাহারাও প্রত্যাবর্তন করেন এবং সম্রাটের নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করেন। বুরহান-উল-মুলক যিনি এই দরবার হইতে অনুগ্রহ[২] লাভ করিয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ভেট প্রদান করেন নাই আর আন্তরিকতা এবং আনুগত্যের উপযুক্তরূপ কার্য সম্পাদন করেন নাই, যাহা করা তাহার পক্ষে উচিত হইত।[৩] এই কারণে মহান খলিফা-ই-ইলাহী দাক্ষিণাত্য দেশটি বিজয়ে তাহার মনোযোগ দেন ৩৮তম ইলাহী

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে যোগ করা আছে, "আর এই দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল ঐ রাজাদের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতি ও দয়া।"

২. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে সামান্য পার্থক্য আছে, ইলিয়টে ইহার এইরূপ পাঠ দেওয়া হইয়াছে, "বুরহান-উল-মুলক সম্রাটের নিকট হইতে অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।"

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে যে পাঠ এখানে দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ দেওয়া আছে। অন্য একটিতে এইরূপ পাঠ দেওয়া আছে, "তাহার (বুরহান-উল-মুলকের) কর ১৫টি হস্তী এবং দাক্ষিণাত্যের কিছু বস্ত্র এবং সামান্য পরিমাণ মণি-মুক্তার বেশী কিছু ছিল না।" ইহাই মহান খলিফা-ই-ইলাহীর মনে ক্রোধের উদ্রেক করে। আবুল ফযল বা বদাওনী কেহই করের অকিঞ্চিৎকরের কথা উল্লেখ করেন নাই ; ইলিয়টও তাহার অনুবাদে এরূপ পাঠ দেন নাই। আবুল ফযল শুধু বলেন, "সুপরামর্শ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই আর তিনি উপদেশকে নিরর্থক মনে করিতেন।"

www.alimaanfoundation.com

বৎসরের মিহ্র মাসের ২৫ তারিখে অর্থাৎ এই বৎসরের মহরম মাসের ২৯ তারিখে ঐ দেশটি জয় করিতে গমনের জন্য শাহ্যাদা দানিয়ালকে নিযুক্ত করেন। খান খানান এবং রায়সিংহ এবং রায় দেহলী এবং হাকিম আইনুল মুলক এবং আজমীর এবং দিল্লীর সুবার আমীরগণ ও জায়গীরদারগণকেও শাহ্যাদার সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। সংক্ষেপে এই কার্যে সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করা হয়। সম্রাট শিকার করিবার উদ্দেশ্যে মর্যাদা ও আড়ম্বরের সঙ্গে বাহির হন এবং লাহোর হইতে পঁয়ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত সুলতানপুর[১] নদী পর্যন্ত আগমন করেন; সলাপরামর্শের জন্য খান খানানকে তাহার সম্মুখে ডাকিয়া পাঠান; তিনি শাহযাদা দানিয়ালের[২], যিনি সরহিন্দ[৩] আগমন করিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন, খান খানান শেখপুরের[৪] সন্নিকটে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; এবং দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বিষয়ে পুনরায় এক সলাপরামর্শ করা হয়। খান খানান একাকী নিজেই এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর নিবেদন করেন যে শাহযাদার পক্ষে এই কষ্ট স্বীকার করা উচিত নয়। ফলে এক নির্দেশ জারি করা হয় যে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা খান খানানের সঙ্গে গমন করিবে। শাহযাদাকে ডাকিয়া আনা হয় এবং তিনি দুই দিনের মধ্য আসিয়া সম্রাটের নিকট পৌঁছেন। খান খানানকে নানাবিধ রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। আর তিনি আগ্রা অভিমুখে গমন করেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী পথিমধ্যে শিকার করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজধানী লাহোর শহরকে মহান পতাকাসমূহের অবস্থানস্থল করেন।[৫]

বুদ্ধিমান লোকের নিকট ইহা গোপন থাকা উচিত নয় যে মহান খলিফা-ই-ইলাহীর ইতিহাস অক্ষম কলম দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত হইয়াছে, যদি পরিমাণের

---

১. বিপাশা নদী। বদাওনী এই দূরত্ব পঁচিশ ক্রোশ বলেন।

২. এই সময়ে তিনি কুলিজ খানের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। বদাওনীর এক পাণ্ডুলিপিতে আছে যে তিনি খান খানানের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু অপর এক পাণ্ডুলিপিতে আছে কুলিজ খানের কন্যাকে বিবাহ করেন।

৩. আকবরনামাতে আছে যে "সংবাদ আসে যে শাহযাদা দানিয়াল তখনও সরহিন্দে অবস্থান করিতেছেন। আর সেনাবাহিনী ঠিকমত অগ্রসর হইতেছে না। সম্রাট ইহা অনুমোদন করিলেন না," ইত্যাদি।

৪. পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা শেখপুর আছে এবং আকবরনামাতেও এইরূপ আছে; কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে এবং ইলিয়টে দেওয়া আছে শেখুপুর। মিঃ বিভারিজ শেখপুর লিখিয়াছেন।

৫. আকবরের রাজত্বের ইতিহাস এই স্থানেই শেষ হইয়াছে; পরবর্তী প্যারাটি লেখকের ব্যক্তিগত কৈফিয়ত।

www.alimaanfoundation.com

দিক দিয়া এই ইতিহাস সমুদ্রে এক বিন্দুর ন্যায় আর ডিমের[১] তুলনায় এক অণু পরিমাণ, তবু সম্রাটের সার্বভৌমত্ব এবং সাম্রাজ্যের মসনদে বসিবার সময় হইতে রাজত্বের ৩৯তম বৎসর অর্থাৎ আঃ হিঃ ১০০২ সন পর্যন্ত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চুম্বক দেওয়া হয়। যদি জীবন আমাকে সাহায্য করে আর আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহ করে এবং আল্লাহর যেমন ইচ্ছা হয় তবে আগামী বৎসরগুলির ঘটনাসমূহও লিখিত হইবে এবং তাহা এই মূল্যবান পুস্তকের অংশ করা হইবে। অন্যথায় যে কেহ আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত হইয়া যদি ইহা লিখিতে পারে তবে মহা সৌভাগ্য লাভ করিবে।

ইহা যেন অজ্ঞাত না থাকে যে যেহেতু আমি এখন মহান খলিফা-ই-ইলাহীর সৌভাগ্যশালী ও শুভলক্ষণযুক্ত ইতিহাস সমাপ্ত করিয়াছি, আমি এইরূপ উচ্চপদস্থ আমীরগণের নামের একটি বিবরণ এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আরম্ভ করিব, যাহারা এই মর্যাদাবান বংশের রাজত্বকালে প্রভূত খেদমত করিয়াছেন। যেহেতু খলিফা-ই-ইলাহীর আমীরগণের নামের (ইতিহাসের) সংখ্যা এত অসংখ্য যে তাহা এই ইতিহাসে স্থান সংকুলান হইবে না; আর যেহেতু উৎকৃষ্টতার আশ্রয়স্থল শেখ আবুল ফযল তাহার চমৎকার পদ্ধতিতে তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই তাহার আকবরনামা পুস্তকে বিবরণ দিয়াছেন, তাই আমি শুধু মহা-আমীরগণের নামে (ইতিহাসে) নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিলাম।

খান খানান বৈরাম খান, প্রধান সেনাপতি

ইনি বহারলু তুর্কমান উপজাতীয় লোক ছিলেন আর তিনি ছিলেন মির্যা জাহান শাহ তুর্কমানের একজন বংশধর। তিনি মহান জিন্নাত আশিয়ানীর (হুমায়ুনের) চাকুরীতে খান খানান ও আমীর-ওল-উমরা পদে উন্নীত হন; আর মহান শাহযাদা আকবরের আতালিক (অভিভাবক) পদে নিযুক্ত হইবার সম্মান লাভ করেন; আর ঐ মহান লোকের প্রচেষ্টার ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তাহার বিশ্ব-বিজয়ী জ্ঞানের দ্বারা হিন্দুস্তান বিজয় সম্ভবপর হয়। পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতা করা এই মহান লোকের অন্তর্নিহিত ও স্বাভাবিক প্রকৃতিগত গুণ ছিল। কবিতা লিখনেও তাহার প্রচুর দক্ষতা ছিল; এবং তিনি ফারসী ও তুর্কি গীতি কবিতার সংকলন রাখিয়া গিয়াছেন। মহান খলিফা ই-ইলাহীর চিরন্তন মহত্ব লাভের চারি বৎসর পর তিনি মক্কা গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; আর গুজরাট পত্তনে একজন আফঘান আততায়ীর

১. এই স্থানে যে শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, بيضه তাহার সাধারণ অর্থ ডিম। তবে সম্ভবতঃ এই স্থানে ইহা বড় লোক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

হস্তে তিনি শহীদ হন। তাহারা এই ঘটনার তারিখটি নিম্নের অক্ষরগুলিতে নিহিত আবিষ্কার করে ' শহিদ শুদ মুহাম্মদ বৈরাম'' অর্থাৎ মুহম্মদ বৈরাম শহীদ হইলেন।

মির্যা শহরুখ, পিতা মির্যা ইব্রাহীম, পিতা সুলায়মান মির্যা

বদাখশান যখন উযবেকগণের হস্তগত হইল, তখন তিনি বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে আগমন করেন; আর বর্তমানে তিনি পাঁচ হাজারী মনসবদারগণের অন্তর্ভুক্ত এবং মালবের গভর্ণর।

তারদী বেগ খান, জিন্নাত আশিয়ানীর একজন মহা-আমীর ছিলেন। খলিফা-ই-ইলাহীর সিংহাসনারোহণের পর প্রথম বৎসরে, কতিপয় রাজনৈতিক কারণে বৈরাম খানের প্রচেষ্টায় তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করা হয়।

মুনিম খান, খান খানান, জিন্নাত আশিয়ানীর একজন মহা-আমীর এবং কাবুলের গভর্ণর ছিলেন। বৈরাম খানের পর তিনি খান খানান পদে উন্নীত হন; এবং চৌদ্দ বৎসরকাল ধরিয়া তিনি সিপাহসালার (প্রধান সেনাপতি) এবং আমীর-উল-উমরার পদ অলংকৃত করেন। আঃ হিঃ ৯৮২ সনে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

মির্যা রুস্তম, পিতা সুলতান হুসেন মির্যা, পিতা বহরাম মির্যা, পিতা ইসমাইল সফভী

তাহার ভ্রাতার শত্রুতা এবং উযবেকগণের আক্রমণের ফলে তিনি যখন কান্দাহারে থাকিতে অসমর্থ হন, তখন তিনি বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি পদে গৃহীত হন এবং মুলতানের গভর্ণর পদ দ্বারা সম্মানিত হন।

মির্যা খান, খান খানান, বৈরাম খানের যোগ্য পুত্র ছিলেন। গুজরাট বিজয়ের পর, যাহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে, তিনি খান খানান ও সিপাহসালার পদে উন্নীত হন; আর এখন দশ বৎসর ধরিয়া তিনি ঐ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন; এবং প্রচুর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বিজয় লাভ করিয়াছেন। এই মহান লোকের বুদ্ধিমত্তা এবং বিবেচনাবোধ এবং পাণ্ডিত্য এবং উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে কেহ যাহা কিছুই লিখুক না কেন একশতের মধ্যে একটি হইবে, এবং কোন ক্রমেই যথেষ্ট হইবে না। তাহার সার্বজনীন দয়াশীলতা এবং পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রতি তাহার উদারতা এবং ফকিরদের প্রতি তাহার অনুরাগ এবং তাহার কবিত্ব শক্তি বংশানুক্রমিক গুণ।

www.alimaanfoundation.com

বর্তমান সময়ে মানবিক উৎকৃষ্টতায় এবং মহত্ত্বে মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে তিনি অতুলনীয়।

আলী কুলি খান যমান, তিনি শায়বানী উপজাতীয় লোক ছিলেন। জিন্নাত আশিয়ানী হুমায়ুন বাদশাহের চাকুরীতে তিনি আমীর-উল-উমরা পদে উন্নীত হন। খলিফা-ই-ইলাহীর রাজত্বকালে তাহার পদোন্নতি ঘটে এবং তিনি বড় বড় বিজয়লাভ করেন, যাহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার বিদ্রোহ ও নিমকহারামীর জন্য তাহাকে হত্যা করা হয়।

আধম খান, মহান খলিফা-ই-ইলাহীর সঙ্গে তাহার পালক ভ্রাতার সম্পর্ক ছিল এবং তিনি আমীর-উল-উমরা পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; কিন্তু যেহেতু তিনি আতকা খানকে হত্যা করেন, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাকেও হত্যা করা হয়, যাহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

মির্যা শরফউদ্দীন হুসেন ছিলেন খাজা নাসিরুদ্দীন আহরারের এক বংশধর খাজা মুইনের পুত্র। মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরিতে তিনি একজন আমীর পদে উন্নীত হন; এবং মহা-আমীরদের দলভুক্ত হন। দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় তিনি পলায়ন করেন এবং গুজরাট গমন করেন। ৯৮০ সনে যখন মহান খলিফা ই-ইলাহীর প্রথমবার গুজরাট জয় করেন রাজা বহারজী তাহাকে বন্দী করেন এবং বিশের আশ্রয়স্থল দরবারে আনয়ন করেন। বহু দিন ধরিয়া তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পুনরায় সম্রাটের অনুগ্রহ তাহার উপর দিয়া ক্ষমার দাগ টানিয়া দেয় এবং তিনি তাহাকে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। তথায় তিনি পুনরায় কতিপয় অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শামসুদ্দীন মুহম্মদ খান আতকা, তাহার উপাধি ছিল খান উযমা। তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর পালক পিতা ছিলেন। তিনি আমীর এবং ভকিল পদে উন্নীত হন; কিন্তু তিনি আধম খানের হস্তে শহীদত্বের পেয়ালা পান করেন।

মুহম্মদ আজীজ কোকলতাশ, যাহার উপাধি ছিল আযম খান, ছিলেন শামসুদ্দীন মুহম্মদ আতকা খান আযমের পুত্র। তাহার মৃত্যুর পর তাহাকে এই উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয় এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হন। তিনি বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বুদ্ধিমত্তার তীক্ষ্ণতায় এবং স্বভাবের প্রাখর্যে এবং ইতিহাসের জ্ঞানে তাহার কোন সমকক্ষ ছিল না। তিনি গুজরাট হইতে হিজায পরিভ্রমণে গমন করেন এবং বর্তমানে মক্কায় আছেন।[১]

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এই আমীরদের বিবরণ এইখানেই শেষ হইয়াছে; কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে

www.alimaanfoundation.com

খিযর খাজা খান, তিনি কাশ্ঘরের একজন সুলতান ছিলেন। জিন্নাত আশিয়ানীর ভগ্নিকে তাহার নিকট বিবাহ দেওয়া হয়। আমীর-উল-উমরা পদে উন্নীত হইবার পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

বাহাদুর খান, খান যমানের ভ্রাতা; সাহস ও বীরত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একজন আমীর এবং পাঁচ হাজার অশ্বের সেনাপতি পদে উন্নীত হন। বিদ্রোহ করিবার পর তিনি নিহত হন।

মীর মুহম্মদ খান আতকা, খান কলান নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি খান আযমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন; আর গুজরাট পত্তনে আঃ হিঃ ৯৮৩ সনে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।[১]

মুহম্মদ কুলি খান বিরলাস, একজন মহা-আমীর ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ইন্তেকাল করেন।

খান জাহান ছিলেন বৈরাম খানের ভাগিনেয়। খান জাহান উপাধি লাভ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর পাঞ্জাবের আর কয়েক বৎসর বাংলাদেশের শাসনভার লাভ করিয়া সম্মানিত হন; এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আর তিনি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সেনাপতির আমীরদের দলভুক্ত হন; আর আঃ হিঃ ৯৮৬ সনে বাংলাদেশে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাব-উদ্দীন আহমদ খান, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর আমীরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর এই অবস্থায় তিনি প্রচুর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

বহু বৎসর ধরিয়া তিনি গুজরাটের গভর্ণর ছিলেন; আর কিছুকাল ছিলেন মালবের গভর্ণর। আর আঃ হিঃ ৯৯৯ সনে উজ্জয়িনিতে তাহার জীবনের অবসান ঘটে।

তিনি মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে, যাহা প্রায় পঞ্চাশটি পংক্তিতে দেওয়া আছে। ইহা অবশ্যই নিযামুদ্দীন লিখেন নাই, অন্য কেহ লিখিয়াছেন, কারণ নিযামুদ্দীন আঃ হিঃ ১০০৩ সনে ২৩ই সফর (২৮ই অক্টোবর, ১০৯৪ খ্রীঃ) ইন্তেকাল করেন আর আযম খান ১৩ই আষাঢ় এর অর্থাৎ পরবর্তী নভেম্বর মাসের পূর্বে দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। এই বিবরণ এই বলিয়া শুরু করা হয় যে তিনি যখন মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি দাড়ি কামাইয়া ফেলেন, যদিও সম্রাট আকবর বলা সত্ত্বেও পূর্বে তিনি কখনও তাহা করেন নাই। বদাওনীও ইহা সমর্থন করেন এবং বলেন যে তিনি তাহার দাড়ি কামাইয়া আকবর ও আবুল ফযলের শিষ্য হন। কিন্তু এই বিবরণের বাকী অংশটুকুতে বলা হইয়াছে যে তিনি আকবরের অবাধ্য হন এবং তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়া যাওয়া হয় এবং তথায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহা সঠিক নহে। ফলে এই অংশটি অনুবাদ করা হইল না।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে শেষ পংক্তিটির স্থলে নিম্নরূপ আছে; আর শেষ পর্যন্ত পত্তন গুজরাটের যাহা ইতিহাস পুস্তকে নহরওয়ালা নামে পরিচিত, শাসনক্ষমতার সম্মান লাভ করিয়া তিনি আঃ হিঃ ৯৮৩ সনে তথায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

www.alimaanfoundation.com

সইদ খান ছিলেন জাহাঙ্গীর কুলি বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি জিন্নাত আশিয়ানীর স য়ে বাংলাদেশের শাসনভার লাভ করিয়া সম্মানিত হন। সইদ খান এখন বাংলা-দেশের শাসনভার লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি আমীরগণের অন্তর্ভুক্ত।[১]

পীর মুহম্মদ খান, গোড়াতে তিনি একজন ছাত্র ছিলেন; কিন্তু বৈরাম খানের প্রভাবে তিনি আমীরপদে উন্নীত হন। তিনি যখন মালবের গভর্ণর ছিলেন সেই সময়ে তিনি বুরহানপুর আক্রমণ করেন এবং ঐ দেশের অধিকাংশ শহর ও লোকদের বিধ্বস্ত করেন। ঐ দেশের শাসনকর্তার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তিনি সহসা পরাজিত হন এবং পলায়নের সময় তিনি নর্মদা নদীতে ঝাপাইয়া পড়েন এবং ধ্বংসের সমুদ্রে ডুবিয়া যান, যাহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

রাজা বেহার মল ছিলেন অম্বর দেশের রাজা। নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আড়ম্বরের শুরুতেই নিজেকে তাহার অনুরক্ত সমর্থকগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন এবং একজন মহা আমীরে উন্নীত হন। তিনি আগ্রাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজা ভগবান দাস উপরোক্ত রাজা বেহার মলের পুত্র। পাঁচ সহস্র অশ্বা-রোহীর সেনাপতি দলের আমীরের অন্তর্ভুক্ত হন। আঃ হিঃ ৯৯৬ সনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজা মানসিংহ ছিলেন রাজা ভগবান দাসের পুত্র। তিনি বহু কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে তিনি একজন পাচঁ হাজারী মনসবদারের অন্তর্ভুক্ত এবং বিহার দেশের গভর্ণর।

---

১. যে পাণ্ডুলিপিটিতে আযম খান সম্বন্ধে সংযোজন সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই পাণ্ডুলিপিটিতেই এক সংযোজিত অংশ পরে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ইহা হালাইনের বিবরণ। ইহাতে আছে যে আকবরের রোগশয্যায় থাকাকালীন সময়ে একদিকে মানসিংহ আযম খান শাহযাদা খসরুর (শাহ-যাদা সলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র) এবং অন্যান্য আমীর ও সরদারগণ শাহযাদা সলিমের পক্ষাবলম্বন করেন। ইহা সত্য যে মানসিংহ (যিনি খসরুর মামা ছিলেন) এবং আযম খান (খসরু তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন) খসরুকে সিংহাসনে আকবরের উত্তরাধিকারী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর শেষ পর্যন্ত সলিমের উত্তরাধিকারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, আর মানসিংহ এবং আযম খান তাহাদের প্রচেষ্টার অসুবিধাসমূহ বুঝিতে পারেন এবং এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এই অংশে দেওয়া আছে যে সইদ খান এবং শেখ ফরিদ বখতি শাহযাদা সলিমের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেহেতু আকবরের রোগ এবং ইন্তেকাল ঘটে ১৬০৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে আর নিযামুদ্দীনের ইন্তেকাল ঘটে ১৫৯৪ খ্রীঃ। তিনি ইহা লিখিতে পারেন না, ইহা অন্য কেহ সংযোজন করিয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

আবদুল মজিদ আসফ খান[১] ছিলেন এক হস্তলিখন বিশারদ এবং অঙ্ক বিদ। ক্রমাগ্বয়ে তিনি একজন আমীর পদে উন্নীত হন। প্রভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহার কার্যাবলী এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যে তাহার অনুচরের সংখ্যা ছিল বিশ সহস্র অশ্বারোহী। তাহার ইতিহাস যথাস্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সিকান্দর খান উযবেক[২] ছিলেন একজন মহা আমীর। তিনি খান যমানের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং পুনরায় সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করেন; এবং আঃ হিঃ ৯৮০ সনে ইন্তেকাল করেন।

আবদুল্লা খান উযবেক ছিলেন একজন মহা-আমীর। তাহার মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হইলে তিনি মালবে গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তথা হইতে গুজরাটে গমন করেন এবং তথাকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং ইন্তেকাল করেন।

কিয়া খান গঙ্গ[৩] ছিলেন একজন মহা-আমীর। তিনি আঃ হিঃ ৯৮৪ সনে বাংলাদেশে ইন্তেকাল করেন।

ইউসুফ মুহম্মদ খান ছিলেন আযম খান কোকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং খান-ই আযমের পুত্র। কর্মজীবনের প্রারম্ভেই অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে ইন্তেকাল করেন।

যইন খান কোকা ছিলেন পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর একজন আমীর। বীরত্ব এবং অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলীতে তিনি এই যুগের অন্যান্য লোকদের চেয়ে উন্নত ছিলেন। বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান এবং সকল উৎকৃষ্টতায় তিনি অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।[৪]

শুজা'ত খান ছিলেন তারদী বেগ খানের ভগ্নীর পুত্র এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত একজন আমীর। তিনি মালবের গভর্ণর ছিলেন। আঃ হিঃ ৯৯৬ সনে তিনি তাহার নিজের ভৃত্যদের হস্তে শহীদ হন।

শাহ বিদাঘ খান ছিলেন জিন্নাত আশিয়ানীর একজন আমীর। এই সম্রাটের আমলেও তিনি আমীর-উল-উমরা পদে উন্নীত হন এবং মালবের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন এবং তথায় ইন্তেকাল করেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নামের পূর্বে খাজা যোগ করা আছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে ইসকান্দর খান, উযবেক রাজাদের এক বংশধর।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে যুক্ত আছে 'রুস্তমের ন্যায় সাহসিকতা প্রদর্শনকারী বীরদের অন্যতম।"

৪. যে পাণ্ডুলিপিতে আযম খান এবং যইদ খান সম্বন্ধে নিযামুদ্দীনের পরবর্তীকালের সংযোজন আছে, তাহাতে এই স্থানেও সেরূপ সংযোজন করা আছে। ইহা লেখকের লেখা নয়, অন্য কেহ তাহার পরে ইহা ঐ স্থানে বসাইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

ইব্রাহীম খান উযবক[1] ছিলেন একজন চার সহস্র অশ্বারোহীর পদের অধিষ্ঠিত আমীর এবং বর্তমানে মৃত।

তরসুন মুহম্মদ খান, পূর্বে বৈরাম খানের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং পরে পাঁচসহস্র অশ্বারোহীর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত একজন আমীরে উন্নীত হন এবং আঃ হিঃ ৯৯২ সনে বাংলাদেশে ইন্তেকাল করেন।

উযির খান ছিলেন আবদুল মজিদ আসফ খানের ভ্রাতা। তিনি উযির উপাধি এবং উযির পদ লাভ করেন এবং পাঁচ হাজারী মনসবদারে উন্নীত হন; আর আঃ হিঃ ৯৯৫ সনে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

মুহম্মদ মুরাদ খান[2] ছিলেন একজন মহা আমীর এবং বহু কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ইন্তেকাল করেন।

আশরাফ খান মীর মুন্সি ছিলেন এই যুগের একজন অতি পণ্ডিত ব্যক্তি। এই যুগের অন্যতম লোকটির নাম ছিল মুহম্মদ আসঘর আর তিনি ছিলেন একজন আরব শাহী সৈয়দ। তিনি সাত প্রকারের বিভিন্ন লেখা লিখিতে পারিতেন এবং একজন মহা আমীর ছিলেন।

মাহদী কাসিম খান[3] ছিলেন মহা-আমীরদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং পাঁচ হাজারী মসনবের আমীরগণের জির্গার সামিল ছিলেন। বহু কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি ইন্তেকাল করেন।

মুহম্মদ কাসিম খান নিশাপুরী ছিলেন নিশাপুরের একজন সৈয়দ। নিশাপুরেও তিনি একজন আমীর ছিলেন। উযবেকগণের দুর্ঘটনার সময় তিনি ঐ দেশ হইতে পলায়ন করেন এবং হিন্দুস্তানে আগমন করেন। তিনি কিছুকাল মুলতানের গভর্ণর ছিলেন এবং পরে বহু দিন ধরিয়া তিনি মালবের গভর্ণর থাকিবার সম্মান লাভ করেন এবং ঐ স্থানেই ইন্তেকাল করেন।

খাজা সুলতান আলীর[4] উপাধি ছিল আফযাল খান। তিনি জিন্নাত আশিয়ানীর একজন উযির ছিলেন আর মহান খলিফা ই ইলাহী তাহাকে আফযাল খান উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম লেখা হইয়াছে ইব্রাহিম খান-ই-শাহবানী এবং আড়াইহাজারী মনসবদারের শ্রেণীতে দেখান আছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে মুরাদ খান।

৩. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে চার হাজারী মনসবদারদের শ্রেণীভুক্ত দেখান হইয়াছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম ভুল দেওয়া হইয়াছে, ইহা লিখিয়াছে মুতাবিদ কাসিম খান আর অন্য একটিতে দেওয়া আছে মুহম্মদী কাসিম খান। আর একটিতে সঠিক নামটিই দেওয়া আছে।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে যোগ করা আছে "তুরবতের।"

www.alimaanfoundation.com

রাজা তোডরমল ছিলেন ক্ষত্রি ও লেখক সম্প্রদায়ের লোক এবং মুযাফফর খানের সাহায্যে উযির পর্যায়ে উন্নীত হন, আর সাত বৎসরকাল তিনি ভারপ্রাপ্ত উযির ছিলেন; আর চার হাজারী মনসবদার ছিলেন। আঃ হিঃ ৯৯৬ সনে তাহার মৃত্যু হয়।[১]

মির্যা কুলি খান[২] হায়দার মুহাম্মদ খানের ভ্রাতা; একজন মহা-আমীর ছিলেন।

মুযাফফর খান, তাহার আদি নাম ছিল মুযাফফর আলী; তিনি তুরবাতের একজন হস্তলিখন বিশারদ ছিলেন। তিনি সাত বৎসরকাল একজন ভারপ্রাপ্ত উযিরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি একজন আমীর-উল-উমরা পদে উন্নীত হন। বাংলাদেশে কাকশালদের বিদ্রোহের দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হন, যাহা যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হায়দার মুহম্মদ খান জিন্নাত আশিয়ানীর একজন আমীর ছিলেন। মহান খলিফা-ই ইলাহীর চাকুরীতে নিযুক্ত মহা-আমীরগণের দলভুক্ত ছিলেন।

শাহাম খান জলাইর ছিলেন এই বংশের একজন পুরাতন আমীর এবং দুই সহস্র অশ্বারোহীর সৈন্যাধ্যক্ষ পদাভিষিক্ত ছিলেন।

ইসমাইল সুলতান দুলদী[৩] জিন্নাত আশিয়ানীর একজন আমীর ছিলেন। আর এই রাজত্বকালেও একজন আমীর পদে উন্নীত হন।

মুহাম্মদ খান জলাইর[৪] ছিলেন একজন পুরাতন আমীর। কয়েক বৎসর হইতে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং পাগল হইয়া যান।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে দেওয়া তাবাকাতে উল্লেখিত আমীরগণের তালিকায়, তাবাকাত অনুযায়ী চার হাজারী মনসবদার আর আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী সাড়ে চার হাজারী মনসবদার মির্যা ইউসুফ খান রযভীর নাম দেওয়া আছে রাজা তোডরমল এবং কুলিজ খানের মধ্যে। কিন্তু তাবাকাতের পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা কুতবুদ্দীন মুহম্মদ খান এবং মুহিব আলী খান, মীর খলিফার নামের মধ্যে দেওয়া আছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহার উল্লেখ আছে কিন্তু আমীরগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত দেখান হয় নাই। মিঃ ব্লকম্যান আইন-ই-আকবরীর ইংরাজীর অনুবাদের এক টিকায় বলেন যে কেন যে আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম এবং তাহার পুত্রের নাম আমীরদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

৩. সম্ভবতঃ আইন-ই-আকবরীতে যে ইসমাইল খান দুলদীর উল্লেখ দেখা যায় তিনি আর এই পুস্তকে উল্লেখিত ইসমাইল সুলতান দুলদী একই ব্যক্তি।

৪. আইন-ই-আকবরীতে শাহাম খান জলাইরের বিবরণে তাহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু আমীরগণের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

www.alimaanfoundation.com

খান আলম হমদম কোকার পুত্র, দুই হাজারী মনসবদার ছিলেন এবং তাহার সমকক্ষগণের মধ্যে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং কবিতা-রচনায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

কুতবক উদ্দীন মুহম্মদ খান[১] ছিলেন খানে আযম আতকা খানের ভ্রাতা, বেগলার বেগী এবং আমীর-উল-উমরা পদ অধিকার করিয়াছিলেন। পাঁচ সহস্র অনুচর ছিল। তিনি গুজরাটের বরোদায় সুলতান মুযাফফর গুজরাটির হস্তে শহীদ হন, যাহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

মির্যা ইউসুফ খান ছিলেন একজন রিযভী সৈয়দ। চার হাজারী মনসবদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্তমানে কাশ্মীরের শাসনভার তাহার উপর ন্যস্ত।

মুহিব আলী খান, মীর খলিফা ছিলেন বাবর বাদশার ভকিল-উস-সুলতানাত মীর খলিফার পুত্র। প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন এবং উৎকৃষ্টতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভক্কর জয় করেন। চার হাজারী মনসবদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি যখন দিল্লীর গভর্ণর ছিলেন, সেই সময় আঃ হিঃ ৯৯৯ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কুলিজ খান, যে সব আমীর বহু দিন রাষ্ট্রের চাকুরী করিয়াছেন, তিনি তাহাদের মধ্য অন্যতম, বর্তমানে উযির পদে অধিকৃত আছেন, আর তিনি একজন চার হাজারী মনসবদার।

মুহাম্মদ সাদিক খান[২] জীবনের প্রথম দিক হইতেই তিনি মহান খলিফা-ই ইলাহীর চাকুরী করিতেছেন। তিনি একজন চার হাজারী মনসবওয়ালা আমীর। তিনি চাকুরীতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বর্তমানে তিনি শাহ মুরাদের ভকিল পদে নিযুক্ত হইয়া সম্মানিত হইয়াছেন।

মির্যা জানি বেগ খান পূর্বে থাঠার শাসনকর্তা ছিলেন। বর্তমানে তিনি একজন চার হাজারী মনসবদার। যথাস্থানে তাহার এক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

ইসমাইল কুলি খান, খান জাহানের ভ্রাতা। তিনি তিন হাজারী আমীরগণের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

ইতমাদ খান গুজরাটি ছিলেন সুলতান বাহাদুর এবং সুলতান মাহমুদ গুজরাটির একজন মহা-আমীর। গুজরাট বিজয়ের পর তিনি দরবারের একজন অনুগত

১. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে কুতবুদ্দীন খান।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে হিরাতের বাকিরের পুত্র সাদিক খান।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইসমাইল কুলি খান এবং ইতমাদ খান ব্যাপারটির মধ্যে নিম্নরূপ দেওয়া আছে, "ইউসুফ খান কোকা, যইন খান কোকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সাহস ও বীরত্বের অধিকারী। গুজরাটের যুদ্ধে তিনি যখন বিজয়ী রেকাবের খেদমত করিতেছিলেন তখন শহীদ হন।

www.alimaanfoundation.com

ভৃত্য হন এবং সম্রাটের বিশ্বাস অর্জন করেন এবং একজন চার হাজার অশ্বারোহীর আমীর পদে উন্নীত হন এবং আঃ হিঃ ৯৯৫ সনে ইন্তেকাল করেন।

রায় রায় সিংহ[১] ছিলেন বিকানীর ও নাগোরের রাজা এবং চার হাজার অশ্বারোহীর একজন আমীর।

শরীফ মুহম্মদ খান[২] ছিলেন খান আজম আতকার ভ্রাতা। তিনি আমীর দলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহার জন্মস্থান গযনীনের শাসনভার লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন।

শাহ ফখর উদ্দীন[৩] নকাবত খান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিন হাজার অশ্বারোহীর আমীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আঃ হিঃ ৯৮৬ সনে গুজরাটে ইন্তেকাল করেন।

হাবীব আলী খান পূর্বে বৈরাম খানের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং আঃ হিঃ ৯৮০ সনে ইন্তেকাল করেন।

শাহ কুলি খান মাহরাম[৪] পূর্বে বৈরাম খানের একজন কর্মচারী ছিলেন; আর প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া তিন হাজার অশ্বারোহীর আমীরদের তালিকাভুক্ত হইয়া আছেন; সাহস ও বীরত্বের অধিকারী; আর দরবারের একজন আমীর পদে উন্নীত হইয়া, বর্তমানে রাজধানী আগ্রা শহরের শাসনভার লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন।

মুহিব আলী খান রোহটাসী[৫], যেহেতু তিনি বহু বৎসর রোহটাসের শাসন-কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাই তাহাকে রোহটাসী বলা হয়। চার হাজার অশ্বারোহীর এক জন আমীর ছিলেন এবং সাহস ও বীরত্বের জন্য বিশিষ্টতা লাভ করেন। আঃ হিঃ ৯৯৬ সনে ইন্তেকাল করেন।[৬]

মুইনুদ্দীন আহমদ খান[৭] কয়েক বৎসরের জন্য মীর-ই সামান ছিলেন।

ইতমাদ খান খাজা সরাই, সলিম খানের একজন আমীর ছিলেন। তাহাকে যখন সাম্রাজ্যের সমর্থকগণের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন তিনি একজন আমীর পর্যায়ে

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে রাজা রায়সিংহ।
২. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে শরীফ খান।
৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম লিখা আছে শাহ ফখরুদ্দীন খান।
৪. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে শাহ কুলি মাহরাম-ই-বহারলু।
৫. আইন-ই আকবরীতে আবুল ফজল তাহাকে আমীরদের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।
৬. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে আছে 'কাশ্মীরে।'
৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'খুরাসানের অধিবাসী।' আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লেখা হইয়াছে মুইন উদ্দীন (আহমদ) খান-ই-ফরনখুদী।

www.alimaanfoundation.com

উন্নীত হন এবং ভক্করের গভর্ণর নিযুক্ত হন। আঃ হিঃ ৯৮৫ সনে তিনি তাহার ভৃত্যগণ কর্তৃক নিহত হন।

দসতম খান[1] তাহার যৌবনকাল হইতেই মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন। আঃ হিঃ ৯৯০ সনে রণথম্ভোরের সন্নিকটে, দরবার হইতে পলাতক কতিপয় রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন।

কামাল খান গক্‌খর[2] সুলতান সারং এর পুত্র আর সুলতান সারং ছিলেন আদম গক্‌খরের ভ্রাতা। পাঁচ হাজারী মনসবদারদের দলভুক্ত ছিলেন। সাহস ও উদারতায় তিনি এই যুগের লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আঃ হিঃ ৯৭২ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাহির খান মীর-ই ফরাঘত জিন্নাত আশিয়ানীর একজন আমীর ছিলেন, এবং এই দরবারে দুই হাজারী মনসবদারে উন্নীত হইবার পর ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ হামিদ বুখারী, গুজরাটে সম্রাটের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং একজন দুই হাজার অশ্বারোহীর আমীর পদে উন্নীত হন এবং পুরশুরে আফঘানদের সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন।

সৈয়দ মাহমুদ খান[3] গঙ্গা ও যমুনার দোয়াবের অন্তর্গত সম্বল পরগণার[4] নিকটে বারহা এবং বারা নামক দুইটি গ্রাম আছে। তিনি একটি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং তাহার বহু অনুচর ছিল। সাহস ও বীরত্বের জন্য ভারতের লোকদের মধ্যে তাহার প্রভূত খ্যাতি ছিল। সম্রাটের চাকুরীতে ইনি চারি সহস্রের মনসবদারী পদে উন্নীত হন। তিনি আঃ হিঃ ৯৮২ সনে ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ আহমদ খান বারহা[5] সৈয়দ মাহমুদ বারহার ভ্রাতা ছিলেন। আমীর পদাভিষিক্ত ছিলেন এবং তাহার সাহসের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আঃ হিঃ ৯৮৫ সনে ইন্তেকাল করেন।

করা বাহাদুর খান[6] ছিলেন মহা-আমীরদের একজন এবং চারি সহস্র অশ্বারোহীর পদাভিষিক্ত আমীর ছিলেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে বলা হইয়াছে মীর রুস্তম খান, আর একটিতে বলা হইয়াছে দসতম খান। আইন-ই-আকবরীতে দসতম খান বলা হইয়াছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে আমীরদের তালিকায় তাহার নাম স্থান পায় নাই। প্রসঙ্গক্রমে তাহার নাম কামাল খান ঘকখররূপে উল্লেখিত আছে।

৩. আইন-ই-আকবরীতে বলা হইয়াছে বারহার সৈয়দ মাহমুদ (কুন্দলীওয়াল)।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে সম্বল পরগণার পরিবর্তে দেওয়া আছে "পরগণা মিরাট ও নৌক্রহরি" ইত্যাদি।

৫. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বারহার সৈয়দ আহমদ বলা হইয়াছে।

৬. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লিখা আছে করা বাহাদুর। খান দেওয়া নাই।

www.alimaanfoundation.com

বাকী মুহম্মদ খান কোকা[১] ছিলেন আধম খান কোকার ভ্রাতা। চারি সহস্র অশ্বের আমীর দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আঃ হিঃ ৯৯২ সনে ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ মুহম্মদ মীর-ঈ-আদল (বা প্রধান বিচারক) ছিলেন ভারতের একজন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আমরোহা শহরের আদি বাসিন্দা। প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হন এবং ভক্করের শাসনভার লাভ করিয়া সম্মানিত হন এবং তথায় জীবনলীলা সাঙ্গ করেন।

মাসুম খান ফরণখুদি ছিলেন মুইন উদ্দীন আহমদ খান এবং দুই হাজার অশ্বের একজন আমীর। ইহার সম্বন্ধে যথাস্থানে এক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

নৌরঙ্গ খান[২] ছিলেন কুতবুদ্দীন খান আতকার পুত্র। চারি সহস্র অশ্বের একজন আমীর। বর্তমানে জুনাগড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত আছেন।

শাহ মুহম্মদ খান আতকা[৩] ছিলেন খান আযম শামস উদ্দীন হুসেন আতকার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; দুই সহস্র অশ্বের আমীরগণের দলভুক্ত; আর আঃ হিঃ ৯৯৭ সনে ইন্তেকাল করেন।

মতলব খান[৪] ছিলেন শাহ বিদাঘ খানের পুত্র। দুই সহস্র অশ্বারোহীর আমীর পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আঃ হিঃ ৯৯৭ সনে ইন্তেকাল করেন।

শেখ ইব্রাহীম[৫] ছিলেন শেখ সলিম সিক্রিওয়ালের ভাগিনেয় এবং জামাতা। দুই সহস্র অশ্বের আমীরদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আলীকুলি খান ইন্দরাবী[৬] দুই সহস্র অশ্বের আমীর পদে উন্নীত হইবার পর ইন্তেকাল করেন।

তোলক খান কুচিন[৭], ইনি একজন আমীর ছিলেন এবং বহু দিন সম্রাটের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং দুই সহস্র অশ্বের মর্যাদার আমীরগণের দলভুক্ত ছিলেন।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম দেওয়া আছে বাকী খান, আর বলা হইয়াছে যে তাহার পূর্ণ নাম বাকী খান কোকা।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহার উল্লেখ আছে কিন্তু আমীরদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ করা হয় নাই। শামসুদ্দীন মুহম্মদ খান আতকার তিন ভ্রাতা ও দুই পুত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু ইনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

৪. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে আবদুল মতলব খান। তবাকাতেরও বিভিন্ন স্থানে তাহাকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

৫. আইন-ই-আকবরীতে তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "ফতেপুর সিক্রির শেখ সলিমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শেখ মুসার পুত্র। তবাকাতে তাহাকে বলা হইয়াছে শেখ সলিমের ভগ্নীর পুত্র।

৬. ইন্দরাব দক্ষিণ কুন্দুজের একটি শহর।

৭. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লিখা হইয়াছে তোলাক খান কুচিন।

www.alimaanfoundation.com

শাহ বেগ খান কাবুলী[১] পূর্বে মির্যা মুহম্মদ হাকিমের একজন কর্মচারী ছিলেন ; আর শেষোক্ত ব্যক্তির ইন্তেকালের পর সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত কার্য সম্পাদন করেন এবং বর্তমানে তিন সহস্র অশ্বের আমীরগণের অন্তর্ভুক্ত।

ফত্তু আফঘান[২] ছিলেন সলিম খানের একজন আমীর। সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া দুই সহস্র অশ্বের আমীর পদে উন্নতি লাভ করিয়া ইন্তেকাল করেন।

বাবু মানকলি একজন আফঘান উপজাতীয় লোক এবং বর্তমানে এক সহস্র অশ্বের একজন আমীর।

ফতেহ খান ফিলবান[৩] কম বয়সের সময় তিনি সম্রাটের একজন ফিলবান (মাহুত) ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একজন আমীর পর্যায়ে উন্নীত হন এবং দুই সহস্র অশ্বের আমীর ছিলেন। আঃ হিঃ ৯৯০ সনে ইন্তেকাল করেন।

সমাজী খান মঘুল[৪] ছিলেন দুই সহস্র অশ্বের আমীরদের দলভুক্ত।

দারভিশ মুহম্মদ উযবেক, গোড়ার দিকে তিনি বৈরাম খানের একজন কর্মচারী ছিলেন। এক সহস্র অশ্বের আমীর পদে উন্নীত হইবার পর ইন্তেকাল করেন।

শাহবায খান কম্বু দুই সহস্র অশ্বের একজন আমীর আর বর্তমানে মালবের গভর্ণর এবং সেনাবাহিনীর কর্মী।

খাজা জাহান, তাহার নাম ছিল আমীরউদ্দীন মাহমুদ। তিনি ছিলেন খুরাসানের অধিবাসী আর কয়েক বৎসরের জন্য তিনি ছিলেন স্থায়ী ভকিল এবং বহু উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদনের পর আঃ হিঃ ৯৮৩ সনে[৫] ইন্তেকাল করেন।

মজনুন খান কাকশাল একজন মহা-আমীর ছিলেন এবং তাহার পাঁচ সহস্র অনুচর ছিল।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লিখা আছে শাহ বেগ খান। বলা হইয়াছে যে কখনও কখনও তাহাকে বেগ খানও বলা হইত আবার কখনও বলা হইত শাহ বেগ খান আরবুন : আর জাহাঙ্গীরের অধীনে তিনি খান দৌরান উপাধি লাভ করেন।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে সামান্য পার্থক্য আছে। ফতু খান বা ফতেহ খান আইন-ই-আকবরীতে কয়েকবারই উল্লেখিত হইয়াছে ; আর বলা হইয়াছে যে তাহার উপাধি ছিল মসনদ-ই-আলী। কিন্তু আবুল ফযলের তালিকায় তাহাকে আমীররূপে দেখান হয় নাই, কিন্তু তাহার পুত্র রহমত খানকে একজন আমীররূপে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

৩. আবুল ফযলের আমীরগণের তালিকায় ইহার নাম নাই। তবে ফতেহ খান নামে একজনের উল্লেখ আছে। তিনি চিতা বাঘের তত্ত্বাবধায়ক (চিতাবান) ছিলেন।

৪. আবুল ফযলের আমীরদের দুইজন সমানজী খানের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইনিই ঐ তালিকার দুইজনের মধ্যে শেষোক্ত জন হইবেন।

৫. ইহার মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। একটি পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে 'নিকো খোয়াই-ই-মরদুম এই কথাগুলির মধ্যে তাহার মৃত্যুর তারিখ নিহিত আছে।'

www.alimaanfoundation.com

মুহম্মদ কাসিম খান মীর বহর[১] এই বংশের একজন প্রাচীন আমীর; আর এখন তিন সহস্র অশ্বের একজন আমীর এবং কাবুলের শাসনকর্তা।

মুযাফ্ফর হুসেন মির্যা ছিলেন ইব্রাহীম হুসেন মির্যার পুত্র এবং কামরান মির্যার কণ্যার ছেলে। ইহার সম্বন্ধে এক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে বন্দী করিবার পর এবং বহু দিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার পর, সম্রাটের স্বাভাবিক আকর্ষণের ফলে তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করেন এবং এক আত্মীয়তা করিয়া তাহার শিরে সর্বোচ্চ বেহেশতের মর্যাদা দান করেন। বর্তমানে তিনি এক সহস্র অশ্বের একজন আমীর আর তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখা হইয়া থাকে।

রাজা জগন্নাথ, বিহারীমলের পুত্র এবং তিন সহস্র অশ্বের আমীর।

রাজা অসকরণ[২] একজন তিন সহস্র অশ্বের আমীর।

রাজা লোনকরণ[৩] একজন দুই সহস্র অশ্বের আমীর এবং আঃ হিঃ ৯৯১ সনে ইন্তেকাল করেন।

মাধো সিংহ, রাজা মানসিংহের ভ্রাতা, দুই সহস্র অশ্বের একজন আমীর।[৪]

ঘিয়াসউদ্দীন আলী আসফ খান[৫] ছিলেন কাযউইনের অধিবাসী। কয়েক বৎসর বক্সীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। আঃ হিঃ ৯৮৯ সনে গুজরাটে ইন্তেকাল করেন।

পায়ইয়ান্দা খান মঘুল, একজন দুই হাজার অশ্বের আমীর এবং ঘোরাঘাট দেশের গভর্ণর।

মুবারক খান, কামাল খান গক্খরের পুত্র—এক সহস্র অশ্বের আমীর।

বায বাহাদুর আফঘান, তিনি চারি বৎসরকাল মালব শাসন করিয়াছিলেন এবং সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজ নামে খোৎবা পাঠ ও সিক্কা (মুদ্রা) প্রচলন করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং একজন দুই হাজার অশ্বের আমীর পদে উন্নীত হইবার পর ইন্তেকাল করেন।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে কাসিম খান মীর বহর চমন আরাই খুরাসান।

২. আইন-ই-আকবরীর কয়েক স্থানেই তাহার উল্লেখ আছে, কিন্তু আমীরগণের তালিকায় তাহার নাম নাই।

৩. আইন-ই-আকবরীর কয়েক স্থানেই তাহার উল্লেখ আছে, কিন্তু আবুল ফযলের আমীরগণের তালিকায় তাহার নাম দেওয়া নাই।

৪. আইন-ই-আকবরীতে মিঃ ব্লকম্যান তবাকাতে উল্লেখিত আমীরগণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে মাধো সিংহ এবং ঘিয়াসউদ্দীন আলী আসফ খান এর মধ্যে সইফ খান কোকার নাম দেওয়া আছে। কিন্তু কোন পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম পাওয়া যায় নাই।

৫. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লিখা হইয়াছে খান ঘিয়াস উদ্দীন (আলী খান, আসফ খান নয়) কাযউইনের অধিবাসী।

www.alimaanfoundation.com

মীরক খান জংজং[১] যেসব আমীর বহু বৎসর এই বংশের চাকুরী করিয়াছে ইনি তাহাদের একজন। তিনি আঃ হিঃ ৯৭৫ সনে ইন্তেকাল করেন।

তারদী খান[২] কিয়া খান গঙ্গ-এর পুত্র। দুই হাজার অশ্বের আমীর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সৈয়দ কাসিম, সৈয়দ মাহমুদ খান বারহার পুত্র: একজন দুই হাজার অশ্বের আমীর এবং সাহস ও বীরত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; আর বর্তমানে পত্তন-ই-গুজরাটের গভর্ণর নিযুক্ত আছেন।

রাজা খানগার[৩] ও একজন দুই হাজার অশ্বের আমীর শ্রেণীভুক্ত।

মুহম্মদ হুসেন[৪] ইহার উপাধি ছিল লশকর খান। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি বিশ্বের আশ্রয়স্থল দরবারের বক্সী নিযুক্ত ছিলেন; আর (পরবর্তীকালে) একজন আমীর পদে উন্নীত হইয়া এক সহস্র অনুচর রাখেন। আঃ হিঃ ৯৮৩ সনে খান খানান মুনিম খান দাউদ আফঘানের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেন তাহাতে ইনি আহত হন এবং দুর্বলতার শয্যায় শায়িত থাকেন; আর ঐ ক্ষতের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া ইন্তেকাল করেন।

হুসেন খান টুক্রিয়া[৫] লোকেরা তাহাকে বলে টুক্রিয়া, এই কারণে যে তিনি যখন লাহোরের গভর্ণর ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি নির্দেশ দান করেন যে হিন্দুগণ তাহাদের পোশাকের গলার নিকটে এক টুকরা কাপড় সেলাই করিয়া রাখিবেন, আর যেহেতু হিন্দি ভাষায় ইহাকে টুকরা বলা হয়, সেইজন্য ইনি টুক্রিয়া

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে, কিন্তু আবুল ফজল আমীরগণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে ইহার নাম নাই।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে, আমীরদের তালিকায় তাহার নাম নাই।

৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে, কিন্তু আমীরদের তালিকায় ইহার নাম নাই।

৪. আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে লশকর খান, মুহম্মদ হুসেন, খুরাসানের।

৫. আকবরের সময়ের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার এবং মীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজীর জীবনালেখ্যই শুধু ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে, আর কাহারো দেওয়া হয় নাই। এক টীকায় বলা হইয়াছে যে এই দুইটি বিবরণই ১৮৮৯ সনের সংস্করণে দেওয়া ছিল। যে পাণ্ডুলিপিতে আযম খান এবং আরও এক দুইজনের জীবনীতে লেখকের পরবর্তীকালের সংযোজন আছে, সেই পাণ্ডুলিপিটিতে ইহার সম্বন্ধে কিছু সংযোজন আছে যাহা অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নাই। ইহা এইরূপ দানশীলতা এবং সহনশীলতা এবং দয়া এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে তিনি তাহার সঙ্গী ও সমকক্ষদের চেয়ে উন্নত স্তরের ছিলেন, আর সৈয়দ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তিনি সীমা ছাড়াইয়া যাইতেন।' এই পাণ্ডুলিপিতেই 'জামাতা' শব্দটির পর দেওয়া আছে ''এবং ভাগিনেয়।' অর্থাৎ ইনি মাহদী কাসিম খানের ভাগিনেয় এবং জামাতা ছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

নামে সুবিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইনি মাহদী কাসিম খানের জামাতা ছিলেন এবং দুই সহস্র অশ্বের আমীর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আঃ হিঃ ৯৮১ সনে ইনি ইন্তেকাল করেন।

জালাল খান এবং সইদ খান গক্‌খর[১], বর্তমানে ইহারা উভয়েই দেড় হাজার অশ্বের আমীর।

ইতবার খান খাজা সরাই (খোজা), জিন্নাত আশিয়ানীর একজন পুরাতন খিদমতগার। দুই হাজার অশ্বের আমীর পর্যায়ে উন্নীত হইবার পর দিল্লীর গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় ইনি ইন্তেকাল করেন।

খাজা তাহির মুহম্মদ, ইহার উপাধি ছিল তাতার খান। বহু দিন ধরিয়া তিনি একজন উযির ছিলেন এবং আমীর পর্যায়ে উন্নীত হইয়া আঃ হিঃ ৯৮৫ সনে দিল্লী গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় জীবনলীলা সাঙ্গ করেন।

মোতা রাজা[২] দেড় হাজার অশ্বের একজন আমীর। ইনি যোধপুরের শাসনকর্তা।

মিহতার খান খাসা খাইল[৩] দেড় হাজার অশ্বের একজন আমীর।

ফরহাত খান খাসা খাইল[৪] দুই হাজার অশ্বের একজন আমীর ছিলেন।

সফদর খান খাসা খাইল[৫] দুই হাজার অশ্বের একজন আমীর ছিলেন।

বাহাদুর খান[৬] (একটি পাণ্ডুলিপিতে), **বাহার খান** (অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে), **পাহার খান** (আর একটি পাণ্ডুলিপিতে) **খাসা খাইল**, একজন দুই হাজার অশ্বের আমীর ছিলেন।

রায় রায় সাল কাচওয়াহা[৭] দুই হাজার অশ্বের আমীর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে বহুবার ইহাদের উল্লেখ আছে, কিন্তু শেষোক্ত জনের নাম আবুল ফযলের দেওয়া আমীরদের তালিকাতে নাই।

২. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে উদয় সিংহ মোতা রাজা, রায় মালদেও-এর পুত্র।

৩. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মেহতার খান, আনিস উদ্দীন, হুমায়ুনের একজন খিদমতগার।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম মেহতার খানের পরেই আছে, কিন্তু অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে বাহাদুর খান আর বাহার খানের নামের পর। আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম লিখা হইয়াছে ফরহাত খান মেহতার সকাই, হুমায়ুনের ভৃত্য।

৫. আইন-ই-আকবরীতে আমীরদের তালিকায় ইহার নাম নাই।

৬. আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম লিখা হইয়াছে বাহার খান মুহম্মদ আসগর। হুমায়ুনের একজন ভৃত্য ছিলেন।

৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে ফরহাত খানের পরই ইহার নাম দেওয়া আছে, আর একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে সফদর খানের পর এবং অন্য একটিতে আছে বাহার খান বা পাহাড় খানের নামের পর। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে রায় রায় সাল দরবারি শায়খাওয়াত (শায়খাওয়াতগণ কাচওয়াহা রাজপুতগণের একটি শাখা, অপর শাখাটি হইল রাজাওয়াতগণ)।

www.alimaanfoundation.com

জাফর বেগ[১] ছিলেন ঘিয়াসউদ্দীন আলী আসফ খানের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আসফ খান উপাধি লাভ করেন এবং দুই সহস্র অশ্বের একজন বক্সী ছিলেন।

রাজা রূপসী বৈরাগী[২] দেড় হাজার অশ্বের আমীরপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ফাযিল খান[৩] ছিলেন মীর মুহম্মদ খান আতকার পুত্র। দেড় হাজার অশ্বের আমীরদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; আর যখন গুজরাটিগণ আযম খানকে অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন এক দিন তিনি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হন।

শাহ কুলি নারনজী[৪] এক সহস্র অশ্বের আমীরদের অন্তর্ভুক্ত।

শেখ মুহম্মদ বুখারী[৫] দুই সহস্র অশ্বের আমীর পদে উন্নীত হইয়াছেন। আঃ হিঃ ৯৮০ সনে ইনি শির খান ফুলাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহীদ হন।

লাল খান বদাখশানী[৬] ছিলেন একজন মহা-আমীর।

খঞ্জর বেগ চাঘতা[৭] এই বংশের একজন পুরাতন আমীর। বিশেষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কুশলের জন্য, বিশেষ করিয়া সঙ্গীতের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং কবিত্ব স্বভাবের লোক।

মখসুস খানঃ সইদ খানের ভ্রাতা এবং দুই সহস্র পাঁচ শত অশ্বের আমীরগণের দলভুক্ত।

সানি খান[৮] আরলত উপজাতীয় লোক, প্রথমে একজন কলন্দর ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমীর পর্যায়ে উন্নীত হন, কবি স্বভাবের লোক, 'কাফিয়া' কবিতায় রূপান্তরিত করেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে জাফর বেগ আসফ খান। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে আসফ খান (মির্যা কিওয়াম উদ্দীন) জাফর বেগ, কাযউইনের বদিউযযমানের পুত্র।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। ইহা কিন্তু রুসি বা রুগি মরাকীর মত মনে হয়। আইন-ই-আকবরীতে সঠিক নাম দেওয়া আছে রাজা রূপসী বৈরাগী।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম লিখা আছে ফযিল মুহম্মদ খান। অন্যগুলিতে ফাযিল খান। আইন-ই-আকবরীতে আছে ফাযিল খান, খান কলানের পুত্র।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে শাহ কুলি খান নারঞ্জী। আইন-ই-আকবরীতেও তাহার নাম লিখা হইয়াছে শাহ কুলি খান নারঞ্জী।

৫. আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম লিখা হইয়াছে শেখ মুহম্মদ-ই-বুখারী।

৬. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে লাল খান কুলাবী

৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে চাঘতার বদলে চাযতাই আছে। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৮. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে সাকি খান। আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে হরাতের সানি খান।

www.alimaanfoundation.com

মির্যা হুসেন খান, সৈয়দ বরকহ্-এর ভ্রাতা এবং একজন মহা-আমীর পর্যায়ের লোক।

জগৎ সিংহ[১] রাজা মানসিংহের পুত্র। এক সহস্র পাঁচ শত অশ্বের আমীরদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

মির্যা নজাত খান, মির্যা হুসেন খানের ভ্রাতা, একজন আমীর পদে উন্নীত হইবার পর ইন্তেকাল করেন।

আলী দোস্ত খান[২] **বার বেগী** জিন্নাত আশিয়ানীর একজন খিদমতগার ছিলেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে এক সহস্র অশ্বের আমীর পর্যায়ে উন্নীত হইয়া ইনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন।

সুলতান হুসেন খান[৩] একজন উচ্চ পদস্থ আমীর ছিলেন।

খাজা শাহ মনসুর সিরাজী, একজন হস্তলেখা বিশারদ, একজন সুবিবেচক এবং সুদক্ষ এবং বিষয়াদিতে জ্ঞানী লোক ছিলেন। তাহার অত্যধিক রূঢ় আচরণের ফলে আমীরগণ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাহার নামে মির্যা হাকিমের নিকট এক পত্র জাল করেন এবং ফলে ঐ অসহায় লোকটাকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলান হয়, যাহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। তাহার গুণাবলীর জন্য চারি বৎসরকাল তিনি উযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সলিম খান সিরমুর আফঘান[৪] এক সহস্র অশ্বের আমীরগণের দলভুক্ত ছিলেন।

সৈয়দ ঝজু বারহা[৫] ছিলেন সৈয়দ মাহমুদের ভ্রাতা; সাহস ও পৌরুষের জন্য তাহার সমশ্রেণীর লোকদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

দরবার খান[৬] শাহ তাহমাসপের গল্প পাঠক তাকলতু খানের পুত্র; পরবর্তী কালে মহান খলিফা-ই ইলাহীর গল্প পাঠক হন; সম্রাটের খুব নিকটে থাকিতে দেওয়া হয়; আর এক সহস্র অশ্বের জিরগার বা আমীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে রুকন সিংহ।

২. আইন-ই-আকবরীতে আমীরদের তালিকায় ইহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

৩. আইন-ই-আকবরীতে আমীরগণের তালিকায় ইহার নাম নাই।

৪. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে সলিম খান সিরমুর আফঘান, অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শুধু সলিম খান। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে সলিম খান কাকর।

৫. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে সৈয়দ জিজু, আর একটিতে বলা হইয়াছে সৈয়দ ঝঝু। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে সৈয়দ ছজ্জো, বারহার।

৬. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে দরবার খান, ইনায়েত উল্লাহ, পাঠক তকলতু খানের পুত্র।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

হাজী মুহম্মদ সিসতানী[১] প্রথম দিকে বৈরাম খানের একজন ভৃত্য ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমীরদের শ্রেণীভুক্ত হন।

মুহম্মদ যমান[২] মির্যা ইউসুফের ভ্রাতা, আমীরদের শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং বারহা দেশে শহীদ হন।

খুররম খান[৩] একজন দুই হাজারী অশ্বের আমীরদের দলভুক্ত ছিলেন। বর্তমানে মৃত।

মুহম্মদ কুলি তুকবাই[৪] এক সহস্র অশ্বের আমীরদের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মুজাহিদ খান[৫] ছিলেন মুসাহিব খান; অত্যন্ত বীর ও সাহসী তরুণ ছিলেন এবং এক সহস্র অশ্বের পর্যায়ভুক্ত হইয়া কোমল মীর দেশে শহীদ হন।

সুলতান ইব্রাহীম আউবাহি[৬] এই পুস্তকের লেখক নিযামউদ্দীন আহমদের খালু ছিলেন। বাহুবলে তিনি কুমায়ুন পর্বতের পাদদেশের দেশটি অধিকার করেন এবং কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন। তাহার সমশ্রেণীর ও সমমর্যাদার লোকের মধ্যে সাহস ও পৌরুষের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

শাহ ঘাযী খান তুর্কমান[৭] ছিলেন মহা আমীরদের শ্রেণীভুক্ত।

শেরোয়া[৮] ছিলেন শির আফঘান বেগের পুত্র, আর তিনি ছিলেন জিন্নাত আশিয়ানীর একজন মহা-আমীর। বর্তমানে তিনি একজন এক সহস্র অশ্বের আমীর পর্যায়ভুক্ত আছেন।

কাকর আলী খান[৯] এক সহস্র অশ্বের আমীরদের জির্গার অন্তভুক্ত।

নকিব খান[১০] আবদুল লতিফ কাযউইন; তাহার ইতিহাস জ্ঞান অতুলনীয়।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে হাজী মুহম্মদ খান, সিসতানের অধিবাসী। ইহাতে বলা হইয়াছে যে তিনি একজন সিহ-হাজারী ছিলেন এবং আঃ হিঃ ৯৮৩ সনে গৌড়ে ম্যালেরিয়া রোগে ইন্তেকাল করেন।

২. আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফযলের তালিকায় তাহার নাম নাই।

৩. আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফযলের তালিকায় ইঁহার নাম নাই।

৪. আইন-আকবরীতে আছে যে তকবাই একটি চাঘতাই উপজাতির নাম।

৫. আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফযলের দেওয়া তালিকায় তাহার নাম নাই।

৬. আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফযলের দেওয়া তালিকায় তাহার নাম নাই।

৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে 'খান' লেখা নাই। আবুল ফযলের আমীরদের তালিকায় ইহার নামও দেওয়া নাই।

৮. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শেরোয়া আর একটিতে আছে শরওয়ার খান আবার আর একটিতে আছে শেরোয়া খান। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে শেরোয়া খান, শের আফঘান খান।

৯. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম দেওয়া আছে কাকর আলী খান-ই-চিশতী।

১০. আইন-ই-আকবরীতে তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে নকিব খান কাযউইনের মীর আবদুল লতিফের পুত্র।

www.alimaanfoundation.com

সম্রাটের দরবারের একজন কৌতুকপ্রিয় লোক এবং এক সহস্র অশ্বের আমীরদের দলভুক্ত।

বেগ নুরিন খান[১] ছিলেন এক সহস্র অশ্বের আমীরদের দলভুক্ত; বর্তমানে মৃত।

কতলু কদম খান[২] ছিলেন এক সহস্র অশ্বের আমীরদের দলভুক্ত।

জালাল খান কুর্চির[৩] পেশা ছিল সভাসদ থাকা। তাহার সুমধুর কথা সর্বদা মহান খলিফা-ই-ইলাহীর মনে আনন্দের সঞ্চার করিত। তিনি এক সহস্র অশ্বের আমীরদের জির্গার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; আর যে সময় সোয়াদের[৪] দুর্গ অবরোধ করা হয় তখন ইনি শহীদ হন।

শিমাল খান কুর্চির[৫] ছিলেন মহান খলিফা-ই-ইলাহীর একজন ক্রীতদাস; একজন সভাসদ ছিলেন এবং সম্রাটের সহচর (নদিম মুসাররফ) ছিলেন[৬] এবং এক সহস্র অশ্বের আমীরদের দলভুক্ত ছিলেন; বর্তমানে মৃত।

মীরযাদা আলী খান মুহতারিম বেগের[৭] পুত্র। তিনি ছিলেন একজন পুরুষোচিত ও উত্তম স্বভাবের তরুণ; আর কাশ্মীরে শহীদ হন।

সৈয়দ আবদুল্লাহ খান[৮] তরুণ বয়স হইতে সম্রাটের চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন; আর এক সহস্র অশ্বের আমীর পদে উন্নীত হইয়া কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন।

মীর শরীফ আমুলি[৯] এই যুগের একজন প্রচলিত ধর্ম বিরোধী লোক (মৌহিদীন) এবং সুফি মতবাদে সঠিক অনুসরণকারী, আর এক সহস্র অশ্বের আমীরগণের তালিকার অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে তিনি বিহারে আছেন।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে বেগ নুরিন খান কুচিন।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে বলা হইয়াছে কতলু খান। আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লেখা হইয়াছে কুতলুখ খান আমতা বেগী।

৩. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লিখা হইয়াছে জালাল খান কুচি (কুচি অর্থ অস্ত্রশস্ত্রের এবং রাজকীয় পতাকা ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং বর্মবাহক)।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে সোয়াদ আর একটিতে আছে সওয়ানা এবং আর একটিতে আছে সওয়াজ।

৫. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে শিমাল খান চেলা লিখা হইয়াছে।

৬. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে যোগ করা আছে "হাসিখুসি স্বভাবের।"

৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে মুহতারিম বেগ আর অন্যান্যগুলিতে আছে মহরম বেগ। আইন-ই-আকবরীতে আছে মুহতারিম বেগ; আর ইহার অনুবাদে এক টিকায় আছে যে অনেক পাণ্ডুলিপিতে ভুলবশতঃ মহরম বেগ লেখা আছে।

৮. একটি পাণ্ডুলিপিতে সৈয়দের স্থলে 'মীর' লেখা আছে। আইন-ই-আকবরীতে লেখা আছে সৈয়দ আবদুল্লা খান, যোবানানদহ-এর পুত্র।

৯. আইন-ই-আকবরী হইতেও জানা যায় যে তিনি একজন প্রচলিত ধর্ম বিরোধী ছিলেন এবং বদাওনী তাহার বহু নিন্দা করিয়াছেন। বিহারে তিনি চারিটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যথা, আমীন, সদর, এবং কাযী এবং খলিফাগী। আমুল অক্সাসের তীরের একটি শহর। আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম লিখা হইয়াছে মীর শরীফ-ই-আমুলি।

www.alimaanfoundation.com

ফররুখ খান, খান কলানের পুত্র, আর এই মহা-বংশের একজন খানযাদা (গৃহে পালিত লোক) ; আর বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করিতেছেন।

দোস্ত খান সহারী বা বহারী[১] ইনি এক সহস্র অশ্বের আমীরদের তালিকাভুক্ত ছিলেন ; আর বর্তমানে মৃত।

জাফর খান তুর্কমান[২] করাক খানের পুত্র। করাক খান যখন খুরাসানের গভর্ণর, তখন তিনি মহান শাহ তাহমাসপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। তাহার পুত্র (অর্থাৎ জাফর খান) সুলতানদের আশ্রয়স্থল দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করে আর এক সহস্র অশ্বের আমীরদের অন্তর্ভূক্ত হয়। কিছুকাল পরে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

রায় মনোহর[৩] রায় লোনকরণের পুত্র। তাহার গৌরবের প্রারম্ভ হইতেই তিনি সম্রাটের স্নেহ ও আনুকুল্য লাভ করিয়া আসিয়াছেন ; আর ভাগ্যবান শাহযাদা সুলতান সলিমের চাকুরীতে বয়োঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কবিতা লিখনের একটি ধরন আরম্ভ করেন। তাহার কবি নাম ছিল তৌসানী।

শেখ আবদুর রহিম লক্ষৌভি[৪] সুদীর্ঘকাল এই দরবারে নিয়োজিত একজন ভৃত্য এবং আমীরদের দলভুক্ত।

মীর আবুল মোযাফফর[৫] আশরাফ খানের পুত্র এবং বর্তমান অযোধ্যার শাসনভারে নিয়োজিত হইয়া সম্মানিত হইয়াছেন।

রাম সিংহ রাজা অসকরনের পুত্র এবং আমীর পদমর্যাদা সম্পন্ন।

পত্তর দাস[৭] ক্ষেত্রী উপজাতীয় একজন হিন্দি লেখক, আমীর পদে উন্নীত হইয়াছেন এবং বর্তমানে বিহতার গভর্ণর।

---

১. এই নামটি সম্বন্ধে খুব অসুবিধা দেখা দেয়। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে দৌলত খান নিসারী, আর একটিতে আছে দোস্ত খান সহারী। অপর একটিতে আছে খান বহারী: আইন-ই-আকবরীতে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহার সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে জাফর খান, করাক খানের পুত্র, আর ইহাও বলা হইয়াছে যে তাহাকে প্রায়ই বলা যায় জাফর খান তকলু, তকলু কিযিলবাস উপজাতির নাম।

৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে রায় মনোহর, রাজা লোনকরণের পুত্র।

৪. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে লক্ষ্ণৌর শেখ আবদুর রহিম।

৫. আবুল ফযল আমীরদের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে তাহার নাম লিখা হইয়াছে আবুল মুযাফফর, আশরাফ খানের পুত্র। মীর বা মির্যা দেওয়া নাই।

৬. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি সুস্পষ্টরূপে রাম সিংহ দেওয়া আছে ; আর একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহা দেওয়া আছে রায় সিংহ। আইন-ই-আকবরীতে নামটি দেওয়া আছে কাচওয়াহ রাজা আসকরণের পুত্র রাজা রাজ সিংহ। তাহার পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজা উপাধি লাভ করেন। ইহা সংঘটিত হয় রাজত্বের ৩১ বৎসর গত হইবার অল্প পরেই।

৭. আবুল ফযলের দেওয়া তালিকায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে রায় পতর দাস (রাজা বিক্রমজিত) একজন ক্ষত্রি।

www.alimaanfoundation.com

জানিশ বাহাদুর আমীর দলভুক্ত।

মুহম্মদ খান নিয়াজী আফঘান উপজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং একজন আমীর পদে উন্নীত হইয়াছেন।

রাম দাস কাচওয়াহ, দরবারের নিকটতম পরিচারকগণের অন্যতম। তিনি সর্বদা সম্রাটের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকেন।

মীর আবুল কাসিম[১], প্রধান বিচারক সৈয়দ মহম্মদের পুত্র। একজন আমীর পদে উন্নীত হইয়াছেন।

খাজা আবদুল হাই[২] একজন মীর আদল (প্রধান বিচারক) এবং একজন আমীর পদে উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

সামসুদ্দিন হুসেন[৩] আযম খান কোকলতাশের পুত্র, একজন সুদক্ষ তরুণ এবং এক সহস্র অশ্বারোহীর আমীরদের অন্তর্ভুক্ত আছেন।

খাজা শামসুদ্দীন খাফী বা খওয়াফী[৪] বর্তমানে দেওয়ান পদের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন এবং তাহার সততা এবং সাহস এবং বিষয়াদির জ্ঞানের জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছেন।

মীর জালাল উদ্দীন হুসেন ইনজু[৫] শিরাজের একজন সৈয়দ ; এক সহস্র অশ্বের আমীরদের দলভুক্ত করা হইয়াছে।

শেখ আবদুল্লা খান[৬] শেখ মুহম্মদ ঘাউসের পুত্র। এক সহস্র অশ্বের আমীর-দের অন্তর্ভুক্ত আছেন।

সৈয়দ রাজু বারহা[৭] এক সহস্র অশ্বের একজন আমীর।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে সৈয়দ আবুল কাসিম, মীর আদল সৈয়দ মুহম্মদের পুত্র।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মীর আবদুল হাই, মীর আদল।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নামটি এইরূপই লেখা আছে, কিন্তু একটিতে আছে শামসুদ্দীন হাসান। আইন-ই-আকবরীতে আছে শামসী, খান আযম মির্যা কোকার পুত্র।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে খওয়াফী, আর একটিতে আছে খাকানী, আর একটিতে আছে হাফী। খাওয়াফ নামীয় জিলার নাম হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে দেওয়া আছে খাজা শামসুদ্দীন খাওয়াফী।

৫. ইনি ফারসী অভিধান ফরহঙ্গ-ই-জাহাঙ্গীরীর প্রণেতা। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে আছে আনজু। কিন্তু বদাওনীতে আছে ইনজু, যাহা তিনি বলেন যে শিরাজের অংশ। মাসীর-এ আছে ইনজুইয়া গণ শিরাজের সৈয়দ।" আইন-ই-আকবরীতে আছে জামাল উদ্দীন হুসেন ও ইনজু সৈয়দ।

৬. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে (গোয়ালিয়রের) শেখ মুহম্মদ ঘাউসের পুত্র শেখ আবদুল্লাহ।

৭. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে বারহার সৈয়দ রাজু।

www.alimaanfoundation.com

মেদেনী রায় চৌহান, তাহার সাহসিকতা ও দানশীলতার জন্য তাহার সমকক্ষগণের মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; এবং বর্তমানে এক সহস্র অশ্বের আমীরদের অন্তর্ভুক্ত।

মীর তাহির রিজভী[১] মির্যা ইউসুফ খানের ভ্রাতা এবং বীরত্বের অধিকারী।

তাশ বেগ কাবুলী[২] আমীরদের দলভুক্ত এবং শাহবেগের জির্গার অন্তর্ভুক্ত।

আহমদ বেগ কাবুলি[৩] একজন বিদ্বান ও সাহসী যুবক এবং তাহার সাতশত অশ্বারোহী আছে।

শির খাজা[৪] সাহস ও পৌরুষের অধিকারী এবং আমীরদের দলভুক্ত।

তাহির সয়ফুল মুলক[৫] শাহ মোহাম্মদ সয়ফ-উল্-মুলকের পুত্র—যিনি ইনি ছিলেন খুরাসানের অন্তর্গত গর্জিস্থানের গভর্ণর এবং শাহ তাহমাসপের নির্দেশে নিহত হন। বর্তমানে তিনি আমীর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত আছেন।

মুহম্মদ কুলি তুর্কমান[৬] আমীরের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন এবং আহমদ বেগের সঙ্গে এক জির্গায় অন্তর্গত আছেন।

নুখতা বেগ কাবুলী, একজন সাহসী তরুণ এবং আহমদ বেগের সঙ্গে এক জির্গার অন্তর্ভুক্ত।

মির্যা আলী আলম শাহী[৭] আলম শাহের ভ্রাতা এবং একজন সাহসী যুবক এবং একজন তরবারী চালক।

উযির জামিল[৮] একজন আমীর, ইনি সুদীর্ঘকাল চাকুরী করিয়াছেন।

ভুজ[৯], রায় সরজনের পুত্র, এক সহস্র অশ্বের পর্যায়ভুক্ত একজন আমীর।

মীর আবুল কাসিম নমকী[১০] একজন আমীর মর্যাদাসম্পন্ন লোক এবং ভক্করের গভর্ণর।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে মীর তাহির-ই-মুসাভী।
২. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে তাশ বেগ খান (তাজ খান)।
৩. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে আহমদ বেগ-ই-কাবুলী।
৪. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে শের খাজা।
৫. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে তাহির (সয়ফ-উল-মুলকের পুত্র)।
৬. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মুহম্মদ কুলি খান তুর্কমান (আফসার)।
৭. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মির্যা আলী বেগ আলম শাহী।
৮. উযির বেগ জামিল, আর ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে তাহাকে প্রায়ই উযির জামিল বলা হয়।
৯. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে রায় ভোজ, রায় সুর্জন হাড়ার পুত্র।
১০. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মীর আবুল কাসিম নমকীন (কাসিম খান)।

www.alimaanfoundation.com

বখতিয়ার বেগ তুর্কমান[১] সিবিস্তানের শাসনকর্তা এবং একজন আমীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যাক্তি।

আমীর সদর জাহান[২] কান্যকুব্জের একজন সৈয়দ এবং হিন্দুস্তানের প্রধান বিচারক এবং উৎকর্ষতা ও সদগুণের অধিকারী।

হাসান বেগ শেখ উমরী[৩] একজন আমীর পর্যায়ভুক্ত লোক এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।

শাদমান[৪] আযম খানের পুত্র এবং একজন আমীর পদে উন্নীত হইয়াছেন।

রাজা মুক্রমন ভাদৌরিয়া[৫] আমীরদের পর্যায়ভুক্ত লোক।

বাকী সফরচী[৬] তাহির খান মীর-ই-ফরায়ত-এর পুত্র এবং আমীরদের দলভুক্ত।

ফরিদুন বিরলাস[৭] মুহম্মদ কুলি খান বিরলাসের পুত্র এবং আমীরদের পর্যায়-ভুক্ত।

বাহাদুর খান কুরদার একজন তরিন আফঘান এবং একজন সাহসী লোক এবং আমীর পদে উন্নীত হইয়াছেন।

শেখ বায়েজিদ চিশতি[৮] সলিম শেখ চিশতীর পৌত্র এবং একজন উন্নতমনা ও মধুর স্বভাবের যুবক এবং একজন আমীর পদে উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

ইহা যেন অজ্ঞাত না থাকে যে সম্রাটের প্রত্যেক ভৃত্যই যাহাদের পাঁচশত অনুচর আছে, তাহাকেই আমীর (আমারত ওয়া উমরাই) মর্যাদা দান করা হয় নাই এবং যাহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই একজন আমীর হইতে উন্নত পর্যায়ের লোক।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে বখতিয়ার বেগ গুর্দ-ই-শাহ মনসুর, আর বলা হইয়াছে যে সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা তিনি শাহ মনসুরের পুত্র ইহাই বুঝান হইয়াছে। দুইটি পাণ্ডুলিপিতে গুর্দ এর স্থলে পিসর (পুত্র) দেওয়া আছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে সদর জাহান মুফতি।

৩. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে হাসান বেগ (খান-ই বদাখশানী) শেখ উমরী।

৪. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে শাদমান, খান-ই-আযম কোকার পুত্র।

৫. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে রাজা মুকতমন ভদৌরিয়াহ। ভদৌরিয়াতগণ আকবরের সময় পর্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। আকবর তাহাদের নেতাকে হস্তী পদতলে পিষ্ট করিয়া বধ করেন। পরবর্তী নেতা মুকতমন সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং এক সহস্রের মনসবে উন্নীত হন।"

৬. আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৭. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মুহম্মদ কুলী খান বিরলাসের পুত্র মির্যা ফরিদুন।

৮. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে শেখ বায়াযিদ (মুয়াযযম খান, ফতেপুর সিক্রির শেখ সলিমের পৌত্র)।

www.alimaanfoundation.com

মহান খলিফা-ই-ইলাহীর রাজত্বকালে যে সব পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিন্দুস্থানের উপমহাদেশে বাস করিতেন, অথবা অন্যান্য দেশ হইতে সর্বলোকের আশ্রয়স্থল দরবারে আগমন করিয়াছিলেন তাহাদের বিবরণ ঃ

আমীর ফতেহ উল্লা শিরাযী, তিনি দক্ষিণ হইতে আগমন করেন এবং আঃ হিঃ ৯৯০ সনে অর্থাৎ ২৬তম ইলাহী বৎসরে সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন। নির্দেশ অনুযায়ী এবং উযিরগণের সঙ্গে একমত হইয়া তাহাকে অফিসার ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপারসমূহের তদন্ত করিবার আদেশ দেওয়া হয়; আর এই কার্যে কয়েক বৎসর নিযুক্ত থাকিবার সম্মান লাভ করিয়া আযদউদ-দৌলা উপাধি লাভ করিয়া উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হন। তিনি একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন; আর যুক্তিবাদে ও প্রচলিত জ্ঞানে খুরাসান এবং ইরাক ও হিন্দুস্থানের সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপরে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন; আর তাহার সময়ে পৃথিবীতে তাহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। অলৌকিক বিজ্ঞানসমূহেও তাহার বুৎপত্তি ছিল, যেমন মন্ত্র পাঠ এবং কবচ দান; যাহাতে তিনি গাড়ীতে কৌশল করিয়া দিতেন যাহার ফলে সেগুলি আপনা আপনি চলিত; এবং উহাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়া যাইত। তিনি একটি আয়নাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহাতে দূরের ও নিকটের আশ্চর্যজনক চিত্রসমূহ দৃষ্টিগোচর হইত; আর তিনি একটি চাকার সাহায্যে ১২টি কামান ছুড়িতে পারিতেন। আঃ হিঃ ৯৯৭ সনে তিনি কাশ্মীরে চিরন্তন জগতে প্রস্থান করেন।

আমীর মুর্তজা শরীফী[১] ছিলেন আমীর সৈয়দ জুরজানির এক পৌত্র। আঃ হিঃ ৯৭২ সনে অর্থাৎ ৮ম ইলাহী বৎসরে তিনি ভারতে আগমন করেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন। দিল্লীতে তাহাকে কবর দেওয়া হয়। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানগুলি তিনি অত্যন্ত ভাল জানিতেন; আর তিনি বিভিন্ন প্রকারের প্রমাণসিদ্ধ বিজ্ঞানসমূহ, দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দান করিতেন। তাহারা এই শব্দগুলিতে তাহার ইন্তেকালের তারিখ আবিষ্কার করিয়াছেন, "একজন অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

মুল্লা সঈদ সমরকন্দী[২] আঃ হিঃ ৯৭০ সনে ভারতে আগমন করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ দ্বারা খ্যাতিসম্পন্ন হন। তিনি তাহার যুগের একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

১. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মীর মুর্তযা আর ফতেহ উল্লাহ শিরাযীর পরেই তাহার স্থান দেওয়া হইয়াছে।

২. সম্ভবতঃ তিনি আর আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত তুর্কিস্তানের মৌলানা সঈদ একই ব্যক্তি।

www.alimaanfoundation.com

শেখ আবুল ফযল, শেখ মুবারকের সুযোগ্য পুত্র। সর্বপ্রকার বিজ্ঞানেই তাহার গভীর জ্ঞান আছে ; আর তাহার নৈতিকতার মহত্ব, তাহার বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা আর তাহার স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণাবলী ছিল সীমাহীন ও অপর্যাপ্ত। এই যুগের বর্তমানে তাহার জন্য গৌরববোধ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাহারা সম্রাটের সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থান করিতেছে, তিনি তাহাদের অগ্রগণ্য ; আর তিনি রাষ্ট্রের বিশ্বাসভাজন এবং সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভ। তিনি অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ ভাবধারার এবং ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি মহান পুস্তকাবলী রচনা করিয়াছেন। তিনি আকবরনামা নামক পুস্তকটি সম্পূর্ণ করিয়াছেন, যাহাতে তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর রাজত্বকালের ঘটনাবলী এবং বিজয়সমূহ ফারসী গদ্যের ধরনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহাকে আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস বলা যাইতে পারে। তিনি আরও কতিপয় পুস্তক লিখিয়াছেন যেমন আয়ার-ই-দানিশ, রেসালা-ই-ইখলাক ইত্যাদি।

মুল্লা আলাউদ্দীন[১], মহান খলিফা-ই ইলাহীর শিক্ষকরূপে বহুকাল ধরিয়া বিখ্যাত হইয়া আছেন। তিনি এই যুগের একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

মুল্লা সাদিক হালওয়াই সমরকন্দী[২], তিনি মক্কা হইতে আগমন করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর হিন্দুস্তানে অবস্থান করিয়া কাবুলে গমন করেন এবং কয়েক বৎসর তথায় শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থাকেন এবং মির্যা মুহম্মদ হাকিমকে শিক্ষা দান করেন। আর বর্তমানে তিনি সমরকন্দে আছেন।

মীরযাদা মুফ্লিস সমরকন্দী[৩] ছিলেন মারওয়ারুন্নাহারের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আঃ হিঃ ৯৭৯ সনে ভারতে আগমন করেন এবং তিন বৎসরকাল খাজা মুইনের মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিবার কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং তৎপর মক্কায় গমন করেন এবং ঐ স্থানেই সমাহিত হন।

হাফিয তাশখন্দী[৪] মারওয়ারুন্নাহারের হাফিয-ই-কুমকী[৫] নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মারওয়ারুন্নাহারের একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার সমশ্রেণীর লোকদের মধ্যে যুক্তিবাদ ও হাদিস সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহে সকলের

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নামের পরে 'হিন্দী' এবং আর একটিতে লারী দেওয়া আছে। লারীই সঠিক। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে মৌলানা আলাউদ্দীন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মৌলানা সাদিক।

৩. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মির্যা মুফ্লিস। বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন মির্যা মুফ্লিস উযবেক।

৪. আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে তাশকন্দের হাফিয ; বদাওনীতে তাহাকে বলা হইয়াছে হাফিয-ই-কুমকী।

৫. পাণ্ডুলিপিগুলিতে শব্দটি কুমকী এবং কুহকী দুই রকমই লেখা আছে।

www.alimaanfoundation.com

উপরে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আঃ হিঃ ৯৭৭ সনে হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিয়া মর্যাদাবান হন। তিনি মক্কা গমনের খরচ নেন এবং হিজায পরিভ্রমনে গমন করেন।

মুল্লা আবদুল্লাহ সুলতানপুরী, মহান জিন্নাতে আশিয়ানী[১] তাহাকে মখদুম-উল-মুলক উপাধি দান করিয়া অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপরে তাহার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। ফিকা (আইন ও হাদিস শাস্ত্রসমূহে তিনি অন্যান্যদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। মহান খলিফা-ই ইলাহীর রাজত্বকালে তিনি প্রচুর সম্পত্তি ও সম্পদ সংগ্রহ করেন, ফলে তাহার ইন্তেকালের পর তাহার কোষাগার হইতে তিন কোটি স্বর্ণ পাওয়া যায়। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে গুজরাটের আহমদাবাদে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শেখ আবদুল নবী ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী এবং শেখ আবদুল কুদ্দুসের পৌত্র। মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাহাকে সদর-ই-সুদূর (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত করেন ; আর দশ বৎসরকাল ধরিয়া তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যের সর্বপ্রকার বিচার সংক্রান্ত বিষয়সমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন।

কাযী জালালুদ্দীন সিন্ধী[২]কে একজন প্রধান কাযীরূপে পদোন্নতি করা হয়। পরম্পরাগত বিজ্ঞানসমূহে তাহার গভীর জ্ঞান ছিল এবং যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসমূহ তিনি কিছু কিছু জানিতেন ; আর তিনি সততা ও বিশ্বস্ততার অধিকারী ছিলেন।

কাযী সদরুদ্দীন লাহোরী[৩] যুক্তিবাদী ও গতানুগতিক শাস্ত্রসমূহ ভাল জানিতেন এবং কয়েক বৎসর লাহোরের কাযী ছিলেন।

কাযী তওয়াইসী[৪] এই যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ এই কালের কাযীগণের মধ্যে সততা ও দয়াশীলতার জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি সর্বলোকের আশ্রয়স্থল দরবারের প্রধান কাযী ছিলেন।

মুল্লা মুহম্মদ ইয়াযদী[৫] ছিলেন মুল্লা মির্যা জানের একজন সুদক্ষ শিষ্য এবং যুক্তিবাদী শাস্ত্রসমূহে তাহার সমকালীন লোকদের উপরে খ্যাতিলাভ করেন ; আর

---

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ দেওয়া আছে ; আর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে খলিফা-ই-ইলাহী।

২. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লিখা হইয়াছে কাযী জালালউদ্দীন মুলতানী।

৩. আইন-ই-আকবরীতে তাহার নাম লিখা আছে কাযী সদরুদ্দীন ; বদাওনীতে তাহাকে বলা হইয়াছে কাযী সদরুদ্দীন, কিছুকাল জলন্ধরে ও পরে লাহোরে ছিলেন।

৪. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু বদাওনীতে আছে।

৫. আইন-ই-আকবরীতে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র ইহার উল্লেখ করা আছে। বদাওনীতেও তাহার উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ কোনটাতেই নাই। বদাওনীতে আছে যে তিনি পারস্য হইতে আগমন করিয়া প্রথমে আকবরকে শিয়া মত গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে তিনি এক ফতোয়া দেন যে আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আইনসঙ্গত হইবে। তাহাকে রাজধানীতে তলব করা হয় আর পথিমধ্যে যমুনায় ডুবাইয়া তাহাকে হত্যা করা হয়।

www.alimaanfoundation.com

তিনি ইতিহাসে পারদর্শী ছিলেন। তিনি আঃ হিঃ ৯৮৪ সনে শিরায হইতে আগমন করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন। আঃ হিঃ ৯৯৮ সনে ইনি ইন্তেকাল করেন।

মুল্লা ইশহাক কাকু লাহোরী ছিলেন ভারতের একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তাহার সমকালীন লোকদের এবং তাহার সমশ্রেণীর লোকদের ঊর্ধ্বে ফুকর (দারিদ্র্য) এবং সন্তোষ ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার জীবনকাল একশত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

মুল্লা জামাল খান মুফতী দেহলভী[১] এই যুগের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। ঐতিহ্যগত বিজ্ঞানসমূহে তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, আর যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসমূহেও তিনি পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষকতা কার্যেই তাহার সমস্ত জীবন নিয়োজিত রাখেন।

মিয়া হাকিম সম্বলী[২] এই যুগের একজন অতি বিদ্বান লোক ছিলেন। তিনি বহু বৎসর শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত এবং সাধারণতঃ যে সব পুস্তক পঠিত হয় সেইগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নিয়াছিলেন।

মিয়া আহমদী[৩] ছিলেন আমেথীর একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং শিক্ষকতা কার্যে জীবন ব্যয় করেন এবং সাধারণতঃ যেসব পুস্তক পঠিত হয় সেইগুলির অধিকাংশই তিনি স্মৃতিশক্তি দ্বারা শিক্ষা দিতেন। একজন অতি পবিত্র ও দয়াশীল জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

মুল্লা সাদউল্লাহ লাহোরী[৪] ছিলেন একজন সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সুফিগণের ন্যায় আচরণ করিতেন।

মুল্লা মুলাওয়ার লাহোরী[৫] এই যুগের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং বহু বৎসর শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত আছেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে খান নাই। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে মিয়া জামাল খান। বদাওনীতে তাহাকে বলা হইয়াছে দিল্লীর মুফতী, মিয়া জামাল খান।

২. বদাওনী ইহার ছাত্র ছিলেন এবং তাহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে মিয়া ওহাদী। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে বলা হইয়াছে শেখ আহমদী (তাহার পূর্ণ নাম শেখ আহমদী ফয়য়াদ্, আমেথীর); বদাওনীতেও তাহাকে বলা হইয়াছে অমেথীর শেখ আহমদ ফয়য়ায।

৪. আইন-ই-আকবরীতে একজন মৌলানা সাদুল্লাহ এর বিবরণ দেওয়া আছে, কিন্তু তিনি ছিলেন বিয়ানার অধিবাসী। বদাওনী দুইজন সাদুল্লাহ-এর উল্লেখ করিয়াছেন। একজনকে বলা হইয়াছে বৈয়াকরণিক সাদুল্লাহ, যিনি বিয়ানার অধিবাসী ছিলেন; আর অপরজনকে বলা হইয়াছে শেখ সাদুল্লাহ বনি ইসরাইল। এই শেষোক্ত ব্যক্তির বাসস্থান উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু বদাওনী বলেন যে তিনি প্রথম বারে লাহোরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইহা হইতে মনে হয় তিনি নিযাম-উদ্দীনে বর্ণিত সাদুল্লাহ হইবেন।

৫. বদাওনীতে তাহাকে শেখ ইশহাক কাকুর একজন শিষ্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

মুল্লা শেখ হুসেন বাগদাদী[১] যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী শাস্ত্রসমূহে এবং বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন আর সঠিক ও স্বাভাবিক বিজ্ঞানসমূহ এবং ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করিয়াছেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি দিল্লীতে শিক্ষকতা করেন এবং পরবর্তীকালে হিজাযে গমন করেন।

মুল্লা শেখ হাসান তাব্রিজী[২] একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং বহু বৎসর শিক্ষকতা করেন।

মুল্লা বায়েযিদ[৩] দিল্লীর একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

সৈয়দ ওয়ালী ছিলেন দিল্লীর একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।

কাযী ইয়াকুব মানিকপুরী[৪] বহু বৎসর প্রধান কাযী ছিলেন এবং কাযী ফযিলতের আত্মীয় ছিলেন।

শেখ বাহাউদ্দীন[৫] আগ্রার মুফতি, এই যুগের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং পবিত্রতা ও আল্লাহর প্রতি অনুরাগের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

শেখ আবুল ফতেহ[৬] আগ্রার মুফতি ছিলেন।

১. আইন-ই-আকবরীতে শুধুমাত্র খোয়ারিজমের শেখ হুসেন নামে একজনের উল্লেখ আছে। বদাওনীতে চারিজন হুসেন শেখের উল্লেখ পাওয়া যায় বদাখশান, বযহার, আজমীর ও খোয়ারিজম। বযহারের হুসেন শেখ, আর শেখ বাগদাদী এক ব্যক্তি হইতে পারে। এই উভয় ব্যক্তিই দিল্লীতে বহু বৎসর শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত আছেন বলা হইয়াছে।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে শব্দটি নরহবি বা মরহরি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এইরূপ নামের কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে সৈয়দ ওয়ালীর নামের পরেই ইহার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম সৈয়দ ওয়ালীর আগে আছে। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। আইন-ই-আকবরীতে চারি বায়েযিদের উল্লেখ আছে, ইহাদের তিনজন ছিলেন আকবরের আমীর আর একজন ছিলেন বাংলাদেশের সুলায়মানের পুত্র। বদাওনী দুইজন বায়েযিদের উল্লেখ করিয়াছেন, একজন হইলেন রৌশনিয়া বা তারিখিগণের প্রতিষ্ঠাতা আর অপরজন হইলেন বস্তানের শেখ বায়েযিদ, যিনি হিজরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইয়াকুব ও মানিকপুরীর মধ্যে 'কারাওয়াল' যুক্ত আছে। তিনি ছিলেন কাযী ফযিলতের পুত্র, ইহা ছিল শের শাহের সেনাবাহিনীর কাযী, কাযী ফযিলতের ডাক নাম। আইন-ই-আকবরীতে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র একবার ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাকে সাম্রাজ্যের কাযী পদ হইতে অপসারণ করা হয় এবং বাংলাদেশের কাযীরূপে তথায় প্রেরণ করা হয়। তথায় তিনি মাসুম কাবুলীর সঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং তাহাকে তলব করা হয় ও গোয়ালিয়রের দুর্গে কারারুদ্ধ থাকিবার শাস্তি বিধান করা হয়, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৫. আইন-ই-আকবরীতে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। বদাওনী শুধু প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৬. আইন-ই-আকবরীতে গুজরাটের একজন শেখ আবুল ফতেহ-এর উল্লেখ আছে ; আর বদাওনীতে থানেশ্বরের এক শেখ আবুল ফতেহ-এর উল্লেখ আছে ; কিন্তু ইহাদের কেহই মুফতি ছিলেন না।

www.alimaanfoundation.com

কাযী নাসির[১] আগ্রার কাযী ছিলেন।

কাযী সুফি[২] লাহোরের একজন কাযী ছিলেন। সততা ও পবিত্রতার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

মুল্লা ইলহাদাদ লঙ্গরখানি[৩] লাহোরী সর্বদাই শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত থাকিতেন।

সৈয়দ মুহম্মদ মীর-ই আদল[৪] (বিচারপতি) ছিলেন পরগণা আমারোহার অধিবাসী এবং একজন আমীর ও গভর্ণরের পদমর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া মীর-ই আদল ছিলেন আর ভক্কর দেশটি কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার জায়গীর ছিল এবং তিনি তথায় ইন্তেকাল করেন।

মুল্লা ইসমাইল আরব[৫] ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং হাদীস ও তফসীরের সুপণ্ডিত ছিলেন।

মুল্লা মুকিম[৬] শিক্ষক ছিলেন এবং দিল্লীতে কয়েক বৎসর শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন।

মুল্লা ঘুলাম আলী কুর[৭] একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে। অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ঘুলাম আলী কুর. মুল্লা নাই, আবার আর একটিতে দেওয়া আছে মুল্লা আলী কুর কুর।

মুল্লা খাজা আলী মওয়ারাউন্নাহারী।[৮]

মুল্লা হাসান আলী মুসলী[৯] ছিলেন যুক্তিবাদী এবং দার্শনিক ও সঠিক বিজ্ঞানসমূহে সুপণ্ডিত। তিনি হিন্দুস্তান হইতে মুঘল দেশে গমন করেন।

---

৫ ১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি বাদ পড়িয়াছে; আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি দেওয়া আছে লশকর খানী; কিন্তু অপর দুইটিতে আছে লঙ্গর খানী। একটি পাণ্ডুলিপিতে মুল্লা ইলহাদাদের পরিবর্তে সৈয়দ মুহম্মদ লিখা আছে। আইন-ই-আকবরীতে একজন ইলাহাদাদ ও দুইজন ইলাহাদিয়ার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের কেহই এই স্থানে উল্লেখিত লোক বলিয়া মনে হয় না। বদাওনীতে ইহার এক বিবরণ দেওয়া আছে। তথায় ইহার নাম দেওয়া আছে ইলহাদাদ-ই-লঙ্গরখানী।

৪. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৫. বদাওনীতে উহার উল্লেখ আছে; আইন-ই-আকবরীতেও একজন মৌলানা ইসমাইলের উল্লেখ আছে।

৬. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৭. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৯. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই; কিন্তু বদাওনীতে ইহার দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

মুল্লা জামাল লাহোরী[১] বর্তমানে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত আছেন।

কাযী মযনফর সমরকন্দী[২] একজন সৈয়দ ও বহু গুণে বিভূষিত একজন বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর গুজরাটের প্রধান কাযী ছিলেন এবং তথা হইতে মক্কা চলিয়া যান।

কাযী বাবা খাজা[৩] বর্তমানে উজ্জয়িনীর কাযী এবং যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী শাস্ত্রসমূহে সুপণ্ডিত।

মুল্লা হামিদ মুফাসসির সম্বলী[৪] এক জন সুফী এবং তফসির শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

মুল্লা হাজী কাশ্মীরী[৫] বর্তমানে দিল্লীতে শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন এবং যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী শাস্ত্রগুলিতে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।

মুল্লা ইয়াকুব কাশ্মীরী[৬] একজন মৌলভী এবং কবিতা রচনা করেন ও হেঁয়ালী কবিতা রচনার কলা-কৌশল জ্ঞাত আছেন।

আগ্রার হাজী ইব্রাহীম[৭] ছিলেন একজন পণ্ডিত, এবং ধার্মিক এবং পবিত্রমনা লোক।

হাজী ইব্রাহীম সরহন্দী[৮] ঐতিহ্যবাদী শাস্ত্রসমূহ জ্ঞাত আছেন।

মুল্লা ওয়াইস গোয়ালিয়ারী[৯] দর্শন, সঠিক বিজ্ঞানসমূহ এবং জ্যোতিবিদ্যায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

---

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

২. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে কাযী বাবা কওজা। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৪. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৫. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৬. আইন-ই-আকবরীতে যে কাশ্মীরের সরফি (সর্কি) উল্লেখ আছে সম্ভবতঃ ইনিই হইবেন; বদাওনীতেও সরফির উল্লেখ আছে।

৭. একটিতে পাণ্ডুলিপিতে আছে আগ্রা। আর একটিতে আছে কাবা আর মুদ্রাকার স্থলে আছে মুফতি; একটি পাণ্ডুলিপিতে আরও বলা হইয়াছে যে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বদাওনীতে যে হাজী ইব্রাহিম মুহাদ্দীসের উল্লেখ আছে, তিনি আর এই স্থানে উল্লেখিত ব্যক্তি একই লোক হইবেন আর তাহা হইলে আগ্রাই শুদ্ধ হইবে, কাবা নহে। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৮. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম নাই। বদাওনীতে শুধু প্রসঙ্গক্রমে ইহার নাম উল্লেখ করা আছে।

৯. এই নামটিও একটি পাণ্ডুলিপিতে নাই। একটি পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি আছে মুল্লা ওয়ালী। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু বদাওনীতে ইহার দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া আছে, যদিও ইহার [illegible] কথাই বেশী দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

মুল্লা শাহ মুহম্মদ শাহাবাদী[১] যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী শাস্ত্রসমূহ পাঠ করিয়াছেন ; আর সঠিক বিজ্ঞানসমূহ ও জ্যোতির্বিদ্যায় জ্ঞানার্জন করিয়াছেন।

মুল্লা আবদুল হক হাক্কী[২] বর্তমানে দিল্লীতে আছেন এবং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কবিতা রচনা করেন এবং সুফিদের পোশাক পরিধান করিয়া সময় অতিবাহিত করেন।

শেখ হামিদ[৩] হাদিসের সুপণ্ডিত এবং একজন পবিত্র ও আল্লার প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি ; তিনি আহমেদাবাদের অধিবাসী।

মুল্লা মূসা সিন্দী[৪] আহমেদাবাদের অধিবাসী এবং আল্লাহের প্রতি অনুরক্ত ও সৎলোকরূপে খ্যাত।

মুল্লা আবদুর রহমান বোহরা[৫] আহমেদাবাদের অধিবাসী।

মুল্লা ইলাহাদাদ আমরোহা[৬] একজন বুদ্ধিমান লোক।

মুল্লা ইলহাদাদ সুলতানপুরি[৭] মখদুম-উল-মুলকের একজন ছাত্র।

মুল্লা আলম গুলবাহারী কাবুলী[৮] একজন মধুর স্বভাবের, এবং হাসি খুশি ও অবাধ প্রকৃতির লোক। তিনি কবিতা লিখিতেন এবং রাজা, এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ও

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহাকে বলা হইয়াছে মৌলানা এবং সম্ভবতঃ ইনি এবং মৌলানা শাহ মুহম্মদ উনসি একই ব্যক্তি।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামের পরে যাহা লিখা আছে তাহা হাসি বলিয়া মনে হয়। আর একটিতে একটি শব্দ লিখা আছে যাহা মনে হয় যামী। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু বদাওনীতে ইহার সম্বন্ধে দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া আছে, যাহা হইতে বুঝা যায় যে তাহার নামের পরে হাক্কি হইবে। ইহা তাহার কবি নাম।

৩. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই। আইন-ই-আকবরীতে একটি শেখ হামিদ কাদিরীর উল্লেখ আছে, যিনি মৌলানা আবদুল কাদিরের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি এবং এই পুস্তকে উল্লেখিত শেখ হামিদ একই ব্যক্তি হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

৪. সম্ভতঃ তিনি আর মৌলানা আবদুল কাদিরের ভ্রাতা শেখ মুসা একই ব্যক্তি ; ইহার সঙ্গে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে মৌলানা কাদিরের শত্রুতা ছিল, আইন-ই-আকবরীতে তাহার বিবরণ আছে।

৫. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই ; তবে শেষোক্ত গ্রন্থে লাহোরের এক শেখ আবদুর রহমান বহতির উল্লেখ আছে, যিনি মীর দৌরির ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি ইনি নন বলিয়া মনে হয় কারণ তিনি কখনও আহমদাবাদে বসবাস করেন নাই।

৬. আইন-ই-আকবরীতে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র একবার ইহার উল্লেখ আছে ; তবে বদাওনীতে ইহার এক বিবরণ দেওয়া আছে।

৭. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই, তবে বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

৮. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে বদাওনীতে যে আলিম কাবুলীর উল্লেখ আছে তিনিই এই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

www.alimaanfoundation.com

কবিগণের[১] বিবরণ সম্বলিত একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহার নাম দিয়াছিলেন ফাওয়ায়েহ-উল-বিলায়েত।

কাযী খান বদাখশানী[২] আমিরদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী বিজ্ঞানসমূহ ভাল জানিতেন আর সুফি মতবাদে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

মীর সদর জাহান[৩] একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং বহুদিন যাবৎ একজন মুফতি ছিলেন এবং বর্তমানে সদর-ই-সদুর (প্রধান বিচারপতি) পদে অধিষ্ঠিত আছেন; কবিত্ব শক্তি আছে।

মুল্লা বায়াযিদ[৪] লাহোরের একজন মুফতি।

মুল্লা আবদুল শকুর[৫] লাহোরের লোক।

মুল্লা আবদুল লতিফ কাযউইনী[৬] একজন সৈয়দ, অত্যন্ত জ্ঞানী ও একজন ঐতিহাসিক ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত ও পবিত্র লোক ছিলেন।

মুল্লা মীর কলান হারিভী[৭] একজন সুবিজ্ঞ লোক, অত্যন্ত সুপণ্ডিত ও ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি আশি বৎসর জীবিত ছিলেন এবং বিবাহ করেন নাই। লোকেরা যখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিত তখন তিনি বলিতেন যে তিনি বিবাহ করেন নাই এই কারণে যে, তিনি মনে করিতেন তাহার স্ত্রী হয়তো তাহার মাতার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে সম্মত নাও হইতে পারে। তিনি বহু বৎসর আগ্রায় শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে 'দার্শনিক বা চিকিৎসকগণ' যোগ করা আছে।

২. আইন-ই-আকবরীর বিভিন্ন স্থানে কাযী বা গাযী খান বদাখশানী বা বকশীরূপে ইহার উল্লেখ আছে। বদাওনীতেও ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে মীর (বা মিরান) সদর জাহান (মুফতি) আর বদাওনীতে তাহাকে বলা হইয়াছে সদর জাহান পিহানী।

৪. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৫. আইন-ই-আকবরীতে একবার ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে; আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার পক্ষে থাকিবার ফলে তাহাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়, বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে যেখানে বলা হইয়াছে তাহার নির্বাসন হইয়াছিল এইরূপ যে তাহাকে জৌনপুরের কাযী নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করা হইয়াছিল।

৬. আইন-ই-আকবরীতে শুধু প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, যে তিনি নকিব খানের পিতা ছিলেন। বদাওনীতে তাহার দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া আছে।

৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে মৌলানা এবং এই পাণ্ডুলিপিতে এবং আর একটিতে তাহার নামের পরে হারিভী দেওয়া আছে। আইন-ই-আকবরীতে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। বদাওনীতেও ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

মুল্লা আবদুল কাদির[১] ছিলেন মহান খলিফা ই-ইলাহীর শিক্ষক। তিন বহু বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত হিজাযে হজ করিতে যান।

কাযী হাসান কাযউইনী[২] বহু সৎগুণে ভূষিত ছিলেন।

মুল্লা হাবিব[৩] একজন জ্ঞানী প্রফেসর ছিলেন। তিনি ভক্ত ও গুণান্বিতদের নেতা।

মুল্লা ইসমাইল, মুফতি[৪], লাহোরের অধিবাসী ছিলেন।

মুল্লা আবুল ফাতেহ লাহোরী[৫] পবিত্রতা ও আল্লাহর প্রতি অনুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

মুল্লা আবদুর রহমান লাহোরী।[৬]

মুল্লা আবদুল জলিল লাহোরী[৭] মুল্লা আবুল ফতেহ এর ভ্রাতা এবং এই যুগের একজন মুফতি ছিলেন।

মুল্লা আলী কুর্দ[৮] যুক্তিবাদী শাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল। তিনি কুর্দিস্তান হইতে ভারতে আগমন করেন এবং এই স্থানে ইন্তেকাল করেন।

মুল্লা উসমান সমানা[৯] বর্তমানে সৈন্যদের দলের অন্তর্ভুক্ত এবং কতিপয় পরগণার শাসনকার্যে নিযুক্ত আছেন।

মুল্লা সুলতান থানেশ্বরী[১০] বহু বৎসর শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন।

মুল্লা ইমাম উদ্দীন[১১] লাহোরের একজন শিক্ষক।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে; আর বদাওনীতে তাহার এক বিবরণ দেওয়া আছে তবে তথায় তাহার নাম লিখা হইয়াছে শেখ আবদুল কাদির।

২. আইন-ই-আকবরীতে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে, আর বদাওনীতে একবার মাত্র প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে মুল্লা হাবিবউল্লাহ লাহোরী; বদাওনী প্রসঙ্গক্রমে এক খাজা হাবিবউল্লার উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীতে দুইজন হাবিব খানের উল্লেখ আছে।

৪. আইন-ই-আকবরীতে এক মৌলানা ইসমাইলের উল্লেখ আছে; বদাওনীতে দুইজন মৌলানা ইসমাইলের উল্লেখ আছে একজন আরবের আর একজন উচের ও আর একজন আছে শেখ ইসমাইল। কিন্তু ইহাদের কাহাকেও এই পুস্তকে বর্ণিত মুল্লা ইসমাইলরূপে সনাক্ত করা যায় না।

৫. আইন-ই-আকবরীতে বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না।

৬. আইন-ই-আকবরীতে বা বদাওনীতে এই নামের কোন লোকের উল্লেখ দেখা যায় না।

৭. আইন-ই-আকবরীতে বা বদাওনীতে এই নামীয় কোন লোকের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই; বদাওনীতে যে মুল্লা আলী তারমী, মুহাদ্দিসের উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ ইনিই হইবেন।

৯. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই; বদাওনীতে ইহার সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে।

১০. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ দেওয়া যায় না। তবে বদাওনীতে বর্ণিত সিপলাকের সুলতান আর ইনি একই ব্যক্তি হইতে পারেন।

১১. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে মৌলানা ইমামউদ্দীন। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

www.alimaanfoundation.com

শেখ মুইন[১] প্রচারক মুল্লা মুইনের পৌত্র, বহু বৎসর লাহোরে বসবাস করিয়াছিলেন; বর্তমানে মৃত।

কাসিম বেগ তাব্রিজী[২], জ্ঞানের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; আমীর পদমর্যাদার অন্তর্ভূক্ত।

সৈয়দ নয়মতউল্লাহ লাহোরী।[৩]

শেখ নুরুদ্দীন কম্বু লাহোরী।[৪]

মুল্লা আবদুল কাদির বদাওনী[৫], মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে তাহার সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছেন; এবং বহু জ্ঞান ও উৎকর্ষতার অধিকারী। সুফি মতবাদ শিক্ষার এবং ইতিহাস ও কবিতার কলা কৌশলে তাহার যথেষ্ট বুৎপত্তি আছে; তিনি কতিপয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং মহান খলিফা-ই-ইলাহীর নির্দেশে কতিপয় হিন্দি পুস্তক ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

শামস খান কম্বু লাহোরী[৬]।

মুল্লা হাশিম কম্বু[৭], যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী শাস্ত্রসমূহে সুপণ্ডিত।

কাযী নুরুল্লাহ শুশতারি[৮] বর্তমানে লাহোরের কাযী পদে নিযুক্ত আছেন এবং সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং পাণ্ডিত্য ও উৎকর্ষতার অধিকারী।

মুল্লা উসমান কারি[৯] আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং বহু বৎসর ধরিয়া গুজরাটে শিক্ষকতা কার্যে নিয়োজিত[১০] আছেন।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে মাত্র একবার প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বদাওনীতে ইহার এক বিবরণ দেওয়া আছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি অস্পষ্ট মনে হয় যেন শেখ মুমনি লেখা আছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে একবার আমীরগণের মধ্যে এবং একবার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু বদাওনীতে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে সৈয়দ নমতউল্লাহ, আর অপর একটিতে আছে সৈয়দ নুরুল্লাহ। প্রথমোক্ত নামের কোন লোকের উল্লেখ আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে নাই, তবে আইন-ই-আকবরীতে একজন মীর নুরুল্লাহর উল্লেখ আছে, আর শুশতারের কাযী নুরুল্লাহর এক দীর্ঘ বিবরণ বদাওনীতে দেওয়া আছে। তবে এই পুস্তকে আরও পরে বর্ণিত কাযী নুরুল্লাহ শুশতারী আর বদাওনী বর্ণিত এই ব্যক্তি একই লোক।

৪. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

৫. ঐতিহাসিক বদাওনী।

৬. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার নাম পাওয়া যায় না।

৭. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮. ৩নং পাদটীকা দেখুন।

৯. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

১০. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'নিযুক্ত হন', কিন্তু দুইটিতে আছে 'নিয়োজিত হন'।

www.alimaanfoundation.com

সৈয়দ ইয়াসিন সরহিন্দি[১] ছিলেন মিয়া ওয়াজিহ উদ্দীনের একজন ছাত্র।

মুল্লা কাসিম ওয়াহিদ-উল আইন কান্দাহারী[২] যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী শাস্ত্রসমূহে শিক্ষা দান করিতেন।

[৩] (পাদটিকা দেখুন)।

মুল্লা আবদুস সালাম লাহোরী[৪] ছিলেন লাহোরের একজন প্রধান পণ্ডিত ব্যক্তি।

মুল্লা বদাহ লংকাহ[৫] ছিলেন একজন অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং এই যুগের একজন সর্বাপেক্ষা ধার্মিক লোক।

মুল্লা হিসাম উদ্দীন সুর্খ লাহোরী[৬], লাহোরের পণ্ডিত ব্যক্তিদের হইতে ব্যতিক্রম হিসাবে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী জ্ঞানে সুপণ্ডিত এবং অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ লোক।

মুল্লা ইসমাইল আউধ[৭] ছিলেন একজন অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন **মুফতি**[৮] (বিচার) ছিলেন আর হাদিসে সুপণ্ডিত ছিলেন।

মুল্লা ইলহাদাদ লক্ষ্ণৌভী[৯] ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতার জন্য সুবিখ্যাত।

সৈয়দ মুহম্মদ[১০] কুপা মৌ।

---

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি ওয়াইস বা ইয়াসিন ঠিক বুঝা যায় না, কিন্তু একটিতে ইয়াসিন পরিষ্কার বুঝা যায়। আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই ; তবে বদাওনীতে ইহার এক বিবরণ দেওয়া আছে।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়াহিদ উল আইন' দেওয়া নাই, অন্য দুইটিতে দেওয়া আছে। বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। আইন-ই-আকবরীতে একজন মৌলানা কাসিমের উল্লেখ আছে।

৩. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম্নরূপ যোগ করা আছে :
মুল্লা সৈয়দ ইয়াসিন লাহোরী, লাহোরের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।
পরবর্তী মুল্লা আবদুস সালাম লাহোরীর এবং মুল্লাহ বদাহ লংকার নাম দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, একটিতে নাই।

৪. সম্ভবতঃ আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত মৌলানা আবদুস সালাম আর ইনি একই ব্যক্তি। বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৫. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৬. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে, তথায় তাহাকে বলা হইয়াছে মৌলানা হুসামউদ্দীন। তবে বদাওনীতে ইহার উল্লেখ পাই নাই।

৭. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় নাই।

৮. শব্দটি হয় মুফতি অথবা মুত্তকি হইবে।

৯. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না ; তবে বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

১০. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি অস্পষ্ট, আর একটিতে ইহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

কাযী উসমান আম্বালী, সিন্দী[১] একজন অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতার জন্য বিখ্যাত। তিনি দিল্লীতে বসবাস করেন।

মখদুম-ই-জাহান সিন্দী[২] শিবিস্তানে[৩] আছেন এবং একজন অতি পণ্ডিত ব্যক্তি আর ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতার জন্য খ্যাত।

শেখ বহলোল দেহলভী।[৪]

শেখ তাজউদ্দীন দেহলভী।[৫]

মীর আবদুল আউয়াল দখিনী[৬], সর্বপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী।

মুল্লা জামাল মুদাররিস[৭] মুলতানী।

মুল্লা উসমান বাঙ্গালী।[৮]

মীর মনির[৯] সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত।

মীর আবদুল হাই[১০] ছিলেন খুরাসানের সদর। মহান জিন্নাত আশিয়ানী তাহাকে সদর-উল আফাযিল নিযুক্ত করেন। তিনি বহু দিন ধরিয়া মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরী করেন।

মুল্লা তাকিউদ্দীন শুশতারি[১১] যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী শাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন এবং মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।

শেখ ফরিদ বাঙ্গালী[১২] ছিলেন একজন অতি বিজ্ঞ লোক এবং ধর্মপরায়ণ ও হাদিসে সুপণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিক ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ সম্পন্ন লোক ছিলেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি নাই ; আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতেও ইহার কোন উল্লেখ নাই।

২. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৩. শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে এই শব্দগুলি আছে, অন্যগুলিতে নাই।

৪. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৫. আইন-ই-আকবরীতে দিল্লীর এক শেখ তাজউদ্দীন দেহলভীর নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা আছে। তিনি কিছুকাল সম্রাটের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু বদাওনীতে কোন শেখ তাজউদ্দীনের উল্লেখ নাই।

৬. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৭. আইন-ই-আকবরীতে এক মৌলানা জামালের উল্লেখ আছে, আর বদাওনীতে তালাহ-এর এক মৌলানা জামালের বিবরণ আছে, ইহারা সম্ভবত একই ব্যক্তি।

৮. আইন-ই-ইআকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই, তবে বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে।

৯. আইন-ই-আকবরীতে বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

১০. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন মীর আবদুল হাই মশহাদী। •

১১. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে শুশতারের তাকিয়া, আর তাকিয়া পদটি তাকির ইরানী রূপ। তথায় ইহাও উল্লেখ করা আছে যে তবাকাত ইহার নাম লিখিয়াছে তাকি মুহম্মদ। পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহার নাম দেওয়া আছে মুল্লা তাকিউদ্দীন শুশতারী। বদাওনী তাহার এক বিবরণ লিখিয়াছেন এবং তথায় ইহার নাম লিখিয়াছেন তাকিউদ্দীন শুশতারী।

১২. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

শেখ তাজউদ্দীন দেহলভী[১] ছিলেন শেখ মান পানিপতির একজন শিষ্য এবং একজন মুতসওয়াফ।

হিন্দুস্তানের শিখগণের[২] **বিবরণ,** এই ফকির যাহাদের অনেকেরই খেদমত করিয়াছে এবং যাহাদের মহান খলিফা ই-ইলাহীর রাজত্বকাল সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

শেখ সলিম সিক্রিওয়াল[৩] এই যুগের একজন মহা শেখ; ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন ও উদ্দীপনা এবং কেরামতি প্রদর্শনের এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলৌকিক স্বভাবের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি চব্বিশবার হিজাযে হজ করিতে গমন করিয়াছিলেন; আর পুনরায় যখন হজ করিতে গমন করেন তখন পনের বৎসর ধরিয়া মক্কায় অবস্থান করেন। ফতেপুর সিক্রি শহরটি ঐ দরবেশ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকিবার ফলে মহান খলিফা ই-ইলাহী কয়েক বৎসরের জন্য ইহাকে তাহার রাজধানী করেন। আঃ হিঃ ৯৭৯ সনে তিনি আল্লাহর করুণার সঙ্গে মিশিয়া যান।

শেখ নিযাম উদ্দীন আমেঠিওয়াল[৪] ছিলেন ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার অধিকারী এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনে ও ভক্তি প্রদর্শনে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন এবং শেখত্বের-প্রার্থনা গালিচায় আসন গ্রহণ করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণকারীগণকে পরিচালনা করিতেন; আর চিরন্তন জগতে গমন করেন।

শেখ মুহম্মদ ঘাউস[৫], শেখ বহলোলের ভ্রাতা; আল্লাহর নামসমূহ দ্বারা মোনাজাত করা তিনি অবহিত ছিলেন। শেখের বেশে তাহার প্রভুত মর্যাদা ও আড়ম্বর ছিল। মহান খলিফা ই ইলাহীর তাহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল এবং একবার তিনি তাহাকে এক কোটি অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

খাজা আবদুস শহীদ[৬] ছিলেন খাজা আবদুল্লাহ আহরারের পৌত্র। তিনি অত্যন্ত দরবেশ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং মানবিক উৎকর্ষতার অধিকারী ছিলেন।

---

১. শেখ বহলোল দেহলভীর নামের পরে বর্ণিত শেখ তাজউদ্দীন দেহলভীর নামই এই স্থানে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে, না ইনি ভিন্ন ব্যক্তি বুঝা যায় না।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে "হিন্দুস্তানের খ্যাতনামা শেখগণের"; খলিফা-ই-ইলাহীর পূর্বে 'সময়' শব্দটি দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, একটিতে নাই।

৩. ইনিই সুবিখ্যাত শেখ সলিম চিশতী। আইন-ই-আকবরীর বিভিন্ন স্থানে ও বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে।

৪. আবুল ফযল প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকায় ২য় স্থানে শেখ নিযাম নামটি লিখিয়াছেন, তিনি হয় আমেঠির শেখ নিযামউদ্দীন অথবা নারনৌলের নিযামউদ্দীন হইবেন। বদাওনী ইহার সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছেন।

৫. আইন-ই-আকবরীর দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিগণের তালিকায় ইহার সংখ্যা ৩৪। বদাওনী ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

৬. আইন-ই-আকবরীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকায় ইহার নাম ২৪ নম্বর। বদাওনী ইহার এক বিবরণ লিখিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

তিনি বিশ বৎসরকাল হিন্দুস্তানে ছিলেন। মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহাকে বৃত্তিরূপে পরগণা জমারী প্রদান করেন, আর প্রায় দুই সহস্র ফকির এবং যোগ্যলোক তাহার আনুকুল্যে জীবন ধারণ করিতেন। যখন তাহার পরলোকগমনের সময় হইয়া আসিল তখন তিনি সমরকন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন আর তিনি বলিলেন যে তিনি ঐ স্থানে তাহার হাড়গুলি বহন করিয়া নিয়া যাইতেছেন; আর সমরকন্দে পৌঁছিবার ছয় দিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

শেখ মুবারক নাগোরী[১] ছিলেন একজন প্রগাঢ় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ও শেখগণের অন্যতম। আল্লাহর প্রতি নির্ভরতায় তাহার অবিচল আস্থা ছিল। তাহার প্রথম জীবনে তিনি খতিব ফযল কাযরুনী এবং গুজরাটে মৌলানা ইমাদ তারমীর সহপাঠী ছিলেন; তাহার জীবনের শেষভাগে তিনি চারি খণ্ডে আরবী ভাষায় একটি তফসির (কোরানের ব্যাখ্যা) পুস্তক রচনা করেন। তিনি ইহার নাম দেন মমবা-ই-আউন, ইহা তফসির ই কবির-এর অনুরূপ পুস্তক; আর তা ছাড়া তাহার অন্যান্য মহান গ্রন্থও আছে।

পঞ্চাশ বৎসরকাল তিনি আগ্রায় শিক্ষাদান কার্যে এবং শিষ্যগণকে উপদেশ দানে নিয়োজিত ছিলেন। তাহার উৎকর্ষতার প্রতীকরূপে তিনি যে পুত্রগণকে রাখিয়া যান তাহারা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেন এবং তাহারা এই যুগের গৌরব, যেমন আল্লামী শেখ আবুল ফযল এবং কবিদের রাজা শেখ আবুল ফয়েয ফৈযী এবং শেখ আবুল খায়ের ইত্যাদি। তিনি বলিতেন যে তিনি তাহার পুত্রদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন।

আঃ হিঃ ১০০১ সনের যি-কাজা মাসে লাহোরে তিনি আল্লাহর করুণার সঙ্গে বিলীন হন; আর "শেখ কামিল এবং ফখর-উল-মুকাম্মিল" শব্দগুলিতে এই ঘটনার তারিখ নিহিত আছে।

শেখ আব্বন জৌনপুরী[২] ছিলেন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার অধিকারী আর বহু বৎসর ধরিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুসন্ধানকারীগণকে উপদেশ দিয়াছেন।

শেখ বেখুদী সম্বলী[৩] ছিলেন মনের পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য বিখ্যাত।

---

১. আবুল ফযল ও ফৈযীর পিতা, এবং প্রথমোক্ত জন তাহার দেওয়া পণ্ডিত ব্যক্তিদের তালিকায় ইহার নাম সর্বাগ্রে দিয়াছেন।

২. আবুল ফযল তাহার দেওয়া প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিদের তালিকায় ইহার স্থান দিয়াছেন তৃতীয়। বদাওনীও ইহার বিবরণ দিয়াছেন।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে বেখুদী এবং আর একটিতে দেওয়া আছে হাবুই, আবার আর একটিতে দেওয়া আছে হাজুই। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

মিয়া ওয়াজিহ উদ্দীন গুজরাটি[১] প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল শিক্ষাদান ও পথ প্রদর্শনের পথে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর দারিদ্রতা এবং উপবাস ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতায় কালাতিপাত করেন। তিনি সর্বদা শিক্ষা দান করিতেন এবং যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী শিক্ষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বহু মহান পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন।

শেখ ইলহাদাদ খয়রাবাদি[২] ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও ভক্তির অধিকারী ছিলেন এবং বহু বৎসর তিনি আল্লাহর অনুসন্ধানকারীদের পথ প্রদর্শনে নিযুক্ত ছিলেন।

শেখ নিযাম নার নৌলী[৩] বহু বৎসর শেখত্বের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং অনুসন্ধানকারীদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন।

শেখ নিযাম থানেশ্বরী[৪] আল্লাহর কাজের অধিকারী ও তাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায় বিভূষিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুসন্ধানকারীদের শিক্ষাদানে তিনি বহু বৎসর নিয়োজিত ছিলেন।

শেখ দাউদ জাহনীওয়াল[৫] হৃদয়ঙ্গম (যৌক ও সঙ্গীতের উদ্দীপনায় ও ধ্যানের ও আধ্যাত্মিক কথোপকথনের অধিকারী ছিলেন এবং বহু বৎসর ধরিয়া গদীনশীন ছিলেন এবং অনুসন্ধানকারীদের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

শেখ মুসা আহানগর[৬] আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কেরামতি প্রদর্শনের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। মহান খলিফা ই-ইলাহীর রাজত্বের প্রথম দিকেই ইনি ইন্তেকাল করেন এবং লাহোরে সমাহিত হন।

---

১. আবুল ফযল ইহাকে প্রথমশ্রেণীর পণ্ডিতদের তালিকায় চতুর্থ স্থান দিয়াছেন। বদাওনীও ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহাকে বলা হইয়াছে শেখ ইলহাদিয়া। আইন-ই-আকবরীতেও ইহাকে শেখ ইলহাদিয়া বলা হইয়াছে এবং প্রথমশ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিদের তালিকায় তাহাকে অষ্টম স্থান দেওয়া হইয়াছে। বদাওনীও ইহার বিবরণ দিয়াছেন;

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শেখ নিযাম নিযাম থানেশ্বরীর পরে শেখ জালাল নারনৌলীর নামে একই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বদাওনীও ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

৪. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার নাম উল্লেখ নাই।

৫. আইন-ই-আকবরীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিদের তালিকায় তাহার স্থান দেওয়া হইয়াছে ৩২। উহাতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ঝান্নিওয়াল, লাহোরের নিকটস্থ ঝান্নি নামক স্থান হইতে এই নামের উৎপত্তি। বদাওনীতে ইহার নাম লিখা হইয়াছে শেখ দাউদ কাদিরী ঝান্নিওয়াল। তিনি শিরগড়ের অধিবাসী ছিলেন; ইহা ঝান্নির অন্তর্গত এবং ভাজবন্দীর চড়া দিয়া বিপাশা নদী অতিক্রম করিয়া তথায় পৌঁছিতে হইত। বদাওনীতে তাহার বিবরণ দেওয়া আছে।

৬. আইন-ই-আকবরীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতব্যক্তিদের তালিকায় ইহার স্থান দেওয়া হইয়াছে ২৩। বদাওনীতে তাহার কোন উল্লেখ দেওয়া দেখা যায় না।

www.alimaanfoundation.com

শেখ নমতউল্লাহ গুজরাটি[১] ছিলেন একজন সুফি ও ধীরস্থির স্বভাবের।

শেখ আবদুল গফুর আযমপুরী[২] বহু বৎসর আযমপুর পরগণায় বসবাস করিয়াছিলেন এবং তথায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান সন্ধানকারীদের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

শেখ ইউসুফ হরকুন মজযুব (আল্লাহে বিলীন) **লাহোরী**[৩] আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির জন্য খ্যাতনামা ও সুপরিচিত ছিলেন।

শেখ রহমতুল্লাহ[৪] হাদিসে সুপণ্ডিত শেখ হামিদের ভ্রাতা ছিলেন, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন গুজরাটে অসুস্থ হইয়া পড়েন তখন তিনি আঃ হিঃ ৯৯৫ সনে হিজাযে গমন এবং তথায় ইন্তেকাল করেন।

শেখ আবদুল্লাহ বদাওনী[৫] প্রথমে একজন হিন্দু ছিলেন। গুলিস্তান পাঠ করিবার সময় তিনি যখন হজরতের নামে আসেন তখন তিনি তাহার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেন এই লোকটি কে। শিক্ষক মহানবীর কতিপয় প্রশংসার উল্লেখ করেন; আর তিনি ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন; তিনি পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের অধিকারী; আর তাহার পবিত্রতা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য সুপরিচিত।

শেখ মাহ[৬] ছিলেন শেখ আধমের একজন ছাত্র এবং বহু বৎসর গুজরাটে বসবাস করিয়াছিলেন।

শেখ তাহা[৭] ছিলেন শেখ সলিমের একজন ছাত্র এবং গুজরাটে বসবাস করিতেন এবং তথায় আঃ হিঃ ৯৯৪ সনে ইন্তেকাল করেন।

শেখ আবদুল্লাহ, সহরওয়ার্দী[৮] গুজরাটে ছিলেন।

---

১. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার নাম পাওয়া যায় নাই।

২. আইন-ই-আকবরীতে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিদের তালিকায় ইহার স্থান দেওয়া হইয়াছে ১৯। বদাওনীতেও ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

৩. আইন-ই-আকবরীর দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিদের তালিকায় ইহার স্থান দেওয়া হইয়াছে ২৮।

৪. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

৫. আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বদাওনীতে শুধু এক স্থানে আছে যে "মাননীয় শেখ আবদুল্লাহ বদাওনী" গ্রন্থকার যখন বিলগ্রামে আহত অবস্থায় ছিলেন তখন তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

৬. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে নাম এইরূপ লেখা আছে; আর একটিতে আছে শেখ তাবার; আর একটিতে আছে শেখ তাহ। একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম শেখ মাহ এর পরেই আছে আইন-ই-আকবরী অথবা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া আছে। আর একটিতে সহরওয়ার্দীর পূর্বে আজ দেওয়া আছে। আইন ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার নাম নাই।

www.alimaanfoundation.com

শেখ কপুর মজযুব[১] (মগ্ন) গোয়ালিয়রে ছিলেন আর ভারতের সাধারণ লোকদের তাহার প্রতি এক অদ্ভুত ভক্তি আছে।

মীর সৈয়দ আলাউদ্দীন ঔধানী[২] ছিলেন এই যুগের একজন মহান ব্যক্তি এবং মানবিক উৎকর্ষতার অধিকারী ছিলেন। এই শ্লোকটি তাহার মনে জাগে ঃ

শ্লোক

ঐ ফুটন্ত ফুলটির বর্ণ ও গন্ধ কিরূপ তাহা আমি জানি না।
কিন্তু সকল বাগানের পাখীই সর্বদা ইহার নিকটে কুজন করে।

শেখ ইলহা বখস[৩] গড় মুক্তেশ্বরের। আল্লাহে মগ্ন হওয়া হইতে বিরত নহেন।

সৈয়দ সালেহ ফতেহপুরী[৪] ফতেপুরের মেওয়া (সুস্বাদু ফল) নামে খ্যাত। আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হওয়া হইতে তিনিও বিরত নন।

সৈয়দ আহমদ মজযুব[৫] (মগ্ন ইদ্রুসী, বর্তমানে বরোজে আছেন এবং কেরামতি দেখা গিয়াছে আর ইহার প্রত্যাদেশ লাভের ক্ষমতা আছে।

সৈয়দ জালাল কাদরী আগ্রাই[৬] এই যুগের একজন মহান লোক ছিলেন। এই ফকির পনের বৎসর তাহার প্রতিবেশী ছিল।

শেখ কবির মুলতানী[৭] আল্লাহর সাথে যাহারা মিলিত হইয়াছেন, তাহাদের ধ্রুবতারা শেখ বাহাউদ্দীনের পৌত্র ছিলেন। প্রথম দিকে ইনি মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার বেআইনী কার্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যখন মহান

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম লিখা হইয়াছে বাবা কপুর। বদাওনীতেও ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে শেখ আলাউদ্দীন মজযুব। বদাওনীতেও ইহার বিবরণ আছে।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শেখ ইলহা বখস। অন্য একটিতে আছে শেখ বখস। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। বদাণীতেও ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

৪. আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বদাওনীতে একজন পাগল সলিহ-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি এই পুস্তকে বর্ণিত সৈয়দ সালেহ ফতেপুরী নন। বদাওনীতে একজন মুল্লা সালেহ-এরও উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তিনিই আর এই স্থানে বর্ণিত সৈয়দ সালেহ ফতেহপুরী একই ব্যক্তি হইবেন।

৫. আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত আহমদগণের কাহারও সঙ্গে ইহার সনাক্তকরণ করা যায় না; বদাওনীতেও ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না।

৬. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না, তবে বদাওনীতে ইহার এক বিবরণ আছে।

৭. আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে বদাওনী ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে প্রবেশ করেন তখন তিনি তাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন এবং মদ্যপান হইতে বিরত হন এবং তাহার মহান পূর্বপুরুষের পথ অনুসরণ করেন।

শেখ হাবিবুল্লাহ সুফি[১] আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত।

শেখ আবু ইসহাক মেহরাঙ্গ[২] তাহার প্রত্যাদেশ এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রতি লাহোরের লোকদের বিশ্বাস আছে।

সৈয়দ মুবারক আলওয়ারী[৩], মগ্ন চৈতন্যের লোক এবং ঐশ্বরিকক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

শেখ কামাল আলওয়ারী[৪]; শেখ সলিমের একজন আত্মীয় ও শিষ্য।

শেখ মাথু আগ্রা[৫]; একজন মাজযুব (খোদায় মগ্ন। তিনি আত্মা সম্পর্কে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।

শেখ আলাউদ্দীন আগ্রা[৬]; তিনি একজন মাজযুব ও প্রকৃত সাধক।

সৈয়দ মুবারক গোয়ালিয়রী[৭]; তিনি নেশায় আসক্ত ব্যক্তি ছিলেন। একদিন যখন তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করে যে তাঁহার কেমন বোধ হইতেছে। তিনি হিন্দিতে বলেন,—'জী সে লাগি হ্যায়'। যাহার অর্থ; যখন নতুন কোন পশু কেনা হয়, তখন তার চোখ বাঁধিয়া রাখা হয়। দুই-তিন দিন পর অল্প অল্প করিয়া পশুটির চোখ খুলিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে সে তার মনিবের অনুগত হইতে পারে। পরে সম্পূর্ণ চোখ খুলিয়া দেওয়া হয়। ঐ কথাগুলি দ্বারা উপরোক্ত অর্থ বুঝানো হইয়াছে।

শেখ খলিল আফঘান[৮]।

---

১. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২. আইন-ই-আকবরীতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণের তালিকায় ইহার নাম ৩১ সংখ্যায় আছে; তথায় নাম দেওয়া আছে আবু ইসহাক ফিরঙ্গ। বদাওনীতে প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু শেখ মুবারক নাগোরের অংশে বলা হইয়াছে যে তবাকাতে আলোয়ারের শেখ মুবারক ও গোয়ালিয়রের শেখ মুবারকের উল্লেখ আছে।

৪. আইন-ই-আকবরীতে একজন শেখ কামালের উল্লেখ আছে, যিনি এই ব্যক্তি হইতে পারেন। বদাওনীতে আলোয়ারের একজন শেখ কামালের নাম জানা যায়।

৫. আইন-ই-আকবরীতে একজন শেখ মাথুর নাম আছে, যিনি জাহাঙ্গীরের দরবারের একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বদাওনীতে কোন উল্লেখ নাই।

৬. আইন-ই-আকবরীতে একজন শেখ আলাউদ্দীন মাজযুব আছেন। বদাওনীতেও অনেকগুলি আলাউদ্দিনের উল্লেখ আছে; কিন্তু ইহার সঙ্গে তাহাদের কাহারো মিল নেই।

৭. ৩ নং ফুট নোট দেখুন। বদাওনীতে গোয়ালিয়রের সৈয়দ মুবারকের কোন নাম নেই।

৮. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামের শেষাংশে গোয়ালিয়রী লেখা আছে। কিন্তু আইন-ই-আকবরীর কোন খলিলের নামের শেষে ইহা নাই। অথবা বদাওনীতেও কোন খলিলের উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

শেখ খাজা খিযর বখতিয়ার[১] বহু বৎসর যাবৎ আগ্রায় ছিলেন। তাহার বড় বড় ও ছোট বাজপাখী ছিল কিন্তু গৃহের আসবাব-পত্র বিশেষ কিছু ছিল না। তিনি শিকারে বহু সময় ব্যয় করিতেন আর তাহার রান্নাঘরে সর্বদা খাবার প্রস্তুত থাকিত। যদি কোন দিন তাহার গৃহে কিছু লোক আসিত এবং প্রত্যেকে আলাদাভাবেই আসে তবে তিনি প্রতিবারই সদ্য পাক করা খাবার আনিতেন। তিনি ফকির ও দরিদ্রগণকে ভিক্ষা দান করিতেন। কিছু লোকে মনে করিত যে তিনি রসায়ন প্রক্রিয়া অবগত আছেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে।

শেখ মুনাওয়ার আগ্রা[২] ছিলেন একজন মজযুব (মগ্ন) এবং বিশ্বাসের পথ অনুসরণ করিতেন। তিনি দারিদ্র্যতায় এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতায় জীবন যাপন করিতেন এবং আমীরগণের মধ্যে তাহার শিষ্য ছিল।

শেখ হুসেন[৩] খোয়ারিযমের শেখের একজন শিষ্য, এবং একজন পবিত্রমনা দরবেশ আর ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও আল্লাহে মগ্ন ছিলেন। তিনি বহু বৎসর আগ্রা অবস্থান করিয়াছিলেন।

শেখ হাজী আহমদ লাহোরী।[৪]

শেখ আহমদ হাজী পুলাদি, মজযুব সিন্দি।[৫]

শেখ জালাল হাজার সিন্দি।[৬]

শেখ ভিক কাকোরী।[৭]

---

১. এই নামের কাহারও উল্লেখ আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে নাই।

২. আইন-ই-আকবরীতে একজন শেখ মুনাওয়ারের উল্লেখ আছে, তিনি হাদিসের ব্যাখ্যা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; আর বদাওনীতে এক শেখ মুনাওয়ারের উল্লেখ আছে যিনি লাহোরের শেখ ইসহাক কাকুর শিষ্য ছিলেন।

৩. আইন-ই-আকবরীতে খোয়ারিযমের হুসেন শেখের উল্লেখ আছে আর বদাওনীতে চারজন হুসেন শেখের উল্লেখ আছে; কিন্তু ইহাদের কেহই খোয়ারিযমের শেখের শিষ্য ছিলেন না এবং তাহাদের কেহই আগ্রায় বসবাস করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

৪. আইন-ই-আকবরীতে একজন শেখ আহমদের উল্লেখ আছে, তিনি এই ব্যক্তি হইতে পারেন অথবা ইহার পরে উল্লেখিত ব্যক্তিও হইতে পারেন; আর বদাওনীতে একজন শেখ আহমদের উল্লেখ আছে যিনি সদর-ই-সদুর আবদুন নবীর পিতা ছিলেন।

৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া আছে, অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে হাজী বুলাদি; আর একটিতে আছে হাজী বুদলাদি।

৬. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে ভিনক, আর একটিতে আছে নিহিক, আর একটিতে আছে নিক। শুদ্ধ নামটি হইল শেখ ভিক। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। বদাওনীতে ইহার এক বিবরণ দেওয়া আছে; তথায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে শেখ ভিকন। কাকোর ছিল লক্ষ্ণৌ সরকারের একটি পরগণা শহর।

www.alimaanfoundation.com

শেখ মুহম্মদ আশিক সম্বলী।[১]

শেখ আবদুল আজিজ দেহলভী[২] মহানৈতিক তার অধিকারী ছিলেন।

শেখ মুস্তফা দরিয়াবাদী।[৩]

শেখ হুসেন আধা।[৪]

শেখ হামযা মজযুব।[৫]

শেখ ইবন আমরোহা।[৬]

শেখ কায়েস খিযরাবাদী।[৭]

শেখ আবদুল করিম সহারমুসি।[৮]

শেখ রুকনউদ্দীন[৯], শেখ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গ বা গঙ্গুর পুত্র।

শেখ হাবিব লাহোরী।[১০]

শেখ সাদী কাকোরী।[১১]

শেখ হামিদ মুলতানী জিলানী।[১২]

শেখ পিয়ারা কোরেয়া।[১৩]

---

১. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

২. আইন-ই-আকবরীর প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিদের তালিকায় ইহার স্থান দেওয়া হইয়াছে ৬ষ্ঠ। বদাওনীও প্রসঙ্গক্রমে বহু স্থানে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

৩. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৪. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৫. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই; বদাওনী ইহার সম্বন্ধে এক বিবরণ লিখিয়াছেন, তথায় ইহাকে বলা হইয়াছে লক্ষ্ণৌর শেখ হামযা।

৬. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৭. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি দেওয়া আছে শেখ ফিল (?)। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৮. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামের শেষটি এইরূপই লিখা আছে; আর একটিতে ইহা সঠিক বুঝা যায় না। আর একটিতে আছে বহারমুসি। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৯. একটি পাণ্ডুলিপিতে আবদুল কুদ্দুসের নামের পূর্বে 'শেখ' শব্দটি নাই; অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে পিতার নাম দেওয়া আছে আবদুল কাদির গঙ্গু মুলতানী। অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে গঙ্গুর স্থলে লেখা আছে কাংক্রা। আইন-ই-আকবরীতে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তিগণের তালিকায় ইহার স্থান দেওয়া হইয়াছে ৫ম। পিতার নাম আবদুল কুদ্দুস এবং স্থানের নাম গঙ্গো। বদাওনীও ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

১০. একটি পাণ্ডুলিপিতে লাহোরীর পরে কাকোরী যুক্ত আছে। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

১১. আইন-ই-আকবীতে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনী একজন শেখ সাদীর বিবরণ দিয়াছেন, তিনি এই ব্যক্তি হইতে পারেন।

১২. আইন-ই-আকবরীতে একজন শেখ হামিদ কাদরীর উল্লেখ আছে; বদাওনীতে অনুরূপ উল্লেখ আছে।

১৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনীতে বাংলার একজন শেখ পিয়ারার উল্লেখ আছে।

www.alimaanfoundation.com

শেখ মুহম্মদ জিউ।[১]

মুল্লা তাহির সি-মুহাদ্দিস (হাদিসে বুৎপন্ন) গুজরাটি।[২]

শেখ ন্যাসির কিমিয়াগর (রসায়নবিদ) হিন্দুই।[৩]

শেখ যাকারিয়া অযোধী দেহলভী।[৪]

শেখ আবদুল করিম পানিপথি।[৫]

শেখ তাজউদ্দীন লক্ষ্ণৌভী।[৬]

শেখ আবুল ফতেহ গুজরাটি।[৭]

শেখ বাহাউদ্দীন মজযুব সম্বলী।[৮]

শেখ বুরহানউদ্দীন কালিওয়াল[৯] এই যুগের একজন শেখ; এই যুগে আল্লাহর প্রতি অনুরক্ততা ও ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতায় অতুলনীয়।

শেখ মুহম্মদ ভিকারী[১০], তাহার আদি নিবাস ছিল বিহার প্রদেশে। তাহার পিতা একজন আমীর ছিলেন। তাহার যৌবনের প্রারম্ভে তাহার মনে সন্দেহ ছিল এবং তিনি ইরানের শহরগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং বোগদাদের একজন ছাত্র ছিলেন আর মক্কায় হাদিস পাঠ করেন। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি পত্তন নহরওয়ালায় জ্ঞান অন্বেষণকারীদের শিক্ষা দান করেন, তিনি সুফি মতবাদ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে শব্দটি জিউ এবং জেবাহ এই দুই প্রকার দেওয়া আছে। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

২. উভয় পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি সি দেওয়া আছে, একটিতে দেওয়া আছে যি। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে উল্লেখ নাই।

৩. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে উল্লেখ নাই।

৪. আইন-ই-আকবরীতে দিল্লীর শেখ তাজউদ্দিনের পিতারূপে উল্লেখ আছে; বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৫. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৬. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই, তবে বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে, তথায় ইহাকে বলা হইয়াছে লক্ষ্ণৌর সৈয়দ তাজউদ্দীন।

৭. আইন-ই-আকবরীর পণ্ডিত ব্যক্তিগণের তালিকায় ইহার স্থান দেওয়া আছে ১২০। বদাওনীও ইহার এক বিবরণ লিখিয়াছেন।

৮. আইন-ই-আকবরীতে একজন বাহাউদ্দীনের উল্লেখ আছে, তবে তিনি বদাওনের অধিবাসী ছিলেন।

৯. আইন-ই-আকবরীতে পণ্ডিতগণের তালিকায় ২৯ নং শেখ বুরহান। তথায় বলা হইয়াছে যে তিনি কাল্পির অধিবাসী। বদাওনীও তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন। উভয় পাণ্ডুলিপিতেই তাহার নামের শেষ শব্দটি কালিওয়াল দেওয়া আছে, ইহা কাল্পিওয়ালও হইতে পারে, ভুলবশতঃ কালিওয়াল বলা যাইতে পারে। পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বুরহান উদ্দীন, বাহাউদ্দীন এবং বুরহান এই তিন প্রকার দেওয়া আছে।

১০. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

শেখ ওয়াজিহ উদ্দীন গুজরাটি[১], মিয়া ওয়াজিহ উদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। আল্লাহর প্রতি ও দারিদ্রতায় তাহার নির্ভরতায় তাহার বিশেষ আড়ম্বর ছিল। দেশের লোকদের তাহার প্রতি অবিচল আস্থা ছিল। আঃ হিঃ ৯৯৫ সনে ইনি ইন্তেকাল করেন।

ইহা যেন কাহারো অজ্ঞাত না থাকে যে সত্যজ্ঞানী বাদশাহের রাজত্বকালে হিন্দুস্তানের শহরগুলিতে এই শ্রেণীর বহু লোক ছিলেন এবং আছেন। ফলে তাহাদের সকলের নাম এই পুস্তকে ধরিবে না। ফলে ইহার সৌভাগ্যশালীতার জন্য যাহাদের মহত্বে এই বংশের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস আছে এবং যাহাদের অধিকাংশেরই এই অবস্থায় লোকটি (গ্রন্থকার) খেদমত করিয়াছে আর যাহাদের মহত্বে তাহার বিশ্বাস আছে, এই পুস্তকে শুধু তাহাদেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাকিমদের (চিকিৎসকগণের) বিবরণ

হাকিম-উল-মুলক[২] তিনি দর্শন ও অন্যান্য বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল শামসুদ্দীন মুহম্মদ আর মহান খলিফা-ই-ইলাহী তাহাকে হাকিম-উল মুলক উপাধি দান করিয়াছিলেন। তাহার জীবনের শেষদিকে তিনি পবিত্র স্থানসমূহে হজ্জ করিতে যান এবং তথায় ইন্তেকাল করেন।

হাকিম সয়ফুদ্দীন[৩], তাহার কবি নাম ছিল শুজা-ই। তিনি কয়েক বৎসর ভারতে অবস্থান করেন এবং তৎপর তাহারা স্বদেশে চলিয়া যান।

হাকিম জামবিল শিরাযী[৪], মহা দরবারের একজন নিকটের লোক।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে শুধু মিয়া ওয়াজিহউদ্দিনের বিবরণের সাথে প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা ছাড়া আর কোন উল্লেখ নাই; বদাওনীতেও তাহার উল্লেখ নাই।

২. বদাওনী ইহাকে বলিয়াছেন জিলানের শামসুদ্দীন। আইন-ই-আকবরীতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণের তালিকায় ইহার স্থান ৭২নং, আর হাকিমদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান। বদাওনীও ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নামটি এইরূপ দেওয়া আছে, কিন্তু আর একটিতে আছে সয়ফুল মুলক, আর একটিতে আছে সয়ফ-উল-মুলক। বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন সয়ফ-উল-মুলক দমাবন্দী। আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে হাকিম সয়ফুল মুলক লঙ্গ।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি বসল দেওয়া আছে। অপরটিতে দেওয়া আছে যনবল। বদাওনীর ফার্সী গ্রন্থে যাহা আছে তাহা মনে হয় যিনল; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে জমবিল। আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম দেওয়া আছে হাকিম যমবিল বেগ। তিনি ছিলেন ৮০০ মনসবদার। যমবিল শব্দের অর্থ ঝুড়ি। তিনি শিরায হইতে আসেন নাই, কারণ তিনি ছিলেন সবযওয়ারের মির্যা মুহম্মদ তাবিবের ভ্রাতা। কেন যে তাহার এইরূপ নাম হইল তাহার কোন কারণ জানা যায় নাই।

www.alimaanfoundation.com

হাকিম মিসরী আরব[১] চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও চিকিৎসাকার্যে পারদর্শী ছিলেন। তিনি সারা জীবন ধরিয়া হাকিমী করিয়াছেন এবং এই পেশায় উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করিয়াছেন। তিনি উচ্চ নৈতিক গুণাবলী এবং প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

হাকিম আইনুল মূলক শিরাযী[২] সুর্মা ব্যবহারের বিজ্ঞানে ইনি অত্যন্ত পারদর্শী এবং একজন সৎ নৈতিক চরিত্রবান লোক।

হাকিম মসিউল মূলক শিরাযী[৩] শরফুদ্দীন হুসেনের পুত্র হাকিম নজমুদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইহাকে শিক্ষা দান করেন ; তিনি বহু সদগুণের অধিকারী।

হাকিম আলী[৪] তিনি হাকিমুল মূলকের ভাগিনেয় এবং বহু পাণ্ডিত্যে ভূষিত ; আর রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত আছেন ; যাহারা মহান দরবারের অতি সন্নিকটে অবস্থান করেন তিনি তাহাদের অন্যতম।

হাকিম আবুল ফতেহ জিলানী[৫], মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে ইনি যথেষ্ট নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমত্তার ক্ষিপ্রতা ও বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা ও অন্যান্য মানবিক উৎকর্ষতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আঃ হিঃ ৯৯৬ সনে ইনি ইন্তেকাল করেন।

মুল্লা মিরন সুলায়মান[৬] মারওয়ারুন্নাহার হইতে আগমন করিয়াছিলেন। চেতনা শক্তির তীক্ষ্ণতা ও বোধগম্যতার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

হাকিম জালালুদ্দীন মুহম্মদ আর্দিস্তানী[৭] বর্তমানে সম্রাটের চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে হাকিমদের তালিকায় ইহার নাম দেওয়া আছে। আর পণ্ডিত ব্যক্তিগণের তালিকায় ইহার নাম ৭১নং এ স্থান পাইয়াছে। আমীরদের তালিকায় ও চারি সহস্রের মনসবদাররূপে ইহার নাম আছে।

২. সুর্মা বিজ্ঞানে ইহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বিষয়ে কোন কিছুই বদাওনীতে নাই। আইন-ই-আকবরীর পণ্ডিতগণের তালিকায় তাহার নাম আছে ৮৫ নং এ। ইহার নাম আমীরগণের তালিকারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে হাকিম বিন আলী ; কিন্তু অন্য দুইটি পাণ্ডুলিপিতে শুধু আলী দেওয়া আছে। আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে জিলানের হাকিম আলী। আমীরদের তালিকায়ও ইহার স্থান আছে।

৫. আইন-ই-আকবরীতে পণ্ডিত ব্যক্তিদের তালিকায় ইহার স্থান ৭২, আর আমীরদের তালিকায় ইহার স্থান ১১২। বদাওনীতেও ইহার উল্লেখ আছে।

৬. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে মুল্লা মীর সুলায়মান। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

৭. আইন-ই-আকবরীর এক স্থানে তাহার নাম বলা হইয়াছে হাকিম জালালুদ্দিন আহমদ, এবং অপর এক স্থানে আছে আর্দিস্তানের হাকিম জালালুদ্দীন আহমদ। বদাওনী ইহার উল্লেখ করেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

হাকিম আহমদ তাতুই[১] সর্বপ্রকার উৎকর্ষতার অধিকারী এবং আরব ও আজম (পারস্য) পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ; আর মধুর মেজাজের অধিকারী।

হাকিম হাসান জিলানী[২] প্রশংসনীয় নৈতিকতার অধিকারী।

হাকিম হুসাম[৩] হাকিম আবুল ফতেহ্-এর ভ্রাতা এবং সদগুণ ও উৎকর্ষতার অধিকারী।

হাকিম ফতেহ উল্লাহ শিরাযী[৪] চিকিৎসাশাস্ত্রের নীতি ও ব্যবহারিক এই উভয় দিকেই ইহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে।

হাকিম লুৎফুল্লাহ জিলানী[৫], তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী আর তিনি মহান মরিয়ম মকানীর চাকুরীতে ছিলেন।

মুল্লা মীর[৬] হিরাতের একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং হিরাতের মুল্লা আবদুল হাই-এর পৌত্র ছিলেন।

মহাদেও[৭] একজন হিন্দুস্তানী চিকিৎসক।

মুল্লা শাহাবউদ্দিন[৮] একজন গুজরাটি হাকিম, তাহারও উৎকর্ষতা নাই বলা চলে।

শেখ ভিনা[৯] শেখ হাসান পানিপথির পুত্র, শৈল্য চিকিৎসায় তাহার বিশেষ দক্ষতা আছে, আর হাতীর চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত।

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। যেমন তানুই, নহদ এবং বানুই। এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে তাতুই যাহার অর্থ সম্ভবতঃ পাঠা। বদাওনী ইহার এক বিবরণ লিখিয়াছেন, আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি হুসেন দেওয়া আছে, আর একটিতে আছে হাসান। শেষোক্তটি সম্ভবতঃ শুদ্ধ। আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার নাম লেখা হইয়াছে জিলানের হাকিম হাসান।

৩. আইন-ই-আকবরীতে হাকিমদের এবং আমীরদের এই উভয় তালিকায়ই ইহার নাম আছে।

৪. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে। বদাওনীর মতে তিনি জিলান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, শিরায হইতে নয়।

৫. বদাওনীতে ইহার সম্বন্ধে এক অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। আইন-ই-আকবরীতে তাহাকে এক-বার পণ্ডিতদের তালিকায় আর আমীরদের তালিকায় তাহার নাম দেওয়া আছে।

৬. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে ; বদাওনীতে নাই।

৭. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে ; বদাওনীতে নাই।

৮. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৯. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এই পুস্তকে দেওয়া নামের অনুরূপ দেওয়া আছে। অপর পাণ্ডুলিপিটিতে যে শব্দটি আছে তাহা মনে হয় পিনাহ্যানেন। বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন শেখ বিনা। আইন-ই-আকবরীতে শেখ হাসান ও শেখ বিনার সম্বন্ধে এক বিবরণ দেওয়া আছে। শেষোক্ত জনের পুত্র শেখ হাসান বা হাসসু জাহাঙ্গীরের আমলে মহা মর্যাদার আসনে উন্নীত হইয়াছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

দুর্গা মল[১] চিকিৎসক।

অবি[২] চিকিৎসক।

হাকিম আহমদ জিলানী[৩] হাকিম-উল-মুলকের ছাত্র ছিলেন।

মুল্লা কুতবুদ্দিন কুহলাল[৪] শৈল্য চিকিৎসায় সবিশেষ দক্ষতা আছে।

বিস্নারজু[৫] বর্তমানে ইহার শৈল্য চিকিৎসা এবং সুর্মা ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষতা আছে।

বৈরোম[৬] হিন্দু শৈল্য চিকিৎসক, নিজের দেশে তাহার প্রচুর খ্যাতি আছে।

চন্দর সেন[৭] হিন্দু শৈল্য চিকিৎসক তাহার প্রায় সমকক্ষ।

খলিফা-ই ইলাহীর রাজত্বকালে এবং বর্তমানে যে সব কবিগণের কবি নাম ছিল বা আছে এবং যাহারা দিওয়ান বা গীতিকবিতার সংকলন করিয়াছেন তাহাদের বিবরণ।

মুল্লা খযালী মশহাদী[৮] তিনি কয়েক বৎসর কাল খান যমানের সঙ্গে ছিলেন আর শেষোক্ত জন যখন নিহত হন, তখন তিনি সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। তাহার কতিপয় কবিতার মসনভি ও দিওয়ান পুস্তক আছে। লোকে বলে যে তাহার রচিত কবিতার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে।[৯] সুফি মতবাদের ভাষায় তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। নিম্নের কবিতাটি তাহার একটি নমুনা ঃ

শ্লোক

একটি[১০] শব্দ উত্থিত হইল, এবং আমরা অনস্তিত্বের ঘুম হইতে জাগিয়া গেলাম।
আমরা দেখিলাম বিক্ষুব্ধ রাত্রির অংশ এখনও বাকী আছে,
আমরা পুনরায় সুপ্তিমগ্ন হইলাম।

---

১. নামটি লেখা হইয়াছে দরগাহ ; ইহা দুর্গা বা দরগাহ উভয়ই হইতে পারে। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।
২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে আবি, আর একটিতে দেখা যায় আলী ; অপর পাণ্ডুলিপিটিতে ইহার উল্লেখ নাই।
৩. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।
৪. আইন-ই-আকবরীতে বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ রাখা যায় না।
৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই নামটির পর গুস্বরাটি যুক্ত আছে। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।
৬. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।
৭. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।
৮. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।
৯. বদাওনী বলেন যে তাহার রচিত শ্লোকের সংখ্যা ৪.০০০ হইতে ৫,০০০ হইবে, আর মিরাত-ই-আলম তাহার সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত। যাতিশখাদা-ই-আযর-এর মতে ইহার সংখ্যা ৪০,০০০ আর হফত-ই-কলিমের মতে ৭০,০০০।
১০. বদাওনীর মতে এইগুলি একটি গীতিকবিতার প্রারম্ভের পংক্তিগুলি, কিন্তু কোন দেওয়ানেই তিনি এইগুলি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই।

www.alimaanfoundation.com

শ্লোক

মৃত্যুকে[১] আমরা ভয় করিব না, কিন্তু হায় এই ভয় তো আছেই
যে আমরা সুন্দরীদের দর্শন হইতে বঞ্চিত হইব।
আকাশ একটি কাল্পনিক ছায়া আর তাহার মধ্যে পৃথিবী বিমুগ্ধ
মানুষ যেন ছায়ার মধ্যে প্রতিচ্ছায়া, ইহার মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে
ধূলিতে শায়িত সকলেই তোমার তরবারিতে নিহত হইয়াছে
কিন্তু মৃত্যুর তরবারির ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই।
আমার মন একটি সমুদ্র, যাহাতে মনিমুক্তা সঞ্চিত আছে,
আমার জিহ্বা একটি তরবারি, যাহাতে ধার আছে,
আমার বেদনার শিঙ্গায় আছে বিদ্রোহের বাণী,
বেহেশতী আকাশের আমি এক বিহঙ্গ, আর আমার শব্দের পাখা আছে।

মুল্লা কাসিম কাহি-র চমৎকারিত্ব ও উৎকর্ষতা আছে। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে মহাখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন; আর তিনি বহু রাগ রাগিনী রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনভাবে ও প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রমরূপে জীবন যাপন করিতেন। তিনি ১২০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং জওয়াবী-ই সুলতান আর একটি দিওয়ান বা কবিতা সংকলন রচনা করিয়াছিলেন; নিম্নের কবিতাগুলি ইহারই অংশ।

শ্লোক

তোমার সঙ্গে ছায়ার ন্যায় আমরা সর্বদিকে যাতায়াত করি
হয়তো কালক্রমে, তুমি আমাদের প্রতি কিছু করুণা প্রদর্শন করিবে।

শ্লোক

তাহার গণ্ডের প্রতিচ্ছায়ায়, গোলাপের পাপড়ী আয়নাতে পরিণত হয়
টিয়া পাখী যদি ঐ আয়নায় চায়, তবে তাহা বুলবুলে পরিণত হয়।

শ্লোক

মজনুর মাথার উপরে যখন পাখীটি তাহার পাখা ঝটপট করিতে আরম্ভ করে
ইহা লায়লার প্রতি তাহার আকর্ষণের অগ্নিকে আরও উজ্জল করিয়া দেয়।

---

১. এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিও বদাওনী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

আর তিনি একটি যোগী (হিন্দু সাধক) বালক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

তোমার দেহের ছাই-এর উপর তোমার মুখমণ্ডলের অগ্নি
একটি পদ্মের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে
অথবা ছাই তোমার মুখমণ্ডলের অগ্নির আবরণ হইয়াছে।

খাজা হুসেন মারভী[১] ইনি একজন উযিরযাদা (উযিরের পুত্র) ছিলেন। তিনি প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করিবার ফলে তাহার বোধশক্তির উন্নতি এবং বুদ্ধিমত্তার তীক্ষ্ণতার ফলে তাহার শ্রেণীর লোকদের চেয়ে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেন। বহু বৎসর তিনি জিন্নতে আশিয়ানী হুমায়ুন বাদশাহের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাহার সবিশেষ নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন ; আর তাহার বেহেশতের ন্যায় দরবারের একজন সভাসদ ছিলেন। নিম্নের কবিতাগুলি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত ঃ

কবিতা

আমি সে-ই, কথার গুচ্ছই যাহার সাম্রাজ্য
বুদ্ধিমত্তার খাজাঞ্চীই আমার মনিমুক্তার মূল্য পরীক্ষক
ভূমিকার 'বে' আমার পুস্তকের একটি পাতা।
উভয় জগতের রহস্য আমার কলমের আগায়।
তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, আমি আশা করি
তুমি তাহা জানিবে, আর আমি ও আল্লাহ তাহা জানিব।
তুমি যাহা জানিবে।

তিনি একটি কবিতা কাসিদা) রচনা করিয়াছিলেন, যাহার প্রথম পংক্তিটিতে নিহিত ছিল সম্রাটের সিংহাসনারোহণের তারিখ আর দ্বিতীয়টিতে ছিল শাহাযাদা সলিমের সৌভাগ্যসূচক জন্মলাভের তারিখ। প্রারম্ভের শ্লোকটি এইরূপ ঃ

শ্লোক

আল্লাহ মহান! সম্রাটের আড়ম্বর ও মহত্ব হইতে
উন্নত ন্যায় বিচারের গর্ভ হইতে এই উজ্জল রত্নের প্রকাশ।

তাহার জীবনের শেষ দিকে, তিনি তাহার স্বদেশের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং কাবুলে ইন্তেকাল করেন।

---

১. বদাওনী বলেন যে তিনি ছিলেন সমানানের শেখ রুকনউদ্দীন আলাউদ্দৌলার পুত্র।

www.alimaanfoundation.com

শেখ আবুল ফয়েয ফয়যী[1] নাগায়ের শেখ মুবারকের পুত্র, আর তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ও দরবেশ শেখগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আর আল্লাহর প্রতি তাহার নির্ভরতায় এবং পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তিতে সমুজ্জল। শেখ ফয়যী মহান খলিফা-ই ইলাহীর চাকুরীতে বয়োঃপ্রাপ্ত হন ; আর মহান মর্যাদার উপাধি মালিক-উশ-শরা উপাধি লাভ করেন। কবিতা রচনার কৌশলে তাহার মুসার ন্যায়) সাদা হাত ছিল[2] আর তিনি নৈতিকতা সম্বন্ধে মাওয়ারিদ-উল কলাম নামে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহাতে কোন ফোটা দেওয়া অক্ষর নাই। তিনি একটি তফসির (ব্যাখ্যা) পুস্তকও রচনা করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহর নামে কোন ফোটা দেওয়া নাই আর ইহার নাম দিয়াছেন সওয়াতি উল ইলহাম (অনুপ্রেরণার দীপ্তি। তাহার একটি কবিতায় দিওয়ান (সংগ্রহ) আছে যাহাতে পনর হাজার শ্লোক এবং কিছু মসনভি আছে। কবিতা রচনার কৌশলে তিনি এই যুগের কবিদের অগ্রগণ্য আর গদ্য রচনায় তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আরবী ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রে যেমন দর্শন, এবং চিকিৎসা শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সার্বজনীনতা সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কেহই নাই। এই যুগের এই অদ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে এই ফকিরের প্রথম জীবন হইতেই আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল তাহার নৈতিকতার মহত্বে এবং তাহার স্বভাবের মাধুর্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাহার ফেরেশতার ন্যায় ব্যক্তিত্বের জন্য এই যুগ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ। ঐ পবিত্রমনা লোকের লেখা হইতে স্মারক-রূপে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

কবিতা

তোমার চোখ দিয়া যখন তুমি প্রেমের পথে বিচরণ কর,
তখন চোখের পাতা বন্ধ করিও না
ঐ পথের পথিকগণ খালি পায়ে পথ চলিয়াছে।
হে প্রেমের তরবারি ! তুমি যদি ন্যায়পরায়ণ হও, তবে কেন তুমি হাত কাটিয়া দাও
জোলেখার নীচ কুৎসাকারীদের জিহ্বা ছেদন করিয়া দাও।
যাহারা ধুলায় সমাসীন, আমার চোখ যখন তাহাদের উপর নিপতিত হয়
আমার ভাগ বাটোয়ারায়, সলোমনের মগজ পিপিলিকার ভাগে পড়ে।
ইহা সম্ভব নয় যে আমার চোখের বন্যা তোমাকে বিচলিত করিবে ;
নূহের প্লাবনই শুধু তোমার কলের চাকা ঘুরাইতে পারে।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামের পরে লিখা আছে, "মহান আল্লাহ যেন তাহাকে রক্ষা করেন।"
২. কাহারও অলৌকিক ক্ষমতা বুঝাইতে "মুসার সাদা হাত" প্রবচনটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

www.alimaanfoundation.com

হে প্রেম, কাবা কে ধ্বংস করিও না, কারণ তথায় ক্ষণিকের জন্য,
প্রেমের পথের ভ্রান্ত পথিক কখনও কখনও বসিয়া বিশ্রাম নেয়।
হে প্রেম! আকাশের স্কন্ধ হইতে তাহা তুমি আনিয়া দাও
তোমার সেই মহত্বের ধ্বজা আমি আমার দুর্বল স্কন্ধে স্থাপন করিব।
তুমি যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে চাও, তবে তোমার মধ্যে নামিয়া আস
কাফেলাকে বলিয়া দাও যে ইউসুফ কুয়াতে নাই।

কবিতা

সুন্দরীর তোষামোদে আমি আর কতকাল আমার হৃদয় বিকাইব!
এই হৃদয় আমি জ্বালাইয়া দিব, আর এক নূতন হৃদয় লাভ করিব।
আমার আশার বাগানে আনন্দের ফুল প্রস্ফুটিত হইবে না;
আর কতকাল আমি কামনা বপন করিব আর বেদনার ফসল কাটিব?

শ্লোক

ফয়যী! আমার আস্তিন খালি আর প্রেমের পথ সম্মুখে প্রসারিত;
সম্ভবতঃ এই জগৎ আর পরবর্তী জগত দুই-এরই জন্যে আমি আমার
দিওয়ান বন্ধক দিব।

কবিতা

কাহারও আরোহণের জন্য কাহারও সিঁড়ি হওয়া প্রয়োজন,
কাহারও সেজদার জন্য কাহারও খিলান হওয়া প্রয়োজন,
কাহারও পবিত্র স্থানসমূহের জন্য কাহারও দরজা হওয়া প্রয়োজন
কাহারও অস্তিত্বের জন্য কাহারও ঝাড়ুদার হওয়া প্রয়োজন।

কবিতা

ফয়যী! তোমার চেয়ে উচ্চ সিঁড়িতে তোমার পদক্ষেপ স্থাপন কর
নিজের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আস, আর তোমার পসরা তোমার
দ্বারে স্থাপন কর,
নিজের উপর হইতে নিজের দুই চোখের পাতা বন্ধ করিয়া দাও.
আর তৎপর তোমার চোখের পাতায় দুইশত তালা লাগাইয়া দাও।

www.alimaanfoundation.com

আর এই কবিতাটি তাহার মসনভ হইতে উদ্ধৃত ঃ

যেহেতু আমি ভিক্ষার জন্য তোমার দ্বারে আসিয়াছি
যেহেতু আমার বন্ধুর হৃদয় দ্বারা আমি বৃদ্ধি পাইয়াছি,
আমি সামান্যই চাহিয়াছি, কিন্তু আমার মনি অতি মূল্যবান
আমি দ্বারে বসিয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমার পদক্ষেপ আগাইয়া গিয়াছে।

খাজা হুসেন সনাই মাশহাদী[১] তিনি তুষের মাশহাদ হইতে আগমন করিয়া মহান খলিফা-ই ইলাহীর চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং প্রচুর রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একখানা দিওয়ান-ই-শে'র (কবিতা সংগ্রহ) এবং একখানা কিতাব ই-মসনভি রচনা করেন, আর তিনি নানা প্রকারের কবিতা ভাল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লিখিতেন। এই সময়ের কবিদের মধ্যে তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল।

এই কবিতাগুলি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত ঃ

যখন আমার পাগলা তুর্কী (প্রেমিকা) লুণ্ঠনের জন্য তাহার টুপির কোণ খুলিয়া নেয়;[২]
সে তাহার কোকড়ান চুল দ্বারা সকল হৃদয়ের সঙ্কল্প অপহরণ করে; আর নদীর[৩] বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়
তোমার কর্কশ মেজাজ কখনও আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে না,
কিন্তু আমার হৃদয়ের গণ্ডে কামনা লালিমা ফুটিয়া উঠে।
এমনি অনুগ্রহ করিয়া পরে তাহার দেহ হইতে, তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত,
আর একজন তাহা তাহার বিছানা হইতে নিঃশেষ করিয়া নিতে পারে।

শীতকালের বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন,[৪]

তুমি তবে আমার হৃদয় বেদনা বুঝিতে পারিবে,
তুমি যখন আমার হৃদয় আহত কর, আর ক্ষতস্থানে যখন ছোরা কাঁপিতে থাকে।

---

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে তাহার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।
২. ইহার অধিকাংশ কবিতার ন্যায় এই স্থানেও অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায় না।
৩. এই শব্দটির সঠিক পাঠ দরিয়া (নদী) অথবা দর পা (পদ) হইবে ঠিক বুঝা যায় না।
৪. এই কবিতা দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, একটিতে নাই। বদাওনী, নিযামউদ্দীনের চেয়ে খাজা হুসেন সনাই-এর কবিতা বেশী উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্তজন যে সব পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলির কোনটাই তিনি উদ্ধৃত করেন নাই।

www.alimaanfoundation.com

আমার লেখায় শব্দ স্থির হইয়া থাকে না,
অনেকগুলি তাহাদের পা হইতে মাথা পর্যন্ত কাঁপিতে থাকে।
দেহ এই কাঁপুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে
আর আমার ভয় হইতেছে যে পুনরুত্থানের পাও কাঁপিতে পারে।

মুল্লা উরফী শিরাযী[১] ছিলেন একজন সুচতুর এবং বুদ্ধিমান তরুণ। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন; কিন্তু যেহেতু অহমিক ও আত্মম্ভরিতা তাহাকে পাইয়া বসিল, তিনি লোকের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিতে পারিলেন না। জীবনের প্রারম্ভেই তিনি মূত্রাশয়ের রোগে ইন্তেকাল করিলেন। তিনি একটি দিওয়ান ও মসনভি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মৃতিরূপে নিম্নের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা গেল ঃ

আগামীকল্য তাহারা যখন সকল কারুশিল্পের কুশলীদের আহ্বান করিবেন
তাহারা শেখ ও ব্রাহ্মণ উভয়ের নিকট হইতেই সৎ কাজ দাবী করিবেন।
যাহারা ফসল কাটিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে তাহারা একটি বালি শস্যও নিবে না,
যাহারা ভূমি চাষ করে নাই, তাহারা তাহাদের নিকট হইতে সকল ফসলই দাবী করিবে।

যাহার চুনির ন্যায় রাঙ্গা ঠোঁট পিপাসার্ত, সে জানে
যে তাহার সুন্দর কপোল জীবন বারির ঢেউ।
হে নবী! তোমার অনুপ্রেরণায় কোন কাজ হয় নাই, গর্ব করিও না,
এখন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে হৃদয় রুগ্ন নয়।
কখনও এমন কেহ জন্মে নাই যে প্রেমের বেদনা সহিতে পারে,
প্রত্যেকেই তাহার মুখমণ্ডল ও তাহার বর্ণের ফাঁকা কথা বলে।
আমি আমার প্রেম ঘোষণা করি আর বেদনায় চীৎকার করি;
ইহাই আমার প্রথম পাঠ, আর আমি একটি অবোধ শিশু।

লাহোরের মুল্লা শিরি[২] যদিও তিনি একজন সাধারণ লোক ছিলেন এবং বিশেষ বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, এবং তিনি কবিতা লিখিবার উপযোগী এক মনের

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।
২. আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে মুল্লা শেরী; বদাওনীতেও ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

অধিকারী ছিলেন, তাহার প্রতিভা ও কৌশল এরূপ ছিল যে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একটি কাসিদা রচনা সম্পূর্ণ করেন। তাহার কবিতা হইতে নিম্নের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল ঃ

আমার হৃদয় সালমার অপরূপ সৌন্দর্যে এত মুগ্ধ হইয়াছে
যে শুধু সন্তোষ আমার হৃদয়ের বৈরী হইয়া উঠিয়াছে।
তাহার অসংখ্য মাধুর্য আমার চতুর্দিকে এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে
যে ঐ সংকীর্ণ পথে আমার আশা তাহাদের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তিনি নয়য়ারই আযমের (মহা জ্যোতিষ্ক, সূর্য) প্রশংসায় এক সহস্র শ্লোক রচনা করেন এবং এই সংকলনটির নামকরণ করেন "পৃথিবী উজ্জলকারী দীপ্তি"; ইহার ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি নিম্নের উদ্ধৃত অংশটি ইহার এক 'কিতা'।

প্রেমের বন্ধনে বহু লোক আবদ্ধ আছে
এই অসংখ্য যাহাদের কথা আমি শুনিয়াছি,
সূর্যই সকল হৃদয়ের প্রেমাস্পদ হওয়া উচিত
আর যাহারা লক্ষ্যে পৌঁছিতে চান তাহাদের আশা ভরসা।
হে অশ্রু! আমার প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে তুমি কেন
আমার চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়;
তখন তুমি কোথায় ছিলে, যে এখন তুমি আমাকে তাহার
দর্শনে বাধা দান করিতেছ,
হে ভোরের সমীরণ! আমার নিকট আমার প্রেম অতৃপ্ত আত্মার ন্যায়
আমি তোমাকে ধরিয়াছি; সম্ভবতঃ তুমি প্রায়ই তাহার গলিতে
প্রবাহিত হও।

মুল্লা কায়দী শিরাযী[১]; তিনি মক্কা হইতে আগমন করেন এবং সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করেন; আর রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা মর্যাদাবান হন। ইনি ফতেপুর সিক্রিতে ইন্তেকাল করেন; আর এই গ্রন্থকারের কাবুল গমনের সময় তাহার সঙ্গী ছিলেন। নিম্নলিখিতগুলি তাহার কবিতা হইতে উদ্ধৃত ঃ

হে প্রেম! আমার অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ, ইহাই উত্তম হইবে
যে পুনরুত্থানের প্রান্তরে ছাড়া তুমি ইহা প্রকাশ করিবে না।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে মুল্লা কান্দি; তবে মুল্লা কায়দিই সম্ভবতঃ শুদ্ধ নাম। বদাওনীতে কিন্তু একজন 'কান্দী' নামক লোকের উল্লেখ আছে। বদাওনীতেও ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ আইন-ই-আকবরীতে আছে। বদাওনীতেও ইহার বিবরণ আছে।

www.alimaanfoundation.com

আমি যদি মরিয়া যাই এবং আর কেহ যদি তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ
করিতে না থাকে।
হে উট চালক! তুমি মহৎ হইও, যাহাতে পাল্কী পথ চলিতে পারে।
আমার হৃদয়ের জন্য তোমার নিকট হইতে করুণার কি প্রলেপ দিতে পার,
কারণ ব্যর্থতার বেদনার চেয়ে হৃদয়বিদারক আর কিছু নাই।
হে নিষ্ঠুর, তুমি কখনও আমার সংকীর্ণ হৃদয় হইতে তোমার পা
তুলিয়া নাও নাই,
আমি অবাক হই, কি করিয়া তুমি সকল হৃদয়ে ইহার জন্য স্থান
করিয়া লইয়াছ।

ইয়াদগার হালতি[১], ইনি চাখতাই উপজাতির লোক এবং সম্রাটের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই শ্লোকগুলি তাহার রচনা:

অবিরাম কান্নার ফলে আমার হৃদয়ে আর যথেষ্ট পানি সঞ্চিত নাই;
আর তোমার শরের পাখী ইহাতে তাহার চঞ্চু সিক্ত করিতে পারিল না।
আহ! আমি যদি শুধু তোমার পোশাকের সুতা হইতে পারিতাম
তবে সম্ভবতঃ একই পোশাকে আমি তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিতাম।

কাসিম আরসলান[২], ইনি ছিলেন মাশহাদের অধিবাসী। মারওয়ারুন্নাহারে বয়োঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি মহান সম্রাটের চাকুরীতে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি সুন্দরভাবে নাস্তালিক হস্তলেখনে লিখিতে পারিতেন; আর তিনি তাহার ধর্মবিশ্বাসে উদার ছিলেন। তিনি কবিতার একটি দিওয়ান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল:

আহ! আমার জীবনের অধিক আমার ঠোঁটে আসিয়া পড়িয়াছে;
কিন্তু তাহাতে তোমার কি?
তোমার এক নজরই যখন শত জীবনের সমান।

১. ইহার অন্যান্য বিবরণ আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে দেওয়া আছে। আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বলা হইয়াছে তুরানের হালতি।
২. ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

আমি যখন তোমাকে ছাড়া আমি পুস্তকের দিকে দৃষ্টিপাত করি
তখন আমরা অবস্থা দেখিয়া শব্দ ও তাহার অর্থ কাঁদিতে থাকে।
আমি যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আমার বন্ধুদের বিশ্রামস্থলের পাশ দিয়া চলিয়া যাই
চোখের বন্যায় আমি শত শত বার আমার পদ স্থাপন করি।

মুহম্মদ মৌমিন কংক[১], খান খানানের সঙ্গে ছিলেন এবং সুন্দর কবিতা লিখিতেন। এই কবিতাগুলি তাহার রচনা।

সে তাহার নিষ্ঠুরতায় এমন ছলনা সন্ধানকারী হইয়া উঠিয়াছে,
যে আমি যদি তাহার হৃদয়ে স্থান পাই, তবে তাহাই আমার পাপ হইবে।
আমার আশঙ্কা, যদি আমি আমার কামনার কাবায় লক্ষ্যস্থলে) পৌঁছিতে পারি।
এই আগ্রহাতিশয্যের জন্য আমি ইহা অতিক্রম করিব, যাহা আমার জন্মগত স্বভাব।

আংকাহবাবিম খান অথবা উলফতহাবাখিন খান[২], কোকা ছিলেন (কিন্তু কাহার পালক ভ্রাতা তাহা বুঝা যায় না) আর এইগুলি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত :

আমার কামনার কলম একশত চিঠি লিখিয়াছে
আর আমি বসন্তের মলয় প্রবাহের পথে সেগুলিকে ছাড়িয়া আসিয়াছি ;
কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের ফলে একটিও আমার প্রেমিকার নিকটে পৌঁছে নাই।
যেন মলয় প্রবাহও আমার দুর্ভাগ্যের এক বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে।

মির্যা হাসান[৩] ; ইতিহাস বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান সংগ্রহকারী একজন তরুণ। ইনি মহান শাহযাদা সলিমের চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন।

মালিক মাহমুদ পিয়ারা গুজরাটি[৪] ; তিনি সর্বপ্রকার শিক্ষা ও গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন ; আর আল্লাহর ধ্যানে ও তাহাতে মগ্ন থাকিবার প্রচুর অভিজ্ঞতা

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার উল্লেখ নাই। অন্য একটিতে ইহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে কিন্তু কবিতাগুলি দেওয়া নাই। আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।
২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে, আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।
৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে, আইন-ই-আকবরীতে অথবা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।
৪. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। তবে বদাওনী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার নাম লিখিয়াছেন মালিক মাহমুদই পিয়ারু।

www.alimaanfoundation.com

সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার রচনা হইতে নিম্নের মাতলা (প্রারম্ভের পংক্তিসমূহ) নেওয়া হইয়াছে।

আমার একটি ঘূর্ণায়মান হৃদয় আছে আর আমি ইহাকে কিবলার নির্দেশক মনে করি,
ইহা তাহার ভুরুর দিকে ফিরিয়া যায়, যদিও আমি ইহাকে অন্যদিকে ফিরাইতে চাই।

শেখ রেহাই[১]; তিনি ছিলেন শেখ যয়নুদ্দীন খাফির বংশধর; এবং কবিতার একটি দিওয়ান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি খামসার অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি তাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত দরবারে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই পংক্তিগুলি তাহার কবিতা হইতে উদ্ধৃত ঃ

তোমার ক্রোধের তাপের সময় তুমি আমাকে আগুনে স্থাপন করিয়াছ
আমার তোষামোদ দ্বারা তুমি ঐ আগুনে তোমার হাত উষ্ণ করিয়াছ
ঐ ছোট্ট মুখ আর দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায় ভুরুর কল্পনায়
আমি এমন হইয়া গিয়াছি যে কেহ কখনও আমার কথা চিন্তা করিবে না।

মীর দৌরি[২], তিনি একজন চমৎকার লেখক বা নকলনবীশ ছিলেন, ফলে সম্রাট তাহাকে কাতিব-উল-মুলক বা সাম্রাজ্যের হস্তলিখিন বিশারদ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কবিতায় একটি দিওয়ান রচনা করেন। এই শ্লোকটি তাহারই রচনা ঃ

কখনও তুমি আমার চোখে থাক, আর কখনও থাক আমার ব্যথিত হৃদয়ে
তোমার অহমিকার ফলে তুমি কখনও এক স্থানে স্থির থাকিতে পার না।

ফিকরী, সৈয়দ মুহম্মদ, পোশাক বুননকারী[৩]; ইনি বহু বৎসর মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে ছিলেন। চতুষ্পদী শ্লোক রচনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং যেহেতু তিনি সর্বদা এই কবিতা লিখিতেন, ফলে তিনি মীর রুবা-ই (খ্যাতনামা চতুষ্পদী কবিতা লিখক) রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

---

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার অন্যান্য বিবরণ দেওয়া আছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে শুধু পর্যায়ক্রমে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে; কবিদের তালিকায় ইহার নাম দেওয়া হয় নাই; কতিব বা হস্তলিখন বিশারদরূপে ইহার উল্লেখ আছে। বদাওনী কবিরূপে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

চতুষ্পদী শ্লোক

ঐ দিনে যখন প্রেমের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল
প্রেমিক প্রেমাস্পদের নিকট হইতে প্রেমের পথ জানিয়া লইল।
প্রেমিকের নিকট হইতে ঐ জ্বলন ও গলন আরম্ভ হইল
যে বাতি প্রজ্বলিত হইল আর পতঙ্গ পুড়িয়া মরিল।

চতুষ্পদী শ্লোক

প্রেমে কোথায় বিচ্ছেদ, আর কোথায়-ই বা মিলন?
কোথায় পরিব্রাজক, আর তাহার বন্ধুর অনুসন্ধানকারীই বা কোথায়।
তিনি (আল্লাহ্) সকল লোকের অন্তরেই আছেন আর তাহাদের মুখ কাবা ও মসজিদের দিকে ফিরান।
শুধু দেখ কোথায় তোমার বন্ধুগণ, আর অপরিচিতগণই বা কোথায়।

চতুষ্পদী শ্লোক

আগামী কাল যখন পৃথিবীর শুধু একটি নাম ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না
তখনই পুনরুত্থানের বসন্তের পরিণাম দেখা দিবে
প্রেমাস্পদগণ ফুলের ন্যায় মাথা তুলিবে,
আর আমরাও আমাদের প্রেমসহ আমাদের মাথা উপরে তুলিব।

মীর হায়দার মুয়ামা-ই (হেঁয়ালী লেখক) **রফা-ই**।[১] তাহার কলমী নাম ছিল কাশি। তিনি উন্নত বুদ্ধিমত্তা ও মধুর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। হেঁয়ালী এবং ইতিহাস রচনায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মহান খলিফা-ই ইলাহীর চাকুরীতে তিনি জীবন কাটান। এইগুলি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত :

রফাই-এর শবযাত্রার সম্বন্ধে আমি ঈর্ষান্বিত হইয়াছি যে তুমি
শোককারীগণের চেয়ে অধিক করুণভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিলে।
আমার হৃদয় সুকোমল, হে ছলনাময়ী! ইহার কি প্রতিষেধক আছে,
আমি আমার প্রেমাস্পদের প্রেমিক, আমাদের মধ্যে কে আসিতে পারে।
ভক্ত পাপ করিতে পারে না, যেহেতু তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছ
আমরা পাপে ডুবিয়া আছি অথচ তুমি সকলকেই ক্ষমা করিতেছ।

---

১. ইহার কবি নাম কাশি সম্ভবতঃ কাশান নাম হইতে নেওয়া।

www.alimaanfoundation.com

সে তোমাকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী আখ্যা দেয় আর আমরা তোমাকে
বলি ক্ষমা দানকারী
হে আল্লাহ, ঐ নামগুলির কোনটা তোমাকে সবচেয়ে বেশী প্রীত করে।

সৈয়দ মুহম্মদ নজফী[১] তিনি তাহার স্বদেশ (বিলায়েত) হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন; আর তাহার স্বভাবের ভারসাম্যের অভাবের ফলে তিনি দশ বৎসর কাল গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ থাকেন। শেষ পর্যন্ত মহান খলিফা-ই-ইলাহীর অন্তর্নিহিত দয়াশীলতার জন্য অপরাধের উপর দিয়া ক্ষমার দাগ টানিয়া দেওয়া হয়। নিম্নের শ্লোকগুলি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত ঃ

আমি আমার মার্জিত হৃদয় কামনা আগুনে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।
আমি মন্দিরের দ্বারে কাবার প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়াছি।
আমি তোমাকে আমাকে নিধন করিবার ক্ষমতা দিয়াছি
আমি বলিয়াছি, আর আমি লিখিয়াছি, আর আমি সব কিছুই তোমাকে
উৎসর্গ করিয়াছি,
তোমার সুখের জন্য আমরা বাগানের বুলবুল,
আমরা জানি না কি ফুল ফুটিয়াছে, আর বাগানটিই বা কোথায়।
তোমার দ্বারের পাথর, আমার ভাগ্য আর প্রদীপ একই জিনিস
আমার যে কপাল আমার লজ্জার চিহ্ন বহন করিতেছে, তাহাও অনুরূপ,
তোমার সাম্রাজ্যে, 'বিশ্বস্ততার' নাম অশ্রু আনয়ন করে,
দূত আর পত্র উভয়ই অশ্রু বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়।

তিনি যখন গোয়ালিয়রে কারারুদ্ধ ছিলেন তখন তিনি এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন ঃ

আমার যে হৃদয় আছে তাহা এত অন্ধকার যে দীর্ঘশ্বাস,
এক শত টর্চ লইয়াও তোমার জানালার পথ খুঁজিয়া পায় না।

মির্যা কুলি মায়লি[২] ঃ বহু বৎসর ইনি নৌরঙ্গ খানের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন, নৌরঙ্গ খান ছিলেন এই মহান বংশের একজন আমীর। তিনি গযল ও কাসিদার একটি দিওয়ান রচনা করিয়াছিলেন।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহাকে বলা হইয়াছে সৈয়দ মুহম্মদী নজফী। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

২. আইন-ই-আকবরীতে ইহার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। বদাওনীও ইহার বিবরণ দিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

নিম্নের কবিতাগুলি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত ঃ

তুমি[১] জান যে প্রেম তোমার জন্য জীবনের সমান
তুমি যাহাদের নিধন করিয়াছ, তাহাদের ধুলার উপর দিয়াই তুমি চলিয়া
যাইতেছ তবু তুমি অবিচলিত নীরব।
তসবিহ্-এর সুতার ন্যায়, একটি তীর শত হৃদয় ভেদ করিয়া গিয়াছে;
ইহাই যথেষ্ট হয় যদি ইহার আক্রমণ শত্রুদের ঘাঁটিতে পৌঁছিতে পারে।
যখন আমি আমার স্বপ্নে তাহার গণ্ডের সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি
আমার ভয় হয় যদি আমার দৃষ্টির তেজে আমি তাহাকে জাগাইয়া দেই।
যে সময় সে আমার সংবাদ নিতে আসে, তখন আমি মরিয়া গিয়াছি;
কাহার নিকট হইতে সে আমার গৃহের সন্ধান পাইল?
আমরা তোমার মজলিস হইতে চলিয়া গিয়াছি, তারপর
এক যুগ গত হইয়াছে
আমাদের কামনা এই যে 'চিন্তা' এখনও আমাদের সঙ্গে আছে।

মুল্লা তারিকি সাওজি[২] (অর্থাৎ সাওয়ার); কিছু কাল তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন : আর তৎপর তিনি হিজাযে হজ্জ করিতে গমন করেন এবং তথায় ইন্তেকাল করেন। এই কবিতাগুলি তাহার লেখনি হইতে উদ্ধৃত ঃ

কেহই বলিল না, অথবা কেহই প্রশ্ন করিল না ইহা এখন কি পর্যায়ে আছে
খিযর যেখানে কাফেলার পিছনে ভবঘুরেদের ভিস্তি।
আমি সেই কুকুর যে ইহার বসনের মধ্যে পা টানিয়া নিয়াছিল
যে কাহাকেও কোন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করে নাই, অথবা কাহারও নিকট
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয় নাই।

মুল্লা মুশফিকি বুখারী[৩]; তিনি মাওয়ারাউন্নাহার হইতে আগমন করিয়াছিলেন, এবং মহান খলিফা-ই ইলাহীর চাকুরীতে প্রবেশ করেন আর মহা-অনুগ্রহ লাভ করেন; কিন্তু পরবর্তীকালে বুখারায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনী উভয় পুস্তকেই এই কবিতাটি দেওয়া আছে।
২. বদানীতেও ইহার বিবরণ দেওয়া আছে। আইন-ই-আকবরীতে শুধু প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ আছে।
৩. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

মজনুর জীবনের সম্পদ ছিল প্রেয়সীর জন্য তাহার বেদনাবোধ
হে প্রভু ! ইহা যেন তাহার ক্ষমার সম্পদ হয় কারণ ইহা ছিল তাহার প্রেম।

মুল্লা সাবুহী কাবুলী[১], তিনি পৃথিবীপালকের দরবারে তাহার জীবন অতিবাহিত করেন। এই শ্লোকগুলি তাহার রচনা :

ইহার কি প্রয়োজন আছে যে আমি আমার অবস্থা তাহার নিকট বর্ণনা করিব,
আমার হৃদয়ে যদি আগুন থাকে, তবে ইহা অবশ্যই তাহার ফল প্রকাশ করিবে।
দুর্বলতা আমাকে বিচলিত করে, আমার হৃদয় কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,
আর কে আমার দুরবস্থার সংবাদ তাহাকে দিবে ?
দীর্ঘ চোখের অশ্রু পতিত হইতেছে, তাহাতে যে মহা যাতনার সৃষ্টি হইয়াছে
তাহার চোখের সাদা অংশ যখন গোলাপ রাঙ্গা হয়, তখন তাহাতে প্রচুর রক্ত ঝরে।
আমি সেই দীপশিখা যাহা ইহার হৃদয় প্রজ্জলিত করে, আর তুমি মনোরম প্রাতঃকাল
তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমি জলিতে থাকি, আর তোমার দর্শনে আমি মরিয়া যাই।

মুল্লা হায়দরী সাওজী[২] (সাওয়ার)। তিনি গুজরাটে বহু বৎসর এই ফকিরের সঙ্গী ছিলেন। অতঃপর বিশ্বের রক্ষাকর্তার দরবারে আগমন করিয়া তিনি কবিদের রাজা শেখ ফয়যী যখন দক্ষিণে দৌত্যকার্যে গমন করেন তখন তাহার সঙ্গী হন আর তথা হইতে তিনি হিজাযে হজ্জ করিতে গমন করেন।

আমার পক্ষে কাবা প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ অথবা আমি আমার পদতল
তাহার পায়ের আরবীয় বৃক্ষের কাঁটার যাতনা ভোগ করিতে প্রেরণ করিতাম
আমার গোলাপ বিক্রেতা, যে তাহার ফুটন্ত ফুল বাজারে আনিতে চায়,
তাহার প্রথমে ক্রেতাদের যাতনা সহিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনী ইহার বিবরণ দিয়াছেন।
২. আইন-ই-আকবরীতে বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

মুল্লা আবদি রাযি[১] (একটি পাণ্ডুলিপিতে যারি)। তিনি বিভিন্ন প্রকারের কবিতা লিখিতেন যেমন গযল এবং কাসিদা (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গীতি কবিতা)। তিনি কয়েক বৎসর এই অসহায় লোকটির সঙ্গী ছিলেন। এই শ্লোকগুলি তাহার রচনা ঃ

শ্লোক

আমার অভিযোগের ওষ্ঠের রক্তে ইহা ভিজিয়া গিয়াছে
আমার চোখের জানালা হইতে আমার হৃদয়ের ধোঁয়া বাহির হইয়াছে।
আমার অশ্রুগুলি আগুনের শিখা ছড়াইতেছে
আমার দীর্ঘশ্বাস অগ্নিশিখায় উজ্জ্বলতা আনিতেছে।

মীর মাহভী[২], তিনি একজন রুচিবান, সদাশয় বন্ধু। ইনি গুজরাটে মির্যা খান, খান খানানের চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার সাহায্যে ও শিক্ষায় তিনি হিজাযে হজ্জ করিতে গমন করেন। এই কবিতাগুলি তাহার রচনা ঃ

যতক্ষণ চুলের গুচ্ছ তোমার মুখে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইবে
যতক্ষণ তোমার গণ্ডের কেশ সৌন্দর্যের রাজার সৈন্য থাকিবে।
আমার গৃহ যদি স্বর্ণের ইট দ্বারাও প্রস্তুত হয়
আমি অসহায়ের ভাগ্য চিরদিনই অন্ধকার থাকিবে।
মাহভী যে জ্ঞান রাজ্যের বাহিরে বিচরণ করিতেছে
সে শত মজনুর চেয়েও বিপথে গমন করিয়াছে
তোমার নিকট হইতে বহু দূরে, সুদূর হইতে আমি দেখিয়াছি ঐ পরিব্রাজক পথ হারাইয়াছে।
এরূপ এক মরুভূমিতে যেখানে বাতাস রক্তে বিচরণ করিতেছে।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম লেখা আছে মুল্লা আবদুল্লাহ রাযি। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই, তবে বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে। তথায় তাহার নাম দেওয়া আছে আবদী শিরাজী। সম্ভবতঃ তবাকাতের পাণ্ডুলিপিগুলির রাযি বা যারি যাহা শিরাজী হইবে, ভুলবশতঃ এইরূপ লিখা হইয়াছে।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহাকে বলা হইয়াছে মীর মুখিস। আইন-ই-আকবরীতে হামাদানের এক মাহভীর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের মাহভী আর ঐ লোক একই জন বলিয়া মনে হয়, কারণ আইন-ই-আকবরীর এক টীকায় আছে যে ইহার নাম ছিল মীর মুখিস, আর তিনি মির্যা খানের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন আর তাহাকে আর্থিক সাহায্য দিয়া ইরাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, হিজাযে নয়। বদাওনীতে দুইজন মাহভীর উল্লেখ আছে ; একজনকে বলা হইয়াছে, মাহভী মীর মুখিস, তিনি এই গ্রন্থের মীর মাহভী, আর অপর জন হইলেন মাহভী, মীর মুহম্মদ, মুনিস।

www.alimaanfoundation.com

দুঃখের জীবন ও হৃদয় আমি জানি না,
উষ্ণ আর জ্বালাময়ি অশ্রু আমি জানি না।
তুমি আমার কোন নাম রাখিয়া যাও নাই, অথবা আমার কোন চিহ্নও রাখ নাই,
হে প্রেম! তুমি যে এত নিষ্ঠুর তাহা আমি জানিতাম না।

মীর মুহম্মদ মাসুম নামী বক্কী[১] তিনি একজন সফাভী সৈয়দ। তিনি সততা ও ধর্মপরায়ণতায় ভূষিত একজন যুবক। বহু বৎসর তিনি এই ফকিরের বন্ধু ও সঙ্গী ছিলেন। তাহার কবিতা ও মসনভির একটি দিওয়ান[২] আছে। এই শ্লোকগুলি তাহার রচনাঃ

ইহা[৩] কত মধুর যে আমি সত্বা হারাইয়া ফেলিয়াছি, আর তুমি আমার অবস্থা জানিতে চাহিতেছ;
তোমার কাছে আমি আমার অবস্থা কথাহীন ভাষায় ব্যক্ত করিতেছি।
সে যখন আমাকে কাঁদিতে দেখিল, তখন সে সঙ্গোপনে মৃদু হাস্য করিল,
ইহা সুস্পষ্ট হইল যে আমার কান্না ব্যর্থ হয় নাই।
পুনরায় হৃদয়ে তাহার সাথে মিলনের বাসনা জাগিয়াছে আর জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি।
যাতনার কামনা করিতেছি আর আমি প্রতিষেধকের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি,
নামী বিচ্ছেদের বেদনায় অনস্তিত্বের দিকে গমন করিয়াছি
আর হায়! তাহার বন্ধুর জন্য যাতনা তাহাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে।

মুল্লা হাশিম কান্দাহারী[৪] তিনি খান খানান বৈরাম খানের একজন সভাসদ ছিলেন।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে বলা হইয়াছে মীর মাসুম বক্কী নামী। ব্লখম্যান তাহাকে বলিয়াছেন ভক্করের মীর মাসুম এবং তাহাকে আমীরদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ইনি কবি ও ঐতিহাসিকরূপে সুপরিচিত ছিলেন। বদাওনী তাহার কবি নামীরূপে ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে "যবান শি'র দারদ্।"

৩. প্রথম দুইটি শ্লোক একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপভাবেই সাজানো আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি অন্য পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নাই।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি লেখা আছে "কান্দাহারী", আর একটিতে আছে হাশিম কান্দাহারী। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। বদাওনী 'হাশিম' এই নামের অধীনে ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

এই শ্লোকগুলি তাহার রচনা ঃ

শ্লোক

আমি উদ্যানে যাই, তোমার মুখ না দেখিয়া আমি করবীলাল অশ্রু ঝরাই,
প্রতিটি ফুটন্ত ফুলের ঝোপে আমি বসি, আর আমার চক্ষু ফাটিয়া রক্ত ঝরে।

খাজা হিজরী[১], তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান এবং বহু গুণাবলী ছিল। তিনি তাহার জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই মির্যা হিন্দালের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাহার জীবনের শেষভাগ মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে অতিবাহিত করেন। তাহার একটি দিওয়ান আছে। এই চতুষ্পদী শ্লোকটি তাহার রচনা ঃ

চতুষ্পদী কবিতা

হে গোলাপ, আমার হস্ত তোমার পোশাকের প্রান্ত স্পর্শ করিতে পারে না
আমি তোমার নামের প্রেমিক, আমি তোমার সুগন্ধের পাগল।
কি আশ্চর্য ! যে তুমি উপস্থিত আছ, আবার অনুপস্থিতও আছ।
গোপন ও প্রকাশ যাহা কিছু আছে, সবই তোমার।

মুল্লা লুৎফি, জ্যোতিষি[২], তিনি পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীতই চমৎকার বলিতে পারিতেন। এক বৈঠকে তিনি এক সহস্র শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। তিনি একজন স্ফূর্তিবাজ সঙ্গী এবং ভাল অনুকরণকারী ছিলেন। তিনি ভাল জ্যোতিষি ছিলেন। তিনি কিছুকাল এই ফকিরের সঙ্গী ছিলেন।

ঐ মুখের মদের তাপে, গোলাপ বাগান গোলাপে পূর্ণ হইল,
হে গোলাপ বিক্রেতাগণ। তোমাদের প্রতি সুসংবাদ আছে ; কারণ প্রচুর গোলাপ ফুটিয়াছে।
গোলাপ বাগানের মুখে, আমি শুধু তোমার সুবাসই পাইলাম
এমন কোন ফুল আমি অতিক্রম করি নাই, যাহাতে জীবনের সুবাস পাওয়া যায় নাই।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার নাম দেওয়া আছে খাজা মাহমুদ শরীফ, আর তিনি কবি নাম 'হিজরী' ব্যবহার করিতেন। বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না।

২. আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। বদাওনীতে ইহার এক বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

আমার যে হৃদয় হইতে নরকের অগ্নি উত্থিত হয়, তাহা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে,
আমার ভাগ্যের গোলাপ, বেহেশতে প্রস্ফুটিত হইলেও তাহা শুকাইয়া
গিয়াছে।

রৌখানী[১], বহু বৎসর ইনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন; আর তাহার বহু বিদ্রূপাত্মক রচনা আছে।

দূত আমাকে তাহার আগমন সংবাদ দিল
যাহাতে তাহার প্রেমের আকর্ষণ আমাকে পথে টানিয়া আনিতে পারে।
হে দূত! মৌখিক আমার প্রেমের কথা তাহাকে বলিও, কারণ চিঠিতে
আমার অসতর্কতাবশতঃ আমার কলম হইতে বহু শব্দ ঝরিয়া গিয়াছে।

নভিদি নৈশাপুরী[২], সারা জীবন তিনি পৃথিবী রক্ষাকারী দরবারে কাটাইয়াছেন। এই শ্লোকগুলি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত:

শ্লোক

ভাগ্য যখন মদ্যপায়ীদের বিরুদ্ধে 'পাপ' কথাটি লিখে
এক পাশে ইহাও লেখে, আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে।

মুল্লা শিকেবী[৩] **ইসফাহানী** তিনি[৪] প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন আর প্রশংসনীয় নৈতিকতার অধিকারী। তিনি ভাল কবিতা লিখেন এবং মুহম্মদ বৈরাম খানের পুত্র খান খানান মির্যা খানের সাহচর্যে বাস করেন। তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দেন; আর তাহার স্বভাব অতি মধুর। পর পৃষ্ঠার শ্লোকটি তাহার রচনা:

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনী ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

২. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনী দুইজন নভিদির উল্লেখ করিয়াছেন, একজনকে বলা হইয়াছে তুরবতের নভিদি; আর অপরজন নভিদি মুল্লা। বদাওনীর অনুবাদক লিখিয়াছেন যে নিযামউদ্দীন এই দুই-এর মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ তিনি মুল্লা নভিদির কবিতা বদাওনী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন অথচ বলিয়াছেন যে তিনি সারা জীবন আকবরের দরবারে কাটাইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে অপর নভিদিই সারা জীবন আকবরের দরবারে ছিলেন, মুল্লা নভিদি অল্পদিন পূর্বে তথায় আগমন করেন। একটি পাণ্ডুলিপিতে 'নৈশাপুরী' শব্দটি নাই।

৩. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। বদাওনীর অনুবাদক নামটি শাকিবি লিখিয়াছেন।

৪. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠে এই স্থানে পার্থক্য আছে। সর্বাপেক্ষা সঠিক যাহা মনে হইয়াছে তাহাই এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com

শ্লোক[১]

তবু আমার প্রবল কান্নায় কিছু ফল হয়
তবু আমার ভাঙ্গা তীরে একটি শর আছে, যাহা ইহার লক্ষ্যে পৌঁছিবে।
আমার হৃদয় বিচ্ছেদে ভারাক্রান্ত। করুণা কর! হে ভাগ্য!
কারণ আমার প্রতিবন্ধকতার হস্তের কোমরে একটি পাহাড় আছে।
বিচ্ছেদের বেদনার বন্ধুদের বস্ত্রপ্রান্তে তোমার গোলাপ ছিটাইয়া দাও।
প্রতি চোখের ভ্রু দ্বারা তাহার হৃদয় শত বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও।
হে প্রভু! অদৃশ্য জগতে আমার পণ্যের এক বাজার ঠিক করিয়া দাও,
আমি আমার হৃদয় এক চকিত চাহনীর বিনিময়ে বিকাইতেছি, ইহার জন্য এক ক্রেতা ঠিক করিয়া দাও।
তুমি আমার প্রেমে উষ্ণ, আর আমি সকল দুর্ভাগ্য অপসারণ করিতে চাই,
আমি আমার বন্ধু রু-এর আগুনের পাশে বসিয়া আছি।

মীর ফারিঘি[২], তিনি ছিলেন আমীর ফতেহ উল্লাহ শিরাযীর এক ভ্রাতা। তিনি সম্রাটের চাকুরীতে জীবন কাটাইয়া দেন। এই শ্লোকটি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত:

তোমার জন্য আমার সংকীর্ণ হৃদয়ে যে প্রেম আছে
আমি যদি তাহা প্রকাশ করি, সারা পৃথিবী তাহা ধরিতে পারিবে না।

ইয়োল কুলি বেগ আনিসি[৩], তিনি একজন শামসলু তুর্কমান। তিনি ভাল কবিতা লিখেন এবং খান খানানের চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। এই শ্লোকগুলি তাহার রচনা:

প্রেম আর চুম্বক অনুরূপ, কারণ ইহাদের হৃদয়ের বিন্দু হইতে
তাহারা নির্গত হইবার পূর্বে, প্রেম তাহাদের বিন্দু গ্রাস করিয়া ফেলে।
যখন তুমি কোন অগ্নিকে বিচলিত দেখ, জানিবে ইহা এক অগ্নি উপাসক,
যাহার দেহ অদৃশ্য হইয়াছে আর যাহার আত্মা অগ্নিমন্দিরে নৃত্য করিতেছে।

---

১. প্রথম চারিটি শ্লোক বদাওনীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। চতুর্থ ও পঞ্চমটি একটি পাণ্ডুলিপিতে নাই।
২. আইন-ই-আকবরীতে কবিরূপে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনী ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।
৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি ফিউয়াল কুলি বেগ এবং ইয়োন কুলি বেগ এবং বুদ কুলি বেগ লিখা আছে। আইন-ই-আকবরীতে ও বদাওনীতে নামটি যেহেতু ইয়োল কুলি বেগ আছে, এই স্থানে এই নামই গ্রহণ করা হইয়াছে।

www.alimaanfoundation.com

তোমার নিষ্ঠুরতা হইতে আমার হৃদয় একটি অগ্নিমন্দির, যাও
তুমি একজন হিন্দু, যে অগ্নির উপাসনা করে।[১]

জযবী বাদশা কুলি[২], তিনি শাহ কুলি তারিখির পুত্র, আর শাহ কুলি তারিখি একজন আমীর যিনি বহুকাল এই দরবারের খেদমত করিয়াছেন। তিনি একজন মার্জিত তরুণ এবং কবিতায় যথেষ্ট উৎকর্ষতা অর্জন করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত ঃ

শ্লোকসমূহ

চিরন্তন উদ্যান সুন্দরীদের যে সুগন্ধ বিতরণ করে
তাহা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে প্রেমের জন্য প্রেমিক বিনা যাতনায় জীবন দান করে।
আমার ঈর্ষার গণ্ডী অবলোকন কর, অজ্ঞাতসারে প্রেম চেতনাকে যে সাহায্য করে
তাহা হইতে আমার আগমন,
যদি কেহ জানিতে আসে, যে সে ইহা বলিয়াছে, তাহাকে বলিয়া দাও বন্ধু কে।

আমীর সৈয়দ আলী মুসাওয়ার[৩], যাহার কবি নাম ছিল জুদাই। তিনি ছিলেন অতুলনীয় উৎকর্ষতার একজন চিত্রকর। তিনি মহান জিন্নাত আশিয়ানীর চাকুরীতে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন এবং হুমায়ুন শাহী উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন।[৪] এই শ্লোকগুলি তাহার ঃ

শ্লোকসমূহ

ভোরবেলা কাঁটা গোলাপের সহিত তাহার সাহচর্যের অভিযোগ করিতেছিল
ইহার কাঁটা ইহা বুলবুলির ভগ্ন হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া দিল।

---

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোকটি আছে, একটিতে নাই। বদাওনীও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তবে তাহার প্রথম পংক্তিতে যি জফা-ই-তু এর স্থলে যি বিয়াল-ই-তু দেওয়া আছে। মনে হয় প্রথমোক্ত পাঠটিই ভাল।

২. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহার বিবরন দেওয়া আছে, বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হফত-ই-কলাম হইতে জানা যায় যে, কুমের মীর আশকী তাহার মৃত্যু শয্যায় তাহার দিওয়ানটি সাজাইয়া প্রকাশ করিবার জন্য তাহার নিকট দিয়া যান, কিন্তু তিনি ইহা হইতে ভাল ভাল কবিতাগুলি বাছিয়া নিজ নামে প্রকাশ করেন, আর বাকীগুলি পানিতে ফেলিয়া দেন।

৪. ইহা শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ আছে, আর কোথাও কোন উল্লেখ নাই। অপর দিকে কথিত আছে যে তিনি নাদির-উল-মুলক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তবাকাতে সে সম্বন্ধ কোন উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

আমি একটি অর্ধমৃত শিকার, যাহা প্রেমের গলি হইতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত
হইয়াছে
আমি উত্থান পতনের মধ্য দিয়া চলিতেছি, যতক্ষণ না আমার প্রেমিকার মুখ
দেখিতে পাই।

মুল্লা কাদরী শিরাযী[১], সুদীর্ঘকাল ভারতে বসবাস করিয়া তিনি তাহার স্বদেশে ফিরিয়া যান। নিম্নের শ্লোকগুলি তাহারঃ

আমার অজ্ঞতা আমাকে এত মর্যাদা দান করে নাই, যে আমার জীবন
জানিতে পারে যে কি করিয়া ইহা বাহির হইয়া আসিবে আর তাহার
নিকট নিজেকে উৎসর্গ করিবে।

তশবিহি কাশি[২], একেশ্বরবাদের মতবাদ অনুসরণ করেন এবং একজন উদারপন্থী। তিনি সম্রাটের চাকুরীতে তাহার জীবন অতিবাহিত করেন। এই কবিতাগুলি তাহারঃ

কবিতা

একবারের জন্য, হে কবরখানার ধুলিকণা, আনন্দের সঙ্গে নিজেকে তুলিয়া ধর
কারণ তোমার মধ্যে আমি আছি, ঐ হাতে নিহত আমি আর ঐ ছোরাটিও।
তুমি যে কোন বর্ণে ইচ্ছা নিজেকে ভূষিত করিয়া নাও
কারণ তোমার ঐ উজ্জল ছায়া, আমি সব অবগত আছি।

মীর শরীফ ওয়াকুই নিশাপুরী[৩] তিনি বহু সদগুণে ভূষিত একজন তরুণ আর ইতিহাস বিজ্ঞানে ভাল জ্ঞান রাখেন। পত্রলিখন এবং হস্তলিখনেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর ভৃত্যদের অন্তর্ভুক্ত; আর এই ফকিরের এই প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরক্ত। আঃ হিঃ ১০০২ সনে ইনি ইন্তেকাল করেন।

১. আইন-ই-আকবরী ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনী ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন।
২. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।
৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই; বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

এই শ্লোকগুলি তাহার ঃ

শ্লোক

আমার এই প্রেমের প্রতিদানে তুমি কঠিন হৃদয় নিয়া আসিয়াছে, তুমি
কোন ভয়ে ভীত নও
যে তোমার চিন্তার পদতলে, জ্বালাময়ী দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমি
আমার মুখ গা ঘষি।
প্রেমের সত্যতা আর প্রেমিকের লক্ষ্য এই তৃপ্তি
তুমি জান না যে আমি আমার জীবন তোমাতে উৎসর্গ করিয়াছি আর
ইহা অপব্যয় করিয়াছি।

করারী জিলানী[১] ইনি হাকিম আবুল ফতেহ-এর এক ভ্রাতা ছিলেন। সম্রাটের নির্দেশে সম্রাটের দরবারের চাকুরী হইতে তিনি বাংলাদেশে চলিয়া যান এবং তথায় ইন্তেকাল করেন। তিনি একটি দিওয়ান লিখিয়াছিলেন। এই চতুষ্পদী শ্লোকটি তাহার ঃ

চতুষ্পদী শ্লোক

আমার হৃদয়ের প্রেমের যদি কোন ক্রেতা থাকে
আমি এমন কিছু করিব না, যাহাতে আমার প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।
আমি আমার সংযমের গালিচা এমন পিটাইব
যে ইহার প্রতিটি সূতা হইতে এক সহস্র পৌত্তলিকের সূতা দেখা দেবে।

মুল্লা খয়রাতি শিরাযী[২] তিনি বহু দিন ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তৎপর পুনরায় শিরাযে প্রত্যাবর্তন করেন। এই শ্লোকগুলি তাহার ঃ

শ্লোক

অন্যের নিধনে আমি সায় দিই না, কারণ আমি জানি
যে মৃত্যু আমার হত্যাকারীর ছোরা হইতে ভয়ঙ্কর বিষ অপসারণ
করিয়া দিয়াছে।

---

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।
২. ইহার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আইন-ই-আকবরী ও বদাওনী দ্রষ্টব্য।

www.alimaanfoundation.com

ভক্তের পোশাকের সূতা হইতে বিশ্বাস ছাড়া গিঁঠ খোলা যায় না,
যাও ; কারণ সময় ইহাকে অগ্নি পূজকের কোমরবন্দের সূতায় পরিণত করে।
আমার প্রেমের গলির মাথা মনোরম স্থান, কারণ তথায়
ভাগ্যের সকল আক্রোশ প্রেমে পরিণত হয়।
ঐ মারণ ভ্রু দ্বারা আমি নিহত হইয়াছি, কারণ আমার রক্ত
ইহা এত ক্ষরণ করিয়াছে যে ভুমিতে এক বিন্দুও পতিত হয় নাই।

মুল্লা হয়াতী জিলানী[১] তিনি দীন দুঃখীর একজন বন্ধু ছিলেন (ইয়ারান দর্দমন্দান) ব্লকম্যান ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ যে তিনি একজন সমবেদনাশীল লোক ছিলেন।' বদাওনীতে আছে, 'আয্ ইয়ারান দরদমন্দ, হেগ যাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সমবেদনশীল বন্ধু। ইনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর[২] ভৃত্যদলের অন্তর্ভুক্ত এই গুলি তাহার ঃ

তুমি যে কথাগুলি বল, তাহার প্রত্যেকটির জন্য সাবধান হইও
যে শব্দগুলি কাহারও হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করে না, তাহার প্রত্যেকটির জন্য অনুতাপ কর।
পাখীর পাখার কি প্রয়োজন আছে, যুগের পেশা যদি এইরূপ হয়
পিপিলিকার পদ ধার কর আর উড়িয়া যাও।
পথিমধ্যে যাহাদের তুমি কাঁদিতে আর অশ্রুপাত করিতে দেখ, তাহাদের প্রত্যেক
গোপনতার ভক্ত আব্রাহামের ন্যায় মুসাকে বহন করিয়া নেয়।[৩]

মীর খুসরভী[৪] ইনি গুনাবাদের[৫] মির্যা কাসিমের ভাগিনেয়। বর্তমানে ইনি সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছেন।

শ্লোক

তাহারা যদি আমার দেহের ধূলা অন্যান্যদের অনুরূপ ধুলার সঙ্গে মিশাইয়া দেয়
তুমি প্রেমের সুবাস দ্বারা তাহা আলাদা করিতে সক্ষম হইবে।

---

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।
২. 'হযরত খলিফা-ই-ইলাহী' এই শব্দগুলি একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, অন্যগুলিতে নাই।
৩. এই শ্লোকটি একটি পাণ্ডুলিপিতে নাই, অন্য দুইটিতে আছে। ইহার অর্থ বোধগম্য নয়।
৪. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।
৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'গুনাবাদ' আর অন্য দুইটিতে আছে 'রুকনাবাদ'। ব্লখম্যানের মতে একটি খুরাসানের গুনাবাদ বা জুনাবাদ হইবে।

www.alimaanfoundation.com

প্রেমের প্রজ্বলিত আলোর দীপ্তিতে খুসরভীর হৃদয় এত আলোকিত হইয়াছে,
যে তাহার হাড় দ্বারা তাহার কবরের দীপ জ্বালান চলিবে।
হারেমের সিংহগুলি আমার রক্ত দ্বারা তাহাদের পথ কলুষিত করিবে না,
হে বন্ধু! এই আহার্য দ্বারা প্রথমে মন্দিরের কুকুরদের তৃপ্ত কর।

মুল্লা ফাহমী তেহরানী[১] তিনি আযম খানের সহিত বসবাস করিতেন। এই শ্লোকগুলি তাহার ঃ

যেহেতু আমি প্রেমে অধীর হইয়াছিলাম, তাই আমার খ্যাতি ম্লান হইয়াছে
খ্যাতির প্রতি বলি, "তুমি কমিয়া যাও" কারণ ধৈর্যের উপর
আমার কোন ক্ষমতা নাই।
হে হৃদয়, আমি আমার ভাগ্য সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করিতে পারি না,
আমি নিজেকে কাফেলার নেতা করিয়া নিতে পারি না।
অভিযোগ করিও না আর যাহা কিছু ঘটে তাহার জন্য কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িও না
আমি নিজেকে কাফেলার যাত্রায় ঘণ্টায় পরিণত করিতে পারি না।

মুল্লা সহমী বুখারী[২] তিনিও খান-ই-আযমের সঙ্গে ছিলেন। এই শ্লোকটি তাহার ঃ

ঈদের নূতন চাঁদ তাহার চোখের ভ্রুর খিলানের ন্যায়
যদি দ্বিতীয় একটি নূতন চাঁদ ইহার পাশে যুক্ত করা হইত।

মুল্লা নিয়াযী সমরকন্দী[৩] মহান জিন্নাত আশিয়ানীর চাকুরী করিবার পর তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় সিন্ধুতে[৪] অতিবাহিত করেন আর তথায়ই ইন্তেকাল করেন। কবিতা রচনার কৌশল তিনি ভাল জানিতেন। তিনি সকল কলাবিদ্যা সম্বন্ধেই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতেই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে মুল্লা ফাহমা রাযি, কিন্তু অপরটিতে আছে মুল্লা ফাহমী তেহরানী। আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।
২. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনী ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।
৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। বদাওনী ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।
৪. দুইটি পাণ্ডুলিপিতেই আছে সিন্ধু। কিন্তু একটিতে আছে থাঠা।

www.alimaanfoundation.com

এই কবিতাগুলি তাহার ঃ

আকাশে ইহা গোধূলির লালিমা নয়, ইহা আমার গোলাপী সুরা ।
আমি একজন মাতাল, সুরা নিশেঃষ করিতেছি,
আকাশ গোলক আমার সুরা পাত্র
ঐ[1] ক্রুদ্ধ সৌন্দর্যের চারিপাশে আমি ঘুরিতে পারি না,
আমি তাহার চিন্তা আমার দৃষ্টিতে আনিয়াছি,
আর ইহার চতুর্দিকে আমি ঘুরিতেছি ।
ভোরের মলয় সমীরণ তাহার পোশাক আন্দোলিত করে নাই
কিন্তু ইহারা তাহার দেহের মাধুর্যে প্রাণ লাভ করিয়াছে ।

মীর হুযনী[2] তিনি ছিলেন এই যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর খেদমতের জন্য ইরাক হইতে আগমন করিতেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন ।

শ্লোক

হুযনীর সরলতায় আমি হাস্য করি
যে তিনি ভালবাসিয়াছেন, আর তাহার প্রেমিকার বিশ্বাস তিনি আশা করেন ।
অজ্ঞানতার ফলে আমার বন্ধু আমার সকল কাজ নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে
আর ইহাই অধিকতর বিস্ময় যে আমি তাহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী ।

আমনী ৩ নং পাদটিকা দেখুন

---

১. এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী শ্লোকটি দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, একটিতে নাই ।

২. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে ।

৩. আমনী নামে এক কবির নাম একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে, অন্য দুইটিতে নাই । এই পাণ্ডুলিপিটিতে আছে যে "তিনি বহু বৎসর মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে ছিলেন । তিনি একজন বুখারী । পত্র লিখনে তিনি দক্ষ ছিলেন । শাহরাশুব নামে তিনি একটি মসনভি রচনা করিয়াছিলেন । তাহার একটি কবিতার দিওয়ান আছে । দীর্ঘদিন তিনি খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে ছিলেন, আর কিছুকাল তিনি একজন ওয়াকানবিশ (সংবাদ লিখক) ছিলেন ।" সম্ভবতঃ তিনি আর মীর আমনী একই ব্যক্তি । মীর আমনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে কাশী এবং শরীফ সরমন্দির মধ্যস্থলে দেওয়া আছে । পাণ্ডুলিপিগুলিতে মীর আমানী নামেও একজন কবির উল্লেখ আছে । তাহার বিবরণও এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে ।

www.alimaanfoundation.com

মযহরী কাশ্মীরী[১] তিনি দরবারের একজন ভৃত্য। আর এই কবিতাগুলি তাহার ঃ

কবিতা

তোমার সৌন্দর্যের মহিমা তোমার বিষয়গুলি আগাইয়া দিয়াছে
অন্যথায় তুমি জান না, কোন্‌টা সর্বাপেক্ষা উত্তম হইত।
আমি ঐ আয়নার নিকট নিজেকে নিবেদন করিতেছি,
যাহা আমার প্রেমিকাকে
গৃহাভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত গোলাপ বাগানে স্থাপন করে।

শেখ চিশতি দেহলভী[২], তাহার নাম ছিলো হাসান[৩]। তিনি ছিলেন শেখ সলিমের একজন শিষ্য। তিনি সুফিদের পোশাক পরিধান করিতেন এবং আল্লাহর ধ্যান ও আরাধনায় জীবন যাপন অতিবাহিত করেন।

মীর হাজ লঙ্গ ৪ নং পাদটিকা দেখুন।

দরবিশ বাহরাম[৫], তিনি একজন সুফির পোশাক পরিধান করিতেন এবং একজন ভিস্তির কাজ করিতেন এবং লোককে পানি বিতরণ করিতেন। তিনি সরন দ্বীপে[৬] (সিংহল) গমন করেন এবং তথায় ইন্তেকাল করেন। তাহার কবিতার একটি দিওয়ান আছে। এই শ্লোকগুলি তাহার ঃ

শ্লোক

কি হয় তাই দেখিতে আমি ধর্মপরায়ণতার ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছি
আমি অপমানের হাটে বসিয়াছি, কি হয় তাই দেখিব।

---

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার উল্লেখ নাই। একটিতে আছে, আর ইহাতেও কোন কবিতা উদ্ধৃত করা হয় নাই। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনী ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

৩. বদাওনীর মতে ইহার নাম ছিল হুসেন।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে মীর হাজ লঙ্গ নামে এক কবির উল্লেখ আছে। তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ দেওয়া আছে "সুদীর্ঘ কাল তিনি খান যমানের সঙ্গে ছিলেন; আর শেষ পর্যন্ত তাহার সৌভাগ্যের ফলে তিনি সম্রাটের একজন সভাসদ হন।" তাহার কবিতার কোন নমুনা উদ্ধৃত করা হয় নাই।

৫. তাহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরন আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে দেওয়া আছে।

৬. বদাওনীর অনুবাদক বলেন যে তাহার কবর যেহেতু বর্ধমানে আছে, তিনি সম্ভবতঃ সিংহলের পথে বাংলাদেশে ইন্তেকাল করেন।

www.alimaanfoundation.com

অগ্নি উপাসকের পুত্রকে আমি আমার হৃদয়, আর আমার
বিশ্বাসের ভিত্তি দান করিয়াছি
আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমি সুতার কোমরবন্দ ধারণ করিয়াছি, কি হয় দেখিব

মুল্লা হায়দরী[১], তিনি ইরাক হইতে তিনবার ভারত আগমন করিয়াছিলেন আর এই দরবারের অনুগ্রহ লাভ করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত ঃ

শ্লোক

হে হায়দারী! পুণ্যবানদের ন্যায় যতদূর পার অগ্রসর হও;
উৎকৃষ্টতা লাভের জন্য এই ধূলির পৃথিবীতে যথেষ্ট হও।
কারণ এই পৃথিবী হইতে উত্তমরূপে গমন করিতে পারা
অপবিত্র স্থান হইতে উঠিয়া আসার ন্যায়।

মুহম্মদ সালেহ দিওয়ানা[২] (পাগল), তিনি আকিল (বিজ্ঞ) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা মুল্লা কিতাবদার (লাইব্রেরীয়ান) রূপে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি মহান জিন্নাত আশিয়ানীর লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। মুহম্মদ সালেহ তাহার তরুণ বয়স হইতে মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে বয়োঃপ্রাপ্ত হন; আর এখন তিনি কাবুলে আছেন, বৃত্তি ও অন্যান্য উপহারে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। তিনি ফারিঘি এই কবি নাম ব্যবহার করেন আর এই শ্লোকগুলি তাহার।

শ্লোক

তাহার কেশগুচ্ছের জন্য পাগল হওয়া আমার পায়ের শৃঙ্খলের ন্যায়
এই পাগলামীতে আমার জন্য কোন পরিকল্পনা নাই, শুধু মাত্র আমার
জীবন দান করা ছাড়া।
ঐ প্রকারের বিমুগ্ধ ভাবের জন্য আমি পাগল হইয়া আছি
এইরূপ প্রগাঢ় অনুরাগের ফলে, হে জ্ঞানীগণ। আমি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
আবদ্ধ আছি।

---

১. আবুল ফযল ও বদাওনী উভয়েই তাহাকে তাব্রিজের হায়দরী অভিহিত করিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে আছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। বদাওনী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

সবুই হাজি কাসিম কুহবার[১]। পাদটিকা দেখুন।

নিশান আলী আহমদ[২], সিল খোদাইকারী। তিনি চমৎকারভাবে সকল প্রকারের অক্ষর দ্বারা সিল খোদাই করেন; আর সুন্দর কবিতা রচনা করেন; আর তাহার নানারূপ উৎকৃষ্টতা আছে। এই শ্লোকগুলি তাহার ঃ

শ্লোক

প্রতি রাত্রিতে ঘুমের ডাকাতগণ যখন আমাকে আবদ্ধ করে, আমার চক্ষু সিক্ত হয়।

তাহারা তোমার জন্য আমার ব্যথিত হৃদয়কে সজাগ রাখে, আর পুনরায় ফিরায়।

আমার হৃদয়ের দুর্ঘটনার পাথর দ্বারা, আমার হৃদয় চূর্ণ হইয়া যায়;

কারণ তাহারা আমার হীরার কাঁচকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

হাশিম[৩] (গল্প-কথক)। তাহার কবি নাম মুহতারিম। সুদীর্ঘকাল তিনি খান খানান মির্যা খানের সঙ্গে ছিলেন।

কবিতা

আমার চক্ষু আর আমার হৃদয়ের মধ্যে গতরাত্রে কিছু একটি ঘটিয়াছে।

আমার চক্ষু তোমার দিকে চাহিল, আর আমার হৃদয় ইহার স্থান ত্যাগ করিল।

মুল্লা হাতিমী।[৪] পাদটিকা দেখুন।

মুল্লা ইশরাতী।[৫] পাদটিকা দেখুন।

---

১. সবুই হাজি কাসিম কুহবার। বহু বৎসর তিনি মির্যা হাকিমের চাকুরীতে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্রাটের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে, অন্যগুলিতে নাই, ইহা মূল গ্রন্থে দেওয়া হয় নাই।

২. কবিরূপে আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই, তবে খোদাইকারীরূপে কয়েক স্থানেই ইহার উল্লেখ আছে। বদাওনী ইহার এক দীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন।

৩. আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ নাই বলিয়া মনে হয়।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে মুল্লা হাতিমী নামে এক কবির উল্লেখ আছে, তাহার সম্বন্ধে ইহাতে আছে যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি চমৎকার সিল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং কবিতা রচনা করিয়াছেন। দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে মুল্লা ইশরাতি নামে এক কবির উল্লেখ আছে এবং তাহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছে। "তিনি খান খানানের চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন।" দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

www.alimaanfoundation.com

মুল্লা বাকাই[১] তিনি তাহার যৌবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়ে উপনীত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল এই ফকিরের সঙ্গে ছিলেন। এই কবিতাগুলি তাহার ঃ

কবিতা

সুন্দরীর চোখের ভ্রুর প্রেম দ্বারা যদি বল্লম তৈরী করা হয়
ইহা আমার শিরা-উপশিরায় রক্ত উত্তপ্ত করিয়া তোলে।
হায়! আমার চক্ষু বন্ধ করিবার পূর্বে তাহার চিন্তার তুর্কী
আমার চক্ষে প্রবেশ করিল আর আমার হৃদয় হইতে তাহার মাথা আসিল।
অশ্রুর বদলে আমার চক্ষু হইতে আমার আহত হৃদয়ের টুকরা সমূহ ঝরিয়া পড়ে,
আমার হৃদয়ের সমস্ত রক্ত এই অগ্নিবর্ষী মেঘ হইতে পতিত হয়।
যখন আমার হৃদয়-পাখী তাহার শিকারী চোখের শিকারে পরিণত হয়
আমার মাথার প্রতিটি চুল পাখীর মত উড়িয়া যায়।

কাম্মি[২] যৌবনের উত্তম সময়ে উপনীত একজন তরুণ এবং কবিতা রচনায় কুশলী। এই শ্লোকটি তাহার ঃ

শ্লোক

আমার সমস্ত দেহটাকে আমি রক্তে পরিণত করিব আর আমার চক্ষু হইতে ঝরাইব।
যদি জানি যে আমার কান্না কোন কাজে আসিবে।

মুল্লা আমিনী[৩] তিনি যৌবনের উৎকৃষ্ট সময়ে উপনীত একজন তরুণ এবং বহু বৎসর এই ফকিরের সঙ্গে ছিলেন।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু বদাওনী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম ও বিবরণ হাশিমের পরেই দেওয়া আছে, আর একটিতে আছে হাশিমের পূর্বে। অন্য পাণ্ডুলিপিটিতে ইহার উল্লেখ নাই। আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে সবয্-ওয়ারের কাযি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

৩. আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ নাই। বদাওনীতে কোন মুল্লা আমানী নাই, তবে তিনি একজন মুল্লা ঘনি আমিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। তবাকাতে মুল্লা আমিনীর যে কবিতার নমুনা দেওয়া হইয়াছে, বদাওনী এইগুলিই মুল্লা ঘনি আমানীর কবিতারূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

আমি এমন একজন যে বেদনা সঞ্চয় করা ছাড়া আর কিছুই অবগত নই
আমার সবটাই অগ্নি, কিন্তু আমি জ্বালাইতে জানি না।
আমার হৃদয়ের আলোকে, যদিও আমি সূর্যের মুখ দেখিতে পাই।
আমার ভাগ্যের দীপ প্রজ্বলিত করিতে আমি জানি না!

শরীফ সরমদি[১] তিনি ইসপাহান হইতে আসিয়াছেন। তিনি এই দরবারের ভৃত্যদের দলভুক্ত হইয়াছেন। নিম্নলিখিতটি তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত ঃ

ঐ সুন্দরীর ছলনার তরবারি যখন উর্ধে উত্তোলিত হইল।
দর্শকদের শত শির দূর হইতে উত্থিত হইল।
মাথায় সুরা আর হাতে গোলাপ লইয়া যখন তুমি আমার গৃহে আগমন কর
তোমার দর্শনে আমার বেদনার তৃণগুলিও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।
আমি যখন দুই জগতের মাথার উপরে আমার পদ স্থাপন করি
তখন আনন্দ বেদনা কোনটারই আমার হৃদয়ের উপর কোন প্রভাব থাকে না।

শরীফ ফারসী[২] তিনি খাজা আব্দুস সামাদ শিরিন কলমের পুত্র। তিনি যৌবনের উৎকৃষ্ট সময়ের প্রারম্ভে উপনীত হইয়াছেন, এবং মহান খলিফা-ই-ইলাহীর যে চক্ষুর দৃষ্টিপাতে জিনিসপত্র স্বর্ণে পরিণত হয়, তাহারই আওতায় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। অঙ্কন ও চিত্রবিদ্যায়ও তিনি উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন।

কবিতা

প্রেমের শুভলক্ষণের দ্বারা আমি উভয় জগতের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করিয়াছি।
আমার শত্রু হইয়া দেখ আমি কত প্রগাঢ় বন্ধু হইতে পারি।
আমার সারা বুক বন্ধুত্বের ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে,
শত চেষ্টা করিয়াও আর ইহা এক অনু পরিমাণ বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়।
প্রেম আর অপমান উভয়ই আমার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে
ধিক আমাকে! যে আমি ইহাদের আমার স্বর্গে আরোহণ রূপে গণ্য করিয়াছি।

---

১. আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে শরীফ ফারসী, আর একটিতে আছে শরীফ কাদিরী। আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে একজন আমীর বলা হইয়াছে, আর বদাওনী ইহাকে কবিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং নাম দিয়াছেন ফারসী।

www.alimaanfoundation.com

আমাদের প্রেমের পথে মাধুর্য সাহসেরই প্রাপ্য, কোন অধিকারের নয়।
আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে আমাদের বন্ধুকে চিনিতে পারিয়াছি।

এই দুইটি শ্লোকও তাহারই রচনা ঃ

আমার এক বেদনা আছে, যাহার কাছে সকল আনন্দ নিজেদের উৎসর্গ করে,
আল্লাহ যেন ইহাকে মন্দ চক্ষু হইতে রক্ষা করেন।
আমার হৃদয় যখন পতঙ্গের ন্যায় আগুনে প্রবেশ করিল
ইহা প্রেমের প্রতি ইহার আকর্ষণ ও ভালবাসার উপরই নির্ভর করিল।

মুল্লা তাকিউদ্দীন মুহম্মদ শুসতারী[১] ইনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। যুক্তিবাদী ও ঐতিহ্যবাদী বিজ্ঞানসমূহে তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান এবং তিনি ভাল কবিতা লিখেন। নিম্নের শ্লোকগুলি তাহার রচনা ঃ

কবিতা

সে যদি আমাকে তাহার দিকে এক নজর তাকাইবার অধিকারও না দেয়,
তবে অন্ততঃ আমি তাহার ওষ্ঠের কথা কল্পনা করিয়া আমি চিনি দ্বারা আমার মুখ পূর্ণ করিয়া লইব।
সে যখন তৃণের ন্যায় আমাকে ধূলায় পুতিয়া দিয়াছে।
আমার হাত আর আমার হৃদয় কোথায় যে আমি আমার মাথায় ধুলা ছিটাইব
আমি এই প্রথারই দাস যে প্রেমের চৌমাথায়
যে আঘাতে বসিয়া পড়ে নাই, তাহার পাগলামী নজরে পড়ে না।[২]

মীর যাযি আসিরি[৩] তিনি বহু বৎসর মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরীতে সিপাহীদের দলভুক্ত ছিলেন।

শ্লোক

আমি হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছি, এমন এক বালকের হাতের শর দ্বারা
সময় এখনও তাহার নিকট খেলা করিবার ধনুক দেয় নাই।

---

১. আইন ই-আকবরীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে। নাম তথায় দেওয়া শুসতারের তাকি বা তাকিয়া মুল্লা, আমীরদের তালিকায় এই বিবরণ দেওয়া আছে আর বদাওনীতে কবিরূপে ইহার উল্লেখ আছে।
২. শেষ শ্লোকটি একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নাই।
৩. আইন-ই-আকবরীতে রাই-এর আসিরি নামে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে; আ বদাওনীতে আমীর যাযী আসিরী নামের অধীনে ইহার এক বিবরণ দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

আমি যদি একটি পাখী হই এবং তাহার গৃহের দেওয়ালে বসিয়া থাকি
হতাশার দমকা হাওয়া প্রতি মুহূর্তে আমাকে দেওয়াল হইতে ফেলিয়া দেয়।

মুল্লা নুরুদ্দীন তরখান[১] পাদটিকা দেখুন।

মুল্লা হালতী বা জানি বা খানি বা জাহি[২], তিনি দীর্ঘকাল গুজরাটে এই ফকিরের সঙ্গে ছিলেন।

আমার বন্ধুর সংবাদ আমার হৃদয়ের ক্ষত সতেজ করিয়া দিয়াছে
ইহা ভ্রমণের বেদনা এবং চিহ্ন এবং শোক সতেজ করিয়া দিয়াছে।
প্রেমিকা তোমার দ্বারে তাহার মুখ ঘষিয়াছে আর চলিয়া গিয়াছে
পতঙ্গ দ্বীপের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে, আর চলিয়া গিয়াছে,
এক রাত্রিতে এক সহস্র কৌশলে মিলনের আনন্দে সে তোমার প্রেম অনুভব করিয়াছে
আর তোমার জন্য তাহার যে প্রেম আছে তাহা সে প্রকাশ করিয়াছে, আর সে চলিয়া গিয়াছে।

মুল্লা ওয়াকফী[৩] দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি খাজা মুইন খানের পুত্র মাসুমের সঙ্গে ছিলেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে শুধু এই স্থানে মুল্লা নুরুদ্দীন তরখানের নাম দেওয়া আছে, আর তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে "তিনি মহান জিন্নাত আশিয়ানীর একজন ভৃত্য ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মহান খলিফা-ই-ইলাহীর একজন আমীর পদে উন্নীত হন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞান জানিতেন।" ইহাতে তাহার কবিতার কোন নমুনা দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহার নাম নাই।

২. নামটি সুস্পষ্ট বুঝা যায় না, পুস্তকে যে চারিটি নাম লেখা হইয়াছে তাহার যে কোনটি হইতে পারে। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে এই ধরনের কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। একটি মাত্র হালতী ছাড়া; কিন্তু হালতী ইয়াদগারের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে ৩ ও ৪ পংক্তি মিলিয়া একটি শ্লোক, আবার অন্য দুইটিতে ৩ ও ৬ এবং ৫ ও ৪ পংক্তি মিলিয়া দুইটি শ্লোক করা হইয়াছে।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বিভিন্নরূপ লিখা আছে। একটিতে আছে মুল্লা ওয়াকফী, আর একটিতে আছে মুল্লা ওয়াকী, এবং আর একটিতে আছে মুল্লা ওয়াফী। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে এইরূপ নামের কাহারও উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

www.alimaanfoundation.com

এই শ্লোকটি তাহার:

শ্লোক

নৈরাশ্য আমার মধ্যে এমনভাবে আসিয়াছে যে ইহার পর
আমি শুধু চক্ষু বন্ধ করিয়া আশার কথা মনে করি।

মুহম্মদ রিযা[1], তিনি ছিলেন একজন তরুণ, ছাত্র আর তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র জানিতেন। কিছুকাল তিনি খান খানান মির্যা খানের চাকুরীতে ছিলেন।

শ্লোক

গোলাপী সুরা হইতে আমার মাদকতা আসে নাই
যাহার কোন নাম নাই, তাহা হইতেই আমি অজ্ঞান হইয়া আছি।
আমার জীবনের সাথে তাহার ওষ্ঠের একটা বিশেষ গোপন মিলন আছে
সুখকে বলিয়া যাও "আসিও না" কারণ ইহা প্রকাশ্য মিলন নয়।

মৌলানা নাযিরী[2], তাহার মধ্যে স্বভাবের উজ্জ্বলতার অভাব ছিল না; আর তিনি রসাল কবিতা লিখিয়াছেন। পূর্বে তিনি খান খানানের চাকুরীতে ছিলেন; আর বর্তমানে মক্কা গমন করিয়াছেন।

নিম্নের শ্লোকগুলি তাহার:

শ্লোক

তুমি যদি আমার হৃদয়ের পণ্য ধ্বংস করিয়া দাও, তুমিও একবার ক্ষতি স্বীকার করিবে,
আমার কাছে পৃথিবী ও ধর্মের রাজধানীর কোন অস্তিত্ব নাই।
তুমি যদি আমার খাচাসহ গোলাপ ঝোপের নীচে পা না দাও
ইহার এমন স্থানে রাখ যাহাতে আমার কান্না গোলাপ বাগানে পৌঁছায়।

---

১. আইন-ই-আকবরীতে মাশহাদের নাউই নামে ইহার উল্লেখ আছে; বদাওনীতেও এই নামেই তাহার বিবরণ দেওয়া আছে।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম নাই, কিন্তু একটিতে আছে; কিন্তু বদাওনী তাবাকাত হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহার সহিত মিল আছে বলিয়া এই পাঠ এই স্থানে গৃহীত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ আইন-ই-আকবরী ও বদাওনীতে দেওয়া আছে।

www.alimaanfoundation.com

প্রেমিকার নিকট বিচ্ছেদের বেদনার অভিযোগ পাঠানো হয়।
যদি বুলবুল বেহেশতের গাছের শাখায় বসিয়া গান গায়।

ইয়াদগার হালতীর পুত্র বকাই[১], পিতাকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

নিম্নের শ্লোকটি তাহার রচনা।

শ্লোক

যেহেতু তোমার রক্ত শীতল করা তোষামোদ জীবন ধ্বংসকারী
মৃত্যুচক্ষু দূর হইতে কামনার দৃষ্টিপাত করে।

মাসুম[২] **কাযি আবুল মা'আলীর পুত্র।** নিম্নেরটি তাহার রচনা :

শ্লোক

যে মুহূর্তে তুমি তোমার হস্ত তরবারিতে স্থাপন কর, তখন মৃতেরা হতাশ হয়
কারণ এই উপহার যাহারা জীবিত তাহাদেরই রসদ।

মীর রুকন উদ্দীন[৩] **কাযি আবুল মা' আলী যিয়ারতগাহীর পুত্র।** পরের গুলি ইহার লেখা।

---

১. মুল্লা বকাই নামে অপর একজনের বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই স্থানে বর্ণিত লোকটির সম্বন্ধে ব্লখম্যানের আইন-ই-আকবরীতে ৪৯৫ পৃ: ২ নং টিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। বদাওনীতেও তাহার পিতার বিবরণে ইহার উল্লেখ আছে।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে, একটিতে নাই। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না।

৩. যে পাণ্ডুলিপিটিতে মাসুমের উল্লেখ নাই, তাহা মীর রুকনউদ্দীনকেই কাযি আবুল মা' আলীর পুত্র অভিহিত করিয়াছে এবং অন্য দুইটি পাণ্ডুলিপিতে মাসুমের লেখা শ্লোকটিকে এবং মীর রুকনউদ্দীনের লেখা শ্লোকটিকে মীর রুকনউদ্দীনের লেখা বলিয়াছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে মীর রুকনউদ্দীন সম্বন্ধে কোন বিবরণই দেওয়া নাই, শুধু তাহার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে মীর রুকনউদ্দীনের কোন উল্লেখ নাই ; কিন্তু ব্লখম্যান আইন-ই-আকবরীর অনুবাদের ১ম খণ্ডের ৫৮৯ পৃষ্ঠায় এক টিকায় তিনি নজফের ইতাবীর লিখিত এক শ্লোকের সম্বন্ধে বলেন যে তবাকাত শ্লোকটি রুকনউদ্দীন নামে এক কবির লিখা বলিয়া বলে ; কিন্তু এই শ্লোকটির সঙ্গে রুকনউদ্দীনের বা মাসুমের লিখিত শ্লোক দুইটির কোনটারই মিল নাই।

বদাওনীতে মীর রুকনউদ্দীনের নাম না থাকিলেও একজন কবির উল্লেখ আছে যাহার নাম বা কবি নাম কোনটাই দেওয়া হয় নাই ; শুধু বলা হইয়াছে যে তিনি কাযি আবুল মা' আলী যিয়ারত

www.alimaanfoundation.com

শ্লোক

যে মুহূর্তে তুমি তোমার হস্ত তরবারিতে স্থাপন কর তখন মৃতেরা হতাশ হয়
কারণ এই উপহার যাহারা জীবিত তাহাদেরই রসদ।
আমার প্রেম ভুলেও একটি শব্দ কাহারও কাছে উচ্চারণ করে নাই
যদিও প্রতিটি গল্পের সঙ্গে আমি আমার মধুর ঘুম জড়াইয়া দিই।

ওয়াকাই ইসফাহানী[১] তিনি যইন খান কোকার সঙ্গে বাস করেন। নিম্নের শ্লোকগুলি তাহার ঃ

মধ্য রাত্রিতেই হৃদয়ের দ্বারে আঘাত কর, কারণ
যখন ভোর হইবে,
অন্যান্য সকল দ্বার তখন খুলিয়া যাইবে, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে।
ইহাতে বিশ্বাসের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, যে এইযুগের সুন্দরীগণ
টেবিল পাতিয়া দেয় না, তবু অতিথির হৃদয় রক্ত পান করে।[২]

মির্যা বেগ সহরী[৩], তিনি খাজা আমীন উদ্দীন মাহমুদের, যাহার উপাধি ছিল খাজা জাহান, ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি মধুর স্বভাব ও ভাল ব্যবহারের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। এই শ্লোকগুলি তাহার ঃ

শ্লোক

একটি হাসি দ্বারা তোমার ক্রুদ্ধ চোখের বিষ ক্ষালন কর,
কারণ তেতো, জলপাইও লবণ মিশাইলে মিষ্ট হয়।

গাহীর পুত্র। সুতরাং তিনি অবশ্যই হয় মাসুম বা মীর রুকনউদ্দীন হইবেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে মাসুমের বলিয়া কথিত শ্লোকটি অথবা যে পাণ্ডুলিপিতে মাসুমের নাম নাই তাহাতে মীর রুকন-উদ্দীনের লিখা নাম বলিয়া কথিত শ্লোক দুইটির প্রথমটির ঐ নামহীন লেখকের কবিতারূপে বদাওনী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১. আইন-ই-আকবরীতে ও বদাওনীতে ইহার বিবরণ দেওয়া আছে।

২. এই শ্লোকটি দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, একটিতে নাই। শেষ পংক্তিটি বদাওনীতে যে ভাবে দিয়াছেন, তাহাতে অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হয়।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি লিখা আছে সহরী, আর একটিতে আছে সিপহরী। আইন-ই-আকবরীতে প্রসঙ্গক্রমে সহরী লিখা আছে। বদাওনী সিপহরীর এক বিবরণ দিয়াছেন। তথায় নামটি দেওয়া হইয়াছে মির্যা বেগ এবং বলা হইয়াছে যে তিনি হিরাতের আমীরের ভ্রাতা খাজা জাহানের পুত্র; আর তাহার তাখাল্লুস (কবি নাম) ছিল সহরী ফলে যদি আবুল ফযল আর বুখম্যান শুদ্ধ হয় তবে লোকটির নাম ছিল মির্যা বেগ সহরী।

www.alimaanfoundation.com

তোমার জীবনদানকারী চুনি কাল কেশের ছায়ায়
সিকান্দরের[১] অন্ধকারে খিযরের[২] পানির ন্যায়।
তোমার বিক্ষিপ্তকারী চক্ষু যাহা ভক্তকে প্রতারণা করে
মোহময় আর যাদুর ন্যায় যাহা সকল প্রেমিককে প্রেরণা দেয়।

ফনাই[৩], মুল্লা খুর্দ যরগর (স্বর্ণকার), তিনি তাহার সারা জীবন এই দরবারে অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রথম দিকে কিন্তু তিনি মির্যা আসকারীর একজন ভৃত্য ছিলেন। নিম্নের শ্লোকটি তাহার ঃ

শ্লোক

আমি বলি না যে তোমার মহান পায়ের উপযোগী আমার এক গৃহ আছে
আমি দরিদ্র, আমি অধম আর আমার এক গৃহকোণ আছে তাহাও ধ্বংসস্তুপ।

আযিযি[৪], মীর আযিয উল্লাহ্, তিনি কাযউইনের একজন সৈয়দ। দীর্ঘকাল তিনি সদারতের একজন দিওয়ান ছিলেন। কিন্তু যেহেতু দিওয়ানীর কর্তব্যের প্রতি তাহার কোন মনোযোগ ছিল না এবং সন্তোষজনকভাবে কাজ করিতেন না, সেজন্য তিনি বহু বৎসর কারারুদ্ধ হইয়া থাকেন। কিতাব গুল-ওয়া-মুল (গোলাম আর সুরা সম্বন্ধে একটি কাব্য) এবং ওয়াজহ্-উল-কাবাওআত (সন্তোষের কারণ), রিসালা-ই-মনযুম রসল এবং সহিফাত-উল-উশশাক (প্রেমিকদের পুস্তক) এবং শহর আশুভ (শহরের বিশৃঙ্খলাকারীগণ) ইত্যাদি তাহার কাব্যগ্রন্থগুলির অন্যতম। তাহার একটি কাসিদা ও ঘযলের সংকলন পুস্তকও আছে।

---

১ এবং ২. খিযর প্রাচীন পারস্যের রাজা সিকান্দর (মাসিডনের আলেকজান্ডার নহে) বা কায়কোবাদের উযির ও সেনাপতি ছিলেন আর তিনি পৃথিবীর প্রান্তের অন্ধকারের নিকটে অবস্থিত জীবনস্রোত আবিষ্কার করেন এবং তাহা হইতে পানি পান করেন।

৩. ১১৫ নং আমীর শাহ ফনাই আর ইনি একই ব্যক্তি বলিয়া বলা হয়। বদাওনীর অনুবাদক বলেন যে ব্লখম্যান ইহা নিশ্চিতরূপে বলেন নাই। তিনি বলেন যে বদাওনীতে এবং তবাকাতে এবং মিরাতুল আলমে উল্লেখিত কবি ফনাই একই ব্যক্তি। তিনি ইহা বলেন নাই যে কবি ফনাই, আর শাহ ফনাই একই ব্যক্তি। যদিও তিনি সম্ভবতঃ ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বদাওনী ফনাই সম্বন্ধে এক বিবরণ লিখিয়াছেন। বদাওনীর (৩য়-খণ্ড) অনুবাদকের মতে বদাওনীর বর্ণিত ফনাই আর তবাকাতে বর্ণিত কবি ফনাই একই ব্যক্তি কারণ উভয়েই একই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু উভয় গ্রন্থে তাহার যে ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

৪. আইন-ই-আকবরীতে কবিদের তালিকায় উল্লেখ নাই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে মালবের দেওয়ান রূপে উল্লেখিত হইয়াছে। বদাওনী ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন।

www.alimaanfoundation.com

এই কবিতাগুলি তাহার ঃ

কবিতা

অশ্রুপূর্ণ চোখের রুদ্র আঘাত সকল দিকেই পড়ে না
তাহারা অশ্রুর প্লাবন শুধু বিনীতদের কোলেই নিক্ষেপ করে।
তাহার রূপালী সাদা অবয়ব পোশাকের ধূলির উপরে দৃষ্টিগোচর হয়
যেমন দেখা যায় মনোরম বাগানের সবুজ পাতার উপরে জুই ফুল।[১]
শুকনো পাতার ন্যায় আমি শোক ও বেদনার পথে নিপতিত হইয়াছি
সম্ভবতঃ তোমার দয়া ও অনুগ্রহের মলয় সমীরণ আমাকে ধূলা হইতে
উঠাইয়া লইবে।

ইবনে আলী ওয়াসিকা[২], পাদটিকা দেখুন।

মীর আমানী[৩], বহু বৎসর তিনি মহান খলিফাই-ই-ইলাহীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। নিম্নের শ্লোকগুলি তাহার ঃ

শ্লোক

তুমি রাজা-বাজ আর আমার হৃদয়-পাখী তোমার কপোত
অবাক কাণ্ড! কপোত আর রাজ পাখী উভয়ে বন্ধু।
আমানীর অবস্থার বর্ণনা, কপোতের ন্যায়
ঐ কপোত উড়ানেওয়ালার কাছে তাহার হৃদয়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা কর।[৪]

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোকটি দেওয়া নাই; ইহাতে যে শ্লোকটি দেওয়া আছে তাহা অন্য দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নাই। শেষোক্ত কবিতাটি যেহেতু বদাওনীতেও দেওয়া আছে, এই স্থানে তাহাও উদ্ধৃত করা হইল।

২. শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে এই কবির নাম দেওয়া আছে। ইহাতে তাহার সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেওয়া নাই, শুধু একটি শ্লোক দেওয়া আছে। তাহা এইরূপ:

কবিতা

তোমার প্রেম ছাড়া আমার আর কোন কাজ পেশা ছিল না
ইহাই আমার হাতে, আমার শিরায় আর আমার পেশীতে প্রবাহিত হইত।

দুইটি পাণ্ডুলিপিতে যেহেতু তাহার নাম নাই, তাই মূল পাঠে ইহা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩ আইন-ই-আকবরীতে কোন মীর আমানীর উল্লেখ নাই। বদাওনীতে একজন আমানী, মুল্লা খনির উল্লেখ আছে। মুল্লা খনি আমনী বা আমানীর লিখিত বলিয়া যে দুইটী শ্লোক বদাওনী উদ্ধৃত করিয়াছেন তবাকাতে সেগুলি মুল্লা আমিনীর লিখা বলিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে বদাওনীতে কোন মুল্লা আমানীর উল্লেখ নাই, তবে মুল্লা খনি আমনী আর মুল্লা আমিনী একই ব্যক্তি।

৪. এই শ্লোকটি একটি পাণ্ডুলিপিতে নাই। দুইটিতে আছে।

www.alimaanfoundation.com

মুল্লা মুরবতী বুখারী[১], তিনি বহু প্রকারের কবিতা লিখিয়াছেন এবং একটি দিওয়ান সাজাইয়াছেন। ভারতে আগমন করিয়া তিনি মহান খলিফা-ই-ইলাহীর চাকুরী লাভ করেন আর তাহার উপহারে খুশী হইয়া বুখারায় প্রত্যাবর্তন করেন। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি তাহার রচনা হইতে নেওয়া।

কবিতা

আমি যখন তোমার কাছ হইতে দূরে থাকি তখন
ভাগ্য কেন আমার রক্তপাত ঘটায় না
সম্ভবতঃ ইহা ভাগ্যের হাতের আওতার মধ্যে নয়।
তোমার প্রেমের পথে আমি কোন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছি নাই
আমি দেখি নাই যে প্রেমের বেদনা আমার পূর্বেই পৌঁছে নাই।

মুল্লা তালিব ইসফাহানী[২], প্রায় বিশ[৩] বৎসর ধরিয়া তিনি কাশ্মীরে অবস্থান করিতেছেন এবং দরবারের ভৃত্যদের দলভুক্ত হইয়াছেন।

কবিতা

সেই ভোজই আনন্দময় যাহা ইহার মাথা হতাশায় হাটুতে স্থাপন করে নাই
তুমি বলিতে পার যে মলয় প্রবাহ দ্বার খুলিয়া দিয়াছে
আর ভিতর হইতে বন্ধু আসিয়াছে।

চতুষ্পদী শ্লোক

তুমি আমাকে তোমার বিরহের বিষ পানে বাধ্য করিয়াছ
আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কি ঘটিয়াছে;
তুমি রক্তপাত করিতেছ, তোমার আস্তিন ঝাড়িতেছ
আর জিজ্ঞাসা করিতেছে কি ঘটিয়াছে।

---

১. সম্ভবতঃ তিনি আর আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত হিসারের মমুরী একই ব্যক্তি; আর বদাওনীতে উল্লেখিত হিসারের মুরবতি আর এই মুল্লা মুরবতি বুখারী যে একই ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ তবাকাতে ইহার যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই শ্লোকে দুইটীই বদাওনীতে হিসারের মুরবতির রচনারূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

২. আইন-ই-আকবরীতে মুল্লা তালিবের উল্লেখ আছে, তবে তথায় ইহার নাম লেখা আছে ইসফাহানের বাবা তালিব। বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে।

৩. বদাওনীতে আছে আট বৎসর, আর হফত ইকলিম-এ আছে ত্রিশ বৎসর; তবে তবাকাতের বিশ বৎসরই মনে হয় সঠিক।

www.alimaanfoundation.com

ওহে ; তোমার বিরহের তরবারি যে কি করিয়াছে সে সম্বন্ধে অনবহিত তুমি
আমার ধুলি চাপিয়া ধরে, যাহাতে তুমি জানিতে পার যে কি ঘটিয়াছে।

মুল্লা পিরুয[1], তাহার জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি নৌরঙ্গ খানের সঙ্গে ছিলেন।

শ্লোক

যে কখনও যাতনা ভোগ করে নাই, তাহারা কখন তাহাকে
প্রেমের সুরা দান করিবে!
সুন্দরীদের প্রেমের হিসাব তাহারা কাহাকে দেয়!

করারী[2], তিনি ছিলেন মুল্লা কাসিম কাহির ছাত্র।

শ্লোক

হে মালী, বাগান হইতে বাহির হইয়া আস!
আর আমার সাইপ্রেস বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখ
তুমি কাঠের সাইপ্রেস দেখিয়াছ ; রূপালী দেহী
সাইপ্রেসের দিকে চাহিয়া দেখ।

শ্লোক

হে হৃদয়, তোমার উচিত প্রেমের বিদ্যা শিখিয়া নেওয়া, তাহাই শিখ
মাছের নিকট হইতে সমুদ্রে ডুবিয়া যাওয়া শিক্ষা কর।
বয়সের বন্ধন হইতে যদি তুমি মুক্তি চাও।
কাসিম কাহি হইতে স্বাধীনতার কলা কৌশল শিখিয়া লও।[3]

মুল্লা মুহম্মদ লঙ্গ[4]। তাহার মধুর স্বভাব ; আর তিনি খান খানান মির্যা খানের সহিত বসবাস করেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি আছে মুল্লা পিরুব, আর অন্যটি যাহা আছে তাহা মনে হয় মুল্লা বারদী। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে এরূপ নামের কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না।

২. ইনি পূর্ববর্ণিত করারী জিলানী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না।

৩. শেষ দুইটি শ্লোক শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে।

৪. একটী পাণ্ডুলিপিতে ইহাকে বলা হইয়াছে মৌমিন লঙ্গ। আইন-ই-আকবরী বা বদাওনীতে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না।

www.alimaanfoundation.com

শ্লোক

নিষ্ঠুরতার জন্য সে এমন ছলনা খুঁজিয়া বেড়ায়
যে তুমি যদি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ কর তাহাও পাপ হইবে।

উলফতি[১] তিনি যইন খান কোকার সঙ্গে আছেন।

চতুষ্পদী শ্লোক

একশত পত্র আমার প্রেমের বেদনা ও যাতনা বহন করিয়াছে
পথিমধ্যে প্রথম বসন্তের এক মলয় সমীরণ বহিয়া গেল।
আমার দুর্ভাগ্যের ফলে ইহাদের একটিও আমার প্রেমিকের কাছে পৌঁছিল না
বলিতে পার মলয় সমীরণ আমার ভাগ্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

ওয়ালিহি[২], তিনি খুরাসানের অন্তর্গত দানা (বা ওয়ানা) গ্রাম হইতে আগমন করেন। তিনি ভাল কবিতা লিখিতেন আর তিনি খুরাসানের গ্রাম্য ভাষায় রসাল পদ্য রচনা করিয়াছেন। তাহার স্বভাব ছিল অনুকরণপ্রিয় এবং অদ্ভুত হাবভাব করিতেন। একদিন যখন মহান খলিফা-ই-ইলাহী চৌগান (পোলো) খেলিতেছিলেন, আর একটি বল তাহার নাকের পিঠে আঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং এই বিষয়ে ওয়ালিহি নিম্নরূপ লিখেন।

শ্লোক

উলফতি, যিনি বহু খারাপ কবিতা লিখেন
ঠিকমত আঘাত পাইয়াছেন......(এই স্থানের শব্দগুলির অর্থ বুঝা যায় না)।
ভাগ্যের নির্দেশে চৌগান বল তাহার দাঁতের স্থলে
তাহার নাকের পিঠ ভাঙ্গিয়া দেয়।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি আলফী বা উলফতি স্পষ্ট বুঝা যায় না। অন্য একটিতে ইহা স্পষ্টই উলফতি দেওয়া আছে। বদাওনীতে দুইজন উলফতির উল্লেখ আছে, একজন ইরাকের আর অপর জন ইয়েযদের, কিন্তু তাহাদের কাহারও সঙ্গে এই স্থানে বর্ণিত উলফতির মিল নাই।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি অস্পষ্ট। তবে বদাওনীতে ওয়ালিহি কবি নামধারী একজন কবির উল্লেখ আছে, তিনি কবি ইয়াদগার হলাতীর পিতা ছিলেন।

www.alimaanfoundation.com

www.alimaanfoundation.com